









GOV

APRIL TO DEE

18 84

*Gan.*  
Librarian

Uttarpara Joykrishna Public Library  
Govt. of West Bengal





# গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।

## CONTENTS.

	PAGE.	নিবন্ধ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India .. ..	41-43	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন .. ..	৪১-৪৩
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal .. ..	351-371	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন .. ..	৩৫১-৩৭১
PART III.—Acts of the Legislative Council of India .. ..	5-25	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন .. ..	৫-২৫
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India .. ..	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি .. ..	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council .. ..	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন .. ..	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council .. ..	9-15	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি .. ..	৯-১৫
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue .. ..	23-26	সপ্তম খণ্ড।—হাইকোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র .. ..	২৩-২৬
PART VIII.—Advertisements .. ..	399-408	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি .. ..	৩৯৯-৪০৮
SUPPLEMENT .. ..	Nil.	পারিশিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট .. ..	নাই।

## PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

**LEGISLATIVE DEPARTMENT.****NOTIFICATION.***Simla, the 26th March 1884.*

No. 7. His Excellency the Viceroy and Governor-General, under the authority vested in him by the Statute 24 and 25 Vic., cap 67, section 10, has been pleased to nominate Mr. D. G. Barkley, of the Bengal Civil Service, to be an Additional Member of the Council of the Governor-General for the purpose of making Laws and Regulations.

D. FITZPATRICK,

*Secretary to the Government of India.***HOME DEPARTMENT.****NOTIFICATIONS.—PUBLIC.***Calcutta, the 24th March 1884.*

No. 527.—Under the provisions of section 9 of Statute 24 and 25 Vic., Cap. 67, the Governor-General in Council is pleased to direct that His Excellency's Council shall assemble at Simla in the jurisdiction of the Lieutenant-Governor of the Punjab.

No. 530.—During the absence of the Governor-General in Council from Calcutta, the Officiating Secretary to the Government of India in the Military Department at the Presidency will have charge of that portion of the Home Department which is left at Calcutta.

A. MACKENZIE,

*Secy. to the Govt. of India.***FOREIGN DEPARTMENT.****NOTIFICATION.—GENERAL.***Fort William, the 22nd March 1884.*

No. 604G.—During the absence of the Governor-General in Council from Calcutta, the Officiating Secretary to the Government of India in the Military Department at the Presidency will have charge of that portion of the Foreign Department which is left at Calcutta.

J. W. RIDGEWAY, *Lieut.-Col.,**Offg. Under-Secy. to the Govt. of India.*

## মোজিসলেটিব ডিপার্টমেন্ট।

विष्णुधन ।

मिथला, १८८८ साल २७ मार्च ।

৭ নম্বর।—মহিমবর ঐযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেবের প্রতি মহারানী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ৬৭ অধ্যায়ের ১০ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদানুসারে তিনি বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসের ঐযুত ডি. জি. বার্কলে সাহেবকে আইন ও বাবেছা প্রায়শনার্ণ ঐযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার অতিরিক্ত সভ্যপদে মনোনীত করিলেন।

ডি. গিটেজপাটিক,  
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

## হোম ডিপার্টমেন্ট ।

ବିଜ୍ଞାପନ ।—ପଦଲିଖ ।

कलिका ३१, १८८४ साल २४ माघ ।

৫২৭ নম্বর।—মন্ত্রিসভাষিষ্টিত জীযুত গবর্ণর জে.রল সাহেব মহারাজী বিকটোরিয়া ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ৬৭ অধ্যায়ের ৯ ধারার বিধানমতে এই আদেশ করিলেন যে, পঞ্জাবের জীযুত সেনেটমেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন সিমলায় মহিমবর জীযুতের মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইবে।

৫৩০ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ত্রিযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের কলিকাতায় অনুপস্থিতিকালে  
হোম ডিপার্টমেন্টের যে অংশ কলিকাতায় থাকিল রাজধানীতে মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয়  
গণসেনাদের একটিং সেক্রেটারী সাহেব সেই অংশের কার্যের অব্যক্ততা ভার প্রাপ্ত থাকিবেন।

এ, থাকেজি,  
ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

করিন্ ডিপার্টমেন্ট ।

বিজ্ঞাপন ।—সাধারণ ।

ફોન ડેલિવરી, ૧૮૮૩ માલ ૨૨ થાઈ ।

৬০২ নম্বর (৭) — মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিযুক্ত গবর্নর জেনারেল সাহেবের কলিকাতার অনুপস্থিতি কালে করিম ডিপার্টমেন্টের যে অংশ কলিকাতায় থাকিল রাজধানীতে বিলিটাবী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী সাহেব সেই অংশের কার্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হইবেন।

জে, ডাবলিউ রিজওয়ায়ে, সেক্রেটরিয়েট কর্নেল,  
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী।





# গবর্ণমেন্ট গেজেট

---

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

---

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।

---

## PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

---



## ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

## NOTIFICATION

*The 31st March 1884.*—The following instructions are notified for the guidance of officers corresponding directly with the Government of Bengal during the time His Honour the Lieutenant-Governor is at Darjeeling :—

As a general rule, all communications should be sent, as usual, to the Secretariat at Calcutta, but communications which are urgent, and which can be made complete in themselves, so as not to require reference to papers at the Presidency, may be sent direct to the Secretary of the department concerned with the Lieutenant-Governor at Darjeeling.

F. B. PRACOCK,  
Secy to the Govt. of Bengal.

No. 1789A.

*GENERAL.—The 21st March 1884.*—Moulvie Syed Mahomed, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is transferred to the sudder station of the District of Hooghly.

Baboo Khetter Mohun Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is transferred to Jessore, and is appointed to have charge of the Jhenidah sub-division of that district, during the absence on leave of Mr. W. G. Deare, or until further orders.

*The 26th March 1884.*—Mr. W. H. Page, Joint-Magistrate and Deputy Collector, who reported his return from furlough on the 22nd instant, is appointed to officiate as District and Sessions Judge of Bhagalpore, during the absence, on leave, of Mr. W. H. Verner, or until further orders.

*The 27th March 1884.*—Mr. H. Hobnwood, Assistant Magistrate and Collector, Kachua, Nudda, is allowed special leave for six months under section 61 of the Civil Leave Code, with effect from the 4th proximo.

Baboo Petumber Banerjee, Sub-Deputy Collector, Mymensingh, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th proximo.

Mr. H. Mosley, Magistrate and Collector, Moorsheadabad, reported his departure from India, on furlough, on the 9th instant.

*The 28th March 1884.*—Mr. F. W. J. Rees, Officiating District and Sessions Judge, Tipperah, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District and Sessions Judges, with effect from the 9th instant.

Mr. F. W. V. Peterson, District and Sessions Judge, Jessore, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District and Sessions Judges, with effect from the 11th instant.

Mr. E. H. Ruddock, Magistrate and Collector, Rajshahye, is appointed to act, until further orders, in the second grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 2nd instant.

*The 29th March 1884.*—Mr. J. G. Ritchie, c.s., reported his departure from India, on furlough, on the 25th ultimo.

Mr. G. J. B. T. Dalton, Officiating Magistrate and Collector, Dinagepore, is appointed to officiate as Deputy Commissioner of Julpigoree, during the absence, on furlough, of Colonel B. W. D. Morton, or until further orders.

*The 31st March 1884.*—Moulvie Shaikh Abdullah, Temporary Sub-Deputy Collector, Sewan, Sarun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th April 1884.

[ *Government Gazette, 8th April 1884.* ]

বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে কার্যাবলীর লিখন পাঠন করিয়া থাকেন যানাবর জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের দার্জিলিং অবস্থিতি কালে তাঁহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ নিম্নলিখিত উপদেশ বাক্য প্রকাশ করা গেল।

সকল কাগজপত্র সচরাচর কলিকাতার সেক্রেটারীর আফিসে যেন পাঠান গিয়া থাকে ভেদনি পাঠান যাইবে এইটি সাধারণ বিধি। কিন্তু যে সকল কাগজপত্র দ্বারা যথার্থ ও অতীর্ণ পূর্ণ থাকে অর্থাৎ রাজধানীর কাগজপত্র দেখিবার আবশ্যক না হয়, সেই সকল কাগজপত্র যে কার্যবিভাগ সম্পর্কীয় হয় দার্জিলিং জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের সঙ্গে সেই কার্যবিভাগের যে সেক্রেটারী আছেন তাঁহার নিকট একেবারে পাঠান যাইতে পারিবে।

এক. বি. পীকক.

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

১৭৮৯ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৩ সাল ২১ মার্চ।—২৪ পরগনার একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত মোলবী মৈয়দ মহম্মদ হুগলী জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

জীয়ুত ডবলিউ. জি. ডায়র সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, তদনুযায়ী ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাহাদুর মোহন মুখোপাধ্যায় যশোহরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত গান্ধী মহম্মদ কায়ার তার গ্রহণার্থ নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৩ সাল ২৩ মার্চ।—জীয়ুত ডবলিউ. এচ. বার সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত ডবলিউ. এচ. বার সাহেব নিয়মিত ছুটি হইতে এই মাসের ২২ তারিখে স্বীয় প্রত্যাগমনের রিপোর্ট করিয়া ডায়ালগুরে ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—মদীয়ার অন্তর্গত কুর্নীর মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত এচ. গোমউড সাহেব সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৬১ ধারামতে আগামি মাসের ৪ তারিখ অবধি ছয় মাসের বিশেষ ছুটি পাইলেন।

ময়মনসিংহের সদ-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাহাদুর বন্দোপাধ্যায় সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আগামি মাসের ৮ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

মুরশিদাবাদের মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত এচ. মোলো সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ৯ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—ত্রিপুরার একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীয়ুত এফ. ডবলিউ. জে. রীস সাহেব এই মাসের ৯ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজদের প্রথম শ্রেণী-মতে কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীয়ুত এফ. ডবলিউ. বি. পিটারসন সাহেব এই মাসের ১১ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজদের প্রথম শ্রেণী-মতে কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজশাহীর মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত ই. এচ. রডক সাহেব এই মাসের ২ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণী-মতে কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ মার্চ।—জীয়ুত জে. জি. রিচী সাহেব, সি. এস. নিয়মিত ছুটি লইয়া গত মাসের ২৪ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

কর্ণেল জীয়ুত বি. ডবলিউ. ডি. মটন সাহেবের নিয়মিত ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দিনাজপুরের একটিং মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত জি. জে. বি. টি. ডালটন সাহেব জলপাইগুড়ির ডেপুটী কমিশনারের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—সারনের অন্তর্গত সেওয়ারের ক্রিয়াকালীন সদ-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত মোলবী সেখ আবদুল্লাহ সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ২০ অপ্রিল অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ অপ্রিল। ]

Mr. F. J. G. Campbell, District and Sessions Judge, Furreedpore, on leave, is appointed to act as District and Sessions Judge, Rajshahye, during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

Mr. J. G. Charles, Officiating District and Sessions Judge, Rajshahye, is appointed to act as Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, during the absence, on deputation, of Mr. H. Beverley, or until further orders.

Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is allowed furlough for fifteen months, under section 50 of the Civil Leave Code, with effect from the 19th July next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

*The 1st April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. A. Wace of his commission as a Captain in the A Company of the Northern Bengal Volunteer Rifle Corps.

Baboo Shama Churn Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Aurungabad, Gya, is allowed leave for one month, under section 130, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Baboo Uma Churn Gangooly, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, on leave, is posted to Burdwan, and is appointed to have charge of the Culna sub-division of that district.

Baboo Mohanund Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on special duty, is allowed privilege leave for one month, with effect from the 5th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. W. G. Deare, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jhenida. Jessore, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Baboo Kedar Nath Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Baraset, 24-Pergunnahs, is transferred to the Serampore sub-division of the district of Hooghly.

Baboo Gopendra Krishna, Assistant Magistrate and Collector, Culna, Burdwan, is transferred to the 24-Pergunnahs, and is appointed to have charge of the Baraset sub-division of that district.

Moulvie Ramizuddin, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Contai, Midnapore, is transferred to the Brahmunberiah sub-division of the district of Tipperah.

Baboo Rajkissore Narain, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Gya, on special duty, is appointed to have charge of the Aurungabad sub-division of that district, during the absence, on leave, of Baboo Shama Churn Mitter, or until further orders.

Baboo Monmotho Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector on special duty, is posted to the sudder station of the district of Patna.

Mr. H. Farrer, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Serajgunge, Pubna, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 14th March last.

Mr. A. C. Tute, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore, is appointed to officiate as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on deputation, of Mr. T. E. Coxhead, or until further orders.

Mr. E. G. Glazier, Magistrate and Collector, Pubna, is appointed to act as Magistrate and Collector, Mymensingh, during the absence, on deputation, of Mr. N. S. Alexander, or until further orders.

Mr. R. Cornish, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, is appointed to act as Magistrate and Collector, Pubna, during the absence, on deputation, of Mr. E. G. Glazier, or until further orders.

রাজকার্যোপলক্ষে জি. বি. ওয়ার্লেন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছুটি প্রাপ্ত করীদপত্রের ডিট্রিট ও সেশন জজ জি. বি. জি. কাম্বেল সাহেব রাজসাহীর ডিট্রিট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্যোপলক্ষে জি. বি. ওয়ার্লেন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় রাজসাহীর একটি ডিট্রিট ও সেশন জজ জি. বি. জি. চার্লস সাহেব ২৪ পরগনা ও হুগলীর আভিপ্যায়ন ডিট্রিট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকার একটিং আইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর, মেরিয়ট সাহেব আগামি জুলাই মাসের ১২ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫০ ধারামতে পনের মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন।—জি. বি. ওয়ার্লেন সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের বলভিয়ার রাইকল মলের A কোম্পানিতে তাগাদদায়ক স্বীয় কনিষ্ঠ ভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জি. বি. সেন্টেনেট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

গরার অন্তর্গত আরজাবাদের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর, শ্যামাচরণ মিত্র যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩০ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

খুলনার অন্তর্গত সাতকীরার ছুটি প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর, উমাচরণ গজোপাধ্যায়, বর্জমান অবস্থাপিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত কালনা মহকুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

বিশেষ কার্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর, মহানন্দ গুপ্ত এই মাসের ৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

যশোরের অন্তর্গত ক্রিশিহরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর, ডিয়ার সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

২৪ পরগনার অন্তর্গত বাবাসতের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর, কেশরনাথ দত্ত, হুগলী জিলার অন্তর্গত জিরামপুর মহকুমার প্রেরিত হইলেন।

বর্জমানের অন্তর্গত কালনার আর্টিফিসিয়াল মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জি. বি. আর, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু ২৪ পরগনা জিলার প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত বারাসত মহকুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁতির ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর, মৌলবী রসিকুদ্দীন ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার প্রেরিত হইলেন।

জি. বি. আর, শ্যামাচরণ মিত্রের ছুটি প্রাপ্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বিশেষ কার্যে নিযুক্ত গরার একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর, রাজকিশোর নারায়ণ সেই জিলার অন্তর্গত আরজাবাদ মহকুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

বিশেষ কার্যে নিযুক্ত একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর, মনোজ কুমার বঙ্গ পাটনা জিলার সদর বোকাশে অবস্থাপিত হইলেন।

পাবনার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জের একটি আইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর, সেরার সাহেব গত মার্চ মাসের ১৪ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

রাজকার্যোপলক্ষে জি. বি. আর, কাম্বেল সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় মেদিনীপুরের ক্রিশিহর আইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর, টাট সাহেব সেই জিলার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্যোপলক্ষে জি. বি. আর, এস, আলেকজান্ডার সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পাবনার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জি. বি. আর, হি, জি, প্রজিয়র সাহেব ময়মনসিংহের মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্যোপলক্ষে জি. বি. আর, হি, জি, প্রজিয়র সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেদিনীপুরের আইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বি. আর, কর্ণিস সাহেব পাবনার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

**EDUCATION.**—*The 28th March 1884.*—The following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Noakholly :—

Mr. J. Posford, District Judge, *vice* Mr. Rees, transferred.

Baboo Chandra Bhusan Chakravarty, Deputy Magistrate and Deputy Collector, *vice* Baboo Bagola Prosonna Mozumdar, transferred.

„ Radha Kanta Aich, B.L., Pleader, Judge's Court, Noakholly.

**OPIMUM.**—*The 27th March 1884.*—Mr. A. Elliot, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Burhi, is allowed furlough for six months, under section 132 of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

**PORT TRUST.**—*The 1st April 1884.*—Mr. R. Steel is confirmed in his appointment, under section 4, Act V (B.C.) of 1870, as a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta, *vice* Mr. W. P. Alexander.

Mr. G. Irving is re-appointed, under section 3, Act V (B.C.) of 1870, to be a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta.

**MEDICAL.**—*The 24th March 1884.*—Baboo Mohini Mohun Das is appointed to be a visitor of the Dacca Lunatic Asylum, *vice* Baboo Brojendra Kumar Rai, resigned.

*The 27th March 1884.*—Dr. Uday Chand Dutt, Civil Medical Officer, Serampore, Hooghly, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

Assistant Surgeon Poorno Chunder Singh, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Civil Medical Officer, Serampore, Hooghly, during the absence, on leave, of Dr. Uday Chand Dutt, or until further orders.

Surgeon L. A. Waddell, Resident Physician, Medical College Hospital, on leave, is appointed to act as Professor of Chemistry and Chemical Examiner in that institution, during the absence, on leave, of Surgeon C. J. H. Warden, or until further orders.

*The 31st March 1884.*—Assistant Surgeon Chunder Bhosun Bose, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to have medical charge of the outpost of Demagiri, in the district of the Chittagong Hill Tracts.

**MUNICIPAL.**—*The 24th March 1884.*—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Bah Municipality :—

Baboo Shib Chundra Chatterjee	...	} Pleaders, Judge's Court, Hooghly.
„ Prankissen Kuwar	...	
„ Sri kissen Gangooly	...	} Landholders.
„ Haran Chundra Mukerjee	...	

Mr. J. C. Stack, Assistant Superintendent of Police, is appointed to be a Commissioner of the Serajgunge Municipality, in the district of Fubna, *vice* Baboo Nobin Chunder Roy, Sub-Deputy Collector.

*The 25th March 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Baraset Municipality of Assistant Surgeon Kailas Chandra Chatterjee to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Serampore Municipality of Baboo Nandolal Gossain to be their Vice-Chairman.

*The 28th March 1884.*—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Dacca Municipality :—

Mr. C. S. Hill, Professor, Dacca College.		Syed Hossein Ali.
„ W. C. Edwards.		Mir Mohamed Ali.
		Shaik Hyder Buksh.

[*Government Gazette, 8th April 1884.*]

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নওয়াখালী জিলার স্কুল কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত রীল সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ডিষ্ট্রিক্ট জজ শ্রীযুত জে, পোস্টার্ড সাহেব।

শ্রীযুত বাবু বগলা প্রসন্ন মজুমদার স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চন্দ্র ভূষণ চক্রবর্তী।

নওয়াখালীর জজ আদালতের উকীল শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত আইচ, বি, এল।

আফিম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—বাহির আফিমের আমসিটাট সব-ডেপুটি এজেন্ট শ্রীযুত এ, এলিয়ট সাহেব আগামি মে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি দিবিলা কার্খাকারকদের ছুটির বিধির ১৩২ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

পোর্ট ট্রাঙ্ক বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১ এপ্রিল।—শ্রীযুত ডবলিউ, সি, আলেকজান্ডার সাহেবের পরিবর্তে শ্রীযুত আর, ফীল সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৪ ধারামতে কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ সাধনার্থ কমিশ্যনর স্বরূপ স্বীয়পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত জি, অর্কিং সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ সাধনার্থ কমিশ্যনরের পদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—শ্রীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় কর্ম ভাগ করাতে শ্রীযুত বাবু মোহিনীমোহন দাস চাকার কিন্তু ব্যক্তিরের আশ্রয় বাতীর পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—ভূগলীর অন্তর্গত জীরামপুরের সিভিল চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীযুত উদয়চাঁদ দত্ত, অন্যের প্রতি কথো রুদ্রাণ করিবার তাবিত্ত অধি দিবিলা কার্খাকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

ডাক্তার শ্রীযুত উদয়চাঁদ দত্তের ছুটিপ্রাপ্ত অন্তর্গতস্থিতকালে অথবা যাবৎ অন্য আক্রান্ত হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত পৃথচন্দ্র সিংহ ভূগলীর অন্তর্গত জীরামপুরের সিভিল চিকিৎসকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

সর্জন শ্রীযুত সি, জে, এচ, ওয়ার্ডেন সাহেবের ছুটি প্রাপ্ত অন্তর্গতস্থিতকালে অথবা যাবৎ অন্য আক্রান্ত হয়, ছুটিপ্রাপ্ত মেডিক্যাল কালেক্টর ইম্পাণ্টের রোগিডেন্টে সিভিসিয়ন সর্জন শ্রীযুত এল, এ, ওয়ার্ডেন সাহেব উক্ত কালেক্টর ক্রিমীর বিচার্য অদ্যাপকের ও ক্রিমীর পরীক্ষকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত চন্দ্রভূষণ বসু চট্টোপাধ্যায়ের পর্তুগীজ প্রদেশ জিলার অন্তর্গত দেমাগি ফাঁড়ির চি, ১৯ নাকার্বোর তার প্রত্যাগার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বালি মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

ভূগলীর জজ আদালতের উকীল	{	শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
	{	.. .. প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ডর।
ভূমাধিকারী	{	.. .. শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
	{	.. .. হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সব-ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র রায়ের পরিবর্তে পোলীসের আমসিটাটে সুপারিন্টেণ্ডেন্টে শ্রীযুত জে, সি, টাক সাহেব পাবনা জিলার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।—বারাসত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের আমসিটাটে সর্জন শ্রীযুত টেকনা ম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট-গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

জীরামপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের শ্রীযুত বাবু নন্দলাল গোস্বামিকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ঢাকা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকা কালেক্টর অধ্যাপক শ্রীযুত সি, এস, হিল সাহেব। শ্রীযুত সৈয়দ হুসেন আলি।  
শ্রীযুত ডবলিউ, সি, এডওয়ার্ডস সাহেব। .. মির মহম্মদ আলি।

শ্রীযুত মেধ হুসদর বসু।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ এপ্রিল।]

**ROAD CESS.**—*The 20th March 1884.*—Mr. G. K. Lyon, Joint-Magistrate, is appointed to be Vice-Chairman of the Patna District Road Committee, *vice* Mr. Grindlay, transferred.

*The 21st March 1884* —Baboo Bepin Behary Dutt is re-appointed to be Vice-Chairman of the Midnapore District Road Committee.

*The 22nd March 1884.*—Baboo Probhat Chunder Sen is appointed, and the gentlemen named below are re-appointed, to be members of the Julpigoree District Road Committee :—

Richard Haughton, Esq.  
Munshi Rohim Bux.  
,, Khairat Ali.

Baboo Kali Dass Goopta.  
,, Sreenath Chuckerbutty.  
,, Preo Nath Banerjee, B. L.

Baboo Preo Nath Banerjee is also appointed to be Vice-Chairman of the Committee.

*The 25th March 1884.*—Baboo Ratonesari Prosad Narain Singh and Mr. C. B. Boileau are appointed to be members of the Sarun District Road Committee, *vice* Shew Gobiud Shaw and Mr. R. B. Reid, respectively.

Baboo Doorga Dass Roy and Baboo Kadar Nath Chatterjee are appointed to be members of the Beerbhoom District Road Committee, *vice* Baboo Gogessur Sen and Baboo Protap Chunder Singh, respectively.

Baboo Sree Nath Chatterjee and Baboo Hardhyan Singh are appointed to be members of the Branch Road Committee of Buxar, in the Shahabad district.

Moulvie Syed Zuheruddin and Baboo Sham Narayan are appointed to be members of the Branch Road Committee of Dinapore, in the Patna district, *vice* Lieutenant-Colonel Hedeyat Ali and Baboo Gourpershad Shah, respectively.

*The 26th March 1884.*—Moulvie Gowhur Ally, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is re-appointed to be Vice-Chairman of the Durbhunga District Road Committee.

*The 27th March 1884.*—Baboo Tarini Charan Roy and Baboo Kailas Chandra Ghosal are appointed to be members of the Muushigunge Branch Road Committee, in the Dacca district, *vice* Baboo Bhagwan Chandra Gupta and Baboo Jogesh Chandra Bose, respectively.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

*No. 79.—The 19th March 1884.*—Furlough for eighteen months, under section 49 of the Civil Leave Code, is granted to Mr. A. J. Primrose, Assistant Commissioner, Nowgong.

*No. 85.—The 20th March 1884.*—Furlough for eight months, under section 49, chapter V of the Civil Leave Code, is granted to Mr. W. W. Daly, Commandant of the Frontier Police, Surma Valley Division, with effect from the 2nd February 1884.

This cancels notification No. 37, dated the 7th February 1884, in the *Assam Gazette* dated the 9th idem.

*No. 157.—The 20th March 1884.*—Mr. H. Muspratt made over charge of the office of District and Sessions Judge of Sylhet and Sessions Judge of Cachar to Baboo Ram Kumar Pal Chaudhuri, and availed himself of subsidiary leave, preparatory to retirement from the service, in the forenoon of the 11th March 1884.

*No. 158.*—Mr. J. Kellcher, who has been appointed District and Sessions Judge of Sylhet and Sessions Judge of Cachar, received charge of office from Baboo Ram Kumar Pal Chaudhuri in the afternoon of the 11th March 1884.

F. B. PEACOCK,  
Secy. to the Govt. of Bengal.

পঞ্চম বিয়র।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—জিহুত গিণ্ডলে সাংজন স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে জাইন্ট মাজিস্ট্রেট জিহুত সি, কে, লিয়ন সাংহেব পাটনা জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ।—জিহুত বাবু বিশিষ্টবিহারী দত্ত মেদিনীপুর জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।—জিহুত বাবু প্রভাতচন্দ্র সেন জলপাইগুড়ি জিলার পথ কমিটীর মেম্বরে পদে নিযুক্ত এবং নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত চিচার্ড হটম সাংহেব।

” যুনশী রহিম বক্স।

” ” খয়রাৎ আলি।

জিহুত বাবু কালিদাস গুপ্ত।

” ” জিনাথ চক্রবর্তী।

” ” প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায়, বি. এল।

জিহুত বাবু প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায়, উক্ত কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদেও নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।—জিহুত শিবগোবিন্দ শা ও জিহুত আর, বি, রীড সাংহেবের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে জিহুত বাবু রত্নেশ্বরী প্রসাদ নারায়ণ সিংহ ও জিহুত সি, বি, বয়লু সাংহেব নারায়ণ জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত বাবু গজেন্দ্র সেন ও জিহুত বাবু প্রভাতচন্দ্র সিংহের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে জিহুত বাবু চুর্ণীদাস রায় ও জিহুত বাবু কেশরনাথ চট্টোপাধ্যায় বীরভূম জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত বাবু জিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জিহুত বাবু হরখান সিংহ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত বজারের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

লেন্টেনেট কর্নেল জিহুত হেমাদেৎ আলি ও জিহুত বাবু গৌর প্রসাদ শাহার পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে জিহুত মৌলবী টৈয়র জহরুদ্দীন ও জিহুত শ্রীমনারায়ণ বাবু পাটনা জিলার অন্তর্গত দানাপুরের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ —একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিহুত মৌলবী গৌর আলি হারতাল জিলার পথকমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—জিহুত বাবু কগবান চন্দ্র গুপ্ত ও জিহুত বাবু যোগেন্দ্র বসুর পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে জিহুত বাবু তারিণী চরণ রায় ও জিহুত বাবু কেলাসচন্দ্র স্ত্রীধার ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুনশী-গঞ্জের শাখা পথকমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপন তামাম গেজেটে হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

৭৯ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৯ মার্চ।—মৌরীয়ার আসিস্ট্যান্ট কমিশ্যনার জিহুত এ, জে, হিমরোস সাংহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৪৯ ধারামতে আঠার মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

৮১ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—মুর্রা উপত্যকা খণ্ডের সীমান্ত স্থানের পোলীসের বমাণীতে জিহুত ডবলিউ, ডবলিউ, ডাব্লিউ স হেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৪৯ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ২ যেকুয়ারি অবধি আট মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সালের ৯ যেকুয়ারির তামাম গেজেটে প্রকাশিত ৬ মাসের ৭ তারিখের ৩৭ নং বিজ্ঞাপন এতদ্বারা রহিত করা গেল।

১৫৭ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—জিহুত এচ, মস্পাট সাংহেব জিহুত বাবু রায়হুদাও পাল চৌধুরীর প্রতি জিহুতের ডিউটি ও সেশন জজের এবং কাছাড়ের সেশন জজের কর্মের পরিচালনা করিয়া কর্মকর্তার অবসর গ্রহণার্থ প্রস্তুত হইবার জন্য ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চের পূর্বদিক অবধি আনুষ্ঠানিক ছুটি গ্রহণ করিলেন।

১৫৮ নম্বর।—জিহুতের ডিউটি ও সেশন জজের এবং কাছাড়ের সেশন জজের পদে নিযুক্ত জিহুত জে, কেলহের সাংহেব জিহুত বাবু রাবহুদার পাল চৌধুরীর স্থানে ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চের অপরাহ্ন বর্মের তাঁর গ্রহণ করিলেন।

এফ, বি, পীকক,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ অপ্রিল।]



## NOTIFICATION.

*The 31st March 1884.*—In continuation of the notification, dated the 4th June 1883, published at page 479, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 13th idem, the Lieutenant-Governor appoints, under the provisions of section 5 of Act XV of 1881 (the Indian Factories Act), Baboo Surja Kumar Bose, L.M.S., the certifying surgeon for the silk factories at Guruli, Moheshpore, and Nimtola, in the sub-division of Ghattal, to be also certifying surgeon for the Monohurpore Factory, in that sub-division, in place of Baboo Hrishikesh Mookerjee.

A. P. MACDONNELL,  
*Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 22nd March 1884.*—The following gentlemen are appointed to be members of the Deoghur Lodging House Committee for 1884-85 :—

Baboo Jagat Durlabh Bysak, Deputy Magistrate and Deputy	} <i>Official Members.</i>
Collector ... ..	
Baboo Bhowani Charan Mukerjee, Head Master, Deoghur	
School ... ..	} <i>Non-official Members.</i>

Baboo Sailajananda Jha, High Priest	...	...
„ Russik Lal Tewari, Mukhtear	...	...
„ Jai Kumar Dutt Jha, Priest	...	...

COLMAN MACAULAY,  
*Secy. to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 22nd March 1884.*—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, under clause 2, section 34, Act V (B.C.) of 1876, to vest in the Commissioners of the Kishoregunge Municipality, in the district of Mymensingh, the charitable dispensary, known as the Hybutnugger Dispensary, situated within that municipality, the said dispensary not being private property or the property of any religious institution or society.

COLMAN MACAULAY,  
*Secy. to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 24th March 1884.*—Whereas a notification dated the 26th November 1883 was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the Sarun District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is now notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 24th March 1884.*—Whereas a notification dated the 26th November 1883, was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-law framed by the Patna District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-law, it is now notified for general information that it is confirmed.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৯ জুনের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে দ্বিতীয় খণ্ডের ৪১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই সালের ৪ জুনের বিজ্ঞাপনান্তরিত ভারতবর্ষীয় কারখানা বিষয়ক ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার বিধানমতে ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত গুজলি, মহেশপুর ও নিমতলার রেশম কুঠীর সার্টিফিকেট দিবার সর্বজন জিযুত বাবু সুর্য্যকুমার বসু এল, এম, এসকে জিযুত বাবু হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের স্থানে উক্ত মহকুমার অন্তর্গত মনোহরপুর কুঠীর সার্টিফিকেট দিবার সর্বজনের পক্ষেও নিযুক্ত করিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৮৪-৮৫ সালের নিমিত্ত দেওয়ার বাসাবাড়ী কমিটির মেম্বরের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত বাবু জগদ্বল্লভ বসাক	...	ইহারাজকীয় পদ- ধারি মেম্বর।
দেওয়ার স্থলের প্রধান শিক্ষক জিযুত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়	...	
প্রধান পুরোহিত জিযুত বাবু টেলকজামন্দ বা	...	ইহারাজকীয় পদ- ধারি নহেন এমও মেম্বর।
মোস্তাফা জিযুত বাবু রসিকলাল তেওয়ারী	...	
পুরোহিত জিযুত বাবু জয়কুমার দত্ত বা	...	

কোলমান মেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।—সাধারণের অবগতার্থে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ময়মন-সিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মুনিসিপালিটির মধ্যে কৈবতনগর ঔষদালয় নামে যে দাওয়া ঔষদালয় আছে, তাহা ব্যক্তি বিশেষের বা ধর্ম্মালয়ের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি না হওয়াতে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণবতে উক্ত মুনিসিপালিটির কামগানবদের প্রতি অর্পণ করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

কোলমান মেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে সারন জিলার পঞ্চ কমিটির প্রণীত এক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইন ১৮০ ধারামতে পাটনা জিলার পঞ্চ কমিটির প্রণীত এক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ অপ্রিল। ]

## NOTIFICATION.

*The 24th March 1884.*—Whereas a notification dated the 26th November 1883 was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-law framed by the Durbhunga District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-law, it is now notified for general information that it is confirmed.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 27th March 1884.*—Whereas a notification, dated the 25th January 1884, was published at page 249, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 30th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-laws framed by the Chittagong District Road Committee under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is hereby notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 1st April 1884.*—Under section 6, Act IV (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints the following gentlemen to be Commissioners of the town of Calcutta, *vice* Messrs. J. Westland and J. G. Womack, resigned :—

Mr. E. F. T. Atkinson

Dr. K. B. Stuart.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 24th March 1884.*—The Lieutenant-Governor sanctions the transfer of the under-mentioned villages from the jurisdiction of thana Kuarganj to that of thana Durwani, in the district of Rungpore, with effect from the 1st April 1884.

Number.	Name of village.	Thakbust number	Name of pergunnah.
1	Bungalipur	93	Rakunpur.
2	Syndpur	93	Surooppur.
3	Nao utpur	83	Ditto.
4	Lukhunpur	94	Ditto.

*Note.*—In this list the names given are those of the villages as demarcated and surveyed by the Revenue Survey Department, and as shown on their maps and records.

C. W. BOLTON,  
*Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.*

[ *Government Gazette*, 8th April 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে দ্বারভাঙ্গা জিলার পঞ্চ কমিটির প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে চট্টগ্রাম জিলার পঞ্চ কমিটির প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৪ সালের ২৫ জানুয়ারির এক বিজ্ঞাপন গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ এপ্রিল।—জ্যুত জে, ওয়েন্সলাও সাহেব ও জ্যুত জে. জি, ওমাক সাহেব কর্তৃক ভাগ করাতে জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব নিম্নলিখিত মহাশয়াদিগকে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৬ ধারামতে কালমাগা নগরের কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

জ্যুত ই, এক, টি, আটকিন্সন সাহেব। | ডাক্তার জ্যুত কে, বি, স্টুয়ার্ট সাহেব।

কোলমান মেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত সকল গ্রাম ১৮৮৪ সালের ১ এপ্রিল অবধি কুমারগঞ্জ থানার এলাকাহইতে দরওয়ানী থানাভুক্ত হইবার অধুমাত দিলেন।

নম্বর।	গ্রামের নাম।			প্রাকবস্ত্র নম্বর।	পরিগণনার নাম।
১	বঙ্গলপুর	...	...	৯৩	ককণপুর।
২	সৈয়দপুর	...	...	৯২	সরুগপুর।
৩	নিয়ামতপুর	...	...	৮৩	ঐ
৪	লক্ষ্মণপুর	...	...	৯৪	ঐ

মন্তব্য।—রাজস্বের ক্ষরীণী কার্যবিভাগের কার্যকারকেরা চিত্র দিয়া অধীপ করিয়া আপনাদের মানচিত্রে ও বিকার্ডে যেহ গ্রামের যেহ নাম দিয়াছেন এই নির্ঘণ্টপত্রে সেইহ গ্রামের সেইহ নাম দেওয়া গেল।

সি, ডবলিউ, বোস্টন,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের এন্ট্রি সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ এপ্রিল।]

## NOTIFICATION.

*The 26th March 1884.*—Mr. A. W. Rendel, Locomotive Superintendent, and Mr. W. H. Chase, Assistant Locomotive Superintendent, of the Northern Bengal State Railway, are appointed to be Surveyors of steam vessels under section 2 of Act V (B.C.) of 1882.

C. W. BOLTON,  
*Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 1st April 1884.*—Mr. F. E. Pargiter, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector of the 24-Pergunnahs and Commissioner of Sunderbuns, is vested with the powers of a Collector, under Act X of 1870, for the purpose of acquiring the land required for the construction of new docks at Kidderpore, in the district of the 24-Pergunnahs, regarding which a declaration, under section 6 of the Act, was published on the 11th March 1884.

A. P. MACDONNELL,  
*Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.*

## DECLARATION:

*The 22nd March 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Mokama Union for a public purpose, viz. for improvements in the drainage of the village of Mokama, in the union of Mokama, pergunnah Gyaspore, zillah Patna, it is hereby declared that for the above purpose two plots of land, described below, are required:—

*Plot No. 1.*—Measuring, more or less, 1 beegha 14½ dhoores of local measurement, is bounded on the north by the dwelling-houses of Ghaghan Singh, Lal Singh and Janki Singh, situated in patti 6 annas; on the south by the dwelling-houses of Faquira Kahar, Doda Teli and Shewak Teli, situated in patti 6 annas; on the east by the dwelling-house of Meghu Singh in patti 8 annas; and on the west by the dwelling-houses of Ghaghan Singh and Bharasi Mahtan.

*Plot No. 2.*—Measuring, more or less, 15 cottahs 5½ dhoores of local measurement, is bounded on the north by the public road leading to Mokama Bazar; on the south by the dwelling-houses of Sanichar Kahar and Ramdial Dhaunk (ryots of Tulshi Singh and Ghaghan Singh); on the east by the cutcherry house of the one-anna mahals and shop of Gopal Bania; and on the west by the dwelling-house of Umaid Singh of patti 8 annas.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

## DECLARATION.

*The 24th March 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Bhubuah Municipality for a public purpose, viz. for a municipal market, in the town of Blabuah, pergunnah Ghampore, district Shahabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of waste land measuring, more or less, 3 beeghas 2 cottahs and 2 dhoores, is required. The land is bounded on the north by the cultivated land of Lekhraj Kurmi of Bhubuah; on the south by the public road; on the east by Khoki Boha's garden and the road cess bungalow; and on the west by the cultivated land of Chhakan Jhunjra. The plan can be had for inspection in the office of the Chairman of the Bhubuah Municipality.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।—বঙ্গদেশের উত্তরদিকের স্টেট রেলওয়ের লোকোমটর সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. হেগেল সাহেব, ও আসিস্ট্যান্ট লোকোমটর সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. হেগ, চেস সাহেব ১৮৬২ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২ ধারামতে বাষ্পীয় জাহাজের অবস্থার অনুসন্ধান করণার্থ সরবেরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সি, ডবলিউ. বোল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—১৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত খিদিরপুরে নতুন ডাক প্রস্তুত করণার্থে ভূমি গ্রহণ করিবার জন্য ২৪ পরগনার একটিং জাউন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কমিশনার এবং সুন্দর বনের কাম-শানর জি. ডবলিউ. হেগ, ই. পরগনার সাহেব ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কমিশনারের ক্ষমতা পাইলেন। উক্ত আইনের ৬ ধারামতে উৎসম্পর্কীয় বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চে প্রকাশ করা গিয়াছে।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৩ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত গয়াপুর পরগনার মোকামা গ্রাম সমাহারস্থিত মোকামা গ্রামে জলপ্রণালীর উৎকর্ষসাধনার্থে মোকামা গ্রাম সমাহারের অর্থব্যায়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের জি. ডবলিউ. হেগের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে নিম্নলিখিত ভূমিও লওয়া গেল।

১মং খণ্ড।—স্থানীয় মাপের ন্যূনাত্মক ১/২ বিঘা ১৫ পুর পরিমিত ভাটার উত্তর সীমা। ২/ আনা পটীতে স্থিত গগন সিংহের, লাল সিংহের ও জানকী সিংহের বসতি বাটী, দক্ষিণ সীমা। ৩/ আনা পটীতে স্থিত ফকীর কাহার, দোদা ডেল ও সেরক ডেলির বসতি বাটী, পূর্ব সীমা। ৪/ আনা পটীতে স্থিত মেসু সিংহের বসতি বাটী, এবং পশ্চিম সীমা গগন সিংহ ও তরুণ সিংহের বসতি বাটী।

২মং খণ্ড।—স্থানীয় মাপের ন্যূনাত্মক ৬০ কাঠা ৫ পুর পরিমিত, ভাটার উত্তর সীমা মোকামা বাজারে যাহবার রাজপথ, দক্ষিণ সীমা শনিচর কাহার, ও রামদিয়াল ধাক্কের বসতি বাটী (ইহার তুলসী সিংহের ও গগন সিংহের রায়ত) পূর্ব সীমা এক আনা মালিকের কাহারী ঘর ও গোপাল বেণিয়ার দোকান, এবং পশ্চিম সীমা ১০ আনা পটীর উমায়দ সিংহের বসতি বাটী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত চান্দপুর পরগনার ভূমি নগরে মুন্সিপাল বাজার করিবার জন্য ভূমি মুন্সিপালীটির অর্থব্যায়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের জি. ডবলিউ. হেগের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে স্থানীয় মাপের ৩/২ কাঠা ২ পুর পরিমিত এক খণ্ড পতিত ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা বহুয়ার লেখরাজ কুমির কর্তৃক জমি, দক্ষিণ সীমা রাজপথ, পূর্ব সীমা বোকার বাগান ও পথকরের বাগলা ঘর এবং পশ্চিম সীমা হুকন বাগুর কর্তৃক জমি। ভূমি মুন্সিপালীটির সভাপতির আফিসে ইহার নকশা দেখা যাইতে পারিবে।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

## DECLARATION.

*The 24th March 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Burdwan Municipality for a public purpose, viz. for widening a portion of the Lacoordy Road, in the village of Tikarhat, pergunnah Burdwan, zillah Burdwan, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 cottahs 15 chittacks of standard measurement, is required. The land is bounded on the west, north, and east by the Lacoordy Road, and on the south by lands belonging to Benode Behary Khan of Lacoordy, Mohummud Moochu Mea of Tikarhat, Ali Newaj of Brahmunpookur, and Peari Mohan Banerjee of Burdwan.

A plan of the land may be inspected by the parties interested in the office of the Collector of Burdwan.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

## JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1790 A.

*The 14th March 1884.*—Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is vested with powers under section 110 of the Code of Criminal Procedure.

*The 27th March 1884.*—Baboo Radha Krishna Sen, Additional Subordinate Judge, Burdwan, is appointed to be Small Cause Court Judge and Subordinate Judge, Cuttack, vice Mr. W. Wright, permitted to retire.

Mr. R. Bushby is appointed to be a member of the Boiler Commission for the purpose of carrying out the provisions of Act III (B.C.) of 1879 (entitled an Act to provide for the Periodical Inspection of Steam Boilers and Prime Movers attached thereto) in the town and suburbs of Calcutta and in Howrah.

*The 31st March 1884.*—Baboo Raj Krishna Banerjee, M.A. & B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Mymensingh, and to be ordinarily stationed at Hosseinpore, during the absence, on deputation, of Baboo Purna Chandra Dey at the sudder station, or until further orders.

Lieutenant-Colonel V. E. Law, Agent to the Governor-General with the King of Oudh and Superintendent of Political Pensions, is vested with the powers of a Magistrate of the first class, and with powers under sections 133 and 144 of the Criminal Procedure Code, within the premises of the King of Oudh.

The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Keoshtea Bench, in the district of Nuddea, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class:—

Baboo Tryluckho Nath Mittra.

Baboo Nilratan Adhikary.

„ Ambika Churn Moitra.

„ Umesh Chunder Dutt.

Baboo Protap Chandra Mozumdar, Third Munsif of Maradnuggur, in the district of Tipperah, is vested, under section 29 of the Bengal Civil Courts Act, VI of 1871, with the jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 50 arising in the Daudkandy thana.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Lieutenant W. L. Boswell of his appointment as Assistant Cantonment Magistrate of Dorunda.

Baboo Sham Chand Roy, Munsif of Gurbetta, in Midnapore, is vested, under section 29 of the Bengal Civil Courts Act, VI of 1871, with the jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 50.

[*Government Gazette, 8th April 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ বর্জমান জিলার অন্তর্গত বর্জমান পরগনার টিকারহাট গ্রামে লাকুর্জি পথের কতক অংশ পরিষ্কার করিবার জন্য বর্জমান মুনিসিপালিটির অর্থ-ব্যয়ের গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া অবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেই কালের নিমিত্তে কতিপয়ে ন্যূনতম ১০৫০ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পশ্চিম ও উত্তর ও পূর্ব সীমা লাকুর্জি পথ, এবং দক্ষিণ সীমা লাকুর্জির বিনোদ বিহারী ঐর, টিকারহাটের মন্ডন মুচু মিঞার, ব্রাহ্মণপুকুরের আলি দেওয়ারাজের এবং বর্জমানের পোয়ারিমাছন বন্দোপাধ্যায়ের জমি।

স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিরা উক্ত জমির নকশা বর্জমানের কালেক্টর সাহেবের আফিসে দেখিতে পারিবেন। ইহাতে বাহাদুরের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৮০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কলিমাস মেডলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট।

১৭৯০ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ।—রাজার একটিং জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত মি.আর. মেরিষ্ট সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—জিহুত ডবলিউ. রাইট সাহেবের প্রতি কর্তৃক হইতে অবসর গ্রহণের অনুমতি হওয়াতে বর্জমানের জুডিশিয়াল মবর্ডিনেট জজ জিহুত বাবু রাধাকৃষ্ণ পেন, কংকের ছোট আদালতের জজ ও মবর্ডিনেট জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত আর্. ব্রুস সাহেব কলিকাতা নগরে ও তারার মাথা নগরে ও হাবড়ার বাম্প বাইপার ও তৎসংযুক্ত গ্রামে মুর মকলের নিয়মিত কালানুসার পরিদর্শন করণার্থ আইন নামে ১৮৭৯ সালের রাজ্য ও আইনের বিধান কার্যে পরিণত করণার্থে বাইলর কমিশনার মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকাঙ্গোপালকে জিহুত বাবু পূর্ণচন্দ্র দেব সমর যোদ্ধা গহনপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, জিহুত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়, এম. এ. ও বি. এল. মরমনিমিত্ত জিলার মুনসেফের কর্তৃক নিযুক্ত হওয়া নামান্যতঃ হুগলপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

অযোগ্যতার রাজার সঙ্গে জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের এক্টে এবং পোলিটিকাল পেনশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট লেপ্টেনেন্ট কর্নেল জিহুত বি. ডি. লি সাহেব অযোগ্যতার রাজ্যটির মধ্যে প্রথম জ্ঞানীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ও ১৪৪ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত সভাশয়েরা নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুচাপায়েধে অটোবনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জিহুত বাবু টেলোকাননাথ মিত্র।

জিহুত বাবু মীলরত্ন অধিকারী।

” ” অধিকাচরণ মিত্র।

” ” উমেশচন্দ্র দত্ত।

জিপুরা জিলার অন্তর্গত মুরাদনগরের তৃতীয় মুনসেফ জিহুত বাবু এতাপাচন্দ্র মজুমদার মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন। ছোট আদালতের বিচার্য ৫০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ৬ আইনের ২৯ ধারামতে ছোট আদালতের জজের বিচার্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

লেপ্টেনেন্ট জিহুত ডবলিউ. এল. মন্ডেল সাহেব নোরমা এমসিওর আফিসে মাজিস্ট্রেটস্বরূপ দ্বিতীয় পদে, করণার্থে যে পত্র পাঠান জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা প্রত্যাশিত হইল।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত গড়বতাবু মুনসেফ জিহুত বাবু শ্যামচাঁদ রায় ছোট আদালতের বিচার্য ২০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ৬ আইনের ২৯ ধারামতে ছোট আদালতের জজের বিচার্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[ গবর্নমেন্ট সেক্রেট। ১৮৮৪। ৮ অপ্রিল। ]



*The 1st April 1884.*—Baboo Jibun Krishna Chatterji, Officiating Subordinate Judge and Small Cause Court Judge, Pubna, is appointed to be First Subordinate Judge of Chittagong.

Baboo Umacharan Dutt, First Munsif of Baraset, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of Pubna.

Baboo Dwarkanath Bhattacharjya, Officiating Subordinate Judge, Chittagong, is appointed to act as Additional Subordinate Judge, Tipperah.

This cancels the order of the 12th ultimo, appointing Baboo Menu Lal Chatterjea to be temporarily Additional Subordinate Judge of Tipperah.

Baboo Moumotha Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

**GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.**—*The 25th March 1884.*—Baboo Purna Chandra Banerjee, Second Sudder Munsif of Rungpore, is allowed leave for 2 months, under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 2nd April 1884, or from any subsequent date on which he avails himself of it.

*The 26th March 1884.*—Baboo Premchand Pal, First Munsif of Patuakhally, in the district of Backergunge, is allowed leave for 18 days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Baboo Benode Behary Mitter, First Munsif of Manickgunge, in the district of Dacca, is allowed leave for 2 months and 23 days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Baboo Saroda Prosad Chatterjee, First Munsif of Bangah, in the district of Furreedpore, is allowed leave for three months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

*The 28th March 1884.*—Baboo Upendro Nath Ghose, Munsif of Koshtea, in the district of Nudda, is allowed leave for 1 month and 8 days, viz. 17 days under rule 3, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, and 21 days under rule 1, section 73 of the Code, with effect from the 3rd April 1884.

*The 31st March 1884.*—Baboo Ramjadab Tolapatra, Munsif of Azimgunge, in the district of Moorsshedabad, is allowed leave for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st April 1884.

Baboo Syam Chand Blair, Additional Munsif of Dacca, is allowed leave for one month, under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

**ERRATUM.**—*The 31st March 1884.*—With reference to the notification of Government, dated the 3rd instant, which was published in the *Calcutta Gazette* of the 12th idem, appointing Baboo Brojobulab Mitra to be an Honorary Magistrate for the Jehanabad Municipal Bench, in the district of Hooghly, *per* Municipal read General.

F. B. PEACOCK,  
Secy. to the Govt. of Bengal.

#### NOTIFICATION.

*The 31st March 1884.*—The Lieutenant-Governor directs the removal of the headquarters of the Bauskhali Sub-Registry Office, in the district of Chittagong, from Kalipur, where it is at present located, to Chandpur.

This arrangement will take effect on and from the 1st May 1884.

F. B. PEACOCK,  
Secy. to the Govt. of Bengal.

১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন।—পাবনার একটিং সর্ভিসেন্ট জজ ও ছোট আদালতের জজ জীযুত বাবু জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় চট্টগ্রামের প্রথম সর্ভিসেন্ট জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

২৪ পংগনার অন্তর্গত বারাসতের প্রথম মুনসেফ জীযুত বাবু উমাচরণ দত্ত, পাবনার সর্ভিসেন্ট জজের ও ছোট আদালতের জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের একটিং সর্ভিসেন্ট জজ জীযুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য ত্রিপুরার আডিশ্যনাল সর্ভিসেন্ট জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বাবু মনুলাল চট্টোপাধ্যায়কে কিয়ৎকালের জন্য ত্রিপুরার আডিশ্যনাল সর্ভিসেন্ট জজের পদে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মার্চের ১২ তারিখের আজ্ঞা এতদ্বারা রহিত করা গেল।

পাটনার একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু মদনকুমার বসু তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ১৫ মার্চ।—রঙ্গপুরের দ্বিতীয় সদর মুনসেফ জীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৮৪ সালের ২ আশ্বিন অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।—বাথুরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পটুয়াখালির প্রথম মুনসেফ জীযুত বাবু প্রেমচাঁদ পাল যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে আঠার দিনের ছুটী পাইলেন।

চাঁকা জিলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জের প্রথম মুনসেফ জীযুত বাবু দিনোদবিহারী মিত্র যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে দুই মাস তেইশ দিনের ছুটী পাইলেন।

করীদপুর জিলার অন্তর্গত ভাঁড়ার প্রথম মুনসেফ জীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৩ সাল ১৮ মার্চ।—নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুন্টাণি মুনসেফ জীযুত বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৮৮৪ সালের ১ আশ্বিন অবধি এক মাস আট দিনের ছুটী পাইলেন, অর্থাৎ সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ৩ প্রকরণমতে ১৩৩ দিনের এবং উক্ত বিধির ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রুশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত আজিমগঞ্জের মুনসেফ জীযুত বাবু রামদাস তালুদার সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ১০৮ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ আশ্বিন অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

চাঁকায় আডিশ্যনাল মুনসেফ জীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ ধর অনোর প্রতি কর্মের ভারার্ণ করিবার তারিখ অবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

অন্তঃপ্রশোধন।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—ভূগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মুনিসিপাল বোর্ডের অটেন্ডনিক মাজিস্ট্রেটের পদে জীযুত বাবু ব্রজব্রজ মিত্রকে নিযুক্তকরণ বিষয়ক এই মাসের ৩ তারিখের গবর্নমেন্টের যে বিজ্ঞাপন এই মাসের ১৮ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্টে গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহাতে “মুনিসিপাল” শব্দের পরিবর্তে “মাস্টার” শব্দ পাঠ করিতে হইবে।

এফ, বি, পীকক,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—জীযুত লেফ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত বাণখালী নব-রেজিষ্টারী অফিসের যে সদর স্থান এইক্ষণে কালীপুরে আছে তাহা তাহাইতে টাঁদপুরে উঠিয়া বাইবার আদেশ করিলেন।

১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি এই নিয়ম ফলবৎ হইবে।

এফ, বি, পীকক,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন। ]

## NOTIFICATION.

*The 31st March 1884.*—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor of Bengal has been pleased to extend the provisions of Act II (B.C.) of 1867 to the Municipalities of English Bazar and Maldah, in the district of Maldah, and the provisions of sections 11 to 15 of the said Act to the following places, in the district of Maldah, with effect from the 1st May 1884.

1. *Amanigunge Haut.*—Bounded on the north by Dayarampur, Bastigram, and the mulberry field of Patan Paramanik; on the west by the Bhagirathi; on the south by Mahabat and Godhan Sheikh's holding; and on the east by Bhadinagar and Ghuran Mandal's holding.

2. *Babus Haut.*—Bounded on the north and east by Thutia Darah; on the south and west by a low land; on the north-west by the dwelling-houses of Hossein and Tulsi Shaha and shop of Samaru Shaha, and on the south east by the Kaliachak factory house.

3. *Bholahat Haut (soto).*—Bounded on the north by the dwelling-houses of Ram Pal and Papesh Bewa; on the west by the shop and the dwelling-house of Gudar Shaha; on the south by the dwelling-houses of Baboo Dalal and Ghisa Banik, and on the east by the dwelling-house of Ram Banik.

4. *Bulbulchande Haut.*—Bounded on the north by the dwelling-houses of Kali Charan Ray, Dulla, Kural, Braja Lal Gope, Titalu Mandal, Jhagree Davak and Sakhi Charan Das; on the west by the waste land of Baboos Rajendra Narain Roy and Lokanath Roy; on the south by the road from Kandua to Jho; and on the east by the dwelling-houses of Kali Charan Dafadar, Aklu Mandal, Mahabal Roy and Sukat Kurmi and the place of the Goddess Kali.

5. *Sadullapur Haut.*—Bounded on the north by Raghu Mandal and Michu Dasa Bairagi's holding; on the west by the Bhagirathi; on the south by mulberry field of Fouzdar Singh; and on the east by the farms of Har Saakar Sonar, Khanjani Baistabi, Debnarayan Barik, and Raghu Mandal.

6. *Satpur Haut.*—Bounded on the north by the mulberry land of Hakim Singh and Nafar Singh; on the west by the waste land of Gosain Hans Gir and the public road; on the south by the low land or bhil of Gosain Hans Gir; and on the east by the mulberry land of Lalehand Chanchi.

7. *Rajmekhal Road side.*—From the civil station of Maldah to Bagbar bridge, third mile.

F. B. PEACOCK,  
Secy. to the Govt. of Bengal.

## PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

*The 31st March 1884.*

No. 152.—*Leave.*—Mr. J. C. Wyatt, Assistant Engineer, first grade, Dacca and Mymensingh State Railway, is granted 53 days' privilege leave, with effect from the afternoon of the 18th instant.

No. 153.—*Transfer.*—Mr. E. C. Elliot, Assistant Engineer, second grade, is transferred from the Dacca and Mymensingh to the Tirhoot State Railway.

S. T. TREVOY, Col., R.E.,  
Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

*The 1st April 1884.*

No. 154.—*Leave.*—Mr. D. F. Hogarth, Executive Engineer, first grade, Hazaribagh Division, is granted privilege leave for two months, from the 7th instant, or such subsequent date as he may avail himself of the same.

Mr. W. B. Christie is appointed to be Executive Engineer of the Hazaribagh Division, during the absence, on privilege leave, of Mr. D. F. Hogarth, or until further orders.

G. F. E. S. NEILL, Major, R.E.,  
for Joint-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[Government Gazette, 8th April 1884]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৮৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের বিধান মালদহ জিলার অন্তর্গত ইংরেজ বাজারে ও মালদহ মুন্সিপালিটিতে এবং উক্ত আইনের ১১ অবধি ১৫ পর্যন্ত ধারার বিধান মালদহ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত সকল স্থানে ১৮৮৪ সালের ১মে অবধি প্রচলিত করিলেন ।

১। আমানিগঞ্জ হাট।—ইহার উত্তর সীমা দয়্যারামপুর, বসতিগ্রাম ও পাটান পরামানিকের তুঁতক্ষেত, পশ্চিম সীমা ভাগিরথী, দক্ষিণ সীমা মহবত ও গোঁধন শেখের যোত, এবং পূর্ব সীমা ভাঙ্গি নগর ও ঘুরান মণ্ডলের মোত ।

২। বাবুর হাট।—ইহার উত্তর ও পূর্ব সীমা খুতিয়া দড়া, এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা মিল্ল ভূমি উত্তর-পশ্চিম সীমা হুসেনের ও তুলনী শাহার বসতি বাণী ও সমক শাহার দোকান, এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমা কালিয়াচক কুশী বাড়ী ।

৩। ভোলাহাট হাট (চোট)।—ইহার উত্তর সীমা রাম পালের ও নারেশ বেওয়ার বসতী বাড়ী, পশ্চিম সীমা গুদার শোকার দোকান ও বসতী বাড়ী, দক্ষিণ সীমা দলাল বাবুর ও ঘিয়া বণিকের বসতী বাড়ী, এবং পূর্ব সীমা রাম বণিকের বসতী বাড়ী ।

৪। বলদলচান্দে হাট।—ইহার উত্তর সীমা কালীচরণ রায়, দুজা করাল, তজ্জামাল গোপ, ভিতলু মণ্ডল, কাঁচা দাবক ও সখিচরণ দাসের বসতী বাড়ী, পশ্চিম সীমা বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও বাবু লোকনাথ রায়ের পতিত জমি, দক্ষিণ সীমা কান্দুরা অবধি কোঁ পর্যন্ত পথ, পূর্ব সীমা কালীচরণ দফাদার, অকলু মণ্ডল, মহাবল রায় ও স্বকাত কুন্দির বসতী বাড়ি, এবং কালীদেবীর স্থান ।

৫। সাঁড়ল্লাপুর হাট।—ইহার উত্তর সীমা রঘু মণ্ডল ও মিচুদাস বৈরাগীর যোত, পশ্চিম সীমা ভাগীরথী, দক্ষিণ সীমা ফৌজদার সিংহের তুঁতক্ষেত, এবং পূর্ব সীমা হরমাকর সোণার, খঞ্জনি বৈরাগী, দেবনারায়ণ দারিক ও রঘু মণ্ডলের জমাই জমি ।

৬। সাতপুর হাট।—ইহার উত্তর সীমা ককিম সিংহ ও নফর সিংহের তুঁতের জমি, পশ্চিম সীমা গৌসাই হংস গিরের পতিত জমি ও রাজপথ, দক্ষিণ সীমা গৌসাই হংস গিরের লিম ভূমি বা দিল এবং পূর্ব সীমা লালচাঁদ চঞ্চির তুঁতের জমি ।

৭। রাজমহাল পথের ধার।—মালদহের সিভিল স্টেশন অবধি বাগবাড়ী সাঁকোর তৃতীয় মাইল পর্যন্ত ।

এক, বি, পাকক,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ ।

১৫২ নম্বর।—ছুটী।—ঢাকা ও ময়মনসিংহ স্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিটান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিযুক্ত জে. সি. ওয়াহয়েট সাহেব এত মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্ন অবধি আটত্রিশ দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন ।

১৫৩ নম্বর।—ডানার প্রেরণ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিটান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিযুক্ত ডি. সি. এলিয়ট সাহেব ঢাকা ও ময়মনসিংহ স্টেট রেলওয়ে হইতে ত্রিছত্ত স্টেট রেলওয়েতে প্রবর্তিত হইলেন ।

এক, টি, ট্রেবর, কণেল, আর, ই,  
পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল ।

১৫৪ নম্বর।—ছুটী।—হাজারীবাগ থণ্ডের প্রথম শ্রেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার জিযুক্ত ডি. এক হুয়াথ সাহেব এই মাসের ৭ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি দুই মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন ।

জিযুক্ত ডি. এক, হুয়াথ সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাহা অন্য আজ্ঞা না হয় জিযুক্ত ডবালড, বি, ক্রিফি সাহেব হাজারীবাগ থণ্ডের এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের জাইন্ট সেক্রেটারী পরিবর্তে,  
জি, এক, ই, এস, মীল, মেজর, আর, ই ।

[ গবর্নমেন্ট সেক্রেট । ১৮৮৪ । ৮ আপ্রিল । ]





# গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ অপ্রিল।

ভৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে মঙ্গলবার শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অধ্যাদেশ করায়, তাহা সংসদগণের অবগতি নিম্নে এতদ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮০ সালের ২১ আইন।

দেশান্তরগমনবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৩ সালের আইন।

সূচীপত্র।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

- ১। সংক্ষেপ নাম ও ব্যাপ্তি।
- ২। গবর্ণমেন্টের ওয়ার্ডজের প্রতি এই আইন পাঠ্যবিধার কথা।
- ৩। জুরিস্ত।
- ৪। যেহু আইন রহিত হইল তাহার কথা।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ অপ্রিল।]

Act No. XXI of 1883.

ধারা।

- ৫। রহিত করা আইনম ৩ কার্যাদি সংরক্ষণের কথা।
- ৬। অর্থসংরক্ষণের কথা।

২ অধ্যায়।

যেহ বন্দর হইতে যে দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ ভিত্তিময়ক বিধি।

- ৭। যেহ বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ তাহার কথা।
- ৮। যেহ দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ তাহার কথা।
- ৯। যে কোন দেশে গমন নিষেধ করিতে মন্ত্রিসভা বিধি ৩ শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ক্ষমতার কথা।
- ১০। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার অপেক্ষায় স্থানীয় গবর্ণমেন্টের দেশান্তরগমন স্থগিত করিতে পারিবার কথা।
- ১১। নিষেধ রহিত করিবার কথা।
- ১২। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অধীন দেশের সমুদয় বা কোন বিশেষ স্থান হইতে বিশেষ কোন দেশে যাওয়া এ গবর্ণমেন্টের নিষেধ করিতে পারিবার কথা।
- ১৩। জ্ঞাপনপত্র প্রকাশিত হইবার পূর্বে যে কাণ্ড প্রভূত করা যায়, তাহার বাধাত না হইবার কথা।

ধারা।

### ৩ অধ্যায়।

দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের বিধি।

১৪। দেশান্তর গমন সম্পর্কীয় এজেন্ট নিযুক্ত করিবার কথা।

১৫। এজেন্টদিগের পারিভ্রমিকের কথা।

### ৪ অধ্যায়।

দেশান্তর গামিনদের রক্ষক ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের বিধি।

১৬। দেশান্তরগামিনদের রক্ষক নিয়োগের কথা।

১৭। দেশান্তরগামিনদের রক্ষকের সাধারণ কর্তব্য কর্মের কথা।

১৮। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক নিযুক্ত করণের কথা।

১৯। রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের পরিদর্শনকাঁধের সুবিধা করিয়া দিবার কথা।

### ৫ অধ্যায়।

মজুর সংগ্রাহক বিষয়ক বিধি।

২০। মজুরসংগ্রাহক দিগকে দেশান্তরগামিনদের রক্ষকের অনুমতিপত্র দিবার কথা।

২১। অনুমতিপত্রের পাঠের কথা।

২২। অনুমতিপত্র যত কাল বলবৎ থাকিবে তাহার কথা।

২৩। অনুমতিপত্রের ক্রোড় স্বাক্ষর হইবার কথা।

২৪। কোমর হুলে মাজিষ্ট্রেটের ক্রোড় স্বাক্ষর বাতিল করিতে পারিবার কথা।

২৫। ক্রোড় স্বাক্ষর করিবার বা করিতে অস্বীকার করিবার বা তাহা বাতিল করিবার সংবাদ দেশান্তরগামিনদের রক্ষককে দিবার কথা।

২৬। মজুরসংগ্রাহক যেহেতু কর্তারপত্র করিতে অসম্মত হয়, তাহাকে তাহার বর্ণনাপত্র দিবার কথা।

২৭। মজুরসংগ্রাহকদের কর্তৃক থাকিবার স্থান দিবার কথা।

### ৬ অধ্যায়।

দেশান্তরগামিনদিগকে রেজিষ্ট্রী করিবার ও দেশান্তর গমনের কর্তারপত্র সম্পাদন করিবার কথা।

২৮। স্থানীয় গবর্নমেন্টের রেজিষ্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

২৯। কর্তারপত্র করিবার কথা।

ধারা।

৩০। যে ব্যক্তির ভিন্নদেশগমনের তাহার রেজিষ্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইবার কথা।

৩১। দেশান্তরগামীর পরীক্ষা করণ ও রেজিষ্ট্রী করণের কথা।

৩২। সম্মত স্রীলোকের বেলা রেজিষ্ট্রী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবার কথা।

৩৩। পোষ্যের পরীক্ষার কথা।

৩৪। রেজিষ্ট্রী করিতে অস্বীকার করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করণের কথা।

৩৫। কাবপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও তাহার নাকী হইবার কথা।

৩৬। কর্তারপত্রে বাছা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

৩৭। চুক্তিপত্রের ভিন্ন খণ্ড লইয়া বাছা করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৮। কর্তারপত্রে প্রস্তুত করণের ফীর কথা।

৩৯। যোল বৎসরারিক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কর্তারপত্র করিতে পারিবার কথা।

৪০। শিশু সম্ভান বা রক্ষিত ব্যক্তির সপক্ষে কর্তারপত্র করিতে পারিবার কথা।

### ৭ অধ্যায়।

দেশান্তরগমনের আড্ডা বিষয়ক বিধি।

৪১। তাহাজে উঠিবার বন্দরে আড্ডা স্থাপন করিবার কথা।

৪২। আড্ডার অনুমতিপত্র দিবার কথা।

৪৩। রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের দ্বারা পরিদর্শনের কথা।

৪৪। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যে রিপোর্ট করিতে হইবে তাহার কথা।

৪৫। দেশান্তরগামির রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা করিবার কথা।

### ৮ অধ্যায়।

দেশান্তরগামিনদিগকে আড্ডার লইয়া যাইবার ও পৌঁছিলে কার্যপ্রণালীর বিধি।

৪৬। রেজিষ্ট্রী হইবার পূর্বে দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে স্থানান্তর না করিবার কথা।

বার।

- ৪৭। দেশান্তরগামিকে আত্মার লইয়া বাইবার কথা।
- ৪৮। আত্মার পিছলিলে মৃত্যু দিতে হইবার কথা।
- ৪৯। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের পরীক্ষা করিবার কথা।
- ৫০। রক্তকের কোনই স্থলে দেশান্তরগামির কিরিয়া বাইবার খরচদিবার আত্মা করিতে পারিবার কথা।
- ৫১। পোষাদের ও আত্মীয়দের খরচ দিবার কথা।
- ৫২। পথিমধ্যে কোম মজুরের দণ্ডি কুবাবহার হইলে তাহাকে ক্ষতিপূর্ণ দিবার কথা।
- ৫৩। দেশান্তরগামি ব্যক্তির 'লিখিত যে খরচ পড়ে' রক্তকের তাহা দিয়া আদায় করিয়া লইতে পারিবার কথা।

## ২ অধ্যায়।

দেশান্তরগামী মজুরদের আহার বিবরণবিধি।

- ৫৪। দেশান্তরগামী মজুরদের আহারের কাণ্ডালের অনুমতিপত্র লইতে হইবার কথা।
- ৫৫। অনুমতিপত্র পাইবার প্রার্থনার কথা।
- ৫৬। আহার পরীক্ষা করিয়া অনুমতিপত্র দিবার কথা।
- ৫৭। দেশান্তরগামী মজুরদের আহারে থাকিবার যে স্থান দিতে হইবে তাহার কথা।
- ৫৮। ঐ আহারে হালদাশুকীয় বিধির কথা।
- ৫৯। আহারের জন্য কাপড়, জামাকাপড়াদি ও জলের কথা।
- ৬০। চিকিৎসক, চাকর, ঔষধ ও অন্যান্য সামগ্রীর কথা।
- ৬১। পূর্বে দুই খাঁরা প্রদান করণ সহজে দেশান্তরগামিদের রক্তকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যাহা কর্তব্য তাহার কথা।
- ৬২। দেশান্তরগামীদের আহারের কাণ্ডালের নিয়মপত্র লিখিয়া দিবার কথা।

বার।

## ১০ অধ্যায়।

আহারে উঠিবার ও যাত্রা করিবার কথা।

- ৬৩। পিছলিলে আহারে উঠিবার সময়ের কথা।
  - ৬৪। যে সময়ে মজুরদের আহার ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিতে গারে তাহার কথা।
  - ৬৫। দেশান্তরগামী মজুর আহারে উঠিতে অস্বীকার করিলে বাধ্যপ্রণালীর কথা।
  - ৬৬। মজুরদের নির্ধনপত্র ও ভাড়াপত্র দিবার কথা।
  - ৬৭। অধিকার রক্তকে নির্ধনের দুই প্রস্তাব দিবার এবং তাহা লইয়া কার্য হইবার কথা।
  - ৬৮। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের অধিকার দুই প্রস্তাব দিবার ও তাহা লইয়া কার্য হইবার কথা।
  - ৬৯। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক দ্বারা দেশান্তরগামীদের পরীক্ষা হইবার কথা।
  - ৭০। অধিকার দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্টের দেশান্তরগমনের করারপত্র দিবার কথা।
  - ৭১। দেশান্তরগামিদের রক্তকের ও দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের সর্টফিকেটের কথা।
  - ৭২। আটম এবং বিধি আহারে রাখিবার কথা।
  - ৭৩। যে প্রত্যেক মজুর আহারে উঠে তাহার কীর কথা।
  - ৭৪। তাহার আহারে আইন ও বিধি পালিত হয়, কাণ্ডালের ইহা দেখিতে হইবার কথা।
  - ৭৫। মজুরকে ভাড়াপত্র ফিরাইয়া দিবার কথা।
- কলিকাতা হইতে যে সকল আহার বার ভৎসনহেতু বিশেষ বিধান।
- ৭৬। কলিকাতা হইতে গেলে আহারে উঠিবার সময়াবধি চকিশ বন্টার মধ্যে আহার খুলিবার কথা।
  - ৭৭। কলিকাতা হইতে গেলে সমুদ্র পর্যন্ত আহার টানিয়া লইয়া বাইবার কথা।
  - ৭৮। কলিকাতা হইতে যে আহার ছাড়িয়া বার সেই আহারে রোগে আক্রান্ত দেশান্তরগামী ব্যক্তিদিগকে চিকিৎসকের হাঁস্পাতালে পাঠাইতে পারিবার কথা।



ধারা।

৭৯। ওলাউঠা দেখা দিলে মজুরদের জাহাজের চিকিৎসকের সমুদয় জুরনিগকে নামাইয়া দিতে পারিবার কথা।

## ১১ অধ্যায়।

বিধি।

৮০। মন্ত্রিসভাধিকৃতি জীযুত গবর্নর জেনারল সাহেবের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৮১। গাণ্ডুলেখ ও বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

## ১২ অধ্যায়।

অপরাধ বিষয়ক বিধি।

৮২। বে-আইনী মজুরসংগ্রহ করিবার কথা।

৮৩। যে মজুরদিগকে রেজিস্ট্রী করা হয় নাই মজুরসংগ্রহক তাহাদিগকে আড্ডায় লইয়া গেলে তাহার কথা।

৮৪। প্রত্যাহারপূর্বক এদেশীয় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনের প্ররতি দিলে তাহার কথা।

৮৫। গবর্নমেন্টের ক্ষাতাপ্রাপ্ত বলিয়া মিথ্যা বান্য করিলে তাহার কথা।

৮৬। এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া জাহাজে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইলে তাহার কথা।

৮৭। কোন প্রত্যাহারবিহীন কোন কার্য করিলে তাহার কথা।

৮৮। আইনের আদেশ পালন না করিয়া জাহাজ খুলিয়া যাইবার কথা।

৮৯। জাহাজের অধ্যক্ষ নির্ঘট ও ছাড়পত্র সম্বন্ধীয় বিধানমতে বাধ্য না করিলে তাহার কথা।

৯০। নির্ঘটে দেশান্তরগামী যে ব্যক্তিদের নাম লেখা না থাকে জাহাজ খুলিয়া যাবার পর অধিক তাহাদিগকে জাহাজে লইলে তাহার কথা।

৯১। অধাগ নির্দিষ্ট দেশ ছাড়ি অমাত্র মজুরকে নামাইয়া দিলে তাহার কথা।

৯২। কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার বিধান না মানিলে তাহার কথা।

৯৩। দেশান্তরগামী মজুর পলাইলে বা আড্ডায় যাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।

৯৪। দেশান্তরগামী মজুর আড্ডাহইতে পলাইলে বা জাহাজে না উঠিলে তাহার কথা।

ধারা।

৯৫। ৬৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া মজুরকে জাহাজে উঠালে বা উঠিতে দিলে তাহার কথা।

৯৬। অভিযোগ উপস্থিত করিবার কথা।

৯৭। পলায়নের অভিযোগ হইলে, প্রতিবাদের কথা।

৯৮। এই আইনের কার্যপক্ষে কঠোর কার্যাবলীর ক্ষমতা জাহাজাদি তল্লাশ করিতে ও আটক করিয়া রাখিতে পারিবার কথা।

## ১৩ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি

৯৯। এই আইনের কার্যপক্ষে স্থানীয় গবর্নমেন্টের মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

১০০। কর্তব্য কর্ম না করায় দেশান্তরগমনসম্পর্কিত এজেন্টের নামে মোকদ্দমা করিবার কথা।

১০১। এই আইনের কার্যপক্ষে যে যাত্রায় সমুদয় যতকাল লাগিবে তাহা নিরূপণ করিতে মন্ত্রিসভাধিকৃতি জীযুত গবর্নর জেনারল সাহেবের ক্ষমতার কথা।

১০২। স্ট্রীট সেটলমেন্ট ও তমিকটস্থানী দেশীয় রাজ্যে মজুরদের যাইবার কথা।

১০৩। ব্রিটিশ বন্দর হইতে ফরাসী ও ওলন্দাজ উপনিবেশে গমনের প্রতি এই আইন বস্তি-বার কথা।

১০৪। ভারতবর্ষীয় ফরাসী বন্দর হইতে ফরাসী উপনিবেশে গমন সম্বন্ধে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যে কার্যাবলী চলিছে, তাৎপ্রতি এই আইন বস্তি-বার কথা।

১০৫। সমুদ্রপারবর্তী কোন দেশে মজুরী লইয়া কর্ম করিবার করারপত্রক্ষে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির স্থলপথে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কথা।

## তফসীল।

প্রথম।—যে দেশে যাওয়া আইনগত তাহার নাম।

দ্বিতীয়।—মজুরসংগ্রহকের অনুমতিপত্রের পাঠ।

তৃতীয়।—এই আইনমত যাত্রায় সম্ভাবিত ২৩ কাল লাগিবে।

## ভারতবর্ষীয় মজুরদের ভিন্নদেশগমন বিষয়ক আইন সংশোধন কংগার্ম আইন।

ভারতবর্ষীয় মজুরদের ভিন্নদেশগমন বিষয়ক আইন সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

### ১ অধ্যায়।

#### উপক্রমিকা।

১ ধারা। (১) এই আইন “দেশান্তরগমন বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৩ সালের আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে।  
(২) এই আইন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সর্বত্র বর্জিবে।  
২ ধারা। এই আইনের কোন কথা কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত কোন বিধিকোন কথা গবর্ণমেন্টের জাহাজের আনীত কোন বিধিকোন কথা জাহাজের প্রতি বর্জিবে না।  
৩ ধারা। বিধিপ্রণয়ন করিবার ক্ষমতা হুজুর অন্য সঙ্গল বিষয়ক মন্ত্রিসভাভিধিত জিযু ও গবর্ণর জেনরল সাহেব ইতিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবে।

৪ ধারা। যে তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবে, সেই তারিখ অবধি ভিন্ন-দেশগমন বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের আইন এবং (ভিন্নদেশগমনবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের আইনের বিধান হইতে ফ্রেট স্টেলমেট মুক্ত করিবার) ১৮৭২ সালের ১৪ আইন রহিত হইবে।  
৫ ধারা। এতদ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে যে জাপনপত্র প্রকাশ করা যায় ও যে চুক্তি ও বিধি ও নিয়োগ করা যায় ও যে, অমু-মতিপত্র দেওয়া যায় ও যাঁহা এই আইন প্রচলিত হইবার তারিখে বলবৎ থাকে, তাঁহা যত দূর এই আইনসম্মত হয় এই আইন ওমুখার প্রকাশ করা গিয়াছে ও করা গিয়াছে ও দেওয়া গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৬ ধারা। বিধি বা পূর্ণা-পর কথাদ্বারা ভারতবর্ষ প্রকাশ না হইলে, এই আইন—  
(১) ব্রিটিশ ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তি মজুরী লইয়া পত্রপ্রেরণ করিবার চুক্তিরূপে ভারতবর্ষের সীমার বাহিরে সিংহল দ্বীপ বা ফ্রেট স্টেলমেট ভিন্ন অন্য কোন দেশে সমুদ্র পথে গমন করিলে, “ভিন্নদেশে বা দেশান্তরে যাওয়া” ও “ভিন্নদেশ বা দেশান্তর গমন” শব্দে জাহাজ সেই গমন বুঝাইবে।

কিন্তু যখন যত্নের চাকর তদীয় কর্তার সঙ্গে যায়, সে উপরিলিখিত লক্ষণের বর্ণনামুসারে দেশান্তর গমন করিতেছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।  
৭ ধারা। (১) কলিকাতা ও মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে, এবং মন্ত্রিসভাভিধিত জিযুত গবর্ণ জেন-রল সাহেব সময়ে ইতিবা গেজেটে জাপনপত্র প্রকাশ করিয়া অন্য যে বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করেন সেই বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে। এতদ্বিধি কোন বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে না।

(২) উপরিলিখিত লক্ষণের বর্ণনামুসারে ভারতবর্ষীয় যে কোন ব্যক্তি দেশান্তর গমন কর বা দেশান্তর গমন করিয়াছে কিম্বা দেশান্তরগামী বলিয়া এই আইনমতে জাহাজ রেজিষ্টারী হইয়াছে, “দেশান্তর বা ভিন্ন দেশ-গামী” শব্দে তাহাকে বুঝাইবে, এবং তদ্ব্যতীত কোন দেশান্তরগামির পৌঁছানোও বুঝা যাইবে।

(৩) কোন দেশান্তরগামির সহিত নিম্নলিখিত যে কোন ব্যক্তি যায়, “পোষা” শব্দে তাহাকে বুঝাইবে যথা,—

(ক) যে কোন জীলোক এই আইনমতে দেশান্তর গমনের কর্তাপত্র করে নাই;

(খ) যে কোন শিশুর নামে ও পক্ষে ঐরূপ কোন কর্তাপত্র করা হয় নাই; ও

(গ) যে কোন রক্ত বা অকর্ম্মী আত্মীয় বা বন্ধু।

(৪) “মাজিষ্ট্রেট” শব্দে রাজধানী নগরে কোন-প্রেনিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ও অন্য কোন জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট বুঝাইবে, এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্টে নাথোলেথের বা পদোপলক্ষে কোন স্থানে এই আইন-মত মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(৫) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে নাথোলেথের বা পদো-পলক্ষে কোন স্থানে এই আইনমত রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষের কর্ম্ম করিতে যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, “রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ” শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৬) যে সরদার মজুরসংগ্রাহক বা অন্য ব্যক্তি অন্যের আনীত দেশান্তরগামী মজুরদিগকে সংগ্রহ বা গ্রহণ করে, মজুরসংগ্রাহক শব্দে তাহাকেও বুঝাইবে।

(৭) যদুযাবা সম্পত্তি জলপথে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে নৌকাদি নিষ্প্রিত হয়, “জাহাজ” শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৮) যে জাহাজের কাপ্তান তাহাতে এই আইন-মত দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যাইবার লাই-সেন্সপ্রাপ্ত হয়, “দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজ” বলিতে সেই জাহাজ বুঝাইবে।

(৯) আড়কাটী বা হাববর মাস্টার ভিন্ন যে ব্যক্তির অধ্যক্ষতা বা কর্তৃত্বাবধানে যৎকালে কোন জাহাজ থাকে, “কাপ্তান” বা “অধ্যক্ষ” বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

### ২ অধ্যায়।

যে বন্দর হইতে যে দেশে গমন করা আইন সিদ্ধ ভবিষ্যক বিধি।

৭ ধারা। (১) কলিকাতা ও মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে, এবং মন্ত্রিসভাভিধিত জিযুত গবর্ণ জেন-রল সাহেব সময়ে ইতিবা গেজেটে জাপনপত্র প্রকাশ করিয়া অন্য যে বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করেন সেই বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে। এতদ্বিধি কোন বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে না।

(২) এই ধারামতে যে কোন আপনপত্র প্রকাশ করা যায়, তাহা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব যে কোন সময়ে এরূপ আপনপত্র দিয়া রহিত করিতে পারিবেন।

(৩) যে কোন বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইন লিখিত হয়, স্থানীয় গবর্নমেন্ট সনয়ে রাজকীয় গেজেটে আপনপত্র দিয়া এই আইনের কাণ্ডা পক্ষে সেই বন্দরের লীমা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

১০ ধারা। (১) এই আইনের প্রথম ডফসীলের নির্দিষ্ট যে যে দেশে গমন করা হইবে, ও এই আইনমতে যে আইনসিদ্ধি তাহার কথা। সেই দেশে গমন করা আইনসিদ্ধি হইবে বহিরা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব হইওয়া গেজেটে আপনপত্র প্রকাশ করণপূর্বক সনয়ে নির্দেশ করেন। সেই দেশে গমন করা আইনসিদ্ধি হইবে, অন্যত্র নহে।

(২) এই ধারামতে আপনপত্রে যে দেশের উল্লেখ হয়, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব সেই দেশে গমনকার ভারতবর্ষীয় লোকদের তথায় বাসকালে সুরক্ষার নিমিত্ত যে আইন ও অন্য যে বিধাঙ্গ-যথা-যোগ্য জ্ঞান করেন, উক্ত দেশের গবর্নমেন্ট এমত আইন প্রভৃতি করিয়াছেন, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবকে তাহা নিমিত্তরূপে জ্ঞাত করা গিয়াছে এই কথাও সেই আপনপত্রে প্রকাশ থাকিবে।

১১ ধারা। (১) যে স্থানে গমন করা আইনসিদ্ধি সেই স্থানে গমন নিষেধ করণের পশ্চাৎপ্রাপ্ত কোন হেতু আছে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব এইরূপ বিশ্বাস করবার কারণে হইলে, তিনি হইওয়া গেজেটে আপনপত্র প্রকাশ করিয়া, এই আপনপত্রের নির্দিষ্ট দিবসাবধি সেই স্থানে গমন করা নিষিদ্ধ হওয়ার আদেশ করিতে পারবেন; এবং সমুদায় এই দিবসাবধি উক্ত স্থানে যাওয়া আইনসিদ্ধি থাকিবে না।

(২) এই ধারার (১) প্রকরণের উল্লিখিত হেতু এই,—

(ক) এই দেশে প্রেগ নামক রোগ কিম্বা ময়ূরোষ নামক অন্য ব্যাপক রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে;

(খ) দেশান্তর হইতে এই দেশে যাহারা যায় তাহাদের মধ্যে অভ্যস্ত অধিক লোকের মৃত্যু হয়;

(গ) দেশান্তরগামীদের সেই দেশে পৌঁছিয়ামাত্র কি তথায় যতবাল থাকে ততকাল তাহাদের সংরক্ষণের উপযুক্ত বিধান করা হয় নাই;

(ঘ) দেশান্তরগামীরা ভারতবর্ষ হইতে যাহার পূর্বে তাহাদের সহিত যে চুক্তি করা হয়, উক্ত দেশের গবর্নমেন্ট তাহা নিমিত্তরূপে প্রবল করেন না; এবং

(৩) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব সাফায়েসমক্ষে অথবা তাৎকালিক পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের বাণ এই দেশগামী মজুরদের যেকোন অবস্থা ও তাহাদের প্রতি যে দেশে ব্যবহার হয় তদ্বিবেচনা পাইবার উদ্দেশ্যে এই দেশের গবর্নমেন্টকে পত্র লিখিয়া সূচিক যুক্ত সনয়ে মধ্যে এই বিবরণ প্রাপ্ত হইবে।

১০ ধারা। (১) যে দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধি সেই দেশে প্রেগ নামক রোগ কিম্বা ময়ূরোষ নামক রোগ বা অন্য ব্যাপক রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এবং সেই দেশে দেশান্তরগামীদিগকে বাহ্যে দিলে তথায় উপস্থিত হইবার তাহাদের জীবন সম্বন্ধে ঊক্তর আশঙ্কা আছে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট এরূপ বিশ্বাস করবার কারণে হইলে, রাজকীয় গেজেটে আপনপত্র প্রকাশ করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করবার অপেক্ষায় এই গবর্নমেন্টের শাসনাধীন দেশের কোন বন্দর হইতে এই দেশে যাওয়া নিষিদ্ধ বা অন্য প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্ট এই ধারামতে আপনপত্র প্রকাশ করণের কথা তাহার সূচিতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের নিকট আবেদন করিয়া পোষ্ট করিবেন। তাহা হইলে তিনি হইওয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রকাশিত উক্ত আপনপত্র দৃঢ় বা রহিত করিবেন।

১১ ধারা। যে হেতু ধরিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব পূর্বে নিষেধ রহিত করিবার দুই ধারার কোন ধারামতে কোন দেশে গমন নিষেধসূচক আপনপত্র প্রকাশ করেন সেই হেতু আর নাই, তিনি ইচ্ছা করিয়া যে অনগত হইলে, হইওয়া গেজেটে আপনপত্র প্রকাশ করণ দ্বারা সেই আপনপত্রের নির্দিষ্ট দিবসাবধি পূর্ণ হইলে সেই দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধি হইবে বা অন্য প্রকাশ করিতে পারিবেন।

১২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক রাজকীয় গেজেটে আপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই আপনপত্রের নির্দিষ্ট তারিখ অবধি ভারতবর্ষীয় সকল ব্যক্তিকে কিম্বা কোন বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে আপনপত্র শাসনাধীন দেশের সমুদয় বা বিশেষ কোন স্থান হইতে বিশেষ কোন দেশে যাইতে নিষেধ করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যায়, স্থানীয় গবর্নমেন্ট এরূপ অনুমতি, গ্রহণপূর্বক এরূপে তাহা পরিবর্তন বা রহিত করিতে পারিবেন।

১৩ খণ্ড।। পূর্বাচরিত্রিয়ারাঃতে জাপনপত্র প্রকাশ করা গেলেও, তৎপূর্বে যে কোন ত্রিয়ার করা যায় কি অপ-  
রাধ হয় কি বোকাগাঃটিঃ কার্যের অর্ন্তন কর তাহার কোন বৈলক্ষণ্য হইবে না।

জাপনপত্র প্রকাশিত হইবার পূর্বে যে কার্য প্রকৃতি করা যায়, তাহার ব্যাখ্যা করা হইবার কথা।

### ৩ অধ্যায়।

দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় এজেন্টের বিধি।

১৪ খণ্ড।। (১) যে কোন দেশে যাওয়া আইন-  
সিদ্ধ হয়। সেই দেশের গবর্ণমেন্ট যে কোন বন্দর হইতে ত্রিয়ারে যাওয়া যায়, সেই বন্দরে দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্টের কার্য করণার্থে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে এবং এরূপ যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাহাকে স্বগিত রাখিতে বা অপসৃত করিতে পারিবেন।

(২) রাজকীয় গেজেটে জাপন প্রক্রমে স্থানীয় গবর্ণ-  
মেন্ট নিয়োগের অনুমোদন প্রকাশ না করিলে এই ধারামতে কোন নিয়োগ ফলবৎ হইবে না।

১৫ খণ্ড।। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টেরা ত্রিয়ার  
এজেন্টদের পারিষদ-দেশে যত মজুর প্রেরণ করেন তাহাদের সংখ্যামুসারে পারিশ্রমিক পাইবেন না ও তদনুসারে তাহার পারিশ্রমিকের বিধান হইবে না কিন্তু অবশ্যরিত বেতন ভাবে পারিশ্রমিক পাইবেন।

কিন্তু মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব  
সময়ে নৈমিত্তিক কন্মের নিমিত্ত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় বিশেষ এজেন্টদিগকে বিদেশ যৌ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

### ৪ অধ্যায়।

দেশান্তরগামিদের রক্ষক ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎ-  
সকের বিধি।

১৬ খণ্ড।। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে জাপনপত্র প্রকাশ-  
নাধীন দেশের যে কোন বন্দর দেশান্তরগামিদের রক্ষক হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইন-  
সিদ্ধ, সেই বন্দরের নিমিত্ত সময়ে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দেশান্তরগামিদের রক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব  
এরূপে নিযুক্ত দেশান্তরগামিদের রক্ষকের ক্ষমতা যে স্থানে বর্তিবে, তাহা সময়ে নিদেশ করিয়া দিতে পারিবেন।

(৩) দেশান্তরগামিদের রক্ষককে যে স্থানীয় গবর্ণ-  
মেন্টে নিযুক্ত করেন সেই গবর্ণমেন্ট তাহাকে ত্রিয়ার না কি চিকিৎসার নিমিত্ত অবসর করিতে পারিবেন।

(৪) দেশান্তরগামিদের প্রত্যেক রক্ষক তারতর্ঘ্যের  
দণ্ডবিধির আইনের মর্মানুযায়ী রাজকীয় কার্যকারক বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৭ খণ্ড।। দেশান্তরগামিদের প্রত্যেক রক্ষকের প্রতি  
এই আইনমতে বা এই আইন অনুসারে প্রণীত বিধিমতে বিশেষ ঘেঃ কন্ম অর্পিত হয়, তাহা তাঃ কনি,

(ক) দেশান্তরগামি সকল ব্যক্তিকে রক্ষক করিবেন  
ও পরামর্শ দিয়া তাহাদের সাহায্য করিবেন।

(খ) এই আইনের ও এই আইনমতে প্রণীত বিধির  
সকল বিধানানুসারে যতদূর পাইবেন কন্ম পালন করা-  
ইবেন।

(গ) তিনি যে বন্দরে রক্ষক কন, কোন জাহাজমধ্য-  
গিগকে করিয়া আনিয়া তাঃ বন্দরে পৌঃ হইয়া তিনি সেই জাহাজের পরিদর্শন করিবেন।

(ঘ) মজুরেরা যে দেশে গিয়াছিল সেই দেশে তাহা-  
দের কন্ম করণকালে ও জাহাজে আসার সময় তাহা-  
দের প্রতি যত্ন আচর ব্যবহার হইয়াছিল এই বিষ-  
য়ের অনুসন্ধান লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট ত্রি-  
য়ারের রিপোর্ট করিবেন।

(ঙ) দেশান্তর হইতে প্রাঃগত এই ব্যক্তিদিগকে  
তিনি যুক্তিতে যতদূর পাইবেন, ও তদূর সাহায্য করি-  
বেন ও পরামর্শ দিবেন।

১৮ খণ্ড।। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে তাঃ বন্দর হইতে  
তিনিদেশে যাওয়া আইনমতে  
পরিদর্শনার্থ চিকিৎ-হয় এরূপ প্রত্যেক বন্দরে সময়ে  
সক নিযুক্ত করণের দেশান্তরগামিদের পরিদর্শনার্থ  
কথা। চিকিৎসক নিযুক্ত করিতে এবং  
তাহাকে স্বগিত বা অপসৃত করিতে পারিবেন।

(২) দেশান্তরগামিদের পরিদর্শনার্থ প্রতে  
চিকিৎসক তারতর্ঘ্যের দণ্ডবিধি আইনের মর্মানুযায়ী  
রাজকীয় কার্যকারক বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৯ খণ্ড।। এই আইনমতে কিবা এই আইন অনু-  
সারে প্রণীত বিধিমতে দেশ-  
রক্ষকের ও পরিদর্শ-স্থরগামিদের রক্ষকের ও পরি-  
নার্থ চিকিৎসকের পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যে পরি-  
দর্শন কার্যের সুবিধা দর্শন ও পরীক্ষা ও পথ বোকা  
করিতে হয় বা তাঃ করা  
আবশ্যক বা উচিত বোধ করে, এই আইনমতে দেশ-  
স্তরগমনসম্পর্কীয় প্রত্যেক এজেন্ট এবং অজ্ঞার কন্ম  
চালাইবার তারপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ও আজ্ঞার  
প্রত্যেক কর্মচারী, এবং দেশান্তরগামি ব্যক্তিদিগকে  
লইয়া যাইবার জাহাজের অধ্যক্ষ তাঃ তারপ্রাপ্ত প্রত্যেক  
ব্যক্তি ও সেই সকল জাহাজের কর্মচারিগণ এই পরিদর্শ-  
নাদি করিবার সর্বপ্রকার সুবিধা কারয়া দিবেন, ও তাঃ  
যুক্তিতে যে সকল বিষয়ে সম্মান আনিতে চাহেন তাঃ  
তাহাদিঃ কে জ্ঞাত করিবেন।

## ৫ অধ্যায় ।

মজুরসংগ্রাহক বিষয়ক বিধি।

২০ ধারা। (১) যে২ বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া

মজুরসংগ্রাহকদিগকে  
দেশান্তরগামীদের রক্ষা-  
কর অনুমতিপত্র দিবার  
কথা।আইনগিক তরুণ কোন বন্দরে  
যিনি দেশান্তরগামীদের রক্ষা  
নিযুক্ত হন, তিনি যে দেশে  
যাওয়া আইনসিদ্ধ সেই দেশের  
দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় প্রে-  
স্টের প্রার্থনা মতে যে স্থানে আপনার ক্ষমতা থাকেসেই স্থানের মধ্যে উপযুক্ত যত ব্যক্তিকে আবশ্যিক  
জান করেন তত ব্যক্তিকে মজুরসংগ্রাহক হইবার  
অনুমতিপত্র দিবেন।(২) কোন ব্যক্তির এই অধ্যায়মত অনুমতিপত্র না  
থাকিলে, সেই ব্যক্তি(ক) কাচারও সহিত ভিন্নদেশগমনের প্রতিজ্ঞা-  
সূচক কোন করারপত্র করবে না বা করিবার উদ্যোগ  
করবে না, কিম্বা(খ) যেতন বা পুরস্কারের আশায় দেশান্তরগমনার্থ  
কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান ভাগ করিতে প্ররতি দিবে  
না কিম্বা প্ররতি দিবার উদ্যোগ করিবে না কিম্বা(গ) প্রকারান্তরে মজুরসংগ্রাহকস্বরূপ কার্য করিবে  
না বা নিযুক্ত থাকিবে না।

২১ ধারা। মজুরসংগ্রাহকে এই অধ্যায়মতে যে

অনুমতিপত্রের পাঠের  
কথা।এই আইনের দ্বিতীয় তফ-  
সীলের পাঠে লেখা যাইতে  
পারিবে, এবং উক্ত যে দেশের নিমিত্ত যে স্থানের  
মধ্যে পত্রধারী মজুর সংগ্রহ করণের অনুমতি পাইবেন  
তাহা বিশেষ করিয়া নিখিতে হইবে।

২২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত অনুমতিপত্র যে

অনুমতিপত্র বত কাল  
বলবৎ থাকিবে তাহার  
কথা।তারিখ অবদি চলে সেই তারিখ  
অবদি তাহা এক বৎসরের  
অধিক প্রবল থাকিবে না।(১) দেশান্তরগামীদের রক্ষা এই অধ্যায়মতে যে  
কোন অনুমতিপত্র দেন, যে সময়ের নিমিত্ত সেই  
অনুমতিপত্র চলে সেই সময়ের অবসান হইবার পূর্বেই  
অসদাচার হেতু তাহা রহিত করিতে পারিবেন।

২৩ ধারা। (১) যে বন্দর হইতে ভিন্নদেশে গমন

আইনসিদ্ধ সেই বন্দরের বহি-  
রুত্ত কোন স্থানে কোন মজুর-  
সংগ্রাহক আপন অনুমতিপত্রে  
জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবেরক্রোড় স্বাক্ষর না পাইলে, তথায় কোন ব্যক্তির সঙ্গে  
ভিন্নদেশগমনের প্রতিজ্ঞাসূচক কোন করারপত্র করিবে  
না বা করিবার উদ্যোগ করিবে না কিম্বা ভিন্নদেশগন-  
নার্থ কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান ভাগ করিতে প্ররতি  
দিবে না বা সাহায্য করিবে না, কিম্বা প্ররতি দিবার বা  
সাহায্য করিবার উদ্যোগ করিবে না, কিম্বা প্রকারা-  
ন্তরে মজুরসংগ্রাহকস্বরূপ কার্য করিবে না বা নিযুক্ত  
থাকিবে না।(২) কোন জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব যেকোন অনু-  
সন্ধান লইয়া আবশ্যিক বিবেচনাকরেন সেইরূপ অনু-  
সন্ধান লইয়া যদি বুঝেন যে, অনুমতিপত্র যে ব্যক্তিকে  
দেওয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তি চরিত্র বশতঃ বা অন্য কোন  
কারণে এই আইনমতে মজুর সংগ্রাহক হইবার অনুপযুক্ত,  
তবে তিনি মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর  
করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।(৩) এই মজুর সংগ্রাহক দেশান্তর গমনসম্পর্কীয়  
দেশান্তরগামী যে মজুরদিগকে সংগ্রহ করে, রেজিষ্টারী  
করিবার বা তাহার চড়িবার বন্দরস্থ আফার লইয়া  
যাইবার পূর্বে উপযুক্ত জারগার তাহাদের জন্য প্রচুর  
ও যথাযোগ্য থাকিবার স্থানের বিধান করা যার  
নাও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে না, উক্ত  
মাজিস্ট্রেট পূর্বোক্তরূপ অনুসন্ধান লইয়া ইহা  
স্বদ্বোধমতে জানিলে, যত কাল তিনি যুক্তিগত জান  
করেন তত কাল গত না হইলে মজুরসংগ্রাহকের  
অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করিতে কিম্বা এই অনুমতি-  
পত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করিলেন কি না ইহা দ্বিত্ব করিতে  
অস্বীকার করিতে পারিবেন।(৪) কোন মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড়  
স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার বা নিলম্ব করিবার পূর্বে  
মাজিস্ট্রেট তাহা করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

২৪ ধারা। যে ব্যক্তিকে অনুমতিপত্র দেওয়া গেল

তাহার চরিত্রহেতুক কি অন্য  
কোন কারণে সে এই আইনমত  
মজুরসংগ্রাহক হইবার উপযুক্ত  
কোন নয়, কিম্বা তৎসংগতীত  
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় দেশান্তর-  
গামী মজুরদের নিমিত্ত যে থাকিবার স্থানের বিধান করা  
যার তাহা অনুপযুক্ত হইয়াছে বা পাওয়া যাইতে  
পারে না, কোন মাজিস্ট্রেট অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর  
করিলে পর ইহা জানিতে পাইলে, তিনি অনুমতিপত্র-  
প্রাপ্ত সেই ব্যক্তিকে আপনার অনুমতিপত্র আনিয়া দেখা-  
ইতে আজ্ঞা দিয়া স্বীয় ক্রোড় স্বাক্ষর-খাতিল করিতে  
পারিবেন, অথবা এই অনুমতিপত্র আটক করিয়া বাতিল  
করিবার জন্যে এই পত্রদ্বারা দেশান্তরগামীদের রক্ষকের  
নিকট পাঠাইতে পারিবেন।দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় দেশান্তর-  
গামী মজুরদের নিমিত্ত যে থাকিবার স্থানের বিধান করা  
যার তাহা অনুপযুক্ত হইয়াছে বা পাওয়া যাইতে  
পারে না, কোন মাজিস্ট্রেট অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর  
করিলে পর ইহা জানিতে পাইলে, তিনি অনুমতিপত্র-  
প্রাপ্ত সেই ব্যক্তিকে আপনার অনুমতিপত্র আনিয়া দেখা-  
ইতে আজ্ঞা দিয়া স্বীয় ক্রোড় স্বাক্ষর-খাতিল করিতে  
পারিবেন, অথবা এই অনুমতিপত্র আটক করিয়া বাতিল  
করিবার জন্যে এই পত্রদ্বারা দেশান্তরগামীদের রক্ষকের  
নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

২৫ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট কোন মজুরসংগ্রাহকের

অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর  
করিলে কিম্বা করিতে না চাহিলে  
কিম্বা আপনার ক্রোড় স্বাক্ষর  
বাতিল করিলে, দেশান্তরগামী-  
দের যে রক্ষক এই অনুমতিপত্র  
দেন তাহার নিকট তিনি  
অগোণে রিপোর্ট লিখিয়াক্রোড় স্বাক্ষর করিলেন কি তাহা করিতে অস্বীকার  
করিলেন, কি তাহা বাতিল করিলেন এই কথা ও  
অস্বীকার কি বাতিল করণের কারণ জানাইবেন।

২৬ ধারা। (১) দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় যে এজেন্টের প্রার্থনাবলে যে মজুর সংগ্রাহককে অনুমতিপত্র দেওয়া যায়, সেই এজেন্টে সেই মজুর সংগ্রাহককে আপনাতঃ স্বাক্ষরিত ও দেশান্তরগামীদের রক্ষকের জোড়স্বাক্ষরযুক্ত লেখা বা ছাপা একখান বর্ণনাপত্র দিবে। ভিন্নদেশগামী হইতে যাহাদের অভিপ্রায় থাকে, তাহাদের সচিব এই মজুরসংগ্রাহক উক্ত এজেন্টের পক্ষে যে শর্তে করারপত্র করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, এ বর্ণনাপত্রে তাহা লেখা থাকিবে।

(২) এই বর্ণনাপত্র ইংরেজী ভাষায় ও মজুর সংগ্রাহকের অনুমতিপত্র যে স্থানে বসে সেই স্থানের এক বা একাধিক দেশীয় ভাষায় লিখিত হইবে।

(৩) মজুরসংগ্রাহক যে কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনার্থ আহ্বান করেন তাহাকে এই বর্ণনাপত্রে যথার্থ প্রতিলিপি দিবে ও কোন মাজিষ্ট্রেটের বা পোলীস থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারির আজ্ঞাক্রমে, তাঁহার অবগতি নিমিত্ত এই বর্ণনাপত্র উপস্থিত করিবে।

২৭ ধারা। (১) এতোক মজুরসংগ্রাহক দেশান্তরগমনকল্পে কিম্বা দেশান্তরগামী যন্ত্রসংগ্রাহকদের বর্তুক থাকিবার স্থান দিবার কথা।

চড়বার বন্দরে লইয়া যাইবার পূর্বে, উপযুক্ত জায়গায় প্রচুর ও যথাযোগ্য থাকিবার স্থান দিবে।

(২) যে বাসী প্রভৃতিতে উক্ত থাকিবার স্থান দেওয়া যায়, তথায় কোন সুপ্রকাশ স্থানে একখান ডকুলাগান থাকিবে, এই বাসী প্রভৃতিতে যে জন ব্যবহৃত হয়, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে।

(৩) এতোক জিলার মাজিষ্ট্রেট থাকেন এবং এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে এতদ্বারা ক্ষতি প্রাপ্ত কোন অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেট বা পোলীসের কর্মচারী এই ধারামতে যেখানে থাকিবার স্থান দেওয়া যায়, সেই জায়গায় তদ্ব্যবধান ও সুবিধাম নিমিত্ত জাহাজে চড়বার বন্দরের আজ্ঞা সম্বন্ধে এই আইনমতে দেশান্তরগামীদের রক্ষকের যে সকল ক্ষমতা থাকে, সেই সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

(৪) অনুসর্য মজুরসংগ্রাহক বা উক্ত স্থানের ভারপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তির এতদ্বারা উক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত এতোক মাজিষ্ট্রেটকে ও পোলীসের কোন কর্মচারীকে তথায় যাইয়া পরিদর্শন করিবার সারপ্রকার সুবিধা করিবার দিবে।

### ৬ অধ্যায়।

দেশান্তরগামীদিগকে রেজিস্ট্রী করিবার ও দেশান্তরগমনের করারপত্র সম্পাদন করিবার কথা।

২৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে নামোল্লিখিত বা পদোপলক্ষে কোন ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে এই আইনমতে রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষের কর্ম করিতে নিযুক্ত করিতে পারিবে, কিন্তু তাহাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে কিম্বা

স্থানীয় গবর্ণমেন্টে নামোল্লিখিত বা পদোপলক্ষে এতদ্বারা অন্য যে কার্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই কার্যকারকের কর্তৃত্বাধীনে রাখিবার দিবে।

২৯ ধারা। দেশান্তরগামী কোন ব্যক্তির সচিব যে কোন করারপত্র দিয়া যাইয়া তাহা করিবার করিবার কথা। (ক) যে কোন মজুর হইতে দেশান্তরগমন আইন মিল্ক হয় সেই বন্দরের সীমার মধ্যে করা গেলে, রক্ষকের সাহায্যে তাহাতে স্বাক্ষর করা যাইবে।

(খ) অন্যত্র করা গেলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষের সাহায্যে তাহাতে স্বাক্ষর করা যাইবে।

৩০ ধারা। কোন মজুরসংগ্রাহক ভিন্নদেশগমনার্থ কোন ব্যক্তির সহিত করারপত্র করিতে চাহিলে এই ব্যক্তিকে ও এই ব্যক্তির পোষ স্বরূপ যাহারা ভিন্নদেশগমনার্থে এসে থাকে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষের বা, স্থলবিশেষে, ভিন্নদেশগামীদের রক্ষকের সহায্যে উপস্থিত হইবেন।

৩১ ধারা। (১) তাহা হইলে রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ বা রক্ষক এই ব্যক্তিকে মজুরসংগ্রাহক হইতে পৃথক করিয়া তাহাকে অভিপ্রের্ত করায়ের কথা ভিজ্ঞাসা করিবেন; এবং

এ ব্যক্তি উক্তরূপ করার করিতে সক্ষম ও সম্মত ও তাহার মন্য বুদ্ধি, ও বলপ্রয়োগ, অন্যায় প্রভাব, প্রতারণা, অথবা বর্ণনা বা ভ্রান্তি বশতঃ তাহা করার করিতে প্ররতি হইয়া নাহি; ও এই করণের শর্তগুলি আচরণ সম্মত ও ২৬ ধারামতে মজুরসংগ্রাহককে যে বর্ণনাপত্র দেওয়া যায় তদনুসারে তিনি প্রেরণ করিতে ক্ষমতা পন্ন এই শর্তগুলি লঙ্ঘন; এতদ্বারা উক্তরূপ বা রক্ষক মাজিষ্ট্রেটের নির্দেশ মার্গে এই কর্তৃপক্ষ বা রক্ষক মাজিষ্ট্রেটের কর্তৃত্ব গবর্ণমেন্টের সচিব সমস্ত এই আইনমতে বিধিক্রমে যে পাই নির্দেশ করেন সেই পক্ষে এতদ্বারা যে বর্ণী রাখিতে হয় সেই বর্ণীতে দেশান্তরগামীদিগকে সে পৃথক্যক্রমে এই কথা, তাহার পিতার নাম, জাতি, বংশ, বয়স ও নির্দেশ প্রভৃতির নাম এবং ভিন্নদেশগামীদিগকে লইয়া গমনের সাহেব সমস্ত এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে দেশান্তরগামীদিগকে ও প্রেরণ পোষা থাকিলে সেই পোষকের সম্বন্ধীয় অন্যান্য ব্যক্তি যেরূপে বিবরণ নির্দেশ করেন তাহা রেজিস্ট্রী করিবেন।

৩২ ধারা। (১) পূর্বিধারিত প্রকরণের কথা থাকিলেও যদি রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ কিম্বা রক্ষক সাহেব দেখিতে পান যে, কোন মজুর জ্বর বা অন্য কোন জ্বর দৈনিক হইতে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে এই জ্বরকে রেজিস্ট্রী করিতে জরুরী করিতে পারিবেন।

(২) রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ কিম্বা রক্ষক সাহেব কোন জীলোককে সম্বা বলিয়া বিবাস করিলে তিনি ১০ দিনের অনধিক যত্নশাল উচিত বোধ করেন, তত্ক্ষণাত্ গত না হইলে পর তাহাকে রেজিষ্টরী করিবেন কি না, ইহা স্থির করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। (১) কোন দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরের পোষা বলিয়া কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষের কিম্বা রক্ষক সাহেবের সম্মুখে

৩০ ধারামতে উপস্থিত হইলে, সেই ব্যক্তি যদি প্রথের পূর্বোক্ত উত্তর দিতে পারে, তবে রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ বা রক্ষক সাহেব তাহাকে মজুরসংগ্রাহক হইতে পৃথক করিয়া সে যে দেশান্তরগামীর সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা, কি পরিমাণে সেই দেশান্তরগামীর পোষা ও সে উক্ত দেশান্তরগামীর সঙ্গে যাইতে ইচ্ছুক কি না এবিষয়ে তাহাকে পরীক্ষা করিবেন।

(২) রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ কিম্বা রক্ষক সাহেব উক্ত পোষা তার বা ইচ্ছার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখিলে, তিনি যদি উচিত বোধ করেন, উক্ত পোষার নাম রেজিষ্টর হইতে উঠাইয়া না দিলে, দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

৩৪ ধারা। রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুরকে রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিলে, অস্বীকার করণের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩৫ ধারা। (১) দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুর-সংক্রান্ত ও তাহার পোষা থাকিলে, পোষাসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ রেজিষ্টরী করা গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ বা রক্ষক সাহেব তেজর করিয়া করারপত্র প্রস্তুত করাইবেন, ও মজুরসংগ্রাহককে ও দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে আপনায় সাক্ষাতে তেজর করারপত্রে স্বাক্ষর করিবার আজ্ঞা করিবেন, এবং তাহার তাহাতে স্বাক্ষর করিলে, আপনি স্বাক্ষর করিয়া তাহাদের ঐ পত্র-সম্পাদনের গাফী হইবেন।

(২) দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুর সংক্রান্ত ও তাহার পোষা থাকিলে, ঐ পোষাসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ যখন রেজিষ্টরী করা না হয়, ও এই আইনমতে করারপত্র সম্পাদিত হয় না সাক্ষ্যযুক্ত না হয়, তাহাৎ দেশান্তরগমনের করারপত্র বলবৎ হইবে না।

৩) দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুর সংক্রান্ত ও তাহার কোন পোষা থাকিলে, ঐ পোষা সংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ রেজিষ্টরী করা গেলে, এবং এই আইনমতে করারপত্র সম্পাদিত হয় না সাক্ষ্যযুক্ত হইলে, দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে দেশান্তরগামী মজুর বলিয়া এই আইনমতে রেজিষ্টরী করা হইয়াছে জ্ঞান করা যাইবে।

৩৬ ধারা। দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুরের সংক্রান্ত ও তাহার পোষা থাকিলে, করারপত্রে যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

৩৭ ধারা। দেশান্তরগমনের প্রত্যেক চুক্তিপত্রে

তাহার প্রতিলিপি থাকিবে; এবং তাহার পৃষ্ঠে দেশান্তরগামীর কর্মের তাব, কাল ও শর্ত সংক্রান্ত ও বেতন সংক্রান্ত যেসকল বিশেষ বিবরণ ও অন্যান্য যেই বিষয় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়ে এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে নির্দেশ করেন, সেই বিবরণ ও বিষয় লেখা থাকিবে।

৩৭ ধারা। করারপত্র সম্পাদিত ও সাক্ষ্যযুক্ত হইলে, দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় একে-চুক্তিপত্রের ভিতর খণ্ড টের নিকট প্রেরণ নিমিত্ত নইয়া যাহা করিতে হইবে, তাহার এক খণ্ড মজুরসংগ্রাহককে দেওয়া যাইবে, আর এক খণ্ড দেশান্তরগামীকে দেওয়া যাইবে, এবং তৃতীয় খণ্ড রক্ষক সাহেব রাখিবেন, কিম্বা তাহার নিকট রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ পাঠাইয়া দিবেন।

৩৮ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে করারপত্র প্রস্তুত কর-আপনপত্র প্রকাশ করিয়া যে গের কীর কথা। ফী নির্দেশ করেন, এই অধ্যায়-মত প্রত্যেক করারপত্র প্রস্তুত করণের নিমিত্ত মজুর-সংগ্রাহক কিম্বা দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় একেট সেই ফী দিবেন।

কিন্তু মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্নর জেনরল সাহেব যে কোন সময়ে এরূপ আপনপত্রের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিবেন যে, এই ধারামতে যে ফী দিতে হয়, তাহা সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানে ৭৩ ধারামতে দেয় কীর সহিত একত্র করিয়া লওয়া যাইবে।

৩৯ ধারা। ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনে তাবাত্তরের কথা থাকি-বোল বৎসরাদিক বয়ঃ-লেও, যে কোন স্থানে যাওয়া প্রাপ্তবয়স্কদের করারপত্র আনন্দসিদ্ধি গেই স্থানে গমনার্থ করিতে পারিবার কথা। যোল বৎসর বা তদধিক বয়ঃ-প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের নির্দিষ্ট বতে করারপত্র করিতে পারিবেন।

৪০ ধারা। যে কোন ব্যক্তি দেশান্তরগমনার্থ করার করেন, তিনি যোল বৎসরের কম ও দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন শিশুর পিতা মাতা বা আভিভাবক হইলে, ঐ শিশুকে আপনায় সহিত দেশান্তরগমনার্থ আবদ্ধ করিয়া উহার নামে ও গণপক্ষে এই আইনের বিধানমতে করার পত্র করিতে পারিবেন।

## ৭ অধ্যায়।

দেশান্তরগমনের আভ্যাবিষয়ক বিধি।

৪১ ধারা। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় একেট যে বন্ধ-রের নিমিত্ত নিযুক্ত হন সেই বন্ধের তিনি দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া রাখিবার উপযুক্ত এক আড্ডা স্থাপন করিবেন।

তিনি যে দেশান্তর একেটে সেইদেশে যাইবার উদ্দেশ্যে জাহাজে উঠিবার পূর্বে তাহার সেই আড্ডায় থাকিবে এবং ঐ আড্ডায় থাকিবার সময়ে তাহাদের সকলের আদ্যক অন্ত বস্ত্র তাহার যোগাইতে হইবে।

৪২ ধারা। (১) দেশান্তরগামীদের রক্ষক এবং  
আজ্ঞার অনুমতিপত্র  
দেখার কথা।

আজ্ঞা দেখিয়া তাহা ভাল না  
বলিলে, এবং উক্ত রক্ষক তাহা ব্যবহার করিবার অনুম-  
তিপত্র না দিলে, দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া রাখিবার  
নিষিদ্ধ এই আজ্ঞা ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) এই ধারামত অনুমতিপত্র যে তারিখ হইতে  
চলে, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের অধিক কালের  
নিষিদ্ধ দেওয়া যাইবে না।

(৩) দেশান্তরগামীদের রক্ষক,

(ক) যে আজ্ঞার নিষিদ্ধ এই ধারামত অনুমতিপত্র  
দেওয়া যায় তাহা অস্বাভাবিক, কিম্বা যে অভিপ্রায়ে  
স্থাপিত হইয়াছে তজ্জন্য কোন প্রকারে অনুপযুক্ত  
হইয়াছে জান করিলে, কিম্বা

(খ) দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট যুক্তিসিদ্ধ  
নোটিস পাঠিলে পর এই আইনের বা এই আচনমতে  
প্রণীত বিধির আদেশ পালন না করিলে, উক্ত রক্ষক  
যে কোন সময়ে সেই অনুমতিপত্র রহিত করিতে  
পারিবেন।

৪৩ ধারা। দেশান্তরগামীদের প্রত্যেক রক্ষক এবং  
রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ  
চিকিৎসকের স্থানীয়  
দপ্তরের কথা।

দেশান্তরগামীদের পরিদর্শনার্থ  
চিকিৎসক সে- বন্দরের রক্ষক ও  
চিকিৎসক ভন. সইং বন্দরে  
উক্ত সকল আজ্ঞাতে দেশান্তর-  
গামী ব্যক্তিদিগকে রাখা গেলে, তাঁহাদের সময়ে  
ও সপ্তাহের মধ্যে অনুরূপ একবার তাহাদিগকে হস্তি-  
করিবেন এবং আজ্ঞার অধীন রাখা যাইবে। তাহা হইলে  
দেশান্তরগামীরা যে প্রকারে আছে ও তাহাদের যেরূপ  
আহার ও বস্ত্র দেওয়া যায় ও প্রকারান্তরে তাহাদের  
যেরূপ প্রয়োজন সাধন ও রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া থাকে এই  
বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন।

৪৪ ধারা। আজ্ঞা যে কার্যের নিষিদ্ধ করা গেল  
সেই কার্যের উপযুক্ত নহে  
পরিদর্শনার্থ চিকিৎস-  
কের যে রিপোর্ট করিতে  
হইবে তাহার কথা।

অন্যোন্মোহণ বা অভিচার হইয়া  
থাকে, পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক কোন রক্তাক্ত দ্বারা ইহা  
জানিতে পাইলে দেশান্তরগামীদের রক্ষকের নিকটে  
উদ্বিগ্নের রিপোর্ট করিবেন।

৪৫ ধারা। (১) যে রোগ দ্বারা নিকটের লোকদের রোগ  
জন্মাইবার আশঙ্কা থাকে কোন  
দেশান্তরগামীর রোগ  
হইলে তাহার চিকিৎসা-  
কার কথা।

দেশান্তরগামী ব্যক্তির এমন  
কোন রোগ হইলে, পরিদর্শনার্থ  
চিকিৎসক উচিত বোধ করিলে  
তাহাকে পৃথক রাখিবার কিম্বা আজ্ঞা করিতে বাহির  
করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক উচিত বোধ করিলে  
সেই পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসা হইবার জন্য তাহাকে  
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের খরচে উপযুক্ত হাস্পা-  
তালে পাঠাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; এবং উক্ত  
হাস্পাতালে তাহাকে লইয়া যাইবার ও চিকিৎসা করিবার  
খরচ বলিয়া দেশান্তরগামীদের রক্ষক কোন খরচ

করিলে, খরচ করিবার তারিখ অবধি বৎসর শতকরা  
ছয় টাকা হিসাবে স্নান সমেত দেশান্তরগামীদের রক্ষক  
এ দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের স্থানে আদায়  
করিয়া লইতে পারিবেন।

## ৮ অধ্যায়।

দেশান্তরগামীদিগকে আজ্ঞায় লইয়া যাইবার ও  
পাঁছিলে কার্যপ্রণালীর বিধি।

৪৬ ধারা। দেশান্তরগমনে যুক্তি ব্যক্তিকে দেশান্তরগমন  
বলিয়া এই আইনমতে রেজি-  
স্ট্রী করা না গেলে, কোন  
পূর্বে দেশান্তরগামী  
ব্যক্তিকে আনাস্তর না  
করিবার কথা।

আজ্ঞায় লইয়া যাইবে না বা  
লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিবে  
না, কিম্বা তাহাকে কোন আজ্ঞায় বাইতে প্ররতি দিবে  
না বা দিবার উদ্যোগ করিবে না, কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট  
এ মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে জোড় থাকর করেন  
তাহাকে সেই মাজিষ্ট্রেটের বিচারালয় স্থান ভাগ করিতে  
প্ররতি দিবে না বা দিবার উদ্যোগ করিবে না, অথবা  
তাহাকে কোন আজ্ঞায় বাইতে বা উক্ত রূপ স্থান ভাগ  
করিতে সাহায্য করিবে না।

৪৭ ধারা। (১) দেশান্তরগামী কোন ব্যক্তিকে এই  
আইনমতে রেজিষ্ট্রী করা  
দেশান্তরগামিকে আ-  
জ্ঞায় লইয়া যাইবার  
বিধি।

(২) তাহাকে চড়িবার সময়ের বহির্ভূত কোন স্থানে  
কোন দেশান্তরগামিকে রেজিষ্ট্রী করা গেলে, আজ্ঞায়  
যাইবার সময়ে মজুরসংগ্রাহক তাহার সময়ে  
আগামি সমস্ত পথ যাইবেন, কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের  
সম্মতিক্রমে এ মজুরসংগ্রাহকের নিযুক্ত কোন উপযুক্ত  
ব্যক্তি তাহার সঙ্গে যাইবে।

(৩) সেই ব্যক্তি আজ্ঞা পর্যন্ত যাইতে নিযুক্ত হই-  
য়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই মস্তের সার্টিফিকেটে স্বাক-  
করিয়া এই নিযুক্ত ব্যক্তিকে দিবেন।

(৪) এ মজুরসংগ্রাহক বা উক্তরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি  
সমস্ত পথ উক্ত দেশান্তরগামীদিগকে উপযুক্ত ও প্রচুর  
আহার ও থাকিবার স্থান দিবেন।

৪৮ ধারা। কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি আজ্ঞায় পাঁছ-  
ছিলেই, এ আজ্ঞার অধ্যক্ষ  
আজ্ঞায় পাঁছিলে  
সংবাদ দিতে হইবার  
কথা।

শেষের নিকটে তাহার পাঁছিবার  
সংবাদ দিবেন এবং সেই  
এজেন্ট দেশান্তরগামীদের রক্ষককে সংবাদ দিবেন।



৪৯ ধারা। (১) মজুরসংগ্রাহক রেজিস্ট্রী করণের  
পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের পরীক্ষা করিবার  
কথা।

কর্তৃপক্ষের বা রক্ষকের স্থানে  
করারপত্রের যেখান পান, তাহা  
সেই দেশান্তরগামী ব্যক্তির  
আজ্ঞার পঞ্জিবিবারপর দেশান্তর  
গমনসম্পর্কীয় এজেন্ট দেশান্তরগামীদের পরিদর্শনার্থ  
চিকিৎসকে সুবিধামত তুরায় দেখাইবেন।

(২) করারপত্রে যাহার নাম থাকে তদ্রূপ প্রত্যেক  
দেশান্তরগামী ব্যক্তি যদেশে যাইবার করার করিয়াছে  
তাঁহার বয়স ও স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনায় সে সেই  
দেশে যাত্রা করিবার উপযুক্ত কি না ইহা নিয়ম করিবার  
নিমিত্ত পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক তাঁহার পরীক্ষা করিবেন।

(৩) সেই ব্যক্তি যাইবার উপযুক্ত পরিদর্শনার্থ  
চিকিৎসক ইহা স্বদ্বোধনতে জ্ঞাত হইলে দেশান্তরগমন-  
সম্পর্কীয় এজেন্টকে সেই মস্তের সার্টিফিকেট দিবেন।  
ঐ ব্যক্তি যাইবার উপযুক্ত তাঁহার এরূপ স্বদ্বোধন না  
অনিলে, তিনি দেশান্তরগামীদের রক্ষকে ঐ মস্তের  
সার্টিফিকেট দিবেন।

৫০ ধারা। (১) নিম্নলিখিত কোন স্থানে, অর্থাৎ,

রক্ষকের কোন স্থানে  
দেশান্তরগামীর কিরিয়া  
যাইবার খরচ দিবার  
আজ্ঞা করিতে পারিবার  
কথা।

(ক) দেশান্তরগামী ব্যক্তিদের  
পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক যদি  
সেখানে পান যে ঐ দেশান্তর-  
গামী ব্যক্তি যে দেশে যাইবার  
করার করিয়াছে সেই দেশে  
যাইবার অনুপযুক্ত অথবা

অনুপযুক্ত হইয়াছে এবং যদি দেশান্তর গামীদের  
রক্ষক বিবেচনা করেন যে ঐ মজুর অন্যায়রূপে আপ-  
নাকে উক্ত যাত্রার যোগ্য বলিয়া বর্ণনা করে নাই; কিম্বা

(খ) যদি রক্ষক দেখিতে পান যে মজুরসংগ্রাহক  
ঐ দেশান্তরগামী ব্যক্তির সংগ্রাহক না তাঁহার প্রতি  
ব্যবহারে এরূপ অনিয়ম করিয়াছে যাহাতে তাঁহার  
দেশান্তরগমনের করারপত্র রহিত করা উচিত; কিম্বা

(গ) যদি দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট ঐ দেশা-  
ন্তরগামী ব্যক্তির সাহিত্যে করারপত্র করায় এমনভাবে  
কার্য্য করিতে অস্বীকার করেন;

তবে উক্ত রক্ষক যত টাকা মুক্তিমত ক্ষতিপূরণরূপ  
জান করেন তাহা ঐ মজুরকে দিবার নিমিত্ত ঐ  
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতি আজ্ঞা করিতে  
পারিবেন; এবং আজ্ঞা চড়িবার বন্দরের বহির্ভূত স্থানে  
ঐ মজুরকে রেজিস্ট্রী করা গিয়া থাকিলে, সেই স্থানে  
কিরিয়া যাইতে তাঁহার মুক্তিমত যত টাকা আশ্রয়  
সেই টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে ও উক্ত স্থানে ঐ  
মজুরকে চালান করিবার নিমিত্ত আর যে কোন উপায়  
অবগম্য করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিতে  
পারিবেন।

(২) আজ্ঞা চড়িবার বন্দরের সীমা বহির্ভূত স্থানে  
যে দেশান্তরগামীর রেজিস্ট্রী করিয়াছে, দেশান্তরগামী-  
দের পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যত তাহার শরীরের  
অবস্থা বিবেচনায় সে যে স্থানে রেজিস্ট্রী হইয়াছিল,  
অনিলে সেই স্থানে কিরিয়া যাইবার অনুপযুক্ত  
বোধ হইলে, যাবৎ ঐ পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক ঐরূপে  
কিরিয়া যাইবার উপযুক্ত বলিয়া রিপোর্ট না করেন,

তাবৎ দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের খরচে আজ্ঞা  
উত্তীর্ণ বন্দরের আড্ডার ঐ মজুর থাকিতে, থাকিতে  
ও পরিতে পাইবার এবং চিকিৎসিত হইবার আবশ্যক  
হইবে।

৫১ ধারা। কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে আজ্ঞা  
পোষাদার ও আজীর- চড়িবার বন্দরের সীমার বহি-  
র্ভূত স্থানে রেজিস্ট্রী করা  
দেখা হইবার কথা। গিয়া থাকিলে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব  
ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে, তাহার পোষা  
বলিয়া যাহাকে রেজিস্ট্রী করা গিয়াছে এরূপ কোন  
দেশান্তরগামী ব্যক্তি,

কিম্বা পোষা না হইলেও যে ঐ দেশান্তরগামী ব্যক্তির  
পিতা মাতা দ্বারা স্থানীয় পুত্রকন্যা ভ্রাতা ভগ্নী অভিভাবক  
অথবা রক্ষিত হয় এরূপ কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি,

(ক) ঐ মজুরের যে স্থানে রেজিস্ট্রী হয় উহার  
সহিত সেই স্থানে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের  
খরচে তাহাকে পাঠান হয় এরূপ দাওয়া করিতে পারিবে;  
এবং

(খ) ঐ দেশান্তরগামী ব্যক্তি গমন করিতে অসমর্থ  
হইলে, যাবৎ সে গমন করিতে সমর্থ না হয়, তাবৎ  
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের খরচে ঐ আজ্ঞার  
থাকিতে, থাকিতে ও পরিতে পাইবার দাওয়া করিতে  
পারিবে।

(২) ঐ দেশান্তরগামী ব্যক্তিসম্বন্ধে রক্ষক পূর্ব ধারা-  
মতে যে কোন আজ্ঞা করেন তাহাতে এই ধারামত  
খরচ ধরিয়া দিতে পারিবেন।

৫২ ধারা। যদি দৃষ্ট হয় যে আজ্ঞার আদিবার  
সময়ে পশ্চিমঘো দেশান্তর-  
গামী কোন ব্যক্তির প্রতি  
কোনরূপ কুব্যবহার হইয়াছে  
তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিবার  
কথা। কিম্বা আজ্ঞা চড়িবার বন্দরের  
সীমার বহির্ভূত স্থানে কোন  
দেশান্তরগামিকে রেজিস্ট্রী করা  
গেলে, ৪৭ ধারার  
বিধানমতে কার্য্য হয় নাই, তবে দেশান্তরগামীদের  
বক্ষক দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতি

(১) ঐ মজুরকে ক্ষতিপূরণরূপ মুক্তিমত টাকা  
দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; এবং

(২) ৪৭ ধারার বিধানমতে কার্য্য না হওয়াতে  
দেশান্তরগামী ব্যক্তির নিমিত্ত রক্ষক কতক কিম্বা তাঁহার  
আজ্ঞামতে কোন খরচ করা গেলে, এরূপ যে খরচ করা  
যায়, তাহা রক্ষককে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৫৩ ধারা। (১) রক্ষক পূর্ব চিন ধারার কোন  
দেশান্তরগামী ব্যক্তি ধারামতে কোন টাকা দিবার  
নিমিত্ত যে খরচ পড়ে, রক্ষ- আজ্ঞা করিলে, যদি দেশান্তর-  
কের ভাণ্ডা দিয়া আদায় গমনসম্পর্কীয় এজেন্ট চিকিৎসা-  
কর্তব্য লইতে পারিবার ঘটা পর্য্যন্ত ঐ আজ্ঞামতে  
কথা। টাকা না দেয়, তবে রক্ষক  
দেশান্তরগামীকে সেই টাকা দিতে পারিবেন।

(২) রক্ষক কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে (১)  
প্রকরণমতে যে টাকা দেয়, এবং পূর্ব ধারামতে টাকা  
দিবার আজ্ঞা হইলে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট

বিশেষণী পর্বাংশ সেই আত্মসমীক্ষার টীকা না দেওয়াতে রক্ষক এই ধারায়তে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতিআপনার লিখিত যে টীকা দিবার আজ্ঞা করেন, সেই টীকা দিবার তারিখ অবধি তাহা বৎসর শতকরা ছয় টীকা হিসাবে সুদসমেত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

(৩) রক্ষক দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতি এই টীকা দিবার আজ্ঞা দেন, এবং দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট চক্ষণ চণ্ডাপর্বাংশ সেই আত্মসমীক্ষাতে কাঁধ্য করেন নাই, এইরূপ কোন মোকদ্দমায় কোন আদালতে ইহার অভিরিক্ত প্রমাণ দিবার প্রয়োজন হইবে না।

## ৯ অধ্যায়।

দেশান্তরগামী মজুরদের আহার্য বিষয়ক বিধি।

৫৪ ধারা। কোন আহার্যে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার অনুমতিপত্র না পাইলে, সেই আহার্যে দেশান্তরগামী কোন মজুরকে লওয়া যাইতে পারিবে না।

৫৫ ধারা। (১) কোন আহার্যের কাগান বা স্থানীয় সেই অনুমতিপত্র পাইবার আর্থনা লিখিয়া দেশান্তরগামীদের রক্ষকের দ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে দিবে।

(২) স্থানসম্বন্ধীয় এই অধ্যায়ের বিধিতে আর্থক এই আহার্যে যত দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে বলিয়া জ্ঞান করেন তাহা এবং এই আহার্যে যত বোঝাই ধরে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে তাহার সম্বন্ধীয় অন্যান্য যে রূপান্তর এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে নির্দেশ করেন তাহা এই আর্থনাপত্রে লিখিতে হইবে।

৫৬ ধারা। (১) আহার্য সমুদ্রে বাইবার উপযুক্ত কি না এবং তাহাতে দেশান্তরগামী মজুরদের থাকিবার কি ঐক্যের কত স্থান আছে ও আহার্যে বায়ুসঞ্চালনের সুপার আছে কি না ও তাহাতে অতি-প্রোত জলযাত্রার উপযোগী রসারগী ও সজ্জা ও সরঞ্জাম আছে কি না ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত দেশান্তরগামী মের রক্ষক কাগানের বা স্থানীয় খরচে উপযুক্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা এই আহার্যের পরীক্ষা করাইবেন।

(২) যদি স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিবেচনা করেন যে এই আহার্য এই আইনমতে দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া বাইবার সর্বোত্তমভাবে উপযুক্ত ও তাহাতে উপযুক্ত-রূপ মজা ও কর্মচারী আছে, তবে আহার্যে যত জন দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লওয়া যাইতে পারিবে তাহা নির্দেশ করিয়া এই আহার্যের অধ্যক্ষকে অর্থাৎ কাগানকে দেশান্তরগামী ব্যক্তিদিগকে লইয়া বাইবার অনুমতি-পত্র দিবে।

৫৭ ধারা। (১) (ক) আহার্যে দুই দুতকের মধ্যে স্থানে কিবা দেশান্তরগামীদের রক্ষকের ও পরিদর্শনার্হ চিকিৎসকের অনুমোদনমালীনে উপরের দুতকে কুঠরীতে কেবল দেশান্তরগামীদের ব্যবহার্য সর্বোৎশে-ছয় কুঠের অন্যান্য উচ্চতাবিশিষ্ট স্থান নিরূপণ করা না গেল;

(খ) হাঁস্পাতালস্বরূপ একটি স্বতন্ত্র স্থান সজ্জিত করা না গেল; এবং

(গ) এই আইনমতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্ণর জেনরল সাহেব বিধিপ্রণয়ন করিয়া সময়ে বেরূপ বন্দোবস্তের আদেশ দেন, দেশান্তরগামী অন্য মজুরদের হইতে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগকে ও শিশুদিগকে স্বতন্ত্র রাখিবার সেৱরণ বন্দোবস্ত করা না গেল;

পূর্বধা যত কোন অনুমতিপত্র দেওয়া হইবে না।

(২) এই ধারার (ক) প্রকরণে উপর দুতকে যে কুঠরীর বিধান আছে, তাহা দৃঢ়ভাবে জাঁটা ও সম্পূর্ণ-রূপে আবৃত থাকিবে।

৫৮ ধারা। পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণে যে স্থানের উল্লেখ আছে, প্রত্যেক আহার্যে এই আহার্যে স্থানসম্ব- সেই স্থানে প্রত্যেক জন মীর বিধির কথা। দেশান্তরগামীদিগের নিমিত্ত অন্যান্য ১২ বর্গফুট ও ৭২ ঘনফুট স্থান থাকিবে।

কিন্তু মশামৎসরের কম বয়সের দেশান্তরগামী দুই ব্যক্তি এই ধারার কার্য পক্ষে কেবল এক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৯ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরেরা যে বন্দরে আহার্যে উঠিবে সেই বন্দর হইতে আহার্যের জ্বা, কাপড়, আলানীকাঠ ও জল লইতে হইবে। এই আইনমতে সময়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত বিধিতে যে পরিমাপের ও যে প্রকারের ও যে গুণের সুব্যাদি নির্দিষ্ট থাকে, এই জ্বায়াদি সেই পরিমাপের, সেই প্রকারের ও সেই গুণের হইবে।

৬০ ধারা। যে বন্দরে দেশান্তরগামী মজুরেরা আহার্যে চড়ে সেই বন্দর হইতে দেশান্তরগামীদের আহার্যে ছাড়ি- ও অন্যান্য সামগ্রীর বার সময়ে উল্লিখিত প্রত্যেক আহার্যে একজন উপযুক্ত

যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক থাকিবে ও গমন করিবেন; এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে সময়ে বেরূপ নির্দেশ করেন, চিকিৎসকের অধীন তজ্জন কণ্ঠাউতার, মোতাবী ও চাকর ও তজ্জন পরিমাপের ও গুণের তজ্জন তজ্জন ও অন্য সামগ্রী থাকিবে।

পূর্ব দুই খণ্ড এবং  
তদনুসারে দেশান্তর-  
গামীদের রক্ষণের ও পরি-  
পূর্ণার্থ চিকিৎসকের স্বত্ব ইহা  
বর্ণনা করা।

৬১ ধারা। পূর্ব দুই ধারার  
সমুদয় বিধানমতে কার্য করা  
হয়, দেশান্তরগামীদের রক্ষণের  
ও দেশান্তরগামীদের পরি-  
পূর্ণার্থ চিকিৎসকের স্বত্ব ইহা  
দেখিতে হইবে।

৬২ ধারা। (১) এই আইনমতে অনুমতি প্র-  
াপ্ত প্রত্যেক জন কাণ্ডান  
দেশান্তরগামীদের রক্ষণের  
আদেশ হইলে ও আর্ডারে  
দেশান্তরগামী কোন মজুরের  
উঠিবার পূর্বে, স্থানীয়

গবর্ণমেন্টে সম্মুখে যে পাঠ নির্দেশ করেন সেই  
পাঠে ঐ রক্ষকের নিকট ছুট প্রস্থ নিবন্ধপত্রে স্বাক্ষর  
করবেন; তাহাতে এই প্রতিশ্রুতি করিবেন যে এই আই-  
নের বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির আদেশমতে তিনি  
ও আর্ডারের অধীনে কর্ম না করিলে তাঁহারা দশ  
মহত্তর টাকা মণ্ড দিবে।

(২) দেশান্তরগামীদের রক্ষক দেশান্তরগামী মজুর-  
দিগকে যে দেশে লইয়া যাইতে হইবে সেই দেশের  
গবর্ণমেন্টের এতদর্থে নিযুক্ত কার্যকারকের নিকট এই  
নিবন্ধপত্রের এক প্রস্থ, (কিন্তু) ভিন্নদেশের উপনিবেশ  
হইলে এই উপনিবেশে ব্রিটিশ কঙ্গ লার এজেন্টের নিকট  
এক প্রস্থ) ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট এক প্রস্থ প্রে-  
রন করিবেন।

## ১০ অধ্যায়

আর্ডারে উঠিবার ও যাত্রা করিবার কথা।

৬৩ ধারা। দেশান্তরগামীদের রক্ষকের অনুমতি না  
পাইলে, কোন দেশান্তরগামী  
মজুর আর্ডার পূর্ণাঙ্গ  
তারিখ অবধি যাবৎ সাতদিন  
গত না হয় তাহা উঠিবে না।

৬৪ ধারা। (১) ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন  
বন্দর হইতে দেশান্তরগামী  
মজুরদের কোন আর্ডার  
(ক) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জৈয়ত  
গবর্ণর জেনরল সাহেব সম্মুখে  
এই আইনমতে প্রণীত বিধি-  
ক্রমে কাল মধ্যে সাধারণতঃ দেশান্তরগামী মজুর  
দের আর্ডারের কথা উক্ত আর্ডার যে প্রণীত হয় সেই  
প্রণীত আর্ডারের উদ্দেশ্যে অন্তর্গতের পাশ্চাত্য দিক  
কোন দেশে যাত্রা আইনসম্মত বলিয়া নির্দেশ করেন  
সেই কাল ছাড়া এই দেশে যাত্রা করিবে না।

(২) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জৈয়ত গবর্ণর জেনরল সাহেব  
সম্মুখে ইতিয়া গেলো জিহাপন দিয়া যে কাল মধ্যে  
দেশান্তরগামী মজুরদের আর্ডারের যাত্রা করা নিষেধ  
করেন, সেই কাল মধ্যে এই দেশে যাত্রা করিবে না।

৬৫ ধারা। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট দেশ-  
ান্তরগামী কোন মজুরকে আর্ডার  
দেউঠিতে আদেশ করিলে যদি  
সেই ব্যক্তি উপযুক্ত তেজ না  
থাকিলেও তাহাজে উঠিতে  
অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে-

এলপূর্বক ঐ মজুরকে তাহাজে উঠান আটননিজ  
নাহ; কিন্তু উক্তরূপ অস্বীকার বা উপেক্ষা করণ বশতঃ  
বা তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী আটনমতে  
ঐ মজুরের যে দায় বর্তে এই ধারার কোন কথাক্রমে  
তাঁহার বাধ্যত হইবে না।

৬৬ ধারা। (১) দেশান্তরগামী মজুরেরা আর্ডারে  
উঠিতে উদ্যত হইলে, দেশান্তর  
গমনসম্পর্কীয় এজেন্ট ও আর্ডার  
জের অধ্যক্ষকে এই ব্যক্তিদের  
নির্ঘটপত্রের চারিপ্রস্থ দিবে; তদ্ব্যতীত তাহাদের নাম  
ও বয়স ও ব্যবসায় ও তাহাদের পিতার নাম সাধারণতঃ  
যথার্থরূপে লেখা থাকিবে।

(২) দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় এজেন্টের স্বাক্ষরিত ও  
রক্ষকের ছোড়া স্বাক্ষরযুক্ত ছাড়পত্র কোন মজুরের না  
থাকিলে এবং এই ছাড়পত্রে তাহার নাম ও বয়স ও  
পিতার নাম ও যে দেশে সে যাত্রিতে কর্তব্য করিয়াছে  
সেই দেশের উল্লেখ না থাকিলে এবং সে এই দেশে যাত্রা  
করিবার দণ্ডযুক্ত সুস্থ অবস্থায় আছে এই মন্তব্য সঠি-  
কভেট না থাকিলে, আর্ডারের অধ্যক্ষ ঐ মজুরকে  
আর্ডার লইবে না।

(৩) দেশান্তরগামী এতদ্রূপে মজুর আর্ডারে উঠিলে  
এ ছাড়পত্র আর্ডারের অধ্যক্ষকে দিবে।

(৪) দেশান্তরগামী যে মজুরেরা আর্ডারে উঠে  
আর্ডারের অধ্যক্ষ তাহাদিগকেও তাহারা যে ছাড়পত্র  
দেয় তাহা দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের নির্ঘট-  
পত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন। এই নির্ঘটপত্র শুদ্ধ  
দৃষ্ট হইলে ও ছাড়পত্রের ও আর্ডারের মজুরদের  
সংক্রান্তিলে, আর্ডারের অধ্যক্ষ ঐ নির্ঘটপত্রের চারিপ্রস্থ  
স্বাক্ষর করিবেন।

(৫) দেশান্তরগামী যে কোন ব্যক্তি অধ্যক্ষের নিকট  
আর্ডার ছাড়পত্র দেয় নাই, কিন্তা তাহার নাম নির্ঘটপত্রে  
নাই, অধ্যক্ষ তাহাকে আর্ডারে থাকিতে দিবে না।

৬৭ ধারা। (১) এই নির্ঘটপত্রের সকল প্রস্থ স্বাক্ষরিত  
হইলে পর তাহাজের অধ্যক্ষ  
দেশান্তরগামীদের রক্ষকের দুই  
প্রস্থ দিবে; তিনি তাহা পত্রি-  
শুদ্ধ জ্ঞান করিলে তাহাতে  
স্বাক্ষর করিবেন।

(২) মজুরেরা যে দেশে যাইবার চুক্তি করিয়াছে,  
সে দেশের গবর্ণমেন্ট এতদর্থে যে কার্যকারককে নিযুক্ত  
করেন, মজুরদের আর্ডার দ্বারা সেই কার্যকারকের নিকট  
কিন্তা ভিন্নদেশের উপনিবেশ হইলে ব্রিটিশ কঙ্গ লার  
এজেন্টের নিকট রক্ষক আর্ডারের স্বাক্ষরিত এক প্রস্থ  
পাঠাইবেন, এবং অন্য প্রস্থ আপনাতঃ স্বাক্ষর  
সাধারণতঃ রাখিবেন।

দেশান্তরগমন সম্পর্কীয়  
এনেটকে তথাক্রমে দুই  
এক দিবার ও তামা ল-  
ইয়া কার্য হইবার কথা।

(২) তাহা হইলে দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্টে এই দুই  
এই প্রকার করিয়া এক এই আর্ডারের অধ্যক্ষকে  
কর্তৃত্ব দিবে।

(৩) মজুরেরা যে দেশে যাইবার করার করিয়াছে  
আহাজ সেই দেশে পৌঁছিলে দেশান্তরগামী ব্যক্তিদের  
আমিয়া যাইবার পূর্বে আর্ডারের অধ্যক্ষ এই দেশের  
গবর্নমেন্টে এতদর্থে যে কর্মচারিকে নিযুক্ত করিয়া  
থাকেন সেই কর্মচারিকে কিম্বা তিন মাসের উপনিবেশ  
হইলে ব্রিটিশ কঙ্গুলার এজেন্টকে এই প্রহ দিবে।

৩৯ ধারা। (১) মজুরেরা যে সময়ে আহাজ  
উঠ পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক  
সেই সময়ে উপস্থিত হইয়া  
দেখা দেয়াগামীদের  
পত্রিকা হইবার কথা।  
এই মজুর যে দেশে যাই-  
বার করার করিয়াছে শারীরিক  
স্বাস্থ্য বিবেচনার সে এই দেশে যাত্রা পরিবার উপযুক্ত কি  
না তিনি ইহা নিশ্চয় জানিবার নিমিত্ত এই মজুরদিগকে  
পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং এই মজুর উক্ত যাত্রা  
করিবার উপযুক্ত নহে একথা দেখিলে তিনি রক্ষককে  
জানাইবেন।

(২) তাহা হইলে উক্ত রক্ষক এই মজুরকে জাহাজে  
উঠিবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন ;  
এবং রক্ষক দেশান্তরগামী যে ব্যক্তিকে জাহাজে উঠিবার  
অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন তাহার নামে বলিয়া  
রেজিষ্টারী করা কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি কিম্বা তাহার  
পোষা মা হইলেও যে তাহার পিতা মাতা স্ত্রী স্বামী  
পুত্র কন্যা অথবা তিনি অধিবাসক বা বন্ধি হইয় একপা  
কেন দেশান্তরগামী ব্যক্তি এই আইনে প্রকার-  
বিশেষ বিশেষ থাকিলেও, জাহাজ উঠিতে অস্বীকার  
করিতে পারবে।

(৩) যে সকল দেশান্তরগামী মজুরদিগকে এই  
ধারামতে জাহাজে উঠিবার অনুমতি দেওয়া না হয়  
এবং যাইয়া এই ধারামতে জাহাজে উঠিতে অস্বীকার  
করে তাহাদের প্রতি এবং তাহাদের সম্বন্ধে বট আইন-  
মতে যথেষ্ট করা যায় সেই মত প্রদান করণের  
প্রতি ৫০, ৫১ ও ৫২ ধারার বিধান বর্তিবে।

৫০ ধারা। সমুদয় মজুর জাহাজে উঠিলে পর দেশা-  
ন্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্টের  
অধ্যক্ষকে তথাক্রমে  
গমন সম্পর্কীয় এজেন্টের  
দেশান্তরগমনের কার্য-  
পত্র দিবার কথা।  
বা তাহার অনুমতিক্রমে এই  
মজুরদের সহিত যে সকল  
করা পত্র করা হয় এই এই  
আইনমতে তাহার চতুর্থাংশ  
হা তাহার নিম্নে প্রেরিত হয়, তিনি সেই করার পত্র  
জাহাজের অধ্যক্ষকে দিবে; এবং উক্ত মজুরদিগকে  
যে দেশে লইয়া যাইয়া হয় তাহার সেই দেশে পহু-  
ছিল এই অধ্যক্ষ এই কথা পত্র দিলে এতদর্থে এই আইনের  
গবর্নমেন্টের নিযুক্ত কর্মচারিকে কিম্বা তিন মাসের উপ-  
নিবেশ হইলে ব্রিটিশ কঙ্গুলার এজেন্টকে দিবে।

৫১ ধারা। কোন বন্দর হইতে দেশান্তরগামী মজুর-  
দিগকে লইয়া যাইবার কোন  
দেশান্তরগামীদের রক্ষক  
কেন ও দেশান্তর গমন  
সম্পর্কীয় এজেন্টের নটি-  
কিট হইবার কথা।  
বন্দী দেশান্তরগামীদের রক্ষক-  
কেন হইবে এবং তাহাদিগকে  
যে দেশে লইয়া যাইতে হইবে সেই দেশের দেশান্তরগমন-  
সম্পর্কীয় এজেন্টের স্থানে এই রক্ষকের ও দেশান্তরগমন-  
সম্পর্কীয় এজেন্টের স্বাক্ষর পত্র প্রাপ্তি  
কিট লইবেন। এই আইনের কিম্বা আইনমতে  
প্রণীত বিধি পূর্বোক্ত বিধানমতে এই জাহাজের  
যাত্রী দেশান্তরগামী ব্যক্তিদের বিষয়ে এই রক্ষকের ও  
দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্টের যেকোন কর্ম করিবার  
আদেশ আছে উক্ত রক্ষক ও দেশান্তর গমন সম্পর্কীয়  
এজেন্ট তাহা করিয়া চলে; এবং এই আইনে ও এই  
আইনমতে প্রণীত বিধিতে দেশান্তরগামী ব্যক্তিদের  
নির্দিষ্টতা, মজল ও রক্ষার নিমিত্ত যে সকল বিধান  
আছে তাহা গণ্য এই জাহাজ সম্বন্ধে কার্য করা হইয়াছে।

৫২ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরেরা যে জাহাজে যার,  
আইন এবং বিধি সেই জাহাজের অধ্যক্ষ এই  
জাহাজে রাখিবার কথা। আইনের দুই প্রহ এবং এই  
আইন-তে প্রণীত সমুদয় বিধির  
দুই প্রহ এবং স্থানীয় গবর্নমেন্ট বা যে তাহার  
আদেশ করেন সেই বা যেই তাহার এই আইনের ও  
বিধির অনুসরণে দুই প্রহ যাত্রার সমুদয় পথ সেই  
জাহাজে রাখিবেন, এবং দেশান্তরগামী কোন ব্যক্তি  
বুজিমত কোন সময়ে প্রার্থনা করিলে তাহার পাঠার্থ  
এই আইনাদির বা তদনুসারে এক প্রহ তাহাকে  
দেখিতে দিবে।

৫৩ ধারা। মন্ত্রিসভা নিষিদ্ধ জীবুত গবর্নর জেনরল  
সাংসদ যে হস্তিগত গণমতে  
যে প্রত্যেক মজুর  
জাহাজে উঠে তাহার  
কীর কথা।  
জাহাজে উঠে তাহার  
আজ্ঞা করেন, দেশান্তরগামী  
মজুরদের জাহাজে যত মজুর  
উঠে তাহাদের প্রত্যেক জনের নিমিত্ত দেশান্তরগমন-  
সম্পর্কীয় এজেন্ট দেশান্তরগামীদের রক্ষককে সেই  
কা দিবে।

৫৪ ধারা। (ক) দেশান্তর গমনের নিয়মাদির রাশি-  
বার নিমিত্ত মন্ত্রিসভা বর্তি জীবুত গবর্নর জেনরল  
সাংসদ বোর্ডের হস্তিগত জীবুত গবর্নর জেনরল  
সাংসদ, তাহার খচ কুলি-বার নিমিত্ত যত টাকার  
প্রয়োজন এই আইনমতে কা হইতে যেটিকে আর হয়  
তাহা ও তাহার অধিক হইয়া উঠে, মন্ত্রিসভা নিষিদ্ধ  
জীবুত গবর্নর জেনরল সাংসদের হস্তে এই ধারানুসারে  
দেয় কা একপা করিতে হইবে।

(খ) কোন দেশ সম্বন্ধে এই দেশান্তর রতবর্ষীয়  
মজুরদের রক্ষার্থ বিশেষ কোন সরঞ্জাম রাখা বা  
বিশেষ কোন খরচ করা মন্ত্রিসভা নিষিদ্ধ জীবুত গবর্নর  
জেনরল সাংসদের বাঞ্ছনীয় বোধ হইলে, উক্ত সাংসদ  
এই মজুরদের সম্বন্ধে দেয় কা একপা পরিমণে প্রতিকর  
পারিবেন, তাহাতে তাহার বিবেচনায় এই বিশেষ রে-  
স্ত্র বা বিশেষ খরচের টাকা সঙ্কুলান হয়।

৭৪ ধারা। এই আইনমতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত  
আইন ও বিধি পাশিত হয়,  
কোনো দেশে বাইরের  
কথা।

এই আইনমতে প্রণীত বিধির সমুদয় বিধান তাঁহার  
আইনমতে পাশিত হয়।

৭৫ ধারা। দেশান্তরগামী মজুর যে দেশে বাইরের  
করা করিয়াছে, সেই দেশে  
আইনমতে হইতে ন্যূনতম  
পূর্বে কাপ্তান তাহাকে তাঁহার  
হাউসে ফিরাইয়া দিবে।

কলিকাতা হইতে যে সকল জাহাজ যায়, তৎ-  
সম্বন্ধে বিশেষ বিধান।

৭৬ ধারা। যে জাহাজ দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া  
কলিকাতা বন্দর হইতে যায়,  
কলিকাতা হইতে  
গেলেন জাহাজে উঠিয়া  
যাত্রাবিধি চলিষা যাত্রার  
মধ্যে জাহাজ খুলিয়া  
কথা।

৭৭ ধারা। কোন পাইলবিবিসিট জাহাজ দেশান্তরগামী-  
দিগকে লইয়া কলিকাতা বন্দর  
হইতে যাত্রা করিলে, সেই  
জাহাজ যাত্রাখোলা হইলে  
সমুদ্র পথে এতদন্থে স্থানীয়  
গার্মেন্টের নিযুক্ত কার্যকারক  
যে জাহাজ উপযুক্ত বলিয়া নির্দেশ করেন একথা বাস্তবিক  
জাহাজ দ্বারা টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

৭৮ ধারা। (১) কোন জাহাজ কলিকাতা বন্দর হইতে  
দেশান্তরগামী মজুরদিগকে  
লইয়া যাত্রা করিলে নীচে  
যাত্রার সময়ে মুচীখোলা ও  
কল্যাণাতি এত উভয়ের মধ্যে  
যদি জাহাজে স্থান, স্কাল্পেট  
ফিটর বা বসন্ত দেখা দেয়,  
তবে জাহাজের অধিকার মজুর-  
দের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের  
আদেশ পাইলে যে সকল মজুর প্রত্যেককে এ পীড়ায়  
আক্রান্ত হয়, তাহাদিগকে ও তাহাদের পোষা বলিয়া  
রেজিস্ট্রী করা মজুরদিগকে ও তাহাদের পোষা না  
হইলেও যে কেহ তাহাদের পিতা মাতা স্ত্রী স্বামী পুত্র  
কন্যা ভ্রাতা ভগিনী অবিভাবক বার্ষিকিত হয় ও তা-  
হার সঙ্গে যাত্রিতে চাচে, তাহাদিগকে কল্যাণাতির হাঁস্পা-  
তালে পাঠাইবেন এবং এক্ষেপে যতজন মজুরকে হাঁস্পা-  
তালে পাঠান যায় তাহাদের সংখ্যা ও নাম অবিলম্বে  
কলিকাতা দেশান্তরগামী মজুরদের রক্ষককে জানা-  
ইবেন।

(২) এই ধারাতে দেশান্তরগামী যে মজুরদিগকে  
আনাইয়া দেওয়া যায় তাহাদের প্রতি এবং তাহাদের  
সম্বন্ধে যে খরচ করা যায় সেই খরচ আদায় করণের  
প্রতি ৫০, ৫১, ও ৫৩ ধারার বিধান যতদূর বর্জিতে পারে  
বর্জিত হবে।

৭৯ ধারা। (১) যে কোন জাহাজ কলিকাতা  
বন্দর হইতে দেশান্তরগামী  
মজুরদিগকে লইয়া যায়, যদি  
সেই জাহাজের মজুরদের মধ্যে  
ব্যাপক আকারে এলাউটা দেখা  
দেয়, তবে মজুরদের ভারপ্রাপ্ত  
চিকিৎসক উক্তরূপ সমুদয়  
মজুরদিগকে কল্যাণাতিতে আনাইবার নিমিত্ত জাহাজের  
অধিকার প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) এই অধ্যক্ষ তৎক্ষণাত্ চিকিৎসকের সেই আদেশ  
পালন করিবেন এবং তিনি যে তাহা করিয়াছেন  
ইহার সত্যবাদ অবিলম্বে কলিকাতা মজুরদের রক্ষকের  
নিকট পাঠাইবেন; তাহা হইলে উক্ত রক্ষক মন্ত্রিসভা-  
ধিক্তিত জীবুতগবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনমতে  
সম্বন্ধে যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধির নিষ্কিট  
প্রণালীমতে কার্য করিবেন।

## ১১ অধ্যায়।

### বিধি।

৮০ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাধিক্তিত জীবুত  
গবর্ণর জেনরল সাহেবের  
সম্মুখে এই আইনের সমস্ত  
পঞ্চাঙ্গিধিত বিবয়ের বিধি  
প্রণয়ন করিতে পারিবেন।—

(ক) এই আইনমতে যে থাকিবার স্থানের বিধান  
করা যায়, তাহার তত্ত্বাবধান ও সুব্যবস্থা করিবার বিধি,  
এবং যে প্রেনীর মাজিস্ট্রেটেরা ও পোলীসের কর্মচারীরা  
এ সকল স্থানে যাইয়া পরিদর্শন করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত  
হইবেন, তাহা নির্দেশ করিবার বিধি;

(খ) এই আইনমতে যে রেজিস্ট্রীর রাখিতে হইবে,  
ও তাহাতে যে ২ কথা লিখিতে হইবে, তাহার পাঠ  
নির্দেশ করিবার এবং জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা  
এতদন্থে এই আইনমতে অন্য কোন কর্মচারী নিযুক্ত  
হইলে, তিনি রেজিস্ট্রী করণের বর্জপক্ষের উপর  
যে রূপ কর্তৃত্ব করিবেন, তাহার বিধান করিবার বিধি;

(গ) এই আইনমতে যে রূপ কর্তারপত্র করিতে  
হইবে ও তাহাতে যে ২ কথা থাকিবে, ও যে বা যে ২  
তাহার কর্তারপত্র লিখিতে হইবে, তাহার পাঠ নির্দেশ  
করিবার বিধি;

(ঘ) যে ২ নিয়মে এই আইনমতে আত্মহানপনের  
অনুমতিপত্র দেওয়া যাইতে পারিবে, তাহা নির্দেশ  
করিবার বিধি, এবং আত্মহার তত্ত্বাবধান ও সুব্যবস্থার  
বিধান করিবার ও দেশান্তরগামী মজুরেরা যখন তথায়  
থাকে, তাহাদের চিকিৎসার ও তথায় কোন ব্যাপক বা  
সংক্রামক রোগ হইলে, যে ২ উপায় অবলম্বন করিতে  
হইবে, তাহার বিধান করিবার বিধি;

(ঙ) এই আইনের কার্যপক্ষে দেশান্তরগমন-  
সম্পর্কীয় এজেন্টেরা ও মজুরসংগ্রাহকেরা যে ২ পাঠ  
যোগাইয়া দিবে, তাহা নির্দেশ করিবার বিধি;

(চ) কোন জাহাজের ন্যায় বা কাপ্তান আপন  
জাহাজে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যাইবার অনু-  
মতিপত্র পাইবার আবেদন করিলে, তাহার যে ২ কথা  
লিখিতে হইবে, তাহা নির্দেশ করিবার বিধি;

(৬) দেশান্তরগামী পুরুষদের সম্মানসূত্রে বত জল জীলোক দেশান্তরগামী মজুরদের সঙ্গে সামান্যতঃ লইয়া যাইতে হইবে, এবং দেশান্তরগামী মজুরদের আশ্রয়ে অন্য যে মজুরেরা থাকে, তাহাদের হইতে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা জীলোকদিগকে ও শিশু-দিগকে পৃথক করিয়া রাখিবার যে ব্যবস্থা কবিত্তে হইবে, তাহার বিধি;

(৭) দেশান্তরগামীদিগকে যে আশ্রয়ে লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে যে প্রকারের ও যত ও যে গুণের আহারীয় দ্রব্য, জ্বালানী কাষ্ঠাদি ও জল লইতে হইবে, ও পানি-মধ্যে প্রত্যেক জন দেশান্তরগামীকে প্রতিদিন যত আহারীয় দ্রব্য ও যত জল ও যে প্রকারের যত বস্ত্র দিতে হইবে, তাহার বিধি;

(৮) দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার আশ্রয়ে যে পীড়িত ও দুর্বল ব্যক্তির থাকে, তাহাদের শুষ্কতার নিমিত্ত চিকিৎসকের অধীনে যতজন কম্পোণ্ডার, ছোঁতাষী ও চাকর লইয়া যাইতে হইবে, ইহা নিরূপণ করিবার বিধি;

(৯) দেশান্তরগামী মজুরদিগকে যে আশ্রয়ে লইয়া যাওয়া হয়, সেই আশ্রয়ে যে প্রকারের যত ও যে গুণের ভূমধ্যাদি দ্রব্য লইতে হইবে, তাহার বিধি;

(১০) আশ্রয়ে মজুরদের গমনকালে সেই আশ্রয়ে বায়ুসঞ্চালনের ও পরিচ্ছন্নতার বিধি ও প্রত্যেক জন হইলে, বা তাহাতে অগ্নি লাগিলে, যত জীবন রক্ষার্থ বয়া, নৌকা, বালু ও অন্যান্য যে সরঞ্জাম ব্যবহারার্থ রাখিতে হইবে, তাহার বিধি;

(১১) উভয়মাণ অস্তরীপের পশ্চিম দিকস্থ যে কোন দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ হয়, ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন বন্দর হইতে যে কালমধ্যে তথায় দেশান্তরগামী মজুরদের আশ্রয় বা বিশেষ শ্রেণীর ঐরূপ আশ্রয় যাইতে পারিবে, তাহা নিরূপণ করিবার বিধি;

(১২) ৭৯ ধারামতে যে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে নায়াইয়া দেওয়া যায়, তাহাদিগকে লইয়া কি করিতে হইবে, ইহার বিধি;

(১৩) আশ্রয়ে যাইতে ২ দেশান্তরগামী মজুরদের চিকিৎসার যেরূপ বিধান করিতে হইবে, ও পানিমাধ্য কোম ব্যাপক বা সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইলে, যে ২ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধি;

(১৪) দেশান্তরগামী মজুরদের আশ্রয়ে দেশান্তর-গামীদের স্বাস্থ্যের বিবরণঘটিত ও চিকিৎসক পীড়িত ব্যক্তিদের যেরূপ চিকিৎসা করেন তাহার ও যাহারা যত তাহাদের প্রত্যেকের মৃত্যুর কারণের সম্পূর্ণ বিবরণঘটিত যে রোজনামা চিকিৎসকের লিখিয়া রাখিতে হইবে, তাহার বিধি; এবং যে মজুরদিগকে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখা যায়, তাহাদের সম্বন্ধে তাহার কর্তব্য ও ক্ষমতা নিদ্ধারণ করিবার বিধি;

(১৫) এই আইনমতে গবর্ণমেন্ট ভিন্ন ২ যে কাঙ্ক্ষাকার, কর্তৃগকে নিযুক্ত করেন, তাহাদের ক্ষমতা ও কর্তব্য নিদ্ধারণ ও নিয়মন করিবার বিধি; এবং

(১৬) সাধারণতঃ দেশান্তরগামীদের নির্দিষ্টতা, মজল ও রক্ষার জন্য যাহা কর্তব্য, তাহার বিধান করিবার বিধি।

কিন্তু এই ধারার (৬) প্রকরণমতে প্রণীত বিধিতে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ

হলে মজুরদিগকে লইয়া যাইবার আশ্রয়ে সামান্যতঃ যে পরিমাণ জীলোক লইয়া যাইতে হয়, তাহা লইয়া না গেলেও ঐ আশ্রয় ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারিবে।

(২) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইল, এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর যে কোন সময় সেই ক্ষমতাসূত্রে কার্য করা যাইতে পারিবে; কিন্তু এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করা যায়, তাহা এই আইন প্রচলিত না হইলে, কলবৎ হইবে না।

৮১ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্ণর জেন-  
পাল লেখ্য ও বিধি প্রণয়ন করিবার পূর্বে প্রস্তা-  
প্রকাশ করিবার কথা।  
বিত্ত বিধিমালা যে ব্যক্তির

স্মৃতি হইবার সম্ভাবনা, তাহাদের অবগতি নিমিত্ত তাহার বিবেচনার যাহা উচিত বোধ হয়, সেই প্রকারে উক্ত বিধির পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করিবে।

(২) ঐ পাণ্ডুলেখ্যের সহিত এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাইবে। যে তারিখে বা যে তারিখের পর পাণ্ডুলেখ্য বিবেচনা করা যাইবে, ঐ বিজ্ঞাপনে তাহা নির্দিষ্ট থাকবে।

(৩) ঐ নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে পাণ্ডুলেখ্যসম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৪) পূর্ব ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করা যায়, তাহা ইতিমধ্যে গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে; এবং উক্ত ধারামতে প্রণীত বলিয়া কোন বিধি ইতিমধ্যে গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, তাহাই ঐ বিধি নিয়মিতরূপে প্রণীত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

## ১২ অধ্যায়।

অপরাধ বিষয়ক বিধি।

৮২ ধারা। (১) কেহ এই আইনের কিম্বা এই আইন-  
মতে প্রণীত বিধির বিধান-  
বৈ-আইনীয় মনুষ্যসংরক্ষ  
সম্মত প্রণালী অবলম্বন না  
করিয়া

(ক) যদি ভারতবর্ষের কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনার্থ আবেদন করিবার কোন কর্তৃপক্ষ করে বা করিবার উদ্যোগ করে; কিম্বা

(খ) বেতন বা পুরস্কারের আশায় দেশান্তরগমনার্থ উক্তরূপ কোন ব্যক্তিকে কোন স্থানভাগ করিতে প্ররুতি দেয় বা প্ররুতি দিবার উদ্যোগ করে বা প্রকারান্তরে দেশান্তরগামী মজুরদের সংগ্রাহকস্বরূপ কাছা করে বা নিযুক্ত থাকে; কিম্বা

(গ) বেতন বা পুরস্কারের আশায় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগামী মজুরস্বরূপ রেজিষ্টারী করাইবার নিমিত্ত কিম্বা মজুরস্বরূপ তাহাকে রেজিষ্টারী করা গেলে পর এবং আশ্রয় উত্তিবার বন্দরস্থ আশ্রয় তাহার যাত্রা করিবার পূর্বে তাহাকে কোল স্থানে কিম্বা, মজুর-সংগ্রাহক হইয়া, এই আইন অনুসারে বা এই আইন-মতে প্রণীত বিধি অনুসারে যে থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা করা গিয়াছে সেই স্থান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে যদি গ্রহণ করে বা আটক করিয়া রাখে, তবে তাহার পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

(২) এই আইনমতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত মজুরসংগ্রাহক জিহা অন্য কোন ব্যক্তি এই ধারামতে কোন অপরাধ করিলে, পোলীসের কোন কর্মচারী ওরারকে বিনা তাহাকে ধরিতে পারিবেন।

১৩ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত মজুরসংগ্রাহক হইয়া,

যে মজুরদিগকে রে-  
জিষ্ট্রী করা হয় নাই  
মজুরসংগ্রাহক তাহাদি-  
গকে আঁজার লইয়া  
গেলে তাহার কথা।

(ক) দেশান্তর গমনের  
মজুর দেশান্তরগামী বলিয়া  
রেজিষ্ট্রী হইবার পূর্বে যদি  
তাহাকে কোন আঁজার লইয়া

যাির বা লইয়া যাইবার উদ্যোগ করে, কিম্বা যে বাড়ি-  
ফ্রেট এ মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড়স্বাক্ষর  
করিয়াছেন তাহার এলাকা ছাড়িয়া যাঁতে তাহাকে  
প্ররতি দেয় বা দিবার উদ্যোগ করে বা এরূপ এলাকা  
ছাড়িয়া যাঁতে বা কোন আঁজার যাইতে তাহাকে  
সাহায্য করে বা করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) যে কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরে যাইতে আঁজার  
করে, তাহাকে যদি ২৬ ধারামতে যে বর্ণনাপত্র  
পাঠ্য হইছে তাহার যথার্থ প্রতিলিপি না দেয়, কিম্বা

(গ) যে কোন মজুরকে সে করার বন্ধ করিয়াছে  
এবং যাহাকে আঁজার চাড়বার বন্দরের বাহিরে রেজি-  
ফ্রী করা হইয়াছে যদি আঁজার লইয়া যাইবার সময়  
পথিমধ্যে তাহাকে উপযুক্ত থাকিবার স্থান বা আহারীয়  
দ্রব্য না দেয় বা প্রকারান্তরে তাহার প্রতি কুব্যবহার করে,  
তবে তাহার পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

১৪ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি সাদক দ্রব্য দ্বারা

প্রভারণাপূর্বক এদে-  
শীয় কোন ব্যক্তিকে  
দেশান্তরগমনের প্ররতি  
দিলে তাহার কথা।

কিম্বা বলপ্রয়োগ বা প্রভারণা  
দ্বারা ভারতবর্ষীয় কোন ব্য-  
ক্তিকে দেশান্তর গমন করিতে  
বা দেশান্তরগমনের চুক্তিপত্র  
করিতে বা দেশান্তর গমনার্থ

কোন স্থান ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিলে বা প্ররতি  
দিলে বা বাধ্য করিবার বা প্ররতি দিবার উদ্যোগ  
করিলে, তাহার এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড  
বা উভয় দণ্ড হইবে।

১৫ ধারা। কোন ব্যক্তি আইনমতে কমতাপ্রাপ্ত

বর্ণনামতে কমতাপ্রাপ্ত  
এই আইনের বিধান  
বর্ণনা করিলে তাহার  
কথা।

না হইয়া মজুর জুটাইবার  
কাণ্ডে আপনাবা অন্য কোন  
ব্যক্তির সাহায্য করিবার নিমিত্ত  
পোলীসকে কোন লিখিত  
আঁজা দিলে কিম্বা গবর্ণমে-

ন্টের অন্য সেই মজুরদের প্রয়োজন কিম্বা গবর্ণমেন্টের  
পক্ষে সেই মজুরদের সহিত করার পত্র হইবে এরূপ  
মিথ্যা উক্তি করিলে, তাহার হয়মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড  
বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইবে।

১৬ ধারা। (ক) দেশান্তরগামী কোন মজুর সম্বন্ধে

এই আইনের বিধান  
সম্মত করিয়া তাহাকে  
দেশান্তরগামী মজুরদিগ-  
কে লইলে তাহার কথা।

এই আইনের কিম্বা এই আই-  
নমতে প্রণীত বিধির বে-  
বিধান থাকে সে তাহা পালন  
বা করিলে কোন তাহাজের  
অধ্যক্ষ জানিয়া শুনিয়া যদি

তাহাকে আপন আঁজারে লয়,

(খ) এই আইনমতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত না হইয়া  
জানিয়া শুনিয়া যদি আপন আঁজারে কোন দেশান্তর-  
গামী মজুরকে লয়, কিম্বা

(গ) এই আইনমতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়া আপ-  
নার অনুমতিপত্রে বণ্ডজন লেখা থাকে যদি তত জনের  
অতিরিক্ত কোন মজুরকে জানিয়া শুনিয়া আপনাবা  
আঁজারে লয়,

তবে তাহার এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা  
এরূপ প্রত্যেক মজুরের নিমিত্ত এক হাজার টাকা  
পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে; এবং এই আঁজার,  
উহার রসারগী, সজ্জা ও সরঞ্জাম এই আইনমতে যথারীতি  
সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল, যে আঁজারে এই আঁজারের  
অধ্যক্ষের বিচার হয় সেই আঁজারে এইরূপ আদেশ  
করিতে পারিবেন।

১৭ ধারা। এই আইনমতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত কোন

অধ্যক্ষ প্রভারণাষটি  
কোন কার্য করিলে  
তাহার কথা।

পূর্বক এরূপ কোন কার্য বা  
বিষয় করেন বা করিতে দেন  
যাহাতে এই অনুমতিপত্র যে  
আঁজাদি সংক্রান্ত হয় সেই আঁজাদির পরিবর্তিত  
অবস্থার অনুপযোগী হইয়া পড়ে, তবে তাহার পাঁচ  
হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে;

এবং তিনি ৬৩ ধারামতে যে কোন নিদ্রুপত্র লিখিয়া  
দিয়া থাকেন, সেই পত্রের মূলে তাহার নামে মোকদ্দমাও  
উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

১৮ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরদিগকে যে আঁজারে

আইনের আদেশ পা-  
লন না করিয়া আঁজার  
খুলিয়া বাঁধার কথা।

লইয়া যাওয়া হয়, সেই আঁজার  
সম্বন্ধে ৫৭, ৫৯, বা ৬০ ধারার  
কোন বিধান পালিত হইয়া  
না থাকিলে যদি এই আঁজারের  
অধ্যক্ষ উক্ত আঁজার বাঁধিরে খুলিয়া লইয়া যান বা  
যাইবার উদ্যোগ করেন, তবে তাহার চারি হাজার  
টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

১৯ ধারা। কোন আঁজারের অধ্যক্ষ আপনাবা

আঁজারে অধ্যক্ষ  
নির্ধারিত ও ছাড়পত্র সম-  
্বন্ধী বিধানমতে কার্য  
না করিলে তাহার কথা।

আঁজারে দেশান্তরগামী মজুর-  
দিগকে লইয়া তাহাদের সম্বন্ধে  
৬৬, ৬৭ ও ৬৮ ধারার আদেশ-  
মতে কার্য না করিলে, এরূপে  
যে প্রত্যেক দেশান্তরগামী  
মজুরকে আঁজারে লওয়া হয়, তাহাদের প্রত্যেকের  
নিমিত্ত এই অধ্যক্ষের দুই শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড  
হইবে।

২০ ধারা। কোন আঁজারের অধ্যক্ষ আপনাবা

আঁজার খুলিয়া ৬৬ ধারার  
নির্ধারিত নির্ধারিত যাহার নাম  
লেখা নাই বা এই ধারার  
আদেশমতে ছাড়পত্র যে পায়  
নাই এরূপ কোন দেশান্তর-  
গামী মজুরকে আঁজারে লইলে,

এরূপে গৃহীত প্রত্যেক জন  
মজুরের নিমিত্ত তাহার দুই শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড  
হইবে।

১১ ধারা। দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্ট যে

অন্যক নির্দিষ্ট দেশ  
হাঁকা অন্যত্র যত্নকে না-  
বাইয়া দিলে তাহার কথা।

দেশের নিমিত্ত কোন দেশান্তর-  
গামী যত্নকে জাহাজে উঠাইয়া  
নিরাহত, জাহাজের অধ্যক্ষ  
সেই দেশ ত্রিগ্ন অন্য দেশে

এ যত্নকে নামাইয়া দিলে, যদি বাহুর প্রবলতা বা  
অনিবার্য দুর্ভটনা বশতঃ উক্ত নামান না হইয়া থাকে  
কিন্তু ৭৮ বা ৭৯ ধারার বিধানমতে এ নামান না ঘটিয়া  
থাকে, তবে তদ্রূপ প্রত্যেক যত্নের নিমিত্ত জাহাজের  
অধ্যক্ষের দুই শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা এক মাস  
পর্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

১২ ধারা। দেশান্তরগামী যত্ননিগমকে লইয়া পাঠিল-

নির্দিষ্ট কোন জাহাজ কলি-

কপিকাতা হাঁড়িয়া  
বাইবার বিধান না  
বানিলে তাহার কথা।

কাতা বন্দরস্থিত যাত্রা করিলে,  
যদি এ জাহাজের অধ্যক্ষ

(ক) ৭৬ ধারার নির্দিষ্ট

সময়ের মধ্যে আপন জাহাজ লইয়া মুচীখোলা হইতে  
চলিয়া না যান, কিম্বা

(খ) যুক্তিমত হেতুনা থাকিলেও ৭৭ ধারার উল্লি-  
খিত বাষ্পীয় জাহাজ ছাড়া নামান না লইয়া  
মুচীখোলা হইতে সমুদ্রের নিকটে আপন জাহাজ চালান  
বা বাইতে দেন,

তবে তাহার এক তাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

১৩ ধারা। (১) কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি যদি

আজ্ঞায় পল্লিখিত পূর্বে

দেশান্তরগামী যত্ন  
পলাইলে বা আজ্ঞায়  
বাইতে অস্বীকার করিলে  
তাহার কথা।

পলায়ন করে কিম্বা যুক্তিমত  
কারণ বিনা আজ্ঞায় যাত্রাও

অস্বীকার করে, তবে তাহার

নিশা টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড

কিম্বা তাহার সহিত করার পত্র করিয়া তাহাকে রেজিস্ট্রী  
করিতে ও আজায় লইয়া যাইতে যথেষ্ট পড়ে সেই পরি-  
মাণ অর্থদণ্ড, এই দুই দণ্ডের যেটি গুরুতর হয় সে-  
দণ্ড হইবে এবং এই অর্থদণ্ডের টাকা দেওয়া না গেলে  
এক মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড হইবে।

(২) যে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা যত্ন-  
সংগ্রাহক এ খরচ করেন, এই ধারার বিধানমতে য-অর্থ-  
দণ্ড আদায় হয় তাহা অপরাধ নির্ণয়কারী মাজিস্ট্রেটের  
বিবেচনামতে সেই দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টকে বা  
যত্নসংগ্রাহককে দেওয়া যাইতে পারিবে।

১৪ ধারা। কোন দেশান্তরগামী যত্ন যদি

(ক) আজ্ঞা হইতে পাল্লি,

দেশান্তরগামী যত্ন  
আজ্ঞা হইতে পলাইলে  
বা জাহাজে না উঠিলে  
তাহার কথা।

কিম্বা

(খ) দেশান্তরগমনসম্প-

র্কীয় এজেন্টের আদেশ পাইলে

যুক্তিমত কারণ বিনা জাহাজে

উঠিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে,  
তবে তাহার এক মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা পঞ্চাশ  
টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা তাহার সহিত করার পত্র  
করিয়া তাহাকে রেজিস্ট্রী করিতে ও আজায় লইয়া  
বাইতে ও সেখানে তাহার তৎপোষণ করিতে যত  
টাকা খরচ হয় সেই টাকার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড কিম্বা উভয়  
দণ্ড হইবে।

(২) যে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা যত্ন-  
সংগ্রাহক এ খরচ করেন, এই ধারার বিধানমতে যে  
অর্থদণ্ড আদায় হয় তাহা অপরাধ নির্ণয়কারী  
মাজিস্ট্রেটের বিবেচনামতে সেই দেশান্তরগমনসম্পর্কীয়  
এজেন্টকে বা যত্নসংগ্রাহককে দেওয়া যাইতে  
পারিবে।

১৫ ধারা। ৬৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া

৬৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন  
করিয়া যত্নকে জাহাজে  
উঠাইলে বা উঠিতে দিলে  
তাহার কথা।

কোন ব্যক্তি কোন দেশান্তর-  
গামী যত্নকে জাহাজে উঠা-  
ইয়া দিলে কিম্বা কোন জাহা-  
জের অধ্যক্ষ জানিয়া শুনিয়া

উঠিতে দিলে, তদ্রূপ যত্ন

যত্ন জাহাজে উঠে তাহার প্রত্যেক জনের নিমিত্ত এ  
ব্যক্তির বা অধ্যক্ষের দুই শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

১৬ ধারা। (১) ৮১ অবধি ৯২ ধারা পর্যন্ত ধারামত

অভিযোগ উপস্থিত  
করিবার কথা।

অভিযোগ নিম্নলিখিত প্রকারে  
উপস্থিত করা না গেলে করা  
যাইবে - ১. অর্থাৎ,

(ক) ৮৬ অবধি ৯২ পর্যন্ত ধারামত অভিযোগ দেশান্ত-  
রগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা দেশান্তরগামীদের রক্ষক বা  
তদর্পে স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত কোন কর্মচারী  
দ্বারা উপস্থিত করা যাইবে।

(খ) ৯৩ ধারামত অভিযোগ কোন মাজিস্ট্রেট বা রেজি-  
স্ট্রী কর্তৃক উপস্থিত করা কিম্বা জাহাজে চড়িবার বন্দ-  
রস্থ দেশান্তরগামীদের রক্ষক দ্বারা কিম্বা তাহাদের  
কাছার অনুমতিক্রমে উপস্থিত করা যাইবে।

(গ) ৯৪ ধারামত অভিযোগ রক্ষকের অনুমতিক্রমে  
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট দ্বারা উপস্থিত করা  
যাইবে।

(ঘ) ৯৫ ধারামত অভিযোগ দেশান্তরগামীদের রক্ষক  
দ্বারা কিম্বা তদর্পে স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত কর্মচারী  
দ্বারা উপস্থিত করা যাইবে।

৯৭ ধারা। ৯৩ ও ৯৪ ধারামতে অভিযোগ হইলে, নিম্ন-  
পল্লিখিত অভিযোগ লিখিত কথা যথাক্রমে উৎকৃষ্ট  
হইলে, অভিযানের কথা। উত্তর হইবে, যথা,

(ক) ৯৩ ধারামত অভিযোগ সম্বন্ধে এই কথা, অর্থাৎ,  
যত্ন সংগ্রাহক বা তৎপূর্ণস্থানীয় কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত  
ব্যক্তির প্রতি কিম্বা তৎসঙ্গী অন্য দেশান্তরগামীদের  
প্রতি কুব্যবহার, প্রতারণা বা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে;

(খ) ৯৪ ধারামত অভিযোগ সম্বন্ধে এই কথা, অর্থাৎ,  
আজ্ঞায় থাকিবার বা তথায় যাইবার সময়ে পথিমধ্যে  
দেশান্তরগামী যত্নের প্রতি কুব্যবহার বা প্রত্যাখ্যান করা  
হইয়াছে।

৯৮ ধারা। জাহাজে যাত্রালুচর নিবারণার্থ সামু-

এই আইনের কার্য-  
পক্ষে কঠোর কার্যকার-  
কদের জাহাজাদি তলাশ  
করিতে ও আটক করিয়া  
রাখিতে পারিবার কথা।

ত্রিক কঠোর কার্যকারকদের  
এতি আইনক্রমে জাহাজাদি  
তলাশ করিবার বা আটক  
করিয়া রাখিবার কিম্বা অন্য  
প্রকারে কার্য করিবার যে  
সকল ক্ষমতা অর্পিত থাকে, এই  
আইনবিরুদ্ধ অপরাধ নিবারণার্থ এই কার্যকারকদের  
সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য করিতে পারিবেন।

### ১৩ অধ্যায়।

#### অতিরিক্ত বিধি।

৯৯ ধারা। স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়েই নামোন্নয়ন

এই আইনের কার্য-  
পক্ষে স্থানীয় গবর্ন-  
মেন্টের মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত  
করিতে পারিবার কথা।

বা পদোপনয়ন যে কোন  
ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট স্থানীয়  
মধ্যে এই আইনমতে মাজিস্ট্রেট-  
টের কার্য করিতে নিযুক্ত  
করিতে পারিবেন।



১০০ ধারা। (১) কোন মজুরের সহিত যে করার-  
কর্তব্য কর্ম না করায়  
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এ-  
জেক্টের নামে মোকদ্দমা  
করিবার কথা।

গমনসম্পর্কীয় কোন এজেক্টের নামে অভিযোগ হইতে  
পারিলে, দেশান্তরগামীদের রক্ষক উচিত বোধ করিলে  
এ কর্ম না করিতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার নিমিত্ত  
এ মজুরের পক্ষে উক্ত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেক্টের  
বিকল্পে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে ক্ষতিপূরণ দিবার সময়, ৫০ ও ৫২  
ধারামতে যে সকল টাকা দিবার আজ্ঞা হইয়া থাকে,  
তৎসমুদয় বিবেচনাধীনে লইতে হইবে।

১০১ ধারা। (১) যে কোন বন্দর হইতে যে কোন  
এই আইনের কার্যা-  
পক্ষে যে যাত্রায় সম্ভবতঃ  
যতকাল লাগিবে তাহা  
নিরূপণ করিতে মন্ত্রিসভা-  
তাহিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর  
জেনরল সাহেবের ক্ষম-  
তা থাকিবে।  
মিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়ের ইণ্ডিয়া  
গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া তাহা নিরূপণ করিতে  
পারিবেন।

(২) এই ধারামতে একরাস্তার নিরূপিত না  
হইলে, এই আইনের তৃতীয় তফসীলের লিখিত বন্দর  
সকল হইতে ঐ তফসীলের লিখিত দেশ হইতে পাহল-  
বিশিষ্ট জাহাজের সম্ভাবিত যত কাল লাগিবে, ঐ  
তফসীলের নির্দিষ্ট কালকেই সেই কাল বলিয়া জ্ঞান  
করা হইবে।

১০২ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাহিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর  
জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে  
বিজ্ঞাপন দিয়া প্রেট সেট-  
লমেন্টে গমন দিব্যক ১৮৭৭  
সালের আইন ব্রিটিশ ভারতব-  
র্ষের সমস্ত বা কোন স্থানে  
বস্তাইতে পারিবেন।

(২) মন্ত্রিসভাহিষ্ঠিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব  
সময়ের প্রকৃপ বিজ্ঞাপন দিয়া হুতাও প্রকাশ করিতে  
পারিবেন যে, প্রেট সেটলমেন্টের সম্বন্ধিত প্রকৃপ  
দেশীয় সমস্ত বা কোন রাজ্য উক্ত সেটলমেন্টে মজুরদের  
গমনসম্পর্কীয় কোন আইনের কার্যা পক্ষে উক্ত সেট-  
লমেন্টের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপনের  
তারিখ অবধি উক্ত বিজ্ঞাপনে যে বা যে ২ দেশীয়  
রাজ্যের উল্লেখ থাকে, তথায় মজুরী লইয়া কর্ম করিবার  
করারপত্রক্রমে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে  
ভারতবর্ষীয় যে কোন ব্যক্তি যায় সে ঐ আইনের  
ধর্মামুসারে দেশান্তর গমন করে বলিয়া জ্ঞান করা  
হইবে না।

১০৩ ধারা। (ক) প্রেটব্রিটেন ও আয়ারলও সম্বলিত  
সংযুক্ত রাজ্যের জীমতী  
মহারাজীর সহিত করানীদের  
সম্মতিতে যে সন্ধিপত্র ১৮৬১  
সালের জুলাই মাসের ১ তারিখে  
পারিসনগরে স্বাক্ষরিত হইয়া  
১৮৬১ সালের জুলাই মাসের  
৩০ তারিখে সেই স্থানে দৃঢ় করা যায়, সেই সন্ধি-  
পত্রের নিয়মানুসারে করানী উপনিবেশে; এবং

(খ) প্রেটব্রিটেন ও আয়ারলও সম্বলিত সংযুক্ত রাজ্যের  
জীমতী মহারাজীর সহিত নেদরলণ্ডের রাজ্যের যে  
সন্ধিপত্র ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৮ তারিখে  
হেগ নগরে স্বাক্ষরিত হইয়া ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি  
মাসের ১৭ তারিখে সেই স্থানে দৃঢ় করা যায়, সেই  
সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে ওন্দাজ গায়েনা নামক  
নেদরলণ্ডের উপনিবেশে,

ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বন্দর হইতে মজুরদের গমনের  
প্রতি এই আইনের বিধান বহির্ভবে।

কিন্তু কোন স্থলে এই আইনের বিধানের সহিত  
উক্ত কোন সন্ধিপত্রের কোন বিধানের অমৈকা হইলে,  
সন্ধিপত্রের বিধান প্রবল হইবে।

১০৪ ধারা। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের যে কার্যামুষ্ঠান  
করিতে হইবে, তাহার সহিত  
মজুর সম্পর্ক থাকে, ততদূর  
ভারতবর্ষীয় যে ব্যক্তির পূর্ক  
মারার উল্লিখিত যে সন্ধিপত্র  
প্রেটব্রিটেন ও আয়ারলও সম্বলিত  
সংযুক্ত রাজ্যের জীমতী  
মহারাজী ও করানীদের সম্মতি  
এই উভয়ের মধ্যে হয়, সেই সন্ধিপত্রক্রমে মজুরী লইয়া  
কর্ম করিবার করারপত্র অনুসারে করানী বন্দর হইতে  
সমুদ্রপথে করানী উপনিবেশে যায়, তাহারাই এই  
আইনের ধর্মামুসারে দেশান্তরগাম হইলে, তাহাদের  
প্রতি এই আইনের বিধান যেরূপে বর্জিত, তাহাদের  
সম্বন্ধে সেইরূপে বর্জিত।

কিন্তু কোন স্থলে এই আইনের বিধানের সহিত উক্ত  
সন্ধিপত্রের বিধানের অমৈকা হইলে, সন্ধিপত্রের বিধান  
প্রবল হইবে।

১০৫ ধারা। (১) সিংহল দ্বীপ বা প্রেট সেটলমেন্টে  
সমুদ্রপথে কোন  
দেশে মজুরী লইয়া কর্ম  
করিবার করারপত্রক্রমে  
ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির  
স্থলপথে যাওয়া নিষিদ্ধ  
হওয়ার কথা।  
ছাড়া সমুদ্রপথে কোন  
দেশে মজুরী লইয়া কর্ম করি-  
বার চুক্তিক্রমে ব্রিটিশ ভারত-  
বর্ষ হইতে ভারতবর্ষীয় কোন  
ব্যক্তির স্থলপথে যাওয়া নিষেধ  
করা গেল।

কিন্তু (২) কোন ঘরের চাকর আপন কর্তার সঙ্গে গেল।

(খ) ১০২ ধারার উল্লিখিত সন্ধিপত্রানুসারে করানী  
উপনিবেশে মজুরী লইয়া কর্ম করিবার করারপত্র-  
ক্রমে ভারতবর্ষের কোন করানীবন্দর হইতে সমুদ্রপথে  
যাত্রা করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তি গেল,  
স্থলপথে তাহার যাওয়ার প্রতি এই ধারার কোন  
কথা বর্জিত নাই।

(২) কোন ব্যক্তি এই ধারা লঙ্ঘন করিয়া ব্রিটিশ  
ভারতবর্ষ হইতে স্থলপথে যাউতে ভারতবর্ষীয় কোন  
ব্যক্তিকে প্ররতি দিলে বা দিবার উদ্যোগ করিলে, সেই  
ব্যক্তি ৮২ ধারামতে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান  
করা যাইবে।

( ৮ খাবার দেখ । )

১। মরীচদ্বীপ, জামেকা, ব্রিটিশ গায়ানা, ব্রিটিশ গায়ানা, সেন্ট লুশিয়া, গ্রেনাডা, সেন্ট বিনসেন্ট, নেভাগ, সেন্ট কিটস, নেভিস, ও ফিজির ব্রিটিশ উপনিবেশ।

৪। দিনেমারদের মেট্রো ক্রয়ার উপনিবেশ।

( ২১ নং দ্রা দেখ । )

ଏତଦ୍‌ସଂସ୍କୃତ ଧର୍ମନାମାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ।

পূর্বে রহিত না হইলে এই অধ্যায়োক্ত অমুক নামের  
অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্যন্ত প্রবল থাকিবে।

(शायर) ॥

ନେତା : ଗୁରୁଗାୟାଦେବ ବ୍ରହ୍ମକ

मंगलपञ्चक ।

নাম।	পিতার নাম।	বংশের নাম	জাতি	রং	দৃষ্টি	ছক্কি	শহরের বিশেষ চিহ্ন
		ব্রাহ্মণ			উচ্চতা		যে যে জন্মায় সে অন্য বিভাগের (অর্থাৎ যে ওহসীল বা তালুক প্রভৃতির) যে গ্রামে থাকে ওহার নাম।

( ১০১ নম্বর দেখ ) ।

ଦିନିକିଆ ହଜିତ--

ଆମ୍ଭିମ୍ଭ ଆମେର ଆର-  
 ଶ୍ଟାବାର ଅର୍ଥୋପର ଆମେର  
 ଶେଷ ପାହାନ୍ତ ସମୟେ ମନ  
 ମନ୍ତ୍ରାହ ଏବଂ ନିଦେଶ୍ବର  
 ଆମେର ଆରଶ୍ଟାବାର ଆର୍ଟ  
 ଆମେର ଶେଷ ପାହାନ୍ତ ସମୟେ  
 ଆର୍ଟ ମନ୍ତ୍ରାହ ।

किञ्चिद्विज्ञेय

୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ

५२ मशयक

... ১৮ নম্বর

मा.प्र.प. २३५७-

मन्त्रोऽथ

জামেনা, ব্রিটিশ গায়েরা ও  
 ত্রিভুজ ও সেন্ট্রাল  
 ও সেন্ট্রাল ও সেন্ট্রাল  
 সেন্ট্রাল ও সেন্ট্রাল ও  
 নোবল ও সেন্ট্রাল ও  
 ফরাসী গায়েরা ও মর্ট-  
 নিক ও গাডেলু ও তদ-  
 ধীনস্থান ও ওলফা  
 গায়েরা

নেটালৈ

... १० ग. ३५/४

किंण्वो

... .. २१ मशह

ବୋଷାହି ବହିତେ—

अबोध

লাম্বকা, ব্রিটিশ গায়েরা  
ও ত্রিনিদাদ ও সেন্ট-  
লুশিয়া ও গ্রেনাডা ও  
সেন্টেবিনসেন্ট ও সেন্ট  
কিটস ও নেভিস ও  
সেন্টক্রোয়া ও ফরাসী  
গায়েরা ও মার্টিনিক  
ও গাডেলুপ ও তদ-  
ধীনস্থান ও ওলন্দাজ  
গায়েরা।

নেটাল

... २० गङ्गा

गिज्जिबो

..                  ...                  १९ मशरिफ

ডি, ফিটজপ্যাট্রিক,

ভারতবর্ষীয় গদ্যলেখকের সংকলিত।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,

*Bengali Translator.*





# গবর্ণমেণ্ট গেজেট

শুক্রবার, ১৮৮৪ সাল, ৮ আশ্বিন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

## বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

### ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের প্রিন্সিপাল লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অধিসভায় পঠিত হইয়া বিবেচনা ও রিপোর্ট নিমিত্ত সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পিত হয়।—

কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটির মধ্যে পবিত্রিত জল যোগাইবার বিধান করণ আইনের পাণ্ডুলিপি।

কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটির মধ্যে পরি-  
চ্ছন্ন জল যোগাইবার বিধান  
করা বাস্তবীকৃত। অতএব নিম্ন-  
লিখিত বিধান করা হইতেছে।—

#### উপক্রমিকা।

১ ধারা। এই আইন “১৮৮৪ সালের কলিকাতার  
শাখানগরের জল যোগাইবার  
আইন” নামে খ্যাত হইতে  
পারিবে।

আর এই আইন প্রযুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের  
অনুমোদন সহিত যে তারিখ  
আইনের আশ্রয়।  
কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত  
হয় সেই তারিখের পর  
মাসের অন্তিম কালে  
মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট গেজেট  
নির্দেশ করেন, সেই  
তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

২ ধারা। এই আইনের তফসীল যে আইনের  
উল্লেখ আছে, তাহা তফসীলের  
তৃতীয় ধরে যত দূর নির্দিষ্ট  
হইল, তত দূর এতদ্বারা রহিত  
করা যেন।

৩ ধারা। বিষয় বিবেচনার কিম্বা পূর্বাগত কথা  
অর্থকরণের কথা।  
যদি বিপরীত অর্থবোধ না  
হইলে, এই আইনে,

(১) ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় আইনের কিম্বা বঙ্গ-  
দেশীয় “কমিশ্যনরগণ”  
গের মুনিসিপালিটির  
করণার্থ অন্য যে আইন  
কালে বলবৎ থাকে সেই আইনের  
বিধানমতে যৎকালে  
যাহারা কলিকাতার শাখানগরের  
মুনিসিপাল কমিশ্যনর  
নির্ভুক্ত বা মনোনীত হইয়া থাকেন,  
“কমিশ্যনরগণ”  
বলিতে তাঁহাদিগকে বুঝাইবে।

(২) “মুনিসিপালিটি” শব্দে উক্ত  
কমিশ্যনরগণের  
“মুনিসিপালিটি”  
বিচারনিপত্যাধীন স্থান বুঝাই-  
বে।

(৩) “ঘর” শব্দে কোন চালাঘর,  
নৌকান, গুদাম  
“ঘর”  
কোটাঘর ও চালাও গণ্য।

(৪) “ভূমি” শব্দে (ভূমি ছাড়া) ভূমি  
হইতে উৎপন্ন  
লাভ, মুক্তিকাসংযুক্ত  
কেন  
প্রথা, কিম্বা মুক্তিকাসংযুক্ত  
প্রথার সহিত চিরসংলগ্ন  
সুবাও বুঝিতে হইবে।

(৫) “স্বামী” শব্দে এই  
ব্যক্তি গণ্য—

(ক) যে ভূমিসম্বন্ধে স্বামী শব্দের  
প্রয়োগ হয়,  
প্রচার স্থানে বা প্রচারান্তরে  
যৎকালে যে প্রত্যেক

A Bill to provide for the supply of filtered water within the Municipality of the Suburbs of Calcutta.

ব্যক্তির সেই ভূমির খাজানা পাইবার অধিকার থাকে তিনি, ও

(খ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির পক্ষীয় কার্যাব্যাহক, ও

(গ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির এজেন্ট, ও

(ঘ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির ট্রুটী।

কিন্তু এই আইনে স্বামির প্রতি কোন কর্ম করিবার আজ্ঞা থাকিলে, কার্যাব্যাহক, এজেন্ট বা ট্রুটীস্বরূপ ঐ ব্যক্তির হাতে ঐ কর্ম করিবার উপযুক্ত খরচ না থাকিলে, তিনি ঐ কর্ম করিতে দায়ী হইবেন না ও উক্ত কর্ম না করা অথবা তাহার কোন অর্থদণ্ড হইবে না।

(৩) দুইমুখ খোলা থাকুক বা না থাকুক, যে কোন "রাস্তা" রাস্তা, পথ, চত্বর, প্রাঙ্গণ, গলি বা বস্ত্র দিয়া সাধারণের যাইবার স্বত্ব থাকে, "রাস্তা" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

জল যোগাইবার বিধি।

৪ ধারা। কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ ও কমিশানরগণের মধ্যে গেরূপ কলিকাতার সমবায়িত সমাজের পরিকৃত জল যোগাইয়া দিবার কথা।

৫ ধারা। কমিশানরগণ মুনিসিপালিটির মধ্যে ঐ জল বিতরণের বিধান করিবেন এবং তদন্তে মুনিসিপালিটির প্রধান সকল রাস্তায় পরিকৃত জল যোগাইবার নিমিত্ত বড় ও ছোট যত মল ও যত পুষ্করিনী ও জলাশয় কিম্বা অন্য যে কার্য করা আবশ্যিক তাহা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন ও যত কল থাকিলে মুনিসিপালিটির অধিবাসীরা গৃহকার্যের নিমিত্তে বন্যা মূলে সুবিধামতে জল পাইতে পারেন উক্ত রাস্তায় ও তদাঁড়া কল স্থাপন করিয়া দিবেন।

উক্ত কল এমন স্থানে স্থাপন করা যাইবে যেম কোন বড় রাস্তার কোনস্থান হইতে উক্ত কোন ন। কোন কল দেড় শত গজের অধিক দূর না হয়।

৬ ধারা। কোন ব্যক্তি ঘোড়া প্রভৃতি কোন জন্তু বাহা গৃহকার্যে কি গাড়ী বিক্রয় করিবার জন্য বায় তাহার কথা।

৭ ধারা। ঘরের নানা কর্মের নিমিত্ত যত জলের ব্যবসায়ের নিমিত্ত জল যোগাইয়া কথা।

তাহা হইলে কমিশানরগণ নিয়মিত সতর্কতা কোণ সতর্ক অধিষ্টিত হইয়া খরচা ও রেট স্থির করিয়া, যতবড় ও যে প্রকারের ন। প্রভৃতি করিতে স্থির করেন, সেই প্রকারের ও বড় মল সমাধানে কি বসাইতে দিবেন, ও অন্য কাৰ্য্য করিবেন।

৮ ধারা। ঘরের এজা ঐ ঘরের জন্য জলের রেট বলিয়া কমিশানরগণকে যত টাকা দিয়া থাকেন, টাকা প্রতি টাকার আর খরচ বিনা পরিকৃত পাইবার অধিকারের কথা।

কমিশানরগণ যে পরিমাণের মল দ্বারা ঐ জল দিতে স্থির করেন সেই মলদ্বারা গৃহকার্যের নিমিত্ত ঐ জল যোগাইয়া দেওয়া যাইবে। পূর্বোক্তমতে গৃহস্থের যত পরিকৃত জল পাইবার অধিকার থাকে তিনি তাহার অধিক খরচ করিয়া থাকেন কমিশানরগণের এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে, তাহার তাপনাদির খরচে জলপরিমাপক যন্ত্র যোগাইয়া ঐ স্বরসংযুক্ত জলের মলে তাহা যোজনা করিয়া রাখিতে পারিবেন। তাহা হইলে পূর্বোক্তমতে প্রচার যত জল পাইবার অধিকার থাকে, তাহার অতিরিক্ত যত জল খরচ করেন তাহার—গালন প্রতি টাকার এক টাকার হিসাবে দিতে হইবে।

পরন্তু ইহার পশ্চাত্ত ধারামতে কমিশানরগণ যে অপরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দেন তাহার জন্যে তাহার খরচ লইবেন না।

যে ঘরের বৎসর ১২০০ টাকার কম ধরিয়া টাক্স ধার্য্য হয় তাহার প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

৯ ধারা। কমিশানরগণ সকল পাইখানায় ও শৌচ-পাইখানায় কোনো স্থানে স্বচ্ছমতে পরিকৃত জল যোগানের পরিকৃত কি অপরিষ্কৃত জল দিতে অপরিষ্কৃত জল দিতে পারিবেন।

১০ ধারা। যেসকল পাইখানায় ও শৌচস্থানে এইরূপে পরিকৃত জল দেওয়া গিয়া থাকে কি পশ্চাত্ত দেওয়া যাইবে, তথায় জলাধার দিতে হইবে।

সেই আধার কত বড় ও কি প্রকারের হইবে, কমিশানরগণ তাহা নির্ণয় করিবেন। যে ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইয়া দেওয়া যায় তাহার স্বামির খরচে ঐ সকল জলাধার দিতে হইবে।

১১ ধারা। ইহার পূর্বে জলের যে রেটের কথা লেখা গেল, কোন ব্যক্তি সেই রেট দিলে, তাহার গৃহকার্যের নিমিত্তে সঙ্গতমতে যত জলের প্রয়োজন, কমিশানরগণের জলের মলের সঙ্গে মলযোজন করাইয়া ঘরে কি ভূমিতে তাহার ওত জল আনা ইবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু ঐ ঘর কি ভূমি যত দিন খালি থাকে, কমিশানরগণ তত দিন তাহার জলসম্পাদ্য বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তি রেট দিয়া থাকেন, কমিশানরগণের মলদ্বারা তাহার ঘরে জল আনা ইবার জন্যে যে মল যোজনা করা গিয়া থাকে, ও তাহার সঙ্গে ঘরের মধ্যে মলপ্রভৃতি যে বয়স সংযুক্ত থাকে, তাহা যে প্রকারের ও যত বড় ও যে

ক্রমে নিৰ্মিত হইবে কৃষিক্ষেত্রের গণ্য ভাষা দ্বিধা ও অনু-  
মোদন করিবেন; ও যে ব্যক্তি সেই জল চাচেন তাঁহা-  
রই খরচে ভাষা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

১২ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল আনা ইবার  
জন্মে কমিশ্যনরগণের বড় ও  
যে জল আনা ইবার ছোট নলের সঙ্গে যে জল সং-  
নলাদি কমিশ্যনরগণের যোগ করিয়া দেওয়া যায় ও অন্য  
কার্যকারকের সন্তোষ- যোগ করিয়া দেওয়া যায় ও অন্য  
যত্ন করিতে হইবার কথা যে সাজসরঞ্জাম থাকে এবং  
যে সাজসরঞ্জাম থাকে, তাহা দক্ষদাই কমিশ্যনর-  
গণের তত্ত্বাবধানে ও সন্তোষমতে করা যাইবে।

যদি ঐ জল পাইতে চাহেন তিনি কমিশ্যনরগণের  
সঙ্গে নিয়ম করিলে, সেই নিয়মানুসারে, কিম্বা কমিশ্যনর-  
গণ যত খরচ নিছাড়া করেন তদনুসারে, কমিশ্যনরগণের  
চাকরেরা ও কর্মকারকেরা ঐ নলসংযোগ করাইয়া ও  
তৎসংক্রান্ত অন্য কাৰ্য্য ও সাজসরঞ্জাম করাইয়া দিতে  
পারিবেন।

ও সেই কাৰ্য্য করিবার জন্যে যত টাকা আবশ্যক হয়  
কমিশ্যনরগণ ঐ কর্ম করিবার পূর্বে তত টাকা দিবার  
কি গচ্ছিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ও জলের রেট যে প্রকারে আদায় হইতে পারে  
দাবীর ও খরচার টাকাও সেই প্রকারে আদায় হইতে  
পারিবে।

১৩ ধারা। পূর্বোক্তমতে যে ঘরে কি ভূমিতে জল  
বাড়ী নথো প্রবেশ যোগাইয়া দেওয়া যায়, তাহার  
করিবার ক্ষমতা কথা। মধ্যে জল যোগাইবার সকল  
নল ও অন্যান্য কল ও সাজ-  
সরঞ্জাম দেখিবার নিমিত্ত, ও অকারনে জল নষ্ট না হয়,  
কিম্বা তাহার অথবা বাহার না হয়, ইহা দেখিবার  
লইবার জন্যে, কমিশ্যনরগণ যে কাৰ্য্যকারকে নিযুক্ত  
করেন, তিনি পূর্নাঙ্ক ৭ খণ্ডের ও অপরাঙ্ক ৫ খণ্ডের  
মধ্যে কোন সময়ে ঐ ঘরে কি ভূমিতে যাইতে  
পারিবেন।

আর উক্ত সময়ে উক্ত কাৰ্য্যের নিমিত্ত ঐ কাৰ্য্য-  
কারকে সেই ঘরে কি ভূমিতে যাইবার অনুমতি না  
দেওয়া গেলে কিম্বা পূর্বোক্তমতে তাহার সেই বিষয়  
দেখিয়া লইবার বাধা দেওয়া গেলে, কমিশ্যনরগণেরা  
তৎক্ষণাৎ সেই ঘরের কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে  
পারিবেন।

কিন্তু পূর্বোক্ত কোন কথাবার্তা কোন অণ্ডপূরে কি  
ক্রী লোকদের থাকিবার যে ঘর দেশাচারমতে গোপ-  
নীয় স্থান হইয়া থাকে চারি খণ্ডা থাকিতে নোটিস না  
দিয়া ওষধে কাছারো প্রবেশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া  
গেল না।

১৪ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইবার  
যে নল কি অন্য কল কি  
নল বেহেদায়ত হইলে সাজসরঞ্জাম থাকে কমিশ্যনর-  
কমিশ্যনরগণের জল বন্ধ দেয় কোন কাৰ্য্যকারক এতৎ-  
করিতে পারিবার কথা। পক্ষে ক্ষমতা পাইয়া কোন  
সময়ে সেই নল কি অন্য কল কি সাজসরঞ্জাম পরীক্ষা  
করিয়া তাহা এত দূর বেহেদায়ত হইয়াছে যে জল  
রখাই নষ্ট হয় ইহা জানিতে পাইলে, কমিশ্যনরগণ

চব্বিশ খণ্ডের অনুমত সময় থাকিতে নোটিস লিখিয়া  
দিয়া ঐ ঘর কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।  
কিম্বা দেওয়ার খরচ ঐ ঘরের কি ভূমির প্রজার  
হানে লইতে পারিবেন।

১৫ ধারা। পূর্বোক্ত জলের রেট যে সময়ে দেওয়া  
উচিত, কোন ব্যক্তি জল  
বেট দিবার ক্রটি হইলে পাই-ও উক্ত কোন সময়ে ঐ  
জল বন্ধ করিতে পারিবার রেট দিতে, কিম্বা ঘরের  
কথা। কাৰ্য্যভাড়া অন্য কাৰ্য্যে

নিমিত্ত জল যোগাইয়া দেওয়া গেলে তাহার জন্যে  
খরচার দাওয়া হইলে পর তাহা দিতে ক্রটি করিলে  
যে ঘরের কি ভূমির নিমিত্ত ঐ রেট কি দাবির টাকা  
দেন; হয় সেই ঘরে কি ভূমিতে যে নল যাই, কমিশ্যনর-  
গণ তাহা কাটিয়া কিম্বা অন্য যে প্রকারে উচিত বোধ  
করেন সেই প্রকারে ঐ ঘরেরা কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া  
দিতে পারিবেন, ও সেই ব্যক্তির হানে জল বন্ধ করি-  
বার খরচ লইতে পারিবেন।

কিন্তু কোন ব্যক্তির প্রতি দণ্ড কি দায় বর্তিলে, ঐ  
জনসম্প্রদায় বন্ধ হওয়াতেও তিনি সেই দণ্ড কি দায়-  
হইতে নিকৃতি পাইবেন না।

১৬ ধারা। এই আইনমতে কমিশ্যনরগণ কোন  
ব্যায় ঘরে জল নষ্ট ঘরের কি ভূমির জল যোগাইয়া  
যর তাহার দণ্ড হইতে দিলে পর, প্রজার শৈথিল্য  
পারিবার কথা। হেতুক কিম্বা অন্য যে তাবগতি-  
কের উপর তাহার কর্তৃত্ব  
থাকিতে পারে এমত তাবগতিক হেতুক জল নষ্ট হইলে,  
কিম্বা যে নল কি কল কি সাজসরঞ্জাম দ্বারা ঐ ঘরের  
কি ভূমির জলসম্প্রদায় হয় তাহা এত দূর বেহেদায়ত  
হইয়াছে যে জল নষ্ট হইয়া থাকে ইহা জানা গেলে  
সেই প্রজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে  
পারিবে।

১৭ ধারা। কমিশ্যনরগণ যে জল যোগাইয়া দেন  
কোন ব্যক্তি জল নষ্ট কোন ব্যক্তি সেই জল নষ্ট  
করিলে তাহার দণ্ড হইতে করাইলে তাহার টাকার  
পারিবার কথা। অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৮ ধারা। কোন ব্যক্তি মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে  
মুনিসিপালিটির বাহিরে বাস না করিলেও, কমিশ্যনরগণ  
বাহার থাকেন তাঁহাদি- ইচ্ছা করিলে নিয়মিত সভা-  
গকেও কমিশ্যনরগণের ছাড়া কোন সভায় তাহার  
জল লইতে অনুমতি গৃহকাৰ্য্যের নিমিত্ত সময়ে জল  
দিবার কথা। দিবার যে নিয়ম নির্দেশ করেন  
সেই নিয়মানুসারে ঐ ব্যক্তির জল লইবার কিম্বা  
তাহার জল যোগাইয়া দেওয়ার অনুমতি দিতে পারি-  
বেন।

কমিশ্যনরগণ যে জলসম্প্রদায়ের বিধান করেন কোন  
ব্যক্তি তাহাদের অনুমতি না  
দেয় কথা। পাইয়া মুনিসিপালিটির সীমার  
বাহিরে খরচ করিবার জন্যে  
সেই জল লইলে কি আনাইলে, তাহার টাকার  
অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৯ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে কমিশ্যনরগণের

বে ব্যক্তি জল যোগা- কোম জলের নল হইতে জল  
ইবার কোন কল বসান যোগাইয়া দিবার নিমিত্তে যে  
কমিশ্যনরগণের স্থানে কাঁচা করা আবশ্যক, কোন  
তাঁহার লাইসেন্স পাইতে হইবার কথা।

প্লাম্বরূপ কন্ম করিবর কন্ম-  
তার লাইসেন্স না পাইলে, সেই কাঁচা করিতে পারিবেন  
না। কমিশ্যনরগণ লম্বরে যে নিয়ম ও বিধি নির্দেশ  
করেন, তদনুসারে তাঁহাকে সেই কন্মতা দিবেন, ও  
লাইসেন্সের পৃষ্ঠে এই নিয়ম ও বিধি ছাপা হইবে।

কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরগণের স্থানে প্লাম্বরের লাইসেন্স  
পাইলেও যে নিয়ম ও বিধি-  
মতে লাইসেন্স পাইলেন তাহা

লঙ্ঘন কি অসাম্য করিলে, কমিশ্যনরগণের দ্বারা তাঁহার  
সেই লাইসেন্স তৎক্ষণাৎ রহিত করা যাইতে পারিবে;  
ও তাঁহার টাকার অতিরিক্ত অর্থদণ্ড হইতে  
পারিবে।

২০ ধারা। কোন ঘরের কি ভূমির স্বামী কি প্রজা

কমিশ্যনরগণের নলের কমিশ্যনরগণের লাইসেন্স  
সঙ্গে স্বামির কি প্রজার প্রাপ্ত প্লাম্বরছাঁচী কোন ব্যক্তির  
নল সংযোগ করিবার দ্বারা কমিশ্যনরগণের জলের  
দাওয়ার অধিকার যে নল হইতে জল আনা হবার  
স্থলে না থাকে তাহার কোন কাঁচা করাইলে কি নল  
কথা।

কি লাজসরঞ্জাম বসাইলে কি  
বসাইতে দিলে, কমিশ্যনরগণের নলের সঙ্গে তাঁহার  
সেই নল সংযোগ করিতে দাওয়া করিবার অধিকার  
নাই।

২১ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইবার

সংযোগ করিবার পূর্বে নিমিত্ত কমিশ্যনরগণের জলের  
কমিশ্যনরগণের ইঞ্জি- নলের সঙ্গে নল সংযোগ  
নিয়মের সকল কাঁচা ও করিবার অনুমতি দেওয়ার  
নল দেখিয়া লইতে হই- পূর্বে, কমিশ্যনরগণের ইঞ্জি-  
বার কথা। নিয়ম উপযুক্ত কন্মতাপর কোন

কাঁচাওয়ারকের দ্বারা সেট ঘরের কি ভূমির অন্তর্গত কোন  
কাঁচা ও নল ও সাজসরঞ্জাম দেখিয়া লইবেন। যে  
ব্যক্তি নল সংযোগ করিবার প্রার্থনা করেন ও দেখিয়া  
লওয়ার খরচ তাঁহার আগাম দিতে হইবে। কমিশ্যন  
রগণ নিয়মিত সতর্কতা অন্য সভায় সময়ে যে হার  
নির্দ্ধায়া করেন সেই হারানুসারে এই খরচ দিতে হইবে;  
ও সেই কাঁচা ও নল ও সাজসরঞ্জাম উপযুক্তভাবে করণ  
গিয়াছে ও সন্তোষমতে বসান গিয়াছে কমিশ্যনরগণের  
ইঞ্জিনিয়ার যত কাল এই মর্ম্মের সর্টফিকেট না দেন, তত  
কাল কমিশ্যনরগণের নলের সঙ্গে সংযোগ করিবার  
অনুমতি হইবে না।

২২ ধারা। কমিশ্যনরগণের নলের সঙ্গে অন্য নল

সংযোগ করণ ও কোন রাজ-  
পথে কি লোকদের গমনীয় পথে  
যেগ করণ কেবল কমিশ্যনরগণের কাগজের  
দ্বারা হইবার কথা।

কোন কাঁচাকারুভিত্তি অন্য ব্যক্তির দ্বারা করা যাইবে  
না; ও যে ব্যক্তি সংযোগ করিতে প্রার্থনা করেন, এই  
কাঁচার খরচ তাঁহার আগাম দিতে হইবে। কমিশ্যন-  
রগণ নিয়মিত সতর্কতা কোন সভায় সময়ে যে হার  
নির্দ্ধারণ করেন এই খরচ সেই হারানুসারে দেওয়া যাইবে।

২৩ ধারা। লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন প্লাম্বর কমিশ্যনর-

গণের নল হইতে কোন ঘরে  
লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন কি ভূমিতে জল আনা হবার  
সম্বন্ধ নিকটস্থে রাখারি- কোন কাঁচা কি সাজসরঞ্জাম  
লে দত্তের কথা।

টেক্সিলাভাবে ও অন্যান্যভাবে  
করিলে বা বসাইলে, কিম্বা নিকট সাজসরঞ্জাম দিলে  
এ লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্লাম্বরের—টাকার অতিরিক্ত অর্থদণ্ড  
হইতে পারিবে। তৃতীয়বার তাঁহার সেই দোষ নির্ণয়  
হইলে কমিশ্যনরগণের বিবেচনামতে তাঁহার লাইসেন্স  
রহিত করা যাইতে পারিবে।

২৪ ধারা। উক্ত কমিশ্যনরগণের জলের কল দ্বারা

জল আটকাইবার কি তাঁহাদের তত্ত্ব কি কর্তৃত্বাধীন  
অন্যমুখ করা হইবার কথা। কোন জলের কল হইতে, কোন  
ব্যক্তি অনৈধমতে জল নিঃসৃত  
করাইয়া দিলে কি জল ব্যতির করা হইলে কি অন্যমুখ  
করিলে কি গ্রহণ করিলে তাঁহার—টাকার অতিরিক্ত  
অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৫ ধারা। কোন প্রজা ঘরের নিজ স্বামির স্থানে

পাট্টা পাইয়া এই ঘরে থাকিলে  
জল যোগাইয়া দিবার তিনি স্বামির মাথে নোটিস  
নিমিত্ত যে কাঁচা করা লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া  
প্রয়োজন স্বামীর দ্বারা এই ঘরের স্বামিকে এই আদেশ  
সেই কাঁচা করাইবার বরিতে পারবেন, যে গৃহকা-  
কন্মতার কথা। য়ের নিমিত্তে এই ঘরে জল  
আনা হবার আবশ্যক সকল কাঁচা করিয়া দেন।

সেই নোটিসে এই প্রজার এমত করার ও লিখিয়া দিতে  
হইবে যে, এই কাঁচা করিতে যত টাকা খরচ লাগে তাহা  
সমাপ্ত হইবার তারিখ অবধি তিনি যত দিন সেই ঘরে  
থাকিবেন তত দিন এই খরচের উপর মাসে শতকরা ১২  
টাকার হিসাবে সুদ দিবেন।

কিন্তু যে রাস্তায় জলের বড় নল থাকে, এই ঘর ও  
বাড়ী এমত রাস্তার ধারে না থাকিলে, জলের যে বড়  
নল নিকট থাকে তাহার সঙ্গে ঘর সংযোগ করিবার  
নল করিয়া দিতে যত খরচ লাগে, এই প্রজা সেই করার-  
নামায় এই খরচও দিবার কর্তার করিবেন।

২৬ ধারা। ইহার পূর্বে ধারায় যে নোটিসের কথা

লেখা আছে, সেই নোটিস  
স্বাক্ষর করিলে দেওয়া গেলে পর, যদি স্বামী  
প্রজার করিবার কন্মতার তিন মাসের মধ্যে পূর্বোক্ত  
কথা।

আবশ্যক সকল কাঁচা সমাপ্ত  
করিয়া না দেন, তবে যে প্রজা এই নোটিস দিলেন তিনি  
তাহা সমাপ্ত করাইয়া লইতে পারিবেন, এবং যে রাস্তায়  
জলের বড় নল থাকে ঘর ও বাড়ী এমত রাস্তার ধারে  
না থাকিতে তাহার সঙ্গে এই ঘর ও বাড়ী সংযোগ করি-  
বার নল বসাইয়া দিতে যত খরচ লাগে তাহা ছাড়া,  
তিনি এই কাঁচা আর যত টাকা খরচ করিলেন তাহা এই  
ঘরের ভাড়া হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন। এই টাকা  
ছয় মাসের গমানন, কিন্তু করিয়া কাটিয়া লওয়া  
যাইবে।

যে তারিখ অবধি তাহা কাটিয়া লওয়া যায় সেই  
তারিখ অবধি প্রজা উক্ত প্রত্যেক কি স্থর উপর স্বামিকে  
মাসে শতকরা ১২ টাকার হিসাবে সুদ দিবেন।

২৭ ধারা। যার ১২ তালার চুক্তি কাক, ও এই কোম্বারের নিমিত্ত যে কার্য করিতে হইবে তাহার কথা।

যার কলমগারে একটা, ও নীচের মধ্যে কিম্বা আন্তঃকাক তাঁহার নিকটে আর একটা কাক না দেওয়া গেলে, ও তৎসংক্রান্ত আদেশ সকল কর্ম করা না গেলে, যার কার্যের নিমিত্ত প্রচুর জল যে দেওয়া গেল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

কিন্তু যদি যার ও তৎসংক্রান্ত ভূমির ভাড়া বৎসর তিন শত টাকার কম হয়, তবে উক্ত বাড়ীর মধ্যে একটা কাক ও তৎসংক্রান্ত অন্য আবশ্যিক কর্ম করিয়া দেওয়া গেলে তাহাই প্রচুর বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২৮ ধারা। আমি আপনাদের যার জল আনাটবার উপক্রম করিলে, প্রচার নিকট এই কর্মের যার বেওয়া ও ইন্টিমেটনা পাঠাইলে, কিম্বা প্রজা এই কর্ম করবার উপক্রম করিলে আমার নিকট এই কর্মের খরচের বেওয়া ও ইন্টিমেটনা পাঠাইলে, সেই কর্মের আরম্ভ করিবেন না।

২৯ ধারা। যে কার্য করিতে প্রস্তাব হয় তাহাই সানিলীতে অর্পণ করি। প্রচুর হইবে কি না এই বিষয়ে আর কথার কথা।

৩০ ধারা। যে যার কি ভূমিতে জল যোগাইয়া দিবার বিষয়ে এই বিবাদ হয়, সেই যারের কি ভূমির মাসিক খাজানা যত শত টাকা হয়, এই বিবাদ কমিশ্যনরের প্রতি অর্পণ করা প্রযুক্ত তাঁহা দিগকে প্রতি শতের উপর দুই টাকার হারে ফী দিতে হইবে।

কিন্তু কখন দশ টাকার অধিক ফী লাগিবে না, ও যে ব্যক্তি বিবাদ অর্পণ করেন তিনিই এই ফী দিবেন।

৩১ ধারা। প্রচারান্তরের বিশেষ বন্দোবস্ত না থাকিলে, কোম্বারের কি ভূমির আমি উক্ত যার কি ভূমিতে জল আনাটবার কার্য সকল উপযুক্তমতে সাঁরাইয়া রাখিবার খরচ দিবেন।

কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে যে পাটালিয়ার কি করিয়া দেওয়া যায় তদনুসারে উক্ত পক্ষের যো দায় থাকে এই ধারার কোন কথাবারা তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

৩২ ধারা। ২৫ ও ২৬ ধারামতে আমার টাকা পাওনা থাকিলে, যে যারের নিমিত্ত এই টাকা খরচ হইল, তিনি এই যারের ভাড়া যে প্রকারে আমার করিতে পারিতেন, সেই প্রকারে এই টাকার দায়িত্ব ব্যক্তির হালে তাহা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। সাঁরাইবার ব্যবস্থা সকল পুষ্করী ও জলাশয় ও জলাধার ও কূপ ও মুহুরি ও জলমালা ও মুহুরি ও মল ও কল ও জলের অন্য সকল কার্য কমিশ্যনরের খরচে কিম্বা প্রচারান্তরের করাকি বসান নিমিত্ত করা গেলে এই পুষ্করী প্রভৃতি ও তৎসম্পর্কীয় কি তৎসংক্রান্ত সকল পুল ও কোটা ও কল ও বিষয় ও সবঞ্জম ও হা এতৎ সাধারণের ব্যাখ্যা পুষ্করী সংক্রান্ত যে ভূমি কোম্বার ব্যক্তির সম্পত্তির মধ্যে নয় সেই ভূমি কমিশ্যনরের প্রতি বর্ত্তিবে।

৩৪ ধারা। কোম্বার ব্যক্তি পুষ্করী জলসংক্রান্ত কার্যের জন্য মাল করিবার কথা।

কিম্বা গ্যাল প্রযুক্ত করিবার তি যোগাইয়া দিবার কার্যে নিযুক্ত থাকিবে।

কিম্বা যে স্থানে দুর্গন্ধময় বায়ু হইবে তাহা চলে এমত স্থানের প্রজা কি আমি হইয়া,

কমিশ্যনরের কোম্বার প্রচার কি পুষ্করীর কি জলাশয়ের কি কূপের কি জলাধারের কি মুহুরির কি জলমালায় কি জলসংক্রান্ত অন্য কার্যের জল যাতে ময়লা কি নষ্ট হয়, এই ব্যবস্থার সম্পর্কে ইচ্ছা পূর্বক এমত কোন কর্ম করিলে, কমিশ্যনরের চাকর যটা থাকিতে নোটস লিখিয়া দিয়া এই ব্যক্তির কোন মল কি মুহুরি কি কল খুলিয়া দেখিতে পারিবেন।

ও তদ্রূপে দেখিলে পর, এই মল কি মুহুরি কি কল হইতে যে জব্য বাহির হয় কি তাহার মধ্যে যে জব্য থাকে তদ্বারা জল ময়লা কি নষ্ট হইয়াছে দেখিতে পাইলে, এই মল কি মুহুরি কি কল যে ব্যক্তির হয় কি তাহার অধীনে কি তত্ত্বাবধানে থাকে তাহারই নোট দেখিয়া লইবার খরচ দিতে হইবে।

কিন্তু তদ্বারা জল ময়লা কি নষ্ট হয় নাট, তাহা দেখিতে পাইলে এই সকল খরচ এবং এই মল প্রভৃতি দেখিয়া লওয়াতে যে হানি হইল তাহা কমিশ্যনরের দিতে হইবে।

জলের রেটের কথা।

৩৫ ধারা। কমিশ্যনরেরা সময়ে উপযুক্ত নোটস দিয়া কেবল এই কার্যের নিমিত্ত জলের রেট বসাইতে সত্তা করিয়া স্থানীয় গণমে-নটের অনুমতিক্রমে এই মুনি-পালিতীর সীমার অন্তর্গত সমুদয় যারের ও ভূমির উপর জলের রেট বসাইতে পারিবেন।

এ রেট উক্ত যারের ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর বরা যাইবে; এবং ৫ ধারার বিধানমতে পরিষ্কৃত জল যে রাস্তায় বা পথে যোগাইয়া দেওয়া যাব তাহার এই যার বা ভূমি থাকিলে শতকরা ১ টাকার অধিক, কিম্বা যে সকল রাস্তায় বা পথে এরূপ জলের যোগান নাই তাহার এই যার ও ভূমি থাকিলে শতকরা ৫ টাকার অধিক হইবে না।



४२ शत्रु । यदि पट्टव्र कि जमि, शत्रो देश, भूख

স্বামী যে জলের খেট  
যেন প্রকারে খানি ডাঙা  
করি পাইবার কথা।

তাঁহার চারি অংশের তিন অংশ ফিট্রিয়া পাইবে  
শুষ্টি যেন।

তুই কি তদবিক জন্ম গ্রহণ থাকিলে, একই জনের  
দখলে ঘরের যে অংশ থাকে, সেইঅংশ সম্পূর্ণ ঘরের  
মূল্যের যে ভাগ হয় স্বামী তদমুসারে, ঐ রেট বিভাগ  
কারিয়া একই জনের হইলে ঐ ভাগের চারি অংশের  
তিন ভাগ লইতে পারিবেন।

৪৩ খাগা। ইহার পূর্ব খাগার বিধানমতে কোন  
 বয়ের কথা। তাহার কোন  
 খাগারনা আহার কর-  
 ন। যে আমিব যে ক্ষমতা  
 থাকে সেট আদায় করি-  
 তেও তাহার সেই ক্ষমতা  
 থাকার কথা।  
 তাহার স্থানে সেই অংশের  
 তাড়ান আদায় করিবার জন্যে তাঁহার যেহ উপায় ও  
 শক্তি ও স্বত্ব ও ক্ষমতা থাকে, এ রেটের টাকা আদায়  
 করিবার জন্যে তাঁহার সেইহ উপায় ও শক্তি ও স্বত্ব  
 ও ক্ষমতা থাকিবে।

৪৪খার। অলের রেট ও জলের যোগান কিম্বা  
 জলের রেট ও জল  
 যোগান সম্বন্ধে যে টাকা  
 পাওয়া যায় তাহা  
 প্রয়োগ করিবার কথা।  
 তাহার কাষা সম্পাদন সম্বন্ধে  
 যে সকল টাকা সংগৃহীত,  
 প্রাপ্ত বা আদায় হয় তাহা এবং  
 তৎসংক্রান্ত সমুদয় কিম্বা জল  
 যোগান সম্পাদকীর সমুদয় অর্থ-  
 দণ্ড নিম্নলিখিত কার্য্য নিম্নলিখিতরূপে প্রয়োগ করা  
 হইতে পারিবে।

প্রথমতঃ।—জনের রেট আমাদের খরচ দিতে হইবে।  
 দ্বিতীয়তঃ।—কলিকাতা নগরের সম্বায়িত সমাজ  
 ঐক্য মুনিসিপালিটীকে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্য  
 যে হারের নিয়ম তথ্য অবশ্য পঞ্চাশ্লিখিত প্রকারে  
 সম্মুক্ত মালিকদেরা যে হার স্থির করিয়া দেন সেই হারে  
 ঐক্য জলের খরচ উক্ত সম্বায়িত সমাজকে দেওয়া  
 হইবে।

তৃতীয়তঃ :—জলের কল প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার,  
কাঠিবার বা রক্ষা করিবার খরচ দিতে ও

জন্মের কল প্রভৃতির মিস্ত্রি যে টাকা খণ করা হয়  
সাহার সুদ দিতে ও

### मालिनीय कथा ।

৪৫ ধারা।—কলিকাতা নগরের সমন্বিত সমাজ  
উক্ত কলিকাতার নগরকে যে  
অন্য মূল্য প্রদেয়  
তৎ বিধান হইবে  
যা নালদীতে অর্পণ  
করা যাইবে।  
কোন বিধির সম্বন্ধে উক্ত নগ-  
রিত সমাজের ও কলিকাতার নগর কোন বিধান

উচিত হইলে, এই বিধান ভিত্তন সালিসের নিকট  
অর্পণ করা যাইবে। এই সালিসেরা নিম্নলিখিত প্রকারে  
নিযুক্ত হইবেন, অর্থাৎ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের এক জন সেক্রেটারীর স্বাক-  
স্বিত লিখনক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক জনকে নিযুক্ত  
করিবেন।

কলিকাতা নগরের সমন্বিত সমাজের সাধারণ  
মোহরাক্ষিত লিখনক্রমে উক্ত সমাজ এক জনকে নিযুক্ত  
করিবেন।

আর উক্ত কমিশনদের সাধারণ মোহরাক্ষিত লিখন-  
ক্রমে তাঁহারা এক জনকে নিযুক্ত করিবেন।

৪৬ ধারা। এই সকল অভিযোগ পত্র সালিসদের হস্তে  
সমর্পণ করা যাইবে, এবং  
সালিসদিগকে বিয়ো-  
গপত্র দিবার কথা।  
৪৭ ধারা। এই সকল অভিযোগ পত্র সালিসদের হস্তে  
সমর্পণ করা যাইবে, এবং  
সালিসদিগকে বিয়ো-  
গপত্র দিবার কথা।

৪৭ ধারা।—অর্পিত বিষয়ের মীমাংসা করিবার পূর্বে  
কোন সালিস মরিলে বা অক্ষম  
হইলে, যে পক্ষ এই সালিসকে  
নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই পক্ষ  
তাঁহার পরিবার্ত্তে কার্য্য করিবার  
অধিকার অন্য কোন ব্যক্তিকে না দিয়া  
নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং অন্য  
পক্ষের স্থানে লিখিত মোটিস  
পাইবার পর যদি সাত  
দিন পর্য্যন্ত উক্ত পক্ষ কার্য্যকে  
নিযুক্ত না করেন, তবে  
অবশ্যই সালিসেরা  
অর্পিত বিষয়ের কার্য্যানুষ্ঠান  
চালাইতে পারিবেন।

পূর্ব্বোক্তরূপে কোন সালিসের পরিবর্ত্তে যে ব্যক্তিকে  
নিযুক্ত করা যায়, পূর্ব্ব সালিসের মৃত্যু বা অক্ষমতা ঘটি-  
বার সময়ে তাঁহার যে সকল ক্ষমতা ও শক্তি ছিল সেই  
ব্যক্তির সেই সকল ক্ষমতা ও শক্তি থাকিবে।

৪৮ ধারা। বিবাদীর বিষয়ের মীমাংসা করিবার  
নিমিত্ত সালিসেরা কোন প-  
ক্ষের হস্তগত বা ক্ষমতাধীন যে  
কোন বস্তু বা মূল্যবান  
বিশেষ্য করবেন তাহা উপস্থিত  
করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং নগদ বা  
প্রতিজ্ঞাক্রমে সাক্ষাদিগের সাক্ষা লইতে পারিবেন ও  
তদপক্ষে যে নগদ বা  
প্রতিজ্ঞা করা  
কর ডাকা করা হইতে পারিবেন।

৪৯ ধারা। শেষ যে সালিস নিযুক্ত হন তাঁহার নি-  
য়োগের তারিখের পর একুশ  
দিনের মধ্যে অথবা আপনা-  
দের স্বাক্ষরক্রমে সালিসেরা  
তদপক্ষে বর্জিত নমস্বস্তর করিয়া  
থাকিলে সেই সময়ের মধ্যে সালিসেরা  
অধিকাংশ ব্যক্তি পক্ষদের নিকট  
আপনাদের মীমাংসা-  
পত্র লিখিয়া দিবেন।

এই মীমাংসাপত্র চূড়ান্ত হইবে এবং  
অনিয়ম কিম্বা  
দাঁড়ান ও কোন ভ্রমভুক্ত উহা  
অসিদ্ধ হইবে না।

৫০ ধারা। এই সালিসীতে ও তদানুযায়িক  
যে সকল  
খরচ পড়ে, সালিসেরা তাহা  
হিসাব করিয়া  
মীমাংসাপত্রে  
লিখিবেন; এবং সালিসেরা  
যে পক্ষকে আদেশ করেন  
সেই পক্ষ কিম্বা  
সালিসদের  
আদেশ করেন সেই পরিমাণে  
উক্ত পক্ষ উক্ত খরচ ও  
সালিসদের ফী দিবেন।

এই মীমাংসাপত্র চূড়ান্ত হইবে এবং  
অনিয়ম কিম্বা  
দাঁড়ান ও কোন ভ্রমভুক্ত উহা  
অসিদ্ধ হইবে না।

৫০ ধারা। এই সালিসীতে ও তদানুযায়িক  
যে সকল  
খরচ পড়ে, সালিসেরা তাহা  
হিসাব করিয়া  
মীমাংসাপত্রে  
লিখিবেন; এবং সালিসেরা  
যে পক্ষকে আদেশ করেন  
সেই পক্ষ কিম্বা  
সালিসদের  
আদেশ করেন সেই পরিমাণে  
উক্ত পক্ষ উক্ত খরচ ও  
সালিসদের ফী দিবেন।

#### তালিকা।

( ১ ধারা দেখ। )

সাল ও নম্বর	বিষয়।	যত দূর রহিত হইল।
১৮৮১ সালের বঙ্গীয় আইন।	১৮৭১ সালের কলিকাতার মুন্সিপাল আইন এবং ১৮৭১ সালের কলিকাতার মুন্সিপাল আইন।	১৫ ও ৩০ ধারা।

### অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

এক্ষণে মন্ত্রিসভার সম্মুখে মুন্সিপালিটী সংক্রান্ত আইনের যে পাণ্ডুলিপি উপস্থিত আছে তাহার ৭ম  
পরিচ্ছেদ পাণ্ডুলিপির নিম্নলিখিত প্রকারে যে সকল মুন্সিপালিটীতে প্রচলিত করা যায়, তৎকালীন জলের যোগান  
ও জলের রেট সম্বন্ধীয় কথা এই পরিচ্ছেদে আছে। কিন্তু যে বিশেষ বন্দোবস্তক্রমে কলিকাতার শাখানগরে পরিষ্কৃত  
জল যোগাইয়া দিবার অভিপ্রায় আছে তাহার বিধান সাধারণ মুন্সিপাল আইনে সুবিধামতে করা যাইতে  
পারে না। এই নিমিত্ত এই বিশেষ স্থানের প্রয়োজন সাধনার্থ বর্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গিয়াছে। এই  
পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুন্সিপাল আইনের ৭ অধ্যায় অবলম্বন করিয়া লিখিত  
হইয়াছে; এবং বিশেষ বিধানগুলি এই পাণ্ডুলিপির ৪ ধারায় ও ৪৪ অবধি ৫০ পর্য্যন্ত ধারায় আছে।  
৪ ধারায় লিখিত আছে যে কলিকাতা নগরের সমন্বিত সমাজ জন যোগাইবার বিধান করিবেন; কিন্তু উক্ত  
মুন্সিপালিটীর মধ্যে জন বিতরণকার্য্য শাখানগরের কমিশনারেরা আপনাদের হস্তে লইবেন। এইরূপ অভিপ্রায়  
আছে। যেহেতু জলের রেট প্রসঙ্গ করা যাইতে পারিবে ন৷ ধারায় ইহা নিম্নলিখিত হইয়াছে এবং উহাতে  
ইহাও বলা হইয়াছে যে আদায়ের খরচ দিবার পর ৪ ধারামতে প্রদত্ত জলের মূল্য কলিকাতার সমন্বিত  
সমাজকে শোধ করিয়া দেওয়া এই রেটের উপর দ্বিতীয় দায় বলিয়া গণ্য হইবে। কোন বিবাদ উদ্ভিত হইলে  
সালিসদ্বারা তাহার মীমাংসা করিবার বিধান পরবর্ত্তী ধারায় আছে। পাণ্ডুলিপিতে ১৮৮১ সালের  
বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৫ ও ৩০ ধারা রহিত করা গিয়াছে; কারণ এই পাণ্ডুলিপি বিবিধ হইলে এই ধারাগুলি  
অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

১৮৮৪ সাল ২৭ ফেব্রুয়ারি।

এচ. জে. রেমলডস্।

সি. এচ. রাইলী,

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিস্টেমটিক সেক্রেটারী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., Bengali Translator.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট : ১৮৮৬ : ৮ আশ্বিন।





# গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ৮ আপ্রিল।

সপ্তম খণ্ড।

রাজস্ববিষয়ক সরকুলার।

১৮৮৪ সাল কেন্দ্রয়ারি মাস।

সাঁন্যবর শ্রীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব, সি, আই, ই।

৩ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বাধ্যতাব্য ৩১০ পৃষ্ঠার ১০ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৮ক ধারাধীন নিম্নলিখিত বিধি বিনাস্ত করিতে হইবে।—

“ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা এই যে উক্ত গবর্ণমেন্ট পাট্টার শর্তগুলি মঞ্জুর না করিলে, গবর্ণমেন্ট কোন ব্যক্তিকে বা কোম্পানিকে খনিবিষয়ক পাট্টা দিগেন না। কোন স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আপন ক্ষমতাক্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিমিত্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পাট্টা যে দিতে পারিবেন না, এই আদেশের এরূপ অভিপ্রায় নহে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে না জানাইয়া ও উক্ত গবর্ণমেন্টের অনুমতি না লইয়া খনিজবিষয়ে গবর্ণমেন্টের মূল্যান স্বত্ব কাহাকেও দেওয়া হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত করাই এই আদেশের উদ্দেশ্য। যে সকল শর্তে খনি খনন করিবার পাট্টা বা লাইসেন্স দিতে হইবে, তাহা যাহা কোন সাধারণ বিধি ভারতবর্ষে খনিসংক্রান্ত ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থায় নির্দেশ করা বাইতে পারে না। যে কোন স্থল উপস্থিত হয়, তাহার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া তাহা যাহা যাহা করা হইবে।”

শ্রীযুত এচ, এ, কক্স সাহেব সি, এস, আই।

৪ নম্বর।

গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে এই বিধি প্রচার করা যাইতেছে, এবং ইহা বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বাধ্যতাব্য ৪ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৪৪ক ধারাধীন বিনাস্ত করিতে হইবে।

৪৪ক। “ভূমিগ্রহণসংক্রান্ত যে কার্যকারকেরা পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদেরকে প্রত্যেক স্থলে রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে মুনিমিণিপালিটার বা অন্য সাধারণ সমিতির নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে নিযুক্ত করা যাইবে না। বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এরূপ কার্যে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা গেলে সেরেস্তার খরচ দিবার জন্যে স্থির মূল্যের শতকরা ১৫ টাকা খরচ ধরা যাইবে; এবং সেরেস্তার খরচ সহিত অনুমানপত্রের ১০ টাকা খাজানাপাট্টার বত দিন দেওয়া না হয়, তত দিন আনুষ্ঠানিক কার্য আরম্ভ করা যাইবে না।”

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

৬ নম্বর।

বোর্ডের ১৮৮০ সালের অক্টোবর মাসের ৫ নং সরকুলার অর্ডার রহিত করা গেল, এবং বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বাঁলনের ১১০ পৃষ্ঠার ভূমিগ্রহণবিষয়ক ৪ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৬১খ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে।—

“৬১খ। মালিক হিসাব আডিট করা যে কার্যকারকের কর্তব্য, তাঁহার দিকট উক্ত হিসাবের সহিত উহার খরচের প্রতিপোষনার্থ এই রসীদ পাঠাইতে হইবে, এবং ইহার সর্টফিকেটযুক্ত সকল খোঁকদ্বার নথীর সহিত রাখিতে হইবে। বাঁহারা টাকা লন তাঁহাদের দ্বানে দোকর রসীদ চাহা যাইবেন।”

৭ নম্বর।

রেভিনিউ এজেন্টদের সর্টফিকেট নুতন করিয়া লইবার দরখাস্ত সামান্য কাগজে প্রেরণ করিবার রীতি কোন কোন জিলায় আছে। এই নিমিত্ত বোর্ড খোঁদের বিধিপুস্তকের ১ বাঁলনের ১০ অধ্যায়ের ৪ পরিচ্ছেদের ১৩ (ক) ধারারূপ নিম্নলিখিত কথাগুলি বিলম্ব করিবার আজ্ঞা করিলেন।—

“১৩ (ক)। কোন রেভিনিউ এজেন্ট আপনায় সর্টফিকেট নুতন করিয়া লইবার দরখাস্ত করিলে, আদালতের রসূদ বিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ২ তফসীলের ১ (খ) প্রকরণের দ্বিতীয় দফায় ৪ এই দরখাস্তে আট আনা মূল্যের একখান ইন্ডোপ্স লাগিবে।”

৭ নম্বর।

ইহা বোর্ডের গোচর হইয়াছে যে কখনও বার্ষিক গাঁজার মৌজুন উপযুক্ত সাবধানতা ও শুদ্ধতা সহকারে বুঝিয়া লওয়া হয় না। এনিমিত্ত বোর্ডের ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২ নং ও ১৮৮২ সালের মার্চ মাসের ৪ নং সরকুলারের অমুজ্জনে, বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বাঁলনের ১৫ অধ্যায়ের ও ১৮৮৪ সালের আঁকারী বিধিপুস্তকের ১৭ পরিচ্ছেদের ৫০ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।—

৫০। “২৫ মার্চ হইতে ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রত্যেক গোলায় মৌজুন বুঝিয়া লইতে হইবে এবং মৌজুন বৎসর বুঝিয়া লইবার কথা। (হিসাবের গোলা মনিটরের জন্য) ওজনের দিবস হইতে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কোন গোলা হইতে গাঁজা বাহির করিয়া দেওয়া হইবে না।

(যদি বৎসরের মধ্যভাগে কোন গোলায় ব্যবহার্য গাঁজা সমস্ত ফুরাইয়া যায় এবং গোলাদার তাহার লাইসেন্স ছাড়িয়া দেয়, তবে এই ধারামতে বৎসরের মধ্যে তাহার গোলায় হিসাব শেষ হইতে পারিবে।)

জিলায় সমস্ত মোকামে আবকারী ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী-কালেক্টর, মহকুমায় মহকুমার কর্তৃপক্ষ এবং অন্য স্থানের গোলা হইলে গেজেটে বাঁহা নাম প্রকাশিত হয় কালেক্টর সাহেব কর্তৃক নিয়োজিত রূপ কোন কর্মচারী এই কার্য করিবেন এবং এই কার্যের ভার কোনমতে কোন অধঃস্থ কর্মচারির প্রতি অর্পণ করা যাইবে না।

সকল গাঁইট ও থলিয়া খুলিয়া গাঁজা বাহির করিতে হইবে, এবং যদি কোন গাঁজা অব্যবহার্য প্রতীত হয়, তবে তাহার তিন প্রকারের প্রত্যেক প্রকার বত থাকে, তাহা পৃথক করা যাইবে। কোন গাঁজা অব্যবহার্য প্রতীত হয়, গোলাদার এই প্রার্থনা সচরাচর গ্রাহ্য করিতে হইবে।

প্রথমতঃ প্রচলিত লৌহের তোল দ্বারা ব্যবহার্য তিন প্রকারের গাঁজা পৃথকরূপে ওজন করিতে হইবে। ওজনের পর প্রত্যেক প্রকারের গাঁজা পৃথক করিয়া পুনরায় গাঁইট ও থলিয়ার ভিতর পুতিতে ও গাঁইটপ্রভৃতির উপর পুনরায় মোহর করিতে হইবে।

তৎপরে অব্যবহার্য গাঁজা কিছু থাকিলে তাহা ওজন করিবে হইবে এবং ওজনের পর তাহা ফেঁহর করা থলিয়ার পৃথকরূপে রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক থলিয়ার উপর গাঁজার প্রকার, ওজন এবং মালিকের নাম লিখিত থাকিবে।

গোলাঘর সাবখানে আঁট দিতে হইবে এবং কিছু অরতি পড়তি থাকিলে, তাহা ওজন করিতে হইবে। কোন আঁপা বোঁটা বা ডাঙ্গা ফুল ঘরের ভিতরে দেখিলে তাহা অরতি পড়তি বলিয়া ওজন করিতে হইবে। খড় দড়ি ইত্যাদি ফেলিয়া দিতে হইবে এবং ওজনের হিসাবে ধৃত হইবে না। বাঁহা অরতি পড়তি হয়, তাহা মোহর করা বাঁকুলে বা থলিয়ার ওজন ও মালিকের নাম লিখিয়া রাখিতে হইবে

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮-আপ্রিল।]

অব্যবহার্য শ্রেণীভুক্ত গাঁজা ও ঝরতি পড়তি কিছু থাকিলে কালেক্টর সাহেবের অনুমতি লইয়া  
আবকারীর ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর বা সংকুলার কর্তৃপক্ষ বা  
অব্যবহার্য ও ঝরতি পড়তি গাঁজা গেজেটে দীহার নাম প্রকাশিত হয় নিম্নোক্তিত এরপকোন  
নষ্ট করিতে হইবার কথা। কর্মচারীর সাফাতে ৩১ মার্চ তারিখে বা তাহার পূর্বে নষ্ট করিয়া  
হিসাবে বাদ দিতে হইবে।

বোটে বড গাঁজা পাওয়া যায়, তাহা হইতে ( ১ ) বড বাহিরে নিরাছে ( ২ ) বড অব্যবহার্য  
হইয়াছে ( ৩ ) বড ঝরতি পড়তি গিয়াছে এবং ( ৪ ) বড ব্যবহার্য গাঁজা ওয়াবে মোজুন থাকে, তাহার  
সমষ্টি বাদ দিলে, যে অন্তর হয়, তাহাই “কমতি.” ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২ নং সরকারের  
লিখিত উদাহরণ দেখ।

গাঁজাব্যবসায়ী শতকরা ২½ অংশের অতিরিক্ত কমতির জন্য দারী এবং তদনুসারে মানুল আদায়  
হইবে।

যে অতিরিক্ত কমতির উপর হানুল আদায় হয়, তাহা হিসাবে পৃথকরূপে দর্শাইতে হইবে এবং  
অতিরিক্ত কমতি কমিশ্যনর সাহেবের কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদনাদীনে কালেক্টর সাহেব শতকরা  
২½ অংশ পর্যন্ত কমতি হিসাব হইতে খারিজ করিয়া দিবে।  
কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে A ক্রোড়পত্রের ৩৯ নং পাঠে  
কার্যাদির রিপোর্ট করিতে হইবে।

যে সকল কর্মচারীর সাফাতে গাঁজা নষ্ট করা হয় তাহারা ৩৯ নং পাঠে এই বর্ণে সর্বদাই সর্টিফি-  
কেট সংযোগ করিবেন, যে তাহারা স্বয়ং অব্যবহার্য শ্রেণীভুক্ত গাঁজার ওজন দেখিয়াছেন এবং ঝরতি  
পড়তি পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তৎসমুদয় রীতিমত নষ্ট করা হইয়াছে।

কালেক্টর সাহেব ৩৯ নং পাঠে জিনার সমস্ত রিপোর্ট কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া; সর্টি-  
ফিকেট লিখিয়া দিবে যে যেসকল তিরস্কৃত কর্মচারী গাঁজার মোজুন বুঝিয়া লইয়াছেন তাহাদের নিকট  
হইতে আবশ্যক সর্টিফিকেট পাইয়াছেন।

৩৭, ৪০ ও ৪১ নং গাঁজার রেজিস্টার মোজুন বুঝিবার সময় পরীক্ষা করিতে ও গোলাদারের বহীর  
সহিত মিলাইয়া দেখিতে ও প্রভেদ লিখিতে হইবে। যে কর্মচারী মোজুদের হিসাব লয়েন তিনি  
মোজুদে বড ব্যবহার্য ও অব্যবহার্য তিন প্রকারের গাঁজা ও ঝরতি পড়তি দেখিয়াছেন তাহা লক্ষ্য  
করিয়া আপন রিপোর্টে কালেক্টর সাহেবকে জানাইবেন এবং হিসাবে বা মোজুদে কোন অনৈক্য বা  
অনিয়ম দেখিলে তাহা লিখিবেন।”

৫৫ ধারার শেষবাক্যের পূর্বে এই কথাগুলি দিতে হইবে। -

“আবকারী কর্মচারী সাবধান হইবেন যেস হ্রাড়পত্রের লিখিত ত্রুণের অতিরিক্ত গোলা হইতে  
হানান্তরিত না হয়।”

নিম্নিষ্ট পাঠে ও রিটর্নে লিখিত সংশোধনগুলি করিতে হইবে।

A ক্রোড়পত্রের ৩৯ নং পাঠে,—

৮ ধরের শীর্ষক হইতে “গোলায়” এই কথা উঠাইয়া দিতে হইবে।

৯ ধরের প্রথম উপশীর্ষকে “উচ্ছ্রিত বলিয়া বড নষ্ট করিতে হইবে” এই কথাগুলির পরিবর্তে  
“বড অব্যবহার্য গাঁজা ও ঝরতি পড়তি নষ্ট করা যায়” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

৪০ নং রিটর্নে,—

১৮ টেবিলের ৪ শীর্ষকে “কমিশ্যনর সাহেবের অমুক তারিখের এত নং আজ্ঞামত যে উচ্ছ্রিত  
গাঁজা নষ্ট করা যায়” এই কথার পরিবর্তে “বড অব্যবহার্য গাঁজা ও ঝরতি পড়তি নষ্ট করা যায়” এই  
কথাগুলি দিতে হইবে। উক্ত টেবিলের ৩ শীর্ষকে “কমিশ্যনর সাহেবের অমুক তারিখের এত নং  
আজ্ঞামতে বড ঝরতি পড়তি হিসাব হইতে খারিজ করা যায়” এই ২ কথার পরিবর্তে “বড কমতি  
কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদনক্রমে হিসাব হইতে খারিজ করা যায়” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

A ক্রোড়পত্রের ৪১ নং পাঠে,—

( ১ ) শীর্ষকে “গড” এই শব্দের পর “মাসের” এই শব্দের পরিবর্তে “পাঁকিক রিটর্নের” এই  
কথা দিতে হইবে।

( ৮ ) শীর্ষকে “উচ্ছ্রিত বলিয়া নষ্ট হইল” এই কথার পরিবর্তে “অব্যবহার্য ও ঝরতি পড়তি  
বলিয়া নষ্ট হইল” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

( ৯ ) শীর্ষকে “কমিশ্যনর সাহেবের অমুক তারিখের অমুক নং অনুজ্ঞাপত্রক্রমে পড়তি বলিয়া  
হিসাব হইতে খারিজ করা যায়” এই কথার পরিবর্তে “কমতি বলিয়া কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদন-  
ক্রমে হিসাব হইতে খারিজ করা যায়” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ৮ জুলাই।]

৮ নম্বর।

তারিখবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের পার্শ্বলিখিত যে সকল বিজ্ঞাপন ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৮ ধারামতে ও ১৮৮৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারির বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের ১ম খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠার প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারির ৭৮৬ নং।

১৮৮৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের ১ম খণ্ডের ১৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারির ৬৯০ নং।

১৮৭০ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারামতে প্রচারিত হইয়াছে, তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত কথাগুলি বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালমের ৭ অধ্যায়ে ও ইন্সপেক্ট কার্খা বিভাগের কার্য-নির্বাহী বিবৃতি কায়দারকদের উপদেশার্থ বিধিতে যোগ করিতে হইবে।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালমের ৭ অধ্যায়ের ও ইন্সপেক্ট কার্খা কারকদের উপদেশার্থ বিধির ও পরিশিষ্টের ১ম টেবিলের শেষে যোগ করিতে হইবে।

যে প্রকারের নিদর্শনপত্র।	ইন্সপেক্ট কার্খা কায়দা বা কয় করা গেল।	যে আইনমতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই আইন সহিত বিজ্ঞাপনের নম্বর ও তারিখ।
যে সকল স্থানে মুক্ত করণের এই আজ্ঞা না করা গলে রসীদে ইন্সপেক্ট কার্খা লাগিত, সেই সকল স্থানে ইফ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে সোবিং-ব্যাঙ্কে যাঁহার টাকা জমা রাখেন ঐ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা গ্রহণ করিয়া লইলে তাঁহাদের কর্তৃক ব তাঁহাদের পক্ষে যে রসীদ দেওয়া হয়।	জমা করা গেল।	১৮৮৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারির ৭৮৬ নং। ৮ ধারা।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালমের ৭ অধ্যায়ে ও ইন্সপেক্ট কার্খা কারকদের উপদেশার্থ বিধির ও পরিশিষ্টের ২য় টেবিলে শেষে যোগ করিতে হইবে।

যে প্রকারের নিদর্শনপত্র।	ইন্সপেক্ট কার্খা কায়দা বা কয় করা গেল।	যে আইনমতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই আইন সহিত বিজ্ঞাপনের নম্বর ও তারিখ।
যে বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী নহে এক্ষণে কোন বন্দোবস্ত ক্রমে কোন মর্শালের যে অংশের বার্ষিক রাজস্ব গবর্ণমেন্টে দিতে হয়, তৎসম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের রেজিষ্টারে পৃথক করিয়া ঐ রাজস্ব ধার্য করা গিয়াছে বলিয়া লেখা থাকিলে, ঐ অংশের বাকী ভাগ রাজস্ব দখল পাইবার লিখিত যে মোকদ্দমা উপস্থিত কর, বা, তাহার আবেদনপত্র।	এরূপে কমান গিয়াছে যে উক্ত অংশের উপর পৃথক করিয়া ধার্য করা রাজস্বের যে ভাগ উক্ত ভাগাংশ স্বন্ধে হারহাটীতে দেয় হয়, তাহার পঁচ-গুণের অধিক হইবে না।	১৮৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারির ৬৯০ নং। ৩৫ ধারা।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., Bengali Translator.



# গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অফিস খুলে।

ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত।



# LAND ADVERTISEMENT.

## ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

১৮৯১ সালের ১১ জুলাইয়ের ৩ খারার বিধান অনুসারে ইস্তাহার করা গেল যে, ১৮৮৪ সালের ১২ জুলাইয়ের বিধানে দেওয়া গেল যে, ১৮৮৪ সালের ১১ জুলাইয়ের ১১ এন্ড্রোল মোঃ ১২১১। ৪ টেংগাখ মঙ্গলদার নিবসে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৫ সাল তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর।

উল্লিখিত

ক্রম সংখ্যা	পরিমাণ ও মালিকের নাম	মালিকের নাম	বাকী	মন্তব্য
১৭৪২	১৭৪২ পরগণা মোঃ হুসৈন মিল কামা	১৭৪২ পরগণা মোঃ হুসৈন মিল কামা	৩৭।৩০	একমুদী ৩৩০।৬৫ টাকা বিলাস হই- বেক।
১৭৪৩	১৭৪৩ পরগণা মোঃ হুসৈন মিল কামা	১৭৪৩ পরগণা মোঃ হুসৈন মিল কামা	২২০৭।০	১৭৪২ পরগণা ২২০৭।০ ১৭৪৩ পরগণা ২২০৭।০
১৭৪৪	১৭৪৪ পরগণা মোঃ হুসৈন মিল কামা	১৭৪৪ পরগণা মোঃ হুসৈন মিল কামা	৪৬৪৫।০	১৭৪৪ পরগণা ৪৬৪৫।০ ১৭৪৫ পরগণা ৪৬৪৫।০
১৭৪৫	১৭৪৫ পরগণা মোঃ হুসৈন মিল কামা	১৭৪৫ পরগণা মোঃ হুসৈন মিল কামা	২২১৬।৬	১৭৪৫ পরগণা ২২১৬।৬ ১৭৪৬ পরগণা ২২১৬।৬
১৭৪৬	১৭৪৬ পরগণা মোঃ হুসৈন মিল কামা	১৭৪৬ পরগণা মোঃ হুসৈন মিল কামা	৪৬৪৫।০	১৭৪৬ পরগণা ৪৬৪৫।০ ১৭৪৭ পরগণা ৪৬৪৫।০
১৭৪৭	১৭৪৭ পরগণা মোঃ হুসৈন মিল কামা	১৭৪৭ পরগণা মোঃ হুসৈন মিল কামা	২২১৬।৬	১৭৪৭ পরগণা ২২১৬।৬ ১৭৪৮ পরগণা ২২১৬।৬
১৭৪৮	১৭৪৮ পরগণা মোঃ হুসৈন মিল কামা	১৭৪৮ পরগণা মোঃ হুসৈন মিল কামা	৪৬৪৫।০	১৭৪৮ পরগণা ৪৬৪৫।০ ১৭৪৯ পরগণা ৪৬৪৫।০
১৭৪৯	১৭৪৯ পরগণা মোঃ হুসৈন মিল কামা	১৭৪৯ পরগণা মোঃ হুসৈন মিল কামা	২২১৬।৬	১৭৪৯ পরগণা ২২১৬।৬ ১৭৫০ পরগণা ২২১৬।৬
১৭৫০	১৭৫০ পরগণা মোঃ হুসৈন মিল কামা	১৭৫০ পরগণা মোঃ হুসৈন মিল কামা	৪৬৪৫।০	১৭৫০ পরগণা ৪৬৪৫।০ ১৭৫১ পরগণা ৪৬৪৫।০

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান: তবতাবিকী, দেবী মণ্ডল, রাইচাঁও  
যোগেশ্বর প্রায় তবতাবিকী রাই জলি জুবনেশ্বরী দেবী  
মহাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু: দেবী মণ্ডল, রাইচাঁও  
পাণ্ডায় কলকাতা চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু: দেবী মণ্ডল, রাইচাঁও  
পূর্ণচন্দ্র সিংহ কুমার ইজ্ঞা: সিংহ কুমার লক্ষ্মীচন্দ্র সিংহ ও মারী  
সগ কুমার সিংহ চন্দ্র সিংহের একত্বিকিটর রাজ্য গণ্য  
কুমার ইজ্ঞা: সিংহ ও কুমার লক্ষ্মীচন্দ্র সিংহ

১৩৬ নং গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৭৬/১১
২৩৫ নং তারাকান্দী দেবী	...	২০২৬/৮
২৮৮ নং গৌরীচন্দ্র চৌধুরী	...	১১১১/২
২৮৯ নং উদয় চৌধুরী	...	১১১২
২৯০ নং ইন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী	...	১১১২
২৯১ নং মাহাত্মা চন্দ্র চৌধুরী	...	১৬১১/৩
২৯২ নং উদয় চৌধুরী	...	১৬১১/৩
৩১২ নং জিহ্মদনি দেবী জন্মস্থান: রাভেল্লুচন্দ্র	...	১২০১/১৫
৩১৪ নং তবতাবিকী দেবী: জন্মস্থান: মারীচন্দ্র	১২০১/১৫	
৩১৬ নং বীরেশ্বর ওরফে মাহাত্মা মারীচন্দ্র চট্টো- পাধ্যায়	২০৩৬/০	
৩৩২ নং মোক্ষন কলকাতা দেবী	...	২০৩৬/০
৩৪৬ নং উদয় চৌধুরী	...	১৬৮/৬

বাঁকী -

১৩৬ নং গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৮২৪/১০	১২/১৬
২৩৫ নং তারাকান্দী দেবী	১৪৬০/১০	
২৮৮ নং গৌরীচন্দ্র চৌধুরী	৬২১/০২	
২৮৯ নং উদয় চৌধুরী	৬০৪/০২	
২৯০ নং ইন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী	১২৮/১৩	
২৯১ নং মাহাত্মা চন্দ্র চৌধুরী	...	
২৯২ নং উদয় চৌধুরী	...	
৩১২ নং জিহ্মদনি দেবী জন্মস্থান: রাভেল্লুচন্দ্র	...	
৩১৪ নং তবতাবিকী দেবী: জন্মস্থান: মারীচন্দ্র	...	
৩১৬ নং বীরেশ্বর ওরফে মাহাত্মা মারীচন্দ্র চট্টো- পাধ্যায়	...	
৩৩২ নং মোক্ষন কলকাতা দেবী	...	
৩৪৬ নং উদয় চৌধুরী	...	

একমাত্রী মদর  
কন্যা ৪৭৪/০৩/১  
ট.ক। বিলিম  
হইবেক।





জেলা বণ্ডা।

জেলা বণ্ডার কালেক্টরি।

বাকী খাজনার জাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা বণ্ডার  
মহারাজী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৫৯ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারী এবং  
অন্যান্য দাওয়া চুক্তি আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে  
তাঁহা আদায় নিমিত্ত ১৮৫৯ সালের ৮ এপ্রেল তারিখ এই জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা  
প্রস্তাবে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে।

জেলার মহর ও মহালের নাম	মালিকের নাম।	মহর জমা।	বাকী।	টাকায়।
সং ১০। ১০ তঃ বেহার লঃ সেন বর্ষ।	তাহের আলী, আবিরয়েছা বিবি সৈয়দ- মালী তরিকয়েছা বিবি, রাধারমণ চন্দ্রকিশোর ও কালীকিশোর মুন্সী লাল সিংহ স্বয়ং কলী পক্ষে চুণি- লাল পাঠালী ও অক্ষর সিংহ নাথালগ মতিলাল তিরালাল সিংহ প্যারীমুন্দরী দাস্যা বহিমচন্দ্র সাহা দিগম্বর সাহা রামমুন্দরী দাস্যা মাদরে কলীপক্ষে গৌর- গোবিন্দ ও জীগোবিন্দ সাহা নাথ- লক বনওয়ারিলাল ও মুকন্দলাল সাহা রাধিকামোহন সাহা ও মফি- জউদ্দিন খন্দকার ও জিন্নাথ বৈষ্ণব ওহপক্ষে সৈয়দমাজুম হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দমালী তরিকয়েছা বিবি স্বয়ং ও ওহীপক্ষে আলতাপ- য়েছা বিবি নাথালগ মতউল্লী।	৩৭৩৭ ১১১।	৪৮৬৮৮	এই মহালে চিত্রিত ১১০ আদা অংশের ৩২৬৮৮/৯৮ পাই মহর জমার তাহেরআলী মিক্রা, সৈয়দমালী তরিক- য়েছা বিবি চৌধুরী ওহি- পক্ষে আলতাপয়েছা বিবি নাথালগ মতউল্লী ও মফি- জউদ্দিন খন্দকার ও জিন্নাথ বৈষ্ণব ওহিপক্ষে সৈয়দ মাজুম হোসেন চৌধুরী নামে গেহিসার পৃথক আছে তাঁহা বাণে ৩২৬৮৮/১১১। পাই মহর জমার অংশ নিলাম হইবে।
সং ১১। ১৪ তঃ পাওগাহ লঃ সেন বর্ষ।	মহনজিদ্দি আবুল হোসেন গরুর...	৪১৯৪ ১৬।	১৩১১০	এই মহাল ছাপেশা বৈষ্ণব য়েছা বিবি প্রভৃতি নামে ২১৩১৮/৩১। পাই মহর জমার যে ১০ টি হিসাব পৃথক আছে তাঁহা বাণে নিম্নলিখিত অংশ নিলাম হইবে।
সং ১১। ১৪ তঃ পাওগাহ লঃ সেন বর্ষ।	সোণাউল্লা ও অহরদি বণ্ডল কলী- মদ্দিন চৌধুরী তমিকয়েছা বিবি সোণাউল সাহা মুরয়েছা বিবি আসলামতল করিময়েছা বিবি স্বয়ং অহিপক্ষে বহিরয়েছা বিবি মহম্মদ আছাদ চৌধুরী মহম্মদ আব্দুল করিম সাহ নজিম মদ্দিন আবুল হোসেন চৌধুরী।	২০৬০ ১১০/২৮	১৩৬১০	

MOHENDRA NATH BHATTACHARYA,  
Deputy Collector in charge, for Collector.

### Government Cinchona Febrifuge.

**T**HIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only* at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8* per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8* per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

### গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কন্ট্রোলারগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাওবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া হইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স টিন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০।।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্যে ও তাঁহা প্রাপ্ত ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ২০ বার আনা ডাকমাসুল পাওতে হইবে।

### জ্বরনাশক দানাবাক্স সিন্‌কোনা ।

দানাবাক্স সিন্‌কোনা জাল হাতে গবর্ণমেন্টের কারখানা প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানাবাক্স সিন্‌কোনা একপ সমান জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ৩৩৩ কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিলার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কন্ট্রোলারগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে দিয়া ২৫২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাওবেন। সরকারদ্বারা কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাওতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ২০ বার আনা ডাক মাসুল পাওবে।

### The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

“The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPR. GOVT. PRINTING, No. 165, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৮ অপ্রিল । ]

## FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিট খন্ডালয়ে বিকরণার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-লী ও জিজ্ঞাস্তার বঙ্গদেশের সিবিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্জমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট-কমিশানের মেম্বর, ইন্নার টেম্পলের ইয়ুথ সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, লীহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের ইয়ুথ লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাবলী প্রদেশের কুমারিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একখানি পুস্তকের মূল্য ৫ পঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট একখানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১০ পঁচ আনা পাঠাইবেন।

দ্রষ্টব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

## NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	...	...	10	0	0	per annum.
Postage	...	...	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal						
...	...	...	4	0	0	"
Postage	...	...	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	...	...	0	4	0	
Postage	...	...	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	...	...	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	...	...	0	1	0	

## For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[Government Gazette, 5th April 1884.]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ডিসেম্বর।—বালিলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমানুল এই অবধি নিম্নলিখিত  
 দ্বারা প্রদত্ত দিতে হইবে :—

মকঃসল ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	বঙ্গের	১০০
ডাকমানুল	...	"	২।।০
১ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যক্তিগত সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...		৪০
ডাকমানুল	...	"	১০
সম্পূর্ণ এক খণ্ড গেজেটের মূল্য	...		।০
ডাকমানুল	...		।০
১ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার তাহার নূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...		।০
		৪ পৃষ্ঠার উপর বহু অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একই আশা।	
ডাকমানুল	...		।০

কলিকাতার ।

কলিকাতার ও মকঃসল সমান মূল্য, কলিকাতার কেবল ডাকমানুল লাগিবে না।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengales Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the *CALCUTTA GAZETTE*.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisements.—4 annas per line.	

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ৮ ডিসেম্বর । ]



## বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই বন্ধের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটের আটকোণ্টার্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কন্ট বাদ দিবার জন্য টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বৃত্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হাব এই :—

টাকা।

পুরা এক পৃষ্ঠা এক বার প্রকাশ করণের	...	...	২০২
আধ পৃষ্ঠা " " "	...	...	১০১
কখনই ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক বার	...	...	১০

## বিজ্ঞাপন।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিংমেড ওয়েস্ট কোম্পানীর হাতারদ্বিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনাম দিয়া আর্থনাথ পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিং কোম্পানির বাণীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 8th April 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বন্দাগরে গবর্ণমেন্টের জন্যে জিম্বু ও এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



# গবর্ণমেন্ট গেজেট

---

TUESDAY. APRIL 15, 1884.

---

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।

---

## PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

---

## ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1888A.

**GENERAL.**—*The 2nd April 1884.*—The services of Lieutenant W. C. W. Rawlinson, 2nd Battalion Lincolnshire Regiment, extra Aide-de-Camp on the Personal Staff of the Lieutenant-Governor of Bengal, are replaced at the disposal of the Government of India, in the Military Department.

*The 4th April 1884.*—In modification of the order of the 4th ultimo, Mr. J. G. Charles, Officiating Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, is appointed to act as District and Sessions Judge, Rajshahye, during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders, with effect from the date on which he was relieved of the former appointment by Mr. W. Macpherson.

Baboo Umesh Chunder Batabyal, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that subdivision.

Mr. E. E. Lewis, Commissioner of the Chittagong Division, is allowed leave for two months and twenty-one days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th May next, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. H. J. S. Cotton, Secretary to the Board of Revenue, is appointed to act as Commissioner of the Chittagong Division, during the absence, on leave, of Mr. E. E. Lewis, or until further orders.

Mr. W. H. Grimley, Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is appointed to act as Secretary to the Board of Revenue, during the absence, on deputation, of Mr. H. J. S. Cotton, or until further orders.

Mr. F. H. B. Skrine, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is appointed to act as Magistrate and Deputy Collector of Howrah, during the absence, on deputation, of Mr. W. H. Grimley, or until further orders.

*The 7th April 1884.*—Baboo Issur Chunder Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is transferred to the sudder station of the 24-Pergunnahs district.

Mr. J. B. Worgan, Officiating District and Sessions Judge, Cuttack, is allowed privilege leave for two months, under the note under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 15th instant.

Mr. H. Gillon, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is appointed to act as District and Sessions Judge, Cuttack, during the absence, on leave, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

Mr. J. Boxwell, Officiating Magistrate and Collector, Gya, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th instant.

Mr. H. J. H. Fasson, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Mozufferpore, is appointed to act as Magistrate and Collector of Gya, during the absence, on leave, of Mr. J. Boxwell, or until further orders.

Mr. T. D. Beighton, Officiating District and Sessions Judge, Burdwan, is appointed to act as District and Sessions Judge, Patna, during the absence, on leave, of Mr. H. Beveridge, or until further orders.

Mr. S. H. C. Tayler, District and Sessions Judge, Beerbhoom, is appointed to act as District and Sessions Judge, Burdwan, during the absence, on deputation, of Mr. T. Smith, or until further orders.

[*Government Gazette, 15th April 1884.*]

বঙ্গদেশের জীবুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

১৮৮৮ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন।—লিটলসনের বেজিমেটের দ্বিতীয় বাটেলিয়নের লেফটেনেন্ট ও বঙ্গদেশের জীবুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের স্বাক্ষর করণের অতিরিক্ত মোসাহেব জীবুত ডবলিউ, সি, ডবলিউ রালিসন সাহেব মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে পুনঃ সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৪ আশ্বিন।—গত মাসের ৪ তারিখের আঞ্জা পরিবর্তন করিয়া এই আঞ্জা করা গেল। রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জীবুত জে, বি, ওয়ার্ল্ড সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার ও হুগলীর এ টিং আডিশ্যনাল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবুত জে, ডি, গিলন সাহেব যীর কণ্ঠের ভার জীবুত ডবলিউ মাকফরসন সাহেবের প্রতি অর্পণ করিবার তারিখ অবধি রাজসাহীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মেমনীপুরের অন্তর্গত তমলুকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবুত বাবু উদেনচন্দ্র বটব্যাল ডাক্ত মহকুমার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশ্যনর জীবুত ই, ই, লোইস সাহেব আগামি মে মাসের ৮ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখ ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধি ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

জীবুত ই, ই, লোইস সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী জীবুত এচ, জে, এস, কটন সাহেব চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশ্যনরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জীবুত এচ, জে, এস, কটন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীবুত ডবলিউ, এচ, গ্রিমলী সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারীর কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জীবুত ডবলিউ, এচ, গ্রিমলী সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবড়ার সিবিল ও ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবুত এফ, এচ, বি, স্ক্রুইন্স সাহেব হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন।—হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবুত বাবু কেশবচন্দ্র দত্ত ২৪ পরগনা জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

কটকের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবুত জে, বি, ওয়ার্ল্ড সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধি ও অধ্যায়ের ৭২ ধারার ২ প্রকরণের মস্তবাস্তবে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি দুই মাসের অনু-গ্রহের ছুটী পাইলেন।

জীবুত জে, বি, ওয়ার্ল্ড সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শাহাবাদের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবুত এচ, গিলন সাহেব কটকের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

গয়ার একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীবুত জে, বক্সওয়েল সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধি ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

জীবুত জে, বক্সওয়েল সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মজকরপুরের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীবুত এচ, জে, এচ, কানন সাহেব গয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীবুত এচ, বেবরিজ সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বর্ধমানের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবুত টি, ডি, বেটন সাহেব পাঁজুরার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জীবুত টি, স্মিথ সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বৈষ্ণবের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীবুত এফ, এচ, সি, টেলর সাহেব বর্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট সেক্রেট। ১৮৮৪। ১৫ আশ্বিন।]

Mr. B. L. Gupta (Barriester-at-Law), Presidency Magistrate, Calcutta, is appointed to act as District and Sessions Judge, Beerbhoom, during the absence, on deputation, of Mr. S. H. C. Tayler, or until further orders.

Moulvie Syud Ameer Hossein, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Per-gunnabs, is appointed to act as Presidency Magistrate, Calcutta, during the absence, on deputation, of Mr. B. L. Gupta, or until farther orders.

**POLICE.**—*The 3rd April 1884.*—Colonel C. T. Hitchins, late District Superintendent of Police, Cuttack, was on leave, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, from the 5th to the 26th ultimo, both days inclusive.

*The 4th April 1884.*—Mr. W. D. Pratt, District Superintendent of Police, 24-Per-gunnabs, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 13th proximo.

Mr. J. A. P. Sneyd, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnabs, is appointed to act as District Superintendent of Police of that district, during the absence, on leave, of Mr. W. D. Pratt, or until further orders.

Colonel W. Gordon, District Superintendent of Police, Howrah, is allowed leave for six months, under Rule XXV, appendix C1 of the Military Furlough Rules of 1868, with effect from the 1st proximo.

Mr. P. A. Sandilands, Assistant Superintendent of Police, Howrah, is appointed to act as District Superintendent of Police, Howrah, during the absence, on leave, of Colonel W. Gordon, or until further orders.

**REGISTRATION.**—*The 3rd April 1884.*—Pundit Debi Prosad, Special Sub-Registrar of Chupra, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 20th instant.

**OPIMUM.**—*The 3rd April 1884.*—The orders of the 9th February 1884, published in the *Calcutta Gazette* of the 27th idem, granting three months' privilege leave to Mr. J. D. Savi, Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, Behar Agency, and appointing Mr. H. F. Drummond, to act for him, are cancelled.

**MEDICAL.**—*The 3rd April 1884.*—Baboo Otool Chunder Chuckerbutty is appointed to be a member of, and Assistant Secretary to, the committee for the management of the Bundipore Dispensary in the Serampore sub-division of the Hooghly district, *vice* Baboo Bammoy Roy, deceased.

The following gentlemen are appointed to be members of the committee for the management of the charitable dispensary at Bhola, in the district of Backergunge:—

Baboo Hemango Chandra Bose, First Munsif.

„ Radha Charan Roy, Second Munsif.

„ Raj Chandra Roy, Police Inspector.

Moulvi Abdus Salem, Rural Sub-Registrar.

Baboo Ananda Chandra Chatterjee, Sub-Divisional Head Clerk.

Munshi Alimuddeen, Mukhtear.

Baboo Ishan Chandra Banerjee, Pleader.

„ Mohini Mohan Bagchi, Overseer.

**FORESTS.**—*The 8th April 1884.*—Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, Chittagong Division, is granted three days' privilege leave, in extension of the one month granted to him on the 15th January 1884.

**MUNICIPAL.**—*The 2nd March 1884.*—Baboo Trigunanund Upadhyaya is appointed to be a Commissioner of the Chupra Municipality in the district of Sarun.

[*Government Gazette, 15th April 1884.*]

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জিহুত এস, এচ, সি, টেলর সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট. ( বারিফোর্-আটল.) জিহুত বি, এল, ডুগ্‌ল, বী, কুমে ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন কন্স্টেবল কর্তৃক নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জিহুত বি, এন. গুপ্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিহুত মৌলবী সৈয়দ আমর হুসেন কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কর্তৃক বর্তে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আগ্রিল।—কটকের পোলীসের হুতপূৰ্ণ ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল জিহুত সি, টি, হিঞ্জ সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে গত মাসের ৫ তারিখ অবধি ২৬ তারিখ পর্যন্ত ছুটি লহরা হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৪ আগ্রিল।—২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জিহুত ডবলিউ, ডি, প্রাইট সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আগামি মাসের ৩ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জিহুত ডবলিউ, ডি, প্রাইট সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা হয়, ২৪ পরগনার পোলীসের আফিট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জিহুত জে, এ, সি, সাইড সাহেব উক্ত জিহুত পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কর্তৃক নিযুক্ত হইলেন।

হাবড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল জিহুত ডবলিউ, গর্ডন সাহেব ১৮৮৮ সালের মিলিটারী নিয়মিত ছুটির বিধির ১১ পারিশিষ্ট পত্রের ২২ ধারামতে আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি ছয় মাসের ছুটি পাইলেন।

কর্ণেল জিহুত ডবলিউ, গর্ডন সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবড়ার পোলীসের আফিট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জিহুত সি, এ, সাওনাওস সাহেব হাবড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কর্তৃক নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্টারী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আগ্রিল।—ভাণ্ডার বিবেক সব-রেজিষ্টার জিহুত পণ্ডিত মৌলবী সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটি পাইলেন।

আফীন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আগ্রিল।—বিহার এজেন্টের অন্তর্গত ডেপুটী আফীনের সব-ডেপুটী এজেন্ট জিহুত জে. ডি, সাবি সাহেবকে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি দেওন এবং জিহুত এস, এল, ডাবলিউ সাহেবকে তাঁহার কর্তৃক করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি যে আজ্ঞা গত ৩ আগ্রিল মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গাল গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাঁহা রহিত করা গেল।

চিফ্‌সিবি বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আগ্রিল।—বাবু রামমণ্ড সাহেব মৃত্যু হওয়াতে জিহুত বাবু অতুল-চন্দ্র চক্রবর্তী জগন্নাথ জিহুতের অন্তর্গত জিরামপুর মহকুমার সিবিল বন্দিপুর ঐযখালয়ের কার্য্যনির্বাহক কমিটীর মেম্বর ও আফিট ডেপুটী পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত সংগঠেরা বাধরগঞ্জ জিহুতের অন্তর্গত ভোলায় দাওবা ঐযখালয়ের কার্য্যনির্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

প্রথম মুন্সেফ জিহুত বাবু হেমচন্দ্র বসু।

দ্বিতীয় মুন্সেফ জিহুত বাবু রাধাচরণ রায়।

পোলীসের ইন্সপেক্টর জিহুত বাবু রামচন্দ্র রায়।

গ্রাম্য সব-রেজিষ্টার জিহুত মৌলবী আবদুল সালেম।

মজরুর হেড ক্লার্ক জিহুত বাবু আমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মোস্তাফা জিহুত মুন্সী আলিমদীন।

উনীল জিহুত বাবু কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওবরাসরর জিহুত বাবু মোহিনীমোহন বাগ্‌চী।

বন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৮ আগ্রিল।—জিহুত বাবু খণ্ডের একটি ডেপুটী বনরক্ষক জিহুত ডবলিউ এস, প্রাইট সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৫ জানুয়ারিতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৯ মার্চ।—জিহুত বাবু ত্রিগুনানন্দ উপাধ্যায় সারণ জিহুতের অন্তর্গত হাণ্ডার মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আগ্রিল। ]

*The 31st March 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Soory Municipality of Baboo Modon Gopal Singha to be their Vice-Chairman.

Baboo Loke Nanth Chuckerbutty, Second Master, Rajshahye Collegiate School, is appointed to be a Commissioner of the Rampore Beaulah Municipality.

*The 1st April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Nussirabad Municipality, in the district of Mymensingh, of Baboo Chandrakanta Ghosh to be their Vice-Chairman.

*The 3rd April 1884.*—The following gentlemen are re-appointed to be Commissioner of the Hooghly and Chinsurah Municipality :—

Baboo Akhoy Chandra Sircar.	Prince Mahomed Amiruddin.
„ Soebul Chandra Mullic.	Baboo Dwarka Nath Chuckerbutty.
„ Mohendra Chandra Mittra.	„ Lal Behary Dutt.
„ Jadu Nath Set.	„ Nemye Chand Sil.

**ROAD CESS.**—*The 31st March 1884.*—Mr. A. Borooah, Joint-Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be Vice-Chairman of the Jessore District Road Committee, *vice* Baboo Saroda Prosad Sarkar, Deputy Magistrate.

Assistant Surgeon Abhoy Kumar Sen, in charge of the sub-divisional dispensary at Cox's Bazar, in the district of Chittagong, is appointed to be Vice-Chairman of the Branch Road Committee at that place.

Baboo Annada Prasad Sen is appointed to be a member of the Rungpore District Road Committee, *vice* Baboo Bhuban Mohun Roy Chowdhuri.

Mr. H. Lee is re-appointed to be Vice-Chairman of the Sarun District Road Committee.

F. B. PEACOCK,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 29th March 1884.*—The following gentlemen are appointed to be members of the Pooree Lodging-house Committee for the year 1884-85 :—

Mr. W. D. Abercrombie, Assistant Superintendent in charge of District Police.

Baboo Kedarnath Biswas, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector.

„ Soshodhar Roy, Head Master of the Zillah School.

„ Ramchand Addya.

„ Tarakant Bidyasagar.

„ Harish Chunder Ghose.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 26th March 1884.*—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws which have been framed by the District Road Committee of Dacca, under section 180 of the Cess Act, 1880, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification in the *Calcutta Gazette*.

1. Whoever encroaches on or damages any part of a district road by cultivating crops or otherwise, and the owner of any cattle found grazing within the boundaries of any such road, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

2. Whoever, without the special permission of the Chairman or Vice-Chairman of the Road Committee, causes an obstruction to the traffic on any district road by cutting the same, wholly or partially, for purposes of the irrigation or drainage of adjacent lands, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

[*Government Gazette, 15th April 1884.*]

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—শিউড়ী মুন্সিপালিটীর কমিশনারেরা জিযুত বাবু মনমোগোপাল সিংহকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করার জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

রাজশাহী কলেজের টিফিনের দ্বিতীয় শিক্ষক জিযুত বাবু লোকনাথ চক্রবর্তী রামপুর বোয়ালিয়া মুন্সিপালিটীর কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ অপ্রিল।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নদিরাবাদ মুন্সিপালিটীর কমিশনারেরা জিযুত বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৩ সাল ৩ অপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হুগলী ও টুচড়া মুন্সিপালিটীর কমিশনারের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

জিযুত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

” ” সুবলচন্দ্র মল্লিক।

” ” মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

” ” যদুনাথ সেন।

জিযুত শাহজাদা মহম্মদ আমিরুদ্দীন।

” বাবু হারকানাথ চক্রবর্তী।

” ” লালবিহারী দত্ত।

” ” নিমাইচাঁদ শীল।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—ডেপুটি মাজিস্ট্রেট জিযুত বাবু শাবদাশ্রম সরকারের পরিবর্তে জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিযুত এ. বড়ুয়া যশোহর জিলার পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত কক্সবাজার মহকুমার ষ্টিমশালার কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিস্ট্যান্ট সার্জন জিযুত বাবু অক্ষয়কুমার সেন উক্ত স্থানের শাখাপথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিযুত বাবু ভূদনমোহন রায় চাঁপুীর পরিবর্তে জিযুত বাবু অন্নদাশ্রম সেন রঙ্গপুর জিলার পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিযুত এচ. লীসাহেব সারণ জিলার পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

এক, বি, পীকক.

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৯ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৮৩-৮৪ সালের নিমিত্ত পুরীর বাসাবাড়ী কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডিস্ট্রিক্ট পোলীসের কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জিযুত ডবলিউ. ডি. আনরুপ সিং সাহেব।

কিরংকান্দি ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিযুত বাবু কেদারনাথ বিশ্বাস।

জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক জিযুত বাবু শশধর রায়।

জিযুত বাবু রামচাঁদ আচা।

” ” ভারাকান্ত দিমালাগর।

” ” হরিশচন্দ্র ঘোষ।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।—সাদাঘরের অবগতাব্যে এদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গাইতেছে যে চাঁকা জিলার পথকমিটি করবিষয়ক ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে নিম্নলিখিত যে উপবিধি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সেই উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিবেন।

১। কোন ব্যক্তি জিলার পথের কোন অংশে শস্য বুনিয়াদ প্রকারান্তরে তাহা চাপিয়া লইলে বা তাহার হানি করিলে তাহার ও উক্ত পথের সীমার মধ্যে গবাদি চরিতেছে দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ ১০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২। কোন ব্যক্তি পথকমিটির সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতির বিশেষ অনুমতি বিনা নিকটস্থ জমিতে জল সৌচ্যের বা তলমালা করিবার জন্য জিলার পথের সমুদয় বা কতক অংশ কাটিয়া যানিয়া কার্যের ব্যাঘাত জন্মাইলে তাহার ১০০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ অপ্রিল। ]



3. Whoever wilfully causes the destruction and removal of, or damage to, any tree planted on a district road, or to any gabion erected for the protection of the same, or whoever removes any post erected on a district road, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

4. Whoever encroaches on any village road which has been constructed or repaired by the District or the Branch Road Committee from the District Road Fund, by fencing upon or cutting the sides or otherwise, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

5. During the course of repairing any road it shall be lawful for the person in charge of such repairs to forbid traffic from passing over such portion of the roadway as is undergoing repair, provided he leaves some portion of the roadway over which traffic and carts can pass. Whoever wilfully disobeys any such order shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

6. Whoever obstructs or fills up any portion or the whole of any *khall*, channel, or watercourse of the District Committee, by raising any *bund* for the purpose of catching fish, or for any other object, or by throwing into it any cow-dung, mud, sweepings or any other substance, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 28th March 1884*—Whereas a notice was published at page 215, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 23rd January 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the following bye-law framed by the District Road Committee of Shahabad under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objection has been raised to the said bye-law, it is now notified that the bye-law is confirmed.

Whoever being in possession of or having control over any plants, trees or hedges obstructing, overhanging, or overshadowing any road, and being required by a notice in writing signed by the Chairman or Vice-Chairman of the District Road Committee or any Branch Committee to cut down, prune or trim such plants, trees or hedges, shall neglect or omit to comply with such requisition within the period therein prescribed, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to further fine not exceeding Rs. 2 for each day after the imposition of a fine under this bye-law until the requisition is complied with.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 28th March 1884.*—It is hereby notified for general information that in the exercise of the power conferred on him by section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor directs that the ferry over the river Katjooree, at Joypur, in the district of Cuttuck, be struck out of the list of public ferries.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 28th March 1884.*—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Pooree Municipality, made at a meeting, and in the exercise of the powers conferred on him by section 13 of Act V (B.C.) of 1876, to include within the limits of the Pooree Municipality the places named Matiapara and Mahantsahi, unless good reasons be shown to

[*Government Gazette, 15th April 1884.*]

৩। কোন ব্যক্তি জিলার পথে রোপিত কোন গাছ, কিবা তাহার রক্ষার্থ কোন ঘের ইচ্ছাপূর্বক মঠ বা স্থান গঠন করিলে বা তাহার ক্ষতি করিলে কিবা জিলার পথে প্রস্তুত কোন সড়ক সরাইলে, তাহার ১০৭ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। ডিষ্ট্রিক্ট রোড কণ্ড হইতে জিলার বা লাম্বা পথ কমিটীর দ্বারা প্রস্তুত বা মেরামত করা কোন প্রাথম পথ কোন ব্যক্তি বেড়া দিয়া কিবা তাহার পাশ কাটিয়া বা একান্তরিত্তরে চাপিয়া লইলে তাহার ১০৭ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৫। কোন পথ মেরামৎ করিবার সময়ে যে ব্যক্তি মেরামৎ করিবার তার পান তিনি যে অংশ মেরামৎ হইতেছে সেই অংশের উপর দিয়া বাণিজ্য কার্যচলন নিষেধ করিতে পারিবেন কিন্তু ঐ পথের কিরদংশ দিয়া বাণিজ্য কার্য ও গরুর গাড়ী চলিবার স্থান রাখিবেন। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এই রূপ কোন আজ্ঞা অমান্য করিলে তাহার ১০৭ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬। কোন ব্যক্তি মাহু ধরিবার কিবা অন্য কোন অভিপ্রায়ের নিমিত্ত বীথ দিয়া কিবা গোবর, কাদা, কাটনী কিবা অন্য কোন দ্রব্য ফেলাইয়া জিলার কমিটীর কোন খানের, খাড়ির, বা অন্যত্রের কোন অংশ বা সমুদয়ের বাধা অঘাইলে কিবা তাহা পূর্ণ করিলে তাহার ১০৭ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

কোলমান মেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে শাহাদাদ জিলার পথকমিটীর প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জিহুত লেণ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ২৩ জানুয়ারির কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ২১৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, উক্ত উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোন পথ অবরোধকারী বা তাহার উপর স্থলিয়া পড়া বা তদাচ্ছাদনকারী কোন চারার, রকেস বা বেড়ার দখলীতারের কিবা তাহার উপর কর্তৃত্ব থাকা কোন ব্যক্তির প্রতি জিলার পথ কমিটীর বা কোন লাম্বা কমিটীর সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির স্বাক্ষরিত লিখিত নোটিস দিয়া সেই চারার রকেস বা বেড়া কাটিবার, ছাটিবার বা বা স্থড়িবার আদেশ করা গেলে তিনি নোটিসের লিখিত বিজ্ঞপ্তি সময়ের মধ্যে ঐ আদেশমত কার্য করিতে শৈথিল্য বা ত্রুটি করিলে তাহার ১০৭ মূল টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে এবং ঐ উপবিধিমতে অর্থদণ্ড ধাৰ্য্য হইলে পর ঐ আদেশমত কর্ম না করণ পর্যন্ত দিন প্রতি আর ২৭ চুই টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

কোলমান মেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জিহুত লেণ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৯ সালের ৬ আইনের ৩ ধারামতে প্রস্তুত কমতানুসারে কার্য করিয়া তিন কটক জিলার অন্তর্গত জরপুরস্থ কাটজুরি নদীর খেয়াঘাট রাজকীয় খেয়াঘাটের নিৰ্ধনপত্র হইতে উঠাইয়া দিবার আদেশ করিলেন।

কোলমান মেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, পূর্বে মুন্সিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপর্যয় কারণ দর্শন না গেলে উক্ত মুন্সিপালিটীর সভ্যগণ কমিশানরদের অনুরোধক্রমে এবং জিহুত লেণ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১৩ ধারামতে প্রস্তুত কমতানুসারে [গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ১১ এপ্রিল।]

the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the Municipality. The places so to be united are bounded as follows:—

On the north by Ticarpara ;  
On the south by Goondichabari and Balukhund ;  
On the east by Hulhulia road and Luskurpatna ; and  
On the west by Koomharpara.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 31st March 1884.*—Whereas a notification dated the 18th December 1883, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Act V (B.C.) of 1880, to the thanas named in the margin, in the district of Tipperah, was published at page 1312, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 26th idem, and whereas no objection has been raised to the proposed extension of the Act to the thanas named, within six weeks from the date of the publication of the said notification, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the said Act the Lieutenant-Governor extends the provisions of the Act to the thanas named.

Brahmanbaria.  
Nobinagore.  
Moradnagar.  
Kotwali.  
Chandoona.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 31st March 1884.*—Whereas a notification, dated the 15th January 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of sections 235 to 277 of Act V (B.C.) of 1876 to the Bhuddessur Municipality, was published at page 194, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 16th idem, and whereas no objection has been raised to the proposal, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 234 of the Act, the Lieutenant-Governor, on the recommendation of the Commissioners of the Bhuddessur Municipality, sanctions the extension of the provisions of sections 235 to 277 of the Act to that municipality.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### DECLARATION.

*The 31st March 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a dry earth shed in mohullah Chowdhry Gully, pergunnah Azimabad, in the district of Patna, it is hereby declared that for the above purpose land measuring, more or less, 15 cottahs 2 dhoors and 15 dhoorkees of local measurement is required.

The land is bounded on the north by the land and house of Saligram and the house of Gopeenath ; on the south by a lane ; on the east by the house of Gunpot and the land of Saligram, and on the west by an old Baoli of Baboo Boijnath.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land is filed in the office of the Commissioners for public inspection.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### DECLARATION.

*The 31st March 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for widening the Hurnaliatolah Lane in the city of Patna,  
[ *Government Gazette*, 15th April 1884.]

কার্য করিয়া তিনি হাটরাপাড়া ও বহুগাঙ্গী নামক স্থান পুরী মুন্সিপালিটীর মধ্যে ধরিবার কল্পনা করিয়াছেন। যেহেতু উক্ত স্থানে সংযোগ করা যাইবে তাহার সীমা এইঃ—

উত্তর সীমা।—টিকাপাড়া ;

দক্ষিণ সীমা।—ওড়িচাবাড়ী ও বাসুখণ্ড ;

পূর্ব সীমা।—হলহলিয়া পথ ও লক্ষরপাড়া ; এবং

পশ্চিম সীমা।—কুমারপাড়া।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত পাঁচলিখিত কএক খানার ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধান প্রচলিত করণার্থে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বরের এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ২৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৩১২ পৃষ্ঠার প্রকাশ করা গেলো, উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি উক্ত কএক খানার উক্ত আইন প্রচলিত করণের প্রস্তাব সম্বন্ধে হয় সপ্তাহের মধ্যে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকরিতা তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত কএক খানার প্রচলিত করিলেন।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—ভজেশ্বর মুন্সিপালিটিতে ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৫৫ অবধি ২৭৭ পর্যন্ত ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারির এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৯৪ পৃষ্ঠার প্রকাশ করা গেলো উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ২৩৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকরিতা তিনি ভজেশ্বর মুন্সিপালিটীর কমিশানরদের অনুমতিক্রমে উক্ত মুন্সিপালিটিতে উক্ত আইনের ২৩৫ অবধি ২৭৭ পর্যন্ত ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি দিলেন।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীর কার্যের নিমিত্ত অর্ধাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগণার চৌধুরি গলী মহল্লার শুষ্ক মাটির শেড প্রস্তুত করণার্থে পাটনা মুন্সিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেই কার্যের নিমিত্ত স্থানীয়মাপের ন্যূনাত্মক ৬০ কাঠা ২ ধুর ও ১৫ ধুরকী পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমির উত্তর সীমা শালি গ্রামের ভূমি ও বাড়ী, এবং গোপীনাথের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা গলী পথ, পূর্ব সীমা গণপতের বাড়ী ও শালি গ্রামের ভূমি, এবং পশ্চিম সীমা টৈজমাথ বাবুর পুরাতন বাড়ী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

উক্ত ভূমির নকশা সাধারণের দেখিবার জন্যে কমিশানরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীর কার্যের নিমিত্ত অর্ধাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগণার পাটনা শহরে হরনালিরাটোলা লেন পরিণত করিবার জন্যে পাটনা মুন্সিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ জুলাই। ]

pergunnah Azimabad, zillah Patna, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 6 cottahs and 12 dhoors of local measurement is required. The land is bounded on the north by the Lodikutra lane, on the south by the East India Railway, on the east by the houses of Mussamat Baso, Woozir Malee, Kazee Reja Houssain, Cheragali, Woozirool Haq, Birj Mohunlal, Mungun Kahar, Parijan Jwahirlal and Juggoolal and a temple, and on the west by the existing Hurnaliatolah Lane.

A plan of the land required is filed in the office of the Municipal Commissioners of Patna for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### DECLARATION.

*The 31st March 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Manickgunge Union for a public purpose, viz for the extension of the municipal tank in the village of Dassora, pergunnah Rajnugger, in the district of Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 5 beegahs 16 cottahs 13 dhoors of standard measurement, is required. The land is bounded on the north by the Government road and the municipal tank; on the east by the municipal tank and the lands of Tara Prasanna and Kali Prasanna Roy; and on the south and west by the lands of Tara Prasanna and Kali Prasanna Roy.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### DECLARATION.

*The 31st March 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Rampore Beaulah Municipality for a public purpose, viz for a road in the village of Boshpara, pergunnah Lushkarpore, zillah Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 cottahs 6½ chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the compound of Gouranga Sundar Mozumdar's house; on the south by the road from Rampore Beaulah to Nattore; on the east by (1) a piece of land occupied by Prasanna Bystami, (2) a piece of waste land belonging to zemindars Keshub Narayan Tagore and others of Sheroil, and (3) lands occupied by Shubid Shekh and Khoaz Shekh; and on the west by a tank belonging to Radha Nath Sarkar.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### DECLARATION.

*The 1st April 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Nattore Municipality for a public purpose, viz for a Mahomedan burial ground in the village of Patuaparah, Nattore, pergunnah Laskarpur, in the district of Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 beeghas 4 cottahs and 5 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded as follows:—On the north by Baher Chouki or outer moat, on the south by the municipal road and drain, on the east by the road cess road, and on the west by Abdul Hakim's jote land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে স্থানীয় বাণেশ্বর স্থান-  
ধিক ১১ কাঠা ১২ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা পৌরসংসদালয়;  
দক্ষিণ সীমা ইষ্ট গুণিয়া রেলওয়ে; পূর্ব সীমা মঙ্গল বাগীচ, উত্তর সীমা, কাজি রেজা হুসেন, চেরাগালী,  
উজ্জীলহক, ব্রজ মোহন লাল, মঙ্গল কাহার, পরিজন হওয়াতির লাল এবং জগন্নাথের বাড়ী ও এক  
মন্দির এবং পশ্চিম সীমা বহুমান হরিলালীরাটোলা গেল।

এরোক্ত ভূমির নকশা সাধারণের দেখিবার জন্য পাটনার মুনিসিপাল কমিশনারদের আকীনে  
রাখা গিয়াছে।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই  
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত রাজমগুর পরগনার  
মশোরা গ্রামে মুনিসিপাল পুষ্করিণী বাড়ীঘর জন্য মানিকগঞ্জ গ্রাম সমাহারের অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট  
কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ  
হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিয়তে স্থানধিক ১৫১  
কাঠা ১৩ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গবর্ণমেন্টের পথ ও মুনিসি-  
পাল পুষ্করিণী, পূর্ব সীমা মুনিসিপাল পুষ্করিণী এবং তারাগ্রাম ও কালীগ্রাম রাসের ভূমি, দক্ষিণ ও  
পশ্চিম সীমা তারাগ্রাম ও কালী গ্রাম রাসের ভূমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে  
এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মপুর পর-  
গনার বাগপাড়া গ্রামে পথ করিবার জন্য রামপুর বাওয়ালীয়া মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক  
ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে  
এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিয়তে স্থানধিক ১০১০ ছটাক পরিমিত একখণ্ড  
ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গৌরান্দুলের মজুমদারের বাড়ীর হাট, দক্ষিণ সীমা রামপুর  
বাওয়ালীয়া অধিনাটোর পর্যন্ত পথ, পূর্ব সীমা (১) গ্রাম টেকবাড়ী, দখলী একখণ্ড ভূমি, (২)  
সেইরেলের কেশবলালার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত জমিদারদের পতিত একখণ্ড ভূমি ও (৩) শুবিদ শেখ  
ও খোয়াজা গেখের দখলী ভূমি, এবং পশ্চিম সীমা রাণাল্য সরকারের পুষ্করিণী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে  
এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ এপ্রিল।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মপুর  
পরগনার নাটোরের পটুয়াপাড়া গ্রামে মুসলমানদের কবরস্থানের জন্য নাটোর মুনিসিপালিটির  
অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট  
এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিয়তে স্থানধিক ১০৮১  
ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই—উত্তর সীমা বাহির চৌকী, দক্ষিণ সীমা  
মুন্সিপাল পথ ও দক্ষিণ, পূর্ব সীমা পথকরের পথ, এবং পশ্চিম সীমা আব্দুল হাকিমের ঘোড় ভূমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই  
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

[ গবর্ণমেন্ট সেক্রেট। ১৮৮৪। ১৫ এপ্রিল। ]

## JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1889 A.

*The 7th April 1884.*—Mr. E. F. Ainslie, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sungoo, Chittagong Hill Tracts, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

**GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.**—*The 31st March 1884.*—Baboo Kalinath Dhur, Second Munsif of Narail, in the district of Jessore, is allowed leave for 3 months, under section 73, Civil Leave Code, viz. 15 days on full pay under rule 3, and 2 months and 15 days on half pay under rule 1, with effect from the 17th February 1884.

*The 3rd April 1884.*—Baboo Koylash Chundra Mozumdar, Second Munsif of Bagirhat and Khulna, in the district of Jessore, is allowed leave for one month, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th April 1884, or from such date as he may avail himself of it.

F. B. PEACOCK,  
Secy. to the Govt. of Bengal.

## NOTIFICATION.

*The 31st March 1884.*—The Lieutenant-Governor directs that the following rule be substituted for Rule 3 of the Supplementary Rules under the Indian Arms Act, XI of 1878, published in the *Calcutta Gazette* of the 26th March 1879 :—

Monthly returns of the stock and sales of each license-holder shall be submitted by Sub-Divisional Magistrates to the District Magistrate in the form prescribed above. From these monthly returns half-yearly statements shall be submitted by District Magistrates to Commissioners of Divisions and the Inspector-General of Police. The Inspector-General of Police will submit to Government a complete half-yearly return for the entire province, excluding the town of Calcutta. A similar half-yearly return for Calcutta shall be submitted by the Commissioner of Police.

F. B. PEACOCK,  
Secy. to the Govt. of Bengal.

## NOTIFICATION.

*The 1st April 1884.*—In continuation of notification, dated 3rd December 1883, which appeared in the *Calcutta Gazette* of 12th December 1883, Part I, page 1256, transferring thanas Kalianganj and Gokurn from the sudder sub-division of Moorshe-dabad to the sub-divisions of Lalbagh and Kandi respectively, in the district of Moorshe-dabad, the Lieutenant-Governor is pleased, in the exercise of the power vested in him by section 18, Act VI of 1871, to make similar alterations in the local jurisdictions of the sudder munsifi and of the munsifs of Lalbagh and Kandi in order to render the munsifs and sub-divisions conterminous. The munsifs in question will accordingly be constituted, as follows :—

<i>Munsifs.</i>	<i>Thanas.</i>
Sudder munsifi of Moorshe-dabad (head-quarters at Berhampore) ...	{ Sujaganj.
	{ Gorabazar.
	{ Barwa.
	{ Goas.
	{ Nowada.
	{ Hariharpara.
	{ Daulatbazar.
	{ Jellinghi.
	{ Kalianganj.
	{ Shahanagur.
Lalbagh (head-quarters at Lalbagh) ...	{ Manullabazar.
	{ Assanpur.
	{ Bhagwangola.
	{ Sagardighi (independent outpost).
Kandi (head-quarters at Kandi) ...	{ Gokurn.
	{ Khargaon.
	{ Bharatpore.
	{ Kandi.





The Lieutenant-Governor is further pleased to declare under the same law that the transfer caused by the said notification of certain villages (lists A and B) from thana Barwa to thana Bharatpore, and of certain other villages (list C) from thana Barwa to thana Gokurn, will have effect in respect also of civil jurisdiction; that is to say, the villages in question will belong to the jurisdiction of the Kandi Munsifi, within which the thanas of Gokurn and Bharatpore are situated.

F. R. PEACOCK,  
Secy to the Govt. of Bengal.

## PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

*The 3rd April 1884.*

No. 155.—*Leave*.—Mr. A. R. Macdonald, Assistant Engineer, second grade, Northern Bengal State Railway, is granted six months' special leave on urgent private affairs, with effect from the 20th instant, or such subsequent date as he may be allowed to avail himself of the same.

No. 156.—*Transfer*.—Mr. C. Von Ahn, Executive Engineer, fourth grade, temporary rank, is transferred from the Benares-Cuttack Railway Surveys to the Northern Bengal State Railway.

*The 7th April 1884.*

No. 157.—*Leave*.—Mr. L. R. Fraser, Assistant Engineer, second grade, Hazaribagh Division, is granted three months' leave to study the native language, under Public Works Code, chapter II, paragraph 27, with effect from the afternoon of the 26th ultimo.

No. 158.—*Corrigendum*.—In notification No. 150 of the 25th ultimo, for "afternoon" read "forenoon."

### IRRIGATION.

*The 8th April 1884.*

No. 160.—*Notification*.—In accordance with the last clause of section 43 of Act II (B.C.) of 1882, "The Bengal Embankment Act," the Lieutenant-Governor is pleased to direct that the embankment described below, which is not mentioned in schedule D to Bengal Act VI of 1873, shall be included therein, and shall remain so included as long as the Government is the proprietor of the Punchanogram estate.

#### *Punchanogram Embankment.*

This is a continuous embankment, 3 miles and 1,400 feet, more or less, in length, in the Government estate Punchanogram. It commences in village Kalikapore and terminates in villages Shaumbadut and Chowbhanga of pergunnah Calcutta Dehi-Punchanogram.

No. 161.—*Declaration*.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the Collector's office in the village of Anderkilla, thana town, zillah Chittagong, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 8 beghas 3 cottahs 18 dhoores 6 chutacks of standard measurement, bounded on the north by the District Engineer's and Collector's office premises, on the west by the Government road leading from Anderkilla to Feringi Bazar, on the south by the Judge's Court premises, and on the east by the Khillah land and Shiblul Tewari's tank, is required within the afore-said village of Anderkilla.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,  
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উক্ত আইনমতে আরো আদেশ করিলেন যে উক্ত বিজ্ঞাপনমতে ( A ও B চিহ্নিত নির্ঘটপত্রে লিখিত ) কএক গ্রাম বরগুয়া থানাতে তরতপুর থানাত্তক এবং ( C চিহ্নিত নির্ঘটপত্রে লিখিত ) অন্য কএক গ্রাম বরগুয়া থানা হইতে গৌরন থানাত্তক করা দেওয়ার বিচারাদিগত সম্পর্কেও ফলবৎ হইবে, অর্থাৎ, উক্ত কএক গ্রাম কান্দির মুন্সেফী বিচারাদিগতের মধ্যে হইবে, কেননা এই মুন্সেফীর মধ্যে গৌরন ও তরতপুর থানা আছে।

এক, বি, পীতক,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

### বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।

১৫৫ নম্বর।—ছুটী।—বঙ্গদেশের উত্তরদিনের টেট রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রমীর আসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিযুত এ, আর, মাকডনাল্ড সাহেব নিজের বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্যের নিমিত্তে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণের অসুবিধা পান তদবধি ছয় মাসের বিশেষ ছুটী পাইলেন।

১৫৬ নম্বর।—হানাস্তরে প্রেরণ।—চতুর্থ শ্রমীর কিরৎকালীন একসেকিটব ইঞ্জিনিয়ার জিযুত সি, ডন আহনু সাহেব বেগারস কটক রেলওয়ে সর্ব হইতে বঙ্গদেশের উত্তরদিনের টেট রেলওয়েতে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন।

১৫৭ নম্বর।—ছুটী।—হাকারীবাগ থণ্ডের দ্বিতীয় শ্রমীর আসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিযুত এল, আর, কেসর সাহেব এদেশীয় ভাষাভাষ করণার্থে পাবলিক ওর্কস বিধি পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ২৭ ধারামতে গত মাসের ২৬ তারিখের অপরাহ্ন অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৫৮ নম্বর।—অশুদ্ধশোধন।—গত মাসের ২৫ তারিখের ১৫০ নং বিজ্ঞাপনে “অপরাহ্ন” শব্দের পরিবর্তে “পূর্বাহ্ন” শব্দ পাঠ করিতে হইবে।

১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।

অপসেচন বিষয়ক।

১৬০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বঙ্গদেশের বীধ বিষয়ক ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৪৩ ধারার শেষ একশ্লোকে এই আদেশ করিলেন, যে, নিম্নলিখিত যে বীধ ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের D চিহ্নিত ওফসীলে লেখা যায় নাট, তাহা তদ্ব্যযো করা যাইবে এবং গবর্নমেন্টে যত দিন পঞ্চায় গ্রাম ইন্সট্রেক্টর মালিক থাকেন তত দিন তাহা তদ্ব্যযো থাকিবে।

পঞ্চায় গ্রাম বীধ।

পঞ্চায় গ্রাম গবর্নমেন্ট ইন্সট্রেক্ট এই বীধ ত্র্যামাদিক ৩ মাইল ১৪০০ ফুট দীর্ঘ এক টানা বীধ। ইহা কালিকাপুর গ্রামে আরম্ভ হইয়া কলিকাতা পরগনার ডিবি পঞ্চায় গ্রামের শৌখান্দ ও গোতাল গ্রামে শেষ হয়।

১৬১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত মহর থানার আধারকিলা গ্রামে কালেক্টরের আফিস করবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমিগুয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের মিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত আধারকিলা গ্রামে কয়টিম ৫০০ আনাধিক ৮/৩ কাঠা ১৮ ধুর ১৮ ছতাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও কালেক্টর সাহেবের আফিস বাড়ী পশ্চিম সীমা আধারকিলা অবাধ কিরাদিবাঙ্গার পর্দান্ত যাইবার গবর্নমেন্টের পথ, দক্ষিণ সীমা অজ সাহেবের আদালত ঘর, এবং পূর্ব সীমা থিলা অমি ও শিবলাল তেওয়ারির পুকুরিণী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এক, ই, এস, মীল, মেতর, এস, এস, সি,  
পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আশ্বিন।]





# গবর্ণমেন্ট গেজেট

---

TUESDAY, APRIL 15, 1884.

---

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

---

অক্টব বণ্ড।

ইশতিহার প্রভৃতি।

৮০ ডোলাব সেহেব্ব হিসাবে

ବଜ୍ରହସ୍ୟ । ମାଧ୍ୟମିକମ୍ ଜିନ ।

मध्यममेव विना ।

[Government Gazette, 16th April 1884.]

অবধি শুক্লাদি খাদ্যাদি ও জালানি কাঠ ও শবণ খুজরা বিক্রয়ের ব্যক্তিগণ নহ।

উঃকঃর বঃর ৭ঃ৩ঃরঃ বঃর ।

৪০ সেতুর ধলেশ  
(খোকে শিকড়ের মত)

[illegible]

ਸਭ (੧) ਨਾ . ਸਿੰਘ ਨਿਕਤੁ ਜਿਨਾ ।

[illegible]

ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।

[illegible]

অ। সঠিক'লার ৭ মারি'টি মহকুয়ায় লদে। বুল'বা দ'ব' তাঁ'র ১২ সেত।

অ। বহুকাল ধন জন যুগে নষ্ট হইয়াছে—নিবন্ধ, মাহিরা ও মড়াহলে ২ মের এবং বনগায়ে ১০ মের।

ଅ. ନାମ ଓ ନା. । କୁମାର ସବ୍ୟସାଚୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ଡାକ୍ତର ୧୨ ମେ. ।

ট। বনুদীপাল পের দুজনী ন. টাকী. এই. -গ ওবা গ্রি হ সেও ৫২৯ লিলাবাডিডে। ২ সেও।

୫ । ଲେଖା ଦେବୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ।

ଡ। ଅନୁସୂଚିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଟିକିଟ୍ ୧୦ ଟଙ୍କା ।

কসব।	জিলা।	১০ ডোলার সেরের হিসাবে									
		গম।		যব।		ডাল চাউল।		সামান্য চাউল।		কক্ক ও মজরা।	
		এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন	গজ বৎসরের এই সজ্জাঘের রিটর্ন	এই সজ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘের রিটর্ন

## পূর্কমিকস্থ জিলা।

	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮ চাঁকা ...	১১	১৫	১৪	১৩	১৬	১৪	১৩	১৩	১৫	১৫	১৫	১২	...	...	...	...	...	...
১৯ বরীদপুর ..	১২	১২	১২	১৫	১৫	১৫	১৪	১৩	১২	১৫	১৪	১৪	...	...	...	...	...	...
২০ বাকরগঞ্জ ..	...	...	...	...	...	১৫	১৫	১২	১৮	১৮	১৩	...	...	...	...	...	...	...
২১ ময়মসিংহঃ	১৩	১৩	১২	...	...	...	১২	১২	১১	১৪	১৪	১৩	...	...	...	...	...	...
২২ চট্টগ্রাম	১২	১০	১২	...	...	...	১৩	১৪	১৩	১৭	১২	১২	...	...	...	...	...	...
২৩ বগুয়াতী	...	...	...	...	...	...	১৬	১৬	১২	১৮	১৮	১৩	...	...	...	...	...	...
২৪ ত্রিপুরা	১৩	১৩	১২	...	...	...	১৩	১৩	১০	১৭	১৩	১৩	...	...	...	...	...	...
২৫ টুঙ্গাঘেরশ-	...	...	...	...	...	...	১৩	১৩	১৩	১৬	১৪	১৭	...	...	...	...	...	...
২৬ টুঙ্গাঘেরশ- দুই প্রদে ত্রিপুরা গরুত	১২	২	১০	...	...	...	১৩	১৩	১০	১৮	১৭	১৭	...	...	...	...	...	...

## বেহার।

২৬	পাটনা	১২	১০	১৭	১৫	১১	১২	১৩	১৩	১৪	১৫	১৩	১২	...	...	...	...	...
২৭	গয়া	১৭	১৩	১২	১২	১১	১০	১০	১২	১৪	১৪	১৮	...	...	...	...	...	
২৮	সাহাবান	১৮-১০	১৭-১০	১৮	১৪	১৩	১৩	১২	১৩-১৩	১৪-১৪	১৮-১২	১৪	১৪	১২	১১	১২	১৩	১০
২৯	দারভাঙ্গা	১৩	১৫	১৫	...	১৩	১৫	১৩	১৫	১৪	১৪	১২	...	...	...	...	...	
৩০	বাকরপুর	১৭	১৭	১১	১১	১২	১৫	১১	১১	১২	১৩	১৪	১২	...	...	...	...	
৩১	সায়ন	১৭	১৭	১৩	১৪	১৩	১২	১৮	১৮	১০	১২	১২	১৮	...	...	১১	১৩	১৪
৩২	গান্ধারন	১৮	১৬	১২	...	১২	১২	১২	১৫	১৪	১৪	১৮	...	...	...	...	...	
৩৩	মুন্সের	১১	১৮	১৮	১১	১১	১৭	১১	১১	১৪	১৪	১৮	১৮	১৬	...	...	...	...
৩৪	বাগলপুর	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩

চ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ২২—ম নিওগঞ্জে ১১ সের, মুন্সীগঞ্জে ১০১/৪ সের ও সারায়গঞ্জে ১৩ সের।

ণ। গোয়ালন্দ ও বাসারপু মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১৩ সের।

ত। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ২২—পিরোজপুরে ১১ সের, পটুয়াখালিতে ১০১/২ সের ও ভোলায় ১০ সের।

থ। এই এই —কিশোরীগঞ্জে ১০১/২ সের, জাটয়ায় ১২ সের, আমালপুরে ১১ সের  
মেত্রকোণায় ১২/১ সের।

দ। কলকাতার মহকুমায় ডাল চাউল ১৭ সের, সামান্য চাউল ১০ সের, আলানী কাঠ ৫৪ সের এবং লবণ টাকায় ১০ সের বিক্রয় হইতেছে।

ধ। ময়মনসিংহের খুজরা দর টাকায় ১৯ সের অবধি ১২ সের পর্যন্ত।

ন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ২২/১ সের।

ଡିକାର ସବୁ ମାଣି ଦାନ ।

[illegible]

१. श्रीमद् विष्णु ।

[illegible]

ବେଢ଼ି ।

...	...	...	116	112	112	112	112	112	21.0	21.0	21.0	10.1	10.1	10.1	2.40	0.0	24	পাটিকা।
...	...	...	...	...	...	112	112	112	8.10	8.10	8.10	12	12	12	2.10	2.10	2.10	গহণ।
...	112	...	112	112	...	118	110	116	0.1	0.1	0.1	12	12	12	0.1	0.1	0.1	ল্যাভারি।
11.00	112	5.0	11.00	11.00	11.0	...	110	116	8.10	8.10	8.10	12	12	12	0.10	0.10	0.10	হাতিভা।
...	...	...	11.01	11.0	5.1	12	11	112	2.10	2.10	2.10	12	12	12	2.10	2.10	2.10	বকরপুত্র।
11.6	118	112	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	8.10	8.10	8.10	12	12	12	2.10	2.10	2.10	গহণ।
...	...	...	11.1	11.2	11.3	11.2	11.0	...	...	...	11.1	11	12	0.10	2.10	0.1	চন্দ্রাবা।	
...	...	...	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	2.10	2.10	2.10	10.1	12.1	12.1	2.40	0.1	0.1	কুঞ্জ।
...	...	...	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	0.10	0.10	0.10	12.1	12.1	12.1	0.1	0.1	0.1	ভাগিনপুত্র।

৭। নবমহে লবণের খুয়র। দ্রু টাকার ১০ সের।

ক। ২২ কুসুম সর্বদেব মুজারী ঘর টাকার এই—মা গীতায় ১২ সেত, বজারে ১।। সের এবং ভুয়ায় ১২ সেত।

১- ডাঃপুরে ১২ মে ৩ ও মধুদনীতে ১১ মে ৪।

১—গীতাশ্রীতে ১১ সের ও ভাণ্ডপুড়ে ১২ সের বকসলে কখনও  
১১ সের/১২ সের অংশ ১২ সের পর্যন্ত বিক্রয় হয়।

—সেওয়ামে। ১০ সের ও গোপালগঞ্জে ১২ সের।

৪। অক্ষাংশ লম্বাঘন বৃত্তেরা ধর টীকায় ১০ সের অবধি। ২। সের পর্যন্ত।

১১। —বীকার ১২ সের, সুপোলে ১১ সের এবং বকেপুত্রার ১০। সের, ।

[গদ্যযোজ্যেতে : ১০৮ । : ৫ অংশিত।]



৮০ তোলায় সেরের হিসাবে

খবর	জিলা।	গব।			ষব।			তাল চাউল।			নাখান্য চাউল			কয় ও বাজরা।			চোলব ও জোয়ার।		
		এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন

বেহার।

		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
৩৫	পুরনিয়া ..	১৭	১৪	১৭	...	...	...	১৩	১৩	১৮	১৪	১৪	১১	...	...	...	...	...	...
৩৬	খালদহ ..	১১	১১	৮	১১	...	...	১২	১১	১০	১৫	১০	১০	...	...	...	...	...	...
৩৭	সীতাল পর- গন্না।	১৩	১৭	১৫	...	...	...	১৪	১০	১৩	১৭	১৭	১২	...	...	...	...	...	...

উড়িষ্যা।

৩৮	কটক	১৮	১৫	১৫	...	...	...	১৩	১৩	১৭	১৮	১১	১১	...	...	...	...	...	...
৩৯	পুন্ডী ...	১৫	১৫	১৫	...	...	...	১৫	১৫	১৬	১২	১১	১২	...	...	...	...	...	...
৪০	বালেশ্বর ...	১৪	১৪	১৪	১০	...	...	১৬	১৬	১৬	১১	১১	১০	১২	...	...	...	...	...

ছোট নাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমীয়াসের এজেন্টী।

৪১	বাজারীবাগ...	১৫	১৫	১৮	...	...	১৪	১০	১২	১২	১৫	১৫	১১	...	...	...	...	...	...
৪২	লোহারডগা ...	১৫	১৪	১০	১০	১০	১৪	১৪	১৪	১৮	১৮	১৮	১২	...	...	...	...	...	...
৪৩	সিংহভূম ...	১৬	১৬	১৬	১৪	১৪	১০	১০	১০	১৮	১৪	১৪	১৪	১২	...	...	...	...	...
৪৪	দাশভূম ...	১৪	১৪	১৬	১৫	...	...	১৬	১৫	১৮	১২	১২	১২	১১	...	...	...	...	...

\* মকসলে সামান্য চাউলের খুজরা দর টাকায় ১৩।০০ সের অবধি। ১৩।০ সের পর্যন্ত।

বঃ। মকসুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—কুন্ডগঞ্জে ১০ সের, অরবিয়া ১২ সের।

বঃ। মকসুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—দেওঘরে ১২।১ সের দুখকায় ১২ সের, এবং গদার ১২ সের।

কলকাতা,  
১৮৮৪ সাল, ৮ এপ্রিল।

টাকার বড় পাওয়া যায়।

৪০ সেরের লবণের  
খোঁকে বিক্রয়ের দর।

রাস্তা বা বাড়িওয়ার ও চৌবা।	ভাষের।	হোল।	ভালানিকার্ত।	লবণ।	লবণ।
এই সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের দ্রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের দ্রিটন	এই সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের দ্রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের দ্রিটন
এই সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের দ্রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের দ্রিটন	এই সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের দ্রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের দ্রিটন
এই সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের দ্রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের দ্রিটন	এই সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের দ্রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের দ্রিটন
এই সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের দ্রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের দ্রিটন	এই সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের দ্রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের দ্রিটন
এই সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের দ্রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের দ্রিটন	এই সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের দ্রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের দ্রিটন
এই সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের দ্রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের দ্রিটন	এই সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের দ্রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের দ্রিটন
এই সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের দ্রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের দ্রিটন	এই সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের দ্রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের দ্রিটন
এই সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের দ্রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের দ্রিটন	এই সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের দ্রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের দ্রিটন
এই সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের দ্রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের দ্রিটন	এই সস্তাঘের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের দ্রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের দ্রিটন

জিলা।

বেহার।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	পূর্ণিমা।
...	...	...	...	...	...	১৭	১৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	৩১০	৩১০	৩১০	পূর্ণিমা।
...	...	...	...	...	...	১২	১২	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	৩১০	৩১০	৩১০	মাসদর।
...	...	...	...	...	...	১৩	১৩	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	৩১০	৩১০	৩১০	সাঁওতাল পরাগবা।

উড়িষ্যা।

১০১	১০১	১০১	...	...	...	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	কটক।
...	...	...	...	...	...	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	পুরী।
...	...	...	...	...	...	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	বালেশ্বর।

ছোট সাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমাকালের এজেন্ট।

১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	১১৬	হাজারীবাগ।
১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	শোনারডগা।
...	...	...	...	...	...	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	সিহখড়।
...	...	...	...	...	...	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	বাঁবড়।

৪৫। ভদ্রক মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ৮ সের।

৪৬। গিরিধি মহকুমায় অমৃতগুণ্ড ( খরকদিয়ায় ) লবণের খুজরা দর টাকায় ১১। সের।

৪৭। গোবিন্দপুর মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের।

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

কোলম্যান বেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব

ক্রমিক সংখ্যা	স্থান	১০ মেসের														
		ময়।			জুন।			জানু. অক্টোব.			সেপ্টেম. অক্টোব.			কলকাতা		
		এই গজাঘরের ফিট	ইহার পূর্বে গজাঘরের ফিট	গজাঘরের এই গজাঘরের ফিট	এই গজাঘরের ফিট	ইহার পূর্বে গজাঘরের ফিট	গজাঘরের এই গজাঘরের ফিট	এই গজাঘরের ফিট	ইহার পূর্বে গজাঘরের ফিট	গজাঘরের এই গজাঘরের ফিট	এই গজাঘরের ফিট	ইহার পূর্বে গজাঘরের ফিট	গজাঘরের এই গজাঘরের ফিট	এই গজাঘরের ফিট	ইহার পূর্বে গজাঘরের ফিট	গজাঘরের এই গজাঘরের ফিট
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	কলিকাতা ...	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
২	শেরপুর ...	২০	২০	২০	...	...	...	৪১০	৪২০	৪৩০	২৫০	২৫০	২৫০	...	...	...
৩	ঢাকা ...	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	...	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫	...	...
৪	বাংলা ...	...	...	...	...	...	...	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	...	...	...
৫	চট্টগ্রাম ...	৩৫	৩৫	৩৫	...	...	...	৩৫	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	...	...	...
৬	পাটনা ...	১৫০	১৫০	১৫০	১৫০	১৫০	১৫০	৩৫	৩৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	৩৫	...	...
৭	বালেশ্বর ...	২৫০	২৫০	২৫০	...	...	...	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	৩৫	...	...
৮	পূর্বা ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৫০	২৫০	২৫০	৩৫	...	...
৯	কটক ...	২৫	২৫	৩৫	...	...	...	৩৫	৩৫	২৫০	২৫	২৫০	২৫০	...	...	...

কলিকাতা,  
১৮৮৪ সাল ৮ জুলাই।

କଟକର ମନ୍ତ୍ର ।

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

কোলম্যান সেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

कुम्भिविषयक हे सुहास ।

১৯৫২ সালের ১১ জুলাইয়ের ও খায়ার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জ্ঞানান যাইতেছে যে, তিন বর্ষের অধিক বয়সের অধিকারী ব্যক্তি যেরূপ যে সকল দাবী ১৯৮৪ সালের ২২ জুলাই দিবসে দেও হইলে দাকৌরাজবের ব্যাংগ এচনিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি কাহে তাক্ষা আদায় নিশিত ১৯৮৪ সালের ১১ এপ্রিল মোঃ ১২৯১। ৫ টেরাখ হজলবাব দিবসে প্রকাশ্য স্থানায়ে নিরোশবে বিক্রয় হইবে। ১৯৮৪ সাল তাইখ ২৯ সেব্রাবরি।

ନିମ୍ନ

( 856 )

কাজ চাটোপাধ্যায়ের জন্ম তারিখ ও বংশোদ্ভূততার বিষয়ে	কাজ চাটোপাধ্যায়ের জন্ম তারিখ ও বংশোদ্ভূততার বিষয়ে	কাজ চাটোপাধ্যায়ের জন্ম তারিখ ও বংশোদ্ভূততার বিষয়ে	কাজ চাটোপাধ্যায়ের জন্ম তারিখ ও বংশোদ্ভূততার বিষয়ে	কাজ চাটোপাধ্যায়ের জন্ম তারিখ ও বংশোদ্ভূততার বিষয়ে	কাজ চাটোপাধ্যায়ের জন্ম তারিখ ও বংশোদ্ভূততার বিষয়ে	কাজ চাটোপাধ্যায়ের জন্ম তারিখ ও বংশোদ্ভূততার বিষয়ে	কাজ চাটোপাধ্যায়ের জন্ম তারিখ ও বংশোদ্ভূততার বিষয়ে	কাজ চাটোপাধ্যায়ের জন্ম তারিখ ও বংশোদ্ভূততার বিষয়ে
১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১
১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১
১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১
১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১	১৯১১







## NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c., to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 14, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs, (1) at Krishnagbur for officers employed in the Nuddea district, (1) at Jessore Sudder Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorshidabad district.

A. SMITH,  
Officiating Commissioner.

## Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only* at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

## গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কন্সটারিগন সাধারণ ও দাতব্য কার্খার জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪১০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮১০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬১০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫১০ টাকা; ৮ আউন্স টীন ১০১০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০১ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়, উপরের লিখিত মূল্য বাতিল প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ২০ বাট আনা, ডাকমাশুল দিতে হইবে।

## জ্বরনাশক দানাবাক্সা সিন্‌কোনা ।

মাল সিন্‌কোনা ছািল হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানাবাক্সা, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিলার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কন্সটারিগন সাধারণ ও দাতব্য কার্খার জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে ২৫২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ১০ বাট আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

## The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

\*. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPR. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

[Government Gazette, 15th April 1874]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিট প্রেসে বিক্রয়ার্থে পাঠ্য ।

সারসংক্ষেপ-রূপে ও উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গদেশের সমস্ত জমিদারি নিয়ুক্ত বঙ্গবাসিনের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশনস জজ ও বেঙ্গল-কমিশনারের সম্মুখে, ১০০০ টাকার মধ্যে হইতে সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, সার্জেন্টের প্রণীত বঙ্গদেশের জমিদারি লেন্ডলর্ড অ্যান্ড টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাবলী প্রদেশের সুপ্রিমকোর্ট ও প্রজাতিসংকট আইন সংক্রান্ত।

একটি খামি পুস্তকের মূল্য ৫ পাঁচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিটের অ্যাকৌন্ট্যান্টের নিকট একটি খামি পুস্তকের মূল্য এবং ভাড়া মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন ।

বঙ্গবাসী।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে ।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mofussil.			Rs. A. P.		
Entire Gazette	...	...	10	0	0 per annum.
Postage	...	...	2	8	0 "
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal					
...	...	...	4	0	0 "
Postage	...	...	1	0	0 "
For a single copy—					
Entire Gazette	...	...	0	4	0
Postage	...	...	0	1	0
Parts III, IV, V, and VI	...	...	0	1	0
for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.					
Postage	...	...	0	1	0

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ১৫ আশ্বিন । ]

## বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাক্সালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত  
ধারে লিখিত দিতে হইবে :—

## মকঃমলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	৪২সর	১৭
ডাকমাশুল	...		২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (বাছাতে ডাকডেলের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আর্ডিনের গাণ্ডুলিপি থাকে)	...		৪৭
ডাকমাশুল	...		১৭
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটে মূল্য	...		১০
ডাকমাশুল	...		১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার বা তাহার নূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) ...	...		১০
			৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার প্রতি আর এক আনা।
ডাকমাশুল	...		১০

## কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃমলে সমস্ত মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এম বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট প্রিন্টার।

## NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

							Rs.
Full page, per issue	...	...	...	...	...	...	20
Half "	...	...	...	...	...	...	10
Casual advertisements.—4 annas per line.							

[Government Gazette, 15th April 1884.]

### বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাজাল গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাউবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আদেশপত্রাতিরিক্ত এই মন্তব্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাজাল সেক্রেটারিয়েট ভাণ্ডারানাছিতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ভাণ্ডারানাছির কোন নথি কয়দা হইতে চাহিলে উল্লিখিত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অর্থদণ্ড বাজাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্টিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা হইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিম্বোন্ট বাক্স দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডব্লিউ, বন্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্টিহার প্রকাশ কবিস্থার দ্বার এইঃ—

টাকা।

পুরা এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের	...	...	২০২
আধ পৃষ্ঠা	"	...	১০১
কখনই ইশ্টিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই পৃষ্ঠা	...	...	১০

### বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের যন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিংমেড ওয়েস্ট টৌনহালের ভাণ্ডারস্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিলে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া আবেদনপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, বাকার স্পিড কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১২ অপ্রিল।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বস্থানস্বয়ে গবর্ণমেন্টের জন্যে জি.ইউ. এডউইন বরিস লুইস সাইকেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।





# গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 22, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

## CONTENTS.

	PAGE.	নিবন্ধ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India .. ..	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ... ..	বাই।
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ... ..	391—407	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ... ..	৩৯১—৪০৭
PART III.—Acts of the Legislative Council of India .. ..	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ... ..	বাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India .. ..	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ... ..	বাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ... ..	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ... ..	বাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ... ..	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ... ..	বাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ... ..	27—29	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ... ..	২৭—২৯
PART VIII.—Advertisements ... ..	427—434	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহাফ প্রতীতি ... ..	৪২৭—৪৩৪
SUPPLEMENT ... ..	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট ... ..	বাই।

## PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রতীতি।

# ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1926 A.

**GENERAL.**—*The 9th April 1884.*—Mr. C. B. Garrett, Officiating District and Sessions Judge, Patna, is appointed to act as Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, during the absence, on leave, of Mr. T. T. Allen, or until further orders.

*The 12th April 1884.*—Mr. A. W. Paul, Joint-Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is transferred temporarily to the sudder station of the Nuddea district.

Mr. W. H. Page, Officiating District and Sessions Judge of Bhagulpore, returned to duty on the afternoon of the 21st March 1884, instead of the 22nd idem, as previously notified.

Baboo Girendra Nath Mittra, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hazaribagh, is allowed leave for one month, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 24th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

*The 14th April 1884.*—Dr. K. B. Stuart is appointed to be Coroner of Calcutta, *vice* Mr. B. L. Gupta, resigned.

Mr. J. A. Craven, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Godda sub-division of the Sonthal Pergunnahs district, is transferred to Jamtara in the same district.

Mr. F. Grant, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Doomka, Sonthal Pergunnahs is appointed to have charge of the Godda sub-division in that district.

Baboo Chunder Narayan Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jamtara, Sonthal Pergunnahs, is transferred to the sudder station of that district.

*The 15th April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. O. R. Edwards of his commission as a Lieutenant in the Behar Mounted Rifle Corps.

Troop Sergeant-Major F. A. Shaw is appointed to be a Lieutenant in the Behar Mounted Rifle Corps, *vice* Mr. A. O. R. Edwards.

**LEGISLATIVE.**—*The 12th April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by the Hon'ble H. Beverley of his seat in the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal for making Laws and Regulations.

**MARINE.**—*The 10th April 1884.*—The services of Captain J. Brebner, Officiating Port Officer, Calcutta, are replaced at the disposal of the Government of India in the Military Department.

**OPIMUM.**—*The 12th April 1884.*—Mr. W. D. Ridsdale, Sub-Deputy Opium Agent, Fyzabad, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th instant.

**MEDICAL.**—*The 9th April 1884.*—Assistant Apothecary L. J. Reilly is confirmed in his appointment as Assistant Apothecary of the Presidency General Hospital, *vice* Mr. P. Heher, resigned.

*The 12th April 1884.*—Assistant Surgeon Bollye Chunder Sen, Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Scaldah, is allowed leave for one month and a half, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Devendra Nath Roy is appointed to act as Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Scaldah, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Bollye Chunder Sen, or until further orders.

Surgeon R. D. Murray, Officiating Civil Surgeon of Burdwan, is appointed to act as Civil Surgeon of Jessore, during the absence, on leave, of Dr. D. W. D. Comins, or until further orders.

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

১৯২৬ A দফা।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ৯ আগ্রিল।—জিহুত টি, টি, আলেন সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি-কালে অথবা বাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাটনার একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জিহুত সি, বি, গারেট সাহেব রাজকীয় বৌদ্ধদয়ার সুপারিন্টেন্ডেন্টের ও প্রযোজকের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ আগ্রিল।—২৪ পরগনার আইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত এ, ডবলিউ, পাল সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে নদীরা জিলার সদর যোঁকামে প্রেরিত হইলেন।

ভাগলপুরের একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জিহুত ডবলিউ, এচ, পেজ সাহেব পূর্বে প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ২২ মার্চের কর্তব্য প্রত্যাগমন না করিয়া ২১ তারিখের অপরাহ্নে কর্তব্য প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

কাজিবাগের বিয়ৎকালীন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত বাবু গিরীজমাধব মিত্র, এই মাসের ২৪ তারিখ অবধি অথবা তাঁহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কাযাকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—জিহুত বি, এল, গুপ্ত কর্তব্য ভাগ করাতে ডাক্তর জিহুত কে, বি, ঠুয়াট সাহেব কলিকাতার করণনগর পদে নিযুক্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত গদা মহকুমার কার্খোর অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত জে, এ, ক্রাভেন সাহেব সেই জিলার অন্তর্গত আমতারার প্রেরিত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত এক, গ্রাণ্ট সাহেব উক্ত জিলার অন্তর্গত গদা মহকুমার কার্খোর ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত আমতারার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত ববু হুজ নারায়ণ গুপ্ত উক্ত জিলার সদর যোঁকামে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ আগ্রিল।—জিহুত এ, ও, আর, এডওয়ার্ডস সাহেব বিহারের অনারোহী রাইফল দলের লেপ্টেনেন্টস্বরূপ স্বীয় কমিশন ভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

জিহুত এ, ও, আর, এডওয়ার্ডস সাহেবের পরিবর্তে ট্রপ সার্জেন্ট-মেজর জিহুত এক, এ, শা সাহেব বিহারের অনারোহী রাইফল দলের লেপ্টেনেন্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ব্যবস্থাপন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১২ আগ্রিল।—মান্যবর জিহুত এচ, বেবলী সাহেব আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের মন্ত্রিসভার স্বীয় আসন ভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

সমুদ্রসম্পর্কীয়।—১৮৮৪ সাল ১০ আগ্রিল।—কলিকাতা বন্দরের একটি কর্তৃপক্ষ কাণ্ডান জিহুত জে, ব্রবমর সাহেব মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজায়ীম পুনঃসংস্থাপিত হইলেন।

আফীন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১২ আগ্রিল।—ফজলাবাদের আফিনের সর্ব-ডেপুটি এজেন্ট জিহুত ডবলিউ, ডি, রিডস্‌ডেল সাহেব সিবিল কাযাকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১০ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৯ আগ্রিল।—জিহুত পি, চেহর সাহেব কর্তব্য ভাগ করাতে আনিস্টাণ্ট আপাথিকারি জিহুত এল, জে, রাইলী সাহেব প্রেসিডেন্সী জেনরল হাঁস্পাতালের আনিস্টাণ্ট আপাথিকারিস্বরূপ স্বীয় পদে স্থায়িকপে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ আগ্রিল।—শিয়ালদহের কাঁচেল মেডিক্যাল স্কুলের ঐযথ বিদ্যার শিক্ষক আনিস্টাণ্ট-সর্জন জিহুত বলাইচাঁদ সেন যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কাযাকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দেড় মাসের ছুটি পাইলেন।

আনিস্টাণ্ট সর্জন জিহুত বলাইচাঁদ সেনের ছুটিপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা বাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, আনিস্টাণ্ট সর্জন জিহুত দেবেন্দ্রনাথ রায় শিয়ালদহের কাঁচেল মেডিক্যাল স্কুলের ঐযথ বিদ্যার শিক্ষকের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তর জিহুত ডি, ডবলিউ, কমিন্স সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা বাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বর্ডমানের একটি সিবিল চিকিৎসক সর্জন জিহুত আর, ডি, মরে সাহেব বশোৎতরের সিবিল চিকিৎসকের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আগ্রিল। ]



**MUNICIPAL.**—*The 3rd April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Kishoregunge Municipality, in the district of Mymensingh, of Baboo Nobin Chandra Sen to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Bali Municipality of Baboo Abinas Chunder Banerjee to be their Vice-Chairman.

*The 8th April 1884.*—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Midnapore Municipality :—

Baboo Kedar Nath Banerjee.

Baboo Rajendro Lal Mookerjee.

„ Kali Kamal Sirkar.

Dr. J. L. Phillips.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Kartic Chunder Mittra.

Moonshee Mahomed Jan.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Tumlook Municipality, in the district of Midnapore :—

Baboo Rajendra Lal Gupta.

Baboo Indra Narayan Prodhan.

Moulvi Sujant Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector.

Civil Hospital Assistant Syama Churn Mullick is appointed to be a Commissioner of the above municipality.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Utterparah Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo Umbica Charan Banerjee to be their Vice-Chairman.

*The 9th April 1884.*—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Burdwan Municipality :—

Mr. J. Masters, District Superintendent of Police.

Baboo Tara Prosad Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector.

The following notification is re-published from the *Assam Gazette* :—

*No. 20.—The 2nd April 1884.*—In exercise of the power conferred upon him by section 29 of Act VI of 1871 (the Bengal Civil Courts Act), the Chief Commissioner is pleased to invest Baboo Hara Sundar Chakravarti, Munsif of Karimganj, in the Sylhet district, with the powers of a Judge of a Small Cause Court for the trial of suits cognizable by such Courts up to the amount of Rs. 50 within the local limits of his jurisdiction.

F. B. PEACOCK,

*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 14th April 1884.*—Under section 4 of Act VII of 1871 (the Indian Emigration Act), the Lieutenant-Governor approves the appointment of Mr. R. W. S. Mitchell as Emigration Agent at Calcutta for British Guiana in place of Mr. H. A. Firth, deceased.

A. P. MACDONNELL,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 3rd April 1884.*—In the exercise of the powers conferred upon him by section 234, Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor is pleased, on the recommendation of the Commissioners of the municipality of Culna, in the district of Burdwan, made at a meeting, to order that the provisions of sections 233 to 277 and 285 to 291, Part VII, Chapter II of the said Act shall be in force in the said municipality.

COLMAN MACAULAY,

*Secretary to the Govt. of Bengal.*

[*Government Gazette, 22nd April 1884.*]

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরেরা জিহুত বাবু নবীনচন্দ্র সেনকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করিতে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

বালি মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরেরা জিহুত বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করিতে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জিহুত বাবু কেশবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জিহুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

.. .. কালীকমল সরকার।

ডাক্তার জিহুত জে, এল, ফিলিপস সাহেব।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

জিহুত বাবু কান্তিকচন্দ্র মিত্র।

জিহুত মুন্সী মহম্মদ জাম।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত কুমিল্লা মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

জিহুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

জিহুত বাবু ইন্দ্রনাথ প্রধান।

সদ-ডেপুটী কালেক্টর জিহুত মোলবী মুজিবুল্লাহ আহম্মদ।

সিবিএল ইন্সপেক্টর অফিস্ট্যান্ট জিহুত শ্যামচরণ মল্লিক উক্ত মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

হুগলী জিলার অন্তর্গত উত্তরপাড়া মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরেরা জিহুত বাবু অধিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করিতে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ আশ্বিন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বর্দ্ধমান মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

পোলিশের ডিস্ট্রিক্ট স্পেরিটেনেন্ট জিহুত জে, মার্টিন সাহেব।

ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিহুত বাবু তরাজসাদ চট্টোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আলাম গেজেট কর্তে উদ্ধৃত করা গেল।—

২০ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২ আশ্বিন।—জিহুত প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭১ সালের ৬ আইনের ২৯ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি জিহুত জিলার অন্তর্গত ক্রিমগঞ্জের মুনসেফ জিহুত বাবু হরমন্দের একবস্ত্রিক তদীয় দিচারাদিপত্রের তালিকা সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য ৫০৭ টাকা পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের অধীর ক্ষমতা দিলেন।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।—এচ, এ. কর্থ সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ত্রিদেশ গমন বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের ৭ আইনের ৪ ধারামতে ব্রিটিশ গায়নার পক্ষে কলিকাতার বিদেশপার্সিদের এজেন্টের পদে জিহুত অর, ডবলিউ, এল, মিচল সাহেবের নিয়োগ অনুমোদন করিলেন।

এ, পি, মাকডেনল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৩৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনা মুন্সিপালিটীর সভাপতি কমিশ্যনরের অরুরোধক্রমে এই আদেশ করিলেন যে, উক্ত আইনের ২ অধ্যায়ের ৭ পরিচ্ছেদের ১৩৩ অবধি ২৭৭ পর্যন্ত ধারার এবং ২৮৫ অবধি ২৯১ পর্যন্ত ধারার বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রবল হইবে।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২২ আশ্বিন । ]

## NOTIFICATION.

*The 7th April 1884.*—Whereas a notification, dated 18th January 1884, was published at page 215, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 23rd idem. declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the District Road Committee of Julpigoree under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to those bye-laws, it is hereby notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 7th April 1884.*—So much of the declaration, dated the 17th May 1882, published at page 467 of the *Calcutta Gazette* of the 31st May 1882, as refers to the acquisition of the premises Nos. 15, 16, and 16-1, Jora Bagan Street; Nos. 22 and 23, Nintollah Ghat Street; and Nos. 8, 9, and 10, Ockhoy Chunder Dutt's Lane is hereby cancelled.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 11th April 1884.*—The following gentlemen are re-appointed, under section 28, Act V (B. C.) of 1876, to be Commissioners of the Howrah Municipality:—

Mr. W. Stalkartt.	Baboo Huro Mohun Mukerjea.
Dr. R. N. Burgess.	„ Chunder Coomar Bauerjea.
Mr. P. N. Banerjea	„ Kally Coomar Coondoo.
Baboo Kedarnath Bhattacharjea.	Pundit Hariuath Sharmah.
„ Jagat Chander Bauerjea.	

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 15th April 1884.*—By Financial Notification No. 3908, dated 19th June 1874, published at page 352, Part I of the *Gazette of India* of the 20th June 1874, the Government of India prescribed the use under the General Stamp Act of the locally made bi-colour (blue and black) non-judicial stamps, <sup>SO</sup> as well as of the impressed stamps of new designs manufactured in England. <sup>et</sup>

2. As it is desirable that the new stamps should now be exclusively used, it is hereby notified for general information that impressed non-judicial stamps of the new design will be issued in exchange for unused bi-colour non-judicial stamps of equal value by Treasury Officers, on application being made to them within three months from the date of the publication of this notice.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## DECLARATION.

*The 3rd April 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for excavating a tank in Mohullah Mohorumpur, in the town of Patna, pergunnah Azimabad, in the district of Patna, it is hereby declared that

[*Government Gazette, 22nd April 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ৮০ ধারামতে জলপাইগুড়ি জিলার পঞ্চমিটার প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ১৮ জুলাইর এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ২৯ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেল। উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমাস হেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন।—১৮৮২ সালের জুন মাসের ৬ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের ৫৮৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮০ সালের ১৭ মের বিজ্ঞাপনের যে পর্যন্ত যোড়বাগান স্ট্রীটের ১৫, ১৬ ও ১৬—১ নং এবং নিমতলা স্ট্রীটের ২৩ ও ২৩ নং এবং অক্ষয়চন্দ্র দত্তের পেমের ৮, ৯ ও ১০ নং বাড়ী গ্রহণ বিষয়ে সম্পর্ক রাখে সেই পর্যন্ত এতদ্বারা রহিত করা গেল।

কোলমাস হেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮২ সাল ১১ আশ্বিন।—নিম্নলিখিত মতামতের ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ২৮ ধারামতে হাবড়া মুনিসিপালিটির কমিশনারের পক্ষে নিম্নলিখিত নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত ডবলিউ ফিলকাট সাহেব।

ডাক্তার জিহুত আর, এন, বর্জেন সাহেব।

জিহুত পি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়।

,, বাবু কেশব নাথ ভট্টাচার্য।

জিহুত বাবু অগতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

,, ,, হরমোহন মুখোপাধ্যায়।

,, ,, চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

,, ,, কালীকুমার কুতু।

পণ্ডিত জিহুত হরিনাথ শর্মা।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন।—১৮৭৪ সালের জুন মাসের ৩০ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৫৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৭৪ সালের ১৯ জুনের ৩৯০৮ নং রাজস্ব সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনক্রমে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট মাদারন ইন্সটিটিউট আইনমতে এতদ্বশে প্রস্তুত (নৌ ও কাণ) দ্বিরঙ্গের বিচার-কাল সংক্রান্ত ইন্সটিটিউট ও ইংলণ্ডে প্রস্তুত নবকল্পিত ছাপা করা ইন্সটিটিউট ব্যবহার নির্দেশ করেন।

২। নূতন ইন্সটিটিউট একত্রে সর্বত্রোভাবে ব্যবহার কর ইহা বাঙালীয় ভাষাতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপন প্রণীত হইবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে বাঙ্গলাখানার জুজুমের নিকট প্রার্থনা করা গেলে তাঁহারা বিচারকাণ্ড সংক্রান্ত ইন্সটিটিউট অথবা তুল্য মূল্যের দ্বিরঙ্গের ইন্সটিটিউট লইয়া বিচারকাণ্ড সংক্রান্ত নবকল্পিত ছাপা করা ইন্সটিটিউট দিবে।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগনার পাটনা শহরের বহরমপুর মহল্লায় পুষ্করিণী খনন করণার্থে পাটনা মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আশ্বিন।]

for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 acre and 33 perches is required.

The land is bounded on the north by the public road, on the south by land belonging to the East Indian Railway Company, on the east and west by the cultivated land of Mohorumpur.

This declaration is made, under the provisions of section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land required is filed in the office of the Commissioners for public inspection.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal*

#### DECLARATION.

*The 5th April 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the South Suburban Municipality for a public purpose, viz. for widening the Dum-Duma road, in the village of Dum-Duma, pergunnah Magoorah, zillah 24-Pergunnahs, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 cottahs and 6 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by land belonging to the Clive Jute Mill Company and Mokaram Durjee's land; and on the south, east, and west by the Dum-Duma road.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### DECLARATION.

*The 5th April 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Nattore Municipality for a public purpose, viz. for the excavation of a municipal tank in the village of Bargacha, pergunnah Taherpore, in the district of Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 bighas 15 cottahs of standard measurement is required. The land is bounded as follows:—

*On the North*—By Mobarak Sarkar's jote land and Innu and Barkat Khalifas' land;

*On the West*—By Saroda Prosad Sukul's khamar land and Serbag Sarkar's jote land;

*On the South*—By Burgacha municipal road and drain; and

*On the East*—By Fuzlar Rahaman Khan's land and Inamuddeen Sarkar's dwelling.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### DECLARATION.

*The 7th April 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Serampore Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a drain in the village of Chatra, pergunnah Boro, in the district of Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 11 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by municipal road, viz. Barnipara Lane; on the west by pucca wall of the East Indian Railway Company; on the south by Panch Kori Dass' garden; and on the east by Kailas Chandra, Sita Nath, and Mohes Chandra Pramanick's land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে ন্যূনাত্মক ১ একর ৩৩ পাঠ পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রাজপথ, দক্ষিণ সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ভূমি, পূর্ব ও পশ্চিম সীমা মহরমপুরের করিড জমি।

ইহাতে ষাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিভাজন দেওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় ভূমির লক্ষ্য সাধারণের বোধবার জন্যে কমিশ্যনরদের আর্কিমে রাখা গিয়াছে।

কোলমান মেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত মাগুরা পরগনার দমদমা গ্রামে দমদমা পথ পরিষ্কার করণার্থে দক্ষিণ শাখানগর মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিমতে ন্যূনাত্মক ৮১০ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ক্লাইব জুট্ট মিল কোম্পানীর ও মকরম দরজীর জমি, এবং দক্ষিণ, পূর্ব, ও পশ্চিম সীমা দমদমা পথ।

ইহাতে ষাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিভাজন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত তেহেরপুর পরগনা বড়গাছা গ্রামে মুনিসিপাল পুঙ্খনিখী খনন করণার্থে নাটোর মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিমতে ন্যূনাত্মক ৩৭০ পাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই,—

উত্তর সীমা।—মহারাজ সরকারের ঘোঁত জমি, এবং ইমু ও বরকৎ খলিকার জমি।

পশ্চিম সীমা।—শারদা প্রসাদ শুক্লের খামার জমি, ও সেরবা সরকারের ঘোঁত জমি।

দক্ষিণ সীমা।—বড়গাছা মুনিসিপাল পথ ও মর্দমা, এবং

পূর্ব সীমা।—কজলর রহমান খাঁর জমি, ও ইমাদুদ্দীন সরকারের বলতী বাটী।

ইহাতে ষাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিভাজন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ জুগলী জিলার অন্তর্গত বোরো পরগনার চাঁওড়া গ্রামে জলপ্রণালী করণার্থে জিরামপুর মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিমতে ন্যূনাত্মক ১১০ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মুনিসিপাল পথ অর্থাৎ বাকটপাড়া লেন, পশ্চিম সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির পাঁচটা গ্রাঁটার, দক্ষিণ সীমা পাঁচকড়ি দানের বাগান, ও পূর্ব সীমা কৈলাসচন্দ্র, মীতামাথ ও মহেশচন্দ্র প্রামানিকের জমি।

ইহাতে ষাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিভাজন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

## DECLARATION.

*The 7th April 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz. for the construction of roads for the improvement of the Jora Bagan Bustee, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 16-2, Jora Bagan Street, measuring more or less, 2 cottahs 1 chittack and 20 square feet, is required. The land is bounded on the north and east by tenanted land No. 16, Jora Bagan Street; on the south partly by a passage leading to tenanted land No. 16, Jora Bagan Street, and partly by Jora Bagan Street; and on the west by a bustee passage between Nos. 16 and 16-2, Jora Bagan Street, and No. 16-1, Jora Bagan Street.

The plan and specification of the land are filed in the office of the Commissioners of the Town of Calcutta for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

## DECLARATION.

*The 7th April 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a road connecting Mundul Street with Prosunno Coomar Tagore's Street, for the improvement of the Jora Bagan bustee, it is hereby declared that for the above purpose pieces of land No. 15, Jora Bagan Street, and No. 18-1, Mundul Street, measuring more or less, 9 cottahs 2 chittacks and 33 square feet, are required. The lands are bounded on the north partly by No. 15, Jora Bagan Street, partly by a public drain, and partly by Mundul Street; on the east partly by Jora Bagan Street and partly by a public drain; on the south by a public drain; and on the west partly by a public drain and partly by Mundul Street.

The plan and specifications of the land are filed in the office of the Commissioners for the Town of Calcutta for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

## JUDICIAL DEPARTMENT.

## No. 1927 A.

*The 9th April 1884.*—The services of Mr. R. S. T. MacEwen, Third Judge of the Court of Small Causes, Calcutta, are placed temporarily at the disposal of the Government of India in the Home Department.

Baboo Uma Nath Ghosal, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Nadua, and to be ordinarily stationed at Koochtea, with effect from the date on which he joined his appointment, *vice* Baboo Upendra Nath Ghose, on leave.

Baboo Guesain Das Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Kissengunge sub-division of the Purneah district, is vested with the powers to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

*The 12th April 1884.*—Baboo Keydash Chandra Mezoomdar, Munsif of Jehanabad, in the district of Hooghly, is appointed to be a Munsif in the district of Pubna and Bogra, and to be ordinarily stationed at Serajunge, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

[ *Government Gazette*, 22nd April 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ অপ্রিল।—রাজকীয় নির্দেশে অর্থাৎ যোড়া বাগান নগরীর উৎকর্ষসাধনার্থ পথ প্রস্তুত করবার জন্যে কলিকাতা মুনিসিপালিটির অধীনে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জমি লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেই কানোয়ার নিমিত্তে যোড়া বাগান স্ট্রীটের ১৫—২ নং অর্থাৎ নুনালিক ২০ চটাক ২০ বর্গফুট পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পূর্ব সীমা যোড়া বাগান স্ট্রীটের ১৫ নং প্রজাতি জমী, দক্ষিণ সীমা অংশতঃ যোড়া বাগান স্ট্রীট ১৫ নং প্রজাতি জমীতে যাপানার পথ ও অংশতঃ যোড়া বাগান স্ট্রীট ১৫ নং পশ্চিম সীমা যোড়া বাগান স্ট্রীটের ১৫ ও ১৬—২ নং দ্বারের মাঝে বগতীর পথ ও যোড়া বাগান স্ট্রীটের ১৬—১ নং।

উক্ত ভূমির নকশা ও বিশেষ বিবরণ সাধারণের দেখিবার জন্যে কলিকাতা নগরের কমিশনারদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৮০ সালের ১০ আইনের ৬ দ্বারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান হেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ অপ্রিল।—রাজকীয় নির্দেশে অর্থাৎ যোড়া বাগান নগরীর উৎকর্ষ সাধনার্থ প্রস্তুত করবার জন্যে কলিকাতা মুনিসিপালিটির অধীনে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জমি লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেই কানোয়ার নিমিত্তে যোড়া বাগান স্ট্রীটের ১৫ নং ও মণ্ডল স্ট্রীটের ১৮—১ নং অর্থাৎ নুনালিক ১২৭ চটাক ২৩ বর্গফুট পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পূর্ব সীমা অংশতঃ যোড়া বাগান স্ট্রীটের ১৫ নং, অংশতঃ সরকারী নর্দমা ও অংশতঃ মণ্ডল স্ট্রীট, পূর্ব সীমা অংশতঃ যোড়া বাগান স্ট্রীট, ও অংশতঃ সরকারী নর্দমা, দক্ষিণ সীমা সরকারী নর্দমা, এবং পশ্চিম সীমা অংশতঃ সরকারী নর্দমা ও অংশতঃ মণ্ডল স্ট্রীট।

উক্ত ভূমির নকশা ও বিশেষ বিবরণ সাধারণের দেখিবার জন্যে কলিকাতা নগরের কমিশনারদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৮০ সালের ১০ আইনের ৬ দ্বারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান হেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

ভূমিমালা ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৭ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ৯ অপ্রিল।—কলিকাতার হোটেল আদালতের তৃতীয় অফিসীয় অফিসার, এস. টি. বাকই-উঃ সাহেব বিষয়কালর নিমিত্তে হোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞানীনে সংস্থাপিত হইলেন।

জমি বা উপেক্ষনাথ দেব জুনি লওয়াতে জমি বা উদ্যান বা ঘোষাল, বি, এন, নদীয়া জিলায় মুনসেফের কর্ম কারিতে নিযুক্ত হওয়া স্বরূপ কর্ম গ্রহণের আশে অবধি সন্মান্যতঃ কুটুম্ব অবস্থাপিত হইবেন।

পুরণিয়া জিলার অন্তর্গত কুমারগঞ্জ মহকুমার কল্যাণ অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কমিস্যার জমি বা উপেক্ষনাথ দেব জুনি লওয়াতে জমি বা উদ্যান বা ঘোষাল, বি, এন, নদীয়া জিলায় মুনসেফের কর্ম কারিতে নিযুক্ত হওয়া স্বরূপ কর্ম গ্রহণের আশে অবধি সন্মান্যতঃ কুটুম্ব অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ১২ অপ্রিল।—জুনি জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদের মুনসেফ জমি বা উপেক্ষনাথ দেব জুনি লওয়াতে জমি বা উদ্যান বা ঘোষাল, বি, এন, নদীয়া জিলায় মুনসেফের কর্ম কারিতে নিযুক্ত হওয়া স্বরূপ কর্ম গ্রহণের আশে অবধি সন্মান্যতঃ কুটুম্ব অবস্থাপিত হইবেন।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ অপ্রিল। ]



Baboo Bidhu Bhusan Chakravarti, Officiating Munsif of Sealdah, in the district of the 24-Pergunnahs, is appointed to act as a Munsif in the district of Backergunge, and to be ordinarily stationed at Perozepore.

Baboo Akroy Kumar Chatterjee, Additional Munsif of Perozepore, in the district of Backergunge, is appointed to be a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Mudhubannee.

Baboo Nilmadhub Banerjee, Munsif of Mudhubannee, in the district of Tirhoot, is transferred to Durbhunga in that district.

Baboo Brajo Mohun Prasad, Munsif of Durbhunga, in the district of Tirhoot, is appointed to be a Munsif in the district of Gya, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Moulvie Abdul Bari, First Munsif of Gya, is appointed to be a Munsif in the district of Patna, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Baboo Kedarnath Roy, Munsif of Patna, is appointed to be a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Howrah.

Baboo Pran Nath Banerji, Second Munsif of Serampore and Howrah, is appointed to be a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Baboo Bhugwan Chandra Chatterji, Munsif of Krishnaghur, is appointed to be a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Serampore.

Baboo Prasanna Kumar Sen, First Munsif of Serampore, in the district of Hooghly, is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Rampore Hât.

Baboo Atul Behari Ghosh, Munsif of Rampore Hât, in the district of Beerbhoom, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Baraset.

Baboo Mohendra Nath Ghosh, Munsif of Jehanabad, in the district of Hooghly, is appointed to be Rent Suit Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50.

Baboo Khettra Nath Dutt, Officiating Munsif of Serajunge, in the district of Pubna and Bogra, is appointed to act as a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Jehanabad.

In supersession of the order of the 4th ultimo, Baboo Gopi Mohun Mookerji, Munsif of Culna, in the district of Burdwan, is appointed to be a Munsif in the district of Moorshedabad, and to be ordinarily stationed at Azimgunge, with effect from the date on which he joined the latter chowkey, *vice* Baboo Ram Jadub Talapatra, on leave.

Baboo Gopi Mohun Mookerji is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of the Azimgunge Munsifi.

Baboo Kalidhan Chatterjee, Munsif of Moonsheegunge, in the district of Dacca, is appointed to be a Munsif in the district of Sylhet, and to be ordinarily stationed at Habi-gunge, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Umakant Chatterjee, Munsif of Chooadanga, in the district of Nuddea, is appointed to be a Munsif in the district of Sylhet, and to be ordinarily stationed at South Sylhet (Moulvie Bazar), with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Prosanna Kumar Bose, First Munsif of Kurigram, in the district of Rungpore, is appointed to be a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Chooadanga.

Baboo Saroda Prasad Chatterjee, Munsif of Kurigram, in the district of Rungpore, is appointed to be Rent Suit Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within his jurisdiction.

Baboo Saroda Prasad Chatterjee is, under clause 6, section 3 of the Land Acquisition Act, X of 1870, also vested with the powers of a "Court" under that Act, to be exercised within the local limits of the Kurigram Munsifi.

২৪ পরগনার অন্তর্গত শিয়ালবুড়ের একটি মুনসেফ জিযুত বাবু বিধুবংশ চক্রবর্তী বাথরগঞ্জ জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ পিরোজপুরে অবস্থাপিত হইবেন ।

বাথরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুরের আডিশ্যনাল মুনসেফ জিযুত বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ত্রিভুজ জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ ময়ূরনিতে অবস্থাপিত হইবেন ।

ত্রিভুজ জিলার অন্তর্গত মধুবারির মুনসেফ জিযুত বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ জিলার অন্তর্গত দ্বারভঙ্গার প্রেরিত হইলেন ।

ত্রিভুজ জিলার অন্তর্গত দ্বারভঙ্গার মুনসেফ জিযুত বাবু ব্রজমোহন প্রসাদ গগৈ জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন ।

গগৈর প্রথম মুনসেফ জিযুত দৌলবী আবদুল হারি, পাটনা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন ।

পাটনার মুনসেফ জিযুত বাবু কেদারনাথ রায় হুগলী জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ হাবড়ার অবস্থাপিত হইবেন ।

শ্রীরামপুর ও তাড়ার দ্বিতীয় মুনসেফ জিযুত বাবু প্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়া জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন ।

কৃষ্ণনগরের মুনসেফ জিযুত বাবু তামিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ শ্রীরামপুরে অবস্থাপিত হইবেন ।

হুগলী জিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরের প্রথম মুনসেফ জিযুত বাবু প্রাণনাথ সেন, বীরভূম জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ রামপুরহাটে অবস্থাপিত হইবেন ।

বীরভূম জিলার অন্তর্গত রামপুরহাটের মুনসেফ জিযুত বাবু অটলবিহারি ঘোষ, ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বারানসিতে অবস্থাপিত হইবেন ।

হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদের মুনসেফ জিযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, উক্ত চৌকীতে খাজনার মোকদমার বিচারার্থে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৭ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন ।

পাবনা ও ঝড়াজিলা জিলার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জের একটি মুনসেফ জিযুত বাবু কেদারনাথ দত্ত, হুগলী জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ জাহানাবাদে অবস্থাপিত হইবেন ।

গত মাসের ৩ তারিখেব আঁজা রচিত করিয়া এই আঁজা করা গেল । জিযুত বাবু রাধানন্দ তলাপাত্র ছুটীলওয়াতে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালানার মুন্সেফ জিযুত বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় মুন্সিবাঙ্গ জিলার মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়া আজিমগঞ্জে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন ।

জিযুত বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় আজিমগঞ্জ মুন্সেফীর সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৭ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন ।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুনশীগঞ্জের মুন্সেফ জিযুত বাবু কালীধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহট্ট জিলার মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়া হবিগঞ্জে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন ।

নদীয়া জিলার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গার মুনসেফ জিযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহট্ট জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া দক্ষিণ শ্রীহটে ( দৌলবী বাজারে ) কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন ।

রাজপুর জিলার অন্তর্গত কুড়িগ্রামের প্রথম মুনসেফ জিযুত বাবু প্রসন্নকুমার বসু নদীয়া জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ চুয়াডাঙ্গায় অবস্থাপিত হইবেন ।

রাজপুর জিলার অন্তর্গত কুড়িগ্রামের মুনসেফ জিযুত বাবু শারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সেই চৌকীতে খাজনার মোকদমার বিচারার্থে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৭ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন ।

জিযুত বাবু শারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার ৬ প্রকরণমতে কুড়িগ্রাম মুনসেফীর স্থান সীমার মধ্যে উক্ত আইনমত আদালতের ক্ষমতাক্রমে কর্ম করিবার ক্ষমতাও পাইলেন ।

[ পদবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২২ আশ্বিন । ]

Baboo Gopal Krishna Ghosh, Officiating Munsif of Bolepore, in the district of Beerbhoom, is appointed to act as a Munsif in the district of Rungpore, and to be ordinarily stationed at Kurigram.

Baboo Janoki Nath Dutt, Munsif of Comillah, in the district of Tipperah, on leave, is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Bolepore.

Baboo Hem Chandra Mitter, Munsif of Monghyr, is appointed to be a Munsif in the district of Sarun, and to be ordinarily stationed at Motihari, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Sham Lal Haldar, Officiating Munsif of Motihari, in the district of Sarun, is appointed to be a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Mozufferpore, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Jadu Nath Das, Munsif of Arrareah, in the district of Purneah, is appointed to be a Munsif in the district of Bhagulpore, and to be ordinarily stationed at Monghyr, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

In supersession of the order of the 25th ultimo, Baboo Gopal Chuuder Bosu, M.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Dacca, and to be ordinarily stationed at Moonsheegunge, with effect from the date on which he joined that chowkey.

F. B. PEACOCK,  
*Secy. to the Govt. of Bengal.*

## PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

*The 14th April 1884.*

No. 162.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of a railway from Sultanpore eastwards to Bogra, through the villages of Seetahar, Kalsha, Teorpara, Dhowakuri, Ootraly, Banncegaon, Pyckpara, Soodcen, Shahar, Lockhipur, Durusulai, Konchkuri, Mathurapur, Khayal, Bontutoolee, Mowakuri, Koel, Bara-Chupra, Gance-Belghorea, Maygha, Subla, Chandpore-Fakeerpara, Lokenathpur, Pratappur, Kulna, Luckhipur, Kahaloo, Oolut, Sitlye, Dulgara, Belgharca, Koechone, Phampore, Shardighee, Puran-Bogra, Kamargaree, Sootrapur, and Bogra, pergunnahs Knatta and Selbarsa, zillah Bogra, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land about 24 miles in length and about 149 feet in average breadth, measuring more or less, 1,307 beeghas 10 cottahs 10 chittacks of standard measurement, is required within the aforesaid villages of Seetahar, Kalsha, &c.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

S. T. TREVOR, Col., R.E.,  
*Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.*

### IRRIGATION.

*The 14th April 1884.*

No. 163.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for Julpoora drainage cut, it is hereby declared that for the above purpose a plot of land in mouzah Kalér, pergunnah Arwal, in the district of Gya, situate on the 28th mile of the Patna Canal, measuring about 243 feet in length and varying from 70 to 80 feet in width, and containing an area of 1 rood and 28 poles, more or less, is required in the aforesaid village.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

বীরভূম জিলার অন্তর্গত বোলপুরের একটি মুনসেফ জিহুত বারু গোপালকৃষ্ণ বোষ বরদপুর জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ কুড়িগ্রামে অবস্থাপিত হইবেন।

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কমিলার জুটীগ্রাম মুনসেফ জিহুত বারু জামকীনাথ দত্ত বীরভূম জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বোলপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

মুর্জের মুনসেফ জিহুত বারু হেমচন্দ্র মিত্র, সারণ জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মতিহারীতে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

সারণ জিলার অন্তর্গত মতিহারীর একটি মুনসেফ জিহুত বারু শ্যামলাল ছালনার ত্রিহুত জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মজফরপুরে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

পূর্ণিয়ার জিলার অন্তর্গত অররয়ার মুনসেফ জিহুত বারু যদুনাথ দাস ভাগলপুর জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মুর্জের কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

গত মাসের ২৫ তারিখের আজ্ঞা রচিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। জিহুত বারু গোপালচন্দ্র বসু, এম, এ, ও বি. এল, চাপা জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া মুনশীগঞ্জে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

## বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।

১৬২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বগুড়া জিলার অন্তর্গত খট্টা ও শেল-ঘরসা পরগনার সীতাছর, কালুয়া, ডিওরপাড়া, খোয়াকুরি, উরুলী, বামনগাঁ, পাইকপাড়া, সুদীপ, শহর, লক্ষীপুর, দরমলাই, কোয়াকুরি, মথুরাপুর, খায়ল, বস্তুতুলী, মৌয়াকুরি, কোয়েল, বড় চাপরা, গানি-বেলঘরিয়া, মেঘা, সুবলা, চাঁদপুর লকীরপাড়া, লোকনাথপুর, এতাবপুর, কুলনা, লক্ষীপুর, কহালু, উলং, সিতলাই, দলগাড়া, বেলঘরিয়া, কইচুনি ফামপুর, সারদাঘা, পুরান বগুড়া, কামার-গাড়ী, হুত্রপুর, ও বগুড়া গ্রামের মধ্যে দিয়া মুলভানপুর হইতে পূর্বমুখে বগুড়া পর্যন্ত রেলওয়ে প্রকল্প পরনার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টে-মেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত সীতাছর, কালুয়া, এতাব গ্রামে ২৪ মাইল দীর্ঘ ও গড়ে প্রায় ১৪৯ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ কতিমতে ন্যূনাত্মক ১,৩০৭।০।৮ চটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যীচাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এস, টি, ট্রেবর, কর্ণেল, আর্, ই,  
পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।

১৬৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ জলপুরা জলপ্রণালী কাটাবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেমেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে গুরা জিলার অন্তর্গত অরবল পরগনার কালের মৌজার পাটনা খালের ২৮ মাইল দীর্ঘ প্রায় ২৪৩ ফুট দীর্ঘ ও ৭০ গজ ৮০ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাত্মক ১কড ৮ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যীচাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আশ্বিন।]

*No. 164.—Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for Koni drainage cut, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 335 feet in length, and varying from 7 to 12 feet in width, and containing an area of  $12\frac{1}{2}$  poles, more or less, is required in the villages of Koni and Balsar, pergunnah Arwal, in the district of Gya.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

*The 15th April 1884.*

*No. 165.—Leave.*—Mr. T. E. Curry, Assistant Engineer, first grade, Cossye Division, is granted furlough, with the necessary subsidiary leave, for eighteen months, under section 49, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 25th instant, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

*No. 167.—Posting.*—With reference to Government of India, Public Works Department, notification No. 86 of the 10th instant, Mr. J. C. Mills, Assistant Engineer, second grade, is posted to the Benares-Cuttack Railway Surveys.

*No. 168.—Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is likely to be required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of a branch line of railway from Bunwar Chak, about five miles to the west of Sonapur, to Paleza Ghat on the river Gauges, in the district of Sarun, it is hereby declared that a survey party is about to take the field for the purpose of surveying the above-mentioned branch line of railway.

This declaration is made, under the provisions of section 4 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,  
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. D.

১৬৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ কোণি জলপ্রণালী কাটবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি পওয়া আদায়ক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত সেক্রেটরেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে গয়া জিলায় অন্তর্গত অরবী পরগনার কোণি ও বলাই গ্রামে প্রায় ১০৫ ফুট দীর্ঘ ও ৭ অবধি ১২ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ম্যুনারিও ১২। পোন পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইচ্ছাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারায় বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৮৪ সাল ১৫ জুলাই।

১৬৫ নম্বর।—জুগী।—কীমসি মন্ডের প্রথম জোয়ার আদিকট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত টি. ই. করি সাহেব এই মাসের ১০ তারিখ অবধি অর্থাৎ তাহার পরে তাহাথে জুগী গ্রহণ করেন তাহারি নিমিত্তে আদায়কদের জুগী গ্রহণের ২ অধ্যায়ে ৪২ ধারামতে প্রয়োজনীয় আদায়ক জুগীগ্রহণকারি মাসের নিয়মিত জুগী পাইলেন।

১৬৬ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—পাবলিক ওরুস ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের এই মাসের ১০ তারিখের ৮৬নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর আদিকট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত জে. সি. নিলস সাহেব বাণারগী-কটক সরেতে অধস্থাপিত হইলেন।

১৬৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলায় অন্তর্গত যোগেশ্বরের পশ্চিম প্রান্তে ৫ মাইল দূরত্ব বসওয়ার চক অধিগমনকারি মাসের পেলজা ঘাট পাত্তা পাখা রেল পথ কনিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি গ্রহণকরণের প্রয়োজন হাঁদার বঙ্গদেশের শ্রীযুত সেক্রেটরেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, উপরোক্ত শাখা রেল পথের জরীপ করণাতিপ্রায়ে জরীপ কার্যকারদের জরীপ কার্যাবস্তু করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

ইচ্ছাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারায় বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি. এল. টি. এস. লীল, মেজর, এম. এস. সি.

পাবলিক ওরুস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।





# গবৰ্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ২২ আপ্রিল।

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র।



**বঙ্গদেশস্থ কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আদেশনামতে  
প্রচারিত সরকুলার।**

দেওয়ানী বিধি।

২ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ২৩ ফেব্রুয়ারি।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলার অর্ডরের ৩ অধ্যায়ের ১২৮ পৃষ্ঠায়, .

“বিবাদ স্থল চাড়া ১৮৬২ সালের ১০ আইন ও ১৮৮১ সালের ৫ আইনমত এবিটে ও খনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র পাঠবার প্রার্থনাপত্র (বিবাদ স্থল হইলে, তাহা মোকদ্দমা শীর্ষকে খারিজ করিয়া গইতে হইবে)।”

এই কথার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ কর—

“এবং উক্ত এবিটে বা খনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র রহিত করিবার প্রার্থনাপত্র।”

**কৌজদারী সরকুলার অর্ডর।**

৩ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।

১৮৮৩ সালের কৌজদারী বিধি ও অর্ডরের ২ অধ্যায়ের ৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তলদেশে যে “নোট” আছে, তাহার পরিবর্তে নিম্নলিখিত নোট দিতে হইবে।—

নোট।—২ ঘরের শীর্ষকে “সংশোধনের দরখাস্তকারী” এই যে কথা আছে, তদ্ব্যতীত বাহাদুরের পক্ষে সংশোধনের দরখাস্ত করা যায় কিম্বা বাহাদুরের স্বার্থে মাজিস্ট্রেট বা জজ সাহেব আপন প্রকৃতিমতে সংশোধন হইবার উপায় অবলম্বন করেন, সেই সকল ব্যক্তিকে ধরা যাইবে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, তাহার বা দাদীই হউক আর অভিযুক্ত ব্যক্তিই হউক।

নোট।—২ ঘরের শীর্ষকে “সংশোধনের দরখাস্তকারী” এই যে কথা আছে, তদ্ব্যতীত বাহাদুরের পক্ষে সংশোধনের দরখাস্ত করা যায় কিম্বা বাহাদুরের স্বার্থে মাজিস্ট্রেট বা জজ সাহেব আপন প্রকৃতিমতে সংশোধন হইবার উপায় অবলম্বন করেন, কেবল সেই ব্যক্তিদিগকে ধরা যাইবে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে। যদিও পক্ষে এইরূপ দরখাস্ত করা গেলে বা এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইলে, মন্তব্যের ঘরে বাহাদুরের সংখ্যা সচিত্র সেই কথা নিখিতে হইবে। শেষোক্ত স্থলে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা যায়, তাহাদের কথা ২ ঘরে লেখা না গেলেও উক্ত দরখাস্তের ফলাফুসারে ৩ অবধি ১৩ পর্য্যন্ত ঘরে যথাযোগ্য স্থানে থাকিবে।

২। ৩০ পৃষ্ঠায় A ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্রের ৩য় খণ্ডের ২ ঘরে “সংশোধনের দরখাস্তকারী” এই কথার নিম্নলিখিত ফুটনোট যোগ করিতে হইবে।

“২৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তলদেশস্থ ‘নোট’ দেখ (১৮৮৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ৩ নং সরকুলার অর্ডর)।”

৩। ৩২ পৃষ্ঠায় B ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্রের ২য় খণ্ডের ২ ফুটনোটে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে।—

“৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তলদেশস্থ ‘নোট’ দেখ (১৮৮৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ৩ নং সরকুলার অর্ডর)।”

৪। কালীপুত্রমিক সূচীপত্রের ১১ পৃষ্ঠায় ১৮৮০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারির ৩ নং সাধারণপত্রের পার্শ্বে ৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ উঠাইয়া দিতে হইবে।

## ফৌজদারী সরকুলার অর্ডার।

৪ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ১৮ ফেব্রুয়ারি।

১৮৮৩ সালের ফৌজদারী বিধি ও অর্ডারের ১১৪ ও ১১৫ পৃষ্ঠায় ১ অধ্যায়ের ১৪ ধারার (ঙ) প্রকরণের পরিবর্তে নিম্নলিখিত পকরণটি দিতে হইবে।—

(ঙ) [অপরাধ স্বীকার অনুবাদ করিতে হইবার কথা—১৮৭২ সালের ১০ আগস্টের ৪নং সরকুলার অর্ডার] মেশন আদালতে বিচারার্থে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সমপণ করা যায়, বাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহারা যে অপরাধ স্বীকার করিল, তাহা প্রমাণের মধ্যে থাকিলে, ইঙ্গরেজী ভাষায় তাহার অনুবাদ সজ্ঞে থাকা উচিত। সেই অনুবাদ পরিষ্কাররূপে লিখিতে হইবে। একটি স্বীকার বা একটি পরীক্ষার অধিক একখান কাগজে লিখিতে হইবে না।

(ঙ) [সাক্ষ্য প্রতি অনুবাদ করিতে হইবার কথা।—১৮৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারির ৪নং সরকুলার অর্ডার।]—মেশনের মোকদ্দমায় বিচারে প্রমাণ বলিয়া দেশীয় ভাষায় যে (১) দলাল, (২) সাক্ষ্য বা (৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা যায়, তাহা ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ করিতে হইবে এবং উক্ত অনুবাদেব একপ্রস্ত পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া মণীর অঙ্গীভূত করিতে হইবে। একাধিক দলীলের, সাক্ষ্যের বা পরীক্ষার অনুবাদ একখান কাগজে লিখিতে হইবে না।

২। কালাহুক্রমিক সূচীপত্রের ১০ পৃষ্ঠায়, ১৮৭২ সালের ১০ আগস্টের ৪নং সরকুলার অর্ডার ও উল্লেখাদি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., Bengali Translator.





# গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 22, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অফিস খণ্ড।

ইন্ডিয়ার প্রভৃতি।

# LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিবরণক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনাম। কাছারি কালেক্টর।

ইস্তাহার। সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৮৮ সালের ৭ আগস্ট ও ১৮৭১ সালের ২ আগস্টের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবর ও ধারার মর্মে যুগ্মভাবে নিম্নের নির্দিষ্ট ভাস্কাদি ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্যাস্ত পর্বান্ত বার্ষিকী পর্যন্ত রক্ষণ ও রোডফ্রিও পাবলিক ওয়ার্ক ছেহ আলোয়ারের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাৎসরী ২৮ জৈষ্ঠে মোজ সোববার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে আকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাস্তিগাজার সবর্ডিনেটের এলাকাধীন।

ভোলির নম্বর।	ভাস্করের নাম।	বাসিন্তের নাম।	সময় জমা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য।
			রাজস্ব।	ছেহ।	রাজস্ব।	ছেহ।		
২০১	মৌঃ ইলনী খানে টেকনাক ভাস্কর নহরত আলি চৌঃ	খোদ	৮২১/১০	২০৫৬	৪০৮/৬	০	৪০৮/৬	সম্পূর্ণ ভাস্কর নিলামে হইবে।
২০২	মৌঃ টেকনাক খানে টেকনাক তাঃ জিমতী খাউ চৌঃ	খোদ	১২১৭৭	৭৯/০	৬৩১	২৬/৬	৬৩১/৬	ঐ
৪৭	মৌঃ রাজারুল খানে রাজু ভাস্কর মেরুত খাঁ	দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গাঃ	১১০১/১৬	১৫৮/১	৩০৩/৬	৪৪/৬	৩৪৭/৬	ঐ
২০৪	মৌঃ মিঠাহলি খানে রাজু ইজাঃ জিমতী মতিকা	নিঃ আঃ আলি	১১৮৩/১০	১১২/৬	৪২৭	৩৭/৬	৪২৭/৬	ঐ
৪১৯	খাঁতুন নাবালগের গকে কাছারি আলি খাঁ।	খাঁ।						
২০৬	মৌঃ বারপাকির। খানে চকরিয়া তাঃ বিবি ইসত্রাঃ	নিঃ দেওয়ান আলি মদগির।	১৮৭১/৩	২২৪৬/	৪০৭	১৯৬/১	৬২৬/১০	ঐ
২০৭	মৌঃ মোজাঃ খাঁ ন চকরিয়া ভাস্কর কজল আলি	খোদ	২৫১২৭	১০৯/০৬	২০৪২৭	৭২৬/৬	২১১৪৬/০	ঐ

C. A. SAMUELS, Offg. Collector, Chittagong.

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার আদায়ের পাঠ।

ইহার দ্বারা সনাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৬৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজার এবং অন্যান্য দায়ী চলিত আইন এবং আঠের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাউক পরে ভাণ্ডার আদায় নিমিত্ত ১৮৬৪ সাল ২৩ মেই মোং ১২২১ সালের ৯ ট্যাক্স বুধবার তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও একাংশ নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৬৪। ৭ এপ্রিল।

নং ভৌজ।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	টেকিয়ত।
১৬ নং	৭৫ নশিকজীরান জমিদারি হিসাব। ১০ আনা ময় বেজাবতী ডালুক ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি।	মোবিন্দুচন্দ্র চৌধুরী গিরি- জামোহন চৌধুরী গর- রহ।	৭১২৫৭	৮২২৫০	একমালি কিছাল নিলাম হইবেক।
	এ এ ১৮৭৬। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনা কান্দা ১৮৮৮ কাম হিসাব।	জানন্দচন্দ্র চক্রবর্তী গর- রহ।	১৫৮০	০	০
	এ এ এ কি চান্দীনা কান্দা হিসাব ১০০০৫০। ভিল। ভপে রণডাওরাল।	জয়চন্দ্র চক্রবর্তী গররহ ...	৫০	০	০
১৭ নং	৩৭ নেওয়াজআল হিসাব ১০ আনা ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি হিসাব। এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কন্যামণ্ডল গররহ ৩৩ মোজার ১০ আনা হিসাব।	দলনাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী গররহ। যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী ...	১২৭১৮০ ৩৪১৫৮০	৪২৫৮ ০	একমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ এ এ ...	প্রসন্নকৃষ্ণ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৮০	০	০
	এ এ এ ...	দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৮০	০	০
	এ এ এ ...	কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৮০	০	০
	ভপে হাজরাদী।				
১৮ নং	পাএলাবেগ হিসাব ৫/৮০ = ক্রান্তী ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে একমালি। এ এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাহুরিয়াডাঙ্গা ১০ আনা নগর হাজরাদীর ১০১৩ গণ্ডা।	মহিমচন্দ্র বার চৌধুরী দিননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ। জগদীশেশ্বর আচার্য্য চৌ ধুরী নাবালগ।	১০৩৩৫০ ২২৫১৮০	১২১/৮ ০	একমালি নিলাম হই- বেক।
	এ এ চাকলে পাহুরিয়াডাঙ্গা ১/৫ গণ্ডা ও নগর ও জবদীর ১/২২ গণ্ডা ও বীর স্তরার ৫০০ আনা। ভপে নীলধা দরজিখানুর মোতালক ১৫১ মন জমিদারি। ভপে হাজরাদী।	হরিকিশোর বার চৌধুরী ... হৈমন্ত আবদুল্লাহ অধ্যক্ষপক্ষে জামিনা আক্তার খাতুন।	১৬৩৫০ ২১৭৩৫৮০	০ ১২১/০	০ সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হই- বেক।
২০২৯ নং	৩৭ কুম্ভারাম দত্ত গররহ ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি।	দিননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	৩৩২৫/৪	০	০
	এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিসাব ৮১০ আনা।	বিবেকধরী দাসগা	২০০৫/০	৪০১০	খারিজ হিসাব নিলাম।
	এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	কামাকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় গররহ।	১০০৪১/৭	০	০

নং ভৌজি।	নাম বহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাঁকী।	কৈফিয়ৎ।
-------------	-----------	------------	----------	--------	----------

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

৫০৭১ নং	৬শে বঙ্গভাগাল। ৮৪ চারিপড়া স্বর্ণপুর গুরুকে কাঁচারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ।	৭৬৭৫১০ পাঁই	১১১১৬০	সম্পূর্ণ মহাল নির্গাম হই- বেক।
৫০৮৫ নং	পং বরষনসীংহ বীল ছলজী।	রাজা হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৫৮০৭	২০১১০	ঐ
৫১৭৪ নং	পং হুশেনশ বী ৮৪ ডেলুয়ায়ারি।	দিননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭৪৭	২২৭৭	ঐ
৫২৪১ নং	পবগণে পুখরিয়া চাঁগাবসরা।	বাহাদুরী দেবী চৌধুরাণী পতিব নাম দুর্গাচন্দ্র নাম বী ও মহারাণী শরৎকুমারী দেবি গয়রহ।	৫১১৮৫০ মালিকানা ৬৫৮৭	১৪২৫১০ মালিকানা ১৮৭৭	ঐ

G. E. MANISTY,

Offg. Collector.

## INSOLVENCY NOTICE.

মোকদ্দম নং ৬ । ১৮৮৪ ইং

দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ২০ অধ্যায়মতে দরখাস্ত।

অর্থাৎ চাঁপপুর ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালত।

ঈদরঃ প্র যোগ পিতা মৃত রামধন যোগ দাল সাকিন বীরগঞ্জ পং হুরপুর ... দেমদার।

১৮৮৪। সম্পর্কবিশিষ্ট বাকি সমূহকে এবং সর্বস্বাধারণকে আদালত যাইতেছে যে সদর মুন্সেফী আদালতের হরিচরণ মেন ইত্যাদি ডিক্রীজারীর ১৮৮৪ সালের ২০ নং ডিক্রীজারী মোকদ্দমায় ঐ আদালতের ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ তারিখের আদেশক্রমে দ্রুত হইয়া দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ হওয়ার পর দেওয়ানী কার্যবিধির ৩৩৪ ধারা অনুসারে ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া নির্ণীত হইবার প্রার্থনায় দরখাস্ত করিয়াছে অতএব মোদদারকে ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া কেন প্রকাশ করা যাইবে তা তৎসম্বন্ধে কেহ প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা স্বয়ং অথবা উকীল দ্বারা সন ১৮৮৪ সালের ২৫ এপ্রিল তারিখে দিবা ১০ ঘটিকার সময় এই আদালতে উপস্থিত করে তাহাতে অন্যথা করিলে উপরোক্ত তারিখে রীতিমত দরখাস্ত উপস্থিত হইয়া বিহিত আদেশ প্রচার করা যাইবে ইতি. সন ১৮৮৩ ৭ এপ্রেল।

J. B. B. KING,

District Judge.

(9—1)

## INSOLVENCY NOTICES.

### COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of HENRY AUGUSTUS DEEFHOLTS, an Insolvent.

NOTICE is hereby given that Wednesday, the 7th day of May next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 4th day of April 1883 until the 31st day of March 1884, has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent, will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

*The like Notice.*—In the matter of GYULA VON BENKE, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1883 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

*The like Notice.*—In the matter of JAMES REDEOUT BELLETTY, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st February 1882 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

*The like Notice.*—In the matter of HENRY SAMUEL BROOKS, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1882 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

*The like Notice.*—In the matter of EDWIN WILLOUGHBY SYKES, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 2nd October 1877 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE, }  
Calcutta, 16th April 1884.

A. B. MILLER,  
Official Assignee.  
(10—1)

### NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c., to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 14, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs, (1) at Krishnaghur for officers employed in the Nuddea district, (1) at Jessore Sadler Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorshidabad district.

A. SMITH,  
Officiating Commissioner.

### Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only* at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

[ গবর্ণমেন্ট গিজিট । ১৮৮৪ । ২২ অপ্রিল । ]



### গবর্নমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জরনামক সিন্ধুকোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্নমেন্ট কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৫।।০ টাকা ৮ আউন্স টিন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০. টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়। উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ৫০ বার আনা, ডাকমাশুল দিতে হইবে।

### জরনামক দানাবাক্সা সিন্ধুকোনা ।

সাল সিন্ধুকোনা ছাল হইতে গবর্নমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দান্য বাঞ্ছনা, এরূপ সামান্য জরনামক সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্নমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪. টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২. টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অভ্যন্তর ৫০ বার আনা এক মাশুল লাগিবে।

### The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

“The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurumtollah Street, Calcutta.

### FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাক্সাল সেক্রেটারিয়েট গম্বাণয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিস্টার-অট-লী ও জিজ্ঞাসিতীয় বঙ্গদেশের নিবিল সর্বিসে নিযুক্ত বর্জ্বামের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ ও রেন্ট-কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের গ্রীষ্মত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

এক২ খানি পুস্তকের মূল্য ৫. পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাক্সাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্টেন্টের নিকট এক২ খানি পুস্তকের মূল্য এবং ভাষা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে।

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.			Rs. A. P.		
Entire Gazette	...	...	10	0	0 per annum.
Postage	...	...	2	8	0 „
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal					
...	...	...	4	0	0 „
Postage	...	...	1	0	0 „
For a single copy—					
Entire Gazette	...	...	0	4	0
Postage	...	...	0	1	0
Parts III, IV, V, and VI	...	...	0	1	0 for 4 sheets or under
					with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	...	...	0	1	0

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—ভাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমান্দুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মকামলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	...	১০৭
ডাকমান্দুল	...	...	২১।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড ( বাহাউত ভারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে )			
ডাকমান্দুল	...	...	৪৭
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	...	...	১৭
ডাকমান্দুল	...	...	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড ( প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার স্থান সংখ্যক পত্রের মূল্য )			
...	...	...	১০
ডাকমান্দুল	...	...	১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর বত
			অধিক হয় তাহার
			প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি
			আর একই আনা ।
ডাকমান্দুল	...	...	১০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকামলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমান্দুল লাগিবে না ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটং ছোট সেক্রেটারী।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ২২ ফেব্রুয়ারি । ]

**NOTICE.**

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

**C. W. BOLTON,**

*Under-Secretary to the Govt. of Bengal.*

*The 12th December 1882.*

**NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.**

						<b>Rs.</b>
<b>Full page, per issue</b>	...	...	...	...	...	<b>20</b>
<b>Half „</b>	...	...	...	...	...	<b>10</b>
<b>Casual advertisements.—4 annas per line.</b>						

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা গেজেটে কিস্তি বাতালনা গেজেটের দ্বারা আশ্রম দেওয়া না গেলে এই গেজেটে দেওয়া  
 বাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই সম্মেলন বিজ্ঞাপন প্রকাশ  
 করা গেল।

গণগণমন্ডলের কাৰ্যালয়ৰ কিম্বা গণগণমন্ডলৰ কৰ্তৃপক্ষদেৱ কৰ্তৃত্বাধীন কাৰ্যালয় ভিত্তি কোন বাস্তৱ বাস্তৱ  
লেকচাৰিয়েট হাপাখানাইতে পুস্তকাদি ক্ৰয় কৰিও চাহিলে কিম্বা উক্ত হাপাখানায় কোন কৰ্ম  
কৰাইতে চাহিলে তদ্বিত্ত নগন মলা দিও হইবে, এওঁদ্বাৰা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ কৰা গেল।

এক অবশিষ্ট দাফনাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় তত্ত্ব কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদ দেওয়া কিংবা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিম্বোষ্ঠ বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

ਜਿ, ਭਵਲਿਭੇ, ਧਨੇਭ,

বাক্সে পেলের নবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বৃত্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইনভিটার প্রকাশ করিবার হার এই।—

পূর এক পৃষ্ঠা একতর প্রকাশ করণের	...	...	২০৭
অ/ব পৃষ্ঠা	"	"	১০৭
কখনও ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একতর পৃষ্ঠা	...	...	১০

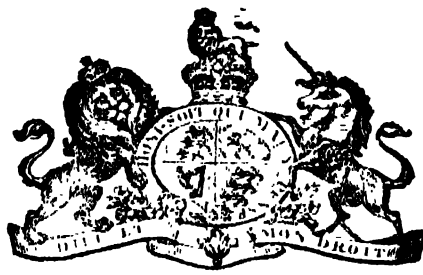
बिष्णुपान ।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্ৰিসভার তাইমের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্পীক্সেও ওয়েষ্ট  
চৌমহালের ভাতায়ান্তত বঙ্গদেশের গবৰ্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কাৰ্য্যবিভাগের আপিলে রেজিষ্ট্রারের  
নামে অনুরোধাদি দিয়া প্রার্থনাপত্ৰ পাঠাইতে হইবে।

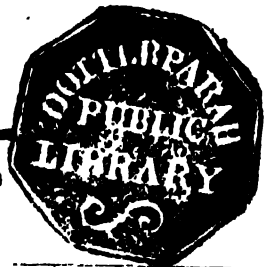
উক্ত সকল আইনের পৃথক কমিক্যাডার গণপণ্যে-তে মেনে, থাকার লিখিত কোম্পানির বাসীতে করা  
করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বস্থানরে গবর্নমেন্টের জমো জিহুত এডউইল বরিস লুইল সাংবে  
কড়ক যুক্তি ও প্রকাশিত হইল।



# গবর্ণমেন্ট গেজেট



TUESDAY, APRIL 29, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।

## CONTENTS

	PAGE.	নির্ধারিত।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	53-55	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৫৩-৫৫
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	409-429	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৪০৯-৪২৯
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	নাই।
PART VIII.—Advertisements ...	435-449	অষ্টম খণ্ড।—ইন্ডিক্স প্রভৃতি ...	৪৩৫-৪৪৯
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিবর্তিত গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	নাই।

## PART I.

### Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

#### প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

## HOME DEPARTMENT.

## NOTIFICATIONS.—PUBLIC.

*Simla, the 17th April 1884.*

No. 620.—Under the provisions of Section 17 of the Indian Arms Act, 1878, the Governor-General in Council is pleased to make the following rule:—

134. Licenses to possess and carry arms in places to which Section 15 of the Indian Arms Act, 1878, applies may be granted by the District Magistrate, on plain paper and without fee, to the heirs of persons to whom arms have been presented by or under the orders of Government, in respect of any such arms which they may inherit. Such licenses shall be granted in Form VIII prescribed by Rule 13.

## MEDICAL.

*The 18th April 1884.*

No. 159.—The services of Surgeon T. R. Macdonald, M.B., are placed temporarily at the disposal of the Government of Bengal.

## JUDICIAL.

*The 17th April 1884.*

No. 513.—The Hon'ble Romesh Chunder Mitter, B.L., a Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, has obtained privilege leave for three months, with effect from the 15th May next, or from any subsequent date on which he may avail himself of it.

A. MACKENZIE,

*Secretary to the Govt. of India.*

## DEPARTMENT OF FINANCE AND COMMERCE.

## NOTIFICATION.

*Simla, the 18th April 1884.*

No. 332.—Babu Ishan Chandra Basu having been appointed to officiate as Assistant Accountant-General, Bengal, assumed charge of his duties before noon on the 3rd April 1884.

No. 333.—Mr. T. H. Biggs having been appointed to officiate as Assistant Comptroller-General, made over charge of his duties as Officiating Assistant Accountant-General, Bengal, to Mr. O. T. Barrow, B.C.S., after noon on the 7th April 1884.

D. M. BARBOW,

*Secy. to the Govt. of India.*

## হোম ডিপার্টমেন্ট।

বিজ্ঞাপন।—পবলিক।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।

১২০ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জ্যেষ্ঠ গবর্নর জেনারেল সাহেব ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৭ ধারার বিধানমতে নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করিলেন।

১৩ ক। গবর্নমেন্ট কর্তৃক কিম্বা গবর্নমেন্টের আজ্ঞাক্রমে যাঁহাদিগকে অস্ত্রাদি দান করা গিয়াছে তাঁহাদের যে উত্তরাধিকারিরা সেই অস্ত্রাদি উত্তরাধিকার করিতে পারেন তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৫ ধারায়ের স্থানে বর্জ্য সেই স্থানে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব শাদাকাগজে ও ফী মালইয়া অস্ত্রাদি রাখবার ও বহন করিবার লাইসেন্স পত্র দিতে পারিবেন। উক্ত লাইসেন্সপত্র বিধির ১৩ ধারার নিম্নলিখিত ৮ পাঠে দেওয়া যাইবে।

চিকিৎসা বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।

১৫৯ নম্বর।—সর্জন জ্যেষ্ঠ টি, আর, মাকডনাল্ড সাহেব, এম, বি, কিয়ৎকালের নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

জুডিশিয়াল।

১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।

৫১৩ নম্বর।—বঙ্গদেশস্থ দে ট ডিলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের অজমাল্যার জ্যেষ্ঠ রমেশচন্দ্র মিত্র, বি, এল, আগামি মে মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

এ, বাকেন্জি,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

## রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।

৩০১ নম্বর।—জ্যেষ্ঠ বাবু কেশানচন্দ্র বসু বঙ্গদেশের আসিস্ট্যান্ট অ্যাক্টো-ট জেনারেলের কর্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে ১৮৮৪ সালের ৩ আপ্রিলের পূর্বীক্রে আপন কর্ম গ্রহণ করিলেন।

৩০৩ নম্বর।—জ্যেষ্ঠ টি, এচ, বিগান, সাহেব আসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলর জেনারেলের কর্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে জ্যেষ্ঠ ও, টি, বারো, বি, সি, এম, সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ৭ আপ্রিলের অপরাহ্নে বঙ্গদেশের একটিং অ্যাক্টো-ট অ্যাক্টো-ট জেনারেলরূপে স্বীয় কর্মের ভারার্ণ করিলেন।

ডি, এম, বারবর,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

1

1

1

1

1

1

1



# গবর্ণমেণ্ট গেজেট

---

TUESDAY, APRIL 29, 1884.

---

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।

---

## PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

---



## ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1965 A.

**GENERAL.**—*The 10th April 1884.*—Moulvie Syed Husnut Hossein, Temporary Sub-Deputy Collector, Sarun, is transferred to Sasseram, in Shahabad, with effect from the date on which he joined his appointment.

*The 11th April 1884.*—Baboo Soorjee Coomar Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Jehanabad sub-division of the Hooghly district, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Bemola Charn Bhattacharjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is appointed to have charge of the Jehanabad sub-division of that district, during the absence, on leave, of Baboo Soorjee Coomar Sen, or until further orders.

Baboo Gopal Chander Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

*The 12th April 1884.*—Mr. H. Holmwood, c.s., reported his departure from India, on special leave, on the 4th instant.

Baboo Khetter Gopal Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Furreedpore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4, Act VII (B.C.) of 1880, in that district.

*The 14th April 1884.*—Baboo Nadia Chand Dutt acted as Sub-Deputy Collector for 15 days, from the 15th February 1884, for completing the land registration proceedings of the district of Pooree.

*The 15th April 1884.*—Baboo Annoda Prosad Pattuck, Sub-Deputy Collector, Bankoora, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Baboo Kali Pado Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is vested with the powers of a Collector under section 100 of Act IX (B.C.) of 1880.

Baboo Juggut Chunder Shome, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is posted temporarily to the Howrah district.

*The 16th April 1884.*—Baboo Nanda Krishna Bose, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Jamalpore, Mymensingh, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code.

Baboo Juggo Mohun Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, and Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division, is posted to the sudder station of the Cuttack district.

Baboo Chunder Seckur Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is appointed to act, until further orders, as Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division.

Baboo Chunder Seckur Banerjee is also appointed to act as an assistant to the Superintendent of the Tributary Mehals, Cuttack, and is vested with the powers of a Deputy Collector in those mehals.

*The 19th April 1884.*—Moulvie Indad Ali, Sub-Deputy Collector, Maldah, is allowed leave for five days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 9th January last.

Baboo Pran Kissen Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pooree, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

*The 21st April 1884.*—Mr. J. F. Browne, District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs, is allowed leave for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next.

(*Goverment Gazette, 29th April 1884.*)

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

১৯৬১ A নম্বর।

সাধারণ—১৮৮৪ সাল ১০ অপ্রিল।—সারথের কিসকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মোল্লী টেলগদ হসমৎ হুসেন খীর কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি শাণাইদের অন্তর্গত শাণাইরামে মোরত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১১ অপ্রিল।—জালী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমার কাংগোর অধ্যক্ষতা ভাবপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু হুগাঃমার সেন যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু হুগাঃমার সেনের ছুটিপত্রক অনুপস্থিতিকালে অধ্যক্ষতায় অন্য আফসানা হুগাঃমার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য উক্ত জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমার কাংগোর তার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুন্সের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গোপালনাথ মুখোপাধ্যায়, উক্ত জিলার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ অপ্রিল।—শ্রীযুত এচ. গেমউড সার্জেন্ট, সি. এস. বিশেষ ছুটি লইয়া এই মাসের ৪ তারিখে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

করীদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ফকরগোপাল রায় উক্ত জিলার ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ অপ্রিল।—শ্রীযুত বাবু নদের চাঁদ দত্ত পুরী জিলার ভূমি রেজিস্ট্রারী করণের রূবকারী সমাপ্ত করণার্থে ১৮৮৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অবধি পনের দিন সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ অপ্রিল।—বাঁকুড়ার সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ পাঠক এই মাসের ৮ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কালীদাস মুখোপাধ্যায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১০০ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগজ্ঞান মোহ কিসকালের নিমিত্তে হাওড়া জিলার অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ অপ্রিল।—ময়মনসিংহের অন্তর্গত জামালপুরের একটিং আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এল. এফ. মিলার খেতের কমিশ্যনর সাহেবের স্বকীয় আসিন্টাণ্ট শ্রীযুত বাবু জগজ্ঞান রায় কটক জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝে মাঝে অন্য আফসানা হুগাঃমার সেনের কিসকালীন সাহেবের স্বকীয় আসিন্টাণ্টের কথ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় কটকের গোশকশী হালের সপারভেণ্ডেন্ট সাহেবের আসিন্টাণ্টের কথ করিতে নিযুক্ত হওয়া উক্ত মহালে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ অপ্রিল।—মালদহের সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মোল্লী ইমদাদ খান গজ জামুয়ারি মাসের ৯ তারিখের অন্তর্গত যে ছুটি পান তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে পাঁচ দিনের ছুটি পাইলেন।

পুরীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু প্রানকৃষ্ণ রায় উক্ত জিলার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ অপ্রিল।—২৪ পরগনার ডিষ্ট্রিক্ট ও মেশন অফ শ্রীযুত জে. এফ. ব্রোন সাহেব সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৬০ ধারামতে আগামি মে মাসের ১ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

[ গবর্নমেন্ট সেক্রেট। ১৮৮৪। ২৯ অপ্রিল। ]

Mr. J. G. Charles, Officiating Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, is appointed to act temporarily as District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs, *vice* Mr. J. F. Browne, on leave.

Mr. J. Whitmore, Officiating District and Sessions Judge, Furreedpore, is appointed to act temporarily as Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, *vice* Mr. J. G. Charles.

Mr. H. F. Matthews, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Durbhunga, is appointed to act as District and Sessions Judge of Furreedpore, during the absence, on deputation, of Mr. F. J. G. Campbell, or until further orders.

Mr. H. H. Risley, Assistant Commissioner, Manbhoom, on special duty, is appointed to officiate as Under-Secretary to the Government of Bengal, during the absence, on deputation, of Mr. C. W. Bolton, or until further orders.

Baboo Rajani Coomar Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is appointed to have charge of the Jamalpore sub-division of the Mymensingh district, during the absence, on leave, of Baboo Nanda Krishna Bose, or until further orders.

The Hon'ble C. P. L. Macaulay, Secretary to the Government of Bengal, Financial Department, is allowed leave for two months and twenty-three days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Mr. E. N. Baker, Officiating Under-Secretary to the Government of Bengal, is appointed to act, in addition to his own duties, as Secretary to the Government of Bengal in the Financial Department, during the absence, on leave, of the Hon'ble C. P. L. Macaulay, or until further orders.

Mr. F. H. Harding, c.s., reported his departure from India, on furlough, on the 25th March 1884.

*The 22nd April 1884.*—In modification of the order of the 4th instant, Mr. E. E. Lewis, Commissioner, Chittagong Division, is allowed leave for two months and twenty days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st proximo, or such subsequent date as he may avail himself of it.

**POLICE.**—*The 10th April 1884.*—Mr. R. W. Keown, Temporary Assistant Superintendent of Police, Mozufferpore, was on leave, under rule 2, section 136, chapter X of the Civil Leave Code, from the 5th to the 11th December 1883, both days inclusive.

Mr. H. S. Schurr, Assistant Superintendent of Police, is posted temporarily to the sudder station of the 24-Pergunnahs district.

*The 15th April 1884.*—Mr. H. Munro, District Superintendent of Police, Mozufferpore, is appointed to act in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 1st April 1884, during the absence, on leave, of Mr. B. Rattray, or until further orders.

*The 19th April 1884.*—Mr. E. B. Baker, Deputy Inspector-General of Police, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 5th proximo, or such subsequent date as he may avail himself of it.

**REGISTRATION.**—*The 14th April 1884.*—Syed Habibul Hossain is appointed to be Joint Sub-Registrar of Motihari (Kessariya), in the district of Chumparun.

**EDUCATION.**—*The 17th April 1884.*—Mr. G. A. Stack, Professor, Patna College, on leave, is appointed temporarily to be a Professor in the Presidency College.

Moulvie Abdul Jubbar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be Secretary to the District School Committee of Patna, *vice* Mr. L. P. Shirres.

*The 18th April 1884.*—In modification of the order of the 19th January last, Baboo Sib Chandra Gui, M.A., Lecturer, Sanskrit College, is appointed to have charge of the current duties of the office of Principal of that institution, during the absence, on leave, of Pundit Mahesa Chandra Nyayaratna, c.i.e., or until further orders.

[Government Gazette, 29th April 1884.]

ঐযুত জে, এক, ব্রোন্স সাহেব দুই লগুনগাও ২৪ পরগনা ও হুগলীর একটি আডিনামল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ঐযুত জে. জি, চার্লস সাহেব কিরংকালের নিমিত্তে ২৪ পরগনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ঐযুত জে. জি, চার্লস সাহেবের পরিবর্তে কীরীপপুরের একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ঐযুত জে, উইটমোর সাহেব কিরংকালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা ও হুগলীর আডিনামল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজকার্যোগলক্ষে ঐযুত এক, জে, জি, কার্বেল সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হারতনার একটি আইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ঐযুত এচ, এফ, মাথিউস সাহেব কীরীপপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজকার্যোগলক্ষে ঐযুত সি. ডব্লিউ, বোল্টন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বিশেষ কার্যে নিযুক্ত মানকুমের আফিফাটে কমিশনার ঐযুত এচ, এচ, রিসলো সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু মনকুম বসুর দুই প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যা ২ অন্য আজ্ঞা না হয়, দুই প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ঐযুত বাবু রাজনীকুমার দত্ত বরমনসিংহ জিলার অন্তর্গত জামালপুর মহকুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

ফিন্যান্সাল ডিপার্টমেন্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী মানাবর ঐযুত সি, পি, এল, মেকলে সাহেব যে তারিখে দুই প্রাপ্ত করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের দুইটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় নতুন দুই মাস ডেইশ দিনের দুই পাইলেন ।

মানাবর ঐযুত সি, পি, এল, মেকলে সাহেবের দুই প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারী ঐযুত ই, এন, বেকার সাহেব আপন কর্মভিত্তিক ফিন্যান্সাল ডিপার্টমেন্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারীর কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ঐযুত এক, এচ, হার্ডিং সাহেব, সি. এস, নিয়মিত দুই লইয়া ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসের ২৫ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন ।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন ।—এই মাসের ৪ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল । চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশনার ঐযুত ই, ই, লোইস সাহেব আগামী মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে দুই প্রাপ্ত করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের দুইটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় নতুন দুই মাস বিশ দিনের দুই পাইলেন ।

পোলীস বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১০ আশ্বিন ।—মজকপুরের পোলীসের কিরংকালীন আফিফাটে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঐযুত আর, ডব্লিউ, কেওন সাহেব সিভিল কার্যকারকদের দুইটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৬ ধারার ২ প্রকরণমতে ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখ অবধি ১১ তারিখ পর্যন্ত দুই লইয়া ছিলেন ।

পোলীসের আফিফাটে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঐযুত এচ, এস, শর সাহেব কিরংকালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন ।—ঐযুত বি, রাষ্ট্রে সাহেবের দুই প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মজকপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঐযুত এচ, মনরো সাহেব ১৮৮৪ সালের ১ আশ্বিন অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন ।—পোলীসের ডেপুটী ইন্সপেক্টর-জেনারেল ঐযুত ই, বি, বেকার সাহেব আগামী মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে দুই প্রাপ্ত করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের দুইটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় নতুন দুই মাসের দুই পাইলেন ।

রেজিষ্ট্রারী করণ বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন ।—ঐযুত সৈয়দ হাবিবুল হুসেন চান্দার জিলার অন্তর্গত রতিহারি ( কেসেরিয়ার ) আইন্ট সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

শিক্ষা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন ।—দুই প্রাপ্ত পাইনা কলেজের অধ্যাপক ঐযুত জি, এ, স্কট সাহেব কিরংকালের নিমিত্তে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

ঐযুত এল, পি, শিরেস সাহেবের পরিবর্তে ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর ঐযুত মোলবী আবদুল অকর পাটন; জিলার স্কুল কমিটির সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন ।—গত আশ্বিন মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল । ঐযুত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র নারায়ণ, সি, আই, ইর দুই প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সংস্কৃত কলেজের উপদেশক ঐযুত বাবু শিবচন্দ্র গুই, এম, এ, উক্ত কলেজের প্রিন্সিপালের আফিফাটে চলিত কর্মের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৯ আশ্বিন । ]

**PORT TRUST.**—*The 15th April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. F. Prestage of his appointment as a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta.

**MEDICAL.**—*The 14th April 1884*—Assistant Surgeon Kally Dass Bose, a Supernumerary at the Presidency, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

**MUNICIPAL.**—*The 5th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the English Bazar Municipality, in the district of Malda, of Baboo Bhoirubnath Palit, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

*The 7th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Berhampore Municipality of Baboo Mohendra Nath Mukerjee to be their Vice-Chairman.

*The 8th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Chattra Municipality, in the district of Hazaribagh, of Baboo Sharada Persad Ghose to be their Vice-Chairman.

*The 12th April 1884.*—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Soory Municipality, in the district of Bechhoom :—

Baboo Dhon Krishna Ghose, M.A., B.L.		Baboo Hem Nath Das, B.L.
Baboo Nemye Chunder Saha.		

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Shyama Das Mazoomdar.		Baboo Nabin Chunder Chatterjee.
-----------------------------	--	---------------------------------

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Comillah Municipality :—

Baboo Mohini Mohun Burdhan, B.L.		Baboo Hari Mohun Guha.
„ Shib Chunder Aich.		„ Raj Mohun Mitra.
Baboo Karlash Chunder Dutta, M.A., B.L.		

*The 11th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Ranchee Municipality of Mr. A. W. Mackie, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

Baboo Gouri Sunkar Ghosal is re-appointed to be a Commissioner of the Baraset Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Rajkrishna Ghosal.		Munshi Rafiuddin.
„ Mohendranath Ghosal.		Baboo Chunder Nath Bannerjee.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Barripore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Prasunno Coomar Banerjee to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Kali Kumar Roy Chowdhry.		Baboo Nibaran Chandra Mitra.
„ Nim Narain Mitra.		„ Debnarain Dutta.
Baboo Eshan Chunder Dutta.		

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Hooghly and Chinsurah Municipality of Baboo Dwarkanath Chuckerbutty to be their Vice-Chairman.

পোর্ট ট্রাঙ্ক বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৫ আগ্রিল ।—জ্যুত এফ, প্রেস্টেজ সাহেব কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ সাধনার্থ কমিশ্যনের অধীনস্থ স্বীয় পদ ত্যাগকরণার্থে যে পত্র পাঠান জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গৃহণ করিলেন ।

চিহ্নিত বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৪ আগ্রিল ।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিস্ট্যান্ট সার্জন জ্যুত কালিদাস বসু যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কাগাকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ছুটি মাসের ছুটি পাইলেন ।

মুন্সিপাল বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৫ আগ্রিল ।—মালদহ জিলার অন্তর্গত ইংরেজবাজার মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি-কালেক্টর জ্যুত বাবু টেকরনাথ পালিতকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৭ আগ্রিল ।—বরহমপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের জ্যুত বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করতে জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৮ আগ্রিল ।—হাজারীবাগ জিলার অন্তর্গত চান্দা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের জ্যুত বাবু শরদাশ্রমাদ ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ১২ আগ্রিল ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বীরভূম জিলার অন্তর্গত শিউড়ি মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

জ্যুত বাবু ধনুষ্ক ঘোষ, এম, এ, ও দি, এল, । | জ্যুত বাবু হেমনাথ দাস, দি, এল ।

জ্যুত বাবু নিমাইচন্দ্র শাণী ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

জ্যুত বাবু শ্যামাশ্রম মজুমদার । | জ্যুত বাবু নবীন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কমিল্লা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

জ্যুত বাবু যোতিনীমোহন বসু, বি, এল, । | জ্যুত বাবু হরিমোহন গুহ ।

” ” শিবচন্দ্র আইচ । | ” ” রাজমোহন মিত্র ।

জ্যুত বাবু বৈলার্ন চন্দ্র দত্ত, এম, এ, ও দি, এল, ।

১৮৮৪ সাল ১৪ আগ্রিল ।—রাধি মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের একটিং আইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জ্যুত এ, ডব্লিউ, মেকাহ সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করতে জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

জ্যুত বাবু গৌরীশঙ্কর সোমাল ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারাসত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

জ্যুত বাবু রাজকৃষ্ণ গোহাঁস । | জ্যুত মুনশী রফাউদ্দীন ।

” ” মহেন্দ্রনাথ ঘোষাল । | ” বাবু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বাকইপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের জ্যুত বাবু অশ্বকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

জ্যুত বাবু কালীকুমার রায় চৌধুরী । | জ্যুত বাবু নিহারণ চন্দ্র মিত্র ।

” ” নিমনারায়ণ মিত্র । | ” ” দেবনারায়ণ দত্ত ।

জ্যুত বাবু কেশব চন্দ্র দত্ত ।

হুগলী ও চুটড়া মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের জ্যুত বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্তিকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৯ আগ্রিল । ]

**ROAD CESS.—The 7th April 1884.**—The gentlemen named below are appointed to be members of the Goalundo Branch Road Committee, in the district of Furreedpore :—

Baboo Mahendro Nath Mallik, Inspector of Police (*ex-officio*), *vice* Baboo Sital Chandra Sauyal, transferred.

„ Kesaba Chandra Datta, *vice* Baboo Rasik Lal Das, deceased.

„ Giris Chandra Majumdar, *vice* Baboo Umes Chandra Majumdar, deceased.

**The 9th April 1884.**—Mr. K. H. Stephen, Assistant Engineer, Public Works Department, Irrigation Branch, is appointed to be an *ex-officio* member of the Sewan Branch Road Committee, in the district of Sarun.

**The 11th April 1884.**—Baboo Ram Chunder Mukerjee is appointed to be Vice-Chairman of the Nuddea District Road Committee.

**The 14th April 1884.**—Mr. E. Stonewig is appointed to be a member of the Hajeeapore Branch Road Committee, *vice* Mr. R. Brown, resigned.

Mr. T. M. Cockburn is appointed to be a member of the Sasseram Branch Road Committee, *vice* Mr. Morton, resigned.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

**No. 3.—The 9th April 1884.**—Mr. W. E. Ward made over charge of the office of Judge and Commissioner of the Assam Valley Districts to Mr. C. J. Lyall in the forenoon of the 2nd April 1884.

**No. 4.**—Mr. L. E. Fabre-Tonnerre reported his departure from India, on furlough, on the 30th March 1884.

F. B. PRACOCK,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

**The 21st April 1884.**—Mr. J. R. Douglas is appointed to be Port Officer of False Point and Pooree, and Superintendent of Customs, False Point, in place of Mr. T. Geary retired, with effect from the 1st instant

A. P. MACDONNELL,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

**The 11th April 1884.**—Whereas a notification, dated the 27th November 1883, was published at page 1254, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 12th December last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the Rajshahye District Road Committee under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is now notified for general information that they are confirmed.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

**The 14th April 1884.**—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers vested in him by section 180 of Act IX (B.C.) of 1880, to confirm the following bye-laws which have been framed by the District Road  
[*Government Gazette, 29th April 1884.*]

পঞ্চম বিবরণ ।—১৮৮৪ সাল ৭ অপ্রিল ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা করীদপুর জিলার অন্তর্গত গোয়ালদেব শাখা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুক্ত বাবু শীতলচন্দ্র সাহায্যাল স্বানাম্বরে প্রেরিত হইতে গোয়ালদেব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র মল্লিক ( স্বীয় পদোপলক্ষে ) ।

বাবু রসিকলাল দাসের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র দত্ত ।

বাবু উঃমণ্ডল মজুমদারের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার ।

১৮৮৪ সাল ৯ অপ্রিল ।—পাবলিক ওকস ট্রিপার্টমেন্টের জলসেচন শাখার অসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত কে, এচ, ফীফেন সাহেব স্বীয় পদোপলক্ষে সাংগ জিলার অন্তর্গত মেওয়ানেশ্বর শাখা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১১ অপ্রিল ।—শ্রীযুক্ত বাবু রাঘবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নদীয়া জিলার পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৪ অপ্রিল ।—শ্রীযুক্ত আব, ব্রৌন সাহেব কর্ম্য ভাগ করাতে শ্রীযুক্ত ই, টোনউইগ সাহেব হাজিপুরের শাখা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুক্ত জে, মর্টন সাহেব কর্ম্য ভাগ করাতে শ্রীযুক্ত টি, এম, কোবর্ণ সাহেব সালীরাবের শাখা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আগাম গেজেটে হইতে উদ্ধৃত করা গেল ।—

৩ নম্বর ।—১৮৮৪ সাল ৯ অপ্রিল ।—শ্রীযুক্ত ডবলিউ, ই, ওয়ার্ড সাহেব শ্রীযুক্ত সি, জে, লায়ল সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ২ অপ্রিলের পূর্বাহ্নে আগাম উপাত্তা দিলার জেজ ও কমিশনারের কমন্ডে ভারতাপণ করিলেন ।

৪ নম্বর ।—শ্রীযুক্ত এল, টি, ফেবর-টনের সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ১০ মার্চে ভারত-বর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন ।

এফ, বি, পোন্স,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

#### বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২১ অপ্রিল ।—শ্রীযুক্ত টি, গিয়ারী সাহেব কর্ম্য হইতে অবসর গ্রহণ করাতে শ্রীযুক্ত জে, আর, ডগলাস সাহেব এই মাসের ১ তারিখ অবধি ফলস-পাইট ও পুন্ডী বন্দরের কর্তৃ ফের এবং ফলস-পাইটের কমন্ডের সুপার-টেণ্ডেন্টের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

এ, পি, মাকডেনল,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

#### বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১ অপ্রিল ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে রাজশাহী জিলার পথ কমিটির প্রতীক একক উপাধি দূর করণার্থে শ্রীযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিশয় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৭ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৫৭ পৃষ্ঠার প্রকাশ করা গেল ও উক্ত উদ্ভিদ সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের আগ্রহে এইরূপে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপাধি দূর করা গেল ।

ই, এল, বেকার,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

#### বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১৪ অপ্রিল ।—সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে প্রবৃত্ত কমতানুগারে কার্য করিয়া তিনি এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে [ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৯ অপ্রিল । ]



Committee of Bankoora at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the publication of this notification :—

*Bye-laws.*

1. No person shall damage or encroach on any part of a district road or its side ditches by taking earth from, cultivating crops, or placing a fence on it or them.
2. No person shall tether any cattle on any district road, and the owner of any cattle found tethered shall be held to have allowed his cattle to be tethered there.
3. No person shall, without the special permission of the Chairman or Vice-Chairman, cut any part of a district road.
4. No person shall wilfully destroy or damage any tree on any district road, or any fence erected for the protection of such tree, and no person shall remove or damage any post or fence erected on any district road.
5. Drivers of elephants and camels shall move off the district roads to a reasonable distance whenever they see a horse approaching.
6. Any person committing a breach of the above bye-laws shall be liable to a fine under clause 2 of section 180 of Act IX (B.C.) of 1880.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal*

NOTIFICATION.

*The 9th April 1884.*—Whereas a notification was published in the *Calcutta Gazette* of the 26th December 1883, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of the Bengal Vaccination Act V (B.C.) of 1880 to the Municipalities of Deoghur and Sahibgunge, and the towns of Doomka and Rajmehal, in the Sonthal Pergunnahs district, and whereas no objection has been raised to the measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the said Act, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the provisions of the Act to the above places with effect from the 1st May 1884.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

*The 9th April 1884.*—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78, Act V (B.C.) of 1876, and in compliance with the recommendation of the Commissioners of the Nuddea Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends to sanction the levy by the Commissioners of the said municipality of a fee not exceeding that prescribed by section 134 of the Act on the registration of all carts kept or habitually used within the municipality, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the municipality.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

*The 10th April 1884.*—Whereas a notification was published at page 194, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 16th January 1884, declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction the imposition by the Commissioners of the Berhampore Municipality, in the district of Moorshedabad, of a tax under section 122 of Act V (B.C.) of 1876 on carriages and horses and other animals mentioned in the third schedule of the Act, and whereas no

[ *Government Gazette, 29th April 1884.* ]

সকল বিপক্ষ কারণ দর্শন না গেলে ঝাড়পাড়া জিলার সভাগত পথ কমিটীর প্রণীত মিল্লিখিত কএক যুক্তি উপবিধি দৃঢ় কারবার করিয়াছেন।

উপনিদি।

১। কোন ব্যক্তি জিলার কোন পথের কোন অংশ বা তৎপার্শ্ব খানাহাতে বাটী লইয়া বা তাহাতে শস্য বুনিয়াদ কিম্বা তাহাতে বেড়া দিয়া তাহার ক্ষতি করিবে না বা তাহার চাপিয়া লইবে না।

২। কোন ব্যক্তি জিলার কোন পথে গবাদি বাধিয়া দিবে না ও জিলার কোন পথে গবাদি বাধা দেখা গেলে, গবাদির স্বামী আন গবাদি তৎপার্শ্ব বাধিয়া দিতে বলিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৩। কোন ব্যক্তি সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির বিশেষ অনুমতি বিনা জিলার কোন পথের কোন অংশ কাটিবে না।

৪। কোন ব্যক্তি জিলার পথের ধারের কোন গাছ কিম্বা গাছ রক্ষার্থে যে কোন কঠোরদেওয়ান গিয়াছে তাহা ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট বা তাহার ক্ষতি করিবে না ও কোন ব্যক্তি জিলার পথের ধারে নির্দিষ্ট কোন স্তম্ভ বা বড়া সরাইয়া ফেলিবে না বা তাহার ক্ষতি করিবে না।

৫। হস্তী ও উষ্ট্র চালকেরা ঘোড়া গাড়িতেছে দেখিলে জিলার পথহইতে যুক্তিসঙ্গত দূরে যাইবে।

৬। কোন ব্যক্তি উক্ত সকল উপবিধি লঙ্ঘন করিলে ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারার ২ প্রকরণমতে তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ আশ্বিন।—সাঁওতাল পরগণা জিলার অন্তর্গত দেওগর ও সাহেবগঞ্জ মুন্সিপালিটিতে এবং চুমকা ও রাণমহাল নগরে বঙ্গদেশ গোবীন্দ টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধান প্রচলিত করণার্থে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেন ও তৎপ্রচলন সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত হয় না যাওয়াতে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কাগ্য করিয়া তিনি ১৮৮৪ সালের ১১ মে অবধি তাহা প্রচলিত হইবার আজ্ঞা করিলেন, সাধারণের অবগত্যার্থে এ প্রকার ইহা প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ আশ্বিন।—সাধারণের অবগত্যার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে; নদীয়া মুন্সিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত বিপক্ষ কারণ দর্শন না গেলে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং নদীয়া মুন্সিপালিটির সভাগত কমিশ্যনরদের অমুরোধক্রমে তিনি, উক্ত মুন্সিপালিটির মধ্যে যে সকল গরুরগাড়ী রাখা যায় ও নিয়ত ব্যবহার হয় তাহা রেজিষ্টারী করিয়া উক্ত আইনের ১৩৪ ধারার নির্দিষ্ট ফীর অনধিক উক্ত কমিশ্যনরদের দ্বারা আদায় হইবার অনুমতি দিতে কর্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১০ আশ্বিন।—মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত বরহমপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরদের দ্বারা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের তৃতীয় তফসিলের লিখিত গাড়ীর, ঘোড়ার ও অমায়ানাজুর উপর উক্ত আইনের ১২২ ধারামতে টাঁক ধাওয়া হইবার অনুমতিস্বত্ব জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের জানুয়ারি মাসের ১৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৯৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেন ও উক্ত মুন্সিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আশ্বিন। ]

objection has been raised to the proposal within one month from the publication of the above notification within the municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78 of the Act, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition by the said Commissioners of a tax on carriages, horses, and other animals at rates not exceeding those specified in the said schedule.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

*The 12th April 1884.*—It is hereby notified for general information that so much of the notification, dated the 23rd May 1882, published in the *Calcutta Gazette* of the 7th June 1882, regarding the resumption of certain ferries in the Tipperah district as relates to the ferries over the Bijni, Sheni and Rogni, is cancelled.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

*The 14th April 1884.*—It is hereby notified for general information that, in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Culna Municipality made at a meeting, and in the exercise of the powers conferred upon him by section 10 of the Bengal Municipal Act, V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to revise the boundaries of the said municipality, so as to withdraw the villages of Goora, Nalhooger, Talbana and Pooronohat, named in the margin from the operation of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the aforesaid municipality.

The revised boundaries of the municipality will be as follows :—

On the north the Labhanga Beel, the khal that passes eastwards from the beel by the north of the indigo factory, and the khal that passes from the Kadrar Beel to the Bhagirathy and the Bhagirathy; on the east the Bhagirathy, the burial ground, the road that passes by the east of the Mission house, and by the west of Dood Bibi's tank and that portion of the road called the Mujish Sahib's Dighi road, passing southward from its junction with the above mentioned road. On the south a line drawn between the southern boundaries of the Mujish Sahib's Dighi, Mollapara, Ayma, Lukhonpara, Jewdhara, Barooipara, Modhubone, Amlapokar, Bora Mitropara, Chota Mitropara and Boresoona and the northern boundaries of Arrah Shapore, Jewdhara cornfields, Sarva Mangola, Ramessurpore, Koldanga, Dharmodanga, Meerpore, Rungpara and Patty Khojhat; and on the west Pooranahat, the lane which passes southwards by the west of the residence of the Sub-Divisional Officer, and the villages of Talbana and Goora.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

*The 16th April 1884.*—Whereas a notification, declaring the Lieutenant-Governor's intention to direct that all deaths occurring within that part of the district of Darjeeling which lies to the west of the Teesta river shall be registered under Act IV (B.C.) of 1873, was published in the *Calcutta Gazette* of the 9th January last, and whereas no objections have been raised to the proposed measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the said Act, the Lieutenant-Governor is pleased to direct that all deaths occurring in the above mentioned area shall be registered under the said Act with effect from the 1st May 1884.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*



## NOTIFICATION.

*The 16th April 1884.*—Whereas a notification declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction the levy by the Commissioners of the Pubna Municipality of a tax under section 122 of Act V (B.C.) of 1876 on four-wheeled carriages which are kept or habitually used in the municipality was published in the *Calcutta Gazette* of the 13th February 1884, and whereas no objection has been raised to the measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78 of the Act, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition of a tax on four-wheeled carriages in the Pubna Municipality at rates not exceeding those specified in the third schedule of the Act.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 19th April 1884.*—The Lieutenant-Governor is pleased, under section 35, Regulation VII of 1822, to vest canal officers of the Sone Circle of the rank of Executive Engineers and Assistant Engineers in charge of divisions with the powers of a Collector for the purposes specified in section 22, Regulation XII of 1817, *i.e.*, of enabling them to require the attendance, &c., of putwarics and production of village papers in connection with canal assessments or canal rate collections.

A. P. MacDONNELL,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 21st April 1884.*—It is hereby notified for general information that the police station at Badalgachi, in the district of Bogra, has been removed to Nawabganj, and that the thana will be called by the name of the Nawabganj Thana in future.

A. P. MacDONNELL,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## DECLARATION.

*The 22nd April 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, *viz.* for excavating a tank within the limits of the villages Daulatgunge and Jevannagar, pergunnah Ukhra, chakla Mutnaree, zillah Nuddea, for the use of the inhabitants of those villages, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs and 5 cottahs of standard measurement is required within the aforesaid villages Daulatgunge and Jevannagar. The land is bounded on the east by the house of Sreekantha Doss and the land belonging to Behary Lall Datta; on the north by the houses of Sreeputty Chukerbutty and Bykanta Law; on the west by the lands belonging to Baboo Nafor Chandra Pal Chowdhury and Behary Lall Datta; and on the south by the lands of Joykally Chowdhurane, Baboo Shyam Chandra Law, and Baboo Nafor Chandra Pal Chowdhury.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A. P. MacDONNELL,

*Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.*

*The 22nd April 1884.*

To—Calcutta.

To—Bengal.

From—Bombay.

From—General Secretary.

GOVERNMENT of India have sanctioned enforcement of quarantine rules at Aden against vessels from Calcutta and Bassem. Letter follows.

A. P. MacDONNELL,

*Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.*

[ *Government Gazette*, 29th April 1884. ]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—পারমা মুনিসিপালিটির মধ্যে চারিচাকার যে সকল গাড়ী রাখা যায় বা নিয়ত ব্যবহার হয় তাহার উপর উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশনারদের দ্বারা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১২২ ধারামতে টাক্স আদায় করিবার আদেশস্বত্ব জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি প্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারির কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেও উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি পারমা মুনিসিপালিটির মধ্যে চারিচাকার গাড়ীর উপর উক্ত আইনের তৃতীয় তফসীলের নির্দিষ্ট হারের অনধিক হারে টাক্স ধার্য্য করিবার অনুমতি দিলেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন।—খণ্ডের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত এক্সেসিটিব ইঞ্জিনিয়ার ও আসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রণয় গোপস্কের খালের কর্তৃপক্ষেরা ১৮৭৭ সালের ১২ আইনের ২২ ধারার নির্দিষ্ট কার্য্যপক্ষে অর্থাৎ পাটওয়ারীদের উপস্থিত প্রভৃতি হইবার ও খালের রেটধায়া বা খালের রেট আদায় করণ সংক্রান্ত গুমের কাগজপত্র দাখিল করিবার আদেশ করিতে পারেন এই নিমিত্তে জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭২ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারামতে তাহাদিগকে কালেক্টরের ক্ষমতা দিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বগুড়া জিলার অন্তর্গত কমলগাতিস্থ পৌলীস থানা নবাবগঞ্জে উঠিয়া গিয়াছে ও উক্ত থানা এই অবধি নবাবগঞ্জ থানা নামে খ্যাত হইবে।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ নদীয়া জিলার অন্তর্গত মাটিয়ারি চাকলার ডাখী পরগনার দৌলংগঞ্জ ও জীবননগর গ্রামের সীমান মধ্যে ঐ গ্রামের লোকদের ব্যবহারার্থে পুষ্করিণী খনন করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের দিকট এই জন্য প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকার কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত দৌলংগঞ্জ ও জীবননগর গ্রাম কতিপয়ে নানাদিক সাং কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পূর্বসীমা জীকান্ত দাসের বাড়ী ও হারীলাল দত্তের জমী, এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পূর্বসীমা জীকান্ত দাসের বাড়ী ও হারীলাল দত্তের জমী, উত্তর সীমা ঐশ্বরী চক্রবর্তীর ও বৈকুণ্ঠ লাঙ্গর বাড়ী, পশ্চিম সীমা বারু নকরচন্দ্র পাল চৌধুরীর ও বিহারীলাল দত্তের জমী, দক্ষিণ সীমা জরকালী চৌধুরীর, বারু শ্যামচন্দ্র লা ও বারু নকরচন্দ্র পাল চৌধুরীর জমী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।

বঙ্গদেশ,  
কলিকাতা।

বোম্বাইর  
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

কলিকাতা ও বাসিন্দ হইতে যে সকল আত্মজ ধায়, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট এদনে সেই সকল আত্মজের বিকল্পে B. চিহ্নিত কারাটাইন বিধি প্রবল করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আশ্বিন। ]

( 828 )

[ Part II. ]

**JUDICIAL DEPARTMENT.**

---

No. 1966 A.

*The 11th April 1884.*—Baboo Kedar Nath Mazoomdar, Second Subordinate Judge of Midnapore, is transferred temporarily to Furreedpore.

Baboo Nilmoni Nag, Second Munsif of Manickgunge, Dacca, is appointed to be Bent Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of that munsifi, during the absence, on leave, of Baboo Binod Behari Mitter, or until further orders.

Baboo Jogul Kishori De, B.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Dacca, and to be ordinarily stationed at Manickgunge, during the absence, on leave, of Baboo Binod Behari Mitter, or until further orders.

Baboo Bhuban Mohun Gangooly, Second Munsif of Bhanga, in the district of Furreedpore, is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of the Bhanga Munsifi, during the absence, on leave, of Baboo Saroda Prosad Chatterjee.

Baboo Umesh Chander Sen is appointed to act as a Munsif in the district of Furreedpore, and to be ordinarily stationed at Bhanga, during the absence, on deputation, of Baboo Bhuban Mohun Gangooly, or until further orders.

*The 16th April 1884.*—Baboo Chunder Seekur Banerjee, Officiating Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division, and an assistant to the Superintendent of the Tributary Mehals, Cuttack, will continue to exercise the powers of a Magistrate of the first class.

Baboo Juggo Mohun Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by the undermentioned gentlemen of their appointments of Honorary Magistrates of the Sudder Bench of the Jessore district:—

Baboo Umesh Chunder Ghose.	Baboo Mohesh Chunder Banerjee.
Baboo Raghuttam Ghose Chowdhari.	

The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Bench, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class:—

Baboo Mahima Chunder Banerjee.	Baboo Jagabandhu Bhadra.
„ Basanto Kumar Roy Chowdhari.	„ Brojo Prosoud Bose.

*The 17th April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Baikunto Nath Dey of his appointment of Honorary Magistrate of the Sudder Bench in the district of Howrah.

**ERRATUM.**—*The 14th April 1884.*—In the order of the 8th January last, published in the *Calcutta Gazette* of the 9th idem, appointing Baboo Bogola Prosunno Mozoomdar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Siligoree, Darjeeling, to be also a Munsif in the district of Julpigoree, for “Julpigoree” read “Dinagoree.”

**GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.**—*The 16th April 1884.*—Baboo Jadu Nath Ghose, Third Munsif of Jessore, is allowed leave for 13 days, under section 134, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

*The 19th April 1884.*—Baboo Moti Lall Halidar, Second Munsif of Baripore, in the district of the 24 Pergunnahs, is allowed leave for one month and twelve days, under section 73, rule 2, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 28th April 1884, or from any subsequent date on which he may avail himself of it.

F. B. PHACOCK,  
Secretary to the Govt. of Bengal.

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট ।

১৯৬৬ A নম্বর ।

১৮৮৪ সাল ১১ আশ্বিন ।—মেদিনীপুরের দ্বিতীয় সর্ভিসেন্ট জজ জীবুত বাবু কেশবনাথ মজুমদার ক্রিয়াকালের নিমিত্তে ফরীদপুরে প্রেরিত হইলেন ।

জীবুত বাবু শিলোনবিহারী মিত্রের ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ জনা আজা না হয়, তাঁহার অন্তর্গত মানিকগঞ্জের দ্বিতীয় মুনসেফ জীবুত বাবু নীলমনি নাগ সেই চৌকীর খাজানার মোক্তারী বিচার করণার্থ মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং উক্ত মুনসেফীর সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য ৫০৯ টাকা পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন ।

জীবুত বাবু বিমোনবিহারী মিত্রের ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ জনা আজা না হয়, জীবুত বাবু যুগল কিশোর দে, বি, এ, ও বি, এল, ঢাকা জিলার মুনসেফের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মানিকগঞ্জে অবস্থাপিত হইলেন ।

জীবুত বাবু শারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত ভাঙ্গার দ্বিতীয় মুনসেফ জীবুত বাবু ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ভাঙ্গার মুনসেফীর সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য ৫০৯ টাকা পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন ।

রায়কারণোপলক্ষে জীবুত বাবু ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ জনা আজা না হয়, জীবুত বাবু উমেশচন্দ্র সেন ফরীদপুর জিলার মুনসেফের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ ভাঙ্গার অবস্থাপিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন ।—উড়িষ্যা খণ্ডের কমিশনার সাহেবের স্বাক্ষরিত একটি আর্দিস্ট্রাক্ট ও কটকের পেশকশী মহালের স্যুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের আর্দিস্ট্রাক্ট জীবুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কর্তব্য করিতে থাকিবেন ।

কটকের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবুত বাবু জগন্মোহন রায় প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা যশোর জিলার সদর বেঞ্চের স্বতন্ত্র অতিরিক্ত মাজিস্ট্রেটের পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন ।—

জীবুত বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ । | জীবুত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

জীবুত বাবু রঘুভূষণ ঘোষ চৌধুরী ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত বেঞ্চ অতিরিক্ত মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।—

জীবুত বাবু মহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । | জীবুত বাবু জগবন্ধু ভট্ট ।

” ” বসন্তকুমার রায় চৌধুরী । | ” ” ব্রজপ্রসাদ বসু ।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন ।—জীবুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দে হাবড়া জিলার সদর বেঞ্চের অতিরিক্ত মাজিস্ট্রেটরূপে স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন ।

অশুদ্ধশোধন ।—১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন ।—দাতিশিখের অন্তর্গত শিলিগুড়ির ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবুত বাবু বগলাপ্রসন্ন মজুমদারকে জনপাইগুড়ি জিলার মুনসেফের পদেও নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখে যে আজ্ঞা ঐ মাসের ১৫ তারিখের বাঙ্গালা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহাতে “ জনপাইগুড়ি ” শব্দের পরিবর্তে “ দিনাজপুর ” পাঠ করিতে হইবে ।

মুনসেফের ছুটি ।—১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন ।—যশোরের তৃতীয় মুনসেফ জীবুত বাবু যদুনাথ ঘোষ, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৫ ধারামতে তের দিনের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন ।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারইপুরের দ্বিতীয় মুনসেফ জীবুত বাবু মতিলাল হালদার ১৮৮৪ সালের ১৮ আশ্বিন অবধি অথবা তাঁহার পর যে তারিখ ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭০ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাস বার দিনের ছুটি পাইলেন ।

এফ, বি, পীকক,

- বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৯ আশ্বিন । ]



## PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL,

*The 21st April 1884.*

**No. 169.—Leave.**—Mr. J. P. Coy, Assistant Engineer, second grade, Arrah Division, is granted three months' privilege leave, under section 73 of the Civil Leave Code (fifth edition), with effect from such date as he may avail himself of it.

**No. 170.**—In continuation of this office notification No. 463 of the 17th December 1883, Mr. H. Bell is appointed as Manager and Engineer-in-Chief of the Tirhoot State Railway, with effect from the afternoon of the 2nd instant.

## IRRIGATION.

*The 21st April 1884.*

**No. 171.—Declaration.**—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of the main outfall of the Howrah Drainage Works, in the village of Gobaria, in pergunnah Boroedhorsha, district Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 7.42 beegahs of standard measurement, in the aforesaid village of Gobaria, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

**No. 172.—Declaration.**—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken permanently by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of the main channel of the Howrah Drainage Works, in the villages of Makhoora, Bakshara, Sooltanpore, Oonshoonce, Bakra Budderpore, Tetoolkoolee, Pakooria, Khalia, Kouah, Nalooah, Chamralee and Joypore, in pergunnah Boroedhorsha, district Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring, more or less, 9 miles 2,480 feet in length, with an average width of 57 feet or thereabout, is required within the aforesaid villages in Hooghly district.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,

*Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.*

**No. 173.—Declaration.**—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government for a public purpose, namely for the construction, at the expense of the Alipore Coal Company, Limited, of a branch line from the East Indian Railway to their collieries at Kairbad, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land about 4½ miles in length, and with an average width of 80 feet, and measuring 76 beegahs 4 cottahs and 9 chittacks, more or less, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

S. T. TREVOR, Col., R.E.,

*Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.*

[Government Gazette, 29th April 1884.]

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।

১৬৯ নম্বর।—ছুটী।—আরা খণ্ডের দ্বিতীয় প্রার্থীর আর্সিফোর্ড ইঞ্জিনিয়ার জি.বি. জে. পি. কয় সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি নিবিল কার্যপত্রকর্মের ছুটীর বিধির (পঞ্চম সংস্করণের) ৭৩ ধারামতে ভিন বাসের অনুগ্রহে ছুটী পাইলেন।

১৭০ নম্বর।—এই কার্যালয়ের ১৮৮৩ সালের ১৭ ডিসেম্বরের ৪৬৩ নং বিজ্ঞাপনানুসারে জি.বি. জে. পি. কয় সাহেব এই বাসের ২ তারিখের অপরাহ্ন অবধি জিজ্ঞাস্য ডেটে রেলওয়ের বাসেমারের ও প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।

১৭১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোরোইধর্মা পরগনার গোবরিশা গ্রামে হাবড়ার জলপ্রণালী কার্যের জন্য নির্গত হইবার প্রধান নালী করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জি.বি. জে. পি. কয় সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত গোবরিশা গ্রামে কর্তৃক ৭৪২ বিঘা পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৭২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোরোইধর্মা পরগনার বাধু, বাঁকুসড়া, মুলতানপুর, উলশুদী, বাঁকা বদরপুর, ডেতুলকুলী, পাকুন্দিয়া, খালিয়া, কোণা, মালুয়া। চতালী ও ভরপুর গ্রামে হাবড়ার জলপ্রণালী কার্যের প্রধান জলনালী করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জি.বি. জে. পি. কয় সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে হুগলী জিলার অন্তর্গত উক্ত সকল গ্রামে ক্রমান্বিত ৯ মাইল ২,৪৮০ ফুট দীর্ঘ ও গড়ে প্রায় ৫৭ ফুট প্রস্থ পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এক, ই, এস, দীল, মেকর, এম. এস, সি,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৭৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ইন্ডিয়ান রেলওয়েসেইতে সীমা-বদ্ধ আলিপুর কোল কোম্পানির কর্তৃত্বস্থ পাতুরিয়া কয়লার খনি পর্যন্ত পাখা রেলপথ করিবার জন্য উক্ত কোম্পানির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জি.বি. জে. পি. কয় সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে প্রায় ৪১০ মাইল দীর্ঘ ও গড়ে ৮০ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ ক্রমান্বিত ৭৬৪১১/৪ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এস, টি, ট্রেবর, কর্ণেল, আর্, ই,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

*The 2nd April 1884.*

No. 174.—*Leave*.—Mr. W. H. Nightingale, Executive Engineer, second grade, has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India two months' furlough, in extension of that granted him in Bengal Government notification No. 178 of the 10th May 1883.

No. 175.—The following Assistant Engineers of the second grade passed the examination prescribed in the Public Works Code, chapter II, section I, paragraph 17, on the 7th April 1884:—

Mr. J. Manson.	}	Mr. C. A. White.
„ E. J. Alexander.		„ B. K. Finnimore.

#### LOCAL COMMUNICATIONS.

*The 22nd April 1884.*

No. 177.—*Declaration*.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for a road cess inspection bungalow at Colgong, in the village of Kasba Colgong, pergunnah Colgong, zillah Bhagulpore, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 bigha 1 cottah and 1½ dhoores of standard measurement, bounded on the north by Road Cess Committee's road No. 12 (Colgong to Barhat), east by the waste land of the late Baboo Radha Churn Gangoly and a drain, on the south by waste land of the late Baboo Radha Churn Gangoly and drain, and west by East Indian Railway compound wall and land belonging to Muddun Thacoor, is required within the foresaid village of Kasba Colgong.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Major, M.S.C.*,  
*Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.*

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

১৭৪ নম্বর।—ছুটী।—দ্বিতীয় শ্রেণীর এক্সেসরিটিব ইঞ্জিনিয়ার জীযুত ডবলিউ, এচ, নাটটিংহাম সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ১৮৮৩ সালের ১০ মে ১৭৮ নং বিজ্ঞাপনমতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত ভারতবর্ষের পক্ষে অক্সিমতী হোটেল সেক্রেটারী সাহেব তাঁহাকে ছুটী মাসের ছুটী দিয়াছেন।

১৭৫ নম্বর।—নিম্নলিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীর অসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারেরা ১৮৮৪ সালের ৭ আপ্রিলের পবলিক ওর্কস বিধি পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ১৭ ধারার নিদিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।—

জীযুত জে, মাক্সন সাহেব।

„ ই, জে, আলেকজান্ডার সাহেব।

জীযুত সি, এ, ওয়াটস সাহেব।

„ বি, কে, ফিনিমোর সাহেব।

স্থানীয় বর্জাদি বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

১৭৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্পিত ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত কাছালগাঁও পরগনার কশবা কাছালগাঁও গ্রামে পথকরের ইনস্পেকশন বাঙ্গলা ঘর করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থদ্বারা গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কাছার নিমিত্তে উক্ত কশবা কাছালগাঁও গ্রামে কমতিমতে বার্ষিক ১/১ কাঠ ১২ ধর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা কাছালগাঁও অবধি বড়হাট পর্যন্ত পথকর কমিটির ১২ নং পথ, পূর্ব সীমা মৃত বাবু রাধাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পতিত জমি ও এক নর্দমা, দক্ষিণ সীমা মৃত বাবু রাধাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পতিত জমি ও নর্দমা, এবং পশ্চিম সীমা ইন্ডিয়ান রেলওয়ের হাটার প্রাচীর ও মদন ঠাকুরের জমি।

ইহাতে ঐহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এক, ই, এস, নীল, মেজর, এম, এম, সি।

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের হোটেল সেক্রেটারী।

1

1

1



# গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 29, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অফিস খণ্ড।

ইন্ডিয়ার প্রভুতি।

বঙ্গদেশের এই ২ জেলাতে ১৮৮৪ সালের আশ্বিন মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব দুই সপ্তাহ

৮০ তোলায় সেরের হিসাবে

জিলা।	গম।		ষর।		তাল চাউল।		সামান্য চাউল।		ধু ও বাজরা		চোলম ও জোয়ার।	
	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন

বঙ্গদেশ। পশ্চিমবঙ্গ জিলা।

	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১. বঙ্গমহা ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
২. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৩. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৪. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৫. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৬. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮

মধ্যপ্রদেশ জিলা।

	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
২. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৩. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৪. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৫. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৬. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৭. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৮. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৯. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১০. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১১. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১২. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৩. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৪. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৫. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৬. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৭. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৮. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৯. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
২০. ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮

ক। মধ্যপ্রদেশ লনের পুজুর দর টাকায় ৫০০।—কালনা ১৩ সের, কাটিয়া ১৩ সের।

খ। নিম্নপুর মধ্যপ্রদেশ লনের পুজুর দর টাকায় ১০ সের।

গ। মধ্যপ্রদেশ লনের পুজুর দর টাকায় ১০। সের ১০। সের ১০।

ঘ। মধ্যপ্রদেশ লনের পুজুর দর টাকায় ৫০০।—খাটালে ১০ সের এবং কাটিতে ১০। সের।

ঙ। ... ১০ সের, জাতিয়া ১০। সের।

চ। ... ১০ সের, বনৌরকাটে ১০ সের, কান্দিয়াতে ১০ সের ও বারাকপুরে ১০ সের।

ছ। ... ১০ সের, বেহেরপুরে ১০। সের, চুরাভায়া ১০। সের এবং বারাকপুরে ১০ সের।

ਅੰਤਰਿਕਸ਼ । ]

( 809 )

অবশি তত্ত্বলাদি ঋদ্যাদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও শবণ খুজরা বিক্রয়ের বাজারি দ্রব ।

টাকার বড় পাওয়া যায় ।

৪° সেতুর যণের  
খোকে নিজায়ব দব।

এই সপ্তাহের দিউন	রাগী বা বাড়ির ও চোখ।	কমেরা।	ছোলা।	জামানি কাকি।	সবন	সবন।
ইহার পূর্ক সপ্তাহের দিউন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন						
এই সপ্তাহের দিউন						
ইহার পূর্ক সপ্তাহের দিউন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন						
এই সপ্তাহের দিউন						
ইহার পূর্ক সপ্তাহের দিউন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন						
এই সপ্তাহের দিউন						
ইহার পূর্ক সপ্তাহের দিউন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন						
এই সপ্তাহের দিউন						
ইহার পূর্ক সপ্তাহের দিউন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন						
এই সপ্তাহের দিউন						
ইহার পূর্ক সপ্তাহের দিউন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন						

[illegible][illegible]

- ১। মাইকাখার ও বাগীরচাঁট মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের।  
 ২। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ৪২২।—মিলিচিহ, বাগুরা ও মড়াহলে ১২ সের এবং বনগীয়ে ১০ সের।  
 ৩। ১। লালগাও ১১ সের অঙ্গিগুণে ১২। সের ও কান্দিতে ১২ সের।  
 ৪। মটোব ও লীগা মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।  
 ৫। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ৪২২।—মিলকামারিতে ১২ সের কুড়িগামে ১০ সের ও গাইবান্ধায় ১৪ সের।  
 ৬। লোহাঙ্গা মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।  
 ৭। কুর্নিয়জে লবণের খুজরা দর টাকায় ১৮ সের এবং মিলিগুড়িতে ১০ সের।  
 ৮। কালারচাঁট লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।

[ পদার্থ-১টি গেজেট, ১৮৮৪। ১৯ অপ্রিল. ]



ক্রমিক সংখ্যা।	জেলা।	১০ তোলায় সেরের হিসাবে																	
		গম।			ষম।			ডাল চাউ -			সামান্য চাল।			কুচু ও মাল্লা।			চোলম ও জোয়ার।		
		এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘরের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘরের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘরের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘরের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘরের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজ্জাঘরের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিটর্ন

## পূর্বদিকস্থ জেলা।

ক্রমিক সংখ্যা।	জেলা।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮	চাঁকা ...	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
১৯	করীমপুর ..	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
২০	বাকরগঞ্জ ..	...	...	...	...	...	...	১৫	১৫	১২	১৮	১০	১১	১০	...	...	...	...	...
২১	ময়মনসিংহ	১০	১০	১২	...	...	...	১২/০	১২	১৬	১৫	১৪	১১	১০	...	...	...	...	...
২২	চট্টগ্রাম	১২	১২	১২	...	...	...	১০	১০	১৪	১৭	১৭	১১	...	...	...	...	...	...
২৩	মৌলভীবাজার	...	...	...	...	...	...	১৬	১৬	১৩	১৮	১৮	১১	...	...	...	...	...	...
২৪	জিপুরা	১৪	১০	১২	...	...	...	১৫	১৪	১১	১৬	১৭	১৬	...	...	...	...	...	...
২৫	চট্টগ্রামের পূর্ব সীমান্তের জিপুরা পর্যন্ত	১২	১২	১০	...	...	...	১৪	১০	১১	১৮	১৮	১১	...	...	...	...	...	...

## বেহার।

ক্রমিক সংখ্যা।	জেলা।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
২৬	পাটনা ...	১২	১২	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
২৭	মুর্শাদাবাদ ...	১৮	১৭	১০	১৩	১২	১৪	১০	১০	১২	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২৮	মুর্শাদাবাদ ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২৯	দারভাঙ্গা	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
৩০	মুর্শাদাবাদ ...	১৮	১৭	১০	১৩	১২	১৪	১০	১০	১২	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৩১	মুর্শাদাবাদ ...	১৮	১৭	১০	১৩	১২	১৪	১০	১০	১২	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৩২	মুর্শাদাবাদ ...	১৮	১৭	১০	১৩	১২	১৪	১০	১০	১২	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৩৩	মুর্শাদাবাদ ...	১৮	১৭	১০	১৩	১২	১৪	১০	১০	১২	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৩৪	মুর্শাদাবাদ ...	১৮	১৭	১০	১৩	১২	১৪	১০	১০	১২	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০

- চ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইহ—মাণিকগঞ্জে ১২ সের, মুন্সীগঞ্জে ১১।০৬ সের ও সারানগঞ্জে ১৩ সের।
- গ। গোয়ালন্দ ও মাদারীপুর মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।
- ঘ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইহ—পটুয়াখালিতে ১০।১২ সের, পিরোজপুরে ১১ সের, ও ভোলায় ১০ সের।
- ঙ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইহ—কিশোরীগঞ্জে ১১।১২ সের, আদিত্যপুরে ১২ সের, আমালপুরে ১১ সের।
- চ। কজুরাবাড়ীতে লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।
- ঘ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১৯ সের অবধি ১২ সের পর্যন্ত।
- ঙ। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লবণের খুজরা দর টাকায় ২০ সের ও চাঁদপুরে ২১ সের।

ଟାକାର ସତ୍ତା ମାତ୍ରା ସାମ ।

৪০ সেতের মণের  
খোঁকে বিজয়ের দর।

[illegible]

জিয়া।

शुक्लनिष्कृष्ट जिम्मा ।

[illegible]

**বেহার ।**

...	...	...	115	115	112	112	115	112	110	120	110	10	101	101	250	250	37	পাটিকা।
...	...	...	...	...	...	112	112	112	810	810	110	15	15	12	210	210	310	গা।
...	...	...	115	115	...	118	118	115-115	37	37	310	12	12	121	370	370	370	শাখাবান।
1121	110	570	110	110	115	110	110	110	110	110	110	12	12	15	370	370	370	হারিক্তা।
...	...	...	110	110	57	110	110	112	310	310	310	12	12	12	370	370	370	মজবুতপুর।
115	115	110	110	110	110	110	110	110	87	87	87	15	15	15	370	370	370	মরিণ।
...	...	...	115	112	57	110	110	112	...	...	...	15	15	15	370	370	370	চাম্পার।
...	...	...	110	110	110	110	110	110	370	370	370	12	12	12	250	250	370	মুন্সের।
...	...	...	110	110	110	110	110	110	370	370	370	12	12	12	37	37	37	ভাগসপুর।

প। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—বজ্রার ও মাণীরায়ে ১৥ সের এবং ভবুয়ায় ১২ সের।

ফ। ঐ ঐ ১- তাজপুরে ১১। সেব ও মধবনীতে ১১ সেব।

২। সীতামটীতে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।

ভ। গোপালগঞ্জ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।

৩। ব্রহ্ম:গরল লবণের শুষ্ক ১০ সের অবশিষ্ট ১২। ১০ সের পর্য্যন্ত ।

৪। জমাই মহকুমায় লবণের খুজরা দণ্ড টাকায় ১১ মের।

স্বঃ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইহ—বাঁকাং ১২ সের, মজ্জাপুর ১০ সের এবং সুপৌলে ১১ সের।

৮০ তোলার সেরের হিসাবে

বসর	জিলা।	গম।		বর।		ভাল চাউল		মাঝাঘ চাউল		কুণ্ড ও বাজরা।		চোলাঘ ও জোয়ার।	
		এই সপ্তকের হিটন	চকার পূজা সপ্তাহের হিটন	গজ সপ্তাহের এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন

বেহার।

		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
৩৫	পুরনিয়া ..	১৮	১৭	১৮	...	...	...	১৩	১৩	১৭	১৮	১৮	১৮	...	...	...	...	...	...
৩৬	মালদহ	১২	১১	১৮	...	১১	...	১১	১২	১৫	১৩	১৮	১৮	...	...	...	...	...	...
৩৭	সীতাবদী পরগণা।	১৮	১৮	১৮	...	...	...	১২	১৮	১৩	১৬	১৭	১১	...	...	...	...	...	...

উড়িষ্যা।

৩৮	কটক	১৯।৩	১৮।৭	১৮।৭	...	...	...	১৯।৭	১৯।৭	১৭।০	১৮।৭	১৮।৭	১৮।৭	...	...	...	...	...	...
৩৯	পুরী ...	১৮।৩	১৮।৭	১৮।৭	...	...	...	১৮।৭	১৮।৭	১৮।৭	১৮।৭	১৮।৭	১৮।৭	...	...	...	...	...	...
৪০	বালেশ্বর ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	...	...	...	...	...	...

ছোট নাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমীয়াসের এজেন্টী।

৪১	ভাঙ্গারবাগ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪২	সোণারডাঙ্গা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪৩	সিংহভূম ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪৪	মামুয়া ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

\* যক্ষসেলে সামান্য চ.উলের খুজরা দর টাকায় ১।১০।০ সের অবধি ১।১০।০ সের পর্যন্ত।

য২। যক্ষসেলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১।১০।০ সের, অরারুয়া যক্ষসেলে অগুণ্ড রাণীগঞ্জে ১২ সের।  
 য৩। রাজমহল ও গদার লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।

কলিকাতা।

১৮৮৪ সাল, ২২ জুলাই।

ଟିକା: ସତ ନାହିଁ ।

[illegible]

ବେଢ଼ାକୁ ।

শ্রেণী	সেবুর	লেবুর	লেবুর	সেবুর	লেবুর	সেবুর	লেবুর	সেবুর	লেবুর	সেবুর	লেবুর	সেবুর	লেবুর	টাকা	টাকা	টাকা
...	...	...	...	...	...	১২	৭	১০	৫	৪	৮	১০	১০	৩০	৩/১০	৬০
...	...	...	...	...	...	১২	১২	১৮	৪	৩	৮	১০	১০	৩০	৩/১০	৬০
...	...	...	৮	৮	৬৪	১৭	১৫	১০	৫	৮	১০	১০	১০	৩০	৩/১০	৬০

ਓਹਿਤ: 11 ।

101	101	101			18	18	18	18	...	200	200	...	200
..	..	..	..	..	15	15	15	15	...	200	200	...	200
...	...	...	...	...	18	18	18	18	...	200	200	...	200

ছোট মাগপু . ।

দক্ষিণ-পশ্চিম। প্রায় ১০০।

[illegible]

য৪। ভাস্কর মহাকুমা'র মদনের খুঁজা'র টোকা। ১৮-মেস।

১৫। চাত্রির কবণের খুঁকো দূর টাকায় ১১ মের ও খুঁকো দৈর্ঘ্য ১.১ মের।

১৩। রঘুনাথপুরে গবর্ণের খুশরা নর টাকায় ১২ পের ও বড়দাঁজারে ১০ সেত।

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,

বজ্রমেশের গদগমিতের একটি মেলফটরী।

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের আগ্রিল মাসের ১৫ তারিখের পূর্ক

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	৪০ সেরের														
		গম।			ষম।			ভাল চাউন।			সামান্য চাউন।			কম ও বাজরা।		
		এই সস্তার হিটন	ইহার পূর্ক সস্তার হিটন	গত বৎসরের এই সস্তার হিটন	এই সস্তার হিটন	ইহার পূর্ক সস্তার হিটন	গত বৎসরের এই সস্তার হিটন	এই সস্তার হিটন	ইহার পূর্ক সস্তার হিটন	গত বৎসরের এই সস্তার হিটন	এই সস্তার হিটন	ইহার পূর্ক সস্তার হিটন	গত বৎসরের এই সস্তার হিটন	এই সস্তার হিটন	ইহার পূর্ক সস্তার হিটন	গত বৎসরের এই সস্তার হিটন
১	কলিকাতা ...	২ ১০	২ ৬০	২ ৬০	২ ১০	২ ১০	১ ৬০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
২	শেরাজগঞ্জ ...	২ ১০	২ ৬০	২ ১০	...	...	...	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
৩	ঢাকা ...	২ ১০	২ ৬০	২ ৬০	২ ১০	২ ১০	১ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
৪	বাঁকুড়াগঞ্জ ...	...	...	...	...	...	...	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
৫	চট্টগ্রাম ...	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০	...	...	...	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০
৬	পাটবা ...	১ ১০	১ ১০	২ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০
৭	পালশ্বর ...	২ ১০	২ ১০	২ ১০	৩ ১০	...	...	২ ১০	২ ১০	২ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০
৮	পুরী ...	...	...	...	...	...	...	...	...	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০
৯	কটক ...	১ ৬০	২ ১০	৩ ১০	...	...	...	৩ ১০	৩ ১০	২ ১০	১ ৬০	২ ১০	১ ১০	...	...	...

কলিকাতা,  
১৮৮৪ সাল ২২ আগ্রিল।

দুই সপ্তাহ অবধি তুল্লাদি খাদ্যদ্রব্য ও আলাদি কাঠ ও লবণ খোকে বিক্রয়ের বাজার দর।

বনের দর।

চৌলস ও জোরার।			রানী বা বাড়ওয়া ও চৌখা।			জমের।			ছোলা।			আলাদি কাঠ।			লবণ।			বনর।
এই সপ্তাহের রিটন			ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটন			গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন			এই সপ্তাহের রিটন			ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটন			গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন			
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
২১	২১	১১৬	...	...	...	২১	২১	১৫০	২৬০	২৬০	২৬০	২১	১৬৩	১৬৩	২৫০	২৫০	২৫০	কলিকাতা।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৬০	২৫০	২৫০	...	...	...	৩৬৬	৩৬০	৩৬০	শেরাজগঞ্জ।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৬০	২৫০	২৫০	১০০	১০০	১০০	৩৬০	৩৬০	৩৬০	ঢাকা।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৫০	২৫০	২৫০	১০০	১০০	১০০	৩৬০	৩৬০	৩৬০	বারানগঞ্জ।
...	...	...	...	...	...	...	...	৬৭	৬৭	২১০	...	...	...	৪৭	৩১০	৪৭	৪৭	চট্টগ্রাম।
...	...	...	...	...	...	১১৬৯	১১৬৯	১০০	১১১	১১০৩	১১০০	১০০	১০০	১০০	২৫০	২৫০	৩৬০	নাটবা।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৫০	২৫০	৩১০	১০	১০	১০	৩৬০	৩৬০	৩৬০	বালেশ্বর।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৫০	২৫০	২৫০	পুরী।
...	...	৩১৬৯	৩১৬৯	২১০	...	...	...	১১১	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	২৫০	২৫০	২৫০	কটক।

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এম. . . . .  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একাউন্টেন্ট সেক্রেটারী।

# LAND ADVERTISEMENT.

## ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কচিয়ার কালেক্টরি।

ইস্তাহার সংবাদ দেওয়া যাইবে যে মে সন ১৮৮৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ১১ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম অনুসারে নিম্নের লিখিত ভূমিকাদি ১৮৮৮ সালের ৩৫ ফেব্রুয়ারি স্বর্গাত পর্ষাদে সাক্ষরিত রক্ষণ ও বোদ্ধহুজ ও পবলিক ওয়ার্ক ছেই আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মোতা বক ১২৯১ বাঙ্গালী ২৮ জৈষ্ঠ রোজ মোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছিতে বিনা ওজরে একাধা নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাছা বাজারে সব-ডিপসনের এলাকাধীন।

ভুক্তির নম্বর।	ভালুকের নাম।	মালিকের নাম।	সদর তদা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য
			বাকী	হেছ।	বাকী	হেছ।		
২০১	মৌজা ইলনী থানে টেকনাফ ভালুক নছরত আলি চৌঃ খোদ	...	৮২৭/১০	২০৬১	৪০৮/৬	০	৪৮৮/৬	সম্পূর্ণ তালুক নিমাই হইবে।
২০২	মৌঃ টেকনাফ থানে টেকনাফ তাঃ জিন্নতী খাউ চৌঃ খোদ	...	১২১৭৭	৭৯/০	৬/৩৭	২৩/৬	৬০৯/৬	ঐ
২০৩	মৌঃ রাজারুল থানে রাফু ভালুক সেরমন্ত খাঁ ... দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গাঃ	...	১১০১/৬	১৫৮/১	৩০৩/৬	৪৪/৬	৩৪৭/৬	ঐ
২০৪	মৌঃ মিঠাই থানে রাফু ইজারা জিন্নতী লতিফা নিঃ আহাদ আলি খাঁ।	...	১১০৩/১০	১১০/৬	৪২০৭	৩৭/৬	৪৫৭/৬	ঐ
২০৫	মৌঃ বারপাকিয়া থানে চকরিয়া তাঃ বিবি ইসক্রাক ... নিঃ দেওয়ান আলি সন্নগর।	...	৬৮৭/১০	২২৪৬/১	৪০০৭	১৯৬/১	৬২৬/১০	ঐ
২০৬	মৌঃ পোঙ্গরা থানে চকরিয়া ভালুক ফজল আলি ... খোদ	...	২৫১২৭	১০৯/৬	২০৪২৭	৭২৬/৬	২১১৪৬/০	ঐ

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার আগনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৮৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যাভী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আট্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাক্ষা আদায় নির্দিষ্ট ১৮৮৪ সাল ২১ মেই মোং ১৩২১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও একাংশা দিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮৮। ৭ এপ্রিল।

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	টেকিয়ৎ।
২৬ নং	৭৭ নখিকজীয়াল জমিদারি হিসাব। ১০ আনা ময় বেজাবোতা তালুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি- জায়েহন চৌধুরী গয়- রহ।	৭১২৫৯	৮২২৫৯	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ এ ১৮৭১। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনা কান্দা ৩৮৮৮ কাগ হিসাব।	আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ।	১৫৫০	.	.
	এ এ এ কি চান্দীনা কান্দা হিসাব ৩০০৫৫। ভিল। তপে বগড়াওয়াল।	জয়চন্দ্র চক্রবর্তী গয়রহ ...	৫০	.	.
১১৬ নং	ভাং নেওয়াজ আলী হিসাব ১০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিসাব।	দীননাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী গয়রহ।	১২৭১৫০	৪২৫৫	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কন্যামণ্ডল গয়রহ ৩০ মোজার ১০ আনা হিসাব।	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৫৩	.	.
	এ এ এ ...	প্রমথকৃষ্ণ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৫৩	.	.
	এ এ এ ...	দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৫৩	.	.
	এ এ এ ...	কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৫৩	.	.
	তপে হাজরাদি।				
১২৪ নং	পাশালাটেগ হিসাব ৫৮৮৮। - ক্রান্তী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে এজমালি।	মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী. দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	১৩৩৩৫০	১২১/৮	এজমালি অংশ নিলাম হই- বেক।
	এ এ ১৮৫৯ সালে-ব ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ১০ আনা নগর হাজরাদিব ১৩১৬ গণ্ডা।	জগতকিশোর আচার্য্য চৌ- ধুরী নাবালগ।	২২৫৫৫০	.	.
	এ এ চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ১০৫ গণ্ডা ও নগর হাজরাদিব ১১৯ গণ্ডা ও বীর দস্তখার ৫৫০ আনা।	হরিকিশোর রায় চৌধুরী ..	১৬৩৫০	.	.
	তপে সীংধা দরজিবাড়ির মোতালক ১৫১ নং জমিদারি। তপে হাজরাদী।	ছৈয়দ আবদুল্লাহ অধ্যাপক জামিনা আকর খাতুন।	৭৩৫৫০	১২১/০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হই- বেক।
২১২২ নং	ভাং কুজরাং দত্ত গয়রহ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৩৩২৫৫৫	.	.
	এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিসাব ৫১০ আনা।	বিদ্যেশ্বরী দাস্য। ...	২৫০৫৫০	৪৫৫০	খারিজ হিসাব নিলাম।
	এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	রামকিশোর গজোপাধ্যায় গয়রহ।	১০১৪৫৫৫	.	.

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ এপ্রিল। ]



নং ভুক্তি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর অম।	বাঁকী।	টেকিয়ৎ।
---------------	-----------	------------	---------	--------	----------

## দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

নং	ভুক্তি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর অম।	বাঁকী।	টেকিয়ৎ।
৫০৭১ নং	উত্তর রণভাঙিয়া।	চল চারিপাড়। সুবর্ণপুর ওরফে কামারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গয়-বহ।	৭৪৭৮১০ পাই	১১১১০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
৫০৮৫ নং	৭৫ বয়সনসিংহ বীল হলদী ...	রাজা হরিশচন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৫৮৩৭	২০১১০	ঐ	
৫১৭৪ নং	৭৫ হুশেনশাহী চর তেলুয়ায়ারি ...	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭৪৭	২২৭৭	ঐ	
৫২৪৯ নং	পবগনে পুখরিয়া চরগাঁবসবা।	বামশাহী দেবী চৌধুরী পতিব নাম দুর্গাচন্দ্র শাহ ও মহারানী শরতসুন্দরী দেবী গয়রহ।	৫২১৮৮০ মালিকানা ১৫৮৭	১৪২৫১০ মালিকানা ১৬৭৭	ঐ	

G. E. MANISTY,  
Offg. Collector.

## NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c., to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 14, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs, (1) at Krishnaghur for officers employed in the Nuddea district, (1) at Jessore Sudder Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorsheadabad district.

A. SMITH,  
Officiating Commissioner.

## Government Cinchona Febrifuge.

**T**HIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

[Government Gazette, 29th April 1884.]

### গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত অন্যান্যক সিন্ধুকোনা।

ইহা কুইনাইমের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে, গবর্ণমেন্টে কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে গিল্মিথিত মূল্য পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।।<sup>০</sup> টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে গিল্মিথিত মূল্য দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।।০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যাইবে উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৫০ বার আনা, ডাকখানুল দিতে হইবে।

### অন্যান্যক দানাবাক্সা সিন্ধুকোনা।

লান সিন্ধুকোনা ছালা হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হুঃস ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দ্বারা বাক্সা, এরূপ সাধনা অন্যান্যক সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইমের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে কে কে ল বাক্সা নগদ মূল্য দিয়া ২৪২ টাকায় এক পাউণ্ড হিাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানে অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্য এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২ টাকায় এক পাউণ্ড হিাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক খানুল লাগিবে।

### The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Rs. 1-12.

“The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books or those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurumtollah Street, Calcutta.

### FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burawan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাক্সাল সেক্রেটেরিট খজালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আর্ট-কী ও জিজ্ঞাসিতর একদেশের মিলিল সর্বিলে মিয়ুক্ত বক্তৃমামের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ ও রেজিষ্টার-কমিশনারের মেম্বর, ইন্সপেক্টর-জেনারেল অফ সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি নাইবেবের প্রণীত বক্তৃমামের জিজ্ঞাসিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনামলীয় একদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিব্যক আইন সংহিতা।

একত খানি পুস্তকের মূল্য ৫ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাক্সাল সেক্রেটেরিটের অফিসে নিকটে একত খানি পুস্তকের মূল্য এবং ভাষা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার পর ৮।।০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

বক্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ অপ্রিল। ]

## NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

<i>For the Mofussil.</i>			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	...	...	10	0	0	per annum.
Postage	...	...	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal						
...	...	...	4	0	0	"
Postage	...	...	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	...	...	0	4	0	
Postage	...	...	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	...	...	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	...	...	0	1	0	

*For Calcutta.*

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

## বিজ্ঞপ্তি ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকখানার এই অবধি নিয়মিতভাবে থাকিবে :—

## মকসল ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	...	১০০
ডাকখানার	...	...	২১০
৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ( বাহাতে ডাকখানের ও বঙ্গ-দেশের বাণিজ্যিক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে )	...	...	৮০
ডাকখানার	...	...	১০
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	...	...	১০
ডাকখানার	...	...	১০
৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ( প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার বা তাহার মূল্য সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য )	...	...	১০
ডাকখানার	...	...	১০

## কলিকাতার ।

কলিকাতার ও মকসলে সমান মূল্য, কলিকাতার কেবল ডাকখানার লাগিবে না ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একট্রিং ছোট সেক্রেটারী।

[Government Gazette, 29th April 1884.]

**B 270-25.4-84-800**





# অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ২৯ অপ্রিল ।

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

সিলেক্ট কমিটী কর্তৃক স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে উক্ত কমিটীর নিম্নলিখিত রিপোর্ট আইন প্রণয়ন প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের জুজুত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের মন্ত্রিপরিষদে ১৮৮৪ সালের ১৪ মার্চ তারিখে উপস্থিত করা হয় ।—

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত বাক্তি জাটানিগের মিকট বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থে প্রণীত হইয়াছিল । আমরা এই পাণ্ডুলিপি ও এতৎসংযুক্ত তফসীলের উল্লিখিত কাগজপত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমতঃ উক্ত রিপোর্ট গ্রহণ করিতেছি ।

২। আমরা পাণ্ডুলিপিখানি সূচন করিয়া গঠন করি এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপি মতো আখ্যায়িকা অধিকাংশ ব্যক্তির দ্বারা যে সকল পরিবর্তন উৎসৃষ্ট হইয়াছে তাহা সমীচীন করিয়াছি । অতঃপূর্ব এতৎ অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলিয়া আমাদের বোধ হয় । আগামি নবেম্বর মাসে আমরা এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কাগজ পুনর্বার প্রেরিত হইব । আমরা পাণ্ডুলিপি খানিকে স্বেচ্ছা পরিবর্তিত করিয়াছি তাহা এই সময়ের মধ্যে অধিকতর সমালোচনের নিমিত্তে পুনঃ প্রকাশিত হয়, ইহাই আমাদের পরামর্শ ।

৩। এই রিপোর্টখানি প্রথমতঃ উক্ত কমিটীর কর্মকর্তা সভার দ্বারা এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত শেষ রিপোর্ট মন্ত্রিসভার অর্পিত না হয় ততদিন কোনও বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন প্রকাশিত হইবে না এই কথা লিপিবদ্ধ থাকে এইরূপ ইচ্ছা করেন । কমিটীর নিম্নলিখিত বলিয়া উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ বঙ্গদেশের অধিকাংশ ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতেছি এইরূপ বর্ণিত হইবে ।

২য় অধ্যায় ।

প্রজাদের প্রণীত বিধি ।

৪। এই পাণ্ডুলিপি খানিতে যে ভিন্ন প্রণীত প্রকার কথা আছে তাহা উক্ত কমিটীর কনিষ্ঠ সদস্যেরা এই আইনটি পরিবেশিত হইয়াছে । ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে পাণ্ডুলিপিতে অবশ্যই প্রণীত হইয়াছে দুইভাগকারিত্বাদিগকে স্বেচ্ছা স্বেচ্ছাকারে প্রণীত অন্যত্র প্রণীত বলিয়া গণ্য করা গিয়াছিল তাহা করিয়া একত্রে তাহা দিগকে স্বতন্ত্র প্রণীত রূপে বিবেচনা করা গিয়াছে । ইহাও দেখা গিয়াছে যে “নানীয়া রায়ত” এই কথার পরিবর্তে “মখলীয়া রায়ত” এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে । অধিকতর কথাটি অসঙ্গত বলিয়া ইহাও প্রত্যক্ষ প্রাপ্ত উপস্থাপিত হইয়াছে । পরিশেষে

Bengal Tenancy Bill,

ইহাও দৃষ্টব্য যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে যে বাস্তবিক দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অন্তর্গত নহে, তাহার রায়তদের উল্লেখমাত্র নাই। অধিকতর বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের সম্বন্ধে কোন বিধান সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ হইলেও হঠাৎ পারিলে; কিন্তু এই সকল প্রস্তাব মীমাংসা করিতে হইলে যত দূর সম্ভব জ্ঞান আবশ্যক আপাততঃ আমাদিগের তত দূর জ্ঞান নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এতদেশের ভিন্ন ২ অংশে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের ষোড়শ সম্বন্ধে নিয়মের এক দূর বিভিন্নতা আছে, যেমূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায় রক্ষা করিতে হইলে তদন্তর্গত কএকটি বিষয়ের সংশোধন করা আবশ্যক হইত। কিন্তু অধিকতর সম্ভাবনা নাই। পর্যাপ্ত আমরা কি আকারে এই সংশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আমাদিগের ভরসা যে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আবশ্যক সম্ভাবনা জানাইবেন।

৫। তালুকদার ও রায়তদিগের মধ্যে প্রভেদ বিষয়ক ধারাটিতে আমরা এই প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষণ নির্দেশ না করিয়া বরং তাহাদিগের বর্ণনা করিতে যত্ন পাইয়াছি। যে সকল স্থল উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদসূচক সীমা রেখার নিকটে অবস্থিত, সেই সকল স্থলে আদালতসমূহের পথ প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করা বিহিত ইহা স্বীকার করিলেও, আমাদিগের মত এই যে ইহার কোন শ্রেণীর দৃঢ় রূপে লক্ষণ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে অনুবিধা দূর না হইয়া বরং তাহার স্মৃতি হইবার সম্ভাবনা।

### ৩য় অধ্যায়।

#### তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬। অবশ্যপূর্ণিত হারে জমী ভোগ করিবার স্বত্ব বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির (১৪—১৭) ধারাগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৮ম অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে; এই অধ্যায়ের কথা বলিবার সময়ে তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। যে সকল জিলার তির্যকালীন বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে তদন্তর্গত স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ ধারাটিকে অতিরিক্ত বিধিবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশান্তরক্রমে যে স্থলে তালুকের খাজানা রক্ষার বিধান করা হয় নাই, তাহাও সেই স্থলে যে বিধি অনুসারে খাজানা রক্ষা করিবেন ৭ ধারার অন্তর্গত ৩ উপধারায় তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই উপধারার বহুল পরিমাণে পরিবর্তন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বিধান করা গেল আদালত তালুকদারকে লভ্যের শতকরা দশভাগের কম দিবেন না এবং খাজানা নির্ণয় করিবার সময়ে যে অবস্থায় তালুকের স্মৃতি হয়, তালুকের অধিকারী যে উৎসর্গসাধন করিয়াছেন ও আদায় করিবার যে খরচ ও ব্যয় হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। বঞ্চিত খাজানা পূর্বদেয় খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না এবং দশবৎসর অপরিবর্তিত থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্পর্শ করি নাই।

৮। ৩৬ ধারায় পত্তনী তালুকের লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে উপক্রমণীয় অধ্যায়ের মধ্যে এবং সর্বাসমী নীলাম সংক্রান্ত ৪২ ধারাটি যে অধ্যায়ে এই বিষয়ের কথা আছে তাহার মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে। এই দুইটি ধারাভিন্ন পত্তনী তালুক বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবর্তন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

- (১) ১৫ ধারার (১) উপধারায় একটি বঞ্চিত বিধি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিক্রমে ভূম্যধিকারী খাজানা বাকী থাকিলে তালুকের হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।
- (২) মূল পাণ্ডুলিপির ২৭ (২) ধারার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা করিতে বিলম্ব হইলে দণ্ডস্বরূপ যে অতিরিক্ত ফী দেয় হইত তাহা বহিত করা গিয়াছে এবং যে স্থলে তালুকদারবর্ত্তক কোন খাজানা দেয় না হয় [ ১৫ (২) ধারা ], তথায় ২৭ টাকা ফী দিতে হইবে ইহা নির্দেশ করিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।
- (৩) ১৮ ধারায় একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে কোন ব্যক্তি হস্তান্তর কি উত্তরাধিকারক্রমে কোন তালুকের স্বত্বান হইলে যাবৎ এই হস্তান্তর কি উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করা না হয় কিম্বা ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাহাৎ প্রথমোক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা, ক্রৌঞ্চ বা অন্য কাৰ্য্যভূতান দ্বারা খাজানা আদায় ন দিতে পারিবে না।
- (৪) এবং রেজিস্ট্রী বাকীর লেখার সকল প্রদান বিষয়ক ধারাটি (একশ ক্রি ২১ ধারা) সংশোধন করা গিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক আনন্দের অনুদান বা এক টাকার অনধিক যে ফী দায় করেন প্রত্যেকখণ্ড সকল দিনার জন। সেই ফী দিতে হইবে।

## ৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১০। হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা তালুকদারদের প্রতি যে২ নিয়ম বর্ণিত তাহা অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারী বাসেন্দা রায়তের প্রতিও বর্তিবে ইহা বিধান করিয়া এই নিয়মগুলির সহতা নিধান করিয়াছি। এই শ্রেণীর রায়তদিগকে (ক) রেজিষ্টারী করা পাট্টাক্রমে কি আদালত কর্তৃক স্থিরীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ত এবং (খ) আইনবিহিত অনুমানক্রমে ভূমি ভোগকারী রায়ত এই দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমোক্ত শ্রেণীর রায়তদিগকে তালুকদারদের সহিত ও শেষোক্ত শ্রেণীর রায়তদিগকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সহিত সমান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু আদালতের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

## ৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১১। রায়তের স্বত্ব ও দখলীস্বত্ব লাভসম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল নিয়মগুলির কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। ক্ষুদ্র বিষয়ের পরিবর্তনের আশাদের কেবল যেগুলির কথা এখানে আবশ্যিক, তাহাই এখানে বর্ণিত হইবে।

বর্জমানের মহারাণী প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের যেরূপ সুবৃত্তং মহাল আছে, সেইরূপ কএকটি মহালের সমুদায় অংশই বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব প্রচলিত করিলে যে অসুবিধা ঘটিতে পারে, তৎ প্রতি আদালতের মানাযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সকল বিশেষ স্থলে মহালের রায়তদের পরিবর্তে রাজস্ব সংক্রান্ত কি শাসন কার্যসম্বন্ধীয় কোনরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে সুবিধা হইতে পারে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এমত বিবেচনা করেন কিনা জানিতে বাধ্য করি।

১২। এই অধ্যায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য লাভ পক্ষে মহাল নামের অর্থ সম্বন্ধে “১৮৫৩ সালের জামুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবধি” কোন সময়ের মধ্যে বাটওয়ারা হইলে বাটওয়ারা গন্ত্বেও মূল মহাল একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে, ২৭ ধারার (খ) প্রকরণে এই বিধানের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। উল্লিখিত তারিখ স্থির করবার কারণ এই যে প্রায় এই সময় বদি বাটওয়ারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কাগজপত্রাদি পাইবার যুক্তিসঙ্গতকণ আশা আছে, এইরূপ বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক পূর্ব কোন সময়ের এই তারিখ স্থির করা যাইবে উদ্বিগ্নে অধিকতর বিবেচনা আবশ্যিক, সুতরাং যে কএকটি কথাতে এই সময় সূচিত হয় তাহার নিম্নে একটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে আমরা এই আদেশ করিলাম।

১৩। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে আমরা বাসেন্দা রায়তের লক্ষণ নির্দেশক ২৬ ধারার (২) সংখ্যক একটি উপধারা সংযোগ করিয়াছি। এই উপধারার বিধান এই যদি ইহা জমাগত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমিভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত দর্শান না হয়, তাৎ এই ধারার কাছাকাছে এই ব্যক্তির ও সে যে ভূমিভোগকারীর অধীনে ভূমিভোগ করে সেই ভূমিভোগকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে এই ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে। বঙ্গপ্রভৃতি দেশের বর্তমান প্রবর্তা বিবেচনায় এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। ইহাতে মোকদ্দমার কার্যে সরলতা বিধান করবে, অথচ কোন স্থলে ইহা ঠিক না খাটিলে ভূমিভোগকারী অন্যায়মতে ইহার খণ্ডন করিতে পারিবেন।

১৪। কোন ব্যক্তি একবৎসরের অনধিক কালের জন্য কোন গ্রাম কি মহালের অন্তর্গত কোন বোত হইতে বেদখল থাকিলেই যে বাসেন্দারায়তের স্বত্ব হারাইবে না আমরা মূল পাণ্ডুলিপির এই বিধানের [২৬ (৬) ধারা] মর্ম্ম অব্যাহত রাখিয়াছি এবং ইহাতে একটি [(৭) উপধারা] প্রকরণ যোগ করিয়াছি। উপধারাটির মর্ম্ম এই ২৬ ধারাক্রমে [এই ধারার কথা পরে ৬৬ দফায় দেখ] যদি সেই ব্যক্তি কোন জমীতে পুনর্বার দখল প্রাপ্ত হয়, তবে একবৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দারায়তস্বরূপ গণ্য হইতে থাকিবে।

১৫। যে কারণে স্বত্বনিয়ন্ত্রক বিষয়ক অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি হইতে উঠিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে। উক্ত অধ্যায়টি উঠিয়া দেওয়াতে যাচাতে বুঝিবার ভুল না হয়, এই নিমিত্তে আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি ধারা (২৮ ধারা) সরিবেশ করা পাণ্ডুলিপির বোধ করলাম। এই ধারার বিধান এই যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের ভূমিভোগকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে উক্ত রায়তের স্বার্থ প্রাপ্ত হইলে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু এই বিধানের কোন কথার অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিষয় হইবে না।

১৬। মূল পাণ্ডুলিপির ৪৮ ধারায় সাক্ষরক্রমে দখলীস্বত্বলাভের বিধান ছিল, আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি, এবং এই পাণ্ডুলিপির ৪৯ ধারার বাধ্যতামান শব্দের অর্থমধ্যে যে২ শ্রেণীর জমী



গণ তাই মূল্যবোধ লাভ বিষয়ক এই ধারাটির পরিবর্তে আর একটি ধারা ( ৩০ ধারা ) দিয়াছি। শোষণের মাধ্যমে সামান্যতঃ এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল জেলীর জন্য মিসাদী পাট্টাক্রমে কিম্বা সনাক্ত পাট্টাক্রমে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে মূল্যবোধ ভবিষ্যৎ নহে।

১৯। তাহাতে ভূমি প্রকল্পের সংক্রান্ত কার্যের অনুপযোগী নীতির রায়ত এক্ষণে ভূমি ব্যবহার ক্রমে পরিবর্তন, আমরা ইহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছি [ ৩০ ধারা, ( ক ) প্রকরণ ] যে তিনি দেশাচারের বিচারে এই ভূমি প্রকল্পের কাটিতে পারিবেন না।

২০। ভূমিধিকারীর অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্বসম্বন্ধে পরিচ্ছেদটি এক্ষণে " বস্তাবস্তুর বিষয়ক নিয়মের কথা " এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [ ৩২ ( ৪ ) ধারা ] বিধান করিয়াছি যে ভূমিধিকারী মূল্যবোধ ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যবোধ হইবার কি আদানত বর্ত্তমান হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা আদ্য এই ধারার কএকটি কথা যোগ করিয়াছি, তৎকালে ভূমিধিকারী ক্রয় করিবার দায়িত্ব বহিলে রায়ত ইচ্ছা করিলে এই ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

২১। আদ্য আমরা এই ধারা ( ৫ ) সংখ্যক একটি উপধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত এই ধারার বিধান উলঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূমিধিকারীর বিচারে এই বিক্রয় বার্থ হইবে।

২২। মূল্যবোধ উলঙ্ঘন দান করা গেলে মূল পাণ্ডুলিপি ৫৫ ধারাক্রমে ভূমিধিকারীর প্রতি তাহা অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২৩। মূল্যবোধ দান সম্বন্ধে আদ্য নিয়মের বিধান এই যে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দান উলঙ্ঘন করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান বলিয়া কল্পনা করা হইবে। আদ্য নিয়মের বিবেচনায় কেবল শোষণের জেলীর দান সম্বন্ধেই ভূমিধিকারিদের হিতার্থে কোন নীতি কোন সংরক্ষণোপায়ের প্রয়োজন। রেজিস্ট্রী করা মূল্যক্রমে দান করিতে হইবে এবং এই মূল্যক্রমের এক খণ্ড প্রতিমূলাদি তদ্বি-লম্বে ভূমিধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া তাহার বিধান করিবার কোন হেতু থাকিলে তিনি এই দানের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইবেন। আদ্য নিয়মের বিবেচনায় পূর্বোক্তরূপ বিধান করিলে ভূমিধিকারীর যথেষ্ট সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা নিম্নলিখিত সম্পর্কের কোন ব্যক্তি এই মূল্যক্রমে দান করিলে এই দান পূর্বোক্ত বিধান হইতে মুক্ত করিয়াছি, কারণ উক্ত দান মূল্যক্রমের উলঙ্ঘন দানের পরিবর্তে করা হইয়া থাকে ( ৩৫ ধারা )।

২৪। বিশেষে বক্তব্য এই যে অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব আমরা কেবল ভূমিধিকারী, চিরস্থায়ী ভাণ্ডারদার ও তাঁহার অন্য যে ভাণ্ডারদারদিগকে এই স্বত্বস্বাধীন কার্য করিতে অনুমতি দেন তাঁহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা ( ৩৬ ) যোগ করিয়াছি। কারণ আদ্য নিয়মের বিবেচনায় ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বত্বনিশ্চিত উপস্থিত ভূমিধিকারীর বিধা অনুমতিতে কিয়ৎকালীন কোন ভাণ্ডারদার পূর্বোক্ত স্বত্বস্বাধীন কোন কাগজ করিলে অনেক অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিতে পারে। এই অসুবিধা ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৫। মূল পাণ্ডুলিপি ৫৬ ধারার প্রতি বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে ভূমিধিকারী কোন ভূমিতে মূল্যবোধ লাভ করিলে পরে যদি কোন রায়ত এই ভূমি লয় তবে তাহাতে তাহার মূল্যবোধ আদ্য। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২৬। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইয়া দিয়াছি। ইহাতে এই বিধান ছিল যে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারক্রমে ভূমিতে মূল্যবোধ লাভ করিলে সে পাসেন্দা রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আদ্য নিয়মের বিবেচনায় ২৬ ( ৪ ) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য সফলরূপে সাধিত হইবে।

২৭। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম " কোর্টারিবিলা সম্বন্ধে নিয়মের কথা "। এই পরিচ্ছেদটি নূতন। কৃষক নহে একজন ব্যক্তি যাহাতে লাভাশয়ে মূল্যবোধ ক্রয় না করে এই উদ্দেশ্যে এবং রায়তের কোর্টারি রায়তকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের কৃত কএকটি প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে। আদ্য নিয়মের বক্তব্য এই যে এই স্থানে যে সকল বিধান পরিণত হইল শোষণ উদ্দেশ্যে তাহার কেবল অংশতঃ সাধিত হইতে পারে। কোর্টারি রায়তের সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দৃষ্ট হইবে। এই বিষয়ের কথা শীঘ্রই বলিয়া যাইব।

২৮। ৫৮ অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের মধ্যস্থিত বিধানগুলিই প্রদান।

২৯।—কোন মূল্যবোধ দায়িত্ব রায়ত আদ্য যোক্তর যে অংশ কোর্টারি দি করে তাহা তদীয় যোক্তর অধিকারের অধীন হইবে, ভাণ্ডারদারদের রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় যে আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন সেই আইনতে এই রায়ত ভাণ্ডারদার বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রীর আপদাকে রেজিস্ট্রী করিলে ভাণ্ডারদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার ফল এই হইবে যে এই রায়তের কোর্টারি রায়তেরও বর্ত্তমান কিম্বা বাবী মূল্যবোধের অধিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে। ( ৩৭ ধারা )

২২।—কোন রায়ত আপনাত যোত কি যোতের কোন অংশ কোর্সি বিনি করিলে ঐরূপ বিনি করিবার মরপাট্টা সাত বৎসরে অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না। (৩৮ ধারা) এই বিধানগুলি তপস্বী কএকটি বিধানের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। শেসোক্ত বিধানের মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি প্রধান।

১৮।—কোন রায়ত বয়স হেতু বা জীলোক বলিয়া বা পীড়াবশতঃ বা দুর্ঘটনাক্রমে কি নিষ্কিন্ত কএকটি কারণে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায় চাঁদ বরিতে অক্ষম হইয়া আপন যোত কোর্সি বিনি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার ঐ কার্যের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্জিত হইবে না, ও

২২।—যদি কোন রায়ত পূর্বোক্তমতে তালুকদারে পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যে২ শর্তে ও যে২ নিয়মাদীনে তাহার খাজানা রুদ্ধি হইতে পারিত এক্ষণেও সেই শর্তে ও নিয়মাদীনে তাহার খাজানা রুদ্ধি হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

২৭। এই বিধান গুলি লইয়া বিলম্ব মতভেদ হইয়াছিল। এক পক্ষে ভূম্যধিকারীর সহিত ও অপর পক্ষে তাহার নিজের কোর্সি প্রজার সহিত রায়তের যে সকল আইনবিহিত সম্বন্ধ আছে তাহার নিজের কৃত কার্যক্রমে ঐ সম্বন্ধের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে দিলে যে অসুবিধা হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্তন আবার যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া সূচিত হওয়া আবশ্যক, তাহা সুনির্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কৃষকদিগের অবস্থা বিবেচনায় অনেক স্থলেই ঐ নিয়ম না খাটিবার বিধান করা গিয়াছে, সুতরাং বিষয়টি বিলম্ব জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সত্ত্বেও আমাদিগের মতো অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্সি বিনি বিষয়ক প্রথাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্নলিখিত উপায়াদেশে কোন উৎকৃষ্টতর উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রথাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রায়ত আপন যোত কোর্সি বিনি করিলে যদি তাহার খাজানা বাকী পড়ে, তবে ঐ যোত তালুকদার ন্যায় সর্বস্বত্বী নীলামক্রমে বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কোর্সি প্রজার দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করা গেল। কোর্সি বিনি প্রথা একবার প্রচলিত হইলে তাহা কলোপধারীরূপে নিধারণ করা যে অসম্ভব, এই সকল বিধান হইতে তাহার স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। ইহা স্মৃত হইবে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলেও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বনিয়া তাহার খাজানা রুদ্ধি হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বলিয়া গণ্য হওয়াতে তালুকদারদের যোত বেক্রয় সর্বস্বত্বীমতে নীলাম হইতে পারে ও তাহাদের যেরূপ অন্য দায় ও স্বত্ব থাকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের ও তাহাই থাকিবে। ভূম্যধিকারী অগ্র্যেক্রম করিতে পারিবেন এই বিধান হইতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরাও তালুকদারদিগের ন্যায় স্বত্ব থাকিবেন। কিন্তু যাঁ ৯ ঐ রায়তের নাম রেজিস্টরী করা না যায় এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই বলবৎ হইবে না। আমাদিগের বিবেচনায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলে যে সকল জটিল সম্পর্ক সৃষ্ট হয় সামান্য খাজানার বোকাধর্মায় আমদানির প্রতি সেই সকল অব্যবহাতিবার ভার অর্পণ করিলে অত্যন্ত কষ্টকর হইবে। কেবল স্থানীয় গবর্ণমেন্টই ঐ সকল সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিয়া রেজিস্টরী করিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্ণমেন্টও ইহা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

২৮। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা রুদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলির আমরা আকাংক্ষিত ও প্রসঙ্গত বহুল পরিবর্তন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা রুদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলি স্থানান্তরিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের মধ্যে সম্মিলিত করিয়াছি। স্বতন্ত্র লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে ঐ অধ্যায় স্থাপন করা গেল। চুক্তিক্রমে বা আদালতে যৌকদ্দম করিয়া সাধারণতঃ যে রূপে খাজানা রুদ্ধি করা যায় এই স্থলে কেবল তাহারই কথা বলা যাইতেছে।

২৯। উপস্থিত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা চুক্তি সত্ত্বেও ঐ চুক্তি রেজিস্টরী করা না হইলে রুদ্ধি করিতে পারা যায় না। ৪১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি শুদ্ধপূর্ণ চুক্তির প্রতি বর্তিবে।—

(১)—খাজানা এক্ষণে রুদ্ধি করিতে হইবে না যে তাহার রায়তের পূর্ব দেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।

(২)—চুক্তিপত্রে অনুমান সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা দাওয়া করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—বর্জিত খাজানা পূর্বের বা সাধেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অর্থাৎ শতকরা ২২।০ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অনুমান পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা দাওয়া করিয়া দিতে হইবে।

(৪)—রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এই ব্যয়মূলক চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে চুক্তি এই আইনের বিধানমন্ডল ও রাষ্ট্রত আদীনতায় তাহা করিতেছে এই কথা কামিয়া লইলেন। ইহা দৃষ্ট হইবে যে ধারাটি সংশোধন করায় এক্ষণে এই দাঁড়াইয়াছে যে রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষকে চুক্তি অনুমোদন করিয়া ও তাহা নিশ্চিত করা হইয়া বুঝি লক্ষ্যবর্তী হইবে এক্ষণে কেবল ইহা চুক্তি লইতে হইবে যে চুক্তি এই আইনের বিধানমন্ডল।

৩০। ২২ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে জমী মূল্যরূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পুণে ভোগ করিতেন, তাহা যে প্রায়ের বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কোনে বাসেন্দা রায়তকে দিলি কথা গেলে, খাজানা রুজি বরিয়্য দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্বে প্রজা যে খাজানা নিতেন উক্ত রাষ্ট্রত জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইতেন না এবং তদ্রূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বোন্নিখিত বিধি বর্ত্তিবে।

৩১। যৌকদ্দমাক্রমে খাজানা রুজি দিয়া যে আদালতের উদ্দেশ্য এই ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বস্ত্তাই কাঁচা হয় এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কার্যপদ্ধতি নির্দেশ করিতে হইবে তাহাতে বিচারা বিষয় সম্বন্ধে বহুস্থিত ও সুকঠিন সন্ধান আনিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকাতাই খাজানা রুজিসংক্রান্ত বর্ত্তমান আইনটি ভূম্যধিকারীগণের হস্তে অকর্ণণা যন্ত্র স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই ভিত্তিপ্রায়ে ২২ ধারায় খাজানা রুজিসংক্রান্ত যৌকদ্দম উপস্থিত করা গাইতে পারিবে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম (২৩ ধারা)।—

(ক)—দখলীস্বত্ব শিষ্টরায়তে পূর্ণ হইলে সেই প্রকারের ও তদ্রূপ স্থিতি বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে অচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্তরায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ)—সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান খাদ্য শস্যের গড় মূল্য রুজি হইয়াছে।

(গ)—ভূমিগীরীর দ্বারা তাহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদি বা শক্তি রুজি হইয়াছে।

(ঘ)—রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্যা দ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টে কেবল বিশেষ বিশেষ স্থানের নিমিত্তই হারের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ অবগত হইতে পারিলেন ঐ শক্তির রুজি হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানা রুজিসংক্রান্ত বিধি খাটাইতে পারেন, আদালতের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আমায়দিগের নিকট অন্য কোন সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানা রুজির আইনমন্ডল এই হেতুটি এক কালে ভাঙ্গা করণ প্রতি জমিদারেরা আপত্তি করেন, এবং ইহা পূর্বে প্রচলিত আইনের অন্যতম বিধান ছিল বলিয়া রুজিত হইল। এই হেতুতে খাজানা রুজি করিতে হইলে যে স্থলে ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষ-সাধন বশতঃ উৎপাদিকা শক্তির রুজি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিস্ট্রী করণকার্যের বিধান পরে করা গিয়াছে তদ্বারা ঐ খাজানা রুজি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বন্যা দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির রুজি হইয়াছে এই হেতুতে খাজানা রুজি করিতে হইলে, আমায়দিগের আশঙ্কা এই এতাবৎকাল যে অনুবিধা বশতঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্বে কিরূপ ছিল তাহার প্রামাণ্য-ভাবে খাজানা রুজির এই হেতুটি কার্যকর হইত না, এইক্ষণেও সেই অনুবিধা বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। পক্ষান্তরে মূল্যরুজির হেতুতে খাজানা রুজি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে মূল্যের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিলে, ঐ কার্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। এখনে ইহা বলা উচিত প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্যের তালিকায় যে ভূমির খাজানা লইয়া বিবাদ তাহাতে যে বিশেষ কোন ফল জন্মিয়াছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া মূল্যের সাধারণতঃ রুজি কি হ্রাস সূচিত হইতেছে ইহাই দেখিতে হইবে। জুটিস জিথুক বিন্ড সাহেব কৃত আইন সংগ্রহ পুস্তকের ২৪০ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠায় যে রূপ বিবৃত হইয়াছে অর্থাৎ ইংসগে গড় মূল্যের যে নিয়ম ধরিয়া উৎপন্ন শস্যের দলমাংশের পরিবর্ত্তে মুজায়োগে দেয় কর স্থির করা যায় এখানেও মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিয়মে কার্য করিতে হইবে ইহাই আমায়দিগের অভিপ্রায়।

৩৪। কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে শস্যের মূল্য রুজিহলে অধুপাতের বিধি অনুসারে কার্য করিতে হইলে, মূল্যরুজিজন্য আবাদ করিবার খরচ রুজি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। আপাততঃ আমরা এই বিষয়ে রায়তকে রক্ষা করিবার ভার খাজানা রুজিসংক্রান্ত অন্য যে সংশোধন ২০১০ খ্রিঃতে প্রচার প্রতি, বিশেষতঃ ৪৮ ধারার প্রতি, অর্পণ করিলাম। ঐ ধারার বিধান ২০১০-১১ খ্রিঃতে প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু এই অর্থাৎ ২০১০ সালের পরিসংখ্যান করা গিয়াছে তাহা জনসাধারণের নিকট সাধারণ হইলে এই বিষয়টি অধিকতর প্রসারিত হইবে।

৩৫। ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস হইবার হেতুতে খাজনা হ্রাস করণ পক্ষে যে অনুরোধ করা হইয়াছে, বাস্তব খাজনা গড় বাৎসরিক ৫০ টি উৎপাদন এক পঞ্চাশের অধিক হইবে না এই প্রস্তাবেই যেই অনুরোধ করা হইয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষমতার হ্রাস এই যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গড় বাৎসরিক ৫০ টি উৎপাদন অর্থাৎ প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের পরিমাণ অবমাননা করা একরূপ অসম্ভব, এই প্রস্তাবটির মূল নিয়মের প্রতিও প্রত্যক্ষ আঘাত উপস্থাপিত হইয়াছে। ৩৬। এই কারণে মূল পাণ্ডুলিপির ৭১ (গ) ধারা পূর্নোক্ত তালিকার বিধানটি উঠাইয়া দিয়া হি ও তৎপরিবর্তে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত আর একটি নিয়মের দৃঢ়তা রক্ষা করিয়াছে। পূর্নোক্ত প্রথম হেতুতে খাজনা হ্রাস করিলে টাকার তিন আট আনার অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকার অধিক হ্রাস করা যাইতে পারা যাইবে না; ২য় কথা ৪র্থ হেতুতে খাজনার হ্রাস করিলে টাকার প্রতিচারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হ্রাস করা যাইতে পারিবে না; ৩য় (৪৮ ধারা) আদালত কোন স্থলেই অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হইলে, খাজনার হ্রাস ডিক্রী দিবেন না, আমরা এই সকল বিধান করিয়াছি।

৩৬। একই প্রকার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতেয়া প্রচলিত যে স্থানে খাজনা দেয় সেই স্থানের সীমা পর্যন্তই খাজনা হ্রাস করা যাইতে পারিবে, এই সম্বন্ধে আমরা উক্ত পশ্চিম প্রদেশের প্রজাপত্র বিষয়ক আইনের ২০ ধারা অবলম্বন করিয়া ৪৪ ধারায় একটি প্রকরণ (গ) সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণে, যে স্থলে দেশাচারমতে রাইতেয়ার আতির বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যিক, সেই স্থানের বিধান করা হইয়াছে।

৩৭। ভূমিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন হেতুতে খাজনা হ্রাস সম্বন্ধে আমরা দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য কোন বিধি প্রণয়ন না করিয়া কেবল এই মাত্র বিধান করিয়াছি যে [ ৪৬ (খ) ধারা ] কতদূর পর্যন্ত খাজনা হ্রাস করিতে দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

- (১) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বারা ভূমির উৎপাদনের মূল্য যতদূর হ্রাস হইয়াছে,
- (২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;
- (৩) উৎকর্ষসাধন কার্যে লাগাইতে হইলে চাষ করিতে কত খরচ পড়ে
- (৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজনা কত ও উচ্চত। খাজনা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

বহুকাল পূর্বের কথা লইয়া ক্ষেত্রের অনুসন্ধান পরিহারার্থে আমরা [ ৪৬ (ক) ধারা ] বিধান করিয়াছি যে উৎকর্ষসাধন হেতু হ্রাস করা না গেলে অর্থাৎ ৯ম অধ্যায়ের নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে হেতু হ্রাস করা না গেলে, আদালত খাজনার হ্রাস দিবেন না। উক্ত বিধি সকল একরূপ ভাবে প্রণীত হইয়াছে দৃষ্ট হইবে যে তৎক্রমে আবশ্যিক সকল সংবাদই উপযুক্ত মতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৮। বন্যাদারা ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস হেতুতে খাজনার হ্রাস সম্বন্ধে খাজনা সংক্রান্ত কমিশ্যন যে মূল্যবিশিষ্ট প্রস্তাব করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমানিগের গৃহীত বিধিটি প্রণীত হইয়াছে। এই বিধির মর্ম এই যে [ ৪৭ (গ) ধারা ] ভূমিকারী ভূমির উৎপাদনের নিম্ন হ্রাস মূল্যের অধিকারের অধিক পাইবেন না।

৩৯। ক্রমাগত খাজনার হ্রাস মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করণ বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭৮ ধারাটি (৫০ ধারা) এক্ষণে প্রচলিত হার অপেক্ষা কমহারে খাজনা দেওয়া হইতেছে। কিস্তি মূল্য হ্রাস হইয়াছে এই হেতুতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রতিই এরূপে প্রত্যক্ষ এই নিয়মটি এক্ষণে খাজনার হ্রাসের যে মোকদ্দমা দোষ গুণ বিচারের পর ডিসমিস হইয়াছে ও যে মোকদ্দমায় খাজনা হ্রাস ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে এই উভয়ের প্রতি বস্তাবে, ও একবার খাজনার হ্রাস করা গেলে পনের বৎসর গত না হইলে আবার খাজনার হ্রাস করা যাইতে পারিবে না। পূর্নোক্ত বৎসর গত হইলেই খাজনার হ্রাস করা যাইতে পারিবে।

৪০। যে হেতুতে খাজনা কমাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে (৫১ ধারা) তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।—অর্থাৎ

(ক)—যেহেতু কোন রাইতেয়ার দোষ বাতিরেকে বালি জমা হইয়া বা এরূপ অন্য কোন ভ্রষ্টতা দৃষ্ট হইয়া থাকিলে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং

(খ)—এ স্থানে প্রধান খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যেক স্থলেই আদালত যত দূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজনা কমাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

৪১। মূল্যের আংশিক তালিকা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪২ ধারাটি মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারা হইতে কতক বিধয়ে বিভিন্ন। এখানে কেবল একটি পরিবর্তনের কথা মাত্র আবশ্যিক, অর্থাৎ এই নতুন ধারাক্রমে স্থানীয় গণগণ্যে পূর্ন ও বর্তমান উভয় কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ পরিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গণগণ্যে গত বার বৎসর নিমিত্তরূপে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিয়া আনিতেছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই তালিকাগুলি সংশোধন করিয়া কোন স্থানের শস্যাদির মূল্য সম্বন্ধে তথ্যদিগকে বিশ্বাসযোগ্য নিখিত প্রাথমিকরূপ করিয়া তুলিতে পারিলে, মূল হ্রাস হেতু খাজনা হ্রাস করণ সময়ে আদালতের কার্যের বিশিষ্টরূপ সরলতা সাধিত হইবে।

৪০। পশুপালন ভূমির খাজনা হকি নিয়মক মূল পাণ্ডুলিপির ৮০ ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল। কাগজ পশুপালনের নিমিত্ত প্রত্যাহরণসকল ভূমি খাজনা ১ করি ১ দেওয়া অতীত বিরল, সুতরাং এহা বয়সে বিধির প্রয়োজন নাই।

৪১। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা শস্যরূপে বা কসল অমুসারে যে খাজানা দিবেল তাহার সীমা নির্দেশকারী মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ এমিস'র স্থানীয় রীতি অনুযায়ী জটিল দৃষ্ট হইল। কসল বিলাস করিবার পক্ষে নানা উপলক্ষ দিয়া উহা চইতে সচরাচর অনেক অংশ গ্রহণ দেওয়া চইয়া থাকে। এবং স্থানে স্থানে দৃঢ় ও অন্তর্য্য বিধি নির্দেশ করিলে আদালতের আশ্রিত ঘটনা কতিপয় দৃষ্ট হইয়াছে।

৪২। শস্যরূপে দ্বয় খাজনা ১ রূপান্তরিত কণা বিপণক (৫০) ধারাটি মধ্য প্রদেশের প্রজাস্বত্ব নিয়মক ১৮৩ সালের আইনের ১৩ ধারা অবলম্বনে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ভূমিধিকারী কিস্তি প্রকার যথোপযুক্ত নিষিদ্ধ কএক জন কর্তৃপক্ষের নিকট খাজানা রূপান্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত যে কর্তৃপক্ষের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আরও যুজ্যযোগে কত খাজানা দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন ধারা অপেক্ষা নূতন ধারার বিবেচনামত কার্য্য করিবার অধিকতর অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিধান করা গিয়াছে যে এই খাজানা নির্ণয় করণ-কালীন পূর্বোক্ত কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির লিখিত গড়ে যে যুজ্যরূপ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে ভূমিধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

### ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৩। মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ ধারায় এই বিধান ছিল এই পাণ্ডুলিপির অতিথিত "সামান্য রায়ত" অর্থাৎ দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত তদীয় ভূমিধিকারীর সম্বন্ধিত কৃত নিয়মানুসারে সশ্রমে যে খাজানা ধাৰ্য্য হয় ১১৯ ধারার বিধান অর্থাৎ তাহার শেষ অনুচ্চ খাজানা মোট উৎপন্নের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ আনার অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল মানিয়া সেই খাজানা দিবে। আমরা যে কারণে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদেরের খাজানা হকি স্থলে এই প্রকার অনুচ্চ খাজানা ধাৰ্য্য করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছি, এই স্থলেও সেই কারণে তরুণ প্রস্তাব ত্যাগ করিবার মানস করি। দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা ধাৰ্য্য করিবার চুক্তি সম্বন্ধে অন্য কোন নিয়ম করা কর্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কণা হইতেছে। আমাদিগের যথোপযুক্ত ব্যক্তিই এরূপ কোন নিয়ম নির্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশোধিত পাণ্ডুলিপিক্রমে ভূমিধিকারী ও রায়ত উভয়েই এই বিষয়ে স্বাধীন রহিলেন। কেবলমাত্র (৫৭ ধারায়) এই বিধান করা গেল কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে রেজিস্ট্রী করা নিয়মপত্র ভিন্ন কিস্তি এই অধ্যায়ের যে একটি ধারার কথা শীঘ্রই বল্য যাইবে তদুপস্থিত প্রকারে না হইলে এই রায়তের খাজানা বিদ্ধি করা যাইবে না।

৪৬। যেহেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তদ্বিবরক ৫৮ ধারায় আমরা একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণানুসারে উক্ত রায়তকে প্রথমবার রেজিস্ট্রী করা পাটাক্রমে ভূমির দখল দেওয়া গেলে পাটাক্রমে অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু আমরা পত্রবর্তী (৫৯) ধারায় বিধান করিয়াছি যে নিয়ান অতীত হইবার অনূন ছয় মাস থাকিতে রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে পাটাক্রমে নিয়ান অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং নিয়ান অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৪৭। আমরা দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদের নিমিত্ত কতিপয় দিবস বিধান সম্বন্ধীয় এক-গুণি উঠাইয়া দিতে স্থির করিয়াছি এবং তৎপরিণতি (৬০ ধারায়) এই বিধান করিয়াছি যে বিদ্ধিত খাজানা দিতে অসম্মত এইহেতু ধরিয়া দখলীস্বত্বশূন্য কোন রায়তের নামে উচ্ছেদ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধাৰ্য্য করিবেন। এই রায়তের পাঁচবৎসর কাল উক্ত খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার অধিকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাটাক্রমে নিয়ান অতীত হইলে সেই নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত ইতিমধ্যে তাহার দখলীস্বত্ব না জন্মিলে সেই নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

## ৭ম অধ্যায়।

## কোম্পানী রায়তদার সঙ্কলিত বিধি।

৪৮। কোম্পানী সঙ্কলিত বিধি বাবদ আপন যোগ্যতায় অঙ্কন কার্য নিম্ন কথার তালুকদাররূপে পরিণত হইলে, তাঁহার কোম্পানী প্রজারা রায়তদের স্বত্ব ও বিধি ভোগ বিবাহ অধিকারী হইলে আমদী পূর্বে (২৬ ও ২৭ দফার) পাণ্ডুলিপি অন্তর্গত এই সূত্র দ্বারা উল্লিখ করিয়াছি যে কোম্পানী রায়তেরা এই বিধানে উপকারের অধিকারী নহে, উপস্থিত অধ্যায়ক্রমে তাহাদের ক্রিয় পরিমাণে রক্ষণোপায় সাধিত হইবে।

৬২ দফার বিধান এই যে সুসংরূপ খাজানা দিয়া কোম্পানী রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাঁহার ভূমিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাঁহার উপর নিম্ন বিধি শর্তকর্তার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টারী করা পাঠা বা নিয়মপত্রক্রমে কোম্পানী রায়তদের খাজানা গোয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকা, ও

(খ) অন্য কোম্পানী হলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকা।

আর ৬৩ দফার এই বিধান করা গিয়াছে কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তরায় হয় মাস খানেক নির্দিষ্ট প্রকারে কোন কোম্পানী রায়তের উপর উঠিয়া বাইবার নোটিশ আদায় করা না গেলে পর তদীয় ভূমিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবে না।

## ৮ম অধ্যায়।

## খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

৪৯। এই অধ্যায়ের প্রথমেই তালুকদার ও রায়তদের অবশ্যিত হারে ভূমি ভোগ করণ বিষয়ক স্বত্ব সঙ্কলিত বিধান আছে। এই বিধানগুলি তালুকদার সঙ্কলিত সুল অধ্যায়ের প্রথম ভাগ হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহার একটির কথা এখানে বলা আবশ্যক। ৬৪ দফার অন্তর্গত (২) উপধারার একটি প্রকরণ সংশোধন করা গিয়াছে। ইহার বিধান এই যদি ত্রিভাগীয় তালুক কি অবশ্যিত হারে ভোগের প্রয়োজন রেজিষ্টারী করিতে হইবে বলিয়া পরে কোন আইন প্রণীত হয়, তবে যে সকল প্রজা স্বত্ব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিষ্টারী করা না হয়, তাহার প্রতি বিশ বৎসর ভোগ ব্যতিত সুবিদিত অস্থানটি বর্জিত না। আমরা অবগত হইয়াছি স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকসভার পূর্বোক্ত ভাবের রেজিষ্টারী করণ প্রথা প্রচলিত করণার্থে শীঘ্রই আইনের এক খানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় আছে। যদি এই পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থা প্রকৃত পূর্বোক্ত অস্থানের কথাটি অপরিবর্তন থাকিতে ভূমিকারীদের যে কষ্ট হয় বলিয়া তাহারা আপেক্ষা করিয়া থাকেন আইন ও পূর্বোক্ত প্রকরণক্রমে প্রকৃত অবশ্যিত হারে ভোগের প্রজাস্বত্বসম্বন্ধে সেই কষ্টের উত্তরণ প্রতিকার হইবে। স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইবার পরেও এই অনুমান আর থাকিবে না (পরবর্তী ৭৭ দফা দেখ)।

৫০। কোন তালুকের অন্তর্গত ভূমির সহিত ভূমি যোজিত হওয়ার তেই তালুকের খাজানার টাকা যোগ করিবার সময়ে লভ্য, বৃদ্ধি ও আদায়ের খরচা বলিয়া শতকরা ত্রিশ টাকা ধরিয়া নিতে হইবে সুলপাণ্ডুলিপি ৯৬ দফার উল্লিখিত দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য এই বিধিটি তুলাতাবের ৬১ (২) ধারা হইতে উঠাইয়া দিয়া আমদী কেবল এই মাত্র বিধান করিয়া যে তালুকদার আপনায় তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাঠিতে স্বত্বাবলী আদায়ত ৬২ এটি সৃষ্টি রাখিবে।

৫১। আমদী খাজানার বিধি বিষয়ক ( ৬৭ ) ধারা হইতে সুল পাণ্ডুলিপির ৯৮ ধারা সংযুক্ত ক্রিয় পরিমাণে জটিল উপবিধিটি অদাবশ্যক বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছি।

৫২। আমদী ৬৮ দফার একটি প্রকরণ সংশোধন করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি লক্ষ্য পূজন করিয়াছি যে তাহার পত্রীকার্থে প্রজাকে পোষ্টাল মনিঅর্ডেরক্রমে খাজানা দিবার কথায় দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। আদায়ের বিবেচনার টাকা দিবার এই প্রণালীটি কোন কোন স্থানে সুবিধা জনক নোহ হইতে পারে।

৫৩। ৩৭ ধারা ৭০ ও ৭১ দফার প্রজাকে বের খাজানার কবলে ৭ হিসাবে যে সকল বিষয় লিখিত হইবে তাহা দৃঢ় রূপে লিপ্সন না করিয়া ওকালীয়ে ১২ মাসের পাঠ দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি সুবিধা বোধ হইলে তাহা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৪। আমদী ৭০ ( ৪ ) ধারার সুল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত তুল্য ভাবের [ ১০০ ( ৪ ) ধারা ] বিধানের দৃঢ়তা লিপ্সন করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে এই বিধান করা গেল, যে প্রত্যেক কবলে সারভ: আদেশনত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাহা যে তাহাতে দেওয়া যায় সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সময়সীমার সম্পূর্ণ চুক্তিভাজ্য বলিয়া গণ্য না হইয়া “বিপরীত মর্শান না গেলে” এইরূপ অনুমান হইবে।

৫৫। খাজানা আদায় করা গেলে তাহা কিরাইরা লইবার প্রার্থনাপত্রে বাহাতে কোর্ট কী না লাগে তাহার বিধান করিবার নিমিত্তে কেহ আদালতকে পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শাসনকার্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষদিগের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া আদালতের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে মোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে, বাকী খাজানার নিমিত্ত সেই মোত হইতে উচ্ছেদ করিবার বিধান বিষয়ক (৭৮) ধারার একটি উপধারা সংযোগ করিয়া আমরা, বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত খাজানা দিবার নির্দিষ্টকাল বাড়াইরা দিতে পারিবে, আদালতের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদত্ত করিলাম।

৫৭। ভাঙলী মোতের উপর কল বিভাগ বা বাচাই করণার্থে কালেক্টর সাহেব কোন কর্মচারী প্রেরণ করিতে পারিবে, তাহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। অর্ধবর্ষিষ্ঠ অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে এবং অন্য যে কোন স্থলে জিলায় বা মহকুমায় মাজিস্ট্রেট সাহেবের ন্যে এরূপ কার্য করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারণিত হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাৎ করিতে পারিবে। [ ৮১ (২) ধারা ]

৫৮। যে কর্মচারীকে প্রেরণ করা যায় তাহার প্রাপ্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব লকল স্থলেই যে আত্ম ন্যায্য বোধ করেন সেই আত্ম করিতে পারিবে, তাহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করি। এই বিধান করিলাম যে পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাহার আত্ম চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রী ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে। [ ৮২ (৪) ও (৫) ধারা ] মূল পাণ্ডুলিপিগুণে পক্ষদিগকে প্রথম স্থলেই উপকার লাভার্থে দেওয়ানী আদালতে যাইতে হইত, এক্ষণে যে কার্যপদ্ধতি নির্দিষ্ট হইল তাহা আদালতের বিবেচনার অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৫৯। মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার পট্রিবর্ত্তে আমরা পাণ্ডুলিপি ৩ ধারাটি সন্নিবেশ করিয়াছি ১৩ ধারা। (১) উপর কল বাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, লকল কল দেখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।  
 শস্যের লকল লম্বা বহু ও দায়ের কথা। (২) উপর কল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে বাবৎ উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ লকল কল দেখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।  
 (৩) উক্ত স্থলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষি কার্যের নিরন্তরকালে কল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবে, কিন্তু বাহাতে যথাকালে উপযুক্ত বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময় বা এরূপ প্রকারে কলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবে না।  
 (৪) যদি প্রজা কলের কোন অংশ এরূপ সময় বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, বাহাতে যথাকালে তাহার বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শস্য সংগ্রহের সময় নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য লক্ষ্যপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে বহু বাচাই হয়, কল ভাঙ হইরাছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

বেহুলে উপর বাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, সেস্থলে কলের লকল লম্বা ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব ও দায়ের বিষয়ে এই ধারার সংক্ষেপে প্রকৃষ্টরূপে বিধান করা গিয়াছে।

মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার দশ বিষয়ক বিধানটি এই স্থলে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯শ অধ্যায়ের (২২০ ধারা) মধ্যে দশ বিষয়ক সাধারণ যে প্রকরণ সন্নিবেশ করা গিয়াছে তাহাতেই উক্ত বিষয়ের যথেষ্ট বিধান দৃষ্ট হইবে।

## ৯ম অধ্যায়।

### ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

৬০। আমরা একটি নূতন ধারা (৮৮) সন্নিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, রায়ত অবধারিত খাজানার তদ্বা অবধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিলে, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধা দিতে পারিবে না।

৬১। আমরা ৮৯ (৩) ধারার লকলীস্বত্বনিষ্ঠ রায়ত ও তদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব লম্বা ও

(খ) কোন বিশেষ কার্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ লম্বা,

কোন বিবাদ উদ্ভূত হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৬২। উৎকর্ষসাধন কর্তৃত্ব বিবাদেয়সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হইতে পারিবার নিমিত্ত আমরা মধ্যপ্রদেশের প্রজাসভা বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৮০ ধারা অবলম্বন করিয়া একটি ধারা (১২) প্রণয়ন করিয়াছি। এই ধারার বিধান এই যে কোন ভূম্যধিকারী কি প্রজা যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত কৰ্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং কোন বিষয় এরূপ লিপিবদ্ধ করা গেলে পক্ষদেয় মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য হয় তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে। ৩৭ দফার লিখিত মত ভূম্যধিকারী কৃত উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করিবার বিধান করিয়া ও আমরা একটি ধারা (১১) প্রণয়ন করিলাম।

৬৩। মূল পাণ্ডুলিপি ১২২ (৪) ধারার বিধান এই ছিল যদি উহা দেখান না যায়, যে ভূম্যধিকারী রাজস্বকে উৎকর্ষসাধন করিতে নিবেদন করিয়াছিলেন, এবং আপনি তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারার পরিবর্তে আমরা একটি উপধারা [১৩ (৪) ধারা] পরিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। ঐ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্বে কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এই ধারা তাহার প্রতি ভূতকাল সম্পর্কে বলিবার পক্ষে ইচ্ছাভে বাধ্য হইবে।

৬৪। উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে কতিপয়রূপে যে টাকা দেয় হয় তাহা নিরূপণকালে আদালত-দৃষ্টক যে-বিষয় বিবেচিত হইবে, আমরা ১৪ ধারার কিয়ৎপরিমাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। নূতন যে কথাগুলি সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুতর অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনের কল গত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা ও বিবেচনার ঐ উৎকর্ষসাধনের আদ্যার প্রতি এবং “ভূমি কৃষি কার্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যত কাল অবদ্বিষ্ট থাকিবার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন” সেই কালের প্রতি আদালতের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬৫। মধ্য প্রদেশের প্রজাসভাবিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৩৩ ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা প্রজা কর্তৃক ইচ্ছা করণ বিষয়ক (১৫) ধারাটি নূতন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছি এবং কোনও শোকে এই বিষয়ে একটি আন্তঃসংস্থার আওতা বলিয়া তাহার দূরীকরণার্থে একটি উপধারা (৫) যোগ করিয়া স্পষ্ট-রূপে বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত আপন যোত ইচ্ছাকৃত করিলে, ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উহা কোন প্রকারে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজের চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

৬৬। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যে রায়ত আপন যোত পরিত্যাগ করিয়াছে কিন্তু ঐ যোত যে ১৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা যেমন দেয় পরিত্যাগের কথা। হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাগী ভাগ করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে ভূমি বৎসরে ঐরূপ ভাগ করিয়া যায়, ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই ভূমি বৎসর অভীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রকারে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজের চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিদ্য-ক্রমে যে প্রজারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নিকিট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিত্যাগ জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা দশলক্ষমুখ্য বার্ষিক হইলে, ছয়মাস অভীত না হওয়া পর্যন্ত ঐ রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল করিয়া পাইবার নিমিত্ত যেকদমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি অভিযুক্ত হয় তাহাদের কতি পূরণ সম্বন্ধে আদালতেরূপ (যদি কোন) লাভ ন্যায্য বোধ করেন, সেই লাভে দখল করিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অনুবিধা অনুভূত হয় অন্তরা পার্শ্বলিখিত ধারা প্রণয়ন করিয়া তাহা নিরাকৃত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

৬৭। কোন ভূম্যধিকারী পূজার সম্মতি দিলে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না এই বিষয়টি ১৯ ধারার আমরা নিম্নলিখিত স্থল বর্জিত স্থল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকড়ী কি ঠৈপাখী ছেড়ুক বৎসর পরে পরিবর্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে চাষের ভূমির পরিমাণ বৎসর পরে পরিবর্তন হইতে পারে এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।



(গ) যে স্থলে ভূমি অধিকারী উচ্চাপূর্বক স্বত্ত্বান্তরকমে না হইয়া অন্যপ্রকারে পরিবর্তন এবং পরিদকমে স্থান পরিবার ভার্য্য অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

৬৮। মাপের ক্ষতি বিষয়ক ১০১ ধারার আশ্রয় একটি উপধারা সরিষেণ করিয়া স্থানীয় সর্ব মেটের প্রতি স্থানীয় তৎকালীন সর্বোচ্চ মাপের নীতি স্থানে যে নীতি যেই মাপের ব্যবহৃত হয় তাহা নির্দেশ করিয়া নিম্ন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে এবং এইরূপে যে নির্দেশ করা যায় তাহা গণিত দর্শন মতে গোল শুদ্ধ বলি। এই মাপের দ্বারা এই দিমান পরিমাপিত। আশ্রয়াদিগের বিবেচনার উদ্দেশ্যে মূল পাণ্ডুলিপির ১৩০ ধারার অর্থ প্রয়োজন থাকিতেছে না, অতএব এই ধারাটি আমরা উঠাইয়া দিলাম। ভূমি মাপ করণ বিষয়ক অন্যান্য নিয়ম প্রত্যেকের লিপিবদ্ধকৃত ১০ম অধ্যায়ের মধ্যে দৃষ্ট করবে।

৬৯। কোন মহাল কিম্বা ভাণ্ডারের সন্ধানার্থে মাপের কার্য্য করণার্থে কাৰ্য্যাদায়ক নিয়োগ বিষয়ে এই অধ্যায়ের অন্তর্গত নিয়মে আমরা একটি ধারা (১০২) সংযোগ করিয়া নাই কোর্টের প্রতি কাৰ্য্যাদায়কের ক্ষমতা ও কর্তব্য কর্ম নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৭০। ভূমিসম্বন্ধে বিষয়ক ধারাটি আমরা ত্যাগ করিয়াছি। এই ধারাটি থাকিলে স্থানীয় স্বত্ব ভূমি অধিকারীর ক্ষেত্রে রক্ষিত চতুস্তর ভূমি অধিকারীকে কোর্টের ভারতের অবস্থার পণ্ডিত হইতে হয়, সুতরাং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের সীমা বৈধ নয়। স্থানীয় বিবেচনার এই ধারাটি আমাদের মতে বিশেষ আবশ্যিক। আমরা এই ধারাটি ত্যাগ করিয়া উপস্থিত কারণ না থাকিলেও যে কোন ব্যক্তি এই ক্রমে ধারা সম্পাদিত হইলে আইনের মর্মেণ্ডাটরি বর্তমানের প্রচুর ও বৈধ ক্ষমতা থাকে। এই ক্ষমতার প্রচুরতার সহায়তা হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলেও এই ধারাটির প্রতি গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।

আমাদিগের বিবেচনায় এই পাণ্ডুলিপির উপস্থিত প্রয়োজন স্থানীয় স্বত্ব অধিকারীর অধ্যায়ের মধ্যে সরিষেণ (২৮) ধারার বিধানক্রমেই সন্নিবেশিত হইবে। এই ধারার কথা পুঙ্খনি (১৫ মক্যর) আমরা বলিয়াছি। মাপের ক্ষতি বিষয়ক নিয়ম সাধে এই বিষয়ে যে মত প্রকাশ করা হইবে তাহা উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের এই সংস্কার চতুস্তর। যে ভূমিসম্বন্ধে চতুস্তরটি কিয়ৎপরিমাণে উপস্থিত আইনের ন্যায় অধিকারের বৈধতা।

## ১০ম অধ্যায়।

অভ্যর্থনালি ও প্রজামার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

৭১। উপরি উক্ত চতুস্তর বিষয় লইয়া মূল পাণ্ডুলিপিতে যে চতুস্তর অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করা এবং সহজতর বিষয়টির অর্থাৎ অভ্যর্থনালি বিষয়ক কথা প্রথমে বলা আমরা সুবিধা বোধ করিলাম।

৭২। অভ্যর্থনালি নীতি প্রকারের অনাধারিত কথন, বিশেষতঃ কোন মহাল কি ভাণ্ডার নীতিক্রমে বলপূর্বক বিক্রয় করা গেলে যে ক্ষতি তাহা প্রায় কোনও ক্ষতি যে অসুবিধা অসুভব করেন, আমাদিগের দ্বারা ১১২ সংখ্যক নতুন ধারা দ্বারা দূরীকৃত হইবে। এই ধারাক্রমে বিশেষ কএকটি নিয়মাদিগে ভূমি অধিকারী কি ভাণ্ডারের প্রার্থনামতে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী অভ্যর্থনালি লিখন প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

৭৩। ইহা দৃষ্ট হইবে যে অভ্যর্থনালি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে গুরুতর একটি পরিবর্তন করা গিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপির ২৯ম অধ্যায়ের সকল স্থলেই, অর্থাৎ, লিপি মধ্যে যে কথা বর্ণিত হইবে তাহা লইয়া বিবাদ থাকুক বা না থাকুক, সর্বসত্তা কার্য্যবিধান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সকল স্থলেই একই কল হইত অর্থাৎ লিপির মধ্যে কোন কথা বর্ণা গেলেই তাহা দৃষ্টিমাত্রই শুদ্ধ বলিয়া অনুমান করা যাইত, কিন্তু দেওয়ানী আদালতে তাহার গুরুতর প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। পক্ষান্তরে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে অভ্যর্থনালি প্রথমেই প্রকাশিত হইবার বিধান করিয়া আপত্তি উত্থাপন, কার্য্যের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। লিপির মধ্যে কোন কথা বর্ণা গিয়া থাকিলে তাহার বিবাদ করা গেলে যদি তাহার প্রতিবাদ করা হয়, তবে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীকে দেওয়ানী আদালতের নিয়মিত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে এই বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত লইতে হইবে এবং তাহার দ্রুত নিষ্পত্তি দ্বারা মাপ প্রদান হইবে। বিশেষতঃ জল তরঙ্গ সকল আপীল করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হন এই নিষ্পত্তির দিকে প্রথমতঃ তাহারই নিকট আপীল হইতে পারিবে ও পরে দ্বিতীয় আপীল সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাদিগে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে। সুতরাং লিপির বর্ণিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হইলে, সকল স্থলেই বিবাদের বিষয়টি যে সকল কথা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহার মাপ প্রদান হইবে। লিপি প্রথমে প্রকাশ করণের পর আপত্তি উত্থাপিত করণের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে স্থলে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, লিপির বর্ণিত কথা সেই স্থলে অবিসংবাদিত বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিত মতে ব্যবহৃত বিপরীত দর্শন না যায় তাৎসর শুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে। উক্ত সকল কার্য্য বহু বিভাগে সংঘটিত হইবে বিবেচনা এবং অভ্যর্থনালি প্রথমেই প্রকাশিত হইলে কোন অর্থযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে তাহার সম্বন্ধে এই লিপির মধ্যে

যে কথা ধরা যায় তাহার যথার্থতা ব্রহ্মস্বয় করিতে পারিবেন ইহা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা লিপির অন্তর্গত অবিসংবাদিত কথাগুলি যত দূর আশাশীল হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তদনুসারে অধিকতর আশাশীল বলিয়া নিঃক্ষেপ করিতে সাহসী হইলাম না।

৭৩। যে কার্যক্ষেত্রে “খাজানার বন্দোবস্ত” করা হইয়াছে তাহাতে সর্বত্র লিপি প্রস্তুত করণ এবং দখলীদার বিশিষ্ট প্রজ্ঞা ও ভূস্বামীদ্বারা অধিকারিত খাজানায় না হইয়া অন্যপ্রকারের ভূমিভোগ করিলে ভূস্বামীদ্বারা প্রজ্ঞা উক্তবে সকল খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আশাশীল করণ সেই সকল খাজানার বন্দোবস্ত বুঝাইবে।

কোন যোতের খাজানার বন্দোবস্ত করা গাইতে পারে কি না এবং কত যাইতে পারিলে কত টাকায় তাহা নিঃক্ষেপ করিতে হইবে এইগুলি বড় জটিল ভাবে প্রশ্ন এবং দুইটি বিভিন্ন পর্ষদের বুদ্ধির উপর স্থাপিত। প্রথমতঃ প্রজ্ঞা সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত মর পারিমাণ প্রজ্ঞা এবং ও যোত যিম্মে তিনি ভূমি ভোগ করেন এইরূপ অনেক বিষয়গুলিও প্রজ্ঞার উপর পূর্ণোক্তপ্রশ্নগুলির নিষ্পত্তি নির্ভর করে। এই প্রশ্নের মধ্যে আইনঘটন এবং নানা কথা থাকিবার সম্ভাবনা যাহা সন্দেহজনক ভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইলে পরিশেষে উক্ততম বিচারালয়ে আপীল হইবার ব্যবস্থা থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ যে প্রশ্নগুলির অর্থনীতি-ঘটন অনেক বিষয়ের সহিত অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিতে দর ও এবং উৎকর্ষসাধনের ফল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সহিত সনিষ্ঠ সংশ্লিষ্ট আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রথম স্থানেই হউক আর আপীল ক্রমেই হউক স্থানীয় তদন্ত না হইলে এবং বিচার্য বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন এই সকল বিষয় লইয়া যথার্থ কার্য করা যাইতে পারে না। পূর্ণোক্ত দুইটি বিষয় স্বগ্রহণ করিয়া যাইতে এতদ্রূপে বিশেষ ব্যক্তি কতক চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার প্রাক্তে বিধান করা যাইতে পারে ইহাই আমাদের বিবেচনা স্থল হইয়াছিল। এই প্রশ্নের যে মীমাংসা মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা এই পাণ্ডুলিপির ১৬০ খারায় দুটি ছটনে। স্বগ্রহণ লিপি সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতির মধ্যে যে পরিবর্তনের পূর্বেরই উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে এবং জটিল বিশেষতঃ বিচারপতি ও স্থানীয় কৃষিকার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ যত কর্মচারী বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন নিযুক্ত হইবেন পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত এই বিধানক্রমে পূর্ণোক্ত প্রশ্নের অধিকতর সন্তোষজনক উত্তর পাইবার পক্ষে সাধারণতঃ হইবে বোধ হয়। আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব করি যে, যে খাজানার বন্দোবস্ত করা যান কি বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা যাইবে তৎসম্বন্ধে বিধান উপস্থাপিত হইলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী পদের লিপি অন্তর্গত কোন কথা-সটিও বিবাদের ন্যায় উক্ত বিধানের নিষ্পত্তি করিবেন, ও পরে এই সমগ্র বিষয়ের আপীল বিশেষ আফ্রিকার নিকট হইতে পারিবে এবং স্বগ্রহণ লিপির অন্তর্গত যে কথা বিবেচনার খাজানার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে তাহা কোটি দ্বিতীয় আপীলে সেই কথা উপক্ষে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি অনাথ্য না করিলে এই নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। এইস্থলে হাই কোর্ট বৃত্তন করিয়া খাজানা নিঃক্ষেপ করিয়া দিতে পারিবেন কিন্তু জমাবন্দীর লিখিত অন্যান্য খাজানাদুটে তাহা করিতে হইবে। অর্থাৎ খাজানা অত্যধিক অত্যাশ্রয় করিয়া যাওয়া করা হইয়াছে কেবল এই হেতুতেই হাই কোর্টে দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবে না কিন্তু আইনঘটিত বিষয়ের বুদ্ধিগত ভুল হইয়াছে, বলিয়া যথা বিশেষ জজ কোন যোতের মর্যাদা প্রকৃতই যত জমী আছে তদনুসারে অধিক কি কম জমী আছে ধরিয়াছেন এই প্রকার হেতুতে দ্বিতীয় আপীল করা যাব বলিয়া দ্বিতীয় আপীল কর গেলে ও আপীলকারী কৃতকার্য হইলে, হাই কোর্ট খাজানার হার পরিবর্তন না করিয়া স্থলবিশেষে খাজানা কমানিয়া দি বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৪। আমরা ১২০ খারায় বিধান করিয়াছি যে পূর্ব ক এক প্রাক্তম কোন যোতের খাজানার টাকার দ্বারা কার্যদ্বারানিষ্ঠ কোন ভূস্বামীদ্বারা আশাশীল করিবার অর্থ থাকিলে, যোতের যে খাজানা তাহার প্রার্থনামতে কার্যদ্বারানিষ্ঠ কোন ভূস্বামীদ্বারা উৎকর্ষসাধন দিহা যোতের পারিমাণ বৃদ্ধিহেতুক না হইলে, পনের বৎসর কালমধ্যে তাহা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৭৫। খরচ দিতে হইবার বিধান বিষয়ক ১২১ খারাটি এক্ষণে স্বগ্রহণ লিপি প্রস্তুত করণ ও খাজানার বন্দোবস্ত করণ এই উভয় বিষয়ের প্রতিই বর্ত্তান গেল।

৭৬। এই অধ্যায়ের আর একটি বিধানের অর্থঃ ১২২ সংখ্যক নূতন খারাটির বিধানের বিষয় কিছু বলা আবশ্যিক। বিধানটি এই কোন প্রজ্ঞার যত সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে অবধারিত খাজানায় বিশ বৎসর ভূমি ভোগ করিলে যে অনুমান করা গিয়া থাকে বলিয়া সকলেই অবগত আছেন তাহা মার খাটিলে না।

## ১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

৭৮। এই অধ্যায়ের লিখিত বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে আমরা বঙ্গদেশের স্বতন্ত্রাধিকারের অধী-প্রাণীদ্বারা কার্য করিয়াছি। যে সকল তদন্তলগ্ন হইয়াছে তদন্তে দেখা হয় যে খাজানার হারের মধ্যে বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে বলিয়া অনেক স্থানেই কোন স্থানে দেখাও খাটিতে পারে হারের এমন সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা অনন্তব। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী কতক খাজানার সাধারণ

বন্দোবস্ত করণের প্রস্তাব অণেকা তৎকর্তৃক বিশেষতঃ স্থানের নিমিত্ত হারের উক্তরূপ ভালিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এইরূপ বিবেচনা করেন প্রথমোক্ত স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী অর্থাৎ যে ভূমি লইয়া বিবাদ তথায় যাইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ রুস্তান্ত অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য্য করিতে হইবে সেই গুলিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের স্থল উপস্থিত করা যায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীদের নিরূপিত সাধারণ রুস্তান্ত গুলি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব দুই একটি সামান্য পরিবর্তন করিয়া আমরা এই কার্য্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছি কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার যেরূপ গুরুত্ব ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

## ১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজজমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির মীমাংসা করিতে গিয়া আমরা দুইটি বিভিন্ন কার্য্য পদ্ধতির বিধান করিয়াছি।—অর্থাৎ—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারি কর্তৃক উক্ত ভূমির জরীপ ও রেজিস্ট্রী করণ ;

(খ) স্বার্থযুক্ত ভূম্যধিকারি অথবা প্রজার প্রার্থনামতে তদন্ত লওন।

বহুবিস্তৃত দেশ মধ্যে এই বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া তথায় প্রথমোক্ত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি খণ্ড লইয়া বিবাদ থাকিলে এই বিবাদস্থলে খাটিবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে দুই কার্য্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই জেরীর ভূমির বর্ণনায় আমরা বঙ্গদেশ ও বেহারদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি নাই। কিন্তু আমরা আদেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কোনও জেরী ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারি ভূম্যধিকারীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যে ২ স্থল স্পষ্টতঃই পূর্বোক্ত জেরীর অন্তর্গত নহে সেই ২ স্থলে কার্য্য কণার্থে কএকটি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যে ধারা এই সকল বিধি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আশন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুরদ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী আমাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজজমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২৮ তারিখের পূর্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

## ১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গত যে ২ পরিবর্তনের প্রতি আমাদের মতে মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক তাহা এই ২।—

(ক) বাকী থাকা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা করিতে হইলে যে কোর্ট ফী দিতে হয় কোর্টের দর-খাস্তে ও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপির ১৬৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উৎপন্নশস্য গোলাজাত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(গ) যাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচার কি জারী করা না যায় উৎপন্ন শস্য স্থানান্তর করা যাইবে না, কোন ২ স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। [ ১৪১ (৩) ও (৪) ধারা ]

(ঘ) যে কসল গোলাজাত করা যাইতে পারে, তাহা কেন্দ্রে থাকিতে বিক্রয় করা যাইবে না, ১৪৭ ধারার ইহার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে।

(ঙ) কোন ব্যক্তির সপক্ষে মূল পাণ্ডুলিপির ১০৫ ধারামতে অপরাধ করা গেলে, বিশেষ ২ নম্বর এই ব্যক্তির অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত এপাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ভাগ করা গিয়াছে।

(চ) পক্ষান্তরে, উক্ত অপরাধের সফরভা কারিদের দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ১৯ নং অধ্যায়ের প্রথম ধারার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৮৮ ধারার ২ নং স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি জব্দ করা গেলে এবং এ স্থলে এই অধ্যায়ের বিধান ন্যায্যরূপে না বর্তিলে তিনি যে ব্যক্তির উহার বিক্রেতা আদালতকে চালিত করিয়াছিল তাহাদিগের বিক্রেতা যোকদ্দমা করিয়া উক্ত অনিচ্ছের প্রতিকার করিতে পারিবেন।

(ছ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই অধ্যায়ের কাৰ্য্য স্থগিত রাখিতে পারিবে, এই ধারাটি ভাগ করা গিয়াছে।

### ১৪শ অধ্যায় :

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১১। মূল পাণ্ডুলিপির ১১১ অবধি ১১৭ পর্যন্ত ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কার্য্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আমরা দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির দখল করিয়া পাইবার নিমিত্ত যোকদ্দমা যুক্ত করিয়াছি।

১২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই ১৫৯ সংখ্যক একটি ধারা সমিবেশ করিয়াছি। এই ধারাক্রমেই কোর্টস্থানীয় গবর্ণমেন্টের সম্মতি লইয়া ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যোকদ্দমায় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন অংশ বর্তিবে না কি বিশেষ কোন নিয়মাদীনে বর্তিবে ইহা প্রকাশ করণার্থ বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে। নূতন আইন অনুসারে আদালত সমূহে করুণ কার্য্য চলে এই বিষয়ে ভূয়ো দর্শন লাভ হইলে, হাই কোর্টের প্রতি প্রদত্ত উক্ত ক্ষমতানুসারে এরূপ ভাবে কার্য্য করা যাইতে পারিবে, যাঁহাতে কার্য্যপদ্ধতির অধিকতর সরলতা সাধিত হইবে, ইহাই আমাদিগের বিধান।

১৩। আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত যোকদ্দমার কার্য্য-পদ্ধতি স্থলভর ও সরলতার করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তা, শীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাঁহাতে সুবিচারের বাধা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারীকরণকার্য্য ও এ কার্য্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অসুগৃহিষ্ট প্রতিবাদির বিক্রেতা আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অসিদ্ধ।

১৪। পরন্তু খাজানা সংক্রান্ত যোকদ্দমার ভূম্যধিকারীর স্বত্বটি কোন কথায় উৎখাপিত হইয়া যে ক্ষতিগত ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারার একটি প্রকৃত পরিবর্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রমাণ স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এই খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিবে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বটি যে কথায় লইয়া বিবাদ তাহা খাজানা যোকদ্দমা হইতে স্বত্ব ও পৃথক ভাবে উৎখাপন করিতে বাধা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এখবিধান করিয়াছি যে এরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নোটিশ এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; এই তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিক্রেতা স্বত্ব যোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদির প্রার্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

১৫। আমরা আরও ১৬৫ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যদি কোন খাজানার যোকদ্দমায় প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু বক্তৃতা পাওনা তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উৎখাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ যত টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় তত টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবেন।

১৬। আমরা ১৭৩ ধারার বিধান করিয়াছি যে বাদী কোন অসমর্থ প্রমাণকারীকে উদ্ভূত করিবার যোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর দখলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণয় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়।

১৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানক্রমে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজা ইহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রজাস্বত্বের ভাব ও অনুবন্ধ নিরূপণার্থে যোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। ইহার পরিবর্তে আমরা ১৭৪ ধারার, পক্ষদিগের মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাগত উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই

অধিকার সরল ও সুলভ কাগজপ্রণালী নির্দেশ করিয়াছে এবং যে আদালতের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় সেই আদালতের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে যে উচিত বোধ করিলে এই আদালতে রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি কোন বিষয়ের স্থানীয় তদন্ত লষ্টবার নিমিত্তে আদেশ করিতে পারিবেন।

### ১৬শ অধ্যায়।

বাণী খাজনার নিমিত্তে সরস রী নীলামের বিধি।

৮৮। আমরা ভূমিধিকারীদের যেরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়াছি তদনুসারে পত্তনী তালুকের নীলাম সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলির কোন বস্তুগত পরিবর্তন করি নাই। কেবল আচার লষ্টয়া ও ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করিয়াছি। সংশোধিত বিধানগুলি একত্রে তফসীল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পাণ্ডুলিপি অন্তর্গত করা গেল। এই বিধানগুলি এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ হইয়াছে।

৮৯। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি মাত্র ধারা আছে। এই ধারার বিধান এই যে, পত্তনী তালুক তিন কোন তালুক সরকারী রেজিস্টারে রেজিস্ট্রী করিবার বিধান আটনে করা গেল, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিদিক্রমে যেরূপ পরিবর্তন নির্দেশ করেন সেইরূপ পরিবর্তন সংকারে এই অধ্যায়ের সকল বিধান উক্ত সকল ওঁসুক সম্বন্ধে খাটিবে।

### ১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

৯০। ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্থাপনতা কতদূর পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ করা উচিত একটি বিষয় সম্পর্কে এই গুকের প্রথমটির মীমাংসা পাণ্ডুলিপি অন্তর্গত এই বিষয় সম্পর্কীয় ধারায় দৃষ্ট হইবে (খাজানা দায়্য করণার্থ চুক্তির বিষয়ে পূর্ববর্তী ২৯, ৩০, ও ৪৮ ধারা দেখ)। কিন্তু চুক্তিক্রমে আইনের বিধান হইতে মুক্তিলাভ করিবার ক্ষমতা সংশোধিত কারণার্থে যে নিয়ম করা আমাদিগের মধ্যে অবিকল বাকি মতে আবশ্যক, আমরা তাহার অনেকগুলি এই অধ্যায়ের প্রথমে একটি ধারায় সংগ্রহ করা সুবিধাজনক বোধ করিলাম।

যে বিষয় চুক্তির সীমার বহির্ভূত করা গেল তাহা নিম্নে দৃষ্ট হইবে।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্বলাভ (২৪, ২১, ও ৩৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারায় নির্দিষ্ট দখলীস্বত্বের অধুস্বত্ব।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমান্ডার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে কসনী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূমিধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দিষ্ট তেতু ব্যতিরেকে দখলীস্বত্বগ্ণা রায়তকে ও কোর্পা রায়তকে উচ্ছেদ করণ।

বিষয়ে এত পাণ্ডুলিপিযুক্ত প্রসঙ্গ সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) মোতের ভূমি ক্রিয়া যাওয়ার প্রজার খাজানা কমান্ডার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(জ) রায়তের উৎসর্গস্থান করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯৩ ধারা)।

(জ) ভিক্রীকারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রসঙ্গ সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

৯১। স্বাক্ষরী মোকররী পাঠ্য দিবার প্রথা সম্বন্ধে উৎসর্গ দিবার অভিপ্রায়ে আমরা এই অধ্যায়ে ২১১ সংখ্যক একটি নতুন ধারা সম্মিলন করিয়া এই বিধান করিয়াছি যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চুক্তি হইলে সেই মহালে ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে শাসনীয় স্বত্বের পাঠ্য দিতে ভূমিধিকারীর বা হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৯২। আমাদিগের বাণাস্বাদের মধ্যে সর্বস্তলেই স্বীকার করা গিয়াছে যে ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী যোগ্য করিবার নিমিত্ত যে পাট্টা দেওয়া যায় সেই পাট্টাক্রমে ভোগকৃত ভূমি, চর ও দেয়াড়া ভূমি ও উৎসর্গ ও হার হামিলী প্রথা অন্তর্গত ভূমি সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আদেশ। উক্ত সকল প্রকারের ভূমি সম্বন্ধে যেরূপ বিশেষ বিধান করা আমাদিগের নিকট আদেশ্যক বলিয়া বোধ হইল তাহা এই অধ্যায়ের শাস্যামূল্যিত চিন্তা ধারায় দৃষ্ট হইবে।

৯৩। ২১২ ধারার বিধান এই যে, এই আইনের কোন কথাক্রমে পণ্ডিত ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী করণার্থ কোন চুক্তির বাধ্যতা হইবে না।

৯৪। ২১৩ ধারায় এই বধান করা গিয়াছে যে, মোরায়ত চর বা দেয়াড়া ভূমি ভোগ করে সে তাহা ত্রাণ ও বারবৎসর ভোগ না করিলে এই ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবে না এবং যাবৎ এই দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহারও ভূমিধিকারী মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয় সে সেই খাজানা দিতে দ্বারা থাকিবে। কিন্তু আদালত অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে নির্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া তাঁর গণ্য হইবে না। তাহা হইলে এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

৯৫। পরিশেষে ২১৪ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে “উৎসর্গী” প্রণালী ও “হাল হামিলী” প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালীমতে কোন ভূমি ভোগ করা গেলে, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরে যে সকল নিয়মে এই ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

৯৬। ৪ দফার পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে স্থলে কোন রায়ত রাষ্ট্রস্বত্ব আশ্রয় যোক্তের অংশ না হইয়া রাষ্ট্রভূমি ভোগ করে সেই স্থলের বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায়টি আমরা ভাগ করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডুলিপির মধ্যে তদ্রূপ প্রস্তাবের উল্লেখ না থাকিলে লোকের বুঝিবার ভুল হইতে পারে বলিয়া আমরা ২১৬ সংখ্যক একটি দ্বারা সন্নিবেশ করিয়া এইরূপ স্পষ্ট বিধান করা তাঁহা বোধ করিলাম যে পূর্বোক্তরূপ প্রস্তাবের অসুস্থ দেশাচার দ্বারা নিরসিত হইবে।

### ১৮শ অধ্যায়।

নিরাশ বা ভীষাদি বিষয়ক বিধি।

৯৭। মখলীসত্ব বিশিষ্ট রায়ত যে জনী তাহার আশ্রয় যোক্তের অন্তর্গত সেই জনীর পুনরায় মখল পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা করিলে ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিরাদেশের কাণ্ড মুক্তিসঙ্গতমত অঙ্গ করিয়া গণ্য করা উচিত, আদালত এইরূপ বিবেচনা করি। যথা এদেশের প্রজা স্বত্ববিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ৮১ ধারার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা যে ভাবে তদ্রূপ প্রজাকে উদ্ধৃত করা যায় তদবধি তাই বৎসর কাণ্ড নিরাদেশের কাণ্ড ধরিয়া করিয়াছি। যে মোকদ্দমা পূর্বেই ভীষাদি হইয়া গিয়াছে, যাঁহাতে তাহার ভেতু পুনরুৎপাদিত না হয় এই জন্য একটি উপবিধি সংযোগ করিয়াছি।

### ১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

১৮। আমরা ভূম্যধিকারীর প্রতি আশ্রয় কন্মকারক দ্বারা কার্য করিবার ক্ষমতা প্রদান বিষয়ক ২২১ ধারার বিধান কিরূপ পরিমানে প্রসারিত করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপির নিম্নলিখিত “ভূম্যধিকারী” শব্দের লক্ষণ সত্ত্বেও কোন ২ ব্যক্তির এই বিষয়ে আশ্রয় থাকিতে তাহা অগণ্যমান করণার্থে আমরা ২২২ সংখ্যক একটি দ্বারা সংযোগ করিয়া স্পষ্ট বিধান করিয়াছি যে তাই বা তদধিক ব্যক্তি একজনী ভূম্যধিকারী হইলে, তাঁহার উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া গণ্য করি। ন কিন্তু তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া যে কন্মকারকে দিযুক্ত করেন তাঁহার দ্বারা কার্য করা হইবে।

৯৯। আমাদিগের বাণ্যভাব কালে এমন অনেক কথা উঠিয়াছিল যাঁহার সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতিটি হইল যে আমাদিগের নিকট অর্পিত কাগজপত্রাদিতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তদনুসারে অধিকার সংবাদ না থাকিলে আমরা ঐ কাগজপত্রের যথোপযুক্ত বীমাংশ করিতে সমর্থ হইব না। ইহার মধ্যে কতকগুলি কথা সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ও হাই কোর্টের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিব।

এখান পথ্যগুলি এই—

- (১) ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে জল সেচনের নিমিত্ত নানা কাটাঁইবার, জল বিতরণ করিবার ও ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করণার্থে রাজস্ব কন্মচারীর প্রতি ক্ষমতা প্রদান করা বাঙালীর কিনা, ও বাঙালীর হইলে কিরূপ বিধান করিতে হইবে।
- (২) খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার যাঁহাতে শীঘ্র হয় এই অভিপ্রায়ে বিধি প্রণয়ন করিয়া কি প্রকারান্তরে দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের কোন পরিবর্তন করা বাঙালীর কিনা, বিবেচনা: যে স্থলে অধিক সংখ্যক রায়ত কেহ কাহার অধীন না হইয়া ভূমিভোগ করে সেই স্থলে ভূম্যধিকারীর প্রতি একই আবেদনপত্রক্রমে তাঁহাদের বিকল্পে বাকী খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা বাঙালীর কিনা।
- (৩) একতফা ডিক্রী দেওয়া গেলে, পুনরায় বিচার হইবার দাওয়া করিবার যে স্বত্ব আছে, তাঁহার সংশোধন করণার্থে অনিষ্ট উৎপাদন না করিয়া কোন বিধান করা যাঁহাতে পাবে কিনা। প্রতিবাদীর নিকট সমন পঠিতে নাই কিম্বা কোন বিশিষ্ট হেতুবশত: প্রতিবাদী উপস্থিত হইতে পারে নাই কোন বিচারপতি ক্ষমতামতে ইহা বুঝিতে না পারিলে তিনি পুনরায় বিচার হইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন আরো ইহা অবগত আছি; কিন্তু আমাদিগের নিকট ইহা কথিত হইয়াছে যে উপযুক্তমতে সমনকারী অস্বীকার করাই এক্ষণে পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আদালতও প্রতিবাদীকৃত পূর্বোক্ত আশ্রয় সত্ত্বেই গ্রাহ্য করেন। বিলম্ব সংঘটন ও আশ্রয় প্রাপ্য আদায় করিতে গিয়া ভূম্যধিকারীকে অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করাই যে কালের উদ্দেশ্য, ইহাতে সেই কার্যেরই প্রায় দেওয়া হয়।

প্রতিবাদী ডিক্রীর টাকা আদায় না করিলে একতফা মোকদ্দমার পুনরায় বিচার হইবে না আমাদিগের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আমাদিগের যে সংবাদ জানা ছিল তদ্ব্যতীত ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম যে হাই কোর্টের মানাবর জজ সাহেবদের বিবেচনার্থ প্রস্তাবটি অর্পিত হইত।

- (৪) আমাদিগের নিকট প্রায় একরূপ ভাবের আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রস্তাবটি এই— বাকীখাজানার মোকদ্দমার প্রতিবাদীর বিকল্পে ডিক্রী হইলে, তিনি ডিক্রীর টাকা আদায় না করিলে ঐ ডিক্রীর বিকল্পে আশ্রয় করিতে পাইবেন না। এই প্রস্তাব সম্বন্ধেও জজ সাহেবদের মত জানিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

- (৫) যে সকল আধীন তালুকের রাজস্ব গবর্নমেন্টের সহিত সাক্ষাৎসম্মুখে বন্দোবস্ত হইলেও ঐ তালুকের অধিনাশী জমিদারের দ্বারা ঐ রাজস্ব দেয়, সেই সকল তালুক সম্বন্ধে সরাসরী মীলান সংক্রান্ত কার্যপ্রণালী খাটিতে পারে কি না এই বিষয়ে আদরা হানীর গবর্নমেন্টের সহিত জানিতে বাঞ্ছা করি। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ঐ সকল তালুকের কথা সরকারী রেজিষ্টারে গবর্নমেন্টের নাই। পতনীয় সম্বন্ধীয় সংশোধিত কার্যপ্রণালী উক্ত সকল তালুকের প্রতি বর্তমান চুক্তি এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।
- (৬) খাজানা মুক্ত তালুকের অধিকারীদের নিকট পঞ্চক ও পবনিক ওরুসকরের টাকা বাকী পড়িলে ঐ টাকা আদার করণসম্মুখে পূর্বেই কার্যপ্রণালী বর্তাইবার নিমিত্ত এইরূপ ভাবে একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আদরা হানীর গবর্নমেন্টের পরামর্শের নিমিত্ত অর্পণ করিব স্থির করিয়াছি।
- (৭) যেহেতু নিয়মানুযায়ী বাস্তবস্থিতি ভোগ করা যায় তৎসম্মুখে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্যকতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। (পৃষ্ঠাবর্তী ৪ নম্বর দেখ)
- (৮) আদরা উঠবাড়ী ও হালহাসিলী জমা সম্বন্ধে দেশাচারানুগত নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষ মতে বর্তাইয়াছি। অন্য নামে খাত তদ্রূপ জমা সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কি না এবং চুক্তিগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে ভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্মুখেও বিশেষমতে কোন দেশাচারাদি রক্ষণ করা আবশ্যক কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (৯) আর ওজান্তা ও গোরা ষোড়শের হস্তান্তরযোগ্য মথলীস্বত্বের ন্যায় অন্য কোন স্বত্ব অগ্রহে ক্রয় করিবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় ধারার বিধান হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে পারি। যার কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (১০) পরিশেষে গত বার বৎসর কালের মধ্যে যে সকল মুল্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেইগুলির শুদ্ধতা সম্পর্কে উৎকর্ষপাঠন করা বাইতে পারে কি না এবং প্রাপ্ত ঐ সকল মুল্যের উপর নির্ভর করিয়া খাজানা রক্ষির নিয়ম করিলে কি কন সম্ভাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের পরামর্শ জানিতে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপির প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।—

#### ইংরেজী ভাষায়।

গেজেট।				তারিখ।
ইণ্ডিয়া গেজেট	...	...	...	১৮৮৩ সালের ৩, ১০, ও ১৭ মার্চ।
কলিকাতা গেজেট	...	...	...	১৮৮৩ সালের ৭, ১৪, ও ২১ মার্চ।

#### দেশীয় ভাষায়।

প্রদেশ।				ভাষা।	তারিখ।
বঙ্গদেশ	...	...	...	বাংলা	১৮৮৩ সাল ২৪ আশ্বিন।
				হিন্দী	১৮৮৩ সাল ৪ মে।
				উড়িয়া	১৮৮৩ সাল ১৭ মে।

১০১। পূর্বেই বলিয়াছি একজনকার সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপির পুনর্যায় প্রকাশ করা উচিত ইহাই আদরা হানীর মত।

এস, সি, বেলী।	টি, ডবলিউ, গিবস।*
রিবস টমসন।	আদরা হানী।
সি, পি, ইলবার্ট	ডবলিউ, ডবলিউ, হট্টর।
জি, এচ, পি, ইবাক।	এচ, রেনলডস।*
জে ডবলিউ, কুইন্টন।	

কমিটির সভাপতির কল এই রিপোর্টে যথাযথরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আদরা হানীতে স্বাক্ষর করিলাম, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মূল নিয়মের ও তদনুগত অনেক কথাই এতি আদরা হানীতে স্বাক্ষর করিতে বাধা ইহাই আদরা হানীর বিশ্বাস বলিয়া এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিলাম।

কৃষ্ণদাস পাল।

পাণ্ডুলিপির মূল নিয়ম সম্বন্ধে এতি আদরা হানীর সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। মালবর রাই জিহুত কৃষ্ণদাস পাল যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন সেই নিয়মানুযায়ী ও ঐ অমূল্যে এই রিপোর্টে আদরা হানী স্বাক্ষর করিতে বাধা ইহাই আদরা হানীর বিশ্বাস বলিয়া এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিলাম।

স্বাক্ষর।

১৮৮৪ সাল ১৪ই মার্চ।

## তকসীল ।

জাজির ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১ নং ডাবিথের ৪৮৪—১১৬ R. নং আকিলের আকলিপি ও তৎসহিতপত্র [ ১ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের ১৮২৭—৬৪৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ২ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৮ই জুলাই তারিখের ১৮৭৬—৩৬৯ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৩ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৪শে জুলাই তারিখের ১১২৮—৬১৯ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৪ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১১ই আগষ্ট তারিখের ২১৭৯—৭৮৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৫ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখের ৫৮৬ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৬ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের ৩৮৩ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৭ নং কাগজপত্র ] ।

দান্যবর জীহুভ টি, এম, গিবন সাহেবের মন্তব্যাবলি [ ৮ নং কাগজপত্র ] ।

পূর্ব রাজ্যলাগ জুখাধিকারীদের ১৮৮০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের আবেদন ও তৎসহিত মন্তব্যাবলি [ ৯ নং কাগজপত্র ] ।

দীর্ঘাণ্ডিরার রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরের ১৮৮০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২১ নং পত্র [ ১০ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৮২২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১১ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের ২৭২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১২ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১লা অক্টোবর তারিখের ১০২১ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১৩ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখের ১০৮০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১৪ নং কাগজপত্র ] ।

জাজির ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১০৪ R. নং আকিলের আকলিপি ও তৎসহিতপত্র [ ১৫ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১১১৭ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১৬ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১১৩০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১৭ নং কাগজপত্র ] ।

কলিকাতার জীহুভ বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮০ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখের পত্র [ ১৮ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের ১২১২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১৯ নং কাগজপত্র ] ।

কলিকাতার জীহুভ বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮০ সালের ৩রা নবেম্বর তারিখের পত্র [ ২০ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের ২০২১—৪০৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ২১ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের ২০৮৯—৮৬১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ২২ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের ২০৯৫—৮৬৩ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ২৩ নং কাগজপত্র ] ।



উরিষ্যার জনসাধারণ সভার কমিটির ১৮৮৩ সালের ১লা নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [ ২৪ নং কাগজপত্র ] ।

উত্তরপাড়ার ঈশুভ বাবু রাজকিশোর সুখোপাধ্যায়ের ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ২৫ নং কাগজপত্র ]

ত্রিহুতের জুমাধিকারীদের সভার আইনতনিক সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ২৬ নং কাগজপত্র ]

ঈশুভ বাবু কিশোরী লাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [ ২৭ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গ ও বেঙ্গালদেশের জুমাধিকারীদের সদর কমিটির ১৮৮৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১৮ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ২৮ নং কাগজপত্র ] ।

রাজস্ব ও কৃষিক্ষেত্র কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০৬৪ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [ ২৯ নং কাগজপত্র ] ।

নরসনসিংহ জিলাব অন্তর্গত সেতুপুরের কএকজন অসহকারী, ডালুকদার, ও দখাবতি জুমাধিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [ ৩০ নং কাগজপত্র ]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২৬৭০—২৫৪ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৩১ নং কাগজপত্র ]

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২৩ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৩২ নং কাগজপত্র ] ।

রাজস্বাধীর জুমাধিকারীদের কমিটির সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৩৩ নং কাগজপত্র ] ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [ ৩৪ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১২শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮১—১০০১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৩৫ নং কাগজপত্র ]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১৩ জানুয়ারি তারিখের ১৮২—৪৫ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৩৬ নং কাগজপত্র ]

ভালাঙ্গা শাখা ইণ্ডিয়ান আসেসিয়েসনের ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সভার নির্দ্ধারণাবলি [ ৩৭ নং কাগজপত্র ] ।

ভাগলপুরের জুমাধিকারী সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২ জানুয়ারি তারিখের ১০৬ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৩৮ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের ২২৭—৩৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৩৯ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫৪০—২৩১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৪০ নং কাগজপত্র ] ।

ত্রিহুতের জুমাধিকারীদের সভার আইনতনিক সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৪১ নং কাগজপত্র ]

## ২ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাসভা বিষয়ক ১৮৮৪ সালের  
আইনের পাণ্ডুলিপি।

## সূচীপত্র।

## ১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

- ১। সংরক্ষণ নাম।  
আরম্ভ।  
স্থানীয় ব্যাপ্তি।
- ২। রহিত হইবার কথা।
- ৩। অর্থকরণের কথা।

## ২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রেরণ বিষয়ক বিধি।

- ৪। প্রজাদের প্রেরণ বিষয়ক কথা।
- ৫। তালুকদার ও রায় শব্দের অর্থ।

## ৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।  
খাজানা বৃদ্ধির কথা।

- ৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে, কোনও স্থলেমাত্র তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবার কথা।
- ৭। তালুকের খাজানা বৃদ্ধির নীতির কথা।
- ৮। বর্দ্ধিত খাজানা সাধক খাজানার বিত্তের অধিক না হইবার কথা।
- ৯। খাজানা কমণঃ বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ১০। খাজানা একবার বর্দ্ধিত হইলে দশ বৎসর পরি-  
বর্ত্তিত হইতে না পারিবার কথা।  
তালুকের অন্যান্য অনুযজের কথা।
- ১১। চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার-  
স্মির কথা।
- ১২। চিরস্থায়ী তালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে ন  
পারিবার কথা।  
পত্তনী তালুকের কথা।
- ১৩। পত্তনীদারের পেটাও বিলি করিবার ক্ষম-  
তার কথা।
- ১৪। পত্তনী তালুকের ভূম্যধিকারির হস্তান্তরকমে  
এহীতার স্থানে আমিন চাহিবার স্বত্বের  
কথা।  
রেজিষ্টরী করিবার কথা।
- ১৫। ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী  
করিতে হইবার কথা।
- ১৬। খাজানার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারী-  
ক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজি-  
ষ্টরী করিবার কথা।

ধারা।

- ১৭। খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা  
কিন্মা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে  
রেজিষ্টরী করিবার কথা।
- ১৮। রেজিষ্টরী না করিবার ক্ষণের কথা।
- ১৯। ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করি-  
বার নিমিত্তে আদালতে প্রার্থনা করিবার  
কথা।
- ২০। রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূম্যধিকারীর  
প্রার্থনার কথা।
- ২১। ভূম্যধিকারীর রেজিষ্টরী বহীর লেখার নকল  
দিবার কথা।
- ২২। রেজিষ্টরী করণ সম্বন্ধে বিধিপ্রণয়ন করিতে  
পারিবার কথা।

## ৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমিভোগ করে  
তাঁহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ২৩। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অনু-  
যজের কথা।

## ৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাগতদের সম্বন্ধীয় বিধি।  
সাধারণ।

- ২৪। বর্ত্তমান দখলীস্বত্ব চলিত থাকিবার কথা।
- ২৫। বাসেন্দা রায়তের দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার  
কথা।
- ২৬। বাসেন্দা রায়ত শব্দের অর্থ।
- ২৭। গ্রাম ও বাস শব্দের অর্থ করণের কথা।
- ২৮। ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার  
ফলের কথা।
- ২৯। এজমালী মালিক ও ইজারদারের দ্বন্দ্বের বিশেষ  
বিধানের কথা।
- ৩০। খামার জমী সংরক্ষণের কথা।
- ৩১। দখলীস্বত্বের অনুযজের কথা।  
হস্তান্তর বিষয়ের নিয়মের কথা।
- ৩২। দখলীস্বত্ব ইচ্ছাপূর্বক বিক্রয় করিলে ভূম্যধি-  
কারির অগ্রাধিকার করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৩। ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূম্যধিকারীর  
অগ্রাধিকার করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৪। উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করা গেলে ভূম্য-  
ধিকারীর বন্ধক এহীতার স্থান লইবার  
স্বত্বের কথা।
- ৩৫। দখলীস্বত্বদান বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩৬। পূর্ন কথক ধারার কাগ্যপত্র ভূম্যধিকারী  
শব্দের অর্থের কথা।  
কোণা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।
- ৩৭। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়তেরা কোণা বিলি  
করে, তাহাদের তালুকদারে পরিবর্ত্তিত  
হইবার কথা।
- ৩৮। দরপাটীর তাগের নিয়মের কথা।

ধারা।

খাজানা হুজির কথা।

- ৩৯। উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথা।
- ৪০। মুদ্রারূপ খাজানা হুজির বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৪১। রেজিষ্টারী করা চুক্তিরূপে খাজানা হুজির কথা।
- ৪২। পুনরীকৃত বিলি করিবার বেলা খাজানা হুজির কথা।
- ৪৩। মোকদ্দমার দ্বারা খাজানা হুজির করিবার কথা।
- ৪৪। প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৫। মূল্য হুজির হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৬। ভূস্বামিকারীর উৎকর্ষসাধনহেতু ধরিয়া খাজানা হুজির বিষয়ক বিধি।
- ৪৭। বন্যাজীমিত উৎপাদিকা শক্তি হুজির হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৮। খাজানা হুজির উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথা।
- ৪৯। ক্রমে খাজানা হুজির করিবার আশ্রয় করিতে পারিবার কথা।
- ৫০। ক্রমাগত খাজানা হুজির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।
- ৫১। খাজানা কমানিবার কথা।
- ৫২। প্রদানত শস্যের মূল্যের তালিকার কথা।
- ৫৩। অসামান্য দের খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।
- ৫৪। বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।
- ৫৫। বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

### ৩৪ অধ্যায়।

দখলীস্বত্ব শূন্য রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৫৬। এই অধ্যায় খাটিবার কথা।
- ৫৭। দখলীস্বত্বশূন্য রাইতের প্রথমস্থলীর খাজানার কথা।
- ৫৮। খাজানা হুজির নিয়মের কথা।
- ৫৯। যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইতকে উচ্ছেদ করা বাইতে পারে তাহার কথা।
- ৬০। পাট্টার মিসাদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬১। খাজানা হুজির দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬২। "দখল দেওয়া" শব্দের অর্থ।

### ৩৫ অধ্যায়।

কোর্কা রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৬৩। কোর্কারাষ্টের দ্বানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।
- ৬৪। কোর্কা রাইত দিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

ধারা।

### ৩৬ অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

- ৬৫। খাজানার পরিমাণ ও তাপের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা।
- ৬৬। পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- ৬৭। পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- ৬৮। খাজানা দিবার কথা।
- ৬৯। খাজানার কিস্তির কথা।
- ৭০। খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।
- ৭১। টাকা বেরূপে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।
- ৭২। কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অসুপারিশ না রাখিলে দণ্ডের কথা।
- ৭৩। খাজানা আদায় করিবার কথা।
- ৭৪। রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আদায় করিবার দরখাস্তের কথা।
- ৭৫। যে খাজানা আদায় করা যায় রাজকীয় কর্মচারী তাহার রসীদ দিলে ঐ রসীদ দিচ্ছ মিছত্রিপত্র হইবার কথা।
- ৭৬। আদায় পাঠবার শোটিসের কথা।
- ৭৭। আদায় টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।

কবজ ও হিসাবের কথা।

- ৭৮। ভূস্বামিকারীকে টাকা দিলে প্রকার কবজ পাঠিবার আবেদনের কথা।
- ৭৯। বৎসরের শেষে প্রকার সম্পূর্ণ মিছত্রিপত্র বা হিসাবের বিবরণপত্র পাঠিবার অধিকারের কথা।
- ৮০। কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অসুপারিশ না রাখিলে দণ্ডের কথা।
- ৮১। খাজানা আদায় করিবার কথা।
- ৮২। রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আদায় করিবার দরখাস্তের কথা।
- ৮৩। যে খাজানা আদায় করা যায় রাজকীয় কর্মচারী তাহার রসীদ দিলে ঐ রসীদ দিচ্ছ মিছত্রিপত্র হইবার কথা।
- ৮৪। আদায় পাঠবার শোটিসের কথা।
- ৮৫। আদায় টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।

বাকী খাজানার কথা।

- ৮৬। খাজানা হস্তান্তরযোগ্য বোতের প্রথম দায় হইবার কথা।
- ৮৭। যে বোত হস্তান্তর করা বাইতে না পারে সেই বোত হইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।
- ৮৮। বাকী খাজানার হস্তান্তর কথা।
- ৮৯। যুক্তিনিষ্পত্তি কারণ বিনা খাজানা না দেওয়া গেলে কিছা অন্যরূপে প্রতিবাদিত নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে হাজিরপুরের আদায় করিবার ক্ষমতার কথা।
- ৯০। কদলী বা ডাউসি খাজানার কথা।
- ৯১। কদল বা ডাউসি বা বিভাগ করিবার নিষ্পত্তি আদায় কথা।
- ৯২। কর্মচারী নিযুক্ত করা গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ৯৩। অস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

ধারা।

জুমাধিকারী পরিবর্তন হইলে খাজানার  
দায়ের কথা।

- ৮৪। হস্তান্তরের নোটিস না পাঠিয়া পূর্ব জুমাধিকা-  
রীকে যে খাজানা দেওয়া যায় তজ্জন্য  
জুমাধিকারীর স্বার্থ প্রণীতঃ নিকট প্রচার  
দায়ী না হইবার কথা।  
আইনবিরুদ্ধ কর প্রত্যাখ্যান করা।
- ৮৫। আইনগত প্রত্যাখ্যান আইন বিরুদ্ধ হইবার  
কথা।
- ৮৬। দেয় খাজানার অভিরিক্ত টাকা প্রচার স্থানে  
জুমাধিকারী অন্য় করিয়া লইলে দণ্ডের  
কথা।

### ৯ম অধ্যায়।

জুমাধিকারী ও প্রচার বিষয়ঃ বিবিধ বিধান।  
উৎকর্ষ সাধনের কথা।

- ৮৭। “উৎকর্ষসাধন” শব্দে। অর্থ।
- ৮৮। অবধারিত হারে জুমি ভোগ করা গেলে উৎ-  
কর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।
- ৮৯। মখলীসদ্বিশিষ্ট যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন  
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯০। মখলীসদ্বিশিষ্টা যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন  
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯১। জুমাধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টারী করি-  
বার কথা।
- ৯২। উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করি-  
বার প্রণালীর কথা।
- ৯৩। রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ  
দিতে হইবার কথা।
- ৯৪। যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়  
করিতে হইবে, তাহার কথা।  
ইন্তকা ও পরিভাগ করিবার কথা।
- ৯৫। ইন্তকা করিবার কথা।
- ৯৬। পরিভাগের কথা।  
যোতের অংশ করিবার কথা।
- ৯৭। যোতের অংশ হস্তান্তরযোগ্য না হইবার  
কথা।  
উচ্ছেদের কথা।
- ৯৮। ডিক্রীকারী ক্ষেপে না হইলে উচ্ছেদ না  
হইবার কথা।  
জুমি দাপ করিবার কথা।
- ৯৯। জুমাধিকারীর জুমি দাপিবার স্বত্বের কথা।
- ১০০। প্রজা উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে,  
আদালতের এরূপ আঁজা করিতে পারি-  
বার কথা।
- ১০১। মাপের কড়ির কথা।  
কার্য্যাদায়কদের কথা।
- ১০২। কেন জুমাধিকারীগণ এক জন সাধারণ কার্য্য  
দায়ক নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ দর্শা-  
ইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ  
করিতে পারিবার কথা।
- ১০৩। কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্য্যদায়ক  
নিযুক্ত করণার্থ তাঁহাদিগকে আঁজা দিতে  
পারিবার কথা।
- ১০৪। আঁজা পালিত না হইলে কার্য্যদায়ক নিযুক্ত  
করিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

- ১০৫। পূর্ব ধারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থানে  
কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত  
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৬। কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন  
কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যদায়কতা সম্বন্ধে  
ধাটিবার কথা।
- ১০৭। কার্য্যদায়কের প্রতি যে২ বিধান বর্ত্তিবে  
তাহার কথা।
- ১০৮। সহায় কারীগণকে কার্য্যদায়কতা তাঁর প্রত্যাখ্যান  
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৯। বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

### ১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজনার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।  
স্বত্বের লিপির কথা।

- ১১০। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আঁজা দিতে  
পারিবার কথা।
- ১১১। যে২ বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে  
তাহার কথা।
- ১১২। ভূস্বামির বা ভাস্করদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব  
কর্ম্মচারীর বিশেষ কথা লিপি বদ্ধ করিতে  
পারিবার কথা।
- ১১৩। লিপি প্রকাশ করিবার কথা।
- ১১৪। লিপির লেখাসম্বন্ধে বিবাদ হইলে কার্য্য-  
প্রণালীর কথা।
- ১১৫। রাজস্ব কর্ম্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপী-  
লের কথা।
- ১১৬। এই লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ না থাকে  
তাঁহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য  
হইবার কথা।  
খাজানা ধার্য্য হইবার বিধি।
- ১১৭। খাজানা ধার্য্য করণার্থ রাজস্ব কর্ম্মচারীদের প্রতি  
আঁজা করিতে পারিবার কথা।
- ১১৮। খাজানা ধার্য্য করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।
- ১১৯। যে সময় খাজানার পরিবর্তন ফলৎ হইবে  
তাঁহার কথা।
- ১২০। ধার্য্যকরা খাজানা বহু কাল অপরিবর্তিত থাকি-  
বে তাহার কথা।  
অভিরিক্ত বিধানের কথা।
- ১২১। এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠানে যে খরচ পড়  
তাঁহার কথা।
- ১২২। লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে অবধারিত  
খাজানা সম্বন্ধীঃ অনুমান ম, ধাটিবার কথা।

### ১১ম অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

- ১২৩। তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারি-  
বার কথা।
- ১২৪। তালিকার যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।
- ১২৫। যে বিধি অনুসারে খাজানার হার ধার্য্য করিতে  
হইবে তাহার কথা।
- ১২৬। তালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।
- ১২৭। রাজস্ব কর্ম্মচারীর আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে  
পারিবার কথা।

ধারা।

- ১১৮। তালিকা উদ্ধৃত্তন রাজস্ব কর্তৃপক্ষদের নিকট পাঠাইবার কথা।  
 ১১৯। তাহা হইলে রেভিনিউ বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।  
 ১২০। চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তালিকা প্রকাশ করিবার কথা।  
 ১২১। তালিকা যত কাল প্রবল থাকিবে তাহার কথা।  
 ১২২। তালিকা লিঙ্কান্ড প্রমাণ হইবার কথা।  
 ১২৩। তালিকা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা যেভাবে দিতে হইবে তাহার কথা।  
 ১২৪। যেখানে তালিকা প্রবল থাকে সেখানে খাজানা রুদ্রির মোকদমার কথা।

### ১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

- ১২৫। ভূস্বামীর নিজ জমী জরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।  
 ১২৬। ভূস্বামীর বা প্রজার প্রার্থনামতে নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্মচারীর ক্ষমতার কথা।  
 ১২৭। নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্যপ্রণালীর কথা।  
 ১২৮। ভূস্বামীর নিজ জমী নিয়ম করিবার বিধি।

### ১৩শ অধ্যায়।

কোক করিবার বিধি।

- ১২৯। যেহ স্থলে কোকের দরখাস্ত করা যাইবে পারিবে তাহার কথা।  
 ১৩০। যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।  
 ১৩১। দরখাস্ত পাঠিলে কার্যপ্রণালীর কথা।  
 ১৩২। কোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কথা।  
 ১৩৩। মালীপত্র ও হিসাব জারী করিবার কথা।  
 ১৩৪। শস্যাদি কর্তন প্রভৃতি করিবার স্বত্বের কথা।  
 ১৩৫। দাবী শোধ করা না গেলে নীলামের ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার কথা।  
 ১৩৬। নীলাম হইবার স্থানের কথা।  
 ১৩৭। ক্ষেত্রস্থল্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।  
 ১৩৮। যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহা কথা।  
 ১৩৯। বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।  
 ১৪০। ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।  
 ১৪১। কোককে যে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।  
 ১৪২। নীলামের উৎপন্নটাকা যেভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।  
 ১৪৩। কোনও কর্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।  
 ১৪৪। নীলামের পূর্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।  
 ১৪৫। পেটাত ও প্রজা আপন পেটাদাতার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

ধারা।

- ১৪৬। উদ্ধৃত্তন ও অধস্তন জুয়াধিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিভোধের কথা।  
 ১৪৭। যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।  
 ১৪৮। অন্যায় ক্রোকের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদমার কথা।

### ১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

- ১৪৯। জুয়াধিকারী ও প্রজার মোকদমার বর্ডাইতে হইলে দেওয়ানী মোকদমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।  
 ১৫০। আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্যে বিচারাদিগপত্যের কথা।  
 ১৫১। দায়ব বা গোমস্তাদের স্বীকৃত মোকদমা হইবার কথা।  
 ১৫২। মোকদমার বিশেষ রেজিটরের কথা।  
 ১৫৩। খাজনার মোকদমার কার্যপ্রণালীর কথা।  
 ১৫৪। তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যে টাকা দেয়া আছে স্বীকার করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।  
 ১৫৫। ভূমি দিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।  
 ১৫৬। কিস্তি ক্রমে টাকা দিবার বিধানের কথা।  
 ১৫৭। আদালতের রসিদ দিবার কথা।  
 ১৫৮। বাকী খাজনার মোকদমার আদালতের কথা।  
 ১৫৯। খাজানা রুদ্রির ডিক্রী যে তরীখে অবশিষ্ট কল বৎ হইবে তাহার কথা।  
 ১৬০। সম্পত্তিদণ্ড হইবার প্রতিকারের কথা।  
 ১৬১। যে রায়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায় অন্য কোন কারণে প্রস্তুত ভূমি মধ্যে তাহাদের স্বত্বের কথা।  
 ১৬২। উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্যে পরস্পরের দায়তার নিষ্পত্তি হইবার কথা।  
 ১৬৩। উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের বাস খাজানা দাবী করিতে পারিবার কথা।  
 ১৬৪। প্রজাস্বত্ব অনুযায় নিরূপণ করিবার প্রাধিকার কথা।

### ১৫শ অধ্যায়।

- বাকী খাজনার নিমিত্তে ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।  
 ১৬৫। দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে চেণ্ডার সাধারণ ক্ষমতার কথা।  
 ১৬৬। সংরক্ষিত স্থানের কথা।  
 ১৬৭। “দায়” ও “রেজিটরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” শব্দের অর্থ।  
 ১৬৮। মোক্তার নীলাম হইবার প্রার্থনাপত্রের কথা।  
 ১৬৯। নীলাম হইবার বিজ্ঞাপনস্বত্ব ঘোষণাপত্রের কথা।  
 ১৭০। রেজিটরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত ভালুক বিক্রয়ের ও তাহার ফলের কথা।  
 ১৭১। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসম্বলিত ভালুক বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

খার।

- ১৮২। অধারিত কার্যের খোঁজের প্রতি পূর্ব কএক  
ধারার বিধান বর্জিত কথ।
- ১৮৩। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত  
মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় করিবার  
ও তাহার ফলের কথ।
- ১৮৪। পূর্ব কএক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য  
প্রণালীর কথ।
- ১৮৫। মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত পূর্ব কএক ধারামতে  
তালুক বলিয়া গণ্য হয় একরূপ আজ্ঞা দিবার  
ক্ষমতার কথ।
- ১৮৬। বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে হইবে  
তদ্বিষয়ক বিধির কথ।
- ১৮৭। খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া  
গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে  
স্বীকার করিলেই যোত জোক হইতে মুক্ত  
হইবার কথ।
- ১৮৮। নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দেওয়া  
গেলে, তাহা কোনরূপে উক্ত যোতের  
বন্ধকী স্বন হইবার কথ।
- ১৮৯। অধস্তন প্রজা আদালতে টাকা দিলে তাহা  
খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার  
কথ।
- ১৯০। নীলামে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও  
ডিক্রীদত খাতকের না পারিবার কথ।
- ১৯১। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক  
আইনের ১১৩ ও ১২৬ ধারার কায্য না  
হইবার কথ।
- ১৯২। দায় সন্তিকারী কোনরূপ নিদর্শনপত্র রেজি-  
স্ট্রী করিবার কথ।
- ১৯৩। জুম্মাদিকারীরকে দায়ের নোটিস দিবার কথ।

### ১৬শ অধ্যায়।

- ১৯৪। খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।  
পতনী তালুক নীলামের কথ।
- ১৯৫। জুম্মাদার সরাসরী নীলাম দ্বারা পতনীদারের  
স্থানে বাকী খাজানা আদায়ের কথ।
- ১৯৬। বৎসরের প্রারম্ভে নীলামের দরখাস্ত করিবার  
কথ।
- ১৯৭। নোটিস জারী করিবার কথ।
- ১৯৮। বৎসরের মাঝখানে নীলামের দরখাস্তের  
কথ।
- ১৯৯। তালুকদার জলব সম্বন্ধে আপত্তি করিলে  
কার্যপ্রণালীর কথ।
- ২০০। বাকীটাকা আদায় করা না গেলে তালুক  
নীলাম হইবার কথ।
- ২০১। নীলাম হইলে যেই নিয়ম মানিতে হইবে  
তাহার কথ।
- ২০২। নীলামের কায্য যেরূপে চালাইতে হইবে,  
তাহার কথ।
- ২০৩। খরিদারের স্বত্বের কথ।
- ২০৪। খরিদারকে দখল দিবার কথ।
- ২০৫। নীলাম বন্ধ করিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে  
সেই ব্যক্তির আশ্রয় করা টাকা আদায়  
পারিবার কথ।
- ২০৬। নীলাম অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার কথ।
- ২০৭। নীলাম হওয়াতে যে ব্যক্তির স্বার্থ অসিদ্ধ  
হইতে পারে তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার  
মোকদ্দমার কথ।

ধার।

- ২০৮। নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে  
হইবে তাহার কথ।
- ২০৯। রবিবার ও বৃহস্পতি দিবস সমক বিধানের কথ।  
অন্যান্য তালুকনীলামের কথ।
- ২১০। অন্যান্য রেজিস্ট্রীকরণ তালুক সম্বন্ধে এই  
অধ্যায় পরিবর্তিত হইয়া থাকিবার কথ।

### ১৭শ অধ্যায়।

- চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।
- ২১১। চুক্তির বিকল্পে বিধান যেহেতু কলবৎ হইবে  
তাহার কথ।
- ২১২। কায়েনী মকররী পাটের কথ।
- ২১৩। কৃষিকার্যোপযোগী করণের চুক্তির কথ।
- ২১৪। চব ও দেয়াডা জমীর কথ।
- ২১৫। উঠবন্দী ও হালহাসিনী প্রণালীর কথ।
- ২১৬। চাপরাণ তালুক সম্বন্ধে না খাটিবার কথ।
- ২১৭। বাস্তব জমির কথ।
- ২১৮। দেশাচার সংরক্ষণের কথ।

### ১৮শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা ভামানি বিষয়ক বিধি।

- ২১৯। ৪ তফসীলমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা  
বা দরখাস্তের মিয়াদের কথ।
- ২২০। তারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের কিয়-  
দংশ এই মোকদ্দমা প্রভৃতিতে না খাটিবার  
কথ।

### ১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথ।

- ২২১। কললে বে-আইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে  
দণ্ডের কথ।
- জুম্মাদিকারীদের কলসারক ও প্রতিনিষিদ্ধের কথ।
- ২২২। জুম্মাদিকারীর কলসারক দ্বারা কায্য করিবার  
কথ।
- ২২৩। এজমালী জুম্মাদিকারীদের একত্রে বা সাধা-  
রণ কলসারকের দ্বারা কায্য করিবার কথ।  
বাকী কলসারীদের ক্ষমতার কথ।
- ২২৪। কলসারীদের কায্যপ্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয়  
বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথ।
- ২২৫। বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্যপ্র-  
ণালীর কথ।
- ২২৬। যে জিলায় কিয়ৎকালীন বন্দোবস্ত থাকে তাহা দখলী  
বিধানের কথ।
- ২২৭। যে জিলায় তিরস্তায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই সেহে  
জিলায় যে জুম্মা ভোগ হয় তাহা সম্বন্ধে না  
খাটিবার কথ।
- ২২৮। রাশব্বের নৃতন বন্দোবস্ত হইলে খাজানা  
পরিবর্তন করিতে পারিবার কথ।  
যাকর প্রভৃতি স্বত্বের কথ।
- ২২৯। যাকর ও বলকর প্রভৃতি স্বত্বের কথ।  
বিশেষ আইন সংশ্লিষ্টের কথ।
- ২৩০। বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথ।

### তফসীল।

প্রথম।—যেই আইন রাহ হইল।

দ্বিতীয়।—১৮১৯ সালের ৮ আইনের হেতুগত  
হইতে উদ্ধৃত।

তৃতীয়।—কলস ও হিসাবের পাঠ।

চতুর্থ।—মিয়াদ।

বঙ্গদেশের জিহুত সেন্টেমেট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক এককটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের জিহুত সেন্টেমেট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক এককটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

### ১ম অধ্যায়।

#### উপক্রমণিকা।

১ ধারা। (১) এই আইন “বঙ্গদেশের প্রজাসংক্রান্ত বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে।  
(২) স্থানীয় গবর্নমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অমুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদ্ব্যতীত যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে। অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে।

(৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড ছাড়া এবং স্থানীয় ব্যাপ্তি। তৎসীল লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তৎসীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দিষ্ট তৎসীলে লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের জিহুত সেন্টেমেট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তিবে; এবং স্থানীয় গবর্নমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অমুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তাইতে পারিবেন।

২ ধারা। (১) যে যে দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তিবে, সেই সেই দেশে রহিত হইবার কথা। ইহার প্রথম তৎসীলের নির্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তান হইবে, তৎকালে এই সকল আইনের মধ্যে যে যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিয়দংশ তাঁহা বর্ত্তান গেলে, তৎকালে যে যে আইন এই অংশের রহিত অঙ্গভূত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত বা খারজ কোন আইনে বা যাহাতে এই আইনের উল্লেখ থাকিলে উহা এই আইনের বা তারিখক এক আইনে, অংশবিশেষের উল্লেখ আইন করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া, সেই স্বত্ব অতীত পুনর্জীবিত হইবে না।

৩ ধারা। বিষয় বিবেচনায় অর্থকরণের কথা। বা পূর্ণাপন্ন কথায় ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মাংশুজাদী ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যে যে সাধারণ রেজিস্টার প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেটই রেজিস্টারের কোন রেজিস্টারে একই দফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, “মহাল” শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

কিন্তু ভূমি রেজিস্টারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (২) প্রকরণের (গ) দফামতে কোন তালুক রেজিস্টারী করা গেলে, তাহা এই লক্ষণের বর্ণনামুযায়ী মহাল বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) “ভূম্যধীশ বা জমিদার” শব্দে কোন মহালের মালিকস্বরূপ এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার নিকট ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজান দিতে দায়ী কিম্বা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায় থাকিত, “প্রজা” শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির আবেদিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, “ভূম্যধিকারী” শব্দে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা দখল নিমিত্ত আপন ভূম্যধিকারীকে মুদ্রা বা শস্য যোগে প্রজার বাহ্যিকিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, “খাজানা” শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে “দেওয়া” “দিতে” ও “দেওন” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, “অর্পণ করা,” “অর্পণ করিতে,” ও “অর্পণ করণ” ইত্যাদি বুঝাইবে।

(৭) এক পাটাক্রমে বা এক প্রস্থানিয়মের অধীনে কোন ভূম্যধিকারীর কোন প্রজা যে বা যেহ ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, “ঘোড়” শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৮) “কৃষি বৎসর” বলিতে যেখানে বাঙ্গালা সন চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফগুনী বা আশ্বিনী সন চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং যেখানে কৃষিযায়ী অন্য কোন সন চলিত থাকে, সেখানে সেই সন বুঝাইবে।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” বলিতে তাহা বুঝাইবে।

(১০) “হস্তান্তর” শব্দে ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্রী-জারীক্রমে বিক্রয় ও বন্ধক ও দানও বুঝাইবে।

(১১) “উত্তরাধিকার” শব্দে অকৃতচরমণ্ড ও চরমণ্ডামুযায়ী অর্পণ উইল বিনা ও উল্লম্ব উত্তর প্রকার উত্তরাধিকারই বুঝাইবে।

(১২) কোন ব্যক্তি অন্য কার নাম লিখিতে না পারিতে চেষ্টা করিলে, “স্বাক্ষরিত” শব্দে “চেরা” মতী করা” বুঝা য়ে। এই শব্দ পূর্ণোক্ত ব্যক্তির নামের “মোহরাক্ষিত” ও বুঝাইবে।

(১৩) “নির্দিষ্ট” শব্দে রাজনীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট বুঝাইবে।

(১৪) “কালেক্টর” শব্দে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এর আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতামুদারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারক বুঝাইবে।

(১১) এই আইনের কোন বিধান “রাজস্ব কর্মচারী” শব্দ থাকিলে, স্থানীয় নবর্ণ মতে উক্ত বিধানমত রাজস্ব কর্মচারীর সম্বন্ধে প্রযোজ্য করিবার নিমিত্ত যে কর্মচারীকে নিযুক্ত করন উক্ত শব্দে সেই কর্মচারী বুঝাইবে।

(১২) “সঞ্চয়ী তালুক” শব্দে এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের বর্ণিত প্রকারের তালুক বুঝায়, এবং সেই তফসীলের উল্লিখিত দলপতনী ও অন্যান্য তফসীল তালুকও তদন্ত্যত।

## ২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রৌ বিধবক বিধি।

প্রজাদের প্রৌ বিধ- ৪ ধারা। এই আইনের  
মুক কথা। কার্যপক্ষে নিম্নলিখিত কএক

প্রৌর প্রজা থাকিলে, যথা,—

(১) তালুকদার, পেটাও তালুকদারেরা ইহার অন্তর্গত;

(২) রায়ত; এবং

(৩) কোফ রায়ত, অর্থাৎ, যে প্রজারা সাক্ষ্য বা পরাম্পরা সম্বন্ধে রায়ত অধীনে জমি ভোগ করে;

আর নিম্নলিখিত কএক প্রৌর রায়ত, যথা,—

(ক) যে রায়তেরা অবধাতি হারে জমি ভোগ করে,—যাহারা অবধাতিত খাজনার কিম্বা অবধাতিত খাজনার হারে জমি ভোগ করে, এই কথায় তাহাদিগকে বুঝাইবে;

(খ) সঞ্চয়ীস্বত্বশিষ্ট রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়তদের ভোগকৃত ভূমিতে সঞ্চয়ীস্বত্ব আছে; এবং

(গ) সঞ্চয়ীস্বত্বশূন্য রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়তদের প্রকৃপ সঞ্চয়ী স্বত্ব নাই।

৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার ক্ষমতা জমিদারি স্থানে বা অন্য তালুকদারের স্থানে কোন তালুকদারের স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছেন, “তালুকদার” বলিতে যুগ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং

যাহারা প্রকৃপ স্বত্ব পাঠিয়াছেন, তাহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদেরকে ও যাহারা ৩৭ ধারামতে তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবেন সেই ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গদ্বারা, বা বেতনভোগী চাকরদ্বারা কিম্বা অন্যান্যদের সাহায্যে জমির চাষ করিবার নিমিত্ত জমি গ্রহণ করিয়াছেন, “রায়ত” শব্দে যুগ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যে ব্যক্তির প্রকৃপে জমি গ্রহণ করেন তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদেরকে ও ৩৭ ধারার নিয়মাবলীতে এই শব্দে বাচ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন ভূস্বামীর বা তালুকদারের অব্যবহিত অধীনস্থ জমি ভোগ না করিলে, তাহাদের রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(৪) কোন প্রজা তালুকদার কি রায়ত, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আগাম ও নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে,

(ক) দেশজারের প্রতি;

(খ) যে রায়তের, আপাদের যোতের অধিকার অধিক কোম্পানি বিলি করে, তাহাদের সম্বন্ধীয় ৩৭ ধারার বিধানের প্রতি; এবং

(গ) প্রথম প্রাপ্তির সময়ে প্রজাবৃত্তে তাহাদের প্রতি, অর্থাৎ, এই স্বত্ব খাজানা আদায় করিবার বা জমি চাষ করিবার ক্ষমতা ছিল, ইহার প্রতি।

(৫) কোন যোতের পরিমাণ কতিমত ১০০ বিঘার অধিক হইলে, এবং উহার সমস্ত বা নিম্নতম পেটাও দিলি করা গেলে, যাহা নিপত্ত দর্শন না যায়, তাহা প্রজা তালুকদার বলিয়া অনুমান হইবে।

## ৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা রহিত কথা।

৬ ধারা। (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়সীমা যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে, নিম্নলিখিতরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার খাজানা রহিত করা যাইতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) যে ভূমিদারীর অধীনে এই তালুক ভোগ করা যায়, তিনি নেশাচারক্রমে প্রমাণ যে যে নিয়মের অধীনে এই তালুক ভোগ কর তদনুসারে, তাহার খাজানা রহিত করিতে সক্ষম, অথবা

(খ) এই তালুকদার আপনার খাজানা কমাইয়া লইয়া দাবীকৃত বর্জিত খাজানা দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং জমি হইতে এই খাজানা তোলা যাইতে পারে।

(২) নিকটবর্তীতে কিম্বা দৈনিকীয় কাগজের নিমিত্ত বা গোপালদেবের নিমিত্ত জমি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনের বিধানমতে জমি গ্রহীত হওয়ার বৈধ তালুকদারের খাজানা কমাইয়া দেওয়া গেলে, এই কমান এই ধারার সম্বন্ধীয় কমান বলিয়া গণ্য হইবে না।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা রহিত করা যাইতে তালুকদার জানারজির পাঠ্যে, সেই স্থলে উত্তর পক্ষের সীমার কথা।

মধ্যে কোন চুক্তি থাকিলে তাহা মানিয়া এই খাজানা নিকটবর্তী তালুক বাহার ভোগ করেন, তাহারা দেশজারসম্মত যে হারে খাজানা দেন সেই হারে পর্যন্ত রহিত করা যাইতে পারিবে।

(২) যেখানে তালুকদার দেশজারসম্মত হার নাই, সেই স্থলে উক্তরূপ চুক্তি মানিয়া আদায় যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য জ্ঞান করেন, সেই সীমা পর্যন্ত খাজানা রহিত করা যাইতে পারিবে।

(৩) যখন উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, ইহা নিমিত্ত করিবার সময়ে আদায় তালুকদারের মোট ১৩ খাজানা পাওনা হয়, তাহা হইতে খাজানা আদায় করিবার খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে তাহার শতকরা দশ ভাগের কম লভ্য হইবে না, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে,—

(ক) যে অবস্থায় তালুকদার স্থিতি হয়, যথা, তালুকদার অগ্রগত জমি প্রমাণ তাহার অধিকাংশ তালুকদারের কিম্বা উদীয় স্বার্থগত পুত্রী ধনীরদের দ্বারা বা খরচে প্রথম চাষ করা হইয়াছিল কি না;

(খ) তালুকদার বা উদীয় স্বার্থগত পুত্রীধনীররা কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন কি না;

(গ) আদায় করিবার খরচ ও মুক্তি।



(৪) উক্ত তালুকদার আপন তালুকের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আপন মতল করিলে, অথবা ঐ ভূমির কোন অংশ খাজানামুক্ত করিয়া বা উপকারার্থ নামান্য খাজানার দিলে, ঐ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিساب করিয়া পূর্বোক্ত মোট খাজানার মধ্যে ধরিতে হইবে।

৮ ধারা। যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা

বর্দ্ধিত খাজানা সাবক  
খাজানার বিত্তের  
অধিক না হইবার কথা।

রুদ্ধ করা যাইতে পারে, সেই  
স্থলেপূর্ব ধারামতে যে বর্দ্ধিত  
খাজানা ধার্য করা যায়, তাহা  
পূর্বদেয় খাজানার বিত্তের

অধিক হইবে না।

৯ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে একবারে

খাজানা ক্রমশঃ রুদ্ধ  
করিবার আজ্ঞা করিতে  
পারিবার কথা।

খাজানা রুদ্ধ করিলে কষ্ট হইবে,  
তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন,  
যে, খাজানা রুদ্ধ ক্রমে ক্রমে  
যাইবে, অর্থাৎ যাবৎ খাজানা

রুদ্ধির উর্দ্ধ সীমায় উপস্থিত হওয়া না যায়, পাঁচ বৎসরের  
সরের অনধিক কএক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমে ক্রমে  
বৎসর খাজানা রুদ্ধ হইবে।

১০ ধারা। কোন তালুকদারের খাজানা আদালত

খাজানা একবার বর্দ্ধিত  
হইলে দশ বৎসর পরি-  
বর্ত্তিত হইতে না পারি-  
বার কথা।

ধারা কিম্বা চুক্তিক্রমে রুদ্ধ  
করা গেলে, যে তারিখে রুদ্ধ  
করা যায়, আদালত সেই তারি-  
খের পর দশ বৎসর মধ্যে ঐ  
খাজানার রুদ্ধ করিবেন না।

তালুকের অন্যান্য অনুবন্ধের কথা।

১১ ধারা। এডোক চিরস্থায়ী তালুক, রেজিষ্টারী

চিরস্থায়ী তালুকের  
বিস্তার ও উত্তরাধি-  
কারাদির কথা।

করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধা-  
নের নিয়মাবলী, অন্য স্থাবর  
সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে  
পরিমাণে হস্তান্তর করা ও

উইল করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে  
হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারিবে।

১২ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুকদার ও তদীয়

চিরস্থায়ী তালুকদা-  
রকে উচ্ছেদ করিতে না  
পারিবার কথা।

ভূমিধিকারী এই উত্তরের মধ্যে  
যে চুক্তি থাকে তাহার  
শর্তক্রমে এই আইনের বিধান  
সমত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে

উক্ত তালুকদারকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি  
সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এইরূপ হেতু বিনা উক্ত  
তালুকদারকে তদীয় ভূমিধিকারী উচ্ছেদ করিবেন না।

পতনী তালুকের কথা।

১৩ ধারা। পতনী তালুকদার এই আইনের বিধান

পতনীদানের পোটঃ  
বিল করিবার সময়  
কথা।

মানিয়া আপনার তালুকের বা  
তাহার কোন অংশের অন্তর্গত  
ভূমির বিল করিতে পারিবেন।

১৪ ধারা। (১) ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্রী জারীক্রমে

পতনী তালুকদার ভূমি-  
ধিকারি হস্তান্তরক্রমে  
এখোতা স্থানে জামিন  
চাহিবার ক্ষমতার কথা।

নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইন-  
মত সরাসরী নীলাম দ্বারা  
পতনী তালুক হস্তান্তরিত  
হইলে, ভূমিধিকারী খাজানা  
দেবার ও তালুকের অন্যান্য

নিয়ম পালন করিবার সম্বন্ধে উক্ত তালুকের অধিক বৎসর

সরের খাজানা পরিমিত মাত্রের জামিন হস্তান্তরক্রমে  
এখোতার নিকট চাহিতে পারিবেন।

(২) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী  
নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, যদি ভূমিধিকারী এই ধারা-  
মতে ক্রেতার স্থানে জামিন চাহেন, এবং চাহিবার  
তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে ঐ জামিন না দেওয়া হয়,  
তবে যত দিন জামিন দেওয়া না হয়, তত দিন ভূমি-  
ধিকারী হস্তান্তরক্রমে এখোতাকে বাদ রাখিয়া উক্ত তালুক  
ক্রোক করিয়া দখল করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামত ক্রোক থাকিবার কালে ভূমি-  
ধিকারী পোটঃ তালুকদার কিম্বা বাসভদের স্থানে খাজানা  
আদায় করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইতে ক্রোক  
করিবার খরচ, আদায়ের খরচ, ও আপনার পাওনা  
খাজানা কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট টাকা ক্রেতার পক্ষে  
ন্যায্য স্বরূপ রাখিবেন।

(৪) এরূপে যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে  
ক্রোকের খরচ, আদায়ের খরচ এবং ভূমিধিকারির  
প্রাপ্য খাজানা দিতে না কুলাইলে, যত টাকা কুলায়  
তত অঙ্ক ক্রেতা দায়ী থাকিবেন, এবং ভূমিধিকারী তাহা  
আদায় করিবার নিমিত্ত তাহার বিকল্পে কার্যাব্যুষ্ঠান  
করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে কোন হস্তান্তরক্রমে এখোতা যে  
জামিন দিবার প্রস্তাব করেন ভূমিধিকারী তাহা অগ্রাহ্য  
করিলে, হস্তান্তরক্রমে গৃহীত অগ্রাহ্য করিবার তারিখ  
অবধি তিন মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে উক্ত  
জামিন গ্রহণার্থ ভূমিধিকারির প্রতি আদেশশূন্যক আজ্ঞা  
পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং আদালত  
এত বিত জামিন উপযুক্ত বলিয়া বুঝিলে এরূপ আজ্ঞা  
করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা না বুঝিলে প্রার্থনা  
অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত কোন আজ্ঞার উপর আপীল  
চলিবে না।

রেজিষ্টারী করিবার কথা।

১৫ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা

ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর  
বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী  
করিতে হইবার কথা।

কিম্বা এই আইনমত সরাসরী

নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হওয়া  
কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তা-  
স্তর বা উক্ত তালুকের উত্তরা-  
ধিকার ঘটিলে, হস্তান্তরকর্ত্তা ও হস্তান্তরক্রমে এখোতা  
কএক কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ভূমি-  
ধিকারীর নিকটে যদি প্রার্থনা করেন, এবং প্রার্থক পক্ষ-  
নির্দিষ্ট ফী দেন, তবে ভূমিধিকারী পতনী তালুক  
হইলে পূর্ব ধারার বিধান মানিয়া উক্ত হস্তান্তর বা  
উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবেন।

কিন্তু কোন তালুকের খাজানা বাকী থাকিলে,  
ভূমিধিকারী যদি উচিত বোধ করেন, তবে তাহার  
হস্তান্তর রেজিষ্টারী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত প্রার্থনাপত্র যে কী দিতে হইবে  
তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে, যথা,—

(ক) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে হইলে,  
উক্ত তালুকের বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই  
টাকা ফী দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ কোন কী এক,  
টাকার কম কিম্বা এক শত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে না হইলে  
দুই টাকা ফী দিতে হইবে।

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কার্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবেন ; এবং তিনি তাহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শত টাকার অনধিক বহু টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী ভালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীভিন্ন অন্য ডিক্রীভাৱীকমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১২ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্বোক্তোর প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব ধারার নির্দিষ্ট রেজিষ্টরী করণের কী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ২২ ধারামত বিধিকমে তাঁর যে কী নির্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিষ্টরী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিষ্টরী করণের কী পাওয়া গিয়াছে, এবং রেজিষ্টরী করা হইলে চাহিবামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী ভালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীভাৱীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইন-মত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী এতদর্থে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও, ও কোন কী দেওয়া না গেলেও উক্ত হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিবেন।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রী ভাৱীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইন-মত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী ভালুকের হস্তান্তর ঘটিলে, এবং এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিষ্টরী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকর্ত্তাকে ও হস্তান্তরক্ৰমে এইভাবে হস্তান্তর করিবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) বাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়-মতে রেজিষ্টরী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার-ক্ৰমে কোন চিরস্থায়ী ভালুকের স্বত্বাবলি হন, তিনি ভালুকদায়স্বরূপ তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, জোক বা অন্য কার্যানুষ্ঠান দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) পূর্ব এক ধারামতে ভূম্যধিকারী ভূম্যধিকারীকে রেজি-  
ষ্টরী করিতে বাধ্য করি-  
বার নিমিত্ত আদালতে  
প্রার্থনা করিবার কথা।  
যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার  
রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য, তিনি  
এক মাস কাল তাহা রেজিষ্টরী  
করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা  
করিলে, হস্তান্তরকর্ত্তা বা হস্তা-  
ন্তরক্ৰমে এইভাবে কিম্বা হল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি  
দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্বক রেজিষ্টরী  
করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। ঐ নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিষ্টরী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরা-ধিকার রেজিষ্টরী করিবার আদেশস্বরূপে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার দায় কল হইবে।

(৪) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীভাৱীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, পূর্ব এক ধারামতে বাহা রেজিষ্টরী হইবার যোগ্য একরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটনার পর তর মাসের মধ্যে যদি রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদ্বিগকে কিম্বা হল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত কী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদ্বিগকে কিম্বা হল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিষ্টরী করা হইবে না ও তাঁহারা বা তিনি কী দিবেন না নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজি-  
ষ্টরী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তর  
ক্ৰমে এইভাবে কিম্বা হল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির  
প্রতি উক্ত কী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন  
ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার  
রেজিষ্টরী করিবার দায় কল হইবে, এবং ঐরূপে যে  
আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে কী আদায় করিবার আদেশ  
যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রী তুল্য  
বলবৎ হইবে।

(৪) পূর্বেক্রম উপবৃত্ত কারণ দেখান গেলে, আদাম ও কোন আত্মা করিতে অধীকার করিবে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার পেরণ আত্মা উচিত বোধ করিল সেইরূপ আত্মা করিতে পারিবেন।

২১ ধারা। পূর্বে কএক ধারায় কোন ভাস্করের হস্তা-  
ভূম্যধিকারীর রেজি-  
ষ্ট্রী বহী লেখার সকল  
বিধার কথা।  
স্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্ট্রী  
করা গেলে, যে ব্যক্তির প্রতি  
বৎসরের দ্বারা উক্ত ভাস্কর বা  
ভাস্কর কোন কথন হস্তান্তর  
করা যায়, তিনি কিম্বা স্থান বিশেষে উক্ত ভাস্করের  
উত্তরাধিকারী এতোক ব্যক্তি রেজিষ্ট্রী বহীতে উক্ত  
ভাস্কর সংক্রান্ত যে কথা লেখা থাকে, তাহার সত্য খান  
সকল সময়ে চাচেন, ভূম্যধিকারীর স্থান যথার্থ সকল  
বলিয়া ভূম্যধিকারীর আত্মবৃত্ত উত্তরান সকল পাঠিতে  
পারিবেন; কিন্তু যদ্যপি এতদপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এত  
আমার অস্থান বা এক টাকার অনধিক যে কী খাতি  
করেন, একদা এতোক খণ্ড সকলের জন্য তিনি ভূম্যধি-  
কারীকে সেই কী দিবে।

২২ ধারা। (১) পূর্বে কএক ধারায় যে সকল  
রেজিষ্ট্রী করণ সম্বন্ধে  
বিধি প্রণয়ন করিতে পারি-  
বার কথা।  
রেজিষ্ট্রী বহী রাখিতে হইবে,  
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয়  
গেজেটে প্রকাশিত ও এই আইন-  
সম্মত বিধিক্রমে সময়ে সেই  
সকল রেজিষ্ট্রী বহীর পাঠ নিদেয় করিতে পারিবেন,  
এবং সাধারণতঃ রেজিষ্ট্রী করিবার সম্বন্ধে যে কাগ-  
জপালী অবলম্বিত হইবে তাহা নিয়মণ করিতে  
পারিবেন।

(২) (১) প্রকরণমত কোন বিধি প্রণয়ন কালে  
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই বিধান করিতে পারিবেন, যে উক্ত  
বিধি প্রণয়ন হইলে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে  
পারিবে।

### ৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রাইতেরা ভূমি ভোগ  
করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

২৩ ধারা। অবধারিত খাজানার বা অবধারিত  
খাজানার হারে যে রাইত ভূমি  
ভোগ করিবার ক্ষমতা  
করা।  
অবধারিত হারে ভূমি  
ভোগ করিবার ক্ষমতা  
করা।  
(ক) কোন ভাস্করের  
যে বিনামের নিমায়ী  
খাজিতে হয়, তাহার ও আশ্রয় পোতের হস্তান্তর ও  
উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই বিধানের নিমায়ী খাজিতে  
হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত ভূমি ভূম্যধিকারীর যে চুক্তি  
থাকে, সেই চুক্তির শব্দক্রমে এই আইনমতে যে  
নিয়ম উক্ত করিতে তাহাকে উদ্দেশ্য করা গাইতে পারে,  
সে সেই নিয়ম উক্ত করিয়াছে, এই হেতু তির অন্য  
কারণে ভূমি ভূম্যধিকারী তাহাকে উদ্দেশ্য করি-  
বন না।

### ৫ম অধ্যায়।

মখলীস্‌দ্বিবিধি রাইতের সম্বন্ধীয় বিধি।  
সাধারণ।

২৪ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের  
বৎসরান সম্বন্ধীয়  
চলিত থাকিবার কথা।  
আবধি পূর্বে আইনমত  
কিম্বা দেশীয়ভাবে  
একরাস্তরে কোন ভূমিতে  
রাইতের সম্বন্ধীয় থাকে, এই আইন প্রচলিত হইলে  
সেই রাইতের উক্ত ভূমিতে মখলীস্‌দ্বিধি থাকিবে।

২৫ ধারা। (১) কোন আমের বা মহালের  
বাসেন্দা রাইতের  
মখলীস্‌দ্বিধি প্রাপ্ত হইবার  
কথা।  
বাসেন্দা রাইতের  
মহালে রাইতের  
মহালে রাইতের  
ভূমি ভোগ করে, সেই সকল  
ভূমিতে সে মখলীস্‌দ্বিধি প্রাপ্ত  
হইবে।

(২) কোন আমের বা মহালের কোন বাসেন্দা রাইত  
১৮৮৩ সালের মাজ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন  
প্রচলিত হইবার সময় পর্যন্ত উক্ত আমের বা মহালের  
অন্তর্গত কোন ভূমি রাইতের ভোগ করিলে, তৎ-  
কাল যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত  
ভূমিতে মখলীস্‌দ্বিধি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২৬ ধারা। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার সম-  
য়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন  
বাসেন্দা রাইতের  
কোন আমের বা মহালের  
অন্তর্গত জমী রাইতের  
ভোগ করিয়া থাকে, তবে এই ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত  
হইলে পর এই আমের বা মহালের বাসেন্দা রাইত  
হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি এই আইনমত কোন কাছাখুতান ইয়া  
প্রমাণিত বা খুতান হয় যে, কোন ব্যক্তি রাইতের  
ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ নিপত্তি কথা প্রমাণ বা  
অধীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কাছাপক্ষে  
ব্যক্তি ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ  
করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই আশ্রয় হইবে যে,  
সে এই ভূমি বা উহার কোন অংশ রাইতের  
বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে, তাহ  
তির্যক সময়ে তির্যক হইলেও, এই ধারার কাছাপক্ষে  
এ ব্যক্তি কাছাপক্ষে কোন আমের বা মহালে ভূমি ভোগ  
করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সে  
ব্যক্তি রাইতের ভূমি ভোগ করিয়া থাকে,  
প্রমাণিত ব্যক্তি এই ধারার কাছাপক্ষে সেই জমী রাইত-  
ের ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন জমী দুই বা তদধিক অংশীদার রাইত  
যোক্তরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কাছাপক্ষে  
জমী গ্রন্থ প্রত্যেক অংশীদার রাইতের  
করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন আমের বা মহালে বৎসর  
রাইতের জমী ভোগ করে, তৎ কাল ও তাহার পর  
এক বৎসর উক্ত আমের বা মহালের বাসেন্দা রাইত  
থাকিবে।

(৭) যদি কোন ব্যক্তি ৯৬ ধারামতে পুলিশের সুমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসিন্দা রায়ত রক্ষিত হইবে বলিয়া স্থান হইবে।

২৭ ধারা। এই অধ্যায়েন  
অর্থকর্যের কথা। পূর্বে কএক ধারার কার্যপক্ষে,

(ক) আদম শব্দে রাজস্বসংক্রান্ত কতীপের আয়ের মানচিত্রে একই বহিঃসীমার মধ্যে যে স্থান ধরা যায় সেই স্থান বুঝাইবে এবং যদি মানচিত্রে তাই হইতে দেখা যায় যে বাহিরের কোন স্থান এই আয়ের অংশ, অর্থাৎ তাহা ডাকাও বুঝাইবে; ও ঐরূপ মানচিত্রে প্রস্তুত না হইয়া থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আর্থবিংশতি সকল ব্যক্তিক সংবাদ দিবার নিমিত্ত যথা উপযুক্ত বিবেচনা করেন, ঐরূপ নোটিস দিয়া স্থানীয় উন্নয়ন লস্ট্রের পর এতদধর্ম স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কোন কায্যকারক যে স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থান বুঝাইবে।

(খ) যে স্থানে এই আইন ওচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে ১৮৭৩ সালের জুলায় মাসের প্রথম দিবসাবধি এক বা অধিক বাটওয়ারা চত্বাংতে দুই বা তদধিক মহাল সন্নিবিষ্ট, সেও স্থান ঐরূপ বাটওয়ারা না হইলে এই সকল যে মহালের অংশস্বরূপ হইবে, সেই মূল মহালের অন্তর্গত স্থান একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে।

২৮ ধারা। দখলী অধিকারিণী কোন ব্যক্তির ভূমি-  
ভূমিধিকারী দখলী-কারী কর করিয়া বা আকার-  
বহুপ্রাপ্ত হইলে তাহার স্তরে এই রাজতের আর্থ প্রাপ্ত  
কলের কথা। হইলে, দখলী অধিকারিণী হইবে;  
কিন্তু এই ধারার কোন কথার  
অপর কোন ব্যক্তির অধিক কোন বিষয় হইবে না।

২৯ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি  
ভোগ করিলে, এই ভূমিতে  
একমালী মালিক ও ভূমি বা জালুকদারস্বরূপ  
ইজারাদারদের সম্বন্ধে ভাড়া একমালী আর্থ আভে  
বিশেষ বিধানের কথা। বলিয়া, কদল এই কারণে ভাড়া  
উক্ত ভূমিতে দখলী অধিকার হইবার বাণী হইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি ভাড়া দার ইজারাদারস্বরূপ কোন  
ভূমি ভোগ করিলে এই ভাড়াভোগের অধিকার এই  
প্রারম্ভে দখলী অধিকার প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি  
ভূমিতে দখলী অধিকার প্রাপ্ত হইলে পর সেই ভূমি ভাড়া  
দার ভোগ করিলে, এই দখলী অধিকার হইবে না।

৩০ ধারা। ভূমিধারী নিজ ভূমি বলিয়া বঙ্গদেশে  
বাসিন্দা মালিকের নামে, নিজ বা নিজ বোঝা  
কথা। নামে এবং বেচারে ভিড়ার  
নিজ, মের বা কানাত নামে  
যে ভূমি খ্যাত, কএক মনের মিসাদী পাট্রাক্রমে কিম্বা  
সন বগন পাট্রাক্রমে সেই ভূমি ভোগ করা গেলে, এই  
অধ্যায়েন কোন কথাক্রমে তাহাকে দখলী অধিকার  
জন্মিবে না।

৩১ ধারা। কোন ভূমি  
দখলী অধিকার অনুযায়ের লব্ধি কোন রাজতের দখলী  
কথা। অধিকারিণী, নিম্নলিখিত  
বিধানগুলি বহির্ভূত, অর্থাৎ,

(ক) যাহাতে ভূমি অজ্ঞানসংক্রান্ত কার্যের

অনুপ্রাণোযোগী না হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিতে  
পারিবেন, কিন্তু বেশাচারের বিরুদ্ধে রক্ষা কাটিতে পারি-  
বেন না।

(খ) তিনি এই আইনের বিধানসমূহে ভূমির উৎকর্ষ  
সাধন করিতে পারিবেন।

(গ) তিনি উপযুক্ত ও ন্যায্য ভাবে খাজনা দিবেন।

(ঘ) (১) যাহাতে ভূমি অজ্ঞানসংক্রান্ত কার্যের  
অনুপ্রাণোযোগী হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিয়াছেন,  
অর্থাৎ

(২) তিনি এই আইনের বিধানসমূহে এরূপ এক  
নিয়ম তত্ত্ব করিয়াছেন যাহা ভুল হইলে, তাহার ভূমি-  
কারির সহিত ভাড়া যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির  
শর্তানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা সাধিত পারেন;

এই ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এই আইন অনুসারে উচ্ছেদ করি-  
বার যে ডিক্রী হয়, সেই ডিক্রী কার্যে না হইলে উক্ত  
ভূমি হইতে ভাড়া ভূমিধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ  
করিতে পারিবেন না।

(ঙ) তিনি এই আইন অনুসারে আপন যোগ্য  
ইজারা করিতে পারিবেন।

(চ) এই আইনক্রমে ভূমিধিকারির যে সকল অধিকার  
রক্ষিত হইল, তাহা মানিয়া দখলী অধিকারিণী রায়তের  
ভূমিগত আর্থ, অন্য স্থানের সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে  
পরিমাণে হস্তান্তর করা বা উইলক্রমে দান করা যাইতে  
পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও  
উইলক্রমে দান করা যাইতে পারিবে।

(ছ) তিনি এই আইনের বিধান মানিয়া উক্ত  
ভূমি বা তাহার কোন অংশ ভোগ করিয়া বিনি  
পারিবেন।

(জ) ভাড়া ভূমিগত আর্থসম্বন্ধে তিনি উইল না  
করিয়া মরিলে অন্য কোন স্থানের সম্পত্তির ন্যায় ভাড়া  
উত্তরাধিকার হইবে; কিন্তু তিনি যে দায়ভার ব্যবহার  
অধীন সেই ব্যবস্থামতে যে কোন স্থানে ভাড়া অন্য  
সম্পত্তি রাজার প্রতি বর্তে, সেই স্থানে ভাড়া দখলী-  
অধিকারিণী হইবে।

হস্তান্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কথা।

৩২ ধারা। (১) রাজতের  
দখলী অধিকার প্রাপ্ত  
বিক্রয় করিলে ভূমি-দখলী অধিকার  
কারির অধিকার করি-  
বার অধিকার কথা।

(২) অগ্রে কর করিয়া যে ভূমি ভূমিধিকারীর  
আছে, তদনুসারে কর করিতে তাহাকে সমর্থ করিবার  
নিমিত্ত, রায়ত ভূমিধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির  
নিকট স্থান দখলী অধিকার বিক্রয় করিবার কপাল করিলে  
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদধর্ম যে আদালত বা কার্যকার-  
কে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্যকার-  
কের আফিসে ভূমিধিকারীর উপর জারী করবার আদালত  
অভিপ্রায়েন লিখিত নোটিস দাখিল করিবেন।

যদি তিনি লিখিত বোঝাই তিনি উক্ত অধিকার বিক্রয় করিতে  
চাহেন এবং উক্ত অধিকার (যদি কোন) রায়তের থাকে  
এই নোটিসে তাহা লিখিবেন, এবং যে তারিখে নোটিস  
দাখিল করেন সেই তারিখ অবধি হয় সপ্তাহ গত না  
হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করা বন্ধ রাখিবেন।

(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে নোটিশ দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক, দ্বিতীয় গবর্ণমেন্ট স্মারক বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে এ নোটিশ অবিলম্বে তুম্মা-ধিকারির উপর জারী করা হইবে।

(৬) মোটিন দাখিল করিবার তারিখ অবধি হয়  
সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী রায়তের দ্বালা দখলী স্বত্ব  
ক্রয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূম্যধিকারী  
ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে  
ঐ স্বত্ব ক্রয় করা যাইবে, অথবা তাঁহারী মূল্য বিবরে  
একমত হইতে না পারিলে উক্ত হয় সপ্তাহের মধ্যে  
ভূম্যধিকারী অন্তর্গত মোরাদী আদালতে যে প্রার্থনা  
করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য ধার্য্য  
করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূম্যধিকারী  
উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদা-  
লত কর্তৃক ধার্য্য হইবার তারিখ অবধি এক সালের মধ্যে  
রায়তকে ঐ মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত হয় ঐ ভূমি  
বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উক্ত ভূম্যধি-  
কারির লিফট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোল রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিশ দাখিল না করিয়া কিংবা নোটিশ দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের কালের মধ্যে সুম্যাদিকারী হাজি। অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, তম্যাদিকারীর বিরুদ্ধে এই বিক্রয় বাতিল হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্নমেন্টে বর্তমান আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত নথী আবেদন মূল্য খাফা করিবার নিমিত্ত তত্ক্ষণ আসেসর সঙ্গে লইতে দেওয়ার আদেশের প্রতি এই বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্ধারিত প্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্লারেশন দখলী স্বত্ব নীলাম  
ডিক্লারেশন নীলাম হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি  
ইতে ভূমিধিকারী কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন  
অথবা কয় করিবার সংশয়  
কথা। ও সম্মুখে এক জন ভূমিধিকারী  
হন, তবে ঐ ডাক ভূমিধি-  
কাবীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৬ প্রার্থা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্প্রতি হুজুর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারায়তে তৎসমক্ষে উদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করণার্থ হুজুর আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূমাদিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক বাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বঙ্গক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় তুম্বাধিকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার বাদিকে দিবে, তুম্বাধিকারিতে বাণির স্থানে দণ্ডায়মান হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রমাণ করিবেন এবং জুমাধিকারিত  
অনুসারে উদ্ধার করিবার অর্থ রহিত করণার্থ চুক্তি  
আঁকা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণবধে যে চূড়ান্ত আত্মা কণা যায়, তাহাতে ভূমিধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও যৌক্তিকতার বাদী থাকিলে, যেরূপ কল হইত সেইরূপ কল হইবে।

৩৫ ধারা। (১) রেজিষ্টারী করা নিদর্শনপত্রক্রমে  
মথলী স্বত্বদানবিষয়ে  
নিম্নের কথা।  
মান করা না গেলে, ভূমিগত  
মথলী স্বত্বদান ভূমিধিকারীর  
বিক্রেতে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিষ্টারী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীরা উপর  
কারী করিবার নিষিদ্ধ নির্দিষ্ট কী দেওয়া না গেলে,  
রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত কোন নিদর্শনমাত্র  
রেজিষ্টারী করিবেশ না।

(৩) প্রকৃত কোন দান রেজিস্ট্রী করা গেলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রী করণের নোটিশ জারী-  
 দিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিধিক সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটিবে না।

৩৬ ধারা। পূর্ব চারি ধারার কার্যশক্তি ভূম্যধিকারী  
পূর্ব এক ধারার শব্দে কেবল  
কার্যশক্তি ভূম্যধিকারী (ক) যে ভূম্যধীর অবাবহিত  
শব্দের অর্থের কথা। অধীনে রাস্তা তুলি ভোগ করে,  
সেই ভূম্যধীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী ভাস্কর্য্যের অব্যবহিত অধীনে  
 রাখত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী ভাস্কর্য্যকে  
 বন্ডাইবে, অথবা .

(গ) অম্মা যে কোন ভালুকদারের অব্যবহিত অধীনে  
রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভালুকদারকে বুঝাইবে ;  
কিন্তু এরূপস্থানে আবশ্যক যে, উক্ত ভালুকদার ভূস্বামীর  
বা কোন চিরস্থায়ী ভালুকদারের অব্যবহিত অধীনে  
ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূস্বামীর কিম্বা স্থল  
বিশেষে চিরস্থায়ী ভালুকদারের স্থানে ঐত ধারার কাগ্য-  
পত্র ভূস্বাদিকারীর স্বত্বক্ৰমে কথ্য করিবার অনুমতিপ্র  
াপ্ত হন ।

କୋର୍ପା ବିଲି ନବତେଜ୍ଜି ନିଗ୍ରମେସ୍ କଥା ।

৩৭শার।। কোল দখলীষ্মবিশিষ্ট রাষ্ট্রত আপনাত  
দখলীষ্মবিশিষ্ট যে যোত্রের যে অংশ কোর্স বিল  
রাষ্ট্রের কোর্স বিল করে, তাহা ওদায় বোনের  
করে, ওহাদের ভালুক অধিকের অধিক হইলে, তাহুক  
দ্বারে পরিবর্তিত হইবার মারয়ের রেজিস্ট্রী করিবার  
কথা।। নিমিত্ত যে কোন আইন বিল

বন্ধ হয়, সেই আইনমতে এই রাস্তা তামাকদার বলিরা  
সরকারী রেজিষ্টারে আপনাকে রেজিষ্টারী করা হইল,  
এই আইনের সম্বন্ধে আরো তামাকদার হইয়াতে বলিরা  
গণ্য হইবে।

কিন্তু (ক) এরস হেতুক জ্বীর্ণোৎপাদক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, চর্ষটমাক্রমে, কিম্বা টেমদিক বা গার্হস্থ্য চাকরীতে বা জীর্ণ-  
বাত্ম্য বা ওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত  
না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাহ করিতে অক্ষম হইয়া  
আপনার অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপ-

নাও যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্স বিলি করে তাহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা থাকিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বলে তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যে শর্তে ও যে নিয়মাবলীতে তাহার খাজানা রুজি হইতে পারিত। সেই শর্তে ও সেই নিয়মাবলীতে তাহার খাজানা রুজি হইতে পারিবে।

৬৫ ধারা।—এই ধারার বলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তাহার যোতের কোর্স বিলি করা অংশ ঐ যোতের অর্জেকের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রায়তে পরিবর্তিত হয় না।

৬৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপ-  
নার যোত বা তাহার কোন  
দরপাটীর কালের নি- অংশ কোর্স বিলি করিলে,  
ময়ের কথা।  
এরূপ বিলি করিবার দরপাটী  
সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রায়ত বরমভেতুক, জ্রীলোক বলিয়া, পীড়ামশঃ, চুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা টেমিক বা গাহরা চাকরীতে কিম্বা ভৌখাতারি যোগ্যেতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চার করিতে অক্ষম হইলে, আপনাব অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্স বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে দরপাটী দেওয়া গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়সীমা সাতবৎসর কাল গণনা করা যাইবে।

খাজানা রুজির কথা।

৬৭ ধারা। যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের যৎকালে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথা।

৬৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদারূপে নগদী খাজানা দিলে, তাহার খাজানা এই আইনের বিধান-মতে না হইলে, প্রকারান্তরে রুজি করা যাইবে না।

৬৯ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যে মুদারূপে খাজানা দিতে হয়, তাহা রেজিস্ট্রী করা চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাবলীতে রুজি করা যাইতে পারিবে।—

(ক) খাজানা এরূপে রুজি করিতে হইবে না যে, তাহার রায়তের পূর্বদর খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হয়।

(খ) চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দিতে হইবে।

(গ) বর্জিত খাজানা পূর্ব বা সাধারণ খাজানা অপেক্ষা টাকার দুই আনার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত তাহা করিতে সক্ষম ও সম্মত ও তাহার মধ্য বৃন্দে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারামত চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে এই কথা জানিয়া লইবেন।

৭০ ধারা। (১) যে জমী মুদারূপে খাজানা দিয়া কোন প্রকার পূর্বে ভোগ পূর্বকার বিলি করি- করিতেন, তাহা যে আইনের বাইরে খাজানা বা মধ্যবর্তী অন্তর্গত তথাকার রুজির কথা।

কোন বাসেন্দা এরূপে বিলি করা গেলে, খাজানা রুজি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব প্রকার যে খাজানা দিতেন, উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বধারার বিধান বর্ত্তিবে।

৭১ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদারূপে খাজানা দিয়া যে যোত মোকদমা দ্বারা খা- ভোগ করে, সেই যোতের খাজানা রুজি করিবার কথা।  
ভূমিকারী এই আইনের বিধান-মতে নিয়মাবলীতে নিম্নলিখিত এক বা অধিক ছেতুধরিয়া খাজানা রুজি করিবার মোকদমা উপস্থিত করিতে পারিবে, যথা,—

(ক) দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইখানে বা চলিত বাজারে প্রধানত খাজানা শস্যের গড় মূল্য রুজি হইয়াছে।

(গ) ভূমিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্নাদিত বা বর্জিত হইয়াছে।

৭২ ধারা। প্রচলিত হারের কমহারে খাজানা দেওয়া হয়, এই ছেতু দিয়া খাজানা প্রচলিত হার ধরিয়া খা- রুজির দায়িত্ব করা গেলে, জানা হইল যত্নীয় বিধি।

(ক) ত খাজানা সাধারণ খাজানা অপেক্ষা টাকার আট আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনার দ্বারা তদন্ত বা তদন্তের প্রকারে প্রচলিত হার সন্তোষজনকরূপে মানা যাইতে না পারে, তবে তদন্ত বিধি করিবার দ্বারা গবর্ণমেন্ট যে রাজস্ব কর্মচারীকে ক্ষমতা দেন, তাহা দেওয়ার নিয়মাবলীতে তাহার দায়িত্বের ২৫ অধ্যায়মতে দ্বারা তদন্ত লওয়া হয় আদালত এইরূপে জানা করিতে পারিবে।

(গ) কোনরায়তের যে হারে খাজানা দিতে হইবে, এই হারামতে তাকী নির্ণয় করিতে হইলে, যদি ইহা প্রমাণ না হয়, তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচারক্রমে জাজি বিচার করা হয়, তবে তাকীর জাতি-বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশাচারক্রমে কোন প্রকারের রায়তেরা অস্বকুল হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে, তবে দেশাচার অনুসারে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিতে হইলে, ভূমিধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতুক যত টাকা খাজানা রক্ষি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাকী বিবেচনামীলে লইতে হইবে না।

৪৫ ধারা। মূল্য রক্ষি হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষির দাওয়া করা গেল,—

মূল্য রক্ষি হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষিস্বকীয় বিধি। (ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ান্তরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য, অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কাব্যকর বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত তুলনা করা দেখিবেন।

(খ) আদালত এক্ষেপে খাজানা রক্ষি করিবেন না যে, বন্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মামীনে ও ৪৮ ধারার নিয়মামীনে সাবেক খাজানার সহিত বন্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

৪৬ ধারা। ভূমিধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষির দাওয়া করা গেল,—

(ক) এই আইন অনুসারে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গলে, আদালত খাজানা রক্ষি দিবেন না।

(খ) যে পরিমাণে খাজানা রক্ষি করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনদ্বারা গড়দূর ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) এই উৎকর্ষসাধন কার্যে লাগাৎ হইলে, চাঁদ ক রূপে কত খরচ পড়ে, এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উক্ততর খাজানা দিবার বিরূপ শক্তি আছে।

(৫) আদালত নিয়মামীনে ডিক্রী করিতে পারিবেন, এবং নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক কল না ফলিলে, ডিক্রী পুনরাগোচনা ও পুনঃপ্রতিবেদনা সাপেক্ষ রাখিতে পারিবেন।

বন্যাজনিত উৎপাদিকা শক্তি রক্ষি হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষি স্বকীয় বিধি।

৪৭ ধারা। বন্যাজনিত উৎপাদিকা শক্তি রক্ষি হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষির দাওয়া করা গেল,—

(ক) যে রক্ষি কিয়ৎকালীন বা টেনমিত্তিক মাত্র, আদালত তাকী বিবেচনা করিবেন না।

(খ) বন্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

(গ) আদালত যাকী উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজানা রক্ষি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা এক্ষেপে রক্ষি করিবেন না, যাহাতে ভূমির উৎপাদনের নিট রক্ষির মূল্যের অর্ধেকের অধিক ভূমিধিকারীকে দেওয়া হয়।

খাজানারূপে উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপে হইবার কথা। ৪৮ ধারা। যাকী মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অতঃপর যুক্ত বা অন্যর বোধ হয়, আদালত কোন মোকদ্দমায় এক্ষেপে খাজানারূপে ডিক্রী দিবেন না।

৪৯ ধারা। যে আদালত খাজানারূপে ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে পূর্ব পরিমাণে আদালত করিতে লম্বে ডিক্রী প্রদান করিলে পারিবার কথা। রায়তের কষ্ট হইবে, তবে আদালত করিতে পারিবেন যে এই রক্ষি ক্রমেও করা যাইবে, অর্থাৎ, যত দূর খাজানা রক্ষি করিবার ডিক্রী হয়, বৎসরক্রমে খাজানা রক্ষি করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসরে ততদূর রক্ষি করা যাইবে।

৫০ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে, এই-হেতু ধরিয়া, কিংবা মূল্য রক্ষি হেতু ধরিয়া কোন যোৎয়ের খাজানা রক্ষির মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত

করিবার পূর্ববর্তী পনের বৎসরের মধ্যে ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর চুক্তিক্রমে এই যোৎয়ের খাজানা রক্ষি করা গিয়া থাকে, কিংবা যদি উক্ত পনের বৎসরের মধ্যে ৫৩ খারামতে খাজানার রূপপরিবর্তন করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিংবা এই আইন দ্বারা রক্ষিত করা কোন আইনমতে পূর্বোক্ত কোন হেতু বা তত্বলা কোন হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষি করিবার কিংবা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে এই মোকদ্দমা প্রত্যাখ্য হইবে না।

(২) এই ধারার কোন কথা ক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কাযাগালী বিষয়ক আইনের ৭৭ ধারার বিধানের ন্যায় বিস্তৃত হইবে না।

খাজানা সম্বন্ধিত বিধি।

৫১ ধারা। (১) যুক্তরূপে খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন দখলীস্বত্বাধিনিষ্ঠ রায়ত খাজানা কমা হইবার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত হেতু ধরিয়া আপেল করিয়া

নাং খাজানা কমা হইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং মোকদ্দমার কমা কম হইয়া গলে, পরে যে নিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানের দ্বারা ছাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না, অর্থাৎ

(ক) যেতেই জমীদারদের কোন বাস্তবিক বালি জমা হইয়া বা এইরূপ অন্য কোন চুক্তি বা টিয়া স্থায়ী-রূপে অপরূপ হইয়া গিয়াছে, কিম্বা

(খ) এই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

(২) এই ধারায় কোন যৌক্তিক উপস্থিত করা গেলে, আদালত যত দূর উপযুক্ত বা ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমানোর আদেশ করিতে পারিবেন।

মূল্যের তালিকার কথা।

৫২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে যে যে স্থান নির্দেশ করেন, সেই স্থানে যে প্রধান খাদ্য শস্য জন্মে, প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্শে বৎসরের যে বা যে সময় ধায়া করেন, সেই বা সেই সময় সেই শস্যের কগলের সময়ের বাজার দরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত তাহা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠ হইবে।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ পাইলে, এই গবর্ণমেন্ট অতীত যে কাল উপযুক্ত বোধ করেন, সেই কাল যত্নে কোন স্থানের এইরূপ মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং এইরূপে যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) উক্ত মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

(৪) এইরূপ কোন মূল্যের তালিকা উক্তরূপে প্রকাশ করা গেলে, উহা যে সময় সম্বন্ধীয় হয়, সেই সময়ে উক্ত স্থানে প্রচলিত মূল্যের সম্বন্ধে এই অধ্যায়মত কোন আনুমানিক কার্যো দিক্কাও প্রমাণ হইবে।

(৫) কালেক্টর সাহেব এই ধারায় কোন মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার ১৫ দিন পূর্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের মধ্যে সচরাচর মোটিন যেরূপে প্রকাশ করা যায়, সেইরূপে এই তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং এই স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে এই তালিকার বিরুদ্ধে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া কোন আপত্তি দিলে, তিনি তাহা এই তালিকার সহিত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

৫৩ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত শস্যরূপে দেয় খাজানা কাল যোতের নিমিত্ত শস্য-রূপে কিম্বা শস্যের কিয়দংশের আনুমানিক মূল্য ধরিয়া ঐখানায় শস্যভোগে ভিন্ন হারে অথবা কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ এক প্রণালীতে ও কিয়ৎপরিমাণে অন্য প্রণালীতে খাজানা দিলে, রায়ত বা ভদীর ভূম্যধিকারী এই খাজানা মুদ্রারূপে খাজানার পরিবর্তিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

৫৪ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত শস্যরূপে দেয় খাজানা কাল যোতের নিমিত্ত শস্য-রূপে কিম্বা শস্যের কিয়দংশের আনুমানিক মূল্য ধরিয়া ঐখানায় শস্যভোগে ভিন্ন হারে অথবা কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ এক প্রণালীতে ও কিয়ৎপরিমাণে অন্য প্রণালীতে খাজানা দিলে, রায়ত বা ভদীর ভূম্যধিকারী এই খাজানা মুদ্রারূপে খাজানার পরিবর্তিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) এই প্রার্থনা কালেক্টর সাহেবের বা মহকুমার কর্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধ্যায়মতে যে কোন কর্মচারী খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তাহার নিকট কিম্বা এতদর্শে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা-প্রাপ্ত অন্য কোন কর্মচারীর নিকট, করা যাইতে পারিবে।

(৩) এই প্রার্থনাপত্র পাঠিলে যত টাকা মুদ্রারূপে খাজানা দিতে হইবে, উক্ত কর্মচারী তাহা নির্ণয় করিবেন, এবং এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, রায়ত শস্যরূপে বা পূর্বাভাসরূপে অন্য প্রকারে আপনায় খাজানা না দিয়া এইরূপ নির্ণীত টাকা দিবেন।

(৪) উহার নির্ণয় করিবার সময়ে উক্ত কর্মচারী এইরূপ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তরুণ সুবনাশিত ভূমির নির্মিত গড়ে যে মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া থাকে তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্বে দখলীস্বত্বের ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রভাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

(৫) এই তালিকা লিখিয়া করিতে হইবে, এবং উহা যে হেতু পরিয়া করা যায়, ও যে সময়ানুসারে উহা ফলবৎ হইবে, উহাতে তাহা দেখা থাকিবে; এবং রায়ত কর্মচারীর অন্য যেহেতু আদেশ করেন, তাহার উপর যে প্রকারে আপাল হইতে পারে, এই আদেশ উপরও সেইরূপে আপাল হইতে পারে।

(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত কর্মচারী হেতু লিখিত করিয়া প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে মন্ত্রিপরিষদে নিযুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যে কর্মচারী ৫২ ধারায় মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন, তাহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি;

(খ) কোন স্থানে এই অধ্যায়ের কার্যপদ্ধতি কোম্পানী খাদ্য শস্য প্রধান শস্য বা অন্য গম হইবে, হইবে স্থির করিবার বিধি; এবং

(গ) ৪১ ও ৪২ ধারায় যে কার্যকারকেরা চুক্তি রেজিস্ট্রারী করেন, তাহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি।

## ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্ব শূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫৫ ধারা। যে রায়তদের দখলীস্বত্ব না থাকে, ও এই অধ্যায় খাটবার দখলীস্বত্ব শূন্য রায়ত বা অন্য এই অধ্যানে যাহাদের উল্লেখ আছে, এই অধ্যায় তাহাদের সম্বন্ধে খাটবে।



৪৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাঁহাকে দশ দিনের মধ্যে তাহার সম্বন্ধিত ভূমিাধিকারীর যে খাজনার নিম্নস্বরূপ, তাহার সেই খাজানা দিতে হইবে।

৪৭ ধারা। রেজিষ্টারী করা নিয়মপত্র কিম্বা ৬০ ধারামতে নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা রক্ষি করা যাইবে না।

৪৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।—  
(ক) সে বাকী খাজানা দেয় না, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রায়ত ভূমি এইরূপে ব্যবহার করিতেছে, যাহাতে উহা প্রত্যক্ষভঙ্গস্বকীয় কার্যের অনুশয়োগী হয়, অথবা সে এই আঁচনসম্মত একরূপে নিয়মভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ করিলে তাঁহার ও তদীয় ভূমিকারির মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিষ্টারী করা পাট্টাক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ৬০ ধারামতে ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজানা ধার্য হইয়াছে, উক্ত রায়ত সেই খাজানা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে, কিম্বা ঐ খাজানা দিয়া যে মিয়াদ পর্য্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ববান, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

৪৯ ধারা। মিয়াদ অতীত হইবার অন্তর হয় মাস পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিম্নস্বরূপ কথ্য।  
কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিকল্প উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার হয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৫০ ধারা। (১) ভূমিাধিকারী বর্জিত খাজানা দিবার নিম্নস্বরূপ রায়তের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে অস্বীকার না করিলে, খাজানা রক্ষি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিকল্প উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

(২) কোন ভূমিাধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রায়তের উপর জারী করিবার নিমিত্ত এতদর্থে

স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যে আদালত বা কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্য্যকারক অবিলম্বে নির্দিষ্ট একাধারে ঐ রায়তের উপর তাহা জারী করাইবেন; এবং তাহা ঐ রূপে জারী করা, গেলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রায়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রায়ত যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র ফলবৎ হইবে।

(৪) কোন রায়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে উহা ঐ রূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্য্যকারক উহা উক্ত রূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দিষ্ট একাধারে ভূমিাধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রায়ত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্য্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং তজ্জন্য ভূমিাধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ যোডের যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচবৎসর কাগজ খাজানা দিয়া আপন যোড দখল করিয়া থাকিবে; যতদূর থাকিবে, কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে পূর্ব্বেকার নিমিত্ত নিয়মানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐ রূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকট সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধাবিধিভিত্তি ভূমির নিমিত্ত রায়তেরা গড়ে যে খাজানা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু সাবেক খাজানার উপর টাকার আটআনার অধিক রক্ষি দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, যে কৃষি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি উহা ফলবৎ হইবে।

৬১ ধারা। কোন রায়তের দখলে ভূমি থাকিলে, ঐ "দখল দেওয়া" শব্দের দখল চলিবার নিমিত্ত পাট্টা লিখিয়া দেওয়া গেলে, যদিও তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাট্টায় এই মর্মে কথ্য লেখা থাকে, তথাপি এই

অধিকারের কার্যপক্ষে এই পাট্টাক্রমে তাহাকে দখল দেওয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

### ৭ম অধ্যায়।

কোর্কা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬২ ধারা। সুত্ররূপে খাজানা দিয়া যে কোন কোর্কা

কোর্কা রায়তের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার নীমার কথা।  
রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার জুয়াধিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিয়মিত শতকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্ট্রারী করা পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্কা রায়তদের দের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার।

৬৩ ধারা। কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে কোর্কা রায়তদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।  
এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তর ছয়মাস থাকিতে নির্দিষ্ট এক্ষণে কোন কোর্কা রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নিষিদ্ধ মোটাস জারী করা না গেলে পর, তদীয় ভূমাধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

### ৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

৬৪ ধারা। (১) কোন ভালুকদার বা রায়ত ও খাজানা অবধারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।  
তাঁহার স্বাধীনগত পূর্বাধিকারীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমঝাবিধি বাহার পরিবর্তন হয় নাই এরূপ খাজানার বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্তন হইয়াছে এই ভেদে বিনা এই খাজানা বা খাজানার হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

(২) কোন ভালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বাধীনগত পূর্বাধিকারীরা যাহা বিশবৎসর পরিবর্তিত হয় নাই এরূপ খাজানার বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনমত কোন বোকদমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্যে তাঁহার প্রমাণ হইলে, যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমঝাবিধি এই খাজানার বা খাজানার হারে তাঁহার উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানার বা অবধারিত খাজানার হারে প্রজ্ঞাপন বা কোন প্রকার প্রজ্ঞাপন থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা তৎক্রমে নির্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্বে রেজিষ্ট্রারী করিতে হইবে, তবে এই স্থানে যে কোন প্রজ্ঞাপন বা স্থল বিশেষে উক্ত প্রকার যে কোন প্রজ্ঞাপন রেজিষ্ট্রারী করা হয় নাই, তৎসম্বন্ধে এই তারিখের পর পূর্বোক্ত অনুমান থাকিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপন্নের অবধারিত অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য বা নান্যরূপ দিয়া থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়া কিম্বা রায়ত ও ভূমাধিকারী উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত খাজানার পরিবর্তে অবধারিত টাকা খাজানারূপে ধার্য করা গিয়াছে বলিয়া কেবল এই কারণে এই খাজানা বা খাজানার হার পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত যোগাইয়া এক যোত করা গেলে, রায়তের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার কার্য হইবার কোন বিঘ্ন হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিম্বা ভূমাধিকারীর ইচ্ছাযে প্রজ্ঞাপন শেষ হইতে পারিলে, এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্তিবে না।

৬৫ ধারা। কোন প্রকার খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে কিম্বা কোন কৃষি বৎসরে খাজানার পরিমাণ ও সে যে২ নিয়মে ভূমিভোগ ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ অনুমানের কথা।  
উদ্ধৃত হইলে, অব্যবহিত পূর্ব-বর্তী কৃষি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যে২ নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শন না গেলে, সেই খাজানা দিয়া সেই২ নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিবে, এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রকার

পরিমাণ পরিবর্তন (ক) পূর্বে যৎপরিমাণ হইলে খাজানার পরি- ভূমির অন্য খাজানা দিয়াছেন, বর্তনের কথা।  
মাগ করিয়া তদধিক বত ভূমি থাকি প্রমাণ হয়, তত ভূমির অন্য তাঁহার অতিরিক্ত খাজানা দিতে হইবে, এবং

(খ) শিকড়ীক্রমে বা প্রকারান্তরে যোতের পরিমাণ কম হইলে, উক্ত প্রকার খাজানা কমাইতে অনুমান হইবে; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে নত ভূমি টেপবস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে তাঁহার যোতে যোগিত হইয়াছিল, এবং এরূপ যোগ হওয়ার ফলে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় নাই, তবে এই বিধি থাকিবে না।

(২) খাজানার যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত লিটবে সেই প্রকারের ও তৎরূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই প্রকারের প্রজ্ঞাপনের যে ধারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং ভালুকদারের বেলা তিনি আপনার ভালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে অনুমান তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৩) যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের যত ভাগ ভাগে, তাহা পূর্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়, খাজানার বত টাকা কমাইতে হইবে, তাহা পূর্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে, কিম্বা নত ভূমির বার্ষিক মূল্যের সমস্তোৎপাদনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরিমাণ ভাগ হয়, তাহা যোতের পূর্ব পরিমাণের যে অংশ খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা ।

৩৭ ধারা। ( ১ ) ভাণ্ডারদার ও তদীয় ভূম্যধিকারিদ্বয়সম্মত বৎসর পরে খাজানা দেওয়ার তারিখে ভাণ্ডারদারের দের মুজাররপ খাজানা দেওয়া যাইবে ; নিম্ন নং থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিক্রমে ও তারিখে দেওয়া যাইবে ; এবং নিম্ন কিস্তি দেশাচার নং থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে একদৰ্শে কোন স্থানের নিমিত্ত যে কিস্তি ও তারিখ নির্দিষ্ট করেন, সেই কিস্তিক্রমে সেই তারিখে দেওয়া যাইবে ।

( ২ ) কোন রাজত্বের বা কোর্কা রাজত্বের যে মুজাররপ খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধিক্রমে যে কিস্তি ও তারিখ নির্দেশ করেন, বার্ষিক খাজানার তরুণ অংশতুল্য কিস্তিক্রমে ও বৎসরে চারির অনধিক সেই তারিখে সেই খাজানা নিম্নক্রমে কিস্তি নিম্ন নং থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দিষ্ট হয়, সেই বিধির নিয়মা-বশীতে দেওয়া যাইবে ।

( ৩ ) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রচলিত দেশাচার, কসলের সময় এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ।

( ৪ ) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে কলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে অন্তত তিন মাস থাকিতে নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে ।

৩৮ ধারা। ( ১ ) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দের হয়, সেই তারিখের স্বর্গাস্ত খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা ।

( ২ ) এই আইনমতে যে কিস্তি প্রজা আপন খাজান আদায় করিতে পারে, সেই কিস্তি হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর আদায় করিতে কিস্তি তদন্তে ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে ।

কিস্তি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রজাকে পৌন্ড্রান মনিঅর্ডার-ক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন ।

( ৩ ) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দের হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে ।

৩৯ ধারা। ( ১ ) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে টাকা বৎসরে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা ।

( ২ ) প্রজা এরূপ কোন নির্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা দিতে পারিবেন ।

কবজ ও হিসাবের কথা ।

৭০ ধারা। ( ১ ) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজানার হিসাবে টাকা দিলে যত টাকা দেন, উক্ত ভূম্যধিকারীর আকরিত তত টাকা লিখিতকবজ উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাত্ পাঠিত হইবার স্ব্য আছে ।

( ২ ) ভূম্যধিকারী উক্ত কবজের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন ।

( ৩ ) এই আইনের এর তফসীলে কবজের যে পাঠ দেওয়া গেল, কিস্তি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সাধারণতঃ কিস্তি বিশেষ কোন স্থানের কিস্তি বিশেষ কোন প্রজার যৌকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যে বিশেষ কথা লিখিত থাকে, কবজ ও অনুলিপিতে সেই বিশেষ কথা লেখা থাকিবে ।

( ৪ ) যে প্রত্যেক কবজ সারতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা নং থাকে, বিপরীত মর্শান না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দায়ের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া অনুমান হইবে ।

৭১ ধারা। ( ১ ) কৃষি বৎসরের শেষ পর্যন্ত প্রজার যত খাজানা দিতে হইবে, তৎক্ষণাত্ দেওয়া হইবার বন্দী ভূম্যধিকারী আকর করিলে, এই বৎসর অন্তত হইবার তিন মাসের মধ্যে প্রত্যেক প্রজা বিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারীর আকরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কবজ পাঠিবার অধিকারী হইবেন ।

( ২ ) ভূম্যধিকারী এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারি মাস না দিলে এই বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের তফসীলের পাঠে কিস্তি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সাধারণতঃ কিস্তি বিশেষ কোন স্থানের কিস্তি বিশেষ কোন প্রজার যৌকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যে বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎক্ষণাত্ হিসাবের বিবরণপত্র পাঠিবার অধিকারী হইবেন ।

( ৩ ) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাতেও এরূপ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে ।

৭২ ধারা। ( ১ ) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূম্যধিকারী তাহাকে ৭০ ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কথা লিখিত কবজ দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজানা দিবার তারিখ অবধি

ছয় মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদায়ত বাড়া উচিত বোধ করেন সেইরূপ মণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারী স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত যৌকদ্দম উপস্থিত করিতে পারিবেন ।

(২) যদি ভূস্বাধিকারী প্রজার দাওয়াতে ৭১ ধারার নির্দিষ্ট কোন বৎসরের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্ররূপ কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজা ভূস্বাধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদানত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত দেওয়ার টাকা উক্ত ভূস্বাধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজা পরবর্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে দোক-দনা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূস্বাধিকারী উক্ত কোন ধারার আদেশ-নক কবজের বা বিবরণপত্রের অনুলিপি বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আদানত করিবার কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্ন লিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রাজকীয় কার্যালয়ে  
খাজানা আদানত করি-  
বার দরখাস্তের কথা।

(ক) যে স্থলে প্রজা খাজানার  
নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব  
করেন এবং ভূস্বাধিকারী তাহা  
লইতে বা তজ্জন্য কবজ দিতে

অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজা  
এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার খাজানা  
যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিচ্ছেদ বশতঃ তাহা  
লইতে বা ত্রিবিধ কবজ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সহায়শীলারদিগকে সংস্কৃ-  
তাবে দিতে হয়, এবং প্রজা ত্রিবিধ সহায়শীলারদের  
সংস্কৃত কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি  
তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া  
থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার  
স্বত্বাধিকারী এবিষয়ে প্রজার প্রকৃত সম্বন্ধ থাকে;  
সেই স্থলে

যে যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত  
এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে যে কর্মচারীকে  
নিযুক্ত করেন, প্রজা তৎকালীন পোষ্টা সমুদয় টাকা  
তাঁহার আকিসে আদানত করিবার অনুমতি পাইবার  
নিমিত্ত লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে দরখাস্ত করা যায়, ঐ দরখাস্তে  
তাঁহার বর্ণনা থাকিবে এবং (ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষ-  
বার খাজানা দেওয়া হয়, তাঁহার নাম, ও এক্ষণে যে বা  
যে ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের  
নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন,  
অথবা মোকদ্দমার রূতান্ত তিনি স্বয়ং না জানিলে, যিনি  
জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং  
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে বিধিক্রমে আট আনার  
অনধিক যে কী দিবার আশা করেন, সেই কী তৎসঙ্গে  
পাঠাইতে হইবে।

৭৪ ধারা। (১) যে কর্মচারীর নিকট পূর্ব ধারা

যে খাজানা আদানত  
করা যায় রাজকীয় কর্ম-  
চারী তাহার রসীদ দিলে  
এ রসীদ নিষ্কৃতিপত্র  
হইবার কথা।  
রসীদ দিবেন।

নত দরখাস্ত করা যায় যদি  
তাঁহার বোধ হয় যে দরখাস্ত-  
কারী উক্ত ধারামতে খাজানা  
আদানত করিবার অধিকারী,  
তবে খাজানা লইয়া ত্রিবিধ  
আপন সরকারী মোহরযুক্ত

(২) উক্ত কর্মচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা  
লইবার পূর্বে, পূর্বধারার আদেশমত বর্ণনায় যে ব্যক্তি  
স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা  
প্রজার দেয় যে খাজানা পূর্বোক্তরূপে আদানত করা  
যায় তৎসম্বন্ধে নিষ্কৃতিপত্ররূপ কার্যকর হইবে। উক্ত  
খাজানা

পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির  
নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যাঁহাকে  
খাজানা দিতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে  
সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংস্থার সভাপতি  
সহায়শীলারেরা, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে তাহা  
পাইবার স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই  
প্রকারে উক্ত রসীদ কার্যকর হইবে।

৭৫ ধারা। (১) যে কর্মচারী আদানত লম্বা তিনি  
তাঁহা প্রাপ্ত হইবার মোটিন  
আদানত পাইবার  
আপন আকিসের কোন মুদ্রা-  
নোটিসের কথা।

কাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া  
দিবেন। ঐ নোটিসে লম্বার প্রয়োজনীয় রূতান্তের বর্ণনা  
থাকিবে।

(২) পূর্বোক্তমতে যে তারিখে নোটিস লাগাইয়া  
দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে  
পরবর্তী ধারামতে আদানতের টাকা কাছাকাছে দেওয়া  
না গেলে, যে এতদ্যক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার  
দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কর্মচারী বিশ্বাস  
করিবার কারণ দেখেন, সেই এতদ্যক ব্যক্তির উপর বিনা  
ধরচায় আদানত পাইবার নোটিস জারী করাইবেন।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্মচারীর  
বিবেচনার আদানতের টাকা  
আদানত টাকা দিবার  
পাইবার অধিকারী বলিয়া  
বা কিরায় দিবার কথা।

বোধ হয়, তিনি তাহাকে ঐ  
টাকা দিতে পারিবেন অথবা উচিত বোধ করিলে যে  
ব্যক্তির এরূপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী  
আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে  
পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আদেশ করিলে, পোষ্টাল  
মনিঅর্ডার করিয়া ঐ টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আদানত করা যায় সেই  
তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্বে এই  
ধারামতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আদানত-  
কারী প্রার্থনা করেন ও যে কর্মচারীর নিকট খাজানা  
আদানত করা যায় তাঁহার দত্ত রসীদ কিরায় দেন, তবে  
দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবে আশা না থা-  
কিলে আদানতী টাকা আদানতকারীকে কিরায়  
দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব এক ধারামতে আদানত গ্রহণকারী  
কোন কর্মচারী যাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে তাঁরতবর্ষের  
পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ক্ষমত য়েট সেক্রেটারী সাহেবের

বিকল্পে কিম্বা গবর্নমেন্টের কোন কর্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করা যাইবে না ; কিন্তু এই ধারায়তে ঐরূপ কোন আদালতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় ঐ টাকা পাইবার অধিকারী কোন ব্যক্তির উহার স্থানে ঐ টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন বশীক্ৰমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

খাজানা হস্তান্তরযোগ্য  
যেতেব প্রথম দায় হইবার  
কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তান্তরযোগ্য যোড়ের খাজানা উত্তর প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

(২) ভূমিধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাইয়া ঐ ডিক্রী জারীক্ৰমে প্রচারিত শুদ্ধ, অধিকার ও আর্থ নীলাম করিলে, উক্ত প্রচার চানে ভূমিধিকারির যে খাজানা পাওনা থাকে, উক্ত নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে ভূমিধিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূমিধিকারীর যে দাবী থাকে, এই শুদ্ধক্ৰমে তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যে-  
যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই যোত যাইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।

খালে বাতাল্য সম চলিত থাকে সেখানে ঐ সমের শেষে, কিম্বা যে খানে কসলী বা আমলী সম চলিত থাকে সেখানে তৈয়াস মাসের শেষে বাকী খাজানা পাওনী থাকিলে, ভূমিধিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন চুক্তির শর্তক্ৰমে উক্ত প্রজাকে বাকী খাজানা নিষিদ্ধ উচ্ছেদ করিতে অত্রবান হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ কোন মোকদ্দমার বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও তত্তপরি সুদ পাওনা হইলে ঐ সুদ নির্দিষ্ট থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্দ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনরুদ্বার খোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচ আদালতে দেওয়া গেলে, ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়িয়া দিতে পারিবেন।

৭৯ ধারা। বাকী খাজানার সুদের হার ধার্য্য করিবার  
বাকী খাজানার সুদের সময়ে আদালত প্রচলিত প্রচার  
কথা।  
কথা।  
নিয়ম হইয়া থাকিলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু যে কৃষি বৎসরে বাকী পড়ে, সেই বৎসরের অবসানাবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ : বৎসর শতকরা বার টাকা হারে সুদের ডিক্রী দিবেন।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত

যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা খাজানার বেড়া গেলে কিম্বা অন্যায়রূপে প্রতিবাদির নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে, হানিপুরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।  
আদালতের বোম হর যে প্রতিবাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা তাহার দেয় খাজানা নিষেড় উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়াছে, তবে খাজানা ও খরচা বলিয়া যত টাকা ডিক্রী কর তদতিরিক্ত আদালত

যত টাকা খাজানার ডিক্রী হর তাহার শতকরা ২৫ টাকার অনধিক যত হানিপুরণ উপযুক্ত বোধ করেন বাদির তত হানিপুরণের টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারায়তে হানিপুরণের আজ্ঞা হইলে, সুদের ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আদালত কোন মোকদ্দমার যদি আদালতের বোম হর যে বাকী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, তবে বাদী যে মোট টাকার দাওয়া করে তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপুরণ স্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কসলী বা ভাগলী খাজানার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন বিভাগ বা যাচাই  
কসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত (ক) সেই স্থলে যাচাই  
আজ্ঞার কথা।  
করিয়া খাজানা লওয়া যায়, বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত সময়ে যদি ভূমিধিকারী বা প্রজা স্বয়ং বা কর্মকারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা করেন,

(খ) কিম্বা উৎপন্ন কসলের পরিমাণ বা মূল্য বা বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,

তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং কালেক্টর খরচ বলিয়া যত টাকা দিবার আজ্ঞা করেন উক্ত পক্ষ সেই টাকা আদায় করিলে, ঐ কসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত যে কর্মচারিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট সাহেবের মতে ঐরূপ আজ্ঞা করিলে শাস্তিভঙ্গ নির্ধারিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব ঐরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই ধারায়তে কোন আজ্ঞা করিলে, যাবৎ যাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবৎ আজ্ঞাবারা কসল হস্তান্তর করা নিষেধ করিতে পারিবেন।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্ব ধারায়তে কোন কর্মচারী নিযুক্ত করা  
কর্মচারীকে নিযুক্ত করিলে, আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্মচারীর প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে তিনি অন্য কোন ব্যক্তিগণকে আবেসন স্বরূপ আপনায় সহিত লস এবং আবেসন লওয়া গেলে উক্ত আবেসনদের সংখ্যা, ধোঁগত্যা ও নির্দায় প্রণালসম্বন্ধী এবং যাচাই বা বিভাগ করণ কালে যে কার্যপ্রণালী অবলম্বন

করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে আদেশ দিতে পারিবেন; এবং উক্ত কর্মচারী সেই আদেশ অনুসারে কার্য করিবেন।

(১) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিবার পূর্বে যে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাইবে তাঁহার নোটিশ ভূমিকারীকে ও প্রজাকে দিবে, কিন্তু ভূমিকারী বা প্রজা নিজে বা কর্মচারকদ্বারা উপস্থিত না হইলে, তিনি এক তরফা কার্যাত্মক করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিলে, আপন কার্যাত্মকতার রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

(৪) কালেক্টর উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উভয় পক্ষকে তাহাদের কথা শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন ত্রুটি আবশ্যক বোধ করিলে সেই ত্রুটির পর উক্ত রিপোর্টের উপর যে আজ্ঞা ন্যায় বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিবেন।

(৫) কালেক্টর উচিত বোধ করিলে, পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্তরূপ নিষ্পত্তি সাপেক্ষ থাকিয়া, তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রী ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে।

(৬) উক্ত কর্মচারী যাচাই অর্থাৎ দানাবন্দী করিলে, দানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র জিলার কালেক্টর সাংঘের কাছারীতে রক্ষিত হইবে।

৮৩ ধারা। (১) উপর কসল যাচাই করিয়া খাজানা লগ্নের মতল সম্বন্ধে লওয়া গেলে, সমস্ত কসল সব ও দায়ের কথা। মতলেরাণিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উপর কসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, যাবৎ উক্ত বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত কসল মতলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় স্থলেই ভূমিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষিকার্যের নিয়মিত কালে কসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে কসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা কসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শাসন-সংগ্রহের সময়ে লিফটহু সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য সর্কীপেলা পূর্ণ পরিমাণে বন্ড যাচাই হয়, কসল ডবল করা হইলে বলিয় জ্ঞান করা যাইবে।

ভূমিকারীর পরিবর্তন হইলে খাজানার দায়ের কথা।

৮৪ ধারা। (১) কোন প্রজা ভূমিকারীর স্বার্থ হস্তান্তর করা গেলে, হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা পাওনা হয়, তাহা যে ভূমিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই ভূমিকারীকে দেওয়া গেলে, যদি হস্তান্তরক্রমে প্রযোজ্য প্রজাকে হস্তান্তর হইবার নোটিশ না দিয়া থাকেন, তবে ঐ প্রজা উক্ত খাজানার নিমিত্ত হস্তান্তরক্রমে প্রযোজ্যতার নিকট দায়ী হইবে না।

(২) যে ভূমিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাহাকে একাধিক প্রজা খাজানা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে প্রযোজ্য নিষিদ্ধ প্রকারে প্রজাদের নিকট এক সাধারণ নোটিশ প্রচার করেন, তাহা এই ধারার কার্যপক্ষে উপযুক্ত নোটিশ হইবে।

আইনবিরুদ্ধ কর প্রভৃতির কথা।

৮৫ ধারা। প্রকৃত খাজানার অতিরিক্ত আদায়ের আদায়ের প্রভৃতি আদায়ের উপর যে কোন কর ধরিয়া করা যায়, তাহা আইনবিরুদ্ধ হইবে, এবং এরূপ কর দিবার সমুদয় শর্ত ও নিয়ম অসিদ্ধ হইবে।

৮৬ ধারা। প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রমে না হইলে, আইনমতে যে খাজানা দেয়, তদতিরিক্ত প্রজার স্থানে কোন টাকা বা তাহার ভূমির উপস্থিত কোন অংশ ভূমিকারী অন্যায় করিয়া গ্রহণ করিলে, উক্ত প্রজা এরূপ গ্রহণ করিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে এরূপে গৃহীত টাকার বা উপস্থিত মূল্যের অতিরিক্ত পাঁচ শত টাকার অনধিক আদালত নগদরূপে বা টাকা উচিতা বোধ করেন, তত টাকা, কিন্তু যাহা এরূপে অনায় করিবলওয়া যায়, তাহার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণ পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে, সেই পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক টাকা ভূমিকারীর নিকট পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

## ৯ম অধ্যায়।

ভূমিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

৮৭ ধারা। (১) এই আইনের কার্যপক্ষে কোন “উৎকর্ষ সাধন” শব্দের যোড়ের সম্বন্ধে “উৎকর্ষ সাধন” শব্দ ব্যবহৃত হইলে

যে কোন কার্য দ্বারা যোড়ের জমাই মূল্য বৃদ্ধি হয়, যাহা উক্ত যোড়ের উপযোগী এবং উহা যে উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে সমস্ত, এবং যাহা যোড়ের উপর করা না গেলেও সাফাৎসম্বন্ধে উপর উপকার্য করা যায়, কিন্তু করিবার পর সাফাৎসম্বন্ধে ঐ যোড়ের উপস্থাপন করা যায়, সেই কার্য বুঝাইবে।

(২) বিপরীত দর্শান না গেলে, নম্নলিখিত কার্যগুলি এই ধারার সম্মানসূচকী উৎকর্ষ সাধন বলিয়া অনুমান হইবে,—

(ক) কৃষিকার্যের নিমিত্ত কৃষা কৃষিকার্যে নিযুক্ত সমুদায় ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জনসংখ্যায়, গোপাল বা বিতরণ করণার্থ কৃপা ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কৃষা যে পতিত ভূমি আবাদ করা যাউতে পারে, তাহার জনসংখ্যায় কৃষা নদী বা অন্য জল বহিতে উদ্ধার করণ, কৃষা জলপ্রাচীর হইতে রক্ষা করণ, কৃষা জলজনিত ক্ষয় বা অন্য ভাঙ্গি নিবারণ;

(ঘ) কৃষিকার্যার্থ ভূমির আবাদ বা পরিষ্কার করণ কৃষা তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন;

(ঙ) পুষ্করিণী কোন নদীতে তুলন করিয়া বা পুনঃস্থাপন করা, অথবা তাহার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা;

(চ) আবশ্যক নদীর তীরের সমস্ত রাস্তা ও তীরীয় পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নিৰ্মাণ।

(৩) কিন্তু আরও কোন কোন গোতে যে কার্য করেন, তদ্বারা স্বীয় ভূমিকারীরা মহালের বা ভাণ্ডারের মূল্য বিশেষরূপে কমেইয়া পড়িলে, এই কার্য এই আইনের অভিপ্রায়মত উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

৮৮ ধারা। রাষ্ট্রত অনধারিত খাজানায় কৃষা অব-  
অধারিত হারে ভূমি-  
ভোগ করা গেলে উৎকর্ষ-  
সাধন করিবার অধিকার  
কোন উৎকর্ষসাধন করিতে  
তাহাকে ভূমিকারীস্বরূপ বাধ্য দিতে পারিবে না।

৮৯ ধারা। (১) কোন রাষ্ট্রের যোতে তাহার  
দখলীস্থ থাকিলে, রাষ্ট্র বা  
ভূমিকারী, নজে উৎকর্ষ-  
সাধন করিতে সম্মত আছেন,  
এই হেতু বিনা রাষ্ট্র বা ভূমি-  
দিকারীস্বরূপ উক্ত যোত  
সম্মত উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধ্য দিতে  
পারিবে না।

(২) যদি রাষ্ট্র ও ভূমিকারী উভয়েই একই  
উৎকর্ষসাধন করিতে চান, তবে উক্ত ভূমিকারীর  
অধীন অন্য এক বা অধিক যোত তদ্বারা স্পষ্ট না-  
হইলে, রাষ্ট্রের উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্রাধিকার  
থাকিবে।

(৩) রাষ্ট্র ও তাহার ভূমিকারীর মধ্যে

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বসম্বন্ধে, কৃষা

(খ) কোন বিশেষকায় উৎকর্ষসাধন কিনা, এতৎ-  
সম্বন্ধে বিবাদ উদ্ভূত হইলে,

কালক্রমে সাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই  
বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবে, এবং তাঁহার  
নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

৯০ ধারা। (১) দখলীস্থভূমি কোন রাষ্ট্রত  
আপনার ও স্বীয় পরিবারের  
দখলীস্থভূমি যোত  
সম্মত উৎকর্ষ সাধন  
করিবার অধিকার কথ্য।

নিমিত্ত আবশ্যক ব্যক্তির  
যদি সম্মত উপযুক্ত বাসগৃহ  
প্রস্তুত করিতে পারিবে, কিন্তু  
উক্তমতে কৃষা পক্ষান্তরিত বিধানমতে বা হইলে  
আপনার যোতসম্মত স্বীয় ভূমিকারী। অমতি না  
লইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবে না।

(২) স্বীয় ভূমিকারীর অনুমতির প্রয়োজন না  
থাকিলে, যে দখলীস্থভূমি রাষ্ট্রত আপন যোত  
সম্মত যে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবে, তিনি উক্ত  
উৎকর্ষসাধন করিতে চাইলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে  
এ উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত ভূমিকারীর প্রতি  
আদেশ করিয়া তাঁহাকে অনুরোধপত্র দিতে বা তাহা-  
হতে পারিবে, এবং ভূমিকারী এই অনুরোধ পান  
করিতে অক্ষম হইলে, বা উপেক্ষা করিলে, আপন এই  
উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবে।

৯১ ধারা। (১) কোন ভূমিকারী আদানমতে  
যে উৎকর্ষসাধন করেন, কৃষা  
ভাণ্ডার আইনমতে তাহার অধিকার  
করা যায়, কৃষা যাণ্ডার করিতে  
তিনি প্রত্যেকে সাহায্য করি-  
য়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গবর্ণমেন্টের  
নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজি-  
স্ট্রী করাইতে পারিবে।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যেকোন আদেশ  
করেন, প্রার্থনাপত্র সেইরূপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও  
তাতে সেইরূপ সন্ধান থাকিবে, ও সেই প্রকারে  
স্থানীয় তদন্তের দ্বারা বা অন্যান্যপায়ে তাহার সত্যতা  
নির্ণয় করা যাইবে।

(৩) যে কর্মচারী প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হন, তিনি,  
(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে উৎকর্ষ  
সাধন হইলে, এই আইন প্রচলিত হইবার সমসাময়িক,  
(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষ-  
সাধন হইলে, উক্ত কার্য সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি,  
১২ মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে, তাহা  
অগ্রাহ্য করিতে পারিবে।

৯২ ধারা। (১) কোন যোতের ভূমিকারী বা প্রজা  
উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে  
উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে  
প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবার  
প্রার্থনার কথ্য।  
তৎসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন  
করা যায় তাহার প্রমাণ লিপি-  
বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাইলে,  
কোন রাজস্ব কর্মচারীর নিকট  
প্রার্থনা করিতে পারিবে। তাহা হইলে যদি তিনি  
এরূপ বিবেচনা না করেন যে, এই প্রার্থনা করিবার  
যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা এরূপ দেখা না যায় যে,  
এ বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তাধীনে রহি-  
রাছে, তবে উক্ত কর্মচারী উক্ত পক্ষের সম্মত একজন  
লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা  
গেলে, ভূমিকারী ও প্রজার মধ্যে কৃষা তাঁহাদের  
অধীন দায়দায়ার ব্যক্তির মধ্যে পরে যে কোন  
আনুষ্ঠানিক কার্য হয়, তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথ্য প্রমাণ  
মধ্যে গ্রহণ হইতে পারিবে।

৯৩ ধারা। (১) যে কোন রায়তকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, সেই রায়ত বা তদীয় স্বার্থগত পূর্বাধিকারী এই আইন অনুসারে যে সকল উৎকর্ষসাধন করি-  
রাচ্ছেন, তজ্জন্য পূর্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হইয়া থাকিলে, উক্ত রায়ত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন আদালত কোন রায়তকে উচ্ছেদ করিবার তিক্তী না আঁজা করিলে, যদি এই ধারামতে উক্ত রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়, তবে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা নিকপণ করিলে, এবং রায়তের ঐ টাকা পাইবার নিয়মাদীনে উচ্ছেদ করিবার তিক্তী না আঁজা করিলে।

(৩) যেখানে কোন বিশেষ সুবিধা পাটবৈন বলিয়া রায়ত ক্ষতিপূরণবিনা উৎকর্ষসাধন করিতে চুকি করিয়া, বা পাট্টা লওয়া তদনুসারে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন এবং উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই স্থলে এই ধারামতে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার দাওয়া করা যাইতে পারিবে না।

(৪) ১৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই ধারামতে যে হানিপূরণের আঁজা করিতে হইবে, সেই হানিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়ার্থ স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যত জন আয়েসের উপযুক্ত বোধ করেন, তত জন আয়েসের আপন গজে লগবার নিমিত্ত আদালতের প্রতি আঁজা করিয়া এবং আয়েসদের যোগ্যতা ও নিরীক্ষণপ্রণালী স্থির করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৯৪ ধারা। (১) উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত পূর্বাধিকার-মতে যে ক্ষতিপূরণ দিবার আঁজা করিতে হইবে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে, এইরূপ হিসাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে,—

(ক) যোতের জমাই মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপাদের মূল্য উৎকর্ষসাধন দ্বারা যে পরিমাণে বর্জিত হইয়াছে, সেই পরিমাণের প্রতি;

(খ) উৎকর্ষসাধনের অন্তর প্রতি ও তাহার কলযত গাল ভায়া হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রতি;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পরিশ্রম ও মূল-ধন লাগে ও প্রতি;

(ঘ) ঐ উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে ভূমিকারী কোনরূপে খাজানা দান বা ক্ষতি করিলে বা রায়তকে অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, ও প্রতি; এবং

(ঙ) ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যতকাল অবর্জিত খাজানায় উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইলে, ভূমি-দিকারী ও রায়ত উচিত বোধ করিলে, ঐরূপ সম্মতি দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণরূপে যুগ্মযোগ প্রদত্ত না হইয়া, উহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশে: অন্য কোনরূপে প্রদত্ত হইবে।

ইন্তফা ও পরিত্যাগ করিবার কথা।

৯৫ ধারা। (১) কোন রায়ত পাট্টা বা অন্য ইন্তফা করিবার কথা। নিয়মপত্রক্রমে অবদারিঃ কালের নিমিত্ত বাধ্য না থাকিলে, কোন কৃষি বৎসরের শেষে আপন যোতের স্বত্ব ও স্বার্থ ইন্তফা করিতে পারিবে।

(২) কিন্তু ইন্তফা করিলেও যদি সে ইন্তফা করিবার অন্তর তিন মাস থাকিতে ইন্তফা করিবার আপন অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস আপন ভূমাদিকারীকে না দিয়া থাকে, তবে ইন্তফা করিবার তাগিতের পরন্তি কৃষিবৎসরের নিমিত্ত ঐ রায়ত উক্ত যোতের খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(৩) নিম্নলিখিত স্থলে যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, উক্ত নোটিস ঐরূপে দেওয়া হইয়াছিল, এই ধারার কাছাকাছে আদালত এই অনুমান করিবেন অর্থাৎ,

(ক) যদি রায়ত ইন্তফা করিবার পরদীর্ঘ কৃষি বৎসরে সেই ভূমাদিকারীর স্থানে সেই গ্রামে নুতন যোত লয়;

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইন্তফা করা হয়, সেই বৎসর শেষ হইবার অন্তর তিন মাস থাকিতে যদি রায়ত ইন্তফা করা যোত যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামে আর বাস না করে;

(গ) যদি ইন্তফা করিবার পরদীর্ঘ কৃষি বৎসরের কোন সময়ে ভূমাদিকারী নিজে অন্য কোন প্রকারে ঐ যোত বা উহার কোন অংশ জমা করিয়া দেন কিম্বা চাষ করেন।

(৪) রায়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোত বা তাহার কোন অংশ যে আদালতের বিচারালয় স্থানে থাকে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিস জারী করা হইতে পারিবে।

(৫) কোন রায়ত আপন যোত ইন্তফা করিলে ভূমাদিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উহা অন্য কোন জনকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লহতে পারিবেন।

৯৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূমাদিকারীকে পরিত্যাগের কথা নোটিস না দিয়া ও খাজানা যেমন দেয়া হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ত্যাগ করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষিবৎসরে ঐরূপ ত্যাগ করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর অর্ন্ত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূমাদিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন জনকে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।



(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন গোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নিষিদ্ধি পাঠে নোটিস প্রচার করা হইবে। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিভ্যক্ত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন গোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা, দখলী স্বত্বশূন্য রায়ত হইলে, ছয় মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল কিরিয়া পাইবার নিমিত্ত যোকদ্দম উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি কতিপয় হইবে, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্তে নাযা বোধ করেন, সেই শর্তে দখল কিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যোতের অংশ করিবার কথা।

১৭ ধারা। যে প্রজার যোত হস্তান্তরযোগ্য, এই আইনের কোন কণাক্রমে সেই প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা আপনাতঃ যোতের অন্তর্গত ভূমির কিয়দংশমাত্র একপে হস্তান্তর বা উইল করিতে পারিবেন না, যাঁহাতে হস্তান্তর বা উইলক্রমে গ্রহীত। ঐ অংশ পৃথক যোতস্বরূপ উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ভোগ করিতে পারেন।

উচ্ছেদের কথা।

১৮ ধারা। ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে কোন ডিক্রী জারীকমে না প্রজাকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ না হইবার উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

১৯ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী এই ধারার ও, কোন ভূম্যধিকারির ভূমি চুক্তি থাকিলে, তাহার বিধান মাপিবার স্বত্বের কথা। মানিয়া স্বয়ং কিম্বা এতদপে তাহার স্থানেক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন মহালের বা তালুকের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে এই নিয়ম খাটিবে না, যথা—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকস্তী টেপবন্দী চেষ্টক বৎসর পরিত্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে বৎসর চাষের ভূমির পরিমাণ পরিবর্তন হইতে পারে, এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্য প্রকারে খরিদার হন, এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ ধারার শেষ মাপের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে, এ মাপ এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্ব হইয়া থাকুক বা পরে হইয়া থাকুক।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী পূর্ব্বধারামতে

প্রজা উপস্থিত হইয়া নীয়া দেখাইয়া দিবে, আদালতের এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

যে ভূমি মাপ করিতে পারেন তাহা মাপ করিতে চাহিলে, ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে দেওয়ানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রজা

উপস্থিত থাকিরা উক্ত ভূমির সীমা দেখাইয়া দিবে।

(২) যদি প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে কাঁধ্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে যে সময় উপস্থিত থাকিবার জমা প্রজার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির সীমার ও মাপের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে

কোন যোকদ্দমার বা আনু-মাপের কটির কথা।

উক্তিক কথো কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কম-কারীর আদ্যক্রমে ভূমির যে মাপ হয়, তাহা যে মাপে কতিমত এক বিঘাতে ১৪,৪০০ বর্গ ফুট হয়, সেই গবর্ণ-মেন্টের মাপ অনুসারে হইবে।

(২) উত্তর পক্ষের স্বত্ব ভিন্ন কোন স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, গবর্ণমেন্টের মাপ উক্ত যোক-দ্দমার কাঁধ্যপক্ষে স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বা গেং মাপদণ্ড ব্যবহৃত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে স্থানীয় তত্ত্ব লইবার পর তাহা নির্দেশ করিয়া বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং এরূপে যে নির্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্য্যাদ্যকদের কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তালুকের সহাধি-কেন সহাধিকারিগণ কারিগণ যদি তাঁহা র কাঁধ্য-এক জন সাধারণ কাঁধ্যা-ব্যক্তিতা সম্বন্ধে একমত না হন, গান নিযুক্ত করিবেন না এবং সেই কারণে ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ করিতে পারি-কিম্বা বং কথা।

(ক) সাধারণের অনুবিধা (খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কালেক্টরের এবং (খ) চিহ্নিত স্থলে ঐ মহালে বা তালুকে যাচার কোন স্বার্থ থাকে, এরূপ কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কেন উক্ত সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাদ্যক নিযুক্ত করিবেন না, ইহার কারণ দর্শাইবার আদেশপক্ষে নোটিস তাঁহাদের সকলের উপর জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারী যে স্বার্থের সাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ তাঁহার দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহাধিকারী হইলে তাঁহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিস্ট্রী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

১০৩ ধারা। যদি পূর্বে ধার্যমত মোটস জারী হইবার

কারণ মর্মান বা গেলে  
একজন কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত  
করণার্থ তাঁহাদিগকে আজ্ঞা  
দিতে পারিবার কথা।

পূর্বে এক বাগের মধ্যে উক্ত সহা-  
ধিকারিগণ পূর্বে প্রাপ্ত কাগজ  
দেখাইতে বা পারেন, তবে জি-  
লার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে  
একজন সাধারণ কার্যাব্যাক্ত  
নিযুক্ত করিবার আদেশ হইতে পারিবেন;  
এবং এই আজ্ঞা দিবীর পূর্বে যে কোন সহাধিকারী  
উপরিত হন নাই, এই আজ্ঞার নকল তাঁহার উপর জারী  
করা যাইবে।

১০৪ ধারা। পূর্বে ধার্যমত আজ্ঞা হইবার পর এক

আজ্ঞা পালিত না হই-  
লে কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত  
করিবার ক্ষমতা রাখা।

উক্ত আজ্ঞা জারী করা হইয়া থাকিলে, প্রকৃত জারী করি-  
বার পর প্রকৃত সময়ের মধ্যে যদি সহাধিকারীগণ একজন  
সাধারণ কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত না করেন, এবং জিলার জজ  
সাহেবের অবগতি নিমিত্ত এই নিয়োগের সম্মান না  
দেন, তবে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে সাধারণজনক পদে  
বস্তু উত্তরসম্মাননা আদে, জিলার জজ সাহেবকে ইহা  
বুঝাইয়া দেওয়া না গেলে, তিনি

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস উক্ত মহালের বা  
তালুকের কার্যাব্যাক্ততার ভার লইতে সম্মত হন সেট  
স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা এই মহালের বা তালুকের  
কার্যাব্যাক্ততা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; কিম্বা

(খ) যে কোন স্থলে একজন কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত  
করিতে পারিবেন।

১০৫ ধারা। কোন স্থানের অন্তর্গত যে সকল মহা-

পূর্বে ধার্যমত (খ) এক-  
জনমত সকল স্থলে কার্য-  
করণার্থ কোন ব্যক্তিকে  
নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা  
রাখা।

পূর্বে এক বাগের মধ্যে উক্ত সহা-  
ধিকারিগণ পূর্বে প্রাপ্ত কাগজ  
দেখাইতে বা পারেন, তবে জি-  
লার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে  
একজন সাধারণ কার্যাব্যাক্ত  
নিযুক্ত করিবার আদেশ হইতে পারিবেন;  
এবং এই আজ্ঞা দিবীর পূর্বে যে কোন সহাধিকারী  
উপরিত হন নাই, এই আজ্ঞার নকল তাঁহার উপর জারী  
করা যাইবে।

১০৬ ধারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস

কোর্ট অব ওয়ার্ডস  
বিষয়ক ১৮৭২ সালের  
আইন কোর্ট অব ওয়ার্ড-  
সের কার্যাব্যাক্ততা সম্বন্ধে  
ধাটিবে।

১০৮ ধারামতে কোন মহালের  
বা তালুকের কার্যাব্যাক্ততা তার  
প্রাপ্ত করিলে, সেই স্থলে কোর্ট  
অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭২  
সালের আইনের যে সমস্ত  
বিধান দ্বারা সম্পত্তির কার্যাব্যাক্ততা  
সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা, সেই সমস্ত বিধান উক্ত কার্যাব্যাক্ততা  
সম্বন্ধে ধাটিবে।

১০৭ ধারা। (১) জিলার জজ সাহেব সমস্ত

গোষ্ঠী আদেশ করেন, ১০৮  
ধারার (খ) প্রকৃতমতে নিযুক্ত  
করা কার্যাব্যাক্ত পারিবারিক  
কথা।

কিন্তু কার্যাব্যাক্তকরণে তিনি যে টাকা আদায় কন  
সেই টাকার সেইরূপ শতকরা প্রাপ্ত হইবেন।

(২) জিলার জজ সাহেব যেহেতু জামিন দিবার  
আদেশ করেন, উক্ত কার্যাব্যাক্ত ব্যতীতি আঁপনার  
কর্তব্য সম্পাদন করিবার সেইরূপ জামিন দিবেন।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, সহাধিকারীগণ সংস্কৃ-  
তাবে যে সকল কমতামুসারে কার্য করিতে পারিতেন  
তিনি জিলার জজ সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে কার্যাব্যাক্ততা  
নিমিত্ত সেই সকল কমতামুসারে কার্য করিতে পারি-  
বেন, এবং সহাধিকারীগণ প্রকৃত কোন কমতামুসারে  
কার্য করিবেন না।

(৪) তিনি জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞামুতাবে  
লভ্য লভ্য কার্য করিবেন ও তাহা বটন করিয়া  
দিবেন।

(৫) তিনি রীতিমত হিসাব রাখিবেন, এবং সহাধি-  
কারীগণকে বা তাঁহাদের কোন জনকে উক্ত হিসাব  
দেখিতে ও তাঁহার নকল লভ্য দিবেন।

(৬) উক্ত জিলার জজ সাহেব যে সময়ের ও  
পার্শ্ব আজ্ঞা করেন, তিনি সেই সময়ের ও সেই পার্শ্ব  
আঁপনার হিসাব পাঠ করিবেন।

(৭) ভূস্বামীরা ১১২ ধারামতে যে কোন প্রার্থনা  
করিতে পারিবেন, তিনি সেই প্রার্থনা করিতে  
পারিবেন।

(৮) জিলার জজ সাহেবের আঁপনকে তাঁহাদের  
পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে, প্রকৃতমতে নহে।

১০৮ ধারা। কোন মহাল বা তালুকের কোর্ট অব

ওয়ার্ডসের কার্যাব্যাক্ততায়  
সহাধিকারিগণকে কা-  
র্যাব্যাক্ততার প্রত্যাশন  
করিবার ক্ষমতা রাখা।

যদি জিলার জজ সাহেবের এইরূপ হুঁদোম জন্মে, স  
সাধারণের অনুবিধা বা ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে হান  
বিনা সহাধিকারিগণের দ্বারা কার্যাব্যাক্ততা চলিবে, তবে  
তিনি যে কোন সময়ে সহাধিকারিগণকে উক্ত মহালের  
বা তালুকের কার্যাব্যাক্ততা তার প্রত্যাশন করিবার  
আদেশ করিতে পারিবেন।

১০৯ ধারা। হই কোর্ট সময়ের পূর্ব কএক ধারামত

বিধি প্রণয়ন করিবার  
কর্ম নির্দেশ করিয়া বিধি  
প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

## ১০ম অধ্যায়।

ନାମ୍ବର ମିଳି ୫ ଖାଜାମାତ ବୟୋବସ୍ତୁ ଚିତ୍ରିତାର ବିଧି ।

‘ବଢ଼େଇ ଜିମ୍ବିର କଥା’ ।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণরকে যে কোন স্থলে  
মাসুল ভাধিষ্ঠিত জিহুড গবর্ণর  
জেনরল নাহেবের অমুখতি  
করিবার আজ্ঞা দিতে  
পারিবার কথা।  
এছাড়াও পক্ষান্তরিত  
কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে  
একরূপ অমুখতি গ্রহণ না করিয়া  
পারিবার, যে সময়ের স্থানীয়  
গবর্ণরকে প্রজ্ঞাপনের  
বাক্যে প্রজ্ঞাপনের  
স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করা  
যাইবে।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে মন্ত্রিসভাপ্রতিষ্ঠিত ক্রীড়া  
গণপরিষদগুলি সাহেবে, অনুমতি পূর্ব্ব গ্রহণ না  
করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে,  
অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে ভূমি অধিকারী কিংবা ভূস্বামীকর্তাদের, বা প্রজাদের অনেকাংশ লোকে উক্ত আত্মা পাইবার প্রার্থনা করত, এবং খরচ দিবার নিষিদ্ধ স্থানীয় গবর্ন-মেন্টের আদেশনায় তাঁরা আশ্রয় করেন, সেস্থানে ;

(খ) যে স্থলে ঐরূপ লিপি প্রস্তুত করিলে, সাধা  
রণতঃ প্রমাণ ও ভূমিাধিকারীদের মধ্যে যে গুরুতর বিবাদ  
আছে, তা বহুবার সম্ভাবনা, তাঁহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ  
কইতে পারে, সেই স্থলে ; এবং

(গ) যে স্থলে গবর্নমেন্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস  
মহারাজার মালিক বা কার্যাব্যাহক, এরূপ কোন মহালের বা  
জায়গার মধ্যে, উক্ত স্থান অনুভুক্ত থাকে, সেই স্থলে।

(৩) এই প্রায়শত কোন আত্মার বিকাশের রাজ-  
কীয় গেজেটে দেখে যা গেলে, তাহাট উক্ত আত্মা যখন  
বিধি হইবার লক্ষ্যে প্রমাণ হইবে।

১:১ ধারা। পূর্ব ধারামতে কোন আদ্য করা গেলে

যে বিশেষ কথা লি-  
নিবদ্ধ করিতে হইবে,  
তাহা কথা।

গুলি তদ্ব্যধা থাকিত পারিত, অর্থাৎ,—

(ক) প্রত্যেক প্রকার নাম ;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি তাঁর  
 দাবী কি অধিকারিত হারে ভূমি ভোগকারী রায়ত কি  
 দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত কি  
 কোর্স রায়ত ;

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা ;

(খ) তদীঃ ভ্রম। শিকারির . ১৭ ;

( ୬ )    ଦେୟ ଆକାଶୀ :

(চ) চূড়ান্তে, কি আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি প্রবাসীরা যে উক্ত যে প্রকারে উক্ত খাজানা ধার্য হইয়া থাকে তাহা।

(৬) খাণী ক্রয়: বুদ্ধি দিয়া থাকিলে, যে সময়ে ও যে দরে বুদ্ধি হয় তাহা :

(জ) কো. বিশেষ নিয়মে প্রজা ভূমি ভোগ  
করুলে ডাঃ।

১১২ ধারা। জুখামী ও তালুকদার প্রার্থ্য করিলে

জুহামীর বা ভালুকদা-  
রেন প্রাণনাশের ব্যতীত  
কমচারীর বিশেষকরণ  
নির্ণয় করিতে পারি-  
বায় কথা।

রাজ্য কণ্ঠচ্যুতী কোন মৰ্ণন  
বা কোনক বা ভাণ্ডার কোন মৰ্ণন মৰ্ণন পূৰ্ণি  
নিষ্কৃতি বিশেষ কথা মিল্লগণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে  
পারিবেন।

૨૭ માર્ચ (૧) રૂઝના કચ્છાકો જે ભિનિ સમ્પૂર્ણ

নিম্নি প্রকাশ করিবার  
কাল।

করিলে জানীয় গবর্ণমেন্টে বিধি-  
ক্রমে যে প্রকারে ও যত কাল

শেই প্রকারে ও উক্তকাল ই লিপির পাণ্ডুলেখা এই  
মানে প্রকাশ করা যেন, এবং উক্ত কাল মধ্যে ই লিপির  
কোন লেখা নষ্ট হইবে, য কোন আপত্তি করা যায়, তাহা  
গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন

(২) উক্ত কাল অতীত হইলে, রাজস্ব কর্মচারী উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে বিধি ক্রমে যে প্রকারে প্রকাশ করিবার আদেশ করেন, সেই প্রকারে উহা প্রকাশিত হইবে প্রকাশ করাইবেন, এবং উক্ত লিপি এত অব্যাহত হইবে যতাবধি প্রস্তুত করা গিয়াছে প্রকাশ করেনই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১০৪ শার । পূর্ষি শাস্ত্রানুসারে উক্ত নিম্নি হৃদাস্থরূপে

নিম্নে দেখা যাবে  
 বিবাদ হইলে  
 প্রণালীর কথা ।

প্রকাশ পরিবার পূর্ণে কোম  
 সমার রাজস্ব কক্ষচারী  
 তাহারে কোম কথা লিখিব্যর

এস্তাব করিলে এ লিখিলে  
যদি তাহার শুদ্ধতাপক্ষকে বিধান উদ্ভিত হয়, তবে  
নাশ্ব কৰ্ম্মচারী এই বিধান অবশ্য করিয়া নিষ্পত্তি করি-  
বেন, এবং দে-য়ানী যোগদ্ধার কার্য প্রণালী বিষয়ক  
আইনে যোগদ্ধার বিচার করিবার যে কার্য প্রণালী  
নির্দিষ্ট আছে, এই আইনমতে স্থানীয় গণনামেষ্টার  
প্রণীত বাধা মানিয়া উক্ত কার্যপক্ষে সেই কার্য প্রণালী  
অবলম্বন করিবেন, এবং তাহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুলা  
দলবে চইবে।

૧૦૫ થાત્રી । ( ૧ ) ખૂર્શિ થાતામઠ રાજ્ય કર્મજાત્રી-

রাজ্যের কর্মচারীদের  
নিষ্পত্তির উপর আপী-  
নের কথা।

(১) পূর্ব শারদ ত্রয়োদশী পর্যন্তকারী বিম্পত্তির উপর বিশেষ তত্ত্বের নিকট আপীল হইতে পারিবে; এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যাবলী বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহা উক্ত আপীলসম্বন্ধে যতদূর খাটিতে পারে খাটিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কাছাকাছি থাকা বিবরণ আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম সারার অর্থনতে বিশেষ জজ হাই কোর্টের অধীন আদালত হচ্ছে যেরূপ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিম্নাধীনে তাঁহার নিষ্পত্তির উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে

১১৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিপির প্রস্তুত করা যায় তাহা হইবে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে ও যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, তাহা পৃথক করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(২) উক্ত লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে শুদ্ধ বলিয়া গণ্যমান হইবে।

খাজানা ধাৰ্য্য হইবার বিধি।

১১৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে উচিত কোন স্থানে একরূপ আদেশ দ্বারা খাজানা ধাৰ্য্য করণীয় রাজস্ব কর্মচারীদের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবে, যে কোন স্থানের অন্তর্গত সমুদয় ভূমির বা কোন ভূমির প্রকৃত খাজানা, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এইরূপ সময়ে যে রাজস্ব কর্মচারীগণকে নিযুক্ত করিল, তাহা দ্বারা ধাৰ্য্য হইবে।

কিন্তু একরূপ আজ্ঞা করা বাঞ্ছনীয়, স্থানীয় তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের একরূপ জ্ঞাপন না জন্মিলে, উক্ত গবর্ণমেন্ট একরূপ আজ্ঞা করিবে না।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ,

(ক) যে কোন স্থলে যত্নের লিপি প্রস্তুত করিতে এই অধ্যায়মতে কোন রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি আদেশ করা যায়, এবং

(খ) যে স্থলে কোন স্থান সম্বন্ধে রাজস্ব ধাৰ্য্য হইতেছে।

(৩) এই ধারামতে রাজস্বের গেজেটে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, উক্ত বিজ্ঞাপনই উক্ত আজ্ঞা যথাসিদ্ধ হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং কোন আজ্ঞা একরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা যত্নাল একরূপে বিজ্ঞাপিত আজ্ঞাক্রমে রহিত না হই, ততকাল অবলম্ব্য থাকিবে।

(৪) কোন আজ্ঞানের সম্বন্ধে এই ধারামতে আজ্ঞা প্রদত্ত থাকিতে, কোন দেওয়ানী আদালত এই আইনমতে উক্ত আদেশের খাজানা রাজ বা কম করিবার যৌক্তিকতা গ্রহণ করিবে না।

১১৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কর্মচারী এই অধ্যায়মতে খাজানা ধাৰ্য্য করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, ১১১ ধারার নিৰ্দ্ধিষ্ট বিশেষ কথা ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টে অন্য কোন কথা লিখিত করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দিলে সেই অন্য কথা লিখিত করিয়া লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) ১ একরূপমতে লিপিতে উক্ত কর্মচারী কোন কথা লিখিয়া থাকিলে বা লিখিবার প্রস্তাব করিলে, তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে, পশ্চাত্তিথিত বিধানমতে জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন সময়ে বিবাদ উত্থাপিত হইলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার বিধান থাকিবে।

(৩) যে ভাষায় খাজানা পরিবর্তিত হইতে পারে সেই ভাষায় হইবে। কিন্তু সম্বন্ধে বিবরণিত রাহতের যোক্ত হইলে জমাবন্দীর বা প্রচার প্রার্থনামতে উক্ত কর্মচারী উৎসাহে উৎসাহ ও মাথা খাজানা ধাৰ্য্য করিবে।

(৪) যখন বিপরীত দর্শন না যায় এই কার্যের নিমিত্ত তিনি বা খাজানা উপকরণ নাগা বলিয়া অনুমান করিবে, বা খাজানা বাগা করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতের উপস্থাপিত এই আদেশ যে সকল বিধান নিৰ্দ্ধিষ্ট করিল, তাহা প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

(৫) ৩৪৪ প্রকরণমতে সমুদয় আদেশ এই কার্যে উক্ত কর্মচারী এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধান মত, দেওয়ানী সম্বন্ধে রাজস্ব কার্য প্রণীতি বিষয়ে আইনের নিৰ্দ্ধিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিবে এবং একরূপ আদেশ আনুষ্ঠানিক কার্যে তাহার নিষ্পত্তি করিবার তুল্য বলবৎ হইবে।

(৬) একরূপ আদেশ নিষ্পত্তির উপর ১১২ ধারামতে উক্ত বিশেষ জজের একটি আপীল হইতে পারিবে। তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু তাহা এইরূপে অধীন থাকিবে যে, এই ধারার (২) প্রকরণমতে উক্ত আপীলে যদি হাই কোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা পরিচালনা কোন যোক্তের খাজানা ধাৰ্য্য হইয়াছে, তদ্বারা কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট এই যোক্তের নিমিত্ত নূতন খাজানা ধাৰ্য্য করিতে পারিবে, কিন্তু তাহা ধাৰ্য্য করিবার জন্য এই জমাবন্দীর মধ্যে সেই ভূমির অন্যান্য যোক্তের বিরুদ্ধে খাজানা এই ধারামতে নির্ণীত বা ধাৰ্য্য হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া চলিবে।

(৭) রাজস্ব কর্মচারী যে সকল বিশেষ কথা লিখিতে ও যে খাজানা ধাৰ্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন, সেই সকল বিশেষ কথা ও খাজানা লিখিলে ও ধাৰ্য্য করিলে তিনি এক বা একাধিক জমাবন্দীর পাঠ্য লেখা প্রস্তুত করিবে। তিনি যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করেন ও খাজানা ধাৰ্য্য করিলে যত তাহা খাজানা ধাৰ্য্য করেন তাহা উক্ত জমাবন্দীতে দেখাইতে হইবে।

(৮) জমাবন্দী ১১৩ ধারার মত যাত্রী লিপি হইলে, ১১৩ ধারা উৎসাহে একরূপ চিহ্নিত, এই ধারামতে প্রত্যেক জমাবন্দী সম্বন্ধেও সেইরূপ থাকিবে এবং এই ধারা (১) প্রকরণমতে কোন জমাবন্দীতে যে সকল কথা লেখা যায় উৎসাহে ১১৪ ধারা থাকিবে।

১১৯ ধারা। পূর্বে ধারামতে কোন খাজানা পরিবর্তন করা গেলে, জমাবন্দী যে সময়ে খাজানার পরিবর্তন করিলে তাহার কথা।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারার (৩) প্রকরণমতে কোন যোক্তের খাজানার টাকা ধাৰ্য্য করিবার নিমিত্ত কোন জমাবন্দীর প্রার্থনা করিবার ক্ষমতা থাকিলে, জমাবন্দীর উৎসাহদান কিম্বা যোক্তের পরিমাণ পরিবর্তন হেতুক

না হইলে এই অধ্যায়সভে যোক্তের যে খাজানা নির্ণীত বা গাছ হয়, তাহা জমাবন্দী চুক্তিগতপে প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি পনের বৎসর পাল মধ্যে রক্ষি করা যাইবে না।

অতিরিক্ত বিধানের কথা।

১২১ ধারা। একজন ভূস্বামিকারীর, কিম্বা অনেক ভূস্বামিকারীর ও প্রচার প্রার্থ-

এই অধ্যায়সভ কার্য-  
নুসারে যে খরচ পড়ে  
তাহার কথা।

না-তে, কিম্বা প্রার্থা ও ভূস্বামি-  
কারীদের মধ্যে গুরুতর বিবাদ  
নিষ্পত্তি বা নিবারণ করিবার

উদ্দেশ্যে, এই অধ্যায়সভে কোন আদেশ করা গেলে, কেবল এই অধ্যায়সভের বিধান সকল কার্যে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্মচারীরা আপন রাজকীয় কক্ষাতি-কর্তৃক উক্ত বিধান সকল করিতে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বেতনের যে অংশ স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়েই প্রদান করেন, সেই অংশ সময়ে উক্ত বিধান কোন ক্ষেত্রে ফল করিতে গবর্নমেন্টের যে সমুদয় খরচ পড়ে, তাহা এই স্থানের যে ভূস্বামিকারী ও প্রচারের খাজানা এই অংশ সময়ে প্রদান বা নির্ণীত হয়, তাঁহার স্থানীয় গবর্নমেন্ট প্রত্যেক স্থলে সমুদয় ভাবগতিক বিবেচনায় রূপে প্রবর্তনীয়মতে স্থির করিয়া দেন, সেই-রূপ কার্যক্রমসমূহে সিদেন; এবং কোন ব্যক্তির এরূপ খরচের যে ভারস্থানীয়মতে অংশ দিতে হয়, তাহা তাঁহার দেবা বাকী রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

১২২ ধারা। কোন প্রার্থাভুক্ত সম্বন্ধে ১১১ ধারার

লিপি প্রস্তুত হইয়া  
থাকিলে, অবশ্যি তা-  
জানা পক্ষীয় অনুমান  
বা খাতিয়ার কথা।

(খ) প্রার্থনের লিখিত বিশেষ  
কথা এই অধ্যায়সভে লিপিবদ্ধ  
করা গেলে পর ৬৪ ধারাম-  
তস্থান তৎসম্বন্ধে খাতিয়ে না।

## ১১শ অধ্যায়।

তারের তালিকাভিকরক বিধি।

১২৩ ধারা। স্থানীয় গবর্নমেন্ট রাজকীয় গেজেটে

তালিকা প্রস্তুত করি-  
বার আদেশ দিতে পারি-  
বার কথা।

আজ্ঞা প্রদান করিয়া কোন  
রাজস্ব কর্মচারীকে একমুখে  
স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত  
আদেশসমূহের সাহায্যে কোন

স্থানের জন্য এইরূপ একটা তালিকা প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিতে পারিবন, যাহাতে উক্ত স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রেনীর ভূমির নির্দিষ্ট উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের দেয় খাজানার হার দেখান যাইবে।

তালিকার বাণী লেখা  
থাকিবে তাহার কথা।

১২৪ ধারা উক্ত তালিকার  
এই এই কথা লেখা থাকিবে,  
যথা,

(ক) ভূমির প্রকৃতি, অবস্থান, জলসেচনের উপায় ও তৎসঙ্গে অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় যে করক প্রেনীর ভূমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাজানার হার প্রদান করা আদেশ্যক হয় তাহা; এবং

(খ) এরূপ প্রত্যেক প্রেনীর ভূমি যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা ভোগ করে, উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে তাহাদের দেয় খাজানার হার।

১২৫ ধারা। ১২৪ ধারা-  
যে বিধি অনুসারে  
খাজানার হার প্রদান  
করিতে হইবে তাহার  
কথা।

মতে কোন প্রেনীর ভূমির খাজা-  
নার হার প্রদান করিবার সময়ে  
নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি  
রাখিতে হইবে।

(ক) তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত প্রেনীর ভূমির জন্য মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা গাণনাভ্যঃ যে হারে খাজানা দিয়া থাকে, তৎপ্রতি;

(খ) যে সময়ে হার প্রদান হয় সেই সময়ে ঐ স্থানে চলিত বাজারে প্রদান্য খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য ছিল, অথবা উক্ত সময় কিম্বা সেই সময়ের গড় মূল্য হইলে প্রদান্য যাহাতে তা পারিলে, অন্য যে সময় তুলনার নির্দিষ্ট লওয়া ন্যায্য ও প্রযুক্তর বোধ হয়, সেই সময়ে যে গড় মূল্য ছিল। তাহার প্রতি;

(গ) যে সময়ে তালিকা প্রস্তুত করা যায় সেই সময়ে ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রদান্য খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য ছিল, তাহার প্রতি; এবং

(ঘ) নিম্নলিখিত বিধির প্রতি, অর্থাৎ, যদি প্রদান্য খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধিহেতু কোন প্রেনীর ভূমির খাজানার হার বৃদ্ধি করা যায়, তবে পূর্বে গড় মূল্যের সহিত বৃদ্ধিত গড় মূল্যের যে অমুপাত থাকে, পুরাতন হারের সহিত হুতন হারের তদপেক্ষা উক্ত অমুপাত না হইবে না, এই বিধির প্রতি।

কিন্তু কোন প্রেনীর ভূমির নির্দিষ্ট প্রদান্য করা হার উন্নয়ন হার অপেক্ষা তাঁহার চারি আশার অধিক হইবে না।

১২৬ ধারা। উক্ত রাজস্ব কর্মচারী এই তালিকা প্রস্তুত  
তালিকার স্থানীয়  
প্রকাশ করিবার কথা।

বিলে, উহা যে স্থান সম্পর্কীয়  
হয়, সেই স্থানের প্রচলিত মৌলীয়  
তাহার তিনি, স্থানীয় গবর্নমেন্ট  
সময়েই প্রচারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত  
স্থানে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন।

১২৭ ধারা। তালিকার কোন লেখ্যসম্বন্ধে কোন ব্যক্তির  
আপত্তি থাকিলে তিনি এরূপ  
রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি  
প্রদান করিবার পর এক মাস  
নিষ্পত্তি করিতে পারি-  
বার কথা।

মিন্ট দরখাস্ত করিতে পারি-  
বেম; এবং রাজস্ব কর্মচারী  
আদেশসমূহের সাহায্যে  
একপ আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং তালিকা  
পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

১২৮ ধারা। উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আপত্তি  
তালিকা উন্নয়নরাজস্ব  
কর্মসমূহের নিকট পাঠা-  
ইবার কথা।

খণ্ডের কমিশ্যনর সাহায্যে  
যদি রোজমেন্ট বোর্ডে উক্ত তালিকা অনুবাদসমূহ  
নির্দিষ্ট পাঠাইবেন, এবং তৎসঙ্গে আপনার কার্যবিবরণ,  
প্রত্যেক বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহার স্বেচ্ছা  
লিখিত রিপোর্ট ও যের আপত্তির দরখাস্ত পাওয়া  
গিয়া থাকে তাহাও পাঠাইবেন।

১২৯ ধারা। রেবিনিউ বোর্ড যে প্রকারে উচিত

ভাণ্ডার হইল রেবিনিউ বোর্ডের কার্যপ্রণালীর বর্ণনা।

পাঠান যায় বা পরে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাঁহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশে গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, অথবা অতিরিক্ত অনুসন্ধানের নিমিত্ত মোকদ্দমা ফিরাইয় দিতে পারিবেন।

১৩০ ধারা। বোর্ড হারের তালিকা অনুসন্ধান করিলে উহা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রেরিত হইবে উক্ত গবর্ণমেন্টে যে কোন লিখিত আপত্তি প্রাপ্ত হইল, তাহা বিবেচনা করিয়া

দেখিলে পর, যে কোন রূপে উচিত বোধ করেন, উহা সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ করিলে এইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন, যে উক্ত তালিকা সম্পূর্ণরূপে বা অংশে গ্রাহ্য হইবে সেই স্থানের নির্দেশ দ্বিতীয় রাজ্যীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

১৩১ ধারা। কোন স্থান সংক্রান্ত তালিকা পূর্ক প্রারম্ভে যে প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে তাহার বর্ণনা প্রদান হইবে, এবং প্রকাশ করবার সময় স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পনের বৎসরের অন্তর বা ত্রিশ বৎসরের অন্তর যত দূর প্রবল থাকিবার আবেদন করেন, তত কাল প্রবল থাকিবে।

১৩২ ধারা। ১৩০ ধারামতে তালিকা প্রকাশ করা গেলে তাহা এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে নিম্নলিখিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রদান করণ হইবে, অর্থাৎ,—

(১) তালিকা প্রস্তুত করিবার কাল এই আইন অনুসারে যথানিয়মে করা হইয়াছে; এবং

(২) এই আইনে প্রকারান্তরে বিধান না থাকিলে, প্রত্যেক প্রকার ভূমির নিমিত্ত তালিকায় যেহেতু উক্ত তালিকা যে স্থানে বসে, সেই স্থানের অন্তর্গত ঐ প্রকার ভূমির জন্য দখলীস্বত্বনিশিষ্ট রায়তদের দ্বারা উপযুক্ত ও ন্যায্য হার।

১৩৩ ধারা। কোন স্থানের নিমিত্ত হারের তালিকা-মাত্র প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্মচারীরা আপনাদের পরিশ্রমী কর্মসম্পাদিত উৎপাদিত করিতে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বেতনের যে রূপ

অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে নিরূপণ করেন, সেইরূপ অংশ সময়ে ঐ তালিকা প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেন্টের সে পরচ পড়ে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে যে রূপ হারহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারহারীমতে উক্ত স্থানের দখলীস্বত্বনিশিষ্ট রায়তদের ও ভূমিস্বত্ব-স্বত্বাধিকারীরা দিবেন; এবং কোন ব্যক্তির উক্ত হারের হারহারী-মতে অংশ দিতে হইবে, তাহা তাঁহার দেনা দাকী ভূমির

রাজস্বের দ্বারা তাঁহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারবে।

১৩৪ ধারা। পূর্ক এক ধারামতে কোন স্থানে কোন

ভূমির তালিকা প্রবল থাকিলে, উক্ত ভূমির অন্তর্গত যে স্থান কোন দখলীস্বত্বনিশিষ্ট রায়ত মূল্য-রূপে প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করে,

সেই যোতের ভূমিস্বত্বকারী উক্ত কালে সেই স্থানীয় এই দখলীস্বত্বনিশিষ্ট রায়তের উপস্থিতিতে পরি-বেশ, যে তালিকার নিমিত্ত হারে যে প্রাপ্ত হইবে তাহা উক্ত হারের কাল তাহা হইলে আদায়ত হার-কারী নির্দিষ্ট হারামতে প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু

১ম।—হাতিয়া কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্ক-কারী ভূমি ভোগ করিতে অসম্মত হইবার পরে ভূমি-স্বত্বকারী যোতের অন্তর্গত কোন ভূমির প্রাপ্ত হইবে এই ধারামতে উক্ত হারে প্রাপ্ত করিতে হয়। এবং উক্ত পরিবর্তন না ঘটিলে যদি তাহা এই ধারামতে নিম্নতর হারে প্রাপ্ত করা যাইত, তবে নিম্নলিখিত বিধি থাকিবে, যথা,—

(১) যদি কেবল রায়তের বা স্থানীয় স্বার্থগত পূর্ক-কারীর পরিশ্রমে বা খরচে ঐ পরিবর্তন ঘটনা থাকে, তবে গণনা ও নিম্নতর হারে প্রাপ্ত হইবে; এবং

(২) যদি অংশে ভূমিস্বত্বকারীর কিম্বা স্থানীয় স্বার্থগত পূর্ক-কারীর পরিশ্রমে বা খরচে, এবং অন্তর্গত রায়তের কিম্বা স্থানীয় স্বার্থগত পূর্ক-কারীর পরিশ্রমে বা খরচে ঐ পরিবর্তন ঘটনা থাকে, তবে আদায়ত মোকদ্দমায় সমুদয় ভূমিস্বত্বকারী প্রত্যেকের উপস্থিতিতে বা নাথাকিলেই হইবে, উক্ত হারে প্রাপ্ত হইবে; এবং

(৩) ভূমিস্বত্বকারীর বা রায়তের কিম্বা তাঁহার দ্বারা প্রাপ্ত পূর্ক-কারীর পরিশ্রমে বা খরচে উক্ত পরিবর্তন ঘটিলে, যদি ইহার প্রমাণ না হয়, তবে আদায়ত হারে ও নিম্নতর হারের অন্তর্গত অংশের অংশের সহিত নিম্নতর হারে প্রাপ্ত হইবে।

২য়।—এই ধারামতে যে স্থান থাকে, তুকি বা দেখা-চারক্রে কিম্বা কোন মাধ্যম করণে রায়ত তদপেক্ষা নিম্নতর হারে ভোগ করিবার অধিকারী হইয়া প্রমাণ করিলে, আদায়ত নিম্নতর হারে প্রাপ্ত হইবে।

৩য়।—এই ধারামতে প্রাপ্ত হইবার যে সকল ক্ষতি হয় তাহা প্রতি ৪৯ ধারামতে এবং প্রাপ্ত হইবার অপেক্ষা কম হইতে পারে কিম্বা মূল্যবদ্ধ হইতে পারে। ৫ ধারামতে প্রাপ্ত হইবার মোকদ্দমা হইলে যে রূপ হইত, সেইরূপ এই ধারামতে সমুদয় প্রাপ্ত হইবার মোকদ্দমায় প্রতি ৫০ ধারা বর্ণিত।

উদাহরণ।

(ক) কোন প্রকারে ভূমির জন্য তালিকা এইরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে,—

কাল হইতে ভূমিতে অংশে প্রাপ্ত হইবে।

গেলে ... একর প্রতি ৪ টাকা।

রূপে প্রাপ্ত হইবে ... একর প্রতি ২ টাকা।

দখলীসত্তাবিশিষ্ট রায়ত আবাদ, বলরাম, চন্দ্র ও দীপ-  
খাথের যোত, এই প্রকারের ভূমি। এই যোতের অন্তর্গত ভূগ  
হইতে ভাগিতে জনসেবা হয়।

আবদার যোতের কু পুরাতন, প্রজন্মসৃষ্টির পূর্বে  
হইতে আছে। বলরামে যোতের ভূগ প্রকাশ হস্তে হইবার  
ভূমিধারী প্রস্তুত করাইয়াছেন। চন্দ্র যোতের কুপ বা  
প্রস্তুত করাইয়াছেন। দীপখাথের যোতের কুপ ভূমিধারী  
ও রায়ত প্রত্যেকে পরিভ্রমণ মাচলশার কিয়দংশ দি  
প্রস্তুত করাইয়াছেন। আবদ ও বলরামের যোতের  
খাজানা একর প্রতি ৭৮ টাকা করে, চন্দ্র যোতের খাজনা  
একর প্রতি ২৮ টাকা করে, এবং দীপখাথের যোতের খাজনা  
২৮ টাকা ও ৪৮ টাকা এই উভয়ের মধ্যবর্তী যে হার  
আদায়ত উপায় ও ন্যায্য বিবেচনা করিয়া, সেই হারে  
খায়া করিতে হইবে।

(খ) কোষ এক প্রকারের ভূমির বিধিত ভালিকায় যে  
হার লিখিত আছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপ :-

কোষ মন্দির শাখা হইতে উক্ত ভূমিতে

জল সেবা করা গেলে

... একর প্রতি ৪৮ টাকা।

ঐরূপে জল সেবা করা না গেলে ... একর প্রতি ২৮ টাকা।

দখলীসত্তাবিশিষ্ট রায়ত ঈশান ও যোতের যোতের ভূমি  
উক্ত প্রকারের, এবং ভাগিতে চরণ এবং পূর্বে ঐরূপ জল  
সেবা করা যাইত না, কিন্তু এই সময়ে বিল্টস্ একটা মন্দির  
গতি পরিবর্তন হওয়াতে এই যোতের পার্শ্বে মৃত্যু একটি  
কলীশ খাওয়া ঈশান পক্ষ, বৎসর আবার যোত দখল  
করিতেছেন, যাবৎ ত্রিশ বৎসর যাত্রা ঈশানের যে যোত  
খাজানা ৮৮ টাকা করে এবং যাবৎ যোতের খাজানা ৪৮  
টাকা করে খায়া করিতে হইবে।

### ১৩শ অধ্যায়।

ভূমামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

১৩১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে এইরূপ আদেশ-

ভূমামীর নিজ জমী  
ভরণ ও লিপিবদ্ধ  
করিবার অজ্ঞা দিতে স্থা-  
নীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা  
কথা।

স্বত্বক আঞ্জা করিতে পারিবেন  
যে, নোংরা নির্দিষ্ট স্থানে ৩০  
ধারা। মর্শ্বী, মর্শ্বী ভূমামীর  
নিজ জমী বলিয়া যে সকল জমী  
থাকে, নোংরা রাজস্ব কর্মচারী  
তাঁহা ভরণ করিয়া লিপিবদ্ধ  
করেন।

১৩২ ধারা। ভূমামীর নিজ জমী বলিয়া নোংরা জমী

ভূমামীর বা প্রজান প্রা  
র্থনায়তে নিজ জমীর  
কথা। লিপিবদ্ধ করিতে  
রাজস্ব কর্মচারীর ক্ষম-  
তার কথা।

কথিত হইলে, উক্ত জমীর ভূমি-  
মীর বা নোংরা প্রজার আর্থনা-  
মতে ও খরচের যত টাকা তাঁর  
শ্যাক হয়, তিনি সেই টাকা  
আদায়ত করিলে, কোন রাজস্ব  
কর্মচারী এরূপে স্থানীয় গবর্ণ-  
মেন্টে যিহা প্রণয়ন করেন, সেই নিম্নে স্থানীয় ও

উদযুগার উক্ত জমী ভূমামীর নিজ জমী কি না, ইহা  
নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১৩৩ ধারা। কোন রাজস্ব কর্মচারী পূর্বে দুই দাবার

নিজ জমী লিপিবদ্ধ  
করিবার কার্য্যপ্রণালী  
কথা।

কোন ধা ১৩৩তে কার্য্যপ্রণালী  
করিলে, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫ ও ১৩৬  
ধারা বিধান বহির্ভবে।

১৩৪ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম-

ভূমামীর নিজ জমী  
নির্ণয় করিবার বিধি।

চারী নিম্নলিখিত জমী ভূমি-  
মীর নিজ জমী বলিয়া লিপি-

বদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খায়া, জেরা ৪. মের, নিজ নিজ যোত  
বা খায়াত লিপিবদ্ধ ভূমামীর নিজ আদায় মরজার  
ধারা ১ আদায় চাকর ধারা ১ নোংরা ভোগা মজুর ধারা  
এই আদায় লিপিবদ্ধ ভূমামীর আদায়ত পূর্বে প্রণয়ন  
বার বৎসর চায়া করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই  
জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী আদায়চারক্রমে ভূমামীর  
খামার, জেরা ৪, মের, নিজ, নিজ যোত বা কামাও জমী  
বলিয়া খায়াত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূমামীর নিজ জমী বলিয়া লিপি-  
বদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে,  
উক্ত কর্মচারী দেণ চার প্রত্ন এবং ১৮৮৩ সালের  
মার্ক মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূমামীর নিজ জমী বলিয়া  
বিশেষ করিয়া এই জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না  
এই কথা প্রত্ন দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু যাবৎ বিপরীত  
দর্শন না যায়, তাহা উক্ত জমী ভূমামীর নিজ জমী  
নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূমামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে  
দেওয়ান আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব  
কর্মচারীর কাগজাদি প্রদর্শনীয় এই ধারায়  
যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তাহা প্রত্ন দৃষ্টি  
রাখিবেন।

### ১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

১৩৪ ধারা। কোন রায়তের বা গোলা রায়তের

হে ২ স্থলে কোকের  
মরখান্ড করা যাইতে  
পারিবে তাহার কথা।

ভূমামীর বা গোলা  
পাওনা হইলে, ও এক বৎসরে  
অধিক কাল পাওনা হইয়া না  
থাকিলে, এবং তৎকাল ভূমি-  
কারী কোন জমির না লইয়া থাকিলে, উক্ত ভূমামীর  
আদায়তে অন্য যে আতিকার পাওনা পারেন, তাহা  
রিক দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া এই  
প্রাধিকার করিতে পারিবেন, যে উক্ত আদায়ত এই ক্র-  
কের দখলে যাণ আছে,

(ক) এরূপ যে কোন শস্য বা ভূমির অন্য উৎপন্ন  
এ যোত কাটা বা ভোণা না হইয়া থাকে, ও

(খ) এরূপ যে কোন শস্য বা ভূমির অন্য উৎপন্ন  
উক্ত যোতে জমিয়াছে এবং কাটা বা ভোণা গিয়া ঐ  
যোতে বা শস্য বা ভিবার স্থানে, কিংবা (ক) উক্ত ভূমি  
বা ভোণা তৎকাল (২) ন্যায় বাড়াই লুপ্ত করিয়া  
স্থানে রাখ হইয়াছে,

তাঁহা ক্রোক করিয়া উক্ত দাবী খাজানা আদায়  
করেন।

কিন্তু

(১) বঙ্গদেশের জমি রেজিস্ট্রারী করণ বিধানক  
১৮৭৬ সালের আইনমত অর্থকরণাধীনা ভূমিধারীর  
বা কার্য্যাদায়কের কিংবা তদীয় বন্ধুপ্রাণীতার নাম ও যে

ভূমি সম্বন্ধে বাকী খাজানার পাওনা হয় সেই ভূমিতে তাঁহার স্বার্থের পরিমাণ যদি উক্ত আইনের বিধানমতে রেজিস্ট্রী করা না হইয়া থাকে, তবে তৎকর্তৃক কিবা।

(২) পূর্ক কৃষি বৎসরে যোতের নিমিত্ত দেয় খাজানার অতিরিক্ত যে কোন টাকা লিখিত চুক্তিতে কিবা এই আইনমত বা এতদ্বার রহিত করা কোন আইনমত কার্য্যক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা অপাণের নিমিত্ত; কিবা।

(৩) যোতের যে কোন অংশ প্রজা ভূমিধারীর লিখিত সম্মতি লব্ধি পেটাত্ত বিধি বরিষ্ঠাছে, সেই অংশের উৎপন্ন সম্বন্ধে,

এই ধারায়তে দরখাস্ত করা যাইবে না।

১৪০ ধারা। (১) পূর্ক ধারায়তে এতোক দরখাস্তে এই এই বিশেষ কথ্য লিখিত থাকিবে,—

(ক) যে যোত সম্বন্ধে বাকী খাজানার দাওয়া হয় তাহা এবং তাহার মীমা অথবা তাগা যাহাতে চেনা যায় এরূপ অন্যান্য রূপান্ত;

(খ) প্রজার নাম;

(গ) যে কালের বাকী খাজানার দাওয়া হয়, তাহা;

(ঘ) যত টাকা বাকী খাজানা এবং তাহার উপর সুদের দাওয়া থাকিলে, সেই সুদ, এবং পূর্ক কৃষি বৎসরে প্রজার দেয় খাজানা অপেক্ষা অধিক টাকার দাওয়া করা গেলে, যে চুক্তি বা স্থল বিশেষে, আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে এই টাকার দেয় হয়, তাহা;

(ঙ) যে উৎপন্ন ক্রোক করিতে হইবে, তাহার ভাব ও আনুষ্ঠানিক মূল্য;

(চ) যে স্থানে উহা পাওয়া যাইবে, তাহা কিবা উহা চিনিবার নিমিত্ত অন্য যেহ রূপান্ত্র প্রচুর হয়, তাহা; এবং

(ছ) উহা জমিতে থাকিলে বা সংগ্রহ করা না গিয়া থাকিলে, যে সময়ে উহা কাটা বা সংগ্রহীত হইবার সম্ভাবনা সেই সময়।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে আদালতপ্রভে যেরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হয়, পূর্কোক্তরূপ এতোক দরখাস্তে সেইরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হইবে; এবং এরূপ সত্যপাঠযুক্ত দরখাস্তে যদি এরূপ শোন কথা থাকে, যাহা সত্যপাঠকারী ব্যক্তি মিথ্যা বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন, কিবা যাহা সত্য বলিয়া জানেন না বা বিশ্বাস করেন না, তবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার বা প্রস্তুত করিবার দণ্ডবিষয়ক বৎসালে যে আইন প্রচলিত থাকে, সেই আইনের বিধানানুসারে এই ব্যক্তির দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪১ ধারা। (১) দরখাস্তকারী পূর্ক এক ধারায়তে দরখাস্ত দাখিল করিবার সময়ে দরখাস্তের কার্য্য পক্ষে সাক্ষ্যরূপ কোন দলীল প্রদান করিবেচন করিলে, তাহা উক্ত আদালতে দাখিল করিতে পারিবে।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে দরখাস্তকারিকে পরীক্ষা করিতে পারিবে, ও যত দূর সাধ্য কম বিলম্ব করিয়া দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবে, কিবা তাহার প্রতিপোষণার্থে অধিকতর সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত দরখাস্তকারীর প্রতি অনুমতি দিতে পারিবে।

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে দরখাস্ত অবিলম্বে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে, যদি উচিত বোধ করেন, দরখাস্তের লিখিত শর্ত ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কিবা দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবার অপেক্ষায় তাহা স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবে।

(৪) যে সময়ে উৎপন্ন শস্য কাটা বা সংগ্রহীত হইবার সম্ভাবনা, তাহার অনেক দূর পূর্বে এই শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিয়া গেলে, আদালত যত কাল উচিত বোধ করেন তত কাল এই আজ্ঞা জারী করণ সুগত রাখিতে পারিবে, এবং উচিত বোধ করিলে ক্রোকের আজ্ঞা জারী হইবার অপেক্ষায় এই শস্য স্থানান্তর করা নিষেধ করিয়া জারী এক আজ্ঞা করিতে পারিবে।

১৪২ ধারা। পূর্ক ধারায়তে দরখাস্ত গ্রাহ্য করা গেলে, আদালত প্রলিখিত উৎপন্ন ক্রোক করিবার আজ্ঞা পল্লমসাদি অথবা প্রণমসাদির জারী হইবার কথা।

১৪৩ ধারা। (১) ক্রোককারী কর্মচারী ক্রোক করিবার সময়ে পাওনা বাকী খাজানার ও ক্রোক করিবার বরচের দাবীপত্র লিখিয়া বাকীদারের উপর জারী করিবে এবং যেহ হেতুতে ক্রোক করিয়াছে, তাহা নশাইয়া এ সাক্ষ্য এক হিসাব দিবে।

(২) যে স্থলে ক্রোককারী কর্মচারী এরূপ বিবাস করিবার কারণ দেখেন, যে বাকীদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোকযুক্ত সম্পত্তির মালিক, সেই স্থলে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপরও দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল জারী করিবে।

(৩) দাবীপত্র ও হিসাব সাধা হইলে যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে, নিজ তাহা কই দেওয়া যাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে সেই ব্যক্তি পলাইলে বা গোপনে থাকিলে, কিবা অন্য কারণে তাহাকে পাওয়া যাইতে না পারিলে, তিন সপ্তাহের মধ্যে তাহা বাকি করেন সেই ব্যক্তির বিচারে উক্ত সম্পত্তারী উক্ত দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল কাগাইয়া দিবে।



১৪২ ধারা। (১) এই ধারামতে ক্রোক হইলে তাহাতে কানুনশাস্যাদি কাটিতে বা তুলিতে বা সঞ্চিত করিতে কিম্বা তাণ্ডী উৎসাহরূপে রক্ষা করণার্থ অন্য যে কোন কাণ্ড করা আবশ্যিক হয়, তাহা করিতে কোন ব্যক্তির বাধা হইবে না।

(২) যে ব্যক্তির পূর্বোক্ত কার্য্য করিবার অঙ্গ থাকে, সেই ব্যক্তির ত্রুটি হইলে, ক্রোককারী কর্মচারী ক্রোককৃত ক্ষেত্রস্থ ফসল বা অংশগুলীও শস্যাদি পানিলে কাটাইবেন বা সংগ্রহ করাইবেন, এবং গোলা প্রভৃতি যে স্থান ভদ্রার্থে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তথায় কিম্বা নিকটস্থ অন্য কোন স্থানস্থানে এই ফসল প্রভৃতি সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন কিম্বা তাহা উপযুক্ত মতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য কাছ আবশ্যিক হয় তাহা করিবেন।

(৩) উভয় স্থলেই ক্রোককৃত সম্পত্তি ক্রোককারী কর্মচারীর জিম্মায় কিম্বা তিন এতদ্বারা অন্য যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তির জিম্মায় থাকিবে।

১৪৩ ধারা। (১) ক্রোক করিবার সমুদয় খরচা সমস্ত দাবীর টাকা অবিলম্বে শোধ করা না গেলে, সম্পত্তি ক্রোককারী কর্মচারী বোষণাপত্র প্রচার করিবেন। তাহাতে ক্রোককৃত সম্পত্তির বিশেষ রূপান্তর এবং যে দাবীর জন্য উক্ত ক্রোক করা যায়, তাহা লেখা যাইবে, এবং এত সম্ভাব দেওয়া যাইবে, যে তিনি ক্রোক করিবার পর তিন দিনের কম না হয় কিম্বা সাত দিনের অধিক না হয়, এরূপ কোন নির্দিষ্ট দিনে কোন স্থানে ক্রোককৃত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

কিন্তু ক্রোককৃত ফসলের বা উৎপন্ন জন্মের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারিলে কিন্তু সঞ্চিত না হইয়া থাকিলে, নীলামের দল এরূপ ধার্য্য করিতে হইবে যাহাতে এই দিনের পূর্বে এই শস্যাদি সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়।

(২) যে ভূমির দাবী খাজানার দায়িত্ব হয়, সেট ভূমি যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামের কোন সুপ্রকাশ স্থানে এই বোষণাপত্র লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

১৪৬ ধারা। ক্রোক করা জব্বা যেখানে থাকে সেই নীলাম হইবার স্থানের কিম্বা যদি ক্রোককারী কর্মচারীর এরূপ ক্ষমতা হয়, যে নিকটস্থ সাধারণের সামাগমের স্থানে নীলাম হইলে, অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে নীলাম হইবে।

১৪৭ ধারা। (১) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন জন্মের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারে, তাহা কাটিবার বা তুলিবার ও সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইবে না।

(২) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন জন্মের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না, সেই সকল ফসল প্রভৃতি কাটিবার বা তুলিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে; এবং কেতা নিজের কিম্বা এতদ্বারা উৎপন্ন নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া এই ফসল গুলার রক্ষাকরিতে ও তাহা কাটিতে বা তুলিতে গেলে, ফাঁদ কিছু আবশ্যিক হয়, তাহা করিতে স্বত্ত্বান হইবে।

১৪৮ ধারা। নীলামকারক কর্মচারী যাহা পণ্য মর্শসিদ্ধ জীব করেন, তদ্রূপ যে একারে বিক্রয় এক বা অধিক লটে উক্ত করিতে হইবে তাহার সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে; এবং ক্রোক ও নীলাম করিবার খরচা সমস্ত দাবীর টাকা উক্ত সম্পত্তির ক্রয়দ্বারা বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, তৎক্ষণাৎ অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৪৯ ধারা। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে, যদি বিক্রয় সঞ্চিত রাখি, নীলামকারক কর্মচারীর বিবেচনায় তাহা চায় তাহার মাফা মূল্য ডাকনা হয়, এবং এই সম্পত্তির মালিক অন্যথা তাহার পক্ষে কাটা করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পরদিন পর্য্যন্ত কিম্বা নীলামের স্থানে তাহা হইয়া থাকিলে, পরবর্তী ছাটের দিন পর্য্যন্ত নীলাম সঞ্চিত রাখিবার আর্থনা করেন, তবে উক্ত দিন পর্য্যন্ত নীলাম বন্ধ থাকিবে, এবং সেই দিন উক্ত সম্পত্তির নিমিত্ত যে যেটা মূল্য ডাক হউক না কেন বিক্রয় কার্য্য সম্পূর্ণ করা যাইবে।

১৫০ ধারা। এতদ্বারা লটারী মূল্য নীলামের সময়ে, ক্রয়ের টাকা দিবার কিম্বা নীলামকারক কর্মচারী তাহা উৎপন্ন হইয়া শীঘ্র দিবার আদেশ করেন, দেওয়া যাইবে; এবং এরূপে তাহা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি পুনর্বার নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

১৫১ ধারা। সমস্ত ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলে, নীলামকারক কর্মচারী কেতাকে যে সর্টিফিকেট কেতাকে এক সর্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার দিবে। কেতা যে সম্পত্তি ক্রয় করিলেন, এবং যে মূল্য দিলেন, এই সর্টিফিকেটে তাহা লেখা থাকিবে।

১৫২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তির এতদ্বারা নীলামে যে নীলামের উৎপন্ন টাকা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে যেভাবে প্রয়োগ করিতে নীলাম কারক কর্মচারী ফোকের ইবে তাহার কথা।

নীলামের খরচ দিবে। এতদ্বারা দাবীর গবর্ণমেন্টে যে যে প্রণয়ন করিবেন, সেই দাবীর নির্দিষ্ট খরচের দায়িত্বস্বারা উক্ত খরচ দিয়া যাইবে।

(২) যে দাবী খাজানার জন্যে ক্রোক হয়, নীলামের দিন পর্য্যন্ত তাহার মূল্য সমস্ত সেই দাবী খাজানা শোধ করিতে অবশিষ্ট টাকা প্রয়োগ করা যাইবে; এবং কিছু উত্তর থাকিলে তা ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হইবে, সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

১৪৩ ধারা। এই আইনযতে সম্পত্তি মীলামকারক কর্মচারীগণকে এবং তাঁহাদের কোন কর্মচারীদের নিযুক্ত বা অধীন সকল ব্যক্তিকে কর করিতে না পারিবার কথা।

মিহেব করা বাইতেছে, যে তাঁহারা উক্ত কর্মচারীদের মীলাম করা কোন সম্পত্তি লিজে বা অন্যর দ্বারা কর করিবেন না।

১৪৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করিবার পক্ষে এবং ক্রোক করা সম্পত্তির মীলামের পক্ষে দাবীর টাকা দেওয়া গেলেকার্ষ-প্রণালীর কথা।  
কিছা ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক বা কীদার না হইলে তিনি, যে আদালত ক্রোকের আজ্ঞা দেন, সেই আদালতে কিছা ক্রোককারী কর্মচারীর হস্তে ১৪৩ ধারামতে জারী করা দাবীপত্রের নির্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র জারী করা গেল পর যে সকল খরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আদালত করেন, তবে উক্ত আদালত কিছা হল বিশেষে উক্ত কর্মচারী তাহার রসীদ দিবেন, এবং ঐ ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

(২) ক্রোককারী কর্মচারী এরূপ আদালত পাইলে, উক্ত তৎক্ষণাৎ উক্ত আদালতে দিবেন।

(৩) যদি বা কীদার নহেন, ক্রোক করা সম্পত্তির এরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেল, যে বা কী খাজানার নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই বা কী খাজানার অন্য পরদত্তী কোন দাওয়া হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন।

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের ঠিক-তার প্রতিবাদ করিয়া তৎক্ষণাৎ হানি পূরণ পাইবার দাওয়া করিয়া দরখাস্তকারীর বিক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আদালত করিবার তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে পর আদালত ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আদালতী টাকা হইতে তাঁহার পাঁচো টাকা দিবেন।

(৫) কোন অধস্তন প্রজা এই ধারামতে টাক আদালত করিলে, ভূম্যধিকারী তাঁহা লইয়াছেন বলিয়া কেবল এই কারণে তিনি তাঁহার প্রজার হাওজা তাঁহার কোন অংশ পেটীও বিলি করিতে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

১৪৫ ধারা। (১) উক্ততন প্রজার ক্রটি হেতুক যে কোন অধস্তন প্রজার সম্পত্তি এই অধ্যায়মতে ঠিকভাবে ক্রোক করা যায়, তিনি পূর্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দিতে হয়, সেই খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং সেই ভূম্যধিকারী বা কীদার না হইলে, তিনি তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে প্রকৃপে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং বাবৎ বা কীদার পর্যন্ত না পড়ে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, এই ধারামতে উক্ত টাকার যে কোন অংশ কাটিয়া লন না, বা কীদারের হায়ে তাহা আদালত করণার্থ তাঁহার বে মোকদ্দমা পরিবার স্বত্ব আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই স্বত্বের দ্বিগু হইবে না।

১৪৬ ধারা। ভূমি পেটীও বিলি করা গেল, যদি উক্ততন ও অধস্তন একই সম্পত্তিক্রোককারী উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে তন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে এই অধ্যায়মতে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে উক্ততন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব প্রবল হইবে।

১৪৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে মত ক্রোকের আজ্ঞা এবং ক্রোকের বিষয়ীভূত যে সম্পত্তি আটক সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় কর-আহে তাহা ক্রোক করি-ণার্থ কোন দেওয়ানী আদ-বার কথা।  
লভের মত আজ্ঞা, এই উভয়

মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, ক্রোকের আজ্ঞা প্রবল হইবে; কিন্তু উক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ সম্পত্তি মীলাম করা গেল, মীলামের উপর উক্ত টাকা যে আদালত আটক বা বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দেন, সেই আদালতের অনুমতিবিনা ১৪২ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির মালিককে দেওয়া যাইবে না।

১৪৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত অন্যরক্রোকের নিমিত্ত কোন আদেশ করেন, তাহান উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু কতিপূর্ণের মোকদ্দমার মধ্যে যেহলে ১৩৯ ধারামতে দরখাস্ত করিবার অনুমতি নাই সেহ হলে ১৪০ ধারামতে দরখাস্ত হওয়ার তাহার সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিক্ষে কতিপূর্ণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারি-বেন।

### ১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৪৯। (১) হাই কোর্ট সময়েই স্থানীয় গবর্ণ-ভূম্যধিকারী ও প্রজার মোকদ্দমার বর্তাইতে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরি-বর্তিত করিবার ক্ষমতা রাখা।  
মোটের অনুমোদনক্রমে এই-রূপ আদেশপুত্রক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন যে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিশেষ কোন অংশ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা বলিয়া

কোন মোকদ্দমার প্রতি কিছা এরূপ বিশেষ কোন প্রণীত মোকদ্দমার প্রতি বস্তিবে না, কিছা বিধির নির্দিষ্ট পরিবর্তন সহকারে বস্তিবে।

(২) এরূপে প্রণীত বিধির নিয়মাবলি এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিবন্ধাবলি, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন এরূপ সকল মোকদ্দমার প্রতি বস্তিবে।

১৫০ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ভূমি দিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ থাকে, তাহার দখল পাইবার কাব্যে বিচারবিপত্তের মোকদ্দমা প্রণয়ন করিতে যে আইনমত আনুষ্ঠানিক কথ্য।  
দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

উপস্থিত হয়, তাহার ক্ষেত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজ-প্রণালী বিষয়ক আইনের কার্যপক্ষে সেই দেওয়ানী আদালতের বিচার্য্যীয় স্থানের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আত্মা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, ঐ যোতের দখল পাইবার মোকদ্দমা গৃহণ করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে।

১৬১ ধারা। কোন ভূম্যধিকারীর যে কোন ন্যায়বাহু বা গোমস্তা ভূম্যধিকারীর আত্মা করিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তিনি ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার কাগজপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজপ্রণালী বিষয়ক আইনের অর্থমতে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বীকৃত যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, বা উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের বিচার্য্যীয় স্থানের মধ্যে উক্ত ভূম্যধিকারী উপস্থিত থাকিলেও ঐরূপ হইবে।

১৬২ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার বিশেষ মোকদ্দমার কাগজ প্রণালী বিষয়ক রেজিস্ট্রারের কথা। আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত বিশেষ রুতায় উক্ত ধারার নির্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিস্ট্রারে না লিখিয়া বিশেষ এক রেজিস্ট্রারে লিখিতে হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে এতদর্থ সময়ে যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠ প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত ঐ বিশেষ রেজিস্ট্রারে রাখিবেন।

১৬৩ ধারা। খাজানা আদায় কার্খার মোকদ্দমার কাগজপ্রণালীর কথা। কার্খার মোকদ্দমার নিম্নলিখিত বিধি থাকিবে।—

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১২১ অবধি ১২৭ পর্য্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও ৩০৫ ধারা ও ৩২০ অবধি ৩২৫ পর্য্যন্ত ধারা ঐরূপ কোন মোকদ্দমার থাকিবে না।

(খ) আবেদনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ কথাঃ অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান ও মাপ ও পরিমাণ ও সীমা লিখিতে হইবে, অথবা বাদী পরিমাণ ও সীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্তে চিনিবার উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

(গ) কেবল ঐস্ব ধাৰ্য্য করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নির্দিষ্ট সমন দেওয়া হইবে।

(ঘ) প্রতিবাদীর উপর সমন জারী করিতে হইলে, যদি আদালত আদেশ করেন তবে অন্য কোন প্রকারে জারী করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্তে প্রতিবাদীর ন্যায় শিরোনামা দিয়া ও ভারতবর্ষীয় ডাকঘর বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৩য় খণ্ডমতে রেজিস্ট্রারী করিয়া পত্রদ্বারা ডাকযোগে সমন পাঠাইয়া তাহা জারী করা হইতে পারিবে।

(ঙ) আদালতের অনুমতি বিনা বর্ণনাপত্র দাখিল করা হইবে না।

(চ) আদালতের অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৮৯ ধারার সাক্ষীদের সাক্ষা লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা থাকিবে।

(ছ) বাকীখাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে ঐ ডিক্রী জারী করিবার আত্মা দিতে পারিবেন।

(জ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২০২ ধারার প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন ভূম্যধিকারী বাকী খাজানার যে ডিক্রী পান, সেই ডিক্রী যোগ্যে চূড়ান্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহার প্রতি ভূম্যধিকারীর ভূমিগত স্বার্থ বজ্জিত না থাকিলে তিনি ঐ ডিক্রী জারী করিবার বরখাস্ত করিবেন না।

১৬৪ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে যে টাকা দেনা আছে, কিন্তু উত্তর স্বীকার করা যায়, তাহা দেয় যে বাদীর নিকট আছে, আদালতে দিবার কথা। তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট ঐ খাজানা দিতে হইবে, তবে আদালত যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে, আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিশ অবিলম্বে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন।

(৩) ঐ তৃতীয় ব্যক্তি নোটিশ প্রাপ্ত হইবার তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা প্রদান বিষয়ক কার্য আত্মা না পাঠিলে, বাদীর প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

(৪) বাদীকে (৩) প্রকরণমতে যে টাকা দেওয়া যায় তাহার স্থানে তাহা পাঠিবার স্বত্ব কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ স্বত্বের দ্বন্দ্ব হইবে না।

১৬৫ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, খাজানার বাবদ তাহার স্থানে বাদীর ভূম্যধিকারীর পাওনা টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর বলিয়া স্বীকৃত টাকা দেয় যে পাওনা টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার পাওনা হইয়াছে, তবে আদালত, যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৬৬ ধারা। পূর্বে হই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা কিস্তিক্রমে টাকা দিতে দায়ী হইলে, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ঐ টাকা কিস্তিক্রমে দিবার আত্মা করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত যে কিস্তির টাকা দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উক্ত গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

১৬৭ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা আদালতের রসীদ দিলে, আদালত প্রতিবাদীকে নিম্নরূপ দিবে; এবং বাদী বা স্থলবিশেষে তৃতীয় ব্যক্তি রসীদ দিলে, তাহাতে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে উক্ত বাকী খাজানার নিষিদ্ধ নিষ্কৃতি হইত, ঐরূপে যে রসীদ দেওয়া যায়, তাহাতেও সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে নিষ্কৃতি হইবে।

১৬৮ ধারা। কোন স্থানে ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় বিকল্প দাওয়ার বিশিষ্ট পক্ষদের বাকী খাজানার মোকদ্দমার আপীলের কথা। মধ্যে ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত কিস্তি ভূমিগত কোন আর্থ সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব কিস্তি কোন প্রকার খাজানা হক্কি বা পরিবর্তন করিবার স্বত্ব সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব নিষ্পত্তি না হইলে;

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিস্তি আডিশ্যনাল জজ কিস্তি সর্ভিসেন্ট জজ ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশত টাকার অধিক না হয়, কিস্তি

(খ) যে স্থলে এই ধারামতে চূড়ান্ত বিচারাপত্যক্রমে কার্য্য করিতে স্থানীয় গবর্নমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যকারক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়,

সেই স্থলে বাকী খাজানা পাইবার নিষিদ্ধ ভূমি-কারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, ঐ মোকদ্দমার প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা হয়, তাহার উপর আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে উক্ত বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারকের আদেশমতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়াছেন, কিস্তি তাহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে ক্রটি করিয়াছেন, কিস্তি আপন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে গিয়া বে-আইনীমতে না গুরুতর অনিয়মসম্বন্ধে কার্য্য করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা সম্বন্ধে এই ধারা খাটে, কোন মোকদ্দমায় পূর্বেকল্পিত কোন বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারক তদুপ ডিক্রী বা আজ্ঞা দিলে, জিলার জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার নথী তলব করিতে পারিবেন; এবং যে রূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন কারতে পারিবেন।

১৬৯ ধারা। কৃষি বৎসরের প্রথম আট মাস মধ্যে যে খাজানার দিক্রী কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেই মোকদ্দমার এই আট মাসের মধ্যে খাজানা-দিক্রী করিবার ডিক্রী হইলে, সমামত্যতঃ পরবর্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা কলবৎ হইবে এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারি মাসে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সাত মাসতঃ আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি কলবৎ হইবে। কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী কলবৎ হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পরেও সেই তারিখ নির্দিষ্ট করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধা হইবে না।

১৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা একরূপে ভূমি ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে তাহা প্রজা-সম্পত্তি মত হইবার স্বত্বসংক্রান্ত কার্য্যের অধুপ-প্রতিকারের কথা।

যোগী হয়, কিস্তি এরূপ কোন নিয়ম তলব করিয়াছে, তাহা তলব হইলে, ভূমি-কারীর সহিত তাহার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে হানি বা নিয়ম তলব হইবে, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি ভূমি-কারী ঐ প্রতিকার করিবার নিষিদ্ধ প্রজাকে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত হানি বা নিয়ম তলবের ব্যক্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজা ব্যক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে, নতুবা নহে।

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমার ভূমি-কারীর অসু-কুলে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে হানি বা নিয়ম তলব করা ব্যক্তিসিদ্ধমতে বাদীকে যে হানিপূরণ দেয় হয়, তাহার টাকার পরিমাণ এবং আদালতের বিবেচনার উক্ত হানি বা নিয়ম তলব প্রতিকারযোগ্য কি না এই কথা প্রকাশ থাকিবে, এবং প্রতিবাদী যে সময়ের মধ্যে ঐ টাকা বাদীকে দিতে পারিবেন, ও উক্ত হানি বা নিয়ম-তলব প্রতিকারযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, যে সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন, উক্ত ডিক্রীতে সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে আদালত যে সময় নির্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়ের হাক্কি করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের বা (স্থলবিশেষে) বর্জিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতিবাদী ডিক্রীর লিখিত হানিপূরণের টাকা দেন, এবং হানি বা নিয়ম তলব প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের ক্ষেত্রমতে সেই হানি বা নিয়ম তলবের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

১৭১ ধারা। যে প্রত্যেক রায়তকে উচ্ছেদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে যে রায়তদিগকে নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে।—  
(ক) উক্ত রায়ত ঐ যোতের অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপ-  
নার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে  
শস্য বপন বা রোপণ করিয়া

থাকিলে, তিনি ভূমি-কারীর ইচ্ছামতে, হয় উক্ত শস্য রক্ষা ও সংগ্রহ করণার্থে ঐ ভূমি দখলে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন, নয় উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদ্যাক্রমে ঐ শস্যের মূল্য ভূমি-কারীর হানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রায়ত আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে আপন যোতের অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থে প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বপন বা রোপণ না করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদ্যাক্রমে উক্ত ভূমি প্রস্তুত করিতে

তাহার যে পরিজন ও মূলধন লাগিয়াছে, তাহার মূল্য ও এই মূল্যের যুক্তিসিদ্ধ মূল্য তিনি উক্ত ভূমিধিকারীর ভাণ্ডে পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূমিধিকারী কোন রায়ের উচ্ছেদ নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রায় স্থানীয় রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই ধারাবতে উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে কিম্বা তজ্জনা টাকা পাইতে স্বত্ববান হইবেন না।

(ঘ) কোন ভূমিধিকারী এই ধারাবতে কোন রাযতকে কোন ভূমি দখলে রাখিতে দিলে, যত কাল তিনি দখলে রাখিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি ব্যবহার ও দখলকরণার্থ উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালত বেক্রপ খাজানা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রায়ত এই ভূমিধিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবেন।

১৭২ ধারা। (১) উচ্ছেদ পরিবার মনুদর মোকদ্দমার ও আনুষ্ঠানিক কার্যে

উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্যে পরিবারের দায়িত্ব নিশ্চয় হইবার কথা।

এই আইনমতে প্রজা ও ভূমিধিকারী বলিয়া প্রজার নিকটে ভূমিধিকারীর কিম্বা ভূমিধিকারীর বিরুদ্ধে প্রজার যে সকল দায়িত্ব থাকে, আদালত তাহার অনুসন্ধান লইয়া নিশ্চয় করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা বলিয়া প্রজাকে ভূমিধিকারীর যে টাকা দিতে হয়, সেই টাকা ভূমিধিকারী বলিয়া ভূমিধিকারীকে প্রজার যে টাকা দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উচ্ছেদের ডিক্রী বা আদালত হইলে, ও এই অতিরিক্ত টাকা দিবার সময়ে ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে, যে সময়েও মনো উচ্চ আদালতে দিতে হইবে, উক্ত ডিক্রীতে বা আদালত সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) এ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিবেন; এবং

উক্ত টাকা এরূপে দেওয়া না গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে অস্বীকার করিবেন।

১৭৩ ধারা। বাদী কোন অনন্যকারপ্রবেশকারীকে

উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত বোধ করেন তবে বিরুদ্ধে এইরূপ প্রতিকারের দায়িত্ব করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর

দখলে যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিশ্চিত সে আদালতের নির্ণয় উপযুক্ত ও ন্যায় খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা য়ে। তাহা হইলে আদালত এইরূপ প্রতিকার দিতে পারিবেন।

১৭৪ ধারা। (১) প্রজার ভোগকৃত ভূমির দখল

মিহিয়া পাইবার মোকদ্দমা প্রকাশের অনুবদল নিরূপণ করিবার প্রার্থনার কথা।

আদালতের থাকে, সেই আদালত ভূমিধিকারীর বা প্রজার প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা;

(খ) তিনি যে জমীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি ভোগকারী কি অবস্থারিত হারে ভূমি ভোগকারী রায়ত কি দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত কি শেফার রায়ত, এবং ভোগকারী হইলে, তাহার খাজানা হক্কি করা যাইতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাহার যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনার উহার মধ্যে কোন বিষয় স্থানীয় তদন্ত বিনা সম্ভাব্যজনকরূপে নিরূপণ করা যাইতে না পারে, তবে আদালত এই আদালত করিতে পারিবেন যে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিধিক্রমে যে রাজস্ব কমিশনারীকে আদেশ করেন, তিনি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত লম।

(৩) এই ধারামতে কোন প্রার্থনার উপর যে আদালত করা যায়, তাহা ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে ও তাহার উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে।

### ১৫শ অধ্যায়।

বাদী খাজানার নিশ্চিত ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।

১৭৫ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য খাজানা তাহার বাদী খাজানার ডিক্রীজারীকর দার অনিচ্ছ করণ বিক্রয় করা গেলে “সংরক্ষিত সময়ে ক্রেতার লিখিত স্বার্থ” বলিয়া এই অধ্যায়ে কথ্য।

যেই স্বার্থ নির্দেশ করা গেলে সেইই স্বার্থ মানিয়া এবং “দার” বলিয়া এই অধ্যায়ে যেই স্বার্থ নির্দেশ করা গেলে, তাহা অনিচ্ছ করিবার ক্ষমতা পাও হইয়া, ক্রেতা ইহা যে ত গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু (ক) তদর্থে পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেলে সেই স্থল না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমতে রেজিষ্টারী করা ও বিক্রয়পিত দার এরূপে অসিদ্ধ করা যাইবে না;

(খ) অনিচ্ছ করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যায়ের আদেশমতে কাঁচা করিতে হইবে।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত

সংরক্ষিত স্বার্থের কথা। স্বার্থগুলি এই অধ্যায়ে প্রথমত সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়া গণ্য হইবে।—

(ক) যে কোন পেটাও ভাগুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাও ভাগুক কোন চলিত ভিন্নকালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত বন্দোবস্তের মিয়াদ পর্যন্ত অবস্থারিত খাজানা দায়ী ভাগুক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কাঁচাখানা, কিম্বা অন্যান্য স্থায়ী ইমারতাদি নির্মিত হইয়াছে, কিম্বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুকুরিবা, খাল, তজলাল, গুলশান বা গোরহাল করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাট্টাই স্বত্ব;

(ঘ) দখলী স্বত্ব;

( ৬ ) যে সময়ে স্বতঃস্বেচ্ছায় যায়, সেই সময়ে খাজনা বায়া ও যুক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বতঃস্বেচ্ছায় দ্বিবিধি কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বতঃ ; এবং

( ৮ ) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে যোত সিক্রয় হয় সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বধিকারী সাহায্য করিতে ওজাকে স্পষ্ট বাক্যে লিখিয়া অসু-মতি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বতঃ না স্বার্থ।

১৭৭ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্যগত,

( ক ) কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে “দায়” ও “রেজি-টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” শব্দ ব্যবহৃত হইলে, প্রজা আপন গোতের উপর কিম্বা আপন স্বার্থ সংকট করিয়া যে কোন দাওয়া, পেটী ও প্রজাস্বত্ব, স্বাধীন-ভোগস্বত্ব বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ও যাহা পূর্ব ধারার অর্থনত সংক্রান্ত স্বার্থ নহে, তাহা বুঝিবে।

( খ ) দেশবাসী খাজনার ডিক্রী জারীকমে যে যোত বিক্রয় হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই যোত সম্বন্ধে “রেজিটরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” এই শব্দ ব্যবহৃত হইলে, রেজিটরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে যে কোন নিদর্শনপত্র রেজিটরী করা গিয়াছে, এবং যাহার সকল বাসী খাজানা পাওনা হইবার পূর্বে কুলায় নিম্নমাণ শাকিতে পাঠ্যলিখিত দিবানমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা গিয়াছে, সেই নিদর্শনপত্রকমে যে কোন দায় সৃষ্টি কর, হইয়া থাকে, সেই দায় বুঝাইবে।

১৭৮ ধারা। কোন চতুষ্টয়েরযোগা গোতের বাসী খাজনার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩৫ ধারামতে ডিক্রী জারীকমে উক্ত যোত প্রাক ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, উক্ত গোতের দারিক খাজনার বর্ণনাপত্র ও উক্ত যোত চি-হারা তালুক হইলে, ও প্রায়মতে রাখিত রেজিটরের যে সংশ্লিষ্ট তালুক স্থায়ী হয়, সেই অংশের সকল দাখিল করিবেন।

১৭৯ ধারা। ( ১ ) পূর্ব ধারামত কোন প্রার্থনা-পত্রকমে কোন যোতের নীলাম হইবার আজ্ঞা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারামতে যে ঘোষণাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে উক্ত ধারার উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দেশ করিবার অতিরিক্ত এই কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

( ক ) তালুক হইলে, যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কুলায়, তবে উক্ত তালুক এখনে রেজিটরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং উক্ত দায়সম্বলিত ডিক্রী হইবে; নতুবা ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক নীলাম করা যাইবে, ঐ দিনের নোটিস প্রাতিবিধি দিতে হইবে : এবং

( খ ) দখলীস্বত্বনিশিষ্ট যোত হইলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোত ডিক্রী হইবে।

( ২ ) উক্ত আইনের ১৮৯ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে ঐ ঘোষণা করা যাইবে। তদ্বির স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্পে সময়ে ২ মে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

১৮০ ধারা। ( ১ ) কোন তালুক নীলাম হইবার রেজিটরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত তালুক বিক্রয়ের ও তাহার কলের কথা। ডিক্রীদার পূর্ব ধারামতে দেওয়া গেলে, উহা রেজিটরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং নীলামের খরচা সমেত ডিক্রী ও খরচার টাকা দিতে যাহাতে কুলায়, তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত তালুক এরূপ দায়সম্বলিত বিক্রয় করা যাইবে।

( ২ ) এই ধারামত নীলামখরিদার উক্ত তালুকের উপর রেজিটরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় গ্রহণ যে কোন দায় থাকে, তাহা ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮১ ধারা। ( ১ ) পূর্ব ধারামতে যে কোন তালুক নীলামে চড়ান যায়, তদ্বিস্তৃত সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত যত টাকা পর্যন্ত ডাক হয়, তালুকে পূর্বোক্ত ডিক্রীর ও খরচার টাকা দিতে যদি না কুলায় এবং তজ্জন্য যদি ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক বিক্রয় করিতে চাহেন, তবে নীলামকারী কর্ম-চারী নীলাম স্থগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে নূতন ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান হইবে, যে নীলাম স্থগিত করিবার তারিখ অবধি পনের দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, ঐ ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

( ২ ) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত তালুকের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮২ ধারা। যে যোতের অবধারিত খাজানা বা খাজানার হার থাকে, তাহা অবধারিত হইলে, তৎপ্রতি পূর্ব তালুক হইলে, তৎপ্রতি পূর্ব ধারার বিধান বস্তিগার কএক ধারা যেরূপ বস্তিত সেইরূপ বস্তিবে।

১৮৩ ধারা। ( ১ ) ১৭৯ ধারামতে কোন দখলীস্বত্ব নিশিষ্ট যোতের নীলাম হই-বার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উহা নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

( ২ ) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮৪ ধারা। (১) কোন ধারাদায় পূর্ব কএক ধারামতে কোন দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এই দায় অসিদ্ধ করিতে চাহিলে, তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত দিয়া এই প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর এই দায় সসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মর্মের নোটিস দায়-ধারীর উপর জারী করিবেন।

(২) এতদ্ব্যতীত রেভিনিউ বোর্ড যে কী ধর্ম্য করেন, উক্ত নোটিস জারী করিবার নিমিত্ত সেই কী এরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন নোটিস জারী করিবার দরখাস্ত এই ধারার নির্দিষ্টমতে কোন কালেক্টরের নিকট করা গেলে তিনি তদনুসারে নোটিস জারী করাইবেন, এবং যে তারিখে এই নোটিস জারী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্নমেন্ট সমস্ত রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের কিস্তি বিশেষ কোন জেণীর দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের দেনা খাজানার ডিক্রীজারীকমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে, সমস্ত দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত নীলামে চড়াইবার পূর্বে রেজিস্ট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়-সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে এবং এরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া উক্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল থাকিলে, এই স্থানের অন্তর্গত সমস্ত দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোত কিস্তি, স্ব-বিশেষ, উক্ত বিশেষ জেণীর দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত এই অধ্যায়ের পূর্ব কএক ধারামতে নীলামের কার্যপক্ষে সর্বতোভাবে তালুকের দায় গণ্য হইবে।

১৮৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালীবিধ-রক আইনের ২৯৫ ধারার নির্দিষ্ট বিধির পরিবর্তে নিম্ন-লিখিত বিধি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) এই যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে খরচ হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা দেওয়া যাইবে।

(খ) তাহার পর যে ডিক্রী জারী করাতে নীলাম হয়, সেই ডিক্রীকমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) তাহার পর যে ডিক্রী জারী করাতে নীলাম হয়, সেই ডিক্রীকমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(ঘ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উত্তর থাকিলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের তারিখ পর্যন্ত শুদ্ধ মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার তারিখ অবধি হয় মাসের অনধিক কাল পর্যন্ত উক্ত যোত

সম্বন্ধে যে কোন খাজানা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকে, এই উত্তর টাকাইতে তাঁহাকে সেই খাজানা দেওয়া যাইবে।

(ঙ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও উত্তর থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণার্থে দুই মাস অতীত হইলে, ডিক্রীমত খাজকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীমত খাজক (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া ডিক্রীদারের কোন টাকা পাইবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থাপন করিলে, আদালত এই বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, এবং এই নিষ্পত্তি ডিক্রীদারের উপর বলবৎ হইবে।

১৮৭ ধারা। (১) কোন যোতের দেনা বাকী থাকা নবম ডিক্রী খাজানার ডিক্রীজারীকমে এই যোত জোক করা গেলে, তৎ-সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালীবিধরক আইনের ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্যন্ত ধারা হইতে মুক্ত হইবার কথা।

(২) এরূপ কোন ডিক্রীজারীকমে কোন যোত নীলাম হইবার আজ্ঞা করা গেলে, যদি নীলাম ধরিত-রের ডাক গ্রাহ হইবার পূর্বে ডিক্রীমত খরচা ও নীলাম করিবার খরচা সমেত ডিক্রী টাকা আদালতে দেওয়া না যায়, কিস্তি আদালতের বাহিরে ডিক্রী টাকা শোধ করা হইয়াছে, এই ক্ষেত্রে দেখাইয়া যদি ডিক্রীদার উক্ত যোত মুক্ত করণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত যোত জোক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম করা গেলে, এই নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার বিদ্য হইবে না।

১৮৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে কোন যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই যোতে যদি, কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা এরূপ নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে,

(ক) এরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা শতকরা ১২ টাকা সুদ সহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তৎক্ষণাতঃ উক্ত যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে;

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজানার দায় হাড়া উক্ত যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ পাওনা মুদসমেত শোধ করা না হয়, তাবৎ তিনি বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ উক্ত যোতের দখল লইতে ও তাঁহা সম্বন্ধে রাখেতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) এরূপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন এডিকার পাইবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার বিদ্য হইবে না।

১৮৯ খ্রী। বাকীদার উক্তন প্রকার বিক্রেতা ডিক্রী-  
অধস্তন প্রজা আদালতে  
টাকা দিলে তাহা খাজানা  
হইতে কাটিয়া লইতে  
পারিবার কথা।

আরীক্রমে এই অধ্যায়মতে  
কোন যোত নীলাম হইবার  
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং  
নীলাম হইলে যে অধস্তন  
প্রজার স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে  
পারে, সেই অধস্তন প্রজা নীলাম নিবারণার্থ আদালতে  
টাকা দিলে, তাহার নিমিত্ত আইনে অন্য যে প্রতি-  
কারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাঁহার নিজ ভূমাদিকা-  
রীকে তাঁহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি  
এরূপে প্রাপ্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া  
লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূমাদিকারী বাকীদার না  
হইলে, তিনিও এরূপে তাঁহার নিজ ভূমাদিকারীকে দেয়  
খাজানা হইতে এরূপ কর্তৃত্ব টাকা কাটিয়া লইতে  
পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্যাপ্ত না পূজছে  
যাবৎ এইরূপ চলিবে।

১৯০ খ্রী। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-  
প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৯৪  
খারায় প্রকাস্তরের বিধান  
থাকিলেও যে ডিক্রীআরীক্রমে  
এই অধ্যায়মতে কোন যোত  
নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার  
আদালতের অনুমতি বিনা এ যোত ভাঙিতে বা ক্রয়  
করিতে পারিবেন।

(২) এরূপে যে যোত নীলাম হয়, ডিক্রীমত খাতক  
তাহা ভাঙিবেন না বা ক্রয় করিবেন না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার  
কার্যপ্রণালী বিষয়ক  
আইনের ৩১৩ ও ৩২৬  
খারায় কার্য না হইবার  
কথা।

১৯১ খ্রী। দেওয়ানী  
মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিব-  
য়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ খারায়  
এই অধ্যায়মতে কোন নীলাম  
সম্বন্ধে থাকিবে না।

১৯২ খ্রী। ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টারী করণ বিষয়ক  
১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ  
ভাগে প্রকাস্তরের বিধান  
থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন  
যোতের উপর বাহাতে দার  
স্বক্তি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত  
হইবার সময়ের পূর্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং  
উক্ত রেজিষ্টারী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিষ্টারী  
করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত  
হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কাব্য-  
কারকের নিকট রেজিষ্টারী করণার্থ উপস্থিত করা যায়,  
তবে তাহা উক্ত আইনমতে রেজিষ্টারী করিবার নিমিত্ত  
গৃহীত হইবে।

১৯৩ খ্রী। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রজার  
সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রক্রমে  
উক্ত যোতের উপর কোন দার  
স্বক্তি হয়, কোন কার্যকারক এই  
আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র  
রেজিষ্টারী করিলে, উক্ত প্রজার প্রার্থনামতে কিম্বা যে  
ব্যক্তির অনুমুখে এই দার স্বক্তি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনা-  
মতে এবং স্থানীয় পূর্বসম্মত এডভক্রেট যে কী কার্য  
করেন, তাহা তাঁহার স্থানে পাইল, ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টারী

করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম ভাগে সমন  
আরী করিবার যে প্রণালী নির্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীতে  
ভূমাদিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল আরী  
করাইয়া তাঁহাকে উক্ত দারের নোটিস দিবেন।

### ১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।

পতনী তালুক নীলামের কথা।

১৯৪ খ্রী। নিজ ভূস্বামীর স্থানে প্রাপ্ত পতনী  
তালুকের পাওনা খাজানা  
দিতে ক্রটি হইলে, ভূস্বামী  
আইনমতে অন্য যে প্রতিকার  
পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত  
এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত  
কএক ধারায় যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত তালুকের  
সরাসরী নীলাম হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে  
পারিবেন।

১৯৫ খ্রী। (১) বৈশাখ মাসের ১ম দিনে,  
অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা  
বাকী হয়, তাহার পরবৎস-  
রের প্রারম্ভে, ভূস্বামী কাল-  
ভৈরবের নিকট দরখাস্ত দিতে  
পারিবেন। পূর্বে ধারায় যে ২ তালুকের উল্লেখ হইল,  
তাহার সমুদয় বা কোন তালুক সম্বন্ধে অতীত বৎসরের  
হিসাবে ভূস্বামীর যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, এ  
দরখাস্তে তাহা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) তাহা হইলে এ দরখাস্ত কালভৈরবী কাছারীর  
কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও  
তৎসময় এই নোটিস থাকিবে যে, যে তাঁহার পাওনা  
হয়, তাহা জ্যেষ্ঠ মাসের ১ তারিখের পূর্বে দেওয়া  
না গেলে, বাকীদারদের তালুক এ টাকা শোধ  
করণার্থ উক্ত তারিখে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা  
যাইবে।

(৩) ভূস্বামী এরূপ আর এক খান নোটিস আপন  
সদর কাছারীতে লাগাইয়া দিবেন, এবং স্থলবিশেষে  
নোটিসের যে অংশ থাকে, সেই অংশের নকল ৭১ উক্ত  
লিপি পাঠাইয়া যে কাছারীতে এ তালুকের প্রাধান্য কাব্য-  
চলে, সেই কাছারীতে কিম্বা বাকীদারের তালুকের  
অধীনে যে প্রাধান্য নগর বা গ্রাম থাকে, তাহার উক্তরূপে  
প্রচার করাইবেন।

(৪) এই ধারামতে যে ২ নিয়ম নির্দিষ্ট হইল,  
তাঁহার পালন নিমিত্ত কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবে না।

১৯৬ খ্রী। (১) মকস্মেলে যে নোটিস পাঠাইবার  
আজ্ঞা হইল, তাহা এজন্য  
নোটিস আরী করিবার  
পেরানী যাইয়া আরী কারবে।  
কথা।

এ পেরানী তদ্বিধিত উক্ত  
বাকীদারের কিম্বা তাহার কার্যাব্যাহকের রসীদ লইয়া  
আনিবে; অথবা উপপাইতে না পারিলে, এ নোটিস  
এ স্থানে আনিয়া প্রচার করা হইয়াছে, ইহার সাক্ষা-  
স্বরূপ তদ্বিকটবর্তী স্থানবাসী তিনজন দাতব্যর  
লোকের স্বাক্ষর লইয়া আনিবে।



(২) উক্ত গ্রামের লোকে স্বাক্ষাররূপ আপ-  
নাদের নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার  
করিলে, উক্ত পেরাদী নিকটস্থ মুনসেফের আফিসে  
কিন্তু মুনসেফ না থাকিলে, নিকটস্থ পৌলীস থানায়  
গাইবে, এবং এই নোটিস যে যথাবিধি প্রচারিত  
হইয়াছে, এ বিষয়ে তথায় ইচ্ছাপূর্বক শপথ করিবে।  
এই মর্মে এক সটিফিকেটে উক্ত কাছাকারকে স্বাক্ষর  
ও মোহর করিয়া এই পেরাদীকে দিবে।

(৩) উক্ত রসীদের বা সাক্ষার মর্ম্ম বুঝিয়া যদি  
দেখা যায় যে, বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে কোন  
সময়ে নোটিস প্রচার করা হইয়াছে, তবে নির্দিষ্ট  
তারিখে নীলাম চালাইবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট হইবে।

১৯৭ ধারা। বৎসরের মাঝখানে কার্তিক মাসের  
১ তারিখে ভূস্বামী আশ্বিন  
বৎসরের মাঝখানে নী- মাসের শেষপঞ্চম চলিত মাসের  
মাসের দরখাস্তেব কথা। খাজনার হিসাবে যে বাকী  
টাকা পাওনা থাকে, তাহার  
বর্ণনাপত্র সহিত এইরূপ দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং  
বাকীদারদের তালুক বিক্রয় হইবার কথা উক্তরূপে  
প্রচার করা হইতে পারিবেন। যত টাকা বাকী থাকিবার  
ইচ্ছাচার দেওয়া যায়, যদি অগ্রচারণ মাসের ১ তারি-  
খের পূর্বে তৎসময় দেওয়া না যায়, অথবা কার্তিক  
মাসের তলসময়ে এই টাকার মধ্যে এত দেওয়া না হয়,  
যাতে উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্তিক মাসের শেষ  
দিন পর্যন্ত কিস্তিবন্দী অ্যুসারে ভূস্বামীর মোট তলবের  
চারি আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম  
হইবে।

১৯৮ ধারা। (১) কোন তালুকদারের নিকট বাকী  
খাজনা পাওনা আছে বুঝিয়া  
তালুকদার তলবসময়ে কথিত হইলে, তৎসময়ে পূর্ষ  
আপত্তি করিলে কাছ- কএক ধারামতে নোটিস দেওয়া  
প্রদান করিবে। গেল, উক্ত তালুক নীলামের  
নিমিত্ত এই নোটিসে যে তারিখ ধার্য্য থাকে, সেই তারি-  
খের পূর্বে কোন সময়ে তালুকদার তলবের সমস্ত বা  
কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া কালেক্টরের নিকট  
দরখাস্ত দিতে পারিবেন।

(২) কালেক্টর (১) একরূপমতে দরখাস্ত পাঠিলে,  
ভূস্বামীর নিকট সমন দিবে, তাহাতে সমনের  
নির্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম  
কেন হইতে রাখা যাইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন  
তলবের টাকা কমান যাইবে না, ইহার কারণ দেখাইতে  
ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে, এবং কালেক্টর সাধা  
হইলে উভয় পক্ষের কথা কিন্তা তদন্তে যাচার উপস্থিত  
থাকেন, তাঁহাদের কথা শুনিবেন, ও তাঁহাদের মধ্যে যে  
মিহের দিবাধ থাকে, নীলামের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে  
তাঁহার মীমাংসা করিবেন।

৩. নীলামের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে যদি  
কালেক্টর এইরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর দাওয়া  
হয়, তাহার কোন অংশই পাওনা নাই, তবে তিনি  
ভূস্বামীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন।

(৪) যদি উক্ত সময়ের পূর্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন  
যে, যত বাকীর দাওয়া করা তাঁহার অংশ বিশেষ পাওনা  
নাই, তবে তিনি তদন্তের পরে এবং কমান দিবে; এবং

তাঁহার নিষ্পত্তি এই অধ্যায়মত কাগজাভ্যাস পক্ষে  
চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সমস্ত স্থলের বিধান (৩) ও (৪) একরূপ  
নাই, সেই সকল স্থলে তালুকদারের দরখাস্ত নামঞ্জুর  
করা যাইবে; কিন্তু নীলাম অগত্যা করণার্থ যৌকদ্দমী  
উপস্থিত করিতে তাঁহার যে স্বত্ব থাকে, এইরূপ নামঞ্জুর  
করাতে সেই স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৯৯ ধারা। পূর্বে ধারার বিধানের স্থল না হইলে, যে  
বাকী টাকা আদায়ত তালুক সম্বন্ধে পূর্বে কএক ধারা-  
করা না গেলে তালুক মতে নোটিস দেওয়া গিয়াছে,  
নীলাম হইবার কথা। সেই তালুক নোটিসের নির্দিষ্ট  
তারিখে নীলাম করা যাইবে;  
কিন্তু পূর্বে দিনের সূর্যাস্ত হইবার পূর্বে তলবের টাকা  
অথবা পূর্বে ধারামতে এই টাকা কমান গেলে, সেই  
কমান টাকা ভূস্বামীকে দিবার নিমিত্ত বাকীদার  
বা অন্য কোন ব্যক্তি কালেক্টরী কাছারীতে আদায়নত  
করিলে, নীলাম হইবে না।

২০০ ধারা। (১) পূর্বে কাছারীতে যে নোটিস  
লাগাইয়া দেওয়া যায়, নীলামের  
নীলাম হইলে, যে সময়ে তাহা নাগাহিয়া ফেলিতে  
নিয়ম মানিতে হইবে, সময়ে তাহা নাগাহিয়া ফেলিতে  
হইবে, এবং লাটওয়ালি নোটিসে  
তাঁহার কথা। যে ক্রমে লেখা থাকে, সেই  
ক্রমানুসারে পরে টাকা যাইবে।

(২) যে প্রত্যেক লাট সম্বন্ধে ইচ্ছাচার দেওয়া যায়  
তাঁহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্যন্ত যে  
টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিশেষ বর্ণনাপত্রের  
সহিত ও মকসমলে যে নোটিস প্রচার করিবার আদেশ  
দেওয়া যায়, তাহার রসীদ বা সটিফিকেট সহিত  
ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায়, যাবৎ তাহা  
দেখায়া দেওয়া না হয় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের  
বাকী থাকা নির্ণয় করা না হয় এবং যাবৎ নোটিস  
দিবার রসীদ পাঠ করা না হয়, তাবৎ কোন লাট  
নীলামে চড়ান যাইবে না। যে প্রত্যেক লাটের নীলাম  
হয়, তৎসময়ে স্বতন্ত্র রুবকারী করিয়া সেই রুবকারীতে  
এই সকল নিয়ম পালিত হইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্তিক মাসের প্রথম দিনে যে দরখাস্ত দেওয়া  
যায়, সেই দরখাস্তমতে নীলাম হইলে, নীলামের তারিখ  
পর্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা  
দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিস্তিবন্দীও  
দাখিল করিতে হইবে; এবং ইহা নির্ণয় করা না গেলে,  
নীলাম হইবে না।

(৫) এইরূপে যে সকল কাগজ দেখা হইতে হইবে,  
তাঁহার শুদ্ধতা ও অনন্যতা সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী  
থাকিবেন; এবং যে কাগজকারক নীলাম করেন, তিনি  
নীলাম নাগা ও প্রকাশ্যরূপে হওয়া ছাড়া এবং তাঁহার  
উপদেশার্থে এই অধ্যায়ে যে বিধি নির্দেশ করা গেল  
তাঁহা পালিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দায়ী  
থাকিবেন না।

২০১ ধারা। (১) এই  
নীলামের কার্য যে অধ্যায়মতে তালুকের সমস্ত  
রূপে চালাইতে হইবে নীলাম সরকারী কাছারীতে  
তাঁহার কথা। হইবে।

(২) যে ব্যক্তির সর্কাপেক্ষা উক্ত ডাক হয়, তুমি তাঁহার নিকট বিক্রয় করা যাইবে, এবং বাকীদার হাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যে ডাকিতে পারিবেন।

(৩) লাটের ডাক যথুর হইবারাত্র ক্রয়ের টাকার শতকরা ১৫ টাকা দিতে হইবে।

(৪) যে কার্যাকারক নীলামের কার্য চালান, তাঁহার ক্রোধমতে যাবৎ প্রত্যয় না জন্মে যে, যত টাকা আমানত করিতে হইবে তাহা তদপথে বাতে আত্মে কিম্বা দুই ঘণ্টার মধ্যে দাখিল করা যাইবে, তাবৎ তিনি কোন ডাক গ্রাহ্য করিতে কিম্বা যিনি ডাকেন এরূপ কোন ব্যক্তির নামে কোন লাট ফেলিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৫) নীলাম হইবার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে শতকরা পনের টাকা নগদ দেওয়া না গেলে কিম্বা ততুলা মূল্যের গবর্ণমেন্ট সিক্যুরিটী দাখিল করা না গেলে, তক্ত লাট ঐ দিনেই পুনরীকার নীলাম করা যাইবে।

(৬) ক্রয়ের টাকার অবশিষ্টাংশ অষ্টম দিবসের দুই প্রহরের মধ্যে দেওয়া না গেলে, জিলার সদর মৌণামের বাজারে টেডুরা দিয়া নীলাম ঘোষণা বরিয় পর দিনে অর্থাৎ প্রথম নীলাম অবধি নবম দিবসে পুনরীকার নীলাম হইবার নোটিস দেওয়া যাইবে।

(৭) তাহা হইলে উক্ত লাট প্রথম খরিদারের স্বাক্ষিতে নির্দিষ্ট সময়ে পুনরীকার নীলাম করা যাইবে। প্রথম খরিদার শতকরা পনের টাকা হিসাবে অগ্রিম যে টাকা দিয়াছিলেন তাহা মঙ্গ হইবে এবং দ্বিতীয় বার নীলাম করিয়া যে টাকা সংগ্রহ হয় তাহা পূজ নীলামের টাকা অপেক্ষা যত টাকা কম হয় তত টাকার জমাও দাখী দাখিবেন। দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজ রীতির দ্বারা যে পণ্যাদি আছে, সেই প্রণালী মতে একমুদী টাকা আদায় করা যাইবে।

(৮) আমানত করা যে টাকা দত্ত হয়, তাহা হইলে নীলামের পরেই দেওয়া যাইবে; এবং তাহা উক্তই থাকে তাহা গবর্ণমেন্ট জমা দেওয়া যাইবে।

২০২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের খরিদার ক্রয়ের সমস্ত টাকা দিলে, কালেক্টর তাঁহাকে ঐ টাকা দিবার সার্টিফিকেট দিবেন।

(২) তাহা হইলে ডালুকের কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারীদের মধ্যে কেহ কিম্বা তাঁহার বা তাঁহাদের অধীন কোন দাওয়াদার ঐ ডালুকের উপর যে সকল দায়, দাঐ, পেটোও প্রজাস্বত্ত্ব স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ত্ব এবং অন্যান্য স্বত্ত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ করণার্থ ১৮৩ ধারায় যে প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালীমতে অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সত্ত্ব খরিদার উক্ত ডালুকে প্রাপ্ত হইবেন। নিম্নলিখিত কএকটা স্বত্বসম্বন্ধে এই বিধি খাটিবে না,—

(ক) দখলী স্বত্ত্ব;

(খ) যে সময়ে স্বত্ত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে যাহা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত থাকিবে, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ত্ব দখলী স্বত্ত্ববিশিষ্ট কোন রায়-ডকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ত্ব; কিম্বা

(গ) যে লিখিত নিদর্শনপত্ররূপে ডালুকের স্বত্ত্ব হয়, তাহাতে স্পষ্ট থাকে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, সেই ক্ষমতারূপে স্বত্ত্ব কোন স্বত্ত্ব বা স্বার্থ।

২০৩ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের খরিদার খরিদারকে দখলদিবার তৎসম্বন্ধে পূর্ক ধারামতে সার্টিফিকেট পাইলে, এবং এরূপ অধ্যায়মতে তাঁহার প্রতি ডালুকে

হস্তান্তর হইবার কথা রেজিষ্টরী করা গেলে, তাঁহাকে ডালুকে দখল দিবার নিমিত্ত তিনি কালেক্টরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কালেক্টর তাঁহাকে ডালুকের দখল দেওয়াইবেন; এবং ডিক্রী-জারীকরণে নীলাম হইলে যে দেওয়ানী আদালত খরিদারকে দখল দেন, সেই আদালতের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, কালেক্টর সেই সেই ক্ষমতামুসারে কার্য করিবেন।

২০৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকে নীলাম হইবার ইচ্ছাচার দেওয়া গেলে নীলাম বন্ধ করিতে যদি কোন ব্যক্তির ঐ ডালুকে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আমানত করা টাকা আদায় করিবার কথা।

২০৫ ধারামতে আদালত টাকা কালেক্টরী কার্যরীতে আমানত করেন, তবে ১৮৮ ধারার বিধান নষ্ট হবে; এবং যদি ঐ ব্যক্তি ডালুকের দখল প্রাপ্ত হন, তবে ১৫ অধ্যায়মতে যে যোঁত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, উক্ত ডালুকে সেই যোঁত হইলে এবং নীলাম দিবারার্থে উক্ত টাকা আদালতে দেওয়া গেলে, ১৮৯ ধারার বিধান যেরূপে বর্ত্তিত, সেইরূপে বর্ত্তিবে।

২০৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়ের বিধানের অগ্রাধে নীলাম অসিদ্ধ কবি-কিন্তু উক্ত নীলাম এত সকল বার মোকদ্দমার কথা।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়ের বিধানের অগ্রাধে নীলাম অসিদ্ধ কবি-কিন্তু উক্ত নীলাম এত সকল বার মোকদ্দমার কথা।

(২) ডালুকের খরিদারকে মোকদ্দমার এক পক্ষ করিতে হইবে; এবং নীলাম অসিদ্ধ হইলে তাঁহার যে কোন হানি হয়, তজ্জন্য তিনি উক্ত মোকদ্দমায় ভূখারী স্থানে ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকে বিক্রয় করা গেলে, ঐ ডালুকে যে কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে তাহা খরিদার ২০২ ধারামতে অসিদ্ধ করিতে পারেন, তিনি নীলাম দ্বারা তাঁহার যে হানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত নীলামের ভারিখ অবধি দুই মাসের মধ্যে বাকীদারের নিকটে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কিন্তু বাকীদারের অধস্তন কোন প্রজার স্থানে নীলামের সময়ে কোন বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, তিনি এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত নীলামের নীলামের উপর টাকা উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্ন-লিখিত বাহা ২ করিতে লিখিতমতে কার্য করিতে হইবে, তাহার কথা। হইবে, যথা,—

(ক) এই অধ্যায়ের বিধান মলবৎ করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত মেরুতা রাখা আবশ্যক হয়, তাহার খরচ কুলিবার নিমিত্ত লতকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্ণ-মেন্টের হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইয়াছে তাহা (সুদসম্বন্ধ ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল খরচ পাড়িয়াছে তাহা সম্বন্ধ) ইহার পর ভূম্যধিকারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকরণের নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে পর উত্তর থাকিলে, যে কার্যাকরক নীলাম কার্য চালান, তিনি তাহা অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় পাঠাইবেন। ২০৬ ধারামতে যাহারা ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পান, তাহাদের দাওয়া শোধ করিবার নিমিত্ত ঐ উত্তর টাকা নীলামের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত খাজানাখানায় আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালের মধ্যে ঐ ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যাবৎ ঐ সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাৎক্ষণিক টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উত্তর টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়, তাহাইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারামতে বাকীদারের নিকটে ডিক্রী হওয়া থাকিলে, ঐ ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উত্তর টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে দিতে না কুলাইলে, তাহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারদের মধ্যে ঐ টাকা হার-হারামতে বন্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) উক্ত উত্তর টাকার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা বাকীদারকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (গ) প্রকরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোন ব্যক্তির তাহাতে স্বার্থ থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিবর্তে যাহার সুদ চলে, এরূপ গবর্ণমেন্টে সিকুরিটি রাখিয়া উক্ত টাকা সমস্ত কিম্বা তাহার কোন অংশ ফিরাইয়া লইতে পারিবেন। শেষ যে গবর্ণমেন্টে গেজেট পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিসপেন্টিং বা প্রিমিয়মের হার দেখা যায়, সেই হারে উক্ত সিকুরিটি লওয়া যাইবে।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দিষ্ট কোন দিন রবিবার বা বঙ্গের দিন হইলে, ববিবার ও বঙ্গের দিন এই দিনে এই অধ্যায়মতে যাচা কিছু করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকে, তাহা তাহার পরদিন রবিবার বা বঙ্গের দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অন্যান্য তালুক নীলামের কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব কএক ধারামতে যে সকল তালুক নীলাম করা যাইতে পারে, তন্মিত্ত কোন করা তালুক সম্বন্ধে এই তালুক সরকারী রেজিস্ট্রারে অধ্যায় পরিবর্তিত হইয়া রেজিস্ট্রারী করিবার বিধান থাকিবার কথা। আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধিক্রমে সময়ে ২ বৈধ পদ্ধতির নির্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে ঐ সকল ধারা উক্তরূপে রেজিস্ট্রারী করা তালুক সম্বন্ধে থাকিবে।

### ১৭ শ অধ্যায়।

হুকি ও বেগাচার বিষয়ক বিধি।

২১০ ধারা। প্রকারান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্ন-লিখিত বিধিতে যে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে এই আইন-বিধান কণবৎ হইবে মের বিধান ফলাৎ হইবে, তাহার কথা। যথা,—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীষড়্বিশিষ্ট রায়-তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩০ ধারার নির্দিষ্ট দখলীষড়্বের শুল্ক।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীষড়্বিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে কালী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দিষ্ট হেতু দ্বিতীয় দখলীষড়্বশূন্য রায়তকে ও কোর্পোরায়তকে ইচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) যোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উচ্চনা ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীকরণে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে শুল্ক প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

২১১ ধারা। যে স্থানের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন বিরোধ হয়, সেই বিরোধশূন্যে কারেনী সরকারী পাট দিতে ভূম্যধিকারীর বাধ্য হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ আদান করিতে হইবে না।

২১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পণ্ডিত  
কৃষিকার্যোগোপযোগী কর-  
ণের চুক্তির কথা। ভূমি কৃষিকার্যোগোপযোগী কর-  
ণার্থ কোন চুক্তির ব্যাঘাত  
হইবে না।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা  
থাকিলেও, যে প্রকারের জমী  
চর ও দেয়াড়া জমীর চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত,  
কথা। অর্থাৎ সাধারণতঃ বন্য ধারা  
যে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ  
সাধন হইতে পারে, যে রায়ত সেই ভূমি ভোগ করে,  
সেই রায়ত তাহা ক্রমাগত বার বৎসর ভোগ না করিলে  
ঐ ভূমিতে দখলী স্বত্ব লাভ করিবে না, এবং সাবৎ ঐ  
দখলী স্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহার ও ভূম্যধিকারীর  
মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয়, তাহার যোতের নিমিত্ত  
সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(২) কিন্তু ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে  
আদালত নির্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই  
ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য  
হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত  
জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

২১৪ ধারা। “উঠবন্দী” প্রণালী ও “হাল কাসিলী”  
প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালী-  
উঠবন্দী ও হাল কাসিলী মতে কোন ভূমি ভোগ করা  
প্রণালীর কথা। গেলে, দেশাচারানুগত বা  
প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে  
ঐ ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে  
সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথায় কোন ঘাট-  
চাকরাণ তালুক সম্বন্ধে ওয়াচী বা অন্য চাকরাণ তালু-  
ক না খাটিবার কথা। কেবল কোন অনুসঙ্গের ব্যাঘাত  
হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন  
নিষিদ্ধ হইবার পূর্বে যে চাকরাণ তালুক হস্তান্তর  
করিতে বা উল্লক্রমে দান করিতে পারে যাইত না, তাহা  
হস্তান্তর করিবার বা উল্লক্রমে দান করিবার স্বত্ব প্রদত্ত  
হইবে না।

২১৬ ধারা। কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোতের  
আংশ না হইয়া বাস্তব  
বস্ত্র ভূমির কথা। ভোগ করিলে, ঐ বস্ত্রভূমির  
প্রকারান্তরের অনুসঙ্গ দেশাচার  
ধারা নিষিদ্ধ হইবে।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত  
দেশাচার সংরক্ষণের স্বত্ব এই আইনের বিধানের  
সহিত অঙ্গদত্ত না হইলে অথবা  
কথা। এই আইনের বিধানক্রমে  
স্পষ্টতঃ বা আংশিক অনুমানানুসারে পরিবর্তিত বা  
রহিত না হইলে, এই আইনের কোন কথায় তাহার কোন  
ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

কোকা রায়ত কোনও অবস্থায় দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হয় এই দেশা-  
চার এই আইনের বিধানের সহিত অঙ্গদত্ত নহে, এবং এই আই-  
নের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা আংশিক অনুমানানুসারে পরি-  
বর্তিত বা রহিত করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোন  
স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম  
হইবে না।

## ১৮শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা ভাষাবি বিষয়ক বিধি।

২১৮ ধারা। (১) এই আইনের ৪র্থ তফসীলের  
৪ তফসীলমত মোক-  
দমা, আপীল এবং  
প্রার্থনা বা দরখাস্তের  
বিষয়ক কথা। নির್ದিষ্ট মোকদমা, আপীল এবং  
প্রার্থনা বা দরখাস্ত ততৎ অন্য  
ঐ তফসীলের নির್ದিষ্ট সময়ের  
মধ্যে উপস্থিত করিতে ও করিতে  
হইবে; এবং ঐরূপ মিয়াদ

কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদমা বা আপীল  
উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা  
যায়, তাহা মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না তোলা  
গেলেও অগ্রাহ্য হইবে।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত  
পূর্বে যে মোকদমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দর-  
খাস্ত উপস্থিত করিলে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত  
বারিত হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোক-  
দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার  
স্বত্ব পুনর্জীবিত হইবে না।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষীয়  
ভারতবর্ষীয় মিয়াদ  
বিষয়ক আইনের কিয়-  
দংশ এই মোকদমা প্র-  
তিভেদ না খাটিবার কথা। মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের  
আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা  
২১৮ ধারার লিখিত মোকদমার  
বা প্রার্থনা সম্বন্ধে খাটিবে না।

## ১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য  
কোন বে-আইনীমতে যে কোন আইন সংকলনে লব্ধ  
হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের থাকে, সেই আইন অনুসারে  
কথা। না হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

(ক) কোন প্রজার যোতের কাল ক্রোক করে  
কিম্বা ক্রোক কারবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিষিদ্ধরূপে যে ক্রোক করা  
যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিষিদ্ধ-  
রূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বল-  
পূর্বক বা গোপনে হস্তান্তর করে, কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন  
যোতের ফসল কাটিতে, সংগ্রহ করতে, সঞ্চিত করিতে,  
হস্তান্তর করিতে, কিম্বা প্রকারান্তরে তাহা লহয়া কাটা  
করিতে বাধা দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে,

তবে তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করাইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকণের লিখিত কোন কার্য করিতে সহায়তা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধ-ভাবে অনধিকার প্রবেশ করিবার সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারীদের কর্মকারক ও প্রতিনিহদের কথা।

২২১ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্তৃপক্ষের নিকটে এই আইনমতে ভূম্যধিকারীর কর্মকারক কোন ভূম্যধিকারীর উপস্থিত দ্বারা কার্য করিবার কথা। ইহাবার, প্রার্থনা করিবার বা কোন কার্য করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ প্রকারান্তরে আদেশ না করিলে, ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্মকারকও এই সকল কর্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে যে এতোক নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, তাহার জারী স্বীকার করিতে বা তাহা লইতে পূর্বোক্তমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্মকারকের উপর তাহা জারী করা গেলে, কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিজ ভূম্যধিকারীর উপর তাহা জারী করা যাইত কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া যাত, তাহা হইলে যেকোন ফল হইত, এই আইনের কার্যপক্ষে সেইরূপ ফল হইবে।

(৩) কর্মকারক নিয়োগ করিবার কিম্বা তাহার ক্ষমতা দিবার নিদর্শনপত্র দ্বারা যে এতোক দলীল এই আইনের আদেশমতে ভূম্যধিকারীকর্তৃক স্বাক্ষরিত বা সঠিককিছুকৃত হওয়া আবশ্যক, তাহা এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকারকের দ্বারা স্বাক্ষরিত বা সঠিককিছুকৃত হইতে পারিবে।

২২২ ধারা। দুই বা তদধিক ব্যক্তি যজমানী ভূম্য-

এক নী ভূম্যধিকারী-  
দেব এনব্র বা সাধারণ  
কর্মকারকের দ্বারা বাধ্য  
করিবার কথা।

করিবেন কিম্বা তাঁহাদের উভয়ের বা সকলের পক্ষে  
দণ্ডবিধিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকারক করিবেন।

রাজস্ব কর্মচারীদের ক্ষমতার কথা।

২২৩ ধারা। রাজস্ব কর্মচারীদের উপর এই আইনের

কর্মচারীদের কার্য-  
প্রণালী ও ক্ষমতা সম্ব-  
ন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে  
পারিবার কথা।

করণার্থ স্থানীয় গণনে ও সময়ে রাজস্বীয় গেজেটে  
দিক্কাপন দিয়া এই আইনমতে বিধি প্রণয়ন করিতে  
পারিবেন, এবং এই বিধি দ্বারা এতোক কোন কর্মচারী

৬৩

(ক) যেকোনকার বিচারকাল কোন দেওয়ানী  
আদালত যে কোন ক্ষমতায়ুগারে কার্য করিতে পারেন  
এরূপ কোন ক্ষমতা ও

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা  
জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার  
ক্ষমতা, ও

(গ) জমীর শক্তি বুঝিয়া দেখিবার নিমিত্ত কোন  
ভূমির ফল কাটিবার ও বাড়িয়ার ও উৎপন্ন শস্যাদি  
ওজন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিধির কথা।

২২৪ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে  
বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা-  
বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও  
দৃঢ় করিবার কার্যপ্রণালীর  
কথা।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের দ্বারা কোর্টের প্রণীত  
বিধি হইলে, উক্ত গবর্ণমেন্টের বা কোর্টের বিরোদিত  
সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সম্মান দিবার পক্ষে যা  
উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকারে এই বিধি প্রকাশ করা  
যাইবে; অন্য কোন কর্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে,  
তাঁহা নিষ্কিট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু  
একরূপ প্রত্যেক পাণ্ডুলেখা রাজস্বীয় গেজেটে প্রকাশ  
করা যাইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলেখার সহিত একই নোটিস  
প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করণের তারিখের পর  
এক মাস অতীত হইবার পূর্বে না হয়, উক্ত পাণ্ডুলেখা  
একপ যে তারিখে বা তাহার তারিখের পর বিবেচনা করিয়া  
দেখা যাইবে, এই নোটিসে সেই তারিখ নিষ্কিট থাকিবে।

(৪) এই নিষ্কিট তারিখের পূর্বে উক্ত পাণ্ডুলেখা  
সমক্ষে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন,  
উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন  
বিধি রাজস্বীয় গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, এই প্রকাশ  
দরপাই উক্ত বিধি যখনই যে প্রণীত হইবার সম্ভাব্য  
হইবে।

যেহ জিলায় কিয়ৎকালীন বন্দোবস্ত থাকে তৎসম্বন্ধীয়  
বিধানের কথা।

২২৫ ধারা। যে মহালের জিরদারী বন্দোবস্ত এখন  
হয় তাহা কোন ভাণ্ডারের অধ-

যে জিলায় জিরদারী  
বন্দোবস্ত হয় নাই, সেই  
জিলায় যে ভূমি ভোগ  
হয়, তৎসম্বন্ধে না খাটি-  
বার কথা।

কালী বন্দোবস্তের সময়াদ  
ফুরাইলে, খাজনা বৃদ্ধির বাধ্য  
হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ গবর্ণমেন্টের

জানে চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিবার, বা বন্দোবস্ত দৃঢ় করিবার ক্ষমতা পাইয়া বন্দোবস্তী কার্যাবলী সম্পন্ন বন্দোবস্তের মিয়ান জমী ৩৪ টিয়ার পর অবশ্যিস্থিত হইলে খাজানা দিয়া ভোগ করিবর অঙ্গ স্পষ্ট বাক্যে সীমিত করিয়া থাকিলে, স্বতন্ত্র কথা।

২০৬ ধারা। যাহা চিত্রগ্রহী বন্দোবস্তী কৃষির অধ্বংস করে, এরূপ কোন কৃষি বিনা খাজানায় কিম্বা অধ্বংসিত খাজানায় ভোগ করিবার অঙ্গ স্পষ্ট বাক্যে সীমিত হইলে, স্বতন্ত্র কথা।

(ক) ভূমির রাজস্ব উক্ত ভূমির স্বত্ব প্রথম দেয় হইলে, কিম্বা

(খ) তৎপরে ভূমির রাজস্ব পূর্ণ হইলে, স্বতন্ত্র কথা।

উক্ত পক্ষে মধ্যে চুক্তিতে একাধিকবার কণা সত্ত্বেও, কোন রাজস্ব কম্পাণী ভূমি পরিচালনা প্রাধিকার মতে আধিকারকে এই ভূমির বিধান অনুসারে উক্ত ভূমির উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা প্রদান করিতে পারবেন।

যদিও প্রকৃত বন্দোবস্ত কথা।

২০৭ ধারা। নীচী খাজানা আদায় করণার্থে মোকদ্দমায় এই আইনের যে সকল বিধান প্রযোজ্য, সেই সকল বিধান প্রযোজ্য হইবে।

বিশেষ আইন সংকলনের কথা।

২০৮ ধারা। এই আইনের কোন কথা—

(ক) এই আইনের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া যে কোন আইন রহিত করা হয় নাই, সেও আইনের নির্দিষ্ট বন্দোবস্ত কার্যকারকতার সমস্তর ও ক্ষমতার,

(খ) গবর্ণমেন্টের মতামতের দ্বারা, নীচী অর্থ উৎসের বা রাজস্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অধিকৃত মতামতের দ্বারা, তাহার কার্য প্রণালীর বিধান করণের কোন ক্ষমতা নাই,

(গ) গবর্ণমেন্টের বাকী রাজস্বের বিধান নীচী মতামতের দ্বারা অধিকৃত হইলে, তাহার কোন ক্ষমতা নাই,

(ঘ) পাল্লীজারী মতামতের দ্বারা, নীচী অর্থ উৎসের আদায়ের ক্ষমতা,

(ঙ) এই আইনের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া যে কোন আইন রহিত করা হয় নাই, তাহার কোন ক্ষমতা নাই।

## প্রথম তফসীল :

(২ ধারা দেখ।)

যে আইন ১৯৩৩ খ্রিঃ  
বঙ্গদেশে প্রচলিত আইন।

সাল ও নং	যে বিষয়ের আইন।	১৯৩৩ খ্রিঃ কণা নং
১৯৩৩ সালের ৮ আইন।	সুবেজিৎ বাজলা ও বেহার ও উড়িষ্যার সমস্ত জমীদার ও ইন্ডিয়ান ল্যান্ডস অফিসের নিয়মিত দিগের সচিব সরকার সহ মালিকানাধীন অর্থ দশ সব বন্দোবস্তের বিষয়ে ব সকল আইন ইঙ্গরেজী ১৯৩৩ সালের ১৮ মে মাসের ২৫ নং এবং ইঙ্গরেজী ১৯৩৩ সালের ১০ মে মাসের ১৩ তারিখ পর যে তারিখে নির্দিষ্ট হই যাচ্ছে তাহার পরিবর্তে পরি ক্ষর ও প্রকৃত করিবার আইন।	১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭
১৯৩৫ সালের ১২ আইন।	এই আইন বেনিগন জমি হক পরিচালনা, কমান্ডার ও বঙ্গ পদগনা সচিব সরকার বন্দোবস্ত ও সচিব বাকী আদায় করণার্থ আইন	১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭
১৯৩৬ সালের ৫ আইন।	ভূমির মালিকানাধীন ও ইন্ডিয়ান বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এই আইনে চলন আছে তাহার কোন দাঁড়া প্রকৃত করিবার ও পরিচালনা নিমিত্ত আইন	২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭
১৯৩৭ সালের ১৮ আইন।	ইঙ্গরেজী ১৯৩৭ সালের ৫ আইন নং ২ ধারার মধ্য স্পষ্ট ও বিবরণ করিয়া লিখিবার ও ইঙ্গরেজী ১৯৩৭ সালের ৫ আইন ১ ও ৮ ধারা ও ১৯৩৫ সালের ৫ আইনের ৩ ও ৪ ধারার ও বিভিন্ন কবি বার ও প্রকৃত করিবার নিমিত্ত দাঁড়া সকলো পরিবর্তন দাঁড়া নির্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত আইন।	২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭
১৯৩৯ সালের ৮ আইন।	কোন অধিকার লিখ হইলে ও ওৎস্পর্কিত করণের ক্ষমতা হইলে কণা স্পষ্ট করিয়া লিখিবার ও জমীদার দিগের ও পতনী ডাক্তার ও গবর্ণমেন্ট পতনী সচিব বিষয়ের ও জমিদার বাকীর নিমিত্ত নৈমিত্তিক করণের নকশা নির্দিষ্ট করনের ও তাহার প্রকৃত ও নিয়মিত বিবরণ ও বাজলা দেশ জমিদার দিগের ও ডাক্তার দিগের ও ইন্ডিয়ান দাক্তার মধ্যে পুস্তক নির্দিষ্ট কোন দাঁড়া প্রকৃত স্পষ্ট করণের ও তাহার কোন দাঁড়া প্রকৃত নিমিত্ত আইন	২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭

## ১ম তকসীল--(চলিতহেতু।)

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮২০ সালের ১ আইন।	যদি জমীদারের বাকী ডাহার তা- লুকদারের শিরে পড়ে ও সে নিমিত্তে জমীদার তালুকদার কর ইবার ক্ষমতা পায়, ওএ সেই নীলাম ইত্যাদি ১৮১২ সালের ৮ আইনের নীলামের মতে ইহার নিমিত্তে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮২৪ সালের ১১ আইন।	যে কিস্তি কোন নদী কি স- মুদ্রা নদীভাগ করণ প্রযুক্ত কৃষি পণ্যের যার সেই কৃষির দাওয়ার নিশ্চয়িৎ হই- মেতে দৃষ্টি রাখা করিতে হইবেক সেই হইতে প্রকাশ করিবার নিমিত্তে আইন।	৪ ধারার ১ প্র- করণে "এবং ইহা হইবে জমি যত কোন প্রধান মহীলকারের পেটীর কোন মহীলকারের দখলের কু- ষিড়ে সংলগ্ন হয়" এই কথা মুছ প্র- করণের শেষ পর্যন্ত।

## বঙ্গদেশের স্বতন্ত্রতার প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮৩৭ সালের ৬ আইন।	১৮৩৭ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ কোর্ট উইলিয়াম রাজধানীর অ- ধীন প্রদেশে মধ্যে খাজানা আদায় করণের আইন সংশো- ধন করিবার আইন) সংশো- ধন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৫ সালের ৮ আইন।	আগমপত্রের কিয়ৎ প্রচলিত দেশাচারের বলে যে পেটী তালুক বিক্রয়কারী কি প্র- কাশিত্রে প্রত্যাহারিত হইতে পারে তৎসম্পত্তির বাকী খাজানা আদায় করণের ক্ষমতা আদায় করিবার ব্যবস্থা সংশোধনার্থ আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৭ সালের ৪ আইন।	মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশে জিহুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহে বের প্রচলিত ১৮৩২ সালের ৬ আইনের বাধ্য ও সং- শোধন করিবার এবং কোন বিচার নিষিদ্ধ করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭১ সালের ৮ আইন।	কৃষিকারী ও প্রাণীর মধ্যে যে যৌক্তিকতা হয় তাহার কার্য- প্রণালী সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭১ সালের ৮ আইন।	বন্দোবস্তী কার্যকারকদের ক- মতা নিশ্চিত ও নীতিবদ্ধ করিবার নিমিত্তে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের  
প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮৫০ সালের ২৪ আইন।	১৮১২ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কৃষির নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বাকীদার টাকা সংগ্রহে জরুরি আইন।	যে পর্যন্ত র- হিত হয় নাই সেই পর্যন্ত।
১৮৫০ সালের ৩৩ আইন।	বাংলাদেশে পত্তনী ডালুকের নীলামের নিমিত্তে যে দা- ড়ার আদায়ক আছে তাহা শুধরিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৩ সালের ৬ আইন।	মালিকদারীর বাকীদার বিষয়ের সরাসরী মোকদ্দমা এবং প- ত্তনী ডালুক ও বিক্রয়যোগ্য অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং খাজানা বিষয়ের সরাস- রী ডিক্রীজারী করণে কৃষির নীলামের বিধি আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫২ সালের ১০ আইন।	কোর্ট উইলিয়াম রাজধানীর অ- ধীন বাংলাদেশে খাজানা আদায় করিবার আইন সং- শোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

## দ্বিতীয় তকসীল।

[ ৩ (১৬) ধার দেখ। ]

১৮১২ সালের ৮ আইনের হেতুগত হইতে উদ্ধৃত।

"মঙ্গলসালা বন্দোবস্তের তালুকদারের আপনাদিগের  
ইচ্ছা ইত্যাদি দিতে ইচ্ছাকৃতপা ক্ষমতা আছে  
দেখিয়া নূতন করার দাওয়ার স্বাক্ষর করিয়াছে ও প্রথমতঃ  
তাহা প্রকৃতির রাজ্য জমিদারীতে প্রকাশ হইয়াছে  
একদম অন্য দ্বায়েও ইহাতেছে ও এ অধিকারের প্রকাশ  
এই যে জমিদার কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতপা অন্যত  
তালুক দেয় ও তাহার মুদ্রা যে ব্যক্তি তাহা লয়  
তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারিগণের পাওনা সম্পর্ক-  
লের নিমিত্তে করিয়া দেয় ও তালুকদারের দ্বায়ে মাল  
জামিন ও কেলার জামিন পত্তনী ও নীলামের ক্ষমতা  
আপনি রাখে কেন না যদি তালুকদারকে জামিন দেওন  
হইতে থাকে তবে তাহার পরে এই তালুক বিক্রয়-  
দির দ্বারা যে ব্যক্তির হাতে যায় সে এড়াতে পারে না  
বরং তাহার দ্বায়ে লইতে পারে ও ইহা এইরূপকার  
রেজার অর্থাৎ চলনমতে জানা গেল।

"তাহার সম্ভাব্যেতে নিয়নের মধ্যে ইচ্ছা লেখা  
থাকে যে বাকী পড়িলে সে নিমিত্তে জমিদার তাহা  
বিক্রয় করাইতে পারিবেক ও যদি বিক্রয়ের পণ বাকীর  
সংখ্যা যত তত না হয় তবে বাহা বাকী থাকে তাহা  
তালুকদারের শিরে থাকিবেক যে সে নিমিত্তে তাহা  
মাল আদায়ের বিক্রয় হইতে পারে।

"এ সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারকে পত্তন তালুক  
বলে ও তাহা পত্তনী আনেকতঃ লোক এই সকল নিয়ম ও  
নির্দেশে তাহা অন্যতঃ লোকের দেয় ও তাহার দর  
পত্তনীদার কলার ও দরপত্তনীদার অন্যতঃ দেয় ও  
ক্রমে এইরূপ। ও ইহারিগণের প্রত্যেকের সম্ভাব্য এক  
বস্তুই হয়।"

## কবজের পাঠ।

- ১। মধুর
- ২। সাল
- ৩। আঁদের নাম — খান্না
- ৪। এঁজার নাম
- ৫। তাঁহার যোড়ের বিবরণ ( পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি )

নগনী বিধা — টাকা

ভাওলী বিধা — মণ — বা টাকা

সারের { বনকর — টাকা।  
জলকর — টাকা।  
কলকর — টাকা।

গবর্ণমেন্টের কর ... { পঞ্চকর  
পূর্তকাঁধের কর

- ৬। বাঁহার সারকতে দেওয়া গেল
- ৭। দিবার তারিখ
- ৮। যত টাকা দেওয়া গেল ( পূর্তে বিবরণ ) — টাকা।
- ৯। ভূস্বামীর বা অন্যতর আঁও কর্তৃক সারকের আঁকর

## কবজের পাঠ :

- ১। মধুর
- ২। সাল
- ৩। আঁদের নাম — খান্না
- ৪। এঁজার নাম
- ৫। তাঁহার যোড়ের বিবরণ ( পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি )

নগনী বিধা — টাকা

ভাওলী বিধা — মণ — বা টাকা

সারের { বনকর — টাকা।  
জলকর — টাকা।  
কলকর — টাকা।

গবর্ণমেন্টের কর ... { পঞ্চকর  
পূর্তকাঁধের কর

- ৬। বাঁহার সারকতে দেওয়া গেল
- ৭। দিবার তারিখ
- ৮। যত টাকা দেওয়া গেল ( পূর্তে বিবরণ ) — টাকা।
- ৯। ভূস্বামীর বা অন্যতর আঁও কর্তৃক সারকের আঁকর

বঙ্গদেশের এজান্দার বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনের ১৯ ধারায় নিম্নলিখিত বিধান আছে।—

“ ৩৯ ধারা। (১) কোন এজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা মিলে, যে বৎসরে কিম্বা যে বৎসরের যে কিম্বা উহা অন্য দিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে টাকা বেরণে অন্য দিতে হইবে তাহার কখন। পারিবেল এবং তদনুসারে ঐ টাকা অন্য দিতে হইবে। ”

“(২) এজা এরূপ কোন নির্দেশ না করিলে, ভূস্বামিকারী যে বৎসরের যে কিম্বা উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরে সেই কিম্বার হিসাবে ঐ টাকা অন্য দিতে পারিবেল। ”



তৃতীয় তরঙ্গ।—কবজ ও হিনাবেব পাঠ।

[illegible]

কর্ম	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা
কর্ম	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা

## ( তৃতীয় তফসীল ।—কবজ ও হিসাবের পাঠ । )

## হিসাবের পাঠ ।

১। সাল	১। সাল	১। সাল	১। সাল
২। প্রজার নাম	২। প্রজার নাম	২। প্রজার নাম	২। প্রজার নাম
৩। যোতের বিবরণ ( পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি )	৩। যোতের বিবরণ ( পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি )	৩। যোতের বিবরণ ( পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি )	৩। যোতের বিবরণ ( পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি )
	বিষয়	হার	টাকা।
	নগদী		
	গবনমেন্টের কর		
	ভাওলী		
	জলকর	বিষয়	টাকা
	বনকর	...	...
	কলকর	...	...
	...	...	...
৪। বৎসরের তালব	৪। বৎসরের তালব	...	...
৫। পূর্বি বৎসরের বাকী ( বকেয়া )	৫। পূর্বি বৎসরের বাকী ( বকেয়া )	...	...
	...	...	...
৬। মোট তালব ( হাল ও বকেয়া )	৬। মোট তালব ( হাল ও বকেয়া )	...	টাকা।
৭। প্রভোক্তার হিসাবে দেওয়া গেল	৭। প্রভোক্তার হিসাবে দেওয়া গেল	...	...
৮। শস্য দেওয়া গেল	৮। শস্য দেওয়া গেল	...	...
৯। বৎসরের শেষে বাকী	৯। বৎসরের শেষে বাকী	...	...
১০। ভূদানীর খাজানা	১০। ভূদানীর খাজানা	...	...

## চতুর্থ তফসীল।

( ২৮ ধারা দেখ। )

## ১ খণ্ড।—মোকদ্দমার মিরাদ।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
১। যে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া এক বৎসর ন্যূনতম বিধানাঙ্কক চুক্তি অর্থে যে এই নিয়মভঙ্গের দণ্ডপ্রাপ্ত উদ্ভেদ করা যায়। সেই নিয়মভঙ্গ যেতু তালুকদার বা রায়-ওকে উদ্ভেদ করিবার মোকদ্দমা।		নিয়ম ভঙ্গের তারিখ অবধি।
২। বাকী থাকিবার আদায়ের ছয় মাস মোকদ্দমা।		আদায়ের তারিখ অবধি।
ক) ৩৩ ধারামতে এই যো-ভের খাজানার মিমিত্ত আদায় করিবার পূর্বে বাকী পড়িয়া থাকিলে।		
(খ) ফলাফলে	ডিন বৎসর	বাকী পড়া মন যেই স্থানে চলিত আছে সেইই স্থানে বাকী পড়ার মন যেই দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি এবং আদায়ী ও কসলী মন যেই স্থানে চলিত আছে সেইই স্থানে চলিত থাকার শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি।
৩। বাকী দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ভূমির দখল করিলে, উক্ত ভূমির দখল করিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	তিন বৎসর	দখল হইবার তারিখ অবধি।

## ২ খণ্ড।—আপীলের মিরাদ।

আপীলের বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
৪। এই আইনমত কোন ডিক্রী বা আজার উপর জিলার জজ বা বিশেষ জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রী কি আজার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমত কালেক্টরের কোন আজার উপর কমিশনার সাহেবের নিকট আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে আজার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।

## ৩ খণ্ড।—প্রার্থনাপত্রের মিরাদ।

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
৬। যে কলে ডকুমেন্ট থাকিবে বা বসে ডিক্রী জারী হইতে দেন নাই সেই স্থলভিত্তিক এই আইনমত কিংবা এই আইন দ্বারা রহিত করা কোন আইনমত ডিক্রী বা আজার জারী করিবার প্রার্থনাপত্র; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে সুদ জমে তাহা বাদে কিংবা এই ডিক্রী জারী করিবার খরচা সমেত ৫০০/- শতকের অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়।	তিন বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আজার তারিখ অবধি; কিংবা (২) আপীল করা গেলে আপীল আদালতের ডিক্রী বা আজার তারিখ অবধি কিংবা (৩) বিচার লম্বা চলিয়া গেল গেল লম্বা চলিয়া গেল নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি।

## ভিন্ন ভিন্ন মত।

বঙ্গদেশের আশুবিধায়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেট কমিটির অধিকাংশ সভার রিপোর্ট হইতে আমার মত ভিন্ন।

১৮৮৩ সালের ২১ নবেম্বর অবধি কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৩ সালের ১৩ মার্চ উহার কার্য শেষ হয়। প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার মাত্র কমিটির অধিবেশন হইত। কোন বিষয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভাদিগকে ৪৮ ঘণ্টার পূর্বে সংবাদ দিতে হইত। ২৬ জানুয়ারি তারিখে দ্বিতীয় বৈঠকে সপ্তাহে তিন দিন ২ টা অবধি ৫ ১/২ পর্যন্ত কমিটির অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্বে দিন সেকেন্ডারী নিকটে প্রেরণ করিতে হইবে। অধিবেশনের দিন প্রাতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরদের নিকটে প্রেরিত হইত। এইরূপ নূতন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটির হাতে অনেক কার্য থাকিছিল ও বিশেষ সময়গত কারণে সময় উপস্থিত প্রায় হইয়াছিল। এই বন্দোবস্তে মেম্বরদের নিকট যে অসুবিধা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিলেও এবং তাঁহারা এই কার্যে সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদের প্রত্যেকের প্রতিই অসুবিধা হইয়াছিল। আমার মত অবস্থার পোকে প্রতিকারও বিচার হইয়াছিল, কারণ আমি তাঁহাদের অভিপ্রায় বাক করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না। ইহাতে যে কেবল মেম্বরদের প্রতিই বিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বাদানুবাদ তাহার প্রতিও বিশেষ বিচার হইয়াছিল। আমি কর্তব্য বিবেচনায় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ ফলোৎপাদক হয় নাই। ইহা অস্বস্তি স্বীকার করিতে হইবে যে কমিটির নিকটে যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অবস্থায় বহু দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব গুরুত্ব ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্ত গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসার অত্যন্ত ত্বরান্বিত করা যায় নাই। এরূপ ত্বরান্বিত অপরিহার্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় মনে হয় না।

মন্ত্রিসভার বিধি অনুসারে কমিটির এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় বিষয়ে সাক্ষীর এজার প্রেরণের ক্ষমতা থাকিলে ভাল হইত। কমিটি যে এই ক্ষমতার আবশ্যিকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্ধতিগত না হইলেও মান্যবর জি. ডব্লিউ. লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের পরামর্শমে পোতাও বিলি লঙ্ঘ্যে কমিটিতে কয়েকজন বহুদলী জমিদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কমিটির হস্তে পড়িয়া বিলের অনেক গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু উহার মূল স্বর অপরিবর্তিত রহিয়াছে। কোমর বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপি অপেক্ষা জমিদারদের অবস্থা অধিকতর মন্দ করা হইয়াছে। কৃষকগণ ক্ষুদ্র বিষয়ে জমিদার ও রাষ্ট্র উভয়ের প্রতিই অপেক্ষাপাতে সুবিচার করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে যে রূপ আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্তী ভূমালিকারীগণের বিলক্ষণই লাভ হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ভূমালিক, যাহার জন্য কমিটি এত চিন্তিত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, আমার ভয় হয় যে কলে তাহার অবস্থা বর্তমান অপেক্ষা মন্দ দাঁড়াইবে। আমি এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং উক্ত এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথায় প্রবেশ করিব না।

এই পাণ্ডুলিপির বিক্ষেপে আমার আপত্তির প্রধান কারণ এই :-

১।—ইহা বর্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী। ইহা একদিকে কতকগুলি স্বত্ব অপচর্য করিতেছে ও অপন্যাসিত উক্ত আইনের বাস্তবকারী কতকগুলি স্বত্ব প্রদান করিতেছে। ২য়।—ইহাতে রেগুলেশন আইন সমূহের যে রূপ বাধ্য কল্পনা করা হইয়াছে তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং প্রায়শঃ ৩০ ঘণ্টা ও বিবরণ সমূহকে প্রায় বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ৩য়।—খাজানা আদায় ও খাজনার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্য প্রণালীর সরলতাপানরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্বারা সূক্ষ্ম হইবে না। ৪র্থ।—ইহাতে ভূমালিকারী ও এজাপুত্রের মধ্যে বিবাদ ও বিলম্বাদ উৎপাদিত হইবার ও মোকদ্দমার মোকদ্দমার দেশ প্লাবিত করিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের হানি হইবে। ৫ম।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক প্রত্যেক কৃষাগ (কৃষিঃ জীবী) করিয়া তুলিবে। ৬ষ্ঠ।—জমিদার ও এজার চুক্তি লঙ্ঘ্যে সাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ার ও জমিদারী কার্যনির্বাহ ও রায়তদের কার্য লঙ্ঘ্যে আদালত ও রাজসংক্রান্ত কার্যকারকে মধ্যস্থ ও জিজ্ঞাসার মূল করার ইহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নতির নিদানহীন আত্মনির্ভর শক্তিকে অক্ষয়্য করা হইবে, ও উহার মেরুদণ্ড বিচ্ছিন্ন করা হইবে, অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মালীরা আর্থ কার্যের বাধাত করা হইবে। গবর্নমেন্টের পিতৃহানীর তাব বন্ধমূলকরা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিশ্চয় উৎপাদনকরা হইবে। গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে জুখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেট কমিটি যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একটরও খণ্ডন হয় নাই।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমার যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি উহার অধঃ প্রায়ে বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিব এক প্রস্তাব করিতেছি না। আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল স্বর ও কলঙ্কীয় প্রধান বিষয়গুলির আলোচনা করিতে চাহি।

## তালুকদার ।

যাঁহারা এক্ষণে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই হুতন শ্রেণীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যথা, ( ১ম ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে সকল রায়ত তাঁহাদের যোতের অর্দ্ধেকের অধিক অংশ কোর্স বিলি করে ( ৩৭ ধারা ) এবং ( ২য় ) যে সকল রায়তের যোতের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং যাঁহাদের যোতের সমস্ত দাক্ষিণাত্য কোর্স বিলি করা আছে। এক্ষণে স্থলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে। ( ৫ ধারা ৫ প্রকরণ )। প্রথমোক্ত ব্যক্তির নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে। খাজানার দায়িত্ব ভিন্ন তালুকদার পানের সমস্ত আনুষঙ্গিক স্বত্ব তাঁহাতে বর্ত্তিবে। শেষোক্ত শ্রেণীর স্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব ও জোকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি পোঁদী বিলি করিয়াছেন বাণিয়া প্রজা সম্বন্ধে জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোতের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আমার মতে আরো অন্যায় হইবে। তালুকদারের পদবীর কতগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার নাই। এই সকল অধিকারের জন্য সাধারণতঃ জমীদারকে বিলকণ দুপয়সা দেওয়া হয়। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য ও চন্তান্তরযোগ্য চিরস্থায়ী যোত, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাঁহার খাজানার হার স্থলভ হইবে, ও উহা অগ্রক্রম স্বত্ব ও জোকের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। বাবদ্ব্যপক ভাবে লক্ষ্য অনুসারে ১০০ বিঘার যোতদারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা কখনই এদেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভূমি-প্রকৃতি আইনের অনুযায়ী বলিয়া কেহ তর্ক করিতে পারেন না। এই বিষয়ে ভূস্বামী শ্রেণীর স্বত্বের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

তালুকদারদিগের খাজানার দ্বিগুণ, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে নীলায় খরিদার ভাণ্ডায় করিবে তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে। “যকঃসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজানার হার তাহারই মত অন্য ভূমির খাজানার হারে তদধিক গেল সে তালুকদারের জমীর বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতাবতী ভূমির উৎপাদনের মুখে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের নামকর ও তালুক বুঝিয়া তহনীলের খরচা বহন উচিত হয় তাহা মিনায়া করিয়া যাঁহা বাকী থাকে তাহা এই যকঃসলী তালুকদারের জন্য ঠাহরিবেক”। ১৮৫২ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের খাজানার দ্বিগুণ সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই। কিন্তু আদালতের মীমাংসা অনুসারে নিকট-নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদালতের খরচা বাকী দিয়া বোটা আদায়ের শতকরা দশ টাকা অতিক্রম করিয়া না যাব এক্ষণে সীমা পর্য্যন্ত রক্ষা করা নাহিতে পারে (সীল্ড সাহেবের ডাঃজেটে দেখ)। আদালতের এই মীমাংসা এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্ত্তনও অনেক করা হইয়াছে, যথা, “চলিত হারের” পরিবর্ত্তে “দেশাচারীগণের হার” লেখা হইয়াছে কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রায়মোক্তনী নির্ণয় করা অপেক্ষা অধিক কঠিন। আদালতের মীমাংসায় তালুকদারের লাভ আদায়ের শতকরা দশ টাকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাঁহার লাভ শতকরা ১২ টাকার নূন হইবে না। এই শতকরা দশ টাকা আদায় বন্দিতে গেলে আমার মতে প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়ের টাকা বুঝায। সে আদায়ের শতকরা দশ টাকা তালুকদারের লাভ নহে, যেট জমা হইতে কোল খরচা নহে আবার তাহার উপর আদায়ের ঝুঁকিও বাদ দিলে যাঁহা পোঁদী থাকে তাহার শতকরা দশ টাকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ নূন হইবে না। এস্থলে আমার বক্তব্য এট যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের ঝুঁকির জন্য বাদ পড়ে একথা আজিও আমার কর্ণগোচর হয় নাই। পাবলিক ওয়ার্ল্ড সেস ও রোড সেসের হিসাবে প্রজাদের নিকট হইতে অনান্যসী টাকার জন্য জমীদার শতকরা কিছুমাত্র বাদ পান না। অথচ সে টাকা দেওয়ার দায়ী তাঁহারা নহেন। তাঁহারা বিনা বেতনে গবর্ণমেন্টের জন্য টাকা আদায় করেন মাত্র। এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বর্ত্তমান আইনমতে তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাঁহার সহিত তুলনা করিলে উহাদের অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এখনও সব পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহাদের খাজানা পূর্ববর্ত্তী খাজানা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্দ্ধিত করা যাইতে পারিবে না। বর্ত্তমান আইন অনুসারে যাঁহা রক্ষা হইবে তাঁহা একেবারেই দিতে হইবে। কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে ৬০পে অপেক্ষা রক্ষা হইবে এবং সমস্ত রক্ষা পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে। বর্ত্তমান আইন অনুসারে খাজানা রক্ষার কালের সীমা নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত তিনটি বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহাদারা দৃষ্ট হইবে যে যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং যে দাক্ষিণাত্য আইনমতে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের জন্য দায়ী তাঁহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই; কিন্তু যে তালুকদারকে লোকে কোন কাজের নয় বলিয়া জানে তাঁহার প্রতি কত মমতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। পেটাও বিল হত্যার করার ও উপায় কখনই প্রশস্ত নহে।

## অবধারিত হারের রায়ত ।

১৮৫২ সালের ১০ আইনে সর্ব্ব প্রথমে এই মন্ত্রের একটা আইনমত অনুমান সন্নিবেশিত হয় যে কোন মৌকদমা আরম্ভ হইবার নিশ্চয় ৫২সর পূর্ব অবধি যদি কোন প্রজার খাজানা অপরিবর্ত্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সেই হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

হইবে। ১৮১৯ সালের ১০ আইন পাশ করার সময় এরূপ অনুমানের যতই প্রয়োজন হইয়া থাকুক না কেন, এখন যেসে প্রয়োজন নাই এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারি বন না। রায়ভদ্রিগের বুদ্ধি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা রক্ষি হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে ছাপান দানিলা দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন ১৮১৯ সালে তাহারিগকে খাজানা হাজির দায় হইতে মুক্ত করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল এক্ষণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমিদারের সর্বনাশ হইয়াছে। মাল্যবর জীবুত রেনল্ডস সাহেব খাজানা কমিশ্যনের পাঠ লিপিসম্বন্ধে যে নতুন প্রাণ করিয়াছিলেন তাহাতে এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহার সকলেই বলিয়াছেন যে “এছাড়া জমিদারের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে” এবং “নীলাম খরিদারের পক্ষে ইহাতে অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, কারণ অনেক স্থানে পূর্ববর্তী জমিদারের জীমারি কাগজপত্রের দখল পাওয়া নাই।” জীবুত রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছেন যে পুরির কালেক্টর বিশেষ দক্ষতা সহকারে এইমত সমর্থন করিয়াছেন কারণ উক্ত কালেক্টরের বিশ্বাস এই যে “সমস্ত বন্দবস্তে এমন মহান অতি অসুবিধা আছে এই অনুমান দ্বারা যাহার ভুলারি স্বত্বের ক্ষতি করা হয় নাই” এই অনুমান প্রথা একবারে রহিত না করিয়া জীবুত রেনল্ডস সাহেব অমুরোধ করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্ব-বর্তী বিশৃঙ্খলিত বৎসর সমান দ্বারা খাজানা প্রদানের প্রমাণ দেওয়া হইলেই এই অনুমানের কার্যসীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি নীলাম খরিদারদের সপক্ষে আরও এই সুবিধা করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন যে এই অনুমান তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অমুরোধ করার সময় জীবুত রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছিলেন যে “ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে কার্য করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮১৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল কাগজ: তাহার কি কল দাঁড়াইয়াছে প্রমাণ: তাহা বিবেচনাই বিবেচনা করা উচিত।” অনুমান দ্বারা জমিদারের ক্ষতি হইতে কোন অসঙ্গত দাবী দাখিল: নিরস্ত করা হইয়াছে; না মাল্যবর জীবুত রেনল্ডস সাহেবের প্রকারে যে রূপ অবস্থার থাকিবার স্বত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থলে প্রদান: এই অনুমানের কথা উত্থাপিত হইয়া সকল হইয়াছে, তাহার অনিকাংশস্থলেই যে প্রকার যৌত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৭৯৩ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, যাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগ করিয়া আসিতেছে, কেবলমাত্র তাহাদেরই জন্য অতিপ্রভু অধিনার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থ এইরূপ দাড়াইয়া থাকে, যেখানে এই নিয়ম পরিবর্তিত করিবার প্রস্তাব এক্ষণে হইল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

জীবুত রেনল্ডস সাহেব তাঁহারই পরিবর্তন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি কিন্তু তথাপি তাঁহার মত পূর্বেও যেমত ন্যায় ও বিচার সম্বন্ধে ছিল এখনও তেমনিই আছে। এই মতের উপা: নির্ভর করিয়া জীবুত রেনল্ডস সাহেব পূর্বে যে রূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাঁহা ও অনুযায়ী আইন সংশোধনের কাণ্ড উত্থাপন করি। কিন্তু কমিটির অধিকাংশসভ্য আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই, ইহা মনেকা আরও পরিবর্তিত করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত কর হয়, উহাতে উপস্থিত পাঠুলিপি পাগ হওয়ার তারিখের পূর্বি হইতে এই বিশৃঙ্খলিত বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভ্য তাহাও গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠুলিপিতে নির্দিষ্ট দ্বারে ভূমি ভোগের আনুষঙ্গিক নিম্নলিখিত স্বয়ংস্বত্বের উল্লেখ আছে।

২০ ধারা।—অবধারিত খাজানার বা অবধারিত খাজানার দ্বারে যে রায়ত ভূমিভোগ করে,

(ক) কোন ভাণ্ডারকার যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকেন যোতের স্বত্ব ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তাহারও সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর, যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্তমতে এই আইন সম্বন্ধে যে নিয়ম তত্ত্ব করিলে, তাহাকে উল্লেখ করা হইতে পারে, যে সেই নিয়ম তত্ত্ব করিয়াছে এই যেহেতু তিন অন্য কারণে তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উল্লেখ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সহিত পূর্বোক্ত বিশৃঙ্খলিত বৎসর সম্বন্ধীয় অনুমান একত্র করিলে, তাঁহার মনে সত্যি এই ধারণা হয় যে, এছাড়া অনুমানের কল পাঠিতে অধিনারী হউক আর নাই হউক প্রাণী আশ্রয়াদিগকে অবধারিত হারদারী রায়ত বলিয়া প্রকাশ করিতে প্রলোভিত হইবে, এবং এইরূপে জমিদারকে তাহার স্বার্থস্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জমিদার সক্ষম হইলেও নোংরা খরচা ও জালান না হইয়া আপন স্বত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অনুমানের এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত করার ব্যবস্থাপক সভার অভিপ্রায় এই ছিল যে, উহা দ্বারা যে সকল জমিদারের কিছু তাই সঙ্কেচনাট তাহার বেল আশ্রয় ইচ্ছামতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমিভোগকারী রায়ভদ্রিগের খাজানা না দাড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু আজও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক কাপটে সমস্ত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে মোকদ্দমীদার বা চিরস্থায়ী ভাণ্ডারকাররূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমিদারের প্রতি এই বিধানের ফল আশ্চর্যরূপে পৃথক হইবে। যে স্থলে জমিদার মোকদ্দমা করিতে অনিচ্ছা, সহিষ্ণুতা অথবা দয়াপ্রসূক বশবৎসর ধরিয়া খাজানা হাজি করেন নাই, তাহার যে রায়ভদ্রিগের স্বত্বপূর্বক দাখিল তদ্রূপে বরিয়াছে তাহা জমিদারসেই আশ্রয়াদিগের দাবী প্রমাণ করিয়া দিবে। অপরদ্বা যে জমিদার কখনও এরূপ আশ্রয় ও সময়চাব প্রদর্শন করেন নাই এবং সময়ত খাজানা হাজি করিয়া প্রত্যেকে জালান করিতে ও উত্তর করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহার নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ সুবিধা হইবে। কল এই হইবে যে ভাল জমিদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমিদারের ক্ষতি হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ।

সকলেই জানে যে ১৮৭১ সালের ১০ আইন হইতেই বর্তমান কালের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের উৎপত্তি । কিন্তু আমি এবিষয়ের বাস্তবস্থান পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না । স্বাধীন বৎসরের নিয়ম ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া লাড়া চাড়া করা ভাল দেখায় না । এবিষয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে অধীনস্থ হজ্জ করিলে রায়তকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার দখলীস্বত্ব উৎপাদনের ব্যাঘাত ক্রান্ত পাবেন । সকলেই স্বীকার করেন যে এক্ষণে প্রথা বাজালার প্রচলিত নাই । কিন্তু জীবিত সেক্রেটারী সাহেব, ক্রমাগত স্বাধীন বৎসর অনিকারের সপক্ষে আপন মত দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । তাহার অভিপ্রায় যে এতরূপ বিধান হয় “কোন বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি অধিকার করে অথবা তাহার অন্যথা জানা দেয় তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব অন্যথা, যে নিজে অথবা তাহার পূর্ব পুরুষ কোন গ্রাম বা মহালে ১০ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রায়ত হইবে ” । আমি এই বিধান যে সুবিচারসম্মত তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না । একজন লোক যে বিনা স্বত্বভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বার বৎসর ধরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আনিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণে বলাই যে সমস্ত মহাল মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অংশ বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত রায়ত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্বমান হইবে, এনিয়ম যে নির্দোষ এবং বিচারসম্মত এক্ষণে আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না । যদি দেশের কোন অংশে অধিপার রায়তকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সমুদায়েরই কার্য্য করিয়াছেন একথা কেহই স্বীকার করিতে পারিবেন না । কোন বাসালার খনি ডানাদি আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তাহার ঘটনা হইবে তাহার পূর্বেই মেলাকারের দায়ে নালিশ করে, সে অন্যায় করিয়াছেন মনে করাও যেরূপ ব্যক্তিবিক্রম এক্ষণে ভবিষ্যৎ অনায়াস করিয়াছেন বলাও ঠিক সেইরূপ । যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা হয় তাহা আশঙ্ক্য বালিয়া বোধ হয় । তাহা হইলে গুরুতর দণ্ড বিধান দ্বারা এক্ষণে কার্য্যের শাস্তি বিধানকার্য্যে আমার মতে ভাল হইত । কিন্তু কমিটি স্থির করিলেন যে যখন মহানদিসবর জীবিত সেক্রেটারী সাহেব এবিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরাবলম্বন করিতে তাহার সমর্থন করেন । কিন্তু এখানে আমি একথা বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটি জীবিত সেক্রেটারীর বীমাংগণ বাহা বণে তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন । প্রথা পালনিত বাসেন্দা রায়তের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান ছিল ।—

৪৫ ধারা।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে তবে বিপরীতভাবে চুক্তি থাকিলেও এবং প্রথাই মধ্যে ভিন্ন সময়ে সেই ব্যক্তি যে ভূমি এক্ষণে গোপ করে তাহা ভিন্ন হইলেও প্রত্যেক উক্ত কাল অতীত হইলে পরে এই গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

আবার

৪৭ ধারা।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৭১ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে বিপরীতভাবে চুক্তি সম্বন্ধে বৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জান হইবে ।

বাজালা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটি বাসেন্দা রায়ত দখলীর মত বিলম্বরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং তাহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমোদন স্বীকৃতি করিয়াছেন যথা:—

১৫ ধারা:—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামের বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে ।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত ১৮৭১ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জান হইবে ।

২৬ ধারা—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তরূপে পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে এই ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পরে এই গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য্য সুষ্ঠানে ইচ্ছা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে বাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তবে এই ধারার কার্য্যপক্ষে এই ব্যক্তির ও সে যে ভূমি অধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূমি অধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে এই ভূমি বা তাহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে ।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা ভিন্ন সময়ে ভিন্ন হইলেও, এই ধারার কার্য্যপক্ষে এই ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামের বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জান করা হইবে ।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্য্যপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

( ৫ ) কোন জমী দুই বা তদধিক অংশীদার রায়তী যোক্তরূপ ভোগ করিলে, এই দারার কাৰ্য্যপক্ষে ঐ জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়তরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

( ৬ ) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে যতকাল রায়তরূপ জমী ভোগ করে ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

( ৭ ) যদি কোন রায়ত ২৬ ধারানুসারে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আমার নিবেদন এই যে এই সমস্ত বিধান জীবুত ফেট সেক্রেটারী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত। ২৫ ধারার ( ২ ) প্রকরণে বেরূপ বিহিত হইয়াছে কোন স্থলেই সেরূপ দখলের সময় বা বৎসর হইতে কখন জীবুত ফেট-সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় নহে; এবং কোন স্থলেই বিকল্প এমন না দিতে পারিলে প্রত্যেক রায়তকেই দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে যত প্রমাণ করেন নাই। দৃষ্ট হইবে যে জীবুত ফেট সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় এই যে “বাসেন্দা রায়ত” দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়ত বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্বে উদ্ধৃত বিধান সকলে “বাস” কে দখলীশ্বত্ব উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ জীবুত ফেট সেক্রেটারী সাহেব, দুই বা তদধিক অংশীদারের দখলকে তাহাদের প্রত্যেকের দখলীশ্বত্ব উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন নাই যে যদি বাসেন্দা রায়ত তাহার যোক্ত ভাড়া দেন ও খাজানা না দেন তথাপি তাহাকে তৎপরবর্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়ারকেই উক্ত স্বত্বের অপরিহার্য্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। চতুর্থতঃ জীবুত ফেট সেক্রেটারী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাই যে যদি কোন রায়ত একবার ভূমি পরিভাগ করে এবং পরে কতিপয় মিস্রা আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তথাপি সে বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব জীবুত ফেট সেক্রেটারী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত এবং বাস্তবিক জমীদারের ভূস্বামীশ্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ।

দৃষ্ট হইবে যে রায়তরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তির সেট ভূমিতে যদি ভূস্বামী বা ভাণ্ডারদাররূপে একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার দখলীশ্বত্বের উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং ইজারাদার হইলেও পরে সে যে জমীর ইজারা লইয়াছে তাহাতে তাহার দখলীশ্বত্ব গোপ্য পাইবে না। কিন্তু জমীদার যদি দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট যোক্ত প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে দখলীশ্বত্ব বিলুপ্ত হইবে ( ২৮ ধারা )। ভাণ্ডারদারকে ও ইজারাদারকে যে স্বত্ব প্রদান করা হইল, কোন্‌ নিয়মে তাহা জমীদারকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পারিবারিক কর্তব্য বোধে পারিলাম না। ভাণ্ডারদার ও চিরস্থায়ী স্বত্বদান হইতে পারেন। কেবল মাত্র জমীদার জমীদার হইয়াছেন এই অপরাধে সাধারণ খরিদারের যে স্বত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা আশ্চর্য্য ও কৃষ্ণির অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাহসপূর্ব্বক রেবেন্সিট বোর্ডের প্রধান মেম্বর জীবুত এচ, এল, ডাম্পিয়ার সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুপ্রাণিত করিতে পারি। বাঙ্গালার ডাম্পিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চতরের ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সম্মানের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তিনি বলেন “কোন নির্দিষ্ট ভূমিতে দখলীশ্বত্বদান যে খাতি কতকগুলি স্বত্ব পৃথিবীর যে কেহ জয় বা অমোচ্যপায়ে অর্জন করিতে ও ভোগ করিয়া ধানিতে পারে, তেলে এক ব্যক্তি পারে না। দূরবর্তী কৃষিকর্ম্ম বর্জিত যে কোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পার্শ্ববর্তী মহালের জমীদার, যদি জমী ভাণ্ডার চুক হয় তাহা হইলে মহালের জমীদার বাসেন্দাই হউক বা অনুপস্থিতই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক বাসেন্দা ভাণ্ডার, এ জমী সর্ব্বনিম্নবর্তী যে পেটীও ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত তদুপস্থিত যে কোন ভাণ্ডারের অধিকারী এরূপ স্বত্ব অর্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সম্মুখোক্ত যাহার উপর উক্ত স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে তাহার নিকট ক্রয় করিলেও তাহা ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূমিভোগকারী অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে “যে এক বা বহু ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমিভোগ করে,” অথবা ১৪ মক্কার শেষের দিকে জীবুত সেক্রেটারী গবর্নর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে ভূস্বামীর “যে চিরস্থায়ী ভাণ্ডারদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমিভোগ করে”। এই মন্তব্যের যথার্থতা এত বিশদ যে আমার আর ইহার চীক টিপ্পনী করা আবশ্যিক বোধ হয় না।

দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট যোক্তের হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় স্বত্ব।

দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট যোক্তের হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় তদ্রূপে করিয়া বিচার করা হইয়াছে। অতএব আমি ইহার বিকল্পে তর্কবলীর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানেন। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে জমীদার ও রায়ত উভয়েরই অনিষ্ট হইবে। জমীদারের একটা মূল্যবান স্বত্ব অন্যায়রূপে কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহার মহালে লক্ষণকারী লোকের প্রবেশ দ্বার মুক্ত হইবে। রায়তের বেরূপ অবস্থা তাহাতে যে যোক্তের উপর তাহাদের প্রাধান্যদান নির্ভর করে তাহা অল্প দিবসের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহার মজুরের অবস্থার উপনীত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাইনেই বল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই বল দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট যোক্ত কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট যখন প্রথমে দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট যোক্ত হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব করেন, তখন ভাণ্ডারদারের গবর্নমেন্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয়ে যত-



প্রদানার্থে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে আহ্বান করা হয় এবং উক্ত অ্যাসোসিয়েশন খাজানার ডিক্রী টাকা গোধ করণার্থে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত ক্রিয় আইনসমূহ করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ দেন জমিদার এই উগায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত একবার বিক্রয় হইবে তাহা হস্তান্তরযোগ্য তালুক হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কার্যতঃ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ জেকটরী রেনল্ড্‌স সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

“শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ক্রিষ্টিয়ানিয়ারে অনিচ্ছাপূর্বকই আপোষ বিক্রয় বা অন্য একরূপে দখলীস্বত্ব সাধারণঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছেন। রেবিনিউ বোর্ডের পক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুগুণ্যক লোকের মতই এই প্রস্তাবের অমূল্য এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সন্তোষজনক প্রমাণ পাইয়াছেন যে সমস্ত সময়ে যেরূপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেরূপ মন্দ কল উৎপন্ন হইত না, এবং যাহাদের ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অভিপ্রেত নয় এরূপ লোকের হস্তেও ভূমি হস্তান্তরিত হইয়া আসিত না। তাহার বিধান এই যে এরূপ হস্তান্তর স্বত্ব দ্বারা জমীদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমীদার শ্রেণী সাধারণতঃ হস্তান্তর কমতা প্রদানের অভ্যন্তর বিরোধী। এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা করার উচিত্য বিষয় বিশেষ লক্ষ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এক অন্য পাণ্ডুলিপিতে জমীদারের অমুরোধক্রমে আদালতের ডিক্রীজারী-মতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় নিষিদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিধান এই যে এবিষয়ে কোন আশঙ্কা হইবে না।”

তাহার পর বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের মত পরিবর্তন হইয়াছে এবং জমীদারেরা ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব হারিয়া দিতেছিলেন তাহা বুঝা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রসরস্বত্ব বিষয়ক একটি নিয়মের অধীনে ব্যাপক ও একান্ত নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছুই নাই যাতে সর্বগুণ্য ভূমিাবাসী বা দাঁওঅধ্বনী লোকের জমীদারের ক্ষতি করিয়া ভূমি ক্রয়ক্রয় বন্ধ করিতে পারে। জমীদারকে যে পূর্বক্রমের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আদালতের মত যে কার্যকালে তাহা সারবস্ত না হইয়া ছাড়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমীদার যে জমীর চুবানী ও বাহ আইন অনুসারে কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার অন্য উগায় মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর অন্যায় খরিদারের সঙ্গে ডাকাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্বন্ধে রায়তের সঙ্গে তাহার না বলিয়া উঠ তাহা হইলে তাহাকে খরচাভুক্ত করিয়া মালিকের জন্য আদালতকে আনাহিতে হইবে এবং আদালত বিচারে যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দেন তাহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমীদারের অনেক সংখ্যক রায়ত বিরোধী হয় ও তাহাদের যোত বিক্রয় করিবে বলিয়া তর দেখায়, তাহা হইলে জমীদারের যদি সমস্ত যোত তিনিই মত তাহারিহারা টানা না থাকে, তাহা হইবে যে সমস্ত যোত দখলীস্বত্ব লোকের হস্তেও হওয়া কোন ক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতএব রায়তদের অভিপ্রায় মন্দ হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাহারা কার্যতঃ জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে। এস্থলে আর একটি বিষয় বিশেষরূপে বোধিত হইবে। জমীদারকে স্বরচপত্র করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া মূল্য সম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু রায়ত সে মীমাংসার বাধা নহে, কারণ ৩২ ধারার ৪ প্রকরণে বলে যে যখন জমীদার রায়তকে মূল্য গ্রহণ করিতে বলেন ‘রায়ত হয় ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উও চূড়ান্তিকারীর নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।’ অতএব জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়তের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্বক্রমের স্বত্ব যদিও কার্যতঃ সম্পূর্ণরূপে অসার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আবার কোণস করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়তকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্ব ক্রমস্বত্বের নিয়ম ভাঙ্গকদারের প্রতি ও যে সকল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যোতের অধিকারের অধিক কোলীবিদ করিয়া অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত রাখিয়া তাহার দ্বিতীয় ফোর্স বিদ করিয়া তৎক্ষণা তালুকদার-রূপে পরিণত হইয়াছে তাহাদের প্রতি বর্তিবে না।

### খাজানা হুকি।

তালুকদারদিগের খাজানা হুকির কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমীদারের ক্ষতি করিয়া তাহা-দিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একদে তাহাদের যে সুখের অবস্থা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮১৯ সালের ১০ আইনমতে কখনই হয় না। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানা হুকি সম্বন্ধে আমি দেখিতেছি যে একদে খাজানা হুকি করা একপ্রকার দ্বিগত হইয়া রহিয়াছে এবং এত সম্বন্ধে জমীদারদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতে বাবদাগনের প্রদান উদ্দেশ্যে তাহাও সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আদালতের বোধ হইতেছে যে কমিটি যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে জমীদারদিগের প্রতি সুবিচার না হইয়া এখন যে অবস্থা আছে সেই অবস্থা বর্জিত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্তমান আইন অনুসারে জমীদার ও রায়তের, আদালতের বাহিরে খাজানা হুকি সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হইয়াছে। ইহাতে বিনা আছে যে, যেখানে ইচ্ছামতে বন্দোবস্ত হইবে সে স্থলে আরি আদালত অধিক হুকি হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকার দুই আনার অধিক হুকি হইলে অন্ততঃ সাত বৎসর সময়ের জন্য এবং টাকার দুই আনার অধিক ও চার আনার অনধিক হুকি হইলে অন্ততঃ পনের বৎসর সময়ের জন্য হুকি হইবে। আদালতের বাহিরে

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে ভদ্রীশ্বরের উপর বিষয় অর্জন আয়োজন করা হইল। যে স্থলে যৌক্তিকতা দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয়, সে স্থলে যে সকল কারণে খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) মধ্যযুগীয় বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটবর্তী সেই প্রকারের ও তত্ত্বপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত ভদ্রপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের গড়মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ) সুবাদিকারী দ্বারা বা তাহার পরে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি অন্য দ্বারা বর্ধিত হইয়াছে।

আমি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত কার্যাবলীতে খাজানা বৃদ্ধি সমস্যাপূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ “প্রচলিত হার” পরিষ্কার নুহা যায় না এবং এখন এ বিষয়ে যে সকল সম্মত ও গোলযোগ আছে তাহার কিছুই দূর হয় নাই। এই বিষয় বিশদ করার জন্য চেষ্টা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট তাহার বিরোধী হন। আমার ভর এই যে দ্বিতীয় কারণ অলৌকিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ গবর্ণমেন্ট কর্মকারত্বেরা যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু মাত্র বিশ্বাস করা যায় না। আনিয়াশুনিয়া ও গড় মূল্য নিরূপণার্থ বিশ্লেষণযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যে নিত্যমুহুর্তে, বিশেষ “সেই স্থানে বা চলিত বাজারে”, কমিটি তাহা অনুসন্ধান করিতে পারেন না। চলিত বাজারে নির্ণয় করিয়া দিবে? পরে যে সকল শর্ত উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তৃতীয় কারণ কাঁধাতঃ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। চতুর্থ কারণ অনুসারে যদি সুন্দররূপেও কাঁধা হয় তাহাপি উহা কদাচ কখন প্রয়োগে আসিবে।

যে সকল নিয়মে রাজস্ব কাঁধাকারক কর্তৃক খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে তদারক হইবার বিধান আছে তাহাতে কাঁধাতঃ সমস্ত বাণিজ্যই রাজস্ব কাঁধাকারকের বিবেচনামত সম্পন্ন হইবে। উদাহরণ, প্রচলিত হার নির্ণয় অন্য রাজস্ব কাঁধাকারকের উপর তত্ত্বস্থানে তদারকের উপদেশ আছে কিন্তু কি সত্ত্বে পরিয়া প্রচলিত হার নির্ণয় করিবেন তাহার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। ফল এই হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন কাঁধাকারক ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কাঁধা করিবেন। মূল্য বৃদ্ধিহেতুক খাজানা বৃদ্ধি করিবার এই বিধান আছে।—

(ক) ভদ্রীশ্বরের গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ান্তরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায় আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং সৌকর্য্য উপাধিত হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য অন্য যে পাঁচ বৎসর ভুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায় ও কাঁধাকার বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন না যে বর্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি-আনার অধিক হয়।

(গ) ভুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ-বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে ও ১০ ধারার নিয়মানুসারে সাবেক খাজানার সহিত বর্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

এই সকল বিধান অনুসারে কাঁধাকরণ বিষয়ে মূল্যের তালিকা উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু আমি পূর্বের দৃষ্টান্তে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। পোলীসে উদ্ধৃতিবরণ সংগ্রহ করে এবং পোলীসে যে বিষয়ে বড় সতর্ক হইবে তাহার আশা করা যায় না। আর সম্ভবতঃ সে খোঁজে ও খুঁজা বিরুদ্ধের দর মিশ্রিত করা হইয়া থাকে সে কথা না পরিলেও কোন দায়িত্ব-বিশিষ্ট সেরেস্তার তাহার পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয় না এবং উহা হইতে ন্যায্যরূপে গড় হিসাব করা যায় না। যদি বিশেষ বহুপুঙ্খক তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, (একথা শুদ্ধ ভবিষ্যৎ তালিকা প্রতিট বর্ধিবে) এই সকল তালিকা বিচারালয়ে এক্ষুণ্ড ও সিন্ধু প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আমার এই প্রশ্ন আসিতেছে—পুরান মূল্যের তালিকা কিরূপে প্রস্তুত হইবে?

আমি দেখিতে হইবে যে সমস্ত শস্যের মূল্য বাজার চাউলের এবং বেগারের ভূট্টা, যব ও গমের মূল্য পরি-  
ণত করিতে হইবে। প্রধান খাদ্য শস্যের নামোল্লেখ করার ভার স্থানীয় গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পিত হইল। উক্ত গবর্ণমেন্ট বিবেচনামত সমস্ত ভিন্ন শস্যের মূল্য ভুলেও করিতে পারেন। ডাঙ্গা, ইক্ষু, ভুঁড়, আম্র, পাট প্রভৃতি মূল্যবান উৎপন্ন প্রকারের যব ও গম বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডের চাইনস কমিউশন অ্যাক্ট যে মূল সত্ত্বে প্রথিত এ নিয়মও সেই সত্ত্বেই স্থায়ী। কিন্তু আমি সাহস করিয়া নিবেদন করিতে পারি যে দিল্লীর চাইদের সচিত্র বাজারের খাজানার কোন নোঙ্গর নাই; কারণ প্রথমোক্ত কল-  
নের নির্দিষ্ট অর্থাৎ মূল্য ৯২শ, আর শেষোক্ত উৎপাদের অংশ মূলক হইলেও এক্ষণে পুরাতন মিশ্রিত হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী চাইদের কথা বলা হয় না কিন্তু আইনই বাজারের টাকার দের

খাজানা বুদ্ধিযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এখানে জিজ্ঞাসা করা যাউতে পারে যে যে মূল স্মৃতি টাকার পরিণত করার সময় সুবিচার সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হয়, টাকার দের খাজানা বুদ্ধি বিষয়ে সেই মূল স্মৃতি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সঙ্গত হইবে? আমি বতদূর বুঝিতে পারি, বর্তমান আইনমতে এই স্মৃতি পরিচালনা করিয়া যে রূপ কঠিন পথে তাহা অপেক্ষা কোনমতেই সহজ হইবে না। ভূমিধিকারী কর্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানা বুদ্ধি সম্বন্ধে ও বিশেষ বিধি দ্বারা কার্যক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে যে আমার ভয় হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণবশতঃ বুদ্ধির আত্মা দিব্যর সময় সে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ৪৯ ধারার বলে যে আদালত দেখিবেন ঐ ভূমি উচ্চতর হারে খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অনিশ্চিত, তখন কোন বুদ্ধিমান জমিদার উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্রসর হইবে? টাকা দিয়া তাহাতে লাভ হইবে কি না ঠিক বুঝিতে না পারিলে কেহই টাকা বাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটি কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সহিত ব্রিটিশ হুগুয়ান এলোপিয়েসনের পত্র লেখালেখি দ্বারা পূর্বে এই স্থির হইয়াছিল যে কোম্পানী বর্তমান খাজানা দ্বিত্বের অধিক বুদ্ধি হইতে পারিবে না এবং একবার বুদ্ধি হইলে তাহা দশ বৎসর বলবৎ থাকিবে। প্রথমকার পাণ্ডুলিপিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্তমান গবর্নমেন্টের পরামর্শমতে উক্ত নিয়মই পরিবর্তিত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেহেতু প্রচলিত হার অপেক্ষা ন্যূনতর বশতঃ বুদ্ধির চেষ্ঠা হয় সেহেতু খাজানা টাকার আটকানোর অথবা শত করা পঞ্চাশ টাকার অধিক বুদ্ধি হইবে না, এবং যেহেতু মূল্য বুদ্ধি বশতঃ খাজানা বুদ্ধির চেষ্ঠা হয় সেহেতু বুদ্ধিত খাজানা পূর্বতন খাজানা হইতে টাকার চারিআনা অথবা শত করা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা বুদ্ধি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্নমেন্টের বীমাংশ এখনই চূড়ান্ত হয় না। জমিদারেরা বতট অধিক ছাড়িয়া দিতেছেন ততই তাহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে যেহেতু প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্তমান খাজানার ন্যূনতর বশতঃ বুদ্ধি করিবার চেষ্ঠা হয় সেহেতু উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধিত হওয়াই উচিত। কেন যে এরূপ হলেও শত করা পঞ্চাশ টাকা উদ্ধৃত্তন সীমা নির্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যাচ্ছে না। আমার যেহেতু মূল্য বুদ্ধি বশতঃ খাজানা বুদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হয় এবং অনুপাত পরিচালনা বুদ্ধি দিতে হইবে, সেহেতু শত করা পঁচিশ টাকা উদ্ধৃত্তন সীমা নির্দেশ করা সুবিচার সঙ্গত নহে।

শস্যে দেয় খাজানা টাকার পরিবর্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ বাজালা অপেক্ষা বেচারায়েই অধিক খাটে; এবং আমার বান্যবর সহযোগী মহিমামুখ ভারতবাসী বসারাজা মিষ্টিরই এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলেও চলে। যাহাই হউক আমার কথা এই যে মূল স্মৃতি পরিচালনাকার্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তদ্বারা বর্তমান খাজানা কম হইবারই সম্ভাবনা। ঐ দুইটি স্মৃতি এই—

(ক) দখলী স্মৃতি বিশিষ্ট রায়েতেরা নিকটই সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির সমিতি গড়ে যে মুজাররু খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে ভূমিধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাট্টা থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এখানে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছিল, তখন বর্তমান খাজানা কমান হইবে না এইরূপ স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়েত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন এবং ১৮১৯ সালের ১০ আইন এ উক্তর মতেই দখলীস্বত্বশূন্য রায়েতের সহিত কারবারে জমিদারের স স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। দখলীস্বত্বহীন প্রজা ইচ্ছানীন প্রজা ত্রি আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূমিধিকারী ও দখলীস্বত্বহীন প্রজার সম্বন্ধ বড়ল পরিমানে পরিবর্তিত হইতেছে। যদি দখলীস্বত্বহীন প্রজা কোনমতে একখণ্ড ভূমির উপর এক মুঠা বীজ হড়াইবার যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার দখলীস্বত্বলাভ বন্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্বে যে রূপ বলিয়াছি বাসেন্দা রায়েত সম্বন্ধে যে আইনসম্মত অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ কল লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আসিবে তখন জমিদারের সহিত তাহার বেরপ খাজানা দিব্যর কথা থাকিবে সে তাহাই দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিস্টারী করা নিয়মপত্র ব্যতীত খাজানা বুদ্ধি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমিদার রায়েতকে এরূপ নিয়মপত্র দিতে সাহিবেন সে উহা অস্বীকার করিতে পারে। তাহা হইলে জমিদারকে প্রজা দূর করিবার জন্য মোকদ্দমা কর্তৃক দিতে বাধ্য হইতে হইবে। আদালত তখন ঐ যোক্তর কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসঙ্গত তাহা স্থির করিয়া দিবেন এবং আদালতের তত্ত্বমত জমিদার প্রজাকে পঁচবৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য হইবেন; এবং যদি এই পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার পূর্বেই রায়েতের দখলীস্বত্ব জথ্যে তাহা হইলে সে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার সমস্ত স্মৃতি অধিকার পাইতে সক্ষম হইবে। এইরূপে দখলীস্বত্বহীন প্রজা নাম মাত্রই পথ্যবসিত হইবে। এই প্রণালীর রায়েতের সহিত আপনার ইচ্ছামত কারবার করিবার জমিদারের এক্ষণে সে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমিদারকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে পঁচ বৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য করা হইল। এতলে আমার বলা উচিত যে বিচারাধীন পাট্টা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণহেতুকই প্রজার উচ্ছেদের কতিপূরন সম্বন্ধীয়

প্রথমবার বিধান সনদ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সনদ বিধানের এদেশে অজ্ঞাত কতগুলি নতুন তাঁতের পুর আশ্চর্যকৃত ছিল। এপাণ্ডুলিতে সেগুলি থাকিলে নতুন বিধানের মূল হইত। কিন্তু তাঁতার পরিবর্তে বিচারাদীন পাঁচ বৎসরের পাট্টা প্রবর্তিত করার জমিদারের প্রতিবিশেষ অবচাের করা হইয়াছে। যে বিষয়ে জমিদারেরা চিরকাল সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই বিষয়েই আদালত তাঁহাদের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া দিলেন। আর যে রায়েতের সুবিধার জন্য বিচারাদীন পাট্টার ছুটিম দেওয়া হইল সে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও গোলযোগকারী হইতে পারে। সে মূল পরামর্শ দিয়া চতুস্পার্শ্ববর্তী প্রজার পালকে কেপাইয়া দিতে পারে এবং অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। হয়ত জমিদার অন্য প্রকার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিলে ইহা অপেক্ষা বেশী খাজানা পাইতে পারিতেন এবং হয়ত খাজানা আদায়ের ভাল প্রতিভা পাাইতে পারিতেন। কিন্তু বিচারাদীন পাট্টায় তাঁহা সুবিধা বা স্বাধীনতা রহিল না। দখলীস্বত্বীয় রায়েত সম্বন্ধীয় বিধান সনদে জমিদারের ভূস্বামী স্বত্বের প্রতি আরো এক বিষয়ে আক্রমণ করা হইয়াছে একথা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যে প্রণীর রায়েতের সুবিধার জন্য একরূপ আক্রমণ হইতেছে জমির উপর তাহার কিছু যাত্র মারানাই সুতরাং জমিদারের অনুগ্রহ পাাইতে তাহাদের কিছু যাত্র ধর্ম্মতঃ দাবী নাই।

### কোর্কা বিল ও কোর্কা রায়েত।

যে পাণ্ডুলিপি প্রথম উপস্থিত করা হয় তাঁহার এক প্রধান ভৌম এই যে, যদিও উক্ত জমিদারের স্বত্ব ও অধিকার বিশেষরূপে খর্ব্ব করা হইল, তথাপি যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকর্ষক, যাঁতার পরিপ্রসঙ্গে দেশে ধনাগম হয় ও সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ গবর্ণমেন্ট ও ভূস্বামী ও পেটাও ভূস্বামীর দল আঁতার প্রাপ্ত হন, তাহার কার্য্যতঃ অল্পই উপকারী হয়। যদ্যবতী লোকের অবস্থা বিশেষরূপে উন্নত করা হইল। কিন্তু কোর্কা রায়েত যে প্রায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকর্ষক করে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যদ্যবতী লোকের দয়ার উপর ফেলিয়া দেওয়া হইল।

এই বিধানের যেরূপ ইচ্ছা বিশেষ করা হয় কমিসী ডাক্তার সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন। এবং তাঁহার কোর্কা রায়েতের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য নানাবিধ উপায়ে প্রস্তাব করিয়াছেন। তন্মুসারে এই পাণ্ডুলিপিতে কোর্কা বিল নিয়মিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু আঁতার সম্বন্ধে এই যে একজন বিধান কায়েত পর্ব্ব হইবে না। প্রথমতঃ যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়েত তাঁতার যোঁতের অন্ধকের অধিক কোর্কা বিল করে, সে, উহারেজিষ্টরী হইয়াবাত্র, তালুকদাররূপে পরিণত হইবে। তালুকদারের অবস্থা বিশেষরূপে সুবিধাজনক। অতএব ইচ্ছাতে কোর্কা বিল বন্ধ হওয়া দূর থাকুক এবং উঁতার প্রায় দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়েত কোর্কা বিল করে, তাঁহা হইলে কোর্কা পাট্টা মাত বৎসরের অধিক কাঁনের জন্য সিদ্ধ হইবে না, এবং উহা তৃত্তকালেও কনবৎ হইবে। যে কোর্কা পাট্টা দিয়াছে তাঁতার অবস্থা ইচ্ছাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ পাট্টা ব মিগান যত অল্প হইবে তাহার মাত তত অধিক হইবে। তৃত্তীয়তঃ কোর্কা রায়েতের ভূমিকারীকে রেজিষ্টরী করা পাট্টাগুলে নিম্নে যাঁতা দিয়া থাকেন তাহার উপর শতকরা ৫০ টাকার অধিক খাজানা আঁতার করিতে পারিবেন না এবং অনেক স্থলে শতকরা ২৫ টাকার অধিক পাইবেন না। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে স্থলে পর২ শতকর মধ্যবর্তী লোক আছে, (বাকরগঞ্জের পর২ ১৩ প্রণীর যদ্যবতী লোক আছে,) সেই স্থলে কিরূপে এই বিধানে কার্য্য চলিবে। প্রত্যেক যদ্যবতীই কি কোর্কা রায়েতের নিম্ন হইতে তিনি আপন ভূমিকারীকে যাঁতা দিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকার অধিক নবী করিতে যত্নবান হইবেন। তাহা হইলে এই দলের সর্ব্ব গণ্য ব্যক্তির, যে ব্যক্তি স্বহস্তে চাস করে তাঁহার, দশা কি হইবে? চতুর্থতঃ ভূমিকারী কোর্কা রায়েতকে কৃষি সম্বৎসরের শেষে তির ও ৫ বৎসর শেষ হইবার ছয়মাস পূর্বে উঠিয়া যাঁতার লিখিত নোটস দান ভিন্ন রায়েতকে উঠাইয়া দিতে পারিবেন না। আমার ধারণা এই যে উচ্ছিন্ন রায়েত অন্ধকের অধিক ভূমি কোর্কা বিল করিবে কেবল সেই সকল স্থলেই ৬২ খাতা মধ্যে খাজানার সীমা নির্দ্ধারণ কাঁদকর হইবে। এই জন্য সে রায়েত কাঁইনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে আপনাকে সাবধানে এই সীমার মধ্যে রাখিবে। আরও উচ্ছিন্ন রায়েত যদি আইন লঙ্ঘন করে, তাহাহইলে তাঁহাকে আদালতে আনয় কাঁতারও স্বার্থ নাই, কারণ আইন লঙ্ঘন করিলে কোনরূপ শাস্তিরই বিধান নাই। উচ্ছিন্ন রায়েত যে রায়েত তাঁতার নিজের শর্ত্তমত জমী লইতে স্বীকার না করিবে, সেইরূপ রায়েতকে ভূমি না দেওয়াই স্থির করিয়া রাখিবে, এবং যখন কোন কোর্কা রায়েত এই শর্ত্ত স্বীকার করে সে আর আইনপ্রসূত উপকারের প্রত্যাশী হইবে না। তৃত্তীয় ব্যক্তি আর একজন রায়েত কাঁইনের নির্গাত শর্ত্তে জমী লইতে ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু যদি উচ্ছিন্ন রায়েত তাহাকে প্রচণ্ডই না করল তবে সে দাঁড়ায় কিসের আঁরে। অতএব কোর্কা বিল নিয়মনাথ বিধান সমূহ হয় অকাঙ্ক্ষক হইবে, না হয় অশেষ-প্রকার মোকদ্দমা খান্দা উৎপাদন করিবে।

### উৎকর্ষসাধন।

উৎকর্ষসাধন অধায়ে ভূমিকারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে যে পরিবর্তন প্রবর্তিত করা হইয়াছে তাহা না সর্ব্বমান আইনের অনুযায়ী না দেশাচারের অনুযায়ী। বর্ত্তমান সময়ে ভূমিকারীরাই প্রায় ভূমির উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে তাঁদের সঙ্গে ভূমিকারীর সম্মতি ও অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এই অধায়ে বসিতেছে যে (১) যে রাস্তা অবধারিত খাজানার ভিত্তিপ

করে সে আপন যাত সন্মুখে খান রূপ উৎকর্ষসাধন করিতে চাছিল তুম দিকারী তাহাকে বাধা দিতে পারিবেন না। (২) যে স্থলে রায়তের মখলীসত্ব আছে সে স্থলে সেই ভূমিদিকারীর অধীনে অন্য এক বা তদধিক ঘোঁড় সযত্নে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রায়তের উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্র স্তু থাকিবে। (৩) যে স্থলে মখলীসত্ব ন্যা রায়ত আপন ঘোঁড় শোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা করে সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা করিয়া দিবে অন্য তুম দিকারী উপর এক নোটস দিবে। যদি ভূমিদিকারী তাহার অসুরোধ রক্ষা করিতে না পারে অথবা অমানোযোগ করেন তাহা হইলে রায়ত নিজের উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে। এট বিধান সমুত্তর মর্মে এই যে উক্ত ভূমিদিকারীর ভূমী স্তু অধীকার করিয়া ভূমিতে উৎকর্ষসাধন করিবার স্তু কাহার এবিসয়ের সীমাসংবিধার কাণ্টোনের কল্পে আপন করা হইয়াছে। যদি রায়তকে ভূমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া রাজনীতি নিন্দিত হয়, তাহা হলে এখন কল্পে ভূমিদিকারীকেই উক্ত উৎকর্ষসাধনের ভার দেওয়া উচিত। অর্থ নীতি-মতে দেখিলে কল্পে ভূমি সকলীর অনেক মূলধন থাকায় তিনিই উৎকর্ষসাধনে অধিকতর সমর্থ। কিন্তু এবিসয়ে তাহার কিছুমাত্র স্বেচ্ছা করিয়া দেওয়া হইল না। তিনি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, খাজানা রক্ষি করিয়া তাহার মূল্য তাহা নহবে এ আশাস্ত তাহাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ খাজনার দ্বি দেওয়া না দেওয়া আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আদালত যদি দেখেন যে এ ভূমি খাজানা রক্ষি দিতে সমর্থ তাহা হইলে আদালত করিবেন। আমার আশঙ্কা হয় এই সকল নিয়মের অপরিচায়া কল এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একেবারে বন্ধ হইয়া গাইবে। তাহাদের উৎকর্ষসাধন করিবার সাহায্য নাট তাহাদের নিকট উৎকর্ষসাধনের আশা করা, ও তাহাদের সাহায্য আছে তাহাদের প্রতিবন্ধক দেওয়া যে কিরূপ পাকা রাজনীতি তাহা আমার বুদ্ধি অগম্য। আমি এস্তাব করিয়াছিলাম যে কৃষি বিষয়ে পরীক্ষা, আদালতের প্রভৃতির জন্য ভূমি গ্রহণ বিষয়ে ভূমিদিকারীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আমার এস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই। আমাকে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের সংশোধন দেখা দেখিতে বলা হয়।

#### অবিত্ত সম্পত্তির ওস্তাবধারণ।

পাণ্ডুলিপিতে জিলার জজকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে কালেক্টর অথবা স্বার্থবান যে কোন ব্যক্তি, ভূমিতে তাহার স্তু না থাকিলে, আবেদন করিলে যদি তাহার বোধ হয় যে সাধারণের অসুবিধা বা ব্যক্তি বিশেষের স্তুে ক্ষতি হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা, কোন মহাল বা ভাজুকের সহাধিকারীদিগকে তাহার ওস্তাবধারণের ক্ষমতা প্রদত্ত করিতে পারিবেন। আমি শেষ দিকের কথাই গ্রহণ বলিব। সহাধিকারীগণের মধ্যে বিবাদ থাকিলে অথবা সাধারণ কাষাধিকার না থাকিলে রায়তদিগের কষ্ট ও বিরক্তি হইতে পারে এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু আমি খাজানা আদালতের দিধান করিয়া এ অসুবিধার প্রতিবিধান করিয়াছি। ৭৩ ধারার (গ) প্রকরণে বলে যে যে স্থলে অনেকগুলি অশৌচ্যরূপ একযোগে খাজানা দিতে হয় এবং তাহাদিগের পক্ষ হইতে খাজানা গ্রহণের ক্ষমতা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকায় এজা টাকার জন্য উক্ত সহাধিকারীদিগের একযোগে রসীদ পাইতে না পারে সে স্থলে উক্ত প্রজা খাজানা আদালত করিয়া দিতে পারিবে। আরও যদি সহাধিকারীরা একযোগে অথবা সাধারণ কাষাধিকার দ্বারা দরখাস্ত বা মোকদ্দমা করিয়া তাহা হইলে সহাধিকারীরা ক্রোকে দরখাস্ত অথবা বন্ধিত খাজানার জন্য মোকদ্দমা করিতে পারিবেন। এতদ্বারা দুই হইলে যে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা অবিত্ত মহালের রায়তদিগের সমস্ত যুক্তিযুক্ত কষ্টের কারণ সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে। অবিত্ত তাহে কোন মহালের ওস্তাবধারণ হইলে সাধারণের যে ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমি পরিকাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। দুর্ভাগ্যবশত বলিতেছি, যদি সহাধিকারীরা রাজস্ব দিতে কষ্ট করে তাহাদের মহাল নীলাম হইতে পারিবে। যদি তাহারা আইন অতিক্রম করে অথবা দিকারী আবেদনক ক্রিয়া করিতে অপারগ হয় তাহা হইলে তাহাদের দায়িত্বের কথা বজ্রদেবের রেজিষ্টারী বিষয়ক আইনের কাষা দুইতে স্থান করা যাইতে পারে এবং তাহাদের শান্তিও হইতে পারে। এজন্য কালেক্টর অথবা জজ সাধারণের অসুবিধা হইতেছে মনে করিলেই সহাধিকারীরা আপন সম্পত্তির ওস্তাবধারণ হইতে কেনই বন্ধিত হইবেন। পরস্পর বুঝায় না। আমার মতামত এই যে সকল কারণের কখনই অস্তিত্ব নাই, তাহারই তান করিয়া ভূমিদ ও মখলীদিগের সম্পত্তির ওস্তাবধানের ভার অনেক প্রতি আপন করিয়া, উচ্চাধিকারের পরিপ্রভ ও উৎকর্ষ সাধনের উৎসাহক কারণ অগম্যমান করা প্রকৃষ্ট রাজনীতির একাধি বিরোধী।

#### স্বত্বের লিপি, খাজানার বন্দোবস্ত, ও হারের তালিকা।

ভূমিদিকারী নিজ অধী লিখিত করণ।

ভারতবর্ষের যে সকল ভাগে নির্দিষ্ট সংখ্যা বৎসরান্তে ভূমির বন্দোবস্ত হয় তাহার অধুনা যে তাহে ভূমির ব্যবস্থা হইয়া থাকে, উপরি উক্ত সময় সম্পর্কীয় অধ্যায়গুলিও সেই ভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাজালার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব ও স্বার্থ প্রায়ই উৎকরণে নির্দিষ্ট আছে, এবং এই অধ্যায় সকলের বিষয় সযত্নে যে যে স্থলে এজা ও ভূমিদিকারীতে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলে সম্পর্কবিশিষ্ট সম্প্রদায়ের নিজ নিজ পক্ষ উপর আটমের কাষা নিতর করিতে দেওয়াই সহজজ্ঞানসম্মত। কিন্তু এই সকল অধ্যায়ের মর্মে এই যে, একদিকে ভূমিদিকারী ও এজা উভয়কেই, তাহাদের জন্য বিহিত উপায় অবলম্বন করিতে স্বাধীনত দেওয়া হইয়াছে, অপনিকের স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে নিজের ইচ্ছামত সেই উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল অধ্যায়ে যে সকল বিধান আছে তাহাদের কাষা চলিতে আরম্ভ হইলে, আমার ভয় হয় যে দেশ মোকদ্দমা সাগরে ডুবিয়া যাইবে, ভূমিদিকারী ও এজার কুপরাতি সমূহ উত্তেজিত হইবে, মিথ্যা সাক্ষ্য ও জাল করণের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে উদ্ঘাটিত হইবে, অধীনস্থ আমলারা অশেষরূপে অত্যাচার করিয়া যাইবে,

এবং কৃষিকর্মের ক্ষতি, বার ও বিপদের সাগরে পতিত হইবে। রাজস্ববিষয়ক জরীপে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিল। যখন লোকের নিজেই এত সকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করিলে, তখন ইহা দেখিয়া লওয়া তাহানেরই কাজ, কিন্তু লোকের কোনরূপ আবেদন ব্যতিরেকে কেবল যে গবর্ণমেন্ট দেশের লোকের উপরি-উক্ত অনিষ্ট সাধন করিবেন আমি তাহার যুক্তিযুক্ত ও সিদ্ধ প্রমাণ দেখিতে পাইতেছি না। আগামী দুই তিন পুরুষ মধ্যে উদ্ভিষ্ট কার্য সমাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিয়া পূর্বোক্তাধিত ক্ষতি বর্জিত হইতে থাকিবে। যে স্থলে রাস্তা সংক্রান্ত বা সরাসরি বিরুদ্ধে নীলাম খরিদার নিজের অবগতির জন্য অস্বাভাবিক কাগজ পাই না; অথবা নিষিদ্ধ যদি সেই স্থলের জন্য প্রায় ১০ হইতে ২০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া খাজনা দিতে অস্বীকার করে এবং ১০ হাজার টাকা মূল্যের জমি হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থলের জন্য খাজনার বন্দোবস্ত হয়; যেহেতু জমিদারেরা নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থলের জন্য জমিদারের নিজ জমির রেজিস্ট্রী করা হয়; সেই সকল স্থলে পক্ষগণের দরখাস্তমত উহা মাথা ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের হস্তে জমির বিবেচনা করার নিয়ম এই সকল অস্বাভাবিক লক্ষ্য বিষয়কে রূপান্তরিত করে। হইয়া উহা তাহার মেরুপ কোম আবশ্যকতাই নাই এবং ইহা দ্বারা এত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত আর্থিক বিলম্বন ক্ষতি হইবে। হারের তালিকা সম্বন্ধে এই বলা যাউতে পারে যে, এ বিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থানেই উহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ বশতঃ একই গ্রামের মধ্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যে সমুদায় হার বা এক সমান হার বা পূর্বে বাহ্যিক পরগনা হার বলিত কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্যে তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। এজা ও ভূমিধিকারী কাহারই একাধা দ্বারা কিছুনাউ উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূমিধিকারী এবং এজার উপর দিয়া তাহার পরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ভূমিধিকারী ও এজা কোন রূপ আবেদন না করিলেও অথবা নিষি ও খাজনার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় বিধান সকল বলবৎ করিবার পরচ ভূমিধিকারী ও এজার মাড়ে চাপান হইবে। যে কাগজ প্রণালী অবলম্বন করিলে ভূমি বিশিষ্ট এজার উপকার অপেক্ষা অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তাহা জমা ভূমির উপর মূল্য কম বসান হইবে।

খামার নামে অভিহিত ভূমিধিকারীর নিজ জমী নিষিদ্ধ করণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় নির্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহা দ্বারা সমস্ত পতিত ভূমি লক্ষণবহিত করা হইয়াছে। ১৯৮৩ খ্রীঃ অব্দে,

১৯৮৩ খ্রীঃ। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূমিধিকারী নিজ জমী বালিয়া নিষিদ্ধ করিবেন।

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজঘোত বা কানাত বলিয়া ভূমিধিকারী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধিভুক্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রয়াদৃত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী; এবং

(খ) যে অস্বাভাবিক জমী প্রাচীনাচারক্রমে ভূমিধিকারী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজঘোত বা কানাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) জমা কোন জমী ভূমিধিকারী নিজ জমী বলিয়া নিষিদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশান্তরের এতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূমিধিকারী নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ১ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কিনা, এই কথাই এতি দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু যখন বিপরীত দর্শন না যায়, তখন উক্ত জমী ভূমিধিকারী নিজ জমী নহে, এই রূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূমিধিকারী নিজ জমী কিনা, এ বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রমাণ উপস্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য পদ্ধতি প্রদর্শনকারী এই দ্বারা যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৯২০ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারায় খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৯২০ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। আদিলেক যে পূর্বে বেহারের মধ্যস্থতায় খামার জমী এবং পূর্বে খামার ও মিসলীপুরের জমিদার ও তালুকদার ও জমা ভূমিধিকারীদের নিজের মালিকার ও খামার ও নিজ ঘোত ও গরুর ভূমি উপরের লিখিত [সাধারণ রীতিমত হইতে লাগিয়াছে ভূমির বহিষ্করণ] দাড়া সকলের বাহির আছে ইত্যাদি।

আইনের তাহার সহিত পাণ্ডুলিপি তাহা তুলনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে পুরাতন আইনানুসারে জমীদারের খামার জমীতে ক্রয়াদৃত বার বৎসর ধরিতা চাষকার শর্ত নির্দিষ্ট ছিল না। পতিত ভূমিদ্বয়ে একথা সকলেই জানে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত খাজনা দ্বারা জমিদারের যে অপরিহার্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই পূরণার্থ উহা জমিদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

কোঁক'।

খাজনা আদায়ের সম্বন্ধে কোঁক'র আইনের সহায়তা জরুরি প্রয়োজনীয় ও কার্যকর বলিয়া সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস। আমি জানি বেহারে ইহার সত্যতা অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। বড়সং কোঁক' আইনের সার এই যে ইহা দ্বারা শীঘ্র ও অব্যবহিত প্রদত্ত হয় কিন্তু ভূমিধিকারীর শিরে সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত থাকে ক্ষমতার অব্যবহার করিলে। উহাকে বিলম্বনও ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডুলিপি অনুসারে কোঁক' আদালত।

ছাড়া করিতে হইবে। উহার প্রতিপদে মান্যপ্রকার নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, আদালতের হুকুম জারী হইবার সময় ২৪ ঘণ্টা হইতে ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। উহার কার্যপ্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা দ্বারা আর শাস্ত্র প্রতীকার পাওয়া অসম্ভব। সত্ত্বর প্রতীকারই জেষ্ঠ্য আইনের মর্ম্ম ওয়া উচিত। আবার জেষ্ঠ্য করিতে গেলে ভূবাদিন্দারী এই বার করিতে ও এত বিস্তৃত হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিভাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আমার এইরূপ বোধ হইতেছে যে এই পাতুলিপিতে যেজন জেষ্ঠ্য আইনের বিধান চাইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হইয়া থাকিবে। এবং তাহাতে এক্ষণে শীঘ্র খাজানা আদায় করিবার বিষয়ে জমীদারের যে অবশ্য প্রবিধা আছে, তাহা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

#### আদালতের কার্য প্রণালী।

গবর্ণমেন্ট যে খাজানা আদায়ের প্রণালীর সরলতাপাদন করিবেন বলিয়া পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমার বারং বলিবার প্রয়োজন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অবধি আজি পর্যন্ত এবিষয়ে আপনাদের কর্তব্য গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আর উণ্ডত পাতুলিপির পঞ্চম সূচনা হইতে খাজানা আদায় প্রণালীর সরলতাপাদন ইহার একটি সুখ। উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বাঙ্গালবাদের সময় কমিটীও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই ন.ল.ব. বাঙ্গালবাদের কল কান্ডে: অসামিগকে নির্যাস করিয়াছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।

(১) পতনী কার্যপ্রণালী (২) গবর্ণমেন্ট ও রাষ্ট্রপুণ্ডিত মহলে এক্ষণে যে কার্যপ্রণালী চলে তাহা ও

(৩) বর্তমান কার্যপ্রণালীর পরিবর্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাকী খাজানার জন্য মোকদ্দমা কল্প করিতে হইলে জমীদার বা খাজানাগ্রহীতা অন্য ওয়ানীং বাকীর কাগজ, দাখিলার মুক্তি প্রভৃতি আবশ্যক কাগজ দাখিল করিয়া এবং আবশ্যকমত প্রমাণ দিয়া আপত্তি: মোকদ্দমা খাড়া হইবেন।

তাছাড়া পর আদালত সমন বাহির করিবেন। সমন জারী হইলে জারী হয় নাই বলিয়া সচরাচর সে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত মতের একটা বিধান করিতে পরামর্শ দিই—

“সাধারণত: সমন যে ব্যক্তির নামে হয় নিম্ন তাঁহাকে দিয়া অথবা রেজিষ্টারী জিটি বারা পাঠাবাদজারী করা হইবে। যদি কোনকারণে নিম্ন প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে গ্রামে ঐ ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে উক্ত ব্যক্তির নিবাসস্থানে অথবা তাহার পুত্র বাইনের মধ্যে উহা লটাইয়া দিতে হইবে। ঐ ভূমির মালকাজারীতে, অথবা যে ভূমির জন্য বাণী খাজানা পাওনা, অথবা তদুপরিস্থিত অন্য কোন সদরজারগায় অথবা গ্রামের চৌকে বা চৌপালে, অথবা যে গ্রামে ঐ জন্য অবস্থিত তাহার অন্য কোন মুকাদ্দাসত: লটাইয়া দিয়া মোটিস জারী করা যাইতে পারে। যেখানে যেমন হয় গ্রামের চৌকিনার গ্রামের মণ্ডল, মাগুর গ্রামের দুইজন সমুদ্র অধিবাসী, নাইয় গ্রামের সব-রেজিষ্টারীর নিকট হইতে জারী হইবার সাক্ষ্য লইতে হইবে।”

অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক স্থলেই উপরি উক্ত কার্য প্রণালীর অন্তত: দুইটি অবলম্বন করিতে হইবে। এরূপ সতর্কতার সহিত কার্য করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমার একতরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্বিচার বা পুনরাবদোলনের যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া আদালতে প্রমাণ হইবে না।

সমনে এরূপ এক মোটিস থাকিবে যে যদি জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী জাজির না হয়, তাহা হইলে শাবীর টাকার জন্য আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎকালে জারীর হুকুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে জাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাণীকে নির্দিষ্ট দিনের মোটিস দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিবসে তাহার এজাহার হইবে সেই দিবসে তাহার সমস্ত দলীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং সাক্ষী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎকালে নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উত্তর পক্ষের সমক্ষে সেই দিবসে ইহা দাখী করিবেন; এবং মোকদ্দমার শুদনি ও দুভান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন দাখী করিয়া দিবেন। ঐ দিন প্রতিবাদীর এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, তালুকদার বা দখলীস্বত্বশিষ্ট রায়ত হয়, তাহা হইলে ডিক্রী জারীকালে তাহার তালুক বা ঘোত বিক্রয় হইবে। যদি সে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ঘোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আমানত করিয়া না দিলে আপীল গ্রাহ্য হইবে না।

খাজানাগ্রহীতা প্রতিমত প্রতিভাব্যমিলে আদালতের টাকা বাহির করিয়া লইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইবে।

কমিটিতে আমার অনেক মহানারী সহযোগীর আবার পরামর্শমিত উপায়ে সমস্যাকৃত আঁছে বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু আমার অবশিষ্ট দুর্ভাগ্য যে অধিকাংশ সভা আমার মত প্রবেশ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইহা অবলাই শ্রীণীর করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্যপদ্ধতির অগত্যা ও সরলতর পরিবার প্রতিষ্ঠায় যে নানাপ্রকার প্রসার করা গিয়াছে তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের বাধ্যতা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারীকরণকালে ও এই কার্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

যাহাই হউক, কমিটি নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার ভূমাদিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উপস্থাপিত হইয়া যে ক্ষতিতা ও বিলম্ব ঘটে তাহা সমুদ্র সাধা পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারায় একটি গুরুতর পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করি। এই পরিবর্তন এই যে যদি প্রজ্ঞা স্বীকার করে যে খাজানার নির্দিষ্ট তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে প্রজ্ঞা বা দায়ী নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট পড়ে হইবে, তাহা হইলে সে প্রজ্ঞা আদালতে গিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া দিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উপস্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে এক্ষণে টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নোটিস প্রদান করিবে ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; এই তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বা দায়ীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে খাজানা পাঠিলে বা দায়ীর আর্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাতিল করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষুর জনের মধ্যে যে রায়ত আপন ভূমাদিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করে আদালতে তাহার কথা অগ্রাহ্য হইলে, সে রায়তের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, একটি প্রকাশ করিলে আতিকারের পথ আরও অধিক পরিমাণে পরিহার হইবে, আমি ইহা কমিটিকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। কমিটি যে পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে চক্রের মধ্যে চক্র, বাকী খাজানার মোকদ্দমার মধ্যে স্বত্বের মোকদ্দমা, বাকী হইবে যার খাজানা আদায় সহজ হওয়া দূরে থাকুক তাহার বিলম্বন বিলম্ব পড়িয়া যাইবে।

বিচারের সাধারণতঃ যে কাগ্যপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আবশ্যক হইলে সে প্রণালীর পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা কমিটি হাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার বোধ হয় এক্ষণে করাও যাহা, এবিষয়ের মৌলিকতার তার পরিহার করাও তাঁহাই। যে ব্যবস্থাপক সভা কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিদ্রোহ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার বিচারের নীতি সম্প্রদানের জন্য উহার পরিবর্তন করিতে সক্ষম।

আমার ভ্রমসা আছে যখন আগামি বৈশ্বের কমিটির অধিবেশন হইবে, তখন সভার খাজানা আদায়ের বর্তমান কাগ্যপ্রণালীকে সরল ও অধিক পরিমাণে কার্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইবেন। ইহা না থাকিলে ভূমাদিকারীদের বিশেষ কন্ট্রোল এবং ইহা না থাকিলেই রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের দায়িত্ব টাকা দিতে অনেক সময়ে তাঁহারা বিলম্বন করিয়াছেন। যদি খাজানার আইন সম্বন্ধে কোনবিষয়ে সকলের মত একত্র, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে তখনও যদি, ভূমাদিকারীদেরকে তাঁহাদের স্বার্থ পাওনা আদায়ের বিশেষ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে বিলম্বন নিশ্চয় হইবে।

#### চুক্তির স্বাধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূমাদিকারী ও প্রজ্ঞার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কথ্যতঃ রহিত করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় চুক্তির বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটি তাহা এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্বনিশ্চিত রায়তের স্বত্ব লাভ ২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা।

(খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুবন্ধ।

(গ) ৫১ ধারায় দখলী স্বত্বনিশ্চিত রায়তের খাজানা কমানিয়ার দায়িত্ব করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারা মতে দখলী খাজানা পরিবর্তনের দায়িত্ব করিতে ভূমাদিকারীর বা প্রজ্ঞার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দিষ্ট হেতু তিন দখলী স্বত্বস্বত্ব স্বত্বকে ও গোষ্ঠী রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ ৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা।

(চ) গোষ্ঠের ভূমি বিক্রয় দায়িত্ব প্রজ্ঞার খাজানা কমানিয়ার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উচ্চতর ভূমি পূরণের দায়িত্ব করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯৩ ধারা)।

(জ) ডিক্রিভারী ক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজ্ঞাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাণ্ডুলিপি উপস্থাপনের সময় আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই অবস্থার প্রস্তাবের বিলম্ব প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন সমুহে যে কেবল চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে এক্ষণে মনে, প্রকাশ্য ভাবে উহার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেও ঠিক তাহাই করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনাদের বাড়ী ঘর ক্ষেত



કારણ એ વિચાર ખૂબસોર વિદેશના કારણે થયેલ ।

ମେଘସାନୀ ଆମାଳ ୬ ଓ ରାଜସ୍ବ ବର୍ଷାଚାରୀ ।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে দেওয়ানী আদালত ও রাষ্ট্র কৰ্মচাৰী এই উভয়ের মধ্যে বিতৰাধিগতা বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের গৱণমেন্টের অনুসারে, রাষ্ট্র কৰ্মচাৰীৰ উপৰ য়ে বিলুপ্ত কৰ্মতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাৰ অতিপ্রায় স্পষ্ট এই যে তাৰ তবৰ্ধের উত্তরাংশে য়েৰূপ সব একসাৰান কৰিবাব প্রণালী চলিছে, এবং বাহাৰী এই অঞ্চলে মূলধানৰ কাৰ্য্য আৰ বন্ধ হইয়াছে এবং পৰিঅনের প্রয়জন শুকাইয়া আদিয়াছে। বাজালাৰও ভূমিৰোপবন্তের সেই প্রণালী প্রদৰ্শিত কৰা হয়, আৰাৰত এই বোৰ। কিন্তু আমি ভৱণ কৰি যে আমাৰ বোধ প্রযাত্তক বলিয় প্রমান কৰিব। শমো: ময় খাজনা: মুহাৰুশে পৰিবৰ্ত্তনই হউক, অৰ্ধের লিপি অথবা খাজনাৰ বন্দোবস্তেও হউক, হাৰের লিপি পদ্ধতি বিষয়েই হউক, ভূমিৰিকাৰী ও প্রজাৰ মাধ্য চুক্তিৰ তত্ত্বাবধাৰনেই হউক, ষ্টিমত মাণের কাটি নি:দ্রশ কৰণেই হউক, মণ্যের ডালিকা পদ্ধত কৰণেই হউক, অথবা অন্য কোন বিনয়ই হউক, আমি যে বিষয় দেখিতে যাই দেখি যে রাষ্ট্র কৰ্মচাৰীকেই শিৱবিন্দু কৰা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপিৰূপ অটোমিকার অধিকাংশ সেই শিৱবিন্দু। উপৰ নিভা কৰিছে,। যদি রাষ্ট্র কৰ্মচাৰীকে কাৰ্য্য নিৰ্বাহক অথবা শাসন কাৰ্য্য সম্বন্ধীয় কথাকবক কৰা হউত, তাহা হইলে আমাৰ আপত্তি ছিন না, কিন্তু তাহাকে বিচাৰের কৰ্মতা দেওয়া হইয়াছে, এৰিযে নিলকণ আপত্তি আছে। যে প্রণালীতে বিচাৰ সম্বন্ধীয় কাৰ্য্য চাৰকক শাসন কাৰ্য্যমিমাৰক গৱণমেন্টের ইজিডমতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচাৰের যত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আৰ কিছু এই নয়। এই বিষয়ে ১৭৩০ খৃ: অৰ্ধের দ্বিতীয় আইনের ছেতুৰাণে লৰ্ড কণ্ডোৱালিস যে উপাৰ ও সমীচীনমত প্রকাশ কৰিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত কৰিয়া দিতেছি।

“যে ভূমিরাজস্বের ও তাহার উত্তরের বিষয় সরকারের নিক্তি ভূমাধিকারিদিগের যেবা গায়েব এবং যাবতীয় ভূমাধিকারী ও তাহাদিগের প্রজাবর্গের সঙ্গে যে সকল দাওর ও বিরোধের মোকদ্দমা অন্যায় বা অন্যায়ভাবে উপস্থিত হইত তাহা ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাহারাজস্বের সঙ্গে মাল আদালতে বসিয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন ও তাহাদিগের কৃত নিষ্পত্তি সমস্ত মোকদ্দমার আপীল বোর্ড রেবিনিউতে ও তথা হইতে জিযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুরে আসিলে কোম্পেন্সের এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহসীল কালেক্টর সাহেবদিগের জিয়া থাকিলে মাল আদালতের পেরেস্তার দীপ্তি মাল এই সকল কারণ দৃষ্টে এই কণে ভূমাধিকারিদিগের সম্পর্কে সরকারের দত্ত যে সকল ভূ অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে স্বত্ত্ব আছে তাহা হিরতার বিষয়ে নিচাণ্ডই মনস্থির রাখিবেন না কারণ এই যে মাল আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা কখন বিকল্পবতে ও কখন যথার্থ ক্রমে ও কখন উভয়ের অগ্রাধিকার আছে তাহা বিচারে নিষ্পত্তি হইত এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহসীলের কার্খের নিরবকাশেও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই যথার্থ থাকিত। আর ইহাও সুন্দর জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের নিগ হইতে ভূমির রাজস্ব ধার্মা ও তহসীলের মোকদ্দমার আইনের অন্যায় ভঙ্গ হইলে অন্যায় প্রস্তাবের আশা ভ্রমসর স্থান ছিল না যে বিপদ হইতে যে পিড়া পাইয়া থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বসিয়া যে ভুল দেন তাহাতে যে অন্যায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারে দেওয়ার আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবের নিগ হইতে তহসীলের কার্খের বাহ্য তন্ম ভূমাধিকারিদিগের সহিত তাহাদিগের তাবৎ প্রজা বর্গের বিবাদেও যথার্থ বিচার হইতে পারিত না অতএব চাসের আধিকারনা উচিত যে উপরের লিখিত সমস্ত উদ্যোগ চাড়া ভূমির অধিকারি ও তৎসম্পর্কিত সকল স্বত্ত্ব টেহস্য কারণ উদ্যোগান্তর করা যায়। দেপারিশটির কর্তব্য এই যে ভূমাধিকারিদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অন্যথা করণে শক্তি ভাগ করেন এবং আদালতের সমস্ত কার্খের কর্তৃত্বভার কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি না থাকে এবং যে কাল সরকারের পাওনা মালগুজারীর অপত্তি উপস্থিত হয় তাহা ও সকল আদালতের জম সাহেবদিগের যে একাধারে আদালতের শক্তি সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে জিযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কোম্পেন্সের হজুরের আইনের সঙ্গে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে করা যায় যে তাহাতে কোনক্রমে জম সাহেবদিগের স্বৈচ্ছিকতার বিষয় না থাকে বরং সরকারের নিক্তি ভূমাধিকারিদিগের ও ভূমাধিকারী প্রভৃতির সঙ্গে তাহাদিগের তাবৎ প্রজাবর্গদিগের বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি যথার্থক্রমে ও বিনা গুরুপাতের করিতে মনোনিবেশ রাখেন এবং ইহাও কর্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের আপনাদিগের অর্পিত স্বত্ত্ব কর্খের বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার জওয়ার আদালতে দেন এবং সরকারের প্রাকৃত প্রাপ্ত বা ছাড়া কাচার স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা এই হজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত দ্বারা উপস্থিত হইবার যোগ্য হন। এমত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূমাধিকারিদিগের স্বত্ত্বের অন্যথা কিম্বা ভূমির মগাদার কানি হইতে পারে তাহা না হইতে পারিরা অন্য সমস্ত বস্তু হইতে ভূমির অধিকারি ও কর্তার হইবেন এবং যে চাসের আধিকার সকলের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য অতিশয় হয় তদ্বিনিত সকল লোকেই এস ও চেহা রাখাচিত্ত করিবেন।”

১৭৯৩ সালে গণেশচন্দ্র বসু সর্বস্ব উদ্বার ভার প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৩ সালে মনসুখ অধিকারী  
পতনী আশ্রম।

কম্বোদারেয়া এই পাণ্ডুলিপিতে পতনী আইনের সমিবেশ সম্বন্ধে আপত্তি করেন। এতদপত্রিবার যেকারণে নাই  
জানি না। তাঁহাদের মত এই যে গত পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া এই আইনের প্রত্যেক কথা কল্পনামূলক এক প্রকার  
অর্থ লাভ করিয়াছে ও সেই অর্থই চাওয়া আসিতেছে; অধীকার, পতনীদার, আদালত ও আমলা সকলেই তাঁহা  
বিশেষ বুঝে : উহার ভাষার আধুনিকত্ব সম্পাদন করিতে গেলে যাইট বৎসরের অতিরিক্ত কালের স্মৃতি ও  
পরামর্শাগত কথা লোপ হইবে, অতএব হাত না দিলে ভাল, এই বচনামুসারে পতনী আইনের বাক্য ও বাখ্যা,  
যেভাবে আছে সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্বতোভাবে উচিত। আমিও এই মতের অনুমোদন করি  
এবং আমার বন্ধা যে পতনী অধ্যায় এই পাণ্ডুলিপির বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

যে সকল স্মৃতি ধরিয়া এই পাণ্ডুলিপি প্রদানঃ উল্লিখিত উহার পর আমার প্রধান প্রধান আপত্তিগুলি  
আমি তাড়াতাড়ী লিখিয়া ফেলিলাম। বিশেষদিনের সম্বন্ধে আপত্তি করিবার সময় আমার নাই। অগামী  
মাসের মধ্যে যখন কমিটির অনিবেশন হইবে, তখন আমি সেই সকল আপত্তি উপস্থাপিত করিব বাসনা রহিল।

১৮৮৮ সাল ১৪ মার্চ।

কুম্ভাদাস গালা।

প্রত্যাহিত প্রজাপ্রত্নবিষয়ক পাণ্ডুলিপির কড়কগুলি বিধানের উপর সিলেট কমিটির অধিকাংশ সভ্যের সাক্ষাৎ হইতে ভিন্ন মতের মন্তব্য লিপি।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বিধান আছে, যে রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন ভানুকদার যে যে বিধানের নিয়মাবলী থাকেন, যাঁদের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার উভয় দিক সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাবলী থাকিবে, এবং

(খ) তাঁহার সহিত তৃতীয় ভূমাদিকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্তক্রমে এই আইনসম্মত যে নিয়ম প্রচল করিলে তাহাতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে সেই নিয়ম প্রচল করিলেই উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

যে মখলীপ্রত্নবিধি রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে তাঁহার যোত সম্বন্ধে সাধারণ মখলীপ্রত্নবিধি রায়ত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থা প্রাপ্ত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি তৃতীয় ব্যক্তিকে নিয়ম যোত হস্তান্তর করে, তাহা হইলে ভূমাদিকারী পূর্বে ক্রয় করিতে অসমর্থ হইবেন ;

(খ) যদি সে নিজ অর্থী এক্ষণে ব্যবহার করে যে উহা প্রজাপ্রত্নের কাছের সম্পূর্ণ অমুণযোগ্য হয় তাহা হইলেও মখল হইতে উচ্ছেদের দায়ী হইবে না।

কমিটির অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, যে মখলী প্রত্নবিধি যোতের খাজানা অবধারিত, তাঁহার অনুসরণ সাধারণ মখলীপ্রত্নবিধি যোতের অনুসরণ হইতে স্বতন্ত্র হইবে। এবিষয়ে আমার মত অনাক্রম্য

যদি একস্থলে অধিদারকে অগ্রসর স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর স্থলেও তাহাকেই স্বত্ব দেওয়া উচিত যদি একস্থলে স্বমিকে প্রজার কাছের অমুণ্যকরণ করা রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় অপরস্থলেও তাহা উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

একস্থলে এরূপ হইবার অমুকুলে যত তর্ক উত্থাপিত করা যায় অন্য স্থলেও তাহা সমানরূপে খাটে।

আমার বোধ হইতেছে অগ্রসর স্বত্ব মহামানব আইনের শাখা। বেহারের হিঙ্গরা পূর্বে ক্রয়ের স্বত্বের দাখল করিলে, উহার ব্যবস্থা দেশাচারমত হইয়া থাকে।

আমার বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি ভূমাদিকারীর অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে মখলীপ্রত্ন খরিসকরিতে পারে তাঁহার হস্ত হইতে ভূমাদিকারীকে আত্মরক্ষার উপায় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এই সর্পিপ্রথম ইংরাজী আইন অনুসারে পূর্বেক্রয়ের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানে সন্নিবিষ্ট হইল।

একস্থলে শ্রুতক্রমের ক্ষেত্রে ভূমাদিকারীকে যেরূপ ভরসাক অসুবিধার কেলিতে পারে, অপর স্থলেও সেইরূপ ক্ষেত্র সন্নিবিষ্ট করা সম্বন্ধেও সেইরূপ। একস্থলে তাহার পক্ষে এই স্বত্ব বেরূপ অনর্থক হইবে অপর স্থলেও সেইরূপ অনর্থক হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সহিত যোগ হইলে কল এই হইবে, ভূমাদিকারী উৎসর্গ বাহবে।

যখনই ভূমাদিকারী পূর্বেক্রয়ের স্বত্ব অনুসারে কাঁচা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব খাড়া করা হইবে।

যখনই কোন রায়ত অবধারিত হারের যোত বলিয়া আপন যোত হস্তান্তর করিতে যাইবে অথবা যদি ভূমাদিকারী পূর্বে ক্রয় করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরপ্রত্নতা পূর্বেই পূর্বেক্রয় স্বত্বের তর কারয়া যখনই আইনের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করে তখনই ভূমাদিকারীকে বাধা হইয়া হস্তান্তরে বাধিত করিতে হইবে। কারণ তর আছে যে যদি তিনি তৎকালীন আপত্তি না করেন, তাহা হইলে সেই না করাই হস্তান্তরপ্রত্নতার অবধারিত হারে চিরদিনের জন্য স্বমি ভোগের স্বত্ব স্বীকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটী আমার সংশোধন গ্রহণ করিবার উপায় দেখিতে পাইতেন এবং এই অব্যাহতির কাঁচা মোকরক, পাট্টাধীন যোতে অথবা যে সকল রায়তের স্বত্ব আদালতের ডিক্রীদ্বারা নিশ্চিষ্ট হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যদিও ভূমাদিকারীদিগের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে প্রত্যাপন করা হইত না, তথাপি অনুমান খাড়া করিয়া আইনের চক্ষে ধূলি প্রদান করিবার চেষ্টার নোংরা উৎসাহ দেওয়া যে হানিকার ফল উৎপন্ন হইতেছে তাহার পরিহার করা যাইতে পারিত।

২। ৭ম অধ্যায়—কোণী বিলির নিয়ম।

কোণাবিল সম্বন্ধে ক্রিয়ণ বন্ধ হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিটির অধিকাংশ সভ্যের মত হইতে সকল বিষয়েই আমার মত বিচিরা।

কোণাবিল বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশ্যে কোণাবিল সম্বন্ধে বাধাজনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে যে মখলীপ্রত্নবিধি রায়ত কোণাবিল করে তাহাকে ভানুকদাররূপে পরিণত করিলে ভূমাদিকারীদিগের বিশিষ্ট স্বার্থের হানি হইবে।

অর্থাৎ বিখ্যাত এই যে, কতটুকু দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষতঃ রাইতদিগের মধ্যে অতি দরিদ্র শ্রেণী অর্থাৎ রাইতের রাইতদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, এই এগালীকে উত্তরাধারদ্বারা আনিবার আবশ্যকতা আছে।

কোর্সী বিলির ক্ষমতা রাইতের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বোধ হয় হস্তান্তরের ক্ষমতা অপেক্ষা ইহা তাহাদের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইত হইতে বেনাম অর্থাৎ পড়িলে টহুদ্বারা সে সেই দান হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। যে সকল মজুর পরিবারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থে অমী কখন উপায়ে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহারা ক্ষম অর্জন করিতে পারে।

ইহা আইনসম্মত। এতদিন কোর্সী বিলি সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধাজনক নিয়ম ছিল না। আর বইই কেন বাধাজনক নিয়ম হউক না, কেহই কোর্সী বিলি পরিচালনা করিবেন।

যতদিন পর্যন্ত, যে সকল লোকের ভূমি আছে তাহাদের অপেক্ষা দরিদ্র আর এক শ্রেণীর লোক ভূমি পাটনার জন্য হা করিয়া থাকিবে, যতদিন তাহারা এক্ষণে ভূমি ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা ভালরূপ ব্যবহার করিতে পারে এরূপ এক শ্রেণীর লোক থাকিবে, যতদিন ফলভোগবদ্ধ হইতে কোর্সী পাটনার বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে লক্ষিত করিয়া না দেওয়া হইবে, ততদিন কোর্সী বিলি চলিতে থাকিবে।

কোকাপাট্টাধারীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং এখনও যখন সময় আছে এগালীকে কোন নূন্য রূপে উত্তরাধানে আনিতে হইবে।

এবির শীতাই এমনতর ভাবে গবর্নমেন্টের গোচর আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে ইহার দীর্ঘায়ু পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

#### ৩। ১ম অধ্যায় — খাজানা রুজি।

মিলেট কমিটির মিকট বিপোর্টের জন্য যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার বিশদ অনুসন্ধান বৃদ্ধিত খাজানা ভূমি হইতে মোট উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্বহারের উপর টাকার চরখানা পর্যন্ত বৃদ্ধিত খাজানা গ্রহণের জন্য ভূমিধিকারী প্রজার সহিত ঘরোয়া বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতেন।

অধিকতর যে হার প্রদত্ত হয় তাহা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণে, প্রজার দ্বারা না হইয়া ভূমির উৎপাদিত শক্তি বৃদ্ধিত হইয়াছে এই কারণে, চিরস্থায়ীরূপে মূল্যের রুজি হইয়াছে এই কারণে মোকদ্দমা করিয়া জমিদার খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাহার এই নিয়ম মানিতে হইত যে বৃদ্ধিত খাজানা উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন স্থানে পূর্বতন খাজানার বিধানের অধিক না হয়।

উচ্চাধিকার খাজানা রুজি ও মোকদ্দমা করিয়া খাজানা রুজি উত্তর স্থানেই বৃদ্ধিত খাজানা দণ্ড বৎসরের মত ঠিক থাকিবার কথা ছিল। মিলেট কমিটির সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে চুক্তিমত খাজানা রুজি কোন স্থানেই টাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

দু আনার কম বা দু আনা পর্যন্ত হইলে উহা সাড় বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে, দু আনার অধিক হইলে পনের বৎসর পর্যন্ত।

কোন যেতেই খাজানার নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা অল্প এবং কাবণবশতঃ আনিবার সাহায্য খাজানা রুজি হইলে উহা পূর্বতন হারের উপর লত করা পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত রুজি হইতে পারে, এবং মূল্যের চিরস্থায়ী রুজিবশতঃ হইলে শত টকা পাঁচিশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে।

যে স্থানে কোন মোকদ্দমার দৌরাতন দেখিয়া বিচার হইতে পারে তাহাতে রুজি হউক আর নাই হউক হার পনের বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উক্ত স্থানের পঞ্চমাংশের সীমা পরিচালিত হইয়াছে।

আমি স্বীকার করি আটমত খাজানা রুজি করা বর্তমান আইনের অপেক্ষা অনেক সহজ ব্যাপার হইয়াছে কিন্তু আমার দ্বিতীয়তাবে নিবেদন এই যে, সীমা নির্দেশ করা অসম্ভব সকলই এত কথা স্বীকার করায় খাজানা রুজির সীমা পরিচালনা করা হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সীমা সঙ্কট ও সময় রুজি করিয়া কমিটির অধিকাংশ সভা খাজানা রুজির উপর যে বাধাজনক নিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কারণ নাই।

ইহা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, যে প্রজাদিগকে যোত ভোগ করিয়াই বড় স্থায়ীরূপে দেওয়া হইয়াছে তাহারা যখন জানে যে, ভূমিধিকারী আদালতে গেলেই অনেক উচ্চহারে ডিক্রী পাইতে পারেন তখন তাহারা আদালতের বাহিরে অন্যায়গেই খাজানা রুজি দিতে প্রীকৃত হইবে।

প্রজা ও জমিদার নিজে নিজে যে সকল বিষয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে, যে রাজনীতিতে সেই সকল বিষয়ের অন্য তাহাদিগকে আদালতে পাঠাইয়া দেয় আনিমে রাজনীতি অনুশীলন করি না।

উদ্ভাবিত খাজানা বৃদ্ধিভুলে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক ছিল যে চুক্তির খাজানা বৃদ্ধি রেজিস্ট্রী করা করারণের দ্বারা কবিত হইবে এবং ইহা দেখিতে হইবে যে এলা ভাড়াতে যুক্ত হইতে গিয়া স্বাধীনভাবে কাটা করিয়াছে।

মোট চাকার একটা নীমা নির্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল। সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত।

উভয় ফলেই পঞ্চদশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট করার ভূমিকাদারী তাঁহার যত পাওয়া তাহার এক কড়া ও আদায় করিয়া লইতে চাহিতেন না। আমরা বলা করিবার কোন পথ রাখি নাই।

এখন কবিতার প্রতি সুবিচারের জন্য একথা বলা আবশ্যক যে লিকটহ স্থানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্প হারে মোট ভোগ করণ হেতু খাজানা বৃদ্ধির যে প্রচেষ্টা সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঠাইয় লওয়া কেবল মাত্র আমাবতী অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় আদালতের বিবেচনার উপর ফেলিয়া রাখিলেই ভাল হইত।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিবার ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। এ উভয় বিষয়েই আদালতের হস্ত পদ এখন না করা উচিত ছিল।

৪। ৮ম অধ্যায়।—স্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের কথা।

১ম ধারা. (১) } চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রায়তের খাজানা পরিবর্তিত হয়  
২ " (২) } নাই, চিরকালের জন্য সেই খাজানার সেই রায়ত ভূমি ভোগ করিবে  
৩ " (৩) } পারিবে প্রথমটীর এই মত।

দ্বিতীয়টির মর্ম এই যে, যিৎক প্রমাণ না পাওয়া গেলে যে রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী ছিল ২৫শ বৎসর ধরিয়া এক খাজানার ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ঐ খাজানার ভোগ করিয়া আসিতেছে এই অনুমান হইবে।

তৃতীয়টি দ্বারা এ নিয়ম সুস্পষ্টরূপে পরিণত খাজানাতে ও খাটিবে।

এই পাণ্ডুলিপি উপর অন্যান্য কাগজের সহিত আমি যে মন্তব্য রাখিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এ সকল ধারার বিধান পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ছিল তাহা হইতে আমার ভিন্নমত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম এক্ষণে যেসকল পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্তনমাত্র, সাধিত কিছুই নহে।

কিন্তু এই বিষয় বাদামুদানের সময় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই সকল কথা কেন গৃহীত হইয়াছিল তাৎপর্যমূলক এন্ট্রী ও যুক্তি বা তেজী করা হয় নাই। উহা দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষেই অস্তিত্ব করা হইয়াছে; এ, উক্তির প্রভাবের দেওয়া হয় নাই। এবং এমন কোন কথাই বলা হয় নাই তাহাতে আমি আমার মন্তব্য যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত হই।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে উহা রায়বার ওজর এই যে উক্ত বর্তমান আইন, বর্তমান আইন পরিবর্তনকার্য কমিটিকে প্ররোচিত করে পারে এমন কোন যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য প্রদর্শিত হয় নাই এবং কখন কখন করিয়া ও কি কি মতে রায়তকে ভূমির মূল ভোগ হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূমিকাদারী পক্ষে যত কঠিন ব্যাপার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে তাহা ভোগের স্বত্ব প্রমাণ করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন।

আমরা দেখিয়াছিলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুযায়িক আইনবন্দীর কথাই এমন অভিপ্রায় ছিল যে মোকদ্দমার ও ইন্সপেক্টরদের ভিন্ন অন্য কোন রায়ত অধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে চির দিনের জন্য ভূমি ভোগ করে।

৮ম লোকেশন বিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে কোন প্রকার বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল আইনের বশবর্তী একই অভিপ্রায় ছিল না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন মধ্যপ্রদেশ বিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটা প্রকার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। ভূমিদারদের ভূমিদারদের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে এবং রায়তগণকে চিরদিনের জন্য অধারিত খাজানার ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদান করিয়া ভূমিদারদেরকে আপন আপন মহালে বৎসরিক বৃদ্ধিযোগী করণী দৃষ্ট করিয়াছে।

৮ম নির্দিষ্ট ও বৃদ্ধির পরিবর্তে যে ক্ষমতা কলকাতার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রকাশ করিয়া ইচ্ছা দ্বারা ক্রমাগতই বৃদ্ধি স্বত্ব প্রদান দিতেছে।

২২ ধারা অত্যন্ত পরোক্ষরূপে, ভিন্নভাবে এ অধিকার অর্জন করা রাষ্ট্রের স্বার্থ, এবং উক্ত অধিকার দ্বারা দেওয়া জমিদারের স্বার্থ, অতএব উহা কলকাতার আইনের পাণ্ডুলিপিতে পরিবেশিত করিয়া, উক্ত আইনেরই বিশেষ অঙ্গ হইতেছে। ইহাতে ক্রমাগতই বিবাক গঠিত হইতেছে।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন বিবিধ করা সুবিচার সজ্ঞা হয় মত স্বীকার করিলে বর্তমান আইনের তাৎপর্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব প্রদান হইয়াছে তাহা উদ্ভেদ করাও অসম্ভব ও কষ্টজনক হইবে স্বীকার করি।

এ সকল ব্যাপ্তি অসম্ভব স্বত্ব অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ সুবিচার না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কাগজ চলিবে, এক্ষণেও নতুন মোকদ্দমা ক্ষুদ্র করিবার ২০ বৎসর পূর্ব হইতে নহে। আমার বিনীত ভাবে মনে হয় এই যে যদি কমিটী আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, যে সকল রায়ত অধারিত হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব স্থির থাকিত এবং জমিদারদিগের প্রতিও প্রথম কিস্তি সুবিচার প্রদত্ত হইত। ভূমিস্বত্ব ভূমাদিকারী ও প্রজার স্বত্ব নির্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে সীকার করা যায়; অতীত কালের আইন দ্বারা রাষ্ট্রের যে সকল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে অথবা নিজের অসামর্থ্যজন্য এ নিষেধ কার্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রদানের জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাঠ্য করা হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে শিথিল ভাবে স্থাপিত করার দোষে ভূমাদিকারী যে সকল স্বত্বে দক্ষিত হইয়াছেন তাহাও তীক্ষ্ণতাক্ষে প্রদর্শন করা সুবিধার সম্ভব।

অতীতকালে তিনি যেভাবে দক্ষিত হইয়াছেন তাহা প্রদর্শন করা যদি একান্ত অসম্ভব হয় ভূমিস্বত্ব যাঁহাতে তাহার রক্ষা হয় তাহাও অসম্ভব বলা উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তমতে কেবল মাত্র মোকররীদার ও ইন্সপেক্টরদিগের অবদারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পাঠ, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রায়ত তাহা পায় নাই।

১৮১৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে অবদারিত হারে বা খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার ক্ষমতা দাবী করিলে দশ সাল বন্দোবস্তের বার ১৯শ পূর্ব পর্যন্ত তাহার স্বত্ব যাবৎ করিতে বাধ্য হইতে হইত। অন্যথা তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাহা কিছু আছে তাহার উপর উহার স্বত্ব নির্ভর করিত না কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্বে জমিদারের কার্যের উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকর্ষকের তিন প্রকারে বিভক্ত ছিল। মোকররীদার বা তালুকদার বন্দোবস্তীয়, ইজারার দখলজন্য অথবা জমিদারী, আর পাইকস্বত্ব বা ইজারাদীন প্রজা। ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ১০ অর্টিকল দ্বারা প্রথম পাইকস্বত্ব বা ইজারাদীন প্রজা ও অন্তঃ তাহাদের বলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তে এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাঁহা উপর তাহাদের অবদারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। ভূমাদিকারীকে অনুমান খণ্ডনের আজ্ঞা করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রমাণের উপর রায়ের উপর নিষেধ করা কঠোর।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে খাজানা দেওয়া সম্বন্ধে যত বাস্তবের দখলীস্বত্ব ছিল সকলেই উপরই এক প্রকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হারে দিবে আশঙ্ক্য করা হইত।

১৮১৯ সালের ১০ আইন পাসের সম্বন্ধে যত কাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া কিম্বের জন্য এই আইনে এই সকল বিধান নিষ্কর হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৫৭ সালে যে খাজনা পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় তাহাতে “যে সকল বংশীয়কৃতিক প্রায়ত অবদারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাহারা এই হারে পাট্টা পাইতে অনুমত হইবে” লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে যে ২০ বৎসরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

যদি ১৮৫৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবদারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণের হার আজও বিধিকারী রাষ্ট্রের উপরই স্থাপিত থাকিত।

উক্ত খাজনা আইনের যত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও মধ্য ক্রীষক ও কৃষি শ্রমিকের রাষ্ট্রের অবদারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় দাবী রাখা করিয়াছেন। তাহাদের মতে উক্ত স্বত্ব এই উক্তর ও সুগমভঙ্গ যুক্তির উপর স্থাপিত যে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রজার পক্ষে অস্থায়ী” এরূপ একত্রয় বন্দোবস্ত নহে কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৭১ ও ৬০ ধারার বিধান হইতেই এইরূপ অনুমান করার তাঁহাও জন্ম হইয়াছিল। এই সকল দ্বারা গুলিয়া দেহিলেই দেখা যাবে যে প্রথমটী তালুক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়টী কার্য চলন হইতে বেতার যুক্ত হইয়াছিল।

আমার নিবেদন এই যে, যদি কেবল মাত্র বর্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূমি দিকারীর বিক্ষেপে বর্তমান আইন রক্ষা, পরি তাণ হইলে রাষ্ট্রের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থল যেক্ষণ গিয়াছি মেরূপ বর্তমান আইন ছাড়াইয়া যাওয়া কোনমতেই উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বলা হয় যে অনুমান খণ্ডন কণ ভূমাদিকারীর পক্ষে সহজ কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষে অনুমান খণ্ডন কণ সহজমতে তাহার সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলি যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূমাদিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাহার কোন সন্দেহই নাই। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক রাষ্ট্রের পক্ষে ভূমাদিকারীর হস্তাঙ্কর প্রদান করা অতি সহজ কিন্তু ভূমাদিকারীর পক্ষে যে সকল নৌক লিখিতে জানেন না তাহাদের দেওয়া দলীল প্রমাণকণ বড় সহজ ব্যাপার নহে। যত পুরান আইন আছে সবটাই ভূমাদিকারীর পক্ষে রাষ্ট্রের সহকুলে দলীল লিখা দেওয়া অবশ্য বস্তব্য বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন আইনেই ভূমাদিকারীর অনুকূলে দলীল লিখা দেওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে অবশ্য বস্তব্য করিয়া দেয় নাই। বর্তমান আইনে যেখানে রাষ্ট্রের টাকায় খাজানা দেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থানের জন্যই বিধান আছে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে তার এক পদ অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, এই নিয়ম মুক্তাক্ষণ পরিণত খাজানা ও খাটাবার আভ্যাস হইয়াছে।

যদিও কমিটিতে আমিই একাকী এই বিষয়ে তিরস্কৃত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত ব্যক্তিগত হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিক্ষেপে প্রতিবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমাদের যত দূর বিধিদ্ধ করা উচিত তাহা অবশ্যে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর গিয়া পড়িয়াছি।  
এপ্রকরণ বিধিদ্ধ করা যাইল আর যেসকল রায়ত আসে খাজানা দিত ও একগুণে টাকায় খাজানা  
দেয়, তাহাদিগকে ভাবিয়াতে অবধারিত ও অনাবর্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিভোগের স্বত্ব দেওয়া  
ও ঠিক তাহাতি।

বর্তমান আইনেই ত এই সকল বিধান ভূমাদিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতে উহা  
আর দশগুণ অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে।

যখন পাট্টা কবুলিয়ায় পাল্পার দেওয়া আর আবশ্যক রহিল না তখন রায়ত যাকরে ভবিষ্যতে তাহাই হইবে।

স্বত্বের নিষিদ্ধ প্রস্তুতকরণ ও কারেব বন্দোবস্ত করণের অধার অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের উপর  
সকল ফন্দা অপিত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কাফ্যকর হইবে মতঃ, কিন্তু এই সকল  
বিধান অপরিহার্যত থাকিলে আদালত সকল মোকদ্দমায় মোকদ্দমার প্রাতি হইয়া যাইবে ও ক্ষমী  
দারেরা ডাক্ষয় হইবে।

ভবিষ্যতে যে সকল খাজানা মুদ্রাক্রমে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান সীমাবদ্ধ করিয়া এবং যে  
তারিখ হইতে অনুমানের কাল গণনা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের  
কৃষ্ণলের অপ্পত্তা সাধন করা যাইতে পারে।

হস্তান্তর ও অগ্রকৃত সংক্রান্ত প্রবরণের উপর এই সকল বিধানের কাযের কথা পূর্বেই বলি হইয়াছে।

৪। ৯ম অধ্যায়। যোতের অন্তস্তর বিভাগ।

পাট্টা নিষিদ্ধ হইলে যে দখলী স্বত্ববিধিষ্ট যোত ভবিষ্যতে হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং পূর্ণ যোতই হস্তান্তর  
যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া ন্যায় কার্য্যই করা হইয়াছে।

কোন যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূমাদিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

এত দিন পর্যন্ত হস্তান্তর করণের স্বত্ব দখলী স্বত্ববিধিষ্ট যোতের অনুসঙ্গের মধ্যে ছিল না, অতঃপাশ্বে যোতের  
লত ভূমিভোগের স্বত্ব হইল ও ভূমাদিকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হস্তান্তরগ্রহীতাকে তাহা প্রদান  
করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। হস্তান্তরগ্রহীতার স্বত্বের অশেষতা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, যে  
এপ্রদেশের প্রতি জিলা এই দখলী স্বত্ব ইচ্ছামত বিক্রয় হইতেছে ও আদালতের ডিক্রীমত বিক্রয়  
হইতেছে।

কোন২ জেলায় ইহা একরূপ অবধারিত হইয়াছে, আইনবিরুদ্ধ হইলেও ইহা এত বহুল পরিমাণে চলিতেছে  
যে দেশাচার একগুণে আইনকে অতিক্রম করিয়াছে।

আইনবিরুদ্ধ হইলে ও দেশাচাররূপে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেন্ট ইহাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে  
বাধ্য হইতেছেন।

একগুণে পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর  
ভূমাদিকারীর বিরুদ্ধে হইলে আইনবিরুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

যোতের কিয়দংশ হস্তান্তর আইনসম্মত করার ফল মন্দ হইবে। ভূমাদিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের  
পক্ষে আরও মন্দ হইবে। কিন্তু রায়তের কায ভূমাদিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ এবং তাহার নিজের  
বিরুদ্ধে সিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রমে এমন একটী অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে একগুণে গবর্ণমেন্ট যে  
কার্য্যপ্রণালীর মিন্দা করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসম্মত বলিয়া  
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন।

ভূমাদিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ ও রায়তের বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইতে দেওয়ায় রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধা  
হইবে না, কেবলমাত্র যোতের বাজার দর অত্যন্ত কমিয়া যাইবে।

রায়তের যেমন টানাটানি হইলে ভূমাদিকারীর বিরুদ্ধে ইহা অসিদ্ধ এই কারণ বশতঃ হয়ত সে অর্ধেক মূল্যে  
তাহার যোতের এক২ খণ্ড বিক্রয় করিতে থাকিবে।

রায়তের খণ্ডাঃ যোত বিক্রয় বন্ধ করার তিন উপায় আছে, যথা,—

১। যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূমাদিকারী ও রায়ত উভয়েরই বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা।

ভূমাদিকারীকে একরূপ হস্তান্তর উক্ত অংশের ইচ্ছা বলিয়া গণ্য করিতে অনুমতি দেওয়া।

ভূমাদিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত অনুসারে যেরূপ শর্ত তৎ করিলে তাহাকে  
সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে একরূপ শর্ত তৎ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা।

শেষোক্ত তিন অত্যন্ত কাফ্যকর বলিয়া আমি উহারই অনুকূলে যুক্তি বিন্যাস করিয়াছিলাম।

৬। ১০ম অধ্যায়।

এই অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ভূমাদিকারীর অনুপোধে, বহুসংখ্যক রায়তের অনুপোধে, অথবা  
বিবাহ মিবারণের জন্য সমস্ত মহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারেন।

এই অধ্যায় যেরূপ আছে তদনুসারে মহালের জমাবন্দী স্থির বা নিশ্চয় করার পর তাহা পনের বৎসর সময়ের  
জন্য ঠিক থাকিবে। কিন্তু কিছুতেই ভূমাদিকারীর খাজানা বন্ধ করিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না।

১। যেস্থলে ভূমাদিকারী খাজানা বন্ধির জন্য দরখাস্ত করেন ও বন্ধির অনুমতি হয়, তথায় ইহা থাকিবে।

২। যেস্থলে আবেদন অগ্রাহ হয়, তথায় ইহা থাকিবে।

৩। যেস্থলে ভূম্যধিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন নাই তথায় ইহা খাটিবে।

৪। যেস্থলে ক্রিয়ৎসংখ্যক রায়তের অনুরোধে বন্দোবস্ত হইল তথায় ইহা খাটিবে।

৫। ইহাতে যেসকল রায়ত দরখাস্তের পক্ষ নহে এরূপ সকল রায়তের খাজানা রক্ষা করিতে নয় জমীদার বাধ্য হইবেন, না কর, পনের বৎসর রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।

৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বশূন্য উভয়প্রকার রায়তে পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহা এই ফল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

৭। ইহাতে রায়তদের যেসকল ক্ষত্ৰ নাট তাহা অর্জনে করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী করিতে তাগাদিগকে প্ররূতি দিবে। ইহার এদিক ওদিক হইতে দিবে না।

পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ সময় ছিল তাহাই থাক; উচিত অর্থাৎ দশ বৎসর হওয়া উচিত।

যে সকল স্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানা সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে এই অধ্যায় সেই স্থলেই খাটা উচিত।

ইহার দ্বারায় দখলীস্বত্বহীন রায়তের দখলীস্বত্ব অর্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। মনে একটি অভ্যন্তর প্রয়োজনীয় অধ্যায় নামাবিধি অত্যাচারের যত্ন হইয়া দাঁড়াইবে।

#### ৭। ১শ অধ্যায়—দায়।

অবশেষে যেবিষয়ে আমি কমিটীর সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত ভিন্ন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি, তাহা ব্যবসাদারের পক্ষে এবং রায়তের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশ যে যখন বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী অনুসারে কোন তালুক বিক্রয় হয়, তখন প্রথমতঃ উহা রেজিষ্টরী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলী যোত দায়মুক্ত করিয়া, বিক্রীত হইতে দিতেছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যে ব্যক্তি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী থাকিবার দাওয়া করে, পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে পাওমা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং উদ্ধারা প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া আপন স্বার্থ রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তালুকদার ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কমিটীর এইরূপ বিবেচনা। আমি এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিতোগী রায়তেরা তালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীন হওয়ার, যোকদ মার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমান খাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় নামঞ্জুর করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিষয়ে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, দেবাদারের, বা ক্রেতার কাছের কর্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, তৎক্ষণাতঃ জন্য দায় হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্ত্তিবে, কেবল মাত্র একমংশে বর্ত্তিবে না; ইহাই প্রকাশ করা আবশ্যিক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিষয়ে রক্ষা না করায়, তাহার বাজার সমুদয়ের ক্ষতি করা হইয়াছে। যে স্থলে সে অল্প মূদে টাকা ধার করিতে পারত, সে স্থলে তাহাকে অধিক মূদ দিতে হইবে।

টি, এম, গিবন।



প্রস্তাবিত প্রজ্ঞাপত্রবিশয়ক পাতুলিপির কতকগুলি বিষয়ের উপর সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ

সভার সিদ্ধান্তবশতঃ ভিন্নমতের মন্বালিপি।

পাতুলিপির বিষয়সকল একত্রে যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে, সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ সভার ন্যায়  
সামান্য সাধারণতঃ তাহা গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত : কিন্তু আমার একথা বলা আবশ্যক যে আমার বিবেচনার  
কায়কর্তী বিষয় প্রচার স্বার্থ উপযুক্তরূপে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাতুলিপিতে খাজানার  
কাছাকাছি স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, বিশেষতঃ পূর্বে যে নিয়মে উপর্য উপর মূল্যের মূল্যের প্রমাণের আবশ্যিকতা ছিল  
তাছাড়া পরিবর্তিত কেবলমাত্র দরকারি প্রযুক্তির প্রস্তাব করায় আরও সুবিধা হইয়াছে। ভূমিকার অনেক বিষয়ে  
সুবিধা করিয়া দিলেও আদিম বিলের ৭৫ (ঘ) ধারার শাসনতী তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। রায়তের দেয়  
খাজানার উপর প্রচলিত হার অপেক্ষা যাহা এই কথা খাজানার একটি ছেতু বলিয়া রাখা হইয়াছে ;  
এই বাসেন্দা রায়ত ভিন্ন অন্য রায়তকে যখন প্রথম ভূমির দখল দেওয়া হয়, তখন ভূমিকারী বড় খাজানার  
দায়িত্ব করিবেন তাহার কোন সীমা নির্দেশ করা হয় না, বাসেন্দা রায়তের সম্বন্ধেও ভূমিকারী পূর্বতন খাজানার  
মতকরা পঁচিশ টাকা রক্ষি দানী করিতে পারেন। প্রজ্ঞা জমীনা ছাড়িয়া যতদূর পর্যন্ত খাজানা রক্ষি দিতে পারে  
তাছাড়া বেন সীমা পয়সা খাজানা বাড়িয়া লইতে পারেন এমন বিষয় শক্তি এই সকল দ্বারা ভূমিকারীর হস্তে  
সম্পন্ন করা হইয়াছে। কারণ, ক্রিয়ের নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে ভূমিকারীর হাতে পড়িবে এবং যখন তিনি  
এই সকল পণ্ডিত করিবার সময় অবশেষে ইচ্ছা খাজানা লইতে পারেন, স্পষ্টই বোঝা হইতেছে যখন  
ভূমিকারীর কামই বা হয় তাহবে, এবং এই কারণে যে কোন হুত বাগান রায়তদিগেরই খাজানা  
সম্পন্ন হইবে একটা নতুন সাধারণ প্রজ্ঞা সম্প্রদায় মাঝেই খাজানা নিয়মিত হইবে। এই কারণ বশতঃ প্রচলিত  
হার খাজানা রক্ষি কাগজে লিখিয়া রাখায় ভবিষ্যতে বিলক্ষণ বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার  
বোধ হয় এবং উহা পাতুলিপি হইতে উঠাইয়া লওয়া হয় দেখিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

এইরূপ আমার বিবেচনায় যেহেতু ভূমিকারী শস্যক্ষেত্রে খাজানা মুদ্রার খাজানায় পরিণত করি-  
বার প্রবেশন করিলে যেহেতু প্রচার স্বার্থ উপর্য উপর মূল্যের রক্ষিত হয় না। এই দ্বারা এইরূপ বিধান  
পাতুলিপিতে প্রচলিত : কোন স্থানেই মুদ্রার খাজানা ভূমিকারীর পথকর রিটেই যে যেহেতু যে খাজানার  
উল্লিখ আছে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভূমিকারী দশ ওমর পরিয়া যে খাজানা লইয়া  
আসিতেছেন তাহার বড় মূল্য পরিয়া যদি মুদ্রার খাজানায় পরিণত হয়, তাহা হইলে চাক্ষুষ সমস্ত রূকি প্রজ্ঞা  
গ্রহণ করে এবং যেহেতু তাহা হইতে বিলক্ষণ দান দেওয়া উচিত। খাজানার কমিটান যে খসড়া পাতুলিপি  
প্রস্তুত করেন ও বঙ্গদেশের গভর্ণমেণ্ট যে পাতুলিপি অর্পণ করেন, তাহাতে একপাশ দিবার বিধান করা  
হইয়াছিল।

আমার পৌরস্বয় পরিভাগ করণ বিষয়ক পাতুলিপির ৯৬ ধারায় যেরূপে কথা বোঝানো করা হইয়াছে,  
তাছাড়া অপব্যবহারের দ্বারা বিলক্ষণরূপে উদ্ভাটিত হইবে। যখন রায়ত পরিভাগ করিয়াছে এই ওজ্রে  
তাছাড়া তাহার যেহেতু হইতে দায়িত্ব করা হয়, তখন তাহাকে দখল পুনঃ প্রাপ্তির জন্য মোকদ্দমা কিছু পরিবার  
কমলা সেওয়ার ফল প্রতি অর্পণ হইবে। যদি এই ধারার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে উহার কাগজলন  
খসড়া প্রদান রায়তের দখলস্থ যাতে সীমাবদ্ধ রাখা কর্তব্য। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যেহেতু উহা বিস্তার করায়  
প্রতি অর্পণমাত্রও কারণ নাই, কারণ এই সকল স্থলে বাকী খাজানার নিমিত্ত যেহেতু বক্রয়ের ক্ষমতা দ্বারা  
ভূমিকারী খাজানা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৮৩ সাল ১৭ মার্চ।

এচ. জে. ব্রেনল্ড্‌স।

এই প্রস্তাব প্রকাশ করে যে, "রায়তেরা ফসলের সময় যে মূল্য বিক্রয় করে সেই মূল্য পরিয়া প্রধান শস্যবোৎপাদ  
বিষয়েই উপর্য উপর আনুমানিক গড় বার্ষিক মূল্য বজায়, বন্ধিত খাজানা কোন স্থলে তাহার শক্তিমত্বের অধিক হইবে না।

এই পাতুলিণি সম্বন্ধে আমার ভিন্নমত এই প্রকাশ হইয়াছে যেখানে স্থাপন করিও তাই সে, বহুদেশীয় জমিদার কানুন  
আইন এক্ষণে যেকোন ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এই পাতুলিণি পরে বর্ণ্য

তদপেক্ষা দূতর, ন্যাগাতর, কিম্বা অধিকতর সম্ভাবনক বিভিন্ন উপর  
 স্থাপিত হইবে। ছেনা এবং ইচ্চে উৎসর সক্ষ ক'রতে সক্ষম এবং সক্ষতি-  
 পূৰ্ণ কমকরর হা/ভূমির চাসক'র সক্ষিত হইবে না, অথবা ধনসম্পদ বিখণ্ড-

ও বহুমান আঙিন হইতেও অসংখ্য দূবে ও সম্পূর্ণরূপে নূরান পথে যাইতে হই  
তেছে। উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার সংস্কার বশতঃ এক  
প্রাণী অপরূপ-করা পরাবর্ণশিক্ষনই বসিরা নিন্দা করিয়াছেন।

ভূমাসিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত বর্ধমান আইন কিংমূলস্থত্র অবলম্বন করিয়া গদ্যমেটে পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব করেন ইহা বুঝা যায়। কঠিন দেখিতেছি, তত্বে প্রায় ও তেজুগে বর্ণনা পত্র প্রত্যেক পাণ্ডুলিপিগির সঙ্গে যন্ত্রিসভার সভ্যদের নিকট পাঠানো য়োক্তি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৪৯ সালের ১০ আইন যদিও উপকার করিয়াছে তবুও করা যায়, তথাপি কোনও প্রকৃতির বিষয়ে উক্ত এতদূর নিষ্কণ হইয়াছে যে বেচারে প্রতিবোধিতাব অসুচ্যে রাষ্ট্রতন্ত্রের স্থানে থাকান, লেগা হইয়াছে ও অনাদারের কঠোর সংস্কার ঘটাইছে, এবং পূর্ষ বাঙ্গালীর জমিদারেরা আইনবলে যে খাজানা রক্ষি করিবার অধিকারী, সেই খাজানা রক্ষি পাঠিতে পারেন নাই, এবং আপনকে বৈধখাজানা আদায় করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে আমরা এই কথা সংগ্রহ করিতে পারি, একপক্ষে রাষ্ট্রতন্ত্রের রক্ষা করা ও অপর পক্ষে জমিদারদের বৈধ খাজানা আদায় করিবার ও তাহা আদায়বলে রক্ষি করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপিগির প্রদান উদ্দেশ্য।

শ্রীযুত ইলবার্ট সাহেব যেরূপ বলেন, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের কল প্রকৃত প্রস্তাবে যেরূপ হইয়াছে ইহা যদি দেখান যাউতে পারে। কিন্তু আমি বেচার সঙ্কল্পে নির্দ্বন্দ্বসহকারে একথা অস্বীকার করি, এবং আমি এখানে বিশেষ কষ্টিয়া উল্লেখ করিতেছি যে, ইহা কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই। তাহা হইলে প্রত্যাদিত পাণ্ডুলিপির নামে যেহ উদ্দেশ্য আছে বলিয়া, দেখা যায়, আমি পূর্বে বলিয়াছি, সেই উদ্দেশ্য সাধনার বেহ না যা উপায় অবলম্বিত হইত, কোন ভূমিধিকারী বা ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে কোন আগতি করিতে পারতেন না এবং ভূমিদারদের নানা আবেদনপত্রের কোনখানীতেই এই সকল বিষয়ে যে কিছুমান আগতি উৎপাদিত হইয়াছে ইহা আমি দেখিতেছি না। পাণ্ডুলিপিতে যদি এই সকল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে সর্বপ্রকারে তাহ হইত, কিন্তু এই সকল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অত্যন্ত বিপ্লবজনকতার প্রকরণ পরস্পরা সম্বিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত স্বার্থ প্রতি আক্রমণ হইয়াছে, ও ভূমিধিকারীদের মনে বহু পরিমাণে অশান্তিও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। সত্যবটে, ভারতবর্ষীয় গদর্ঘমত এমন কথা কখন বলেন নাই যে, তাঁহারা ভূমিধিকারীদিগকে তাঁহাদের নিষ্করিত স্বত্বে বঞ্চিত করিতে চাহেন। প্রকৃত তাঁহারা নিম্নত নিবেশ করিয়া ছন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিধিকারীদিগকে সেই নিষ্করিত স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্বক দেওয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপে সেই স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহেন না। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি বিধিহীন হইলে, কাগজঃঐ নির্দেশ দাখ্যার্থ কর হইবে।

কতিপুৰণ না দিয়া এক শ্ৰেণীকে জাতীয় নিৰ্দ্ধাৰিত স্বত্বে বাঞ্ছিত কৰিয়া অন্য শ্ৰেণীকে সেই স্বত্ব দেওৱা বাহাৰ উদ্দেশ্যে একৰূপ ব্যবস্থা আমাৰ বিবেচনায় অন্যাশিত। ভীৰতবৰ্ষে বিধিবদ্ধ হয় নাই, এৱং আমি বিবেচনা কৰি যে একৰূপ ব্যবস্থা কখনও বিধিবদ্ধ হইবাব সম্ভাবনা নাই। একৰূপ মত ইংলণ্ডে কোনও উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তিসমূহৰ কাৰয়াছেন, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষে এই পাণ্ডুলিপি আঁকাশ হইবাব পূৰ্বে একৰূপ কোন মতের কথা শুনা যায় নাই এবং ইংলণ্ডেও অত্যন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিবৰ্গের মধ্যে এদিকবয়ে বিলক্ষণ মতভেদ আছে।

আমি পূর্বের বলিয়াছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট যদিও একথা কখনও সরকারী কাগজপত্রে বলেন নাই যে, তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করিতে চাহেন; এবং যদিও স্টেট সেক্রেটারী সাহেব তাঁহার পক্ষে বিশেষরূপে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যাঁহাদের সমাজের কোন শ্রেণীর ন্যায়চিত্র স্বার্থের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা তিনি তদ্রূপ ব্যবস্থাপনের বিরোধী, তথাপি খাজনার সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপিতে যত অন্তর্ভুক্ত অবস্থান অস্থিয্যে, লোকের স্বত্বসম্পর্কীয় কোন পাণ্ডুলিপিতে ভারতবর্ষে পূর্বের কখনও তত অণ্বে নাই। মনে এইরূপ ভাব অস্থিবার কারণ এই যে যদিও গবর্ণমেন্ট মুখে এইরূপ কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ প্রকরণই বিপ্লবজনক এবং আমরা যেহেতু অসুস্থতারে ব্যবস্থাপনকাণ্ড করি বলিয়া অনুমান হয়, সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেই হেতুই বিকল্প। আমি যে তাঁহাদের উল্লেখ করিতেছি, ১৮৮৪ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এক স্মারকলিপি প্রকাশ করায়, সেই ভাব সম্প্রতি অত্যন্ত বর্ধিত ও বলবৎ হইয়াছে।

আমি এই স্মারকলিপি হইতে একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে যে মূলমন্ত্র প্রথিত আছে, তাহাতে আমার বোধ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তাহার মনেই সহজে অবস্থান ও অন্তর্ভাব জন্মিতে পারে। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

“ এই নিম্নিত শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বিবেচনা করেন যে, যদিও \* \* \* আপনার পক্ষে ইতিহাস থাকা ভাল, ওখাপি এই প্রণেয় নিষ্পত্তি ঐতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা \* \* \* বর্তমানের প্রয়োজনের কথার উপর অধিক নির্ভর করে। এমন্য তিনি এই পাণ্ডুলিপিতে যে সকল প্রস্তাব আছে তাহার ঐতিহাসিক সমর্থন অপেক্ষা কার্যকর ভাবে প্রতি অধিক. তর মনোযোগ দিরাছেন। ”

জমিদারস্বরূপ আমাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সম্পর্ক করিয়া নির্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধ হয় সেন দুর্জিনা করিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এস্থলে ভাবতঃ ধরিয়া লইয়াছেন যে আমাদের স্বত্ব, ও আমি অনুমান করি রায়তদের স্বত্বও, ঐতিহাসিক গবেষণার কুজ্ঞাটিকার অস্পষ্ট দৃষ্ট হয়, সুতরাং এই সকল স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল বর্তমান অজ্ঞাব কথিত হয়, তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত নাহি ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের অতীত ঐতিহাসিক স্মারকে প্রণীত নহে কোন বর্তমান স্থানীয় গবর্নমেন্টের মতামুসারে প্রণীত। এই হেতুতে বোধ হয় তিনি কেহও গাণ্ডী বর্তমান প্রয়োজন জ্ঞান করেন তদনুসারে গঠিত মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং জমিদারদের নির্ধারিত স্বত্ব অবহেলা করিয়াছেন।

পক্ষান্তর, আমরা জমিদারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিতে যাহাদের অত্যন্ত অধিক স্বার্থ আছে, আমরা তরূপ এক প্রণী; এবং স্বভাবতঃ আমাদের স্বত্ববিষয়ে কেবল যে সম্পূর্ণরূপে অনুমান লওয়া উচিত এরূপ নহে এই স্বত্বরক্ষা করাও উচিত

কেহও বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক যুক্তান্তরজনাও স্বীকার করি না, যে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধ। যদি তাহাই হয়, সাহসপূর্বক এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, এবং ভূম্যধিকারীদিগকে “ উপায় জ্যাক্ত পুরণ ” দিয়া তাহাদিগকে স্বত্ব ভাগ করিবার আজ্ঞা করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের গণ্ড সেপ্টেম্বর মাসের যে পক্ষে ভূম্যধিকারীদের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রণেয় ভাণ করিয়া বিচার করা হয় নাই এখন গোপন হইতেছে, এবং যাহাতে সিলেট কমিটির বিবেচনা মনে বিবেচনাক্ষেপঃ স্থাপিত হইয়াছিল, সেই পত্র যে অপক্ষপাত অনুসন্ধানে ফল বলিয়া উক্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং চীফ জজিষ্ট্র সাহেব যে সুন্দর মন্তব্য লিপিতে এবিষয়ের সমুদয় আইন সম্পর্কীয় ভাবের সম্পূর্ণরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহা যে অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রের সহিত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা জমিদারদের সম্মুখে কোন ক্রমে গোপ্য বলা যায় না।

এই পাণ্ডুলিপি খাজনার কমিশানের তত্ত্ব হইতে যখন বর্জিত হইয়াছে তদনধি বরাবর জমিদারেরা দলদল ভাবে ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়াছেন। দেহার ও বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জিলায় সভা হইয়াছিল। এই সকল সভায় পাণ্ডুলিপির নিষ্পত্তির প্রকরণগুলির উপর গোষ্ঠী রাপ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণতঃ এইরূপ হইয়াছিল, যে পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান দেণাচার ও দেশের ভূমি সংক্রান্ত পুণ্ডতম আইনের উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। গণ্ড মার্চ নামে যখন রাজা শিবপ্রসাদ মস্ত্রিসভার বসেন যে “ এরূপ পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে লোনের বিধান ও প্রত্যয় বিচলিত হইবে ” তখন তিনি ভূম্যধিকারীদের মনের ভাব পরিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

এই দফার মধ্যে আমি কেবল আর এই কয়েকটি কথা বলিতে চাই যে, দখলীস্বত্বনিষিদ্ধ রায়তদের সাক্ষিত যেদিন কোন নূন জমীর বন্দোবস্ত হয় সেই দিনেই তাহাদিগকে দখলীস্বত্ব দিবার প্রস্তাব, জমিদারদিগকে তুল্য সুবিধা দিয়া না দিয়া স্বাধীন চুক্তির স্বত্ব সম্প্রদায় রায়তদের অক্ষত রাখা এইবার নিষেধাত্মক নিষম স্থাপনের প্রস্তাব, এবং ভূম্যধিকারীকে খাজনা স্বত্বের আরো সুবিধা করিয়া দেওয়া যে পাণ্ডুলিপির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সেই পাণ্ডুলিপিতে প্রথম এইবার শতকরা পঁচিশ টাকা খাজনা স্বত্বের উর্দ্ধনীমা করিবার প্রস্তাব, এই পাণ্ডুলিপির এই সকল সাধারণ স্বত্ব কেবল যে দেশের স্বীকৃত আইন ও দেণাচার হইতে অনর্থক ভিন্ন পথে কাওয়া হইতেছে এরূপ নহে, জমীদারদের নির্ধারিত স্বত্বও অঙ্গ করা হইতেছে, জমীদারদের বিচ্ছিন্ন এইরূপ জ্ঞান হইল। একটি প্রণী বলিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গদেশের ও দেণার জমীদারেরা জীভীনতা মহার গীর ভারতবর্ষীয় প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত রাজতন্ত্র এবং ইংরাজ গবর্নমেন্টের কথা ঠিক এই প্রসিদ্ধির উপর প্রভাব স্থাপন করিয়া তাহাদের সর্বদা বিধান করিয়াছেন যে, কোন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে তাহাদের নির্ধারিত স্বত্ব বর্জিত করিতে কিম্বা তাহাদের স্বার্থ হ্রাস করিতে চাহিবেন না অথবা ইহা মনেও করিবেন না।

এরূপ অস্বাভাবিক গাছা চাইত আমি কিরূপে উদ্ধৃত করিয়াছি বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট এরূপ এক সমবায়ি স্মারকলিপি প্রকাশ করার জমীদারদের স্বভাবতঃ আশঙ্কা হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট গণ্ড সেপ্টেম্বর মাসের পক্ষে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত অবলম্বন করিবার পূর্বে জমীদারদের স্বত্ব সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে অনুমান লওয়া উচিত বোধ করেন নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, জমীদারেরা এখন কি কাজ করিয়াছেন তাহাতে তাহারা এইরূপ ব্যবহারের যোগ্য হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে যে রূপ অর্থগুণ ও বিবেক শূন্য জ্ঞান করেন তাহা কি বাস্তবিক এরূপ অর্থগুণ ও বিবেক শূন্য? যদি তাহাই হয়, তবে ইহার প্রণয় দেণাচার রক্তাক্ত কোথায়? আমাদের নিকট কি এমন কোন স্থিতিরীতি বিষয়ক বিবরণ আছে যাহাতে দেখান যায় যে প্রতি দ্বাদশবৎসরে

প্রজাদের ভূমি পরিবর্তন করা বঙ্গদেশের জমিদারদের সাধারণ হৌতি ও এরূপ কোন স্থিতিরীতি ঘটতি বিবরণ আছে কি বাহাতে দেখান যায় যে দখলীস্বত্বশূন্য রাইতদের প্রতি এই অত্যাচার হইয়া থাকে, যে উজ্জ্বল আশাদের ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত জমীদারগণ দিব্যর মত প্রবল করি মায়াযুক্ত হয়, যদিও এইমত একেশের লোকের গণকে সম্পূর্ণরূপে নূতন ও প্রাচীন আইন প্রণেতার। ইহার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই? বস্তুগত ইহার কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেহারে প্রতিযোগিতার অভ্যুত্থানে খাজানা গ্রহণ ও অত্যাচার এক সাধারণ, যে উজ্জ্বল ভূস্বামীদের স্বত্ব নষ্ট করি আবশ্যিক?

অনেক রাজকর্মচারীর মত প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশের গণগণের উল্লিখিতপত্রে যে রূপ বর্ণনা আছে, জমিদারেরা বাস্তবিক সেইরূপ অত্যাচারী ইহা দেশবাসীর স্থিতিরীতি ঘটতি বিবরণ প্রমাণ বা একেবারে প্রকাশিত হয় নাই। আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এমন কোন পুরাতন আইন কি আছে যাহাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেশাচারমতে প্রাচ্যের সমুদয় জমীতে গ্রামভূমির দখলীস্বত্ব থাকিত এবং জমিদারেরা নিজে গেল ভূমি চাষ করিতেন তদন্ত কোন ভূমিতে তাঁহাদের ভূস্বামীর স্বত্ব ছিল না।

সিনেট কমিটির হস্ত হইতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি যে আকারে বাহির হইয়াছে তৎসম্বন্ধীয় যেই বিষয়ে আমার মতভেদ ঘটিয়াছে, এক্ষণে ভিন্নরূপ দৃষ্টান্তে অধিকতর বিস্তারিত করিয়া সেই বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে পারি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

খাজানা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপির বাদানুবাদে আয়ত্ত সরকারী কাগজপত্রে একথা নিরত প্রকাশ আছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারদিগকে বা রাইতদিগকে যে স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্বক নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয় তাহার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গণগণের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এবিষয়ে জমীদার ও রাইত ও গণগণের মত লেই একমত। এক্ষণে এই প্রস্তাবের নিষ্পত্তি করিতে হইবে এই সকল স্বত্ব কি? কিন্তু এবিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, যদিও আমি বুঝিতে পারি না যে, এইরূপ সুনির্দিষ্ট বিষয়ে যেমন করিয়া কোন মতভেদ ঘটতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের ভাষা অতি পরিষ্কার, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে জমীদারেরা প্রকৃতপক্ষে “ভূমির মালিক” এবং কেহ কেহ স্বরূপ সম্পত্তি করে বাধ্য হইবে এরূপ খাজানা সংগ্রাহক মাত্র নহেন।

আরো কেহ কেহ আছেন যাহারা ইহাও ছাড়াইয়া যান ও বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের পূর্বে জমিদার প্রাচীন ছিল না, এই সময়ের পূর্বে তাঁহারা কেবল গণগণের খাজানা আদায় করিতেন। এই সকল কথা উত্তরস্বরূপ আমি ইহার সঙ্গে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত দুই খণ্ড সমস্তের অনুবাদ দিয়া মুসলমান সভ্যদের বেহারের দুইটি অতি প্রাচীন রাজবংশকে এই সময় দিচ্ছি। এই দুইখণ্ডের মধ্যে এক খণ্ড ভোজপুরের বা ডোমরাঁওর রাজবংশকে ও অপর খণ্ড বারভাগর রাজবংশকে বোঝায়; ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, অন্ততঃ বেহারের কোন জমিদার বংশ কেবল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ছিল একথা নহে, ভারতবর্ষের কোন স্থানে ইংরাজ গণগণের স্থাপনের পূর্বেও ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে জমিদারদের প্রতি যেই স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এই বিবরণ আইন হইবে একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় দেখিতে পাাইতেছি না। এই অংশটি এই রূপ।—

“যদিও স্থিতিস্থাপক জীবিত গণগণ জেনরল সাহেব জমিদারদিগকে হস্তান্তরকারীদিগকে ও ভূমির অন্যায় প্রকৃত মালিকদিগকে এই স্বত্ব বিবেচনায় যে তাঁহারা যে জমা দিতে করার করিয়াছেন, তাহাতে কোন পরিবর্তন করা যাইবে না, কিন্তু তাঁহারা ও তাঁহাদের ওয়ারিশান ও আইনমত উত্তরাধিকারিরা আপন স্বত্ব এই জমা দিয়া চিরকাল ভোগাধন করিতে পারিবেন। জীবিত গণগণ জেনরল সাহেব আশী করেন যে ভূমির মালিকেরা সরকারী জমা দিবাকালে নির্দিষ্ট অবধারিত হওয়ায় তাঁহাদের যে উপকার হইল তাহা বুঝিয়া এইরূপ নিশ্চয় জানেন আপনাদের ভূমি চাষ করিতে যত্ন করবেন যে নিজের উৎকৃষ্ট কাষাধ্যক্ষতা ও পরিচালনা ফলকেবল নিজেই ভোগ কবিবেন। বিলম্ব বা ওজর না করিয়া নিজেই সমস্ত রাজস্ব দেওয়া ও আপনাদের মালিকানা ভোগকারী ও ব্যয়ভারের প্রতি লক্ষ্য ও মনোভা সহকারে ব্যবহার করা ভূস্বামীরো সকল সময়ে নিত্য কৰ্তব্য কথা এবং এক্ষণে সকল জমিদার গেল, তাহা হইতে তাঁহারা যে উপকার লাভ হইবেন উজ্জ্বল এই সকল কৰ্তব্য প্রতিপালন করা তাঁহাদের সকল অধিকার প্রাথমিকীয় হইয়াছে।

সার জন শোর সাহেব আপনাদের মন্তব্যলিপিতে এইরূপ লিখিয়াছেন।—

“আমি জমিদারদিগকে ভূমির মালিক বা স্বামী জানি। তাঁহারা আপন স্বত্বের ব্যবস্থানুসারে উত্তরাধিকার দ্বারা এই ভূমির স্বত্ব প্রাপ্ত হন, এবং আইনমত উত্তরাধিকারী থাকিলে, রাজা নাথ্যাপে তাঁহাদিগকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিতে পারেন না কিম্বা উত্তরাধিকার পরিবর্তন করিতে পারেন না। বিরুদ্ধ বা বন্ধককালে ভূমি লইয়া কার্য্য করিবার অধিকার এই সকল স্বত্ব হইতে উদ্ভূত, এবং আমরা দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবার পূর্বে এই অধিকারমতে জমিদারেরা কার্য্য করিতেন।”

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত প্রণেতা লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সার জন শোরের এইরূপ মত এবং তাঁহারা উভয়েই দৃঢ়তা সহকারে জমিদারদিগকে “ভূমির মালিক” বলেন। আমার যে সেলেক্ট নম, পিট সাহেবের এই সকলমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। হোর্ড অব কন্ট্রোলার সভাপতি জীবিত ডেপুটি সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পক্ষ লিখিয়া বলেন।

“আমি ইহা নিত্য অবশ্যক বিবেচনা করিয়া যে, হোর্ড অব কন্ট্রোলার হইতে এই ব্যবস্থা উদ্ভূত হওয়া উচিত, আর এবং এরূপ ও বিবাদীয় ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিবেচনা কালে পিট সাহেবকে জমিদার অংশী ভাবে যত্ন করা উচিত। এই নির্দিষ্ট তিনি অপর আমার সহিত উল্লেখভূমি দশ দিন বন্ধ থাকিয়া কেবল এই কার্যের প্রতি মনোযোগ দিতে সমর্থ হইলেন। এই সময়ের মধ্যে

কালকাল চালস গ্রাউট লাহেব আঁমাদের সঙ্গে ছিলেন। সবুদর বিবর পুঁজানুপুঁজরূপে যথোযোগপূরক বিবরণ্য করিয়া পিট লাহেব লক্ষ্যরূপে আঁমাদিগের লিঙ একমুখ হইলেন, যেখিয়া আঁমি সমুদ্র হইলাম। এই বিমিত্ত আঁমাদের বেরণ ধারণা হই রাছিল, ওদনুগারে বিআপনী স্থির করিয়া কোর্ট অব ডিরেক্টরদের দিকট পাঠাই গাম।

রায়তদের স্বত্বস্বক্কে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে তাহানীগকে যেহেতু দিনার প্রস্তাব হই-  
তেছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাহারা যেহেতু স্বত্বভোগ করিত, সেষ্টই স্বত্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, বস্তুতঃ  
যথার্থ কথা বলিতে গেলে, ভূমিতে তাহাদের কোন মালিকীস্বত্ব ছিল না। তাহারা আপনহেতু যোত হস্তান্তর  
করিতে পারিত না, এবং আইনে এমন কিছু নাই, যাছাতে দেখায় যে, জমিদারের সম্মতি বিনা অবধারিত হারে  
রায়তের ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্ব্যতীত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাছাতে দেখা যায় যে, বঙ্গ-  
দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী যে চাইল, গম বা অন্য সম্ভাব্য শস্য খানাকে কেবল মাত্র “প্রধান শস্য” বলিয়া  
সংগ্ৰহীত নির্দেশ করিতেছেন, তাহার মূল্য দ্বারা খাজানার হার নিয়মিত হইত।

আমি এখানে এই বিষয়ে সার জন শোরে'র লেখা হইতে একটা অংশ উদ্ধৃত করিব।—

“কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়ভেদার বহুদল দখল করিলে জুটিতে দখলী বহুদলও হয় ও তাহা দখলকে উঠাইয়া দেওয়া বাইতে পাবে না । কিন্তু এই বহুদলে তাহার। জুটি বিকর করিবার, কিম্বা বহুদল দিবার অর্থপ্রাপ্তি হয় না, সুতরাং এই শরি-  
নাট্যে উক্ত বহুদল দখলী বহুদলেই থাকে । বহুদল দিবার রায়ভেদার অধীন অন্যান্য বহুদল বার এই বহুদল অন্তর্ভুক্ত । অমোদার-  
দের স্থানে জোর কবির। রুজি লওয়া গেল রায়ভেদার স্থানে এই রুজি চাহিবার বহুদলে তাহার। কার্য্য করিয়াছেন । জুটির  
বালিককে কেবল অমোদারদের প্রতি ন্যস্ত আছে, ইহা যদি জানা যায়, তাহা হইলে রায়ভেদার এই বহুদল দিবার স্থানে প্রাপ্ত  
না হইলে, রায়ভেদার অনুকূলে আমরা এইরূপ কোন বহুদল দিবার করিতে পারি না ।

“বঙ্গদেশের যে কোন জিলার বিধি লঙ্ঘন করিয়া অনার্য খাজানা গ্রহণ করা না হয়, তাহার ভূমির খাজানা জালা খরিদুসারের নিয়মিত হইয়াছে, এবং কোনও জিলায় প্রত্যেক গ্রামের বাড়ি হার আছে। বিধি প্রতি ভূমির উপর ধরিত। এই সকল হার ধরিত হয়। কোনও ভূমিতে বৎসবে দুই কদল, কোনও ভূমিতে তিন কদল জম্মে। ভুগাহ, পান, ডাখাক ও জাখ প্রভৃতি অধিকতরলাভ জনক জম্ম হইলে, সেই পরিমাণে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয়। এই সকল হার ভূমি মাণ করিয়া অবশ্য ধরিত করা হইয়া থাকিবে। এবং ভোড়ল বলের বন্দোবস্ত এই সকল হারের মূল হইতে পারে। কালক্রমে এই আসনের উপর আব ওয়াব যোগ করা হয়, পরে মূল্য নির্ধারণের মধ্যে ধরিতা লওয়া হয়। পরে যেমন মাণ হইয়াছে, তদনুগারে হার তেদ হইয়াছে। জম্ম মাণ করিলে সাধাৰ্ণ্যতঃ কিকিং বুজির লহিত চলিত হার দূচ করা হয়।”

এই ক্ষেত্রে প্রধান শস্য বলিতে কেবল চাউল, গম ও অন্য শস্তা খাদ্য শস্য বুলিতে হইবে, প্রধান শস্য শস্যের এইরূপ অর্থ করা হয়না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যাইতেছে যে তৎকালে তামাক, তুত প্রভৃতি অধিকতর মুগাবাদ্য উৎপন্ন জ্বোয়র মূল্য বিবেচনাধীনে লওয়া হইত।

এই বিষয় সমাপ্ত করিবার পূর্বে আমি আর একজন উচ্চ বর্জ্জনের লেখা হইতে একটি ছল উদ্ধৃত করিলাম। তিনি চিরছারী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই জীবিত ছিলেন। আমি লর্ড মেটাকানের উল্লেখ করিতেছি। ইহা সুবিদিত যে তিনি চিরছারী বন্দোবস্তের প্রাথমিককারী ছিলেন না। আমি নিম্নে যে ছল উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কিন্তু তাঁহার বত এই যে, চিরছারী বন্দোবস্তকারী অনীনারদিগকে ভূমিতে মালিকী-স্বত্ব দেওয়া হয়।—

“আমরা আইনের দ্বারা যে সকল ভূস্বামীর স্মৃতি করিয়াছি, আদি তাঁহাদের লগ্ন নহি, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি বিবেচনা করি, তাঁহাদিগকে স্মৃতি করা একটা বিষয় জাতি হইয়াছে ও তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে স্মৃতি করিয়া ও তাঁহাদিগকে ভূস্বামী বলিয়া নির্দেশ করিয়া আমি বিবেচনা করি আমরা গবর্ণমেন্টের রাজস্ব রক্ষাকরণান্তর যে সকল মালিকী স্বত্ব দিবার ক্ষমতা আমাদের ছিল, অর্থাৎ, যে সকল স্বত্ব পূর্বে কাহারও ছিল না, সেই সকল আমরা তাঁহাদিগকে দিয়াছি। পূর্বে হইতে অন্যের যে স্বামিত্ব ছিল, আমাদের নূতন স্মৃতি ভূস্বামীদিগকে দিবার নিমিত্ত সেই স্বামিত্ব নষ্ট করিবার স্বত্ব আমাদের ছিল না। বাহ্য পূর্বে অন্যের ছিল এরূপ একটা ক্ষেত্রে ও তাঁহাদিগকে আইন ৪৩৩ বা ন্যায়রূপে দিতে আমাদের ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের অস্বাভাবিক অঙ্গণ্ড প্রত্যেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেন্টে যে স্বত্ব ছিল, তাঁহাদিগকে সেই স্বত্ব দিতে পারিভাষ ও দিয়াছিল। এবং স্থায়ী বন্দোবস্তরূপে বাহ্যতে অন্যের স্বামিত্ব বা দখল ছিলনা, সেই সকল ভূমিতে ও আমরা সম্পূর্ণ স্বামিত্ব প্রদান করিয়া দিলাম। এই রূপ করিতে পুরাতন চাষীমালিক ও দখলকারদের যে সকল স্বত্ব ছিল, যদিও আমরা সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হই ও বাহ্য ও যদিও উহা রক্ষা না করিতে আমাদের আপত্তি, আপত্তি সজ্জিত হওয়া উচিত। ওখানি আমাদের ঐ ভূস্বামীর নিজ সম্পত্তি বলিয়া যে ভূমি নির্দেশ করা গিয়াছে, সেই ভূমিতে তিনি যে চাষী বসাইয়াছেন, সেই চাষী ও ভূস্বামী পরস্পর যে নিয়ম করিয়াছেন, সেই নিয়মভঙ্গ করিয়া আমাদের মনোমত অন্য নিয়ম নির্দেশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের মধ্যবর্তী হইতে আমাদের কোন স্বত্ব নাই। \* \* \* \* \* আমি আইনমত ভূস্বামীকে তাঁহার সমুদয় ন্যায়স্বত্ব দিতে চাই। আমরা যখন ভূস্বামীদিগকে স্মৃতি করিয়াছি, তখন তাঁহারা যে কেবল রাজস্বের শতকরা ক্রিয়মাণ পাইবার অধিকারী থাকিবেন, কখন এরূপ অতিপ্রার থাকা সম্ভবে না। এরূপ অতিপ্রার ছিল যে, তাঁহারা প্রকৃত ভূস্বামী হইবেন এবং যেখানে অন্যের পূর্ণস্বত্বের বিস্তার হয়, সেইখানে তাঁহারা ভূস্বামী লাভেন ও তাঁহাদের ভূস্বামী থাকাই উচিত। কিন্তু যখন অন্যের স্বত্বরূপ করিবার ক্ষমতা, অর্থাৎ আইনমত ও বাহ্য আমাদের ছিল না, তখন এই সকল স্বত্বের কিছুই আমরা ভূস্বামীদিগকে দিই নাই; এবং আমাদের স্মৃতি ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে পুরাতন ভূস্বামীদিগকে ও স্থায়ীস্বত্বোপাধিকারীদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য।”

আইন বচিৎ এই রূপ বিবাদীরা প্রশ্ন সম্বন্ধে হাই কোর্টের অঙ্গদের, আডবোকেট জেনারেল সাহেবের ও গবর্ন-মেন্টের অন্য আইন সংক্রান্ত কমিটিরদের এবং দেশের প্রধান আইন ব্যবসায়ীদের মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। কিন্তু যে সকল সরকারী কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যে রূপ স্থিতিবৃত্তি বিষয়ে, তদ্রূপ এই বিষয়েও বিশেষরূপ সম্মানভাব দেখিতে পাই। চিহ্নহারা বন্দোবস্ত অনুদানেরদের একটী প্রধান দাঁড়াইবার স্থান, এবং এই বিষয়েও আইন সংক্রান্ত যে সর্বোৎকৃষ্টত পাওয়া যাইতে পারে, নিলেই কমিটির তাহা পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু এরূপ কোনমত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপির ৩য় অধ্যায় ।—তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি ।

তালুকদারেরা রায়তি স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র ভূমিগত মালিকী স্বার্থের একাংশমাত্রের নিমিত্ত । প্রকৃত অর্থিক-দারদের জন্য এক্ষণে ব্যবস্থা করিবার আশি কাল বিশেষ প্রয়োজন দেখি না । তাঁহাদের স্বত্ব যথোচিত পরি-  
মাণে নিশ্চিত ; এবং একটি প্রতীকরূপ তাঁহাদের অস্তিত্ব : আপনাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ ।  
তালুক ও পেটীও তালুক সম্বন্ধে ১৮১৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের বিধান রীতিমত পুনঃপ্রণয়ন করণ আশি রাখিতে  
পারিলাম ; কিন্তু এই বিষয়ে মূল ব্যবহার পরিবর্তনের উপযুক্ত কারণ বা ন্যায্যতা স্থাপিত পাইতেছি না । আমার  
মতে সমস্ত ভূমির অধিকারটি নুতন করিয়া লেখা উচিত, ১৮১১ সালের ৮ আইনের বিধান অখণ্ডাকারে রাখা উচিত,  
এবং বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের প্রাদিক বিধানগুলি শুধু তুলিয়া লওয়া উচিত ।  
দখলীস্বত্ববিধিটি কোন কোন রায়তকে ( অর্থাৎ খাওয়ার কোর্সী মিলিকরে ও যাহাদের দখলে একগত  
বিহার অধিক জমা থাকে তাহা দগকে ) তালুকদারের পক্ষে, সাক্ষাৎ নী পরম্পরাভাবে উত্তীর্ণ করায়, আমার  
মান্যবর সহযোগীর বিস্তারিত ব্যাখ্যামতে মূল ব্যবস্থা খণ্ডিত পরিবর্তনের ন্যায্যতা অভ্যন্তরীণ হইয়াছে ।

পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায় ।—যে রায়তেরা অবদারিত হাটে ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি ।

ভূমির উপর গবর্ণমেন্টের নুতন কর নির্ধারণ অবশিষ্ট থাকিলে আদারের সুবিধা করা ভূমিধিকারীরা যত  
কেন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকুন না, এবং নিম্ন বঙ্গদেশে খাজনা রূদ্ধ সম্বন্ধে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া  
প্রতীকবিশেষের ভূমিধিকারীরা যত কেন অব্যাবস্থা, জাল কলন না, আমি লিখে পারি বঙ্গদেশের ও বেহারের  
জমিদারেরা এবিধে সম্পূর্ণরূপে একমত যে, প্রকৃত বিত্ত ব্যবস্থাপনা করা অপেক্ষা তাঁহারা বরং বর্তমান অবস্থায়  
ও কষ্ট ভোগ করিতেও সম্মত । কিন্তু যদি আচল পরিবর্তন করিতে হয় তবে ইহা ন্যায্য ও বিচার যুক্তি যে ১৮১৯  
সালের ১০ আইনের নুতন যে যেসিধানে উচ্চতম করূপেরা বীকার করিয়াছে, জমিদারদের অব্যাহতি  
হইয়াছে, সেই সেই বিধান পরিবর্তিত বা রহিত করা উচিত । খাজনার একরূপ হারে ণি বৎসর ভোগ করিলে  
প্রজার অনুকূলে যে অনুমান হয় তাহার উদ্দেশ্য এক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে বা তাহাতে পাবে ; কারণ যে কোন  
প্রজার ইহার প্রতি দৃষ্টি থাকে, সে গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া কবজ চাউনি লইতে ও তাহার রক্ষাকরণার্থ যত্ন  
করিতে সুযোগ পাইয়াছে । অন্য কোন কণা না থাকিলেও একরূপ হওয়াতে যত কণা একরূপ খাজনা পাইলে

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৩৩৪  
ধারা দেখ ।

এরূপ অনুমান হইবে সেই কাল রূদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত হইবে । কিন্তু  
একরূপ পরিবর্তন এই কারণে অসম্ভব আদেশক হইয়া উঠিয়াছে যে বর্তমান  
আকারে এই অনুমান দগত জমিদারদের নিশ্চিত ও অনুচিত করি হইতেছে ।

মান্যবর জিযুত রেনল্ডস সাহেব ১৮৮১ সালের ১৮ মে তারিখের আপন মন্তব্যানির্দেশ যে মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,  
মান্যবর ায় নাহাদুর তাহার লিখিত ভিন্নমতে পুর্বেই তৎপ্রতি মতোযোগ্য আকর্ষণ করিয়াছেন । রেভিনিউ  
বোর্ডের পদজ্যেষ্ঠ মেম্বর ও খাজানা সংক্রান্ত কমিশনার সভাপতি জিযুত ডাম্পিয়র সাহেবও তাহার ১৮৮১

বঙ্গদেশের ভূমিধিকারী ও প্রজা না-  
কাজ ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংশোধন  
নবঙ্গে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের রিপোর্ট-  
টেব ১ বালাঘেব ১৮১৩ ও ১৮২ পৃষ্ঠা ।

সালের ১৯ মে তারিখের মন্তব্যে তরূপ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;  
এবং যদিও মান্যবর জিযুত রেনল্ডস সাহেব আপন মত পরিবর্তন করা  
উচিত বোধ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ও ডাম্পিয়র সাহেব যে সকল যুক্তি  
উত্থাপন করেন, তাহার খণ্ডন হয় নাই । এই রূপ আইনমত অনুশাসনের  
প্রকৃত মূল রক্ষণাত্মক হয় নাই, সজ্ঞাত হইয়াছে, অর্থাৎ যে “ সকল স্বত্ব  
আছে কিন্তু তাহার নিষ্পত্তি সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ পাওয়া নাগতে পারে না, কেবল তাহাই সাবাস্ত না করিয়া  
অধিকাংশ স্থানে নুতন স্বত্ব সৃষ্টি হইয়াছে, ” মান্যবর জিযুত রেনল্ডস সাহেব এত যে কেতু উত্থাপন করেন কেবল

বঙ্গদেশের ভূমিধিকারী ও প্রজা না-  
কাজ ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংশোধন  
নবঙ্গে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের রিপোর্ট-  
টেব ১ বালাঘেব ১৮১৩ ও ১৮২ পৃষ্ঠা ।

যে তাহা ধরিয়া জিযুত ডাম্পিয়র সাহেব অনুমান ঘটত পাঁচটি রক্ষণের  
দোষ দিয়াছেন এমন নহে, তিনি সাধারণ রাজনীতি সঠিক এই হেতু ধরিয়া-  
ছেন যে, “ বলপূর্বক নীলাম দ্বারা নিরোধী বিক্রয়ের নিকট হইতে কোন  
খাজনার কোন মতাল পাইলে অধিকাংশ স্থানেই খরিদার জমিদার  
কাগজপত্র পাঠতেপারে না বনিয়া উঠে অনুমান দ্বারা কাগজতঃ ইচ্ছা  
নির্দেশ করা হয় যে, কোন প্রজা খাজানা পরিবর্তন ণি ণি বৎসর ভূমি

ভোগ করিলে অবদারিত হাটে চিরস্থায়ী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে । ” জিযুত ডাম্পিয়র সাহেব সাধারণ রাজনীতি  
সঠিক হেতু ধরিয়া এইরূপ আর একটি যুক্তি দিয়াছেন যে, “ চূপ করিয়া থাকিলে আপনাদের স্বত্ব পাতে চন্দ্রিয়া  
হয় ” এই ভয়ে উক্ত বিধানভেদক ভূমিধিকারীদের ণি বৎসর অন্তর খাজানা রূদ্ধ করিবার মৌকদ্দমা  
উপস্থিত করিতে হয় ।

পাণ্ডুলিপির ৫ম অধ্যায় ।—দখলীস্বত্ব বিধি রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি ।

এইবিষয়ের বিচার করিতে প্ররক্ত হইলে, প্রকৃত চাষী ও মধ্যবর্তী প্রজা এই উভয়ের মধ্যে যে অসম্মত প্রভেদ  
জাছে, ইহা আমাদের মনে রাখা আবশ্যক । যাহাতে কৃষকের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, তাহাতে জাতীয় ও সমৃদ্ধির সহা-  
য়তা হয় । কিন্তু চাষীকে নিষ্পীড়ন করিয়া মধ্যবর্তী প্রজা যাহা আদায় করিতে পারেন, তাহারই উপর তাহাদের  
ক্ষমতা নির্ভর করে । সুতরাং মধ্যবর্তী প্রজা সমাজের অন্যতম অংশরূপে এবং তিনি খাজনাতে কেবল অবদারিত  
অবস্থায় রূদ্ধ হয় । প্রাচীন দেশাচারে কিম্বা পূর্ব কালের সরকারী কাগজপত্রে যে কিছু দখল দেখান হয়,  
তাঁহা কেবল ভূমির দখলীদের প্রতি দেখান হইয়া থাকে, কিন্তু যাহা কৃষিকার্যের নিমিত্ত ভূমি দখল করিয়া  
কৃত ভূস্বামী হইয়া বসেন, ও আপনাদের মীনাবদ্ধ কার্যক্ষেত্রে জীবিতরাণালীর যত কিছু দোষ ও

অপব্যবহার সম্ভব, ওৎসমুদয়ের শারসংগ্রহ দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ঐরূপ দয়া দেখান হয় না। যদি আইনের মৌলিক পরিবর্তন করিতে হয়, তবে আমাদের কৃষিপ্রণালী হইতে এই অধীর লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; কারণ “দুর্ব্বন্দর সহ্য করিতে সক্ষম, এরূপ যে সঙ্গতিগত কৃষকদল” সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই জ্ঞানীর লোকেরাই বৃহত্তম প্রতিবন্ধক। কোন বিশেষ স্থলে কোর্ক বিল নিদ্ধহইতে দিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে আমি বিলম্বন সম্মত আছি, কিন্তু সেই গীমার বাহিরে আমি যাইতে চাহি না। যে সকল স্থলে কৃষিকার্যার্থ ভূমির দখল দেওয়া যায়, সেই সকল স্থলে প্রজা নিজে বা বেতমভোগী মজুরের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমির চাষ করিবেন, দখলীশ্বত্ব এইরূপ নিয়মাদীন থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই এবং বাৎসরিক রায়ত ছাড়া অন্য কাহাকেও এইরূপে বস্তান্তর করিয়া দিবার অনুমতি দিতে চাহি না। আমি কমিটিতে যেহেতু সংশোধনের প্রস্তাব করি, তদ্ব্যতীত দুইটী এই বিষয় সম্বন্ধীয় ছিল। জীলোক ও লাবালগ প্রভৃতির গেলী সমুদয় যোত কোর্ক বিল করিবার অনুমতি দান স্বত্বক সংশোধননী বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকৃত বাৎসরিক কৃষককে এইরূপ বস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে, এই সম্বন্ধে অন্য সংশোধননী আছে হয় নাই।

এই কথা উক্ত প্রমাণ আছে যে কোর্ক বিল করায় কৃষকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এবং কৃষিসংক্রান্ত অবস্থা যদি গোলযোগ সম্বন্ধে মধ্যস্থতার প্রস্তাব সর্ব্বাপেক্ষা দারী এবং যে রায়ত জমিদারের অব্যবহিত অধীনে আছে, তাহার অবস্থা কোর্ক বা কলারত রায়তের অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অবস্থায় দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়তের দলকেই ভালুকদার ও খাদ্যনাশহীতার পক্ষে উদ্বীত করিলে, এবং কৃষক ছাড়া অন্য লোকদিগকে দখলক্রমে বা প্রকারান্তরে দখলীশ্বত্ব লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিলে, বর্ত্তমান অনুমতি অনর্থক বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র। রায়ত কোন একখণ্ড ভূমিতে দখলীশ্বত্ব লাভ করিতে না পারে, এই নিমিত্ত যে জমিদার তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক একজনমী হইতে অন্য জমীতে চালাই

করে (আমি বলি এরূপ রীতি থাকার প্রমাণ নাই), সেইরূপ জমিদারের স্বেচ্ছাচার হইতে রায়তকে রক্ষা করা আবশ্যিক, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া গিলেট কমিটি রায়তের অনুকূলে এই অনুমান সৃষ্টি করিতে চাহেন যে যেহেতু এক্ষণে তাহার ভূমি ভোগ করিতেছে, তাহার অবশ্যই ১২ বৎসর ঐভূমি ভোগ করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান কৃষিসংক্রান্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থার বিকল; কারণ যাহার উপর জমিদারদের কোন ক্ষমতা নাই, এরূপ নানা হেতুবশতঃ ভূমির দখল দিনে পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই প্রদেশে বৃহৎ নদীতীরস্থিত ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নিয়ত শিকস্তী ও পরস্তী ঘটতেছে; এই প্রদেশে গৌমাঞ্চল স্থানে সর্বত্র অন্য পি জলন কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের প্রক্রিয়া চলিতেছে; মধ্যস্থিত জেলা সমূহে ভূমির উপর লোক সংখ্যার চাপবশতঃ পতিত ও ঘাসকর জমির উপর চাষের আক্রমণ হইয়াছে ও প্রচা হইতেছে; এরূপ বহুসংখ্যক পাইকন্ত কৃষক আছে লিয়া প্রসিদ্ধ যাহারা কোন বিশেষ স্থানে বাসবাসী নী থাকিয়া সকল দিকে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে। অনেকস্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম হওয়ার তে ও অন্য উপযুক্ত হেতুতে পুরাতন রায়তের ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের যোত হস্তগত করে; এই সকল কথা আর প্রতি উক্ত অনুমানে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইহা কি বল গাইতে পারে যে, একজন অপক্ষপাতী ও যুক্তিযুক্ত বিচারক, মোকদ্দমার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ না পাওয়া, প্রজা অন্য কোন ভূমি ভোগ করিতেছে, কেবল ইহা হইতে (এইরূপ অনুমান করিতে আপনাকে বাধ্য বিবেচনা করা দূরে থাকুক,) এইরূপ অনুমান করিতে পারিতেন যে উক্ত প্রজা উক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড কিম্বা অন্ততঃ তাহার ত্রিসংখ্য গত আর বৎসর দখল করিয়াছে?

সকল রায়তের দখলীশ্বত্ব আছে এই প্রস্তাবিত অনুমান সম্বন্ধে, আমি এখানে একটি দলের উল্লেখ করিব, যেহেতু রায়তের দখলীশ্বত্ব না থাকিলেও জমিদারের বা ঠিকাদারের পক্ষে এরূপ অনুমান খণ্ডন করা আমি প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি —

১ম।—দখলীশ্বত্বের রাজস্বের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক নীলাম করা গেলে, সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যেহেতু ভূমিখণ্ড রী দখল পান, সেই হেতু স্থলে যে বাসিন্দার জমিদারের সম্পত্তি এইরূপে ক্রয় করা যায় সেই জমিদার রায়ত স্বত্বাধীনতঃ ক্রেতার পক্ষে হইয়া দাঁড়ায় ও পূর্ব্ব সনে কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করে। এরূপ স্থলে জমিদার কিরূপে উক্ত অনুমান খণ্ডন করিবেন?

২য়।—যে স্থলে এক মহাল ত্তে কিম্বা তদধীন পত্তনীদার বা ঠিকাদারকে বিল করিয়া দেওয়া যায় সেই স্থলে এই মহালের অন্য পত্তনী বা ঠিকা আসিতে রায়ত যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে না, এই অনুমান একজন পত্তনীদার কিরূপে খণ্ডন করিবেন?

কোন দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়তের গোতের পরিমাণ এক গজ মাত্র হইলেও, যে মূতন জমি লইলে, যে দিন তাহার সম্বন্ধে জমির বন্দোস্ত হয়, সেই দিন তাহাতে দখলীশ্বত্বপ্রাপ্ত হইবে, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে এক্ষণে আমার প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। একজন রায়ত মূত একখণ্ড ভূমি চাষ করিতে পারে বলিয়াই যে বৃহৎ ভূমিখণ্ড চাষ করিতে পারিবে, ইহা যুক্তিই নহে। সে কেবল কোর্ক বিল বা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ভূমি লইতে পারে।

আবার “মহাল” শব্দ অত্যন্ত অসিদ্ধি। মহাল শব্দে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বুঝাইতে পারে, অথবা দেশের বৃহৎখণ্ড বুঝাইতে পারে। “গ্রাম” শব্দ অধিকতর সুবিধাজনক। এদের সিদ্ধি সীমা আছে ও উহাতে বর্ণন্য ভুল বুঝায়।

দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিবার ও তাহা অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

ইহা অতি স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, এ দেশের ভূমি সংক্রান্ত প্রাচীন ব্যবস্থাক্রমে, কোন রায়ত বাসেন্দা

“ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহু কাল দখল করিলে ভূমিতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না, কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাহার ভূমি বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না।” পৌর সাহেবের ১৭৮৯ সালের ২৮ জুনের মতব্যলিপি; হারিঙটন সাহেবের Analysis নামক পুস্তকের ৩২ বালানের ৪০০ পৃষ্ঠা।

হউক বা না হউক, তাহার রায়তি স্বার্থ বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা ছিল না। \* দেশাচারক্রমে না হইলে ভূম্যধিকারীর ইচ্ছার বিক্ষেপে দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করা যাইতে পারে না। এই কথা বহুবার ব্যবস্থাপকেরা ও বিচারপতিরা এই নিয়ম মান্য করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের পক্ষের কথা এই বহুবার বোধ হয় যে, দেশাচার

সর্বত্র চলিয়াছে, কিন্তু যে দ্বিত্বিত্বিত্বিত্ব বিবরণে মোহাই দেওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক প্রামাণিক নহে, কারণ তাহাতে দেখায় না কত স্থলে হস্তান্তর হইবার পূর্বে বা পরে অমীদার সম্মতি দিয়াছেন।

এপ্রকারের কোন দেশাচারের এরূপ প্রসিদ্ধ হইবে যে, সকল জেণীর ও আর্পেন সন্তোষ অন্বেষণ ইহা বিচারালয়ে প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হওয়া উচিত নহে। আর (১ম) হস্তান্তরযোগ্যতা সর্বত্র স্বীকৃত হয়, ইহার বিশেষ ও উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায়, এবং (২য়) যে দেশাচার প্রকৃষ্ট প্রস্তাবে প্রণীত ও প্রবল আছে, তাহার প্রমাণ দিতে খরিদারদের অক্ষমতা হেতুক দেওয়ানী আদালতে অবিচার ঘটিবার বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত না থাকায়, সর্বত্র হস্তান্তরযোগ্যতার বিধান করা অনাবশ্যক বলিয়া আমি বিবেচনা করি। এক্ষণে যেসকল কম্পানী হইতেছে, তদনুসারে সর্বত্র দখলীস্বত্ব বিস্তার করা গেলে, ভূস্বামী ও গ্রাম্য সমাজ উভয়েরই অপকার হইবে; কারণ, যে সকল শীশ ও মৈত্র্যবাপন রায়তদিগকে রাখা ভূস্বামীর স্বার্থ, আপন ভূমিতে তাহাদিগকে রাখিবার ক্ষমতা ইহাতে আর ভীষণ থাকিতেছে না, এবং যে মহাজনেদেরা বা বিরোধী জমিদারেরা রায়তদের স্বত্ব ক্রয় করিতে পারে ও তাহাদের অধীনে ভিন্ন জেণীর লোক বসাইয়া আঁধার বিবাদ, মোকদ্দমা ও সর্বনাশ উপস্থিত করিতে পারে, সেই মহাজন বা অমীদারদের দ্বারা রায়তদের উচ্ছেদ হইবার দার উদযাচিত হইতেছে।

আমি বলিতে চাহি যে, এদেশের যে প্রাচীন দেশাচারক্রমে প্রকৃষ্ট হস্তান্তর করিতে পারা যায় তাহা তাহাতে প্রায় সমাধেয় পার্শ্বদৃষ্টি ও মজল হইবার বিশেষরূপ সম্ভাবনা ছিল, কারণ, এই সমাজে গাছাদের স্বার্থ ছিল না, তাঁহাদের তথার বলপূর্বক প্রবেশ করা এবং সাধারণতঃ এই সমাজের ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধ স্বার্থ স্থাপন করিয়া তাঁদের শাস্তি ও সমৃদ্ধি নষ্ট করা এই দেশাচারবলে বহুপরিমাণে নিবারণিত হইত।

দক্ষিণাপথের রায়তদের মধ্যে হস্তান্তরকরণস্বত্ব স্বীকৃত হওয়াতে যে অনিষ্টজনক ফল চলিয়াছে; এবং যেসকল ভলদের হাতে সাঁওতালদের পড়ে, প্রমাণতঃ তাঁহাদের অত্যাচারহেতুক সাঁওতালদের মধ্যে যে শান্তিভঙ্গ ঘটে আঁহার মতের প্রতিপোষনার্থ আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই; এবং এই আইন বিদ্রোহ হইলে, আঁহার নিজ ও অসৌর ভলদারীর রায়তদিগকে মহাজন ও অন্য ভূমিবাণসারীদের কণ্ঠার উপর দেলা যে ইহার স্বাভাবিক ফল হইবেক, তাহাও আমি আপত্তি করিতে চাই।

সত্য বটে, মৃতদ হস্তান্তর অহমীনের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভূস্বামীকে অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যাহা ভূস্বামীর নিজের আঁদ, তিনি কেন তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন, “অগ্র্যে ক্রয় করিবার প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধ স্বত্বে ভূস্বামী অল্পই উপকার হইবে, এবং আঁম প্রস্তাব কর যে, এইস্বত্ব যদি দেওয়াই হয়, তবে উত্তরাধিকার ক্রমে না হইয়া রায়তী স্বত্বে যে প্রত্যেক হস্তান্তর হয়, তাহা তেই এই স্বত্ব বর্তীষ্টয়া ইহা অধিকতর কার্যকর করাউচিত; এবং “ভালুক” সম্প্রদায় উক্ত স্বত্ব বর্তীষ্টতে পারিলে সম্ভবতঃ প্রজাদের স্বার্থলোপ করিয়া এতটী স্বত্ব কার্যকর হইবার বিধান করা হইবে, ইহাতে সকল পক্ষের বিশেষ মজল। অগ্র্যে ক্রয় করিবার অসীম স্বত্বাধীনে, যাহার তাহার নিকট বিক্রয় করিবার স্বত্ব অপেক্ষা প্রকৃষ্ট বাসেন্দা কৃষকদের নিকট স্বাধীন ভাবে বিক্রয় এবং আঁহার নিকট উৎকৃষ্টের বোন হয়। কেহই অনুমান করেন যে, দখলীস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য হইলে বেচারার নীলকরণের উপকার হইবে; কিন্তু আমি তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক লোককে জানি, যাহারা এই প্রস্তাবে বিরোধী, এবং বঙ্গদেশের নীলকরণ সম্পূর্ণরূপে ইহা বিরোধী।

খাজানা মুক্তরূপে পরিবর্তন করণ।

এই বিষয় বিবেচনা করার সময় আমি এত কথা প্রথম বলিতে ইচ্ছা করি যে আঁহার মহালে ভাণ্ডারী বা পম্যদা খাজানা দেওয়া রীতি নহে; এবং আঁহার এমন নিবেদনও করেন যে উহা মুক্তরূপে খাজানা দেওয়ার ন্যায় এইসকল অঞ্চলে ভলদার বা কৃষকের উপযোগী হইবে। কিন্তু বেহারে এমন অনেক স্থান আছে যথায় ভাণ্ডারী চলিত ও টাকার খাজানা কদাচ কখন দেওয়া যায়। এই সকল স্থানের সবটী ভিন্নপ্রকার, এবং এই বিষয়ে যেসকল সম্প্রদায় হইতেছে তদ্রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন যদি সহসা প্রবর্তিত করা যায়, তাহা হইলে সকল জেণীরই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে বিষয়ে সময়ের উপর নির্ভর করাই উচিত, অতীত কালের অভিজ্ঞতার দৃষ্ট হইতেছে যে, সত্যতা ও সমৃদ্ধির ক্রমশঃ উন্নতির সঙ্গে শস্যরূপে দেয় খাজানা মুক্তরূপে প্রায়ই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। অতএব হঠাৎ বলপূর্বক এরূপ পরিবর্তন প্রবর্তিত করা আমি মোক্ষের বিষয় বলি।

এবিষয়ে আঁহার নিজের বড় একটা ক্ষতিবুদ্ধি নাই। কিন্তু আঁহার ইচ্ছা যে বেচারার ভলদারদের প্রতিদ্বন্দ্বি স্বরূপ আমি তাঁহাদের মত প্রকাশ করি। আঁহার বিবেচনায় এই সকল মত বিশেষ বিবেচনা যাঁগ্য।



শস্যরূপে খাজানা দেওয়ার রীতিই নিঃশেষে খাজনা দিবার আদম উপায়; এবং বেহারের অনেক স্থানে উহা যে আজিও রক্ষিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে লোকের বর্তমান অবস্থায় উহাতে নানা প্রকারে সুবিধা হয় এবং সকলেই জানে এদেশের লোক পুরান রীতি অনুসারে কাষা করিতেই অধিক ভাল বাসে। আকবরের প্রধান হিন্দু রাজস্ব সচিব রাজা ডোডরামস রায়তের খাজানা মোট উৎপন্নের একতৃতীয়াংশ বলিয়া নির্দেশ করেন। আঞ্জীব রক্ষি করিয়া অর্ধেক করিয়া ভুগেন। জমিদারেরা বিচালির মূল্য নির্দ্ধারণ অত্যন্ত হুঙ্কর বিবেচনা করিয়া শস্যরূপ উৎপন্নের ১০ ঘোলভাগের নয়ভাগ খাজানা অবধারিত করেন এবং বিচালির সমস্ত মূল্য রায়তকে প্রদান করেন।

যেখানে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনের কোন উপায় নাই, সেখানে অজমীর সময় উৎপন্ন যতই কম হউক না কেন উহার এক অংশ রক্ষা করাই কৃষকের পক্ষে স্পষ্টই সুবিধা। আর একদিক দেখিতে গেলে যে প্রজা এক সমান মুদ্রারূপ খাজানা দিতে বাধ্য, সময়ে সময়ে তাহার সমস্ত উৎপন্নের মূল্য ভূমাদিকারীর অবধারিত টাকার দাবীর সমান হয় না। এইরূপ বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, যে কৃষক খাজানা শস্যে দেয় সে, যে মুদ্রারূপ খাজানা দেয়, তাহা অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ অধিক সহ্য করিতে সমর্থ।

দুর্ভিক্ষস্বরূপ এমন বৎসর লগ্ন বাহাতে শস্য একেবারেই জন্মে নাই। ভাণ্ডারীরা আপন ভূমাদিকারীকে সেবৎসর কিছুই দিবে না, যেহেতু তাহার সহিত ভাগ হয় এমন শাসাহ নাই। কিন্তু শস্য উৎপন্ন হউক আর নাই হউক মুদ্রারূপ খাজানাদাতা সম্পূর্ণ বৎসরের খাজানা দিতে বাধ্য, তাহাকে হয় যে সময়ে তাহার বাজারসম্মত অত্যন্ত কম সেই সময়ে জলা মূদে টাকা খার করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয়, ভূমাদিকারী যৌকদ্দমা কড়ুকরিলে তাহার খরচা ও সুদ দিতে হইবে। অতএব শস্যরূপে দেয় খাজানা পরিবর্তনের বিধান বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ উহাতে অজমী ও দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক সম্প্রদায়কে অত্যন্ত কষ্টে কেলিবার সম্ভাবনা।

খাজানার দাবীর সময় সাধারণতঃ ফসলের সময়ের সঙ্গে এক চওড়ার সচরাতরও দৃষ্ট হয়, যে সকল কৃষক মুদ্রারূপে খাজানা দেয়, অনেকস্থলে, যদিও এরূপ স্থল অতিবিরল, তাহাদিগকে অতি অস্পৃশ্য শস্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। এরূপ সময়ে ভাণ্ডারী প্রজাকে কোন প্রকার ক্ষতি হীকরই করিতে হয় না।

আবার অনেক স্থলে বড় বড় চর আছে, তথায় প্রতি ফসলেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বিলক্ষণ হ্রাস রুক্ষি হয়। এরূপ স্থলে জমিদার ও রায়ত উভয়ের পক্ষেই ভাণ্ডারী প্রথায় খাজানার বন্দোবস্ত করার সুবিধা ও সুবিচার হয়।

আরও ভাণ্ডারী প্রথানুসারে বন্দোবস্ত জমিদার রায়তের সহিত ভাগ করার প্রতিবৎসরই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, পরিমাণ, ও উৎপন্নের মূল্য রুক্ষির ফল পাঠয়া থাকেন। যদি হ্রাস হয় তবে উভয়ের সে ক্ষতি ভাগ করিয়া লইতে হয়। এজন্য কোন পক্ষেরই বিশেষ অনগোচরিত বিশেষ কারণ থাকে না এবং জমিদারেরও খাজানা রুক্ষর যৌকদ্দমা কড়ু করিবার বিশেষ আশঙ্ক্যতাও থাকে না।

এই পর্য্যন্ত মুদ্রারূপে পরিবর্তন সম্বন্ধে গেল। এই পরিবর্তন কার্যে পরিণত করা সম্বন্ধে রাজস্ব কর্মচারীরা মুদ্রারূপে দেয় খাজানা অবধারিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পাণ্ডুলিপিতে বিধান আছে যে এরূপ বন্দোবস্তের সময় তিনি লিকটহ স্থানে প্রচলিত মুদ্রারূপ খাজানা দেখিয়া ও গত বৎসর জমিদার প্রকৃত-পক্ষে যে খাজানা পাইয়াছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া কার্য করিবেন। এই সকল নিয়ম অত্যন্ত আশংকা, এবং আমরা সকলেই জানি যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভিন্ন কৰ্মচারীর মত অত্যন্ত ভিন্ন। আমার নিবেদনায় এরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজস্ব কর্মচারীকে তাহার নিজ মতলবমত মীমাংসার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এসকল বিষয় ভূমাদিকারী ও প্রজার ব্যক্তিগত চুক্তি ও পরস্পরের সম্মতি অনুসারে হইলেই ভাল হয়। জমিদারের পক্ষ হইতে একথাও বলা হইয়া থাকে যে শস্যরূপে খাজানা লওয়াই জমিদারের পক্ষে লাভ, কারণ রাখতের ম্যাদ তাহাকে ফসলের সময়েই বিক্রয় করিতে হয় না। তিনি শস্য কিছু দিন ধরিয়া রাখিয়া ফসলের সময় বাজারে না পাঠাওয়া বৎসরের যে সময়ে শস্যের মূল্য অধিক হয় এরূপ সময়েই অনেক সুবিধা করিয়া শস্য বিক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং এইরূপ খাজানার পরিবর্তনে কাঙ্ক্ষ্যতঃ জমিদারের আর কোন হইবে, আমার বোধ হয় না যে এরূপ করা গবর্ণমেন্টের যথার্থ অভিপ্রায়।

আমার ভরসা আছে যে আমি শীঘ্রই এবিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি স্থিতিরীতি ষড়িত সংবাদ দিতে পারিব। এই গুলি এখনও আঁমি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই সম্বন্ধে আর এক কথা আছে। রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য তাহা প্রকাশ করা উচিত, সে কথাটী এই।—যে স্থলে ভাণ্ডারী প্রথা প্রচলিত আছে সে স্থলে জমিদার কার্যের জন্য আশঙ্ক্য প্রবৃত্তি সকল জমিদারকে নিজেদের খরচের রক্ষা করিতে হয়, যদিও সাক্ষাৎসম্মত শাসন ইহার উপহার লাভ করে এবং তাহাকে এসম্বন্ধে কোনরূপ খরচের দায়ী হইতে হয় না। কিন্তু যে স্থলে টাকার খাজানা দিতে হয়, সেখানে জমিদার বহু অল্প সচলকার্য্য দ্বারা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি রুক্ষি করেন, রায়তকে খাজানা রুক্ষি দিতে হয় এবং স্থানীয় প্রথা অনুসারে আশা করা যায় যে স্থানীয় পুরাণ প্রথা বৈধানতে রাখার প্রচল জমিদারকে ও তাহাকে বৎসর অনুসারে দিতে হইবে।

খাজানার হুকুম।

এই বিষয়ে ও খাজানার আদায় বিষয়ে জমিদারদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পরামর্শদিক্ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে কেবল তিনটি কারণ বশতঃ আদালতের দ্বারা খাজানা হুকুম করার অসুবিধা আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, রায়তের ব্যয় বা পরিজন বাস্তব উৎপন্নের মূল্য অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়াছে। সকলে স্বীকার করিবেন যে এই দুই ধরির হুকুম দেওয়া মাসা, কিন্তু কাঁধাকালে দৃষ্ট হইয়াছে যে এরূপ “হুকুম” আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা হুকুম এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। এই জন্য জমিদার যরাও চুক্তি দ্বারা খাজানা হুকুম করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অসুবিধামুক্ত বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও কোনক্রমেই সহজ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমিদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা যে হুকুম পাইতে পারেন না, তাহা নিজে রায়তের নিত্য অনিশ্চয়তা।

যাহাউক, যে পর্যন্ত গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রত্যেক জিলার খাজানা শস্যের সাপেক্ষিকমূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন তদবধি মূল্য হ্রাস জমিদার উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যহ্রাস চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমিদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমান আইনের শস্যরচনা সাধারণতঃ রক্ষিত হয় এবং এক্ষণে খাজানা হুকুম করার যেরূপ নিয়মবদ্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্মে প্রস্তাব করিতে চাহি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ কম্পনা করা হইয়াছে অথকহলে ডাক্তার অন্য কারণেও ভূমির উৎপাদন সাধন হইতে পারে। এরূপ মূল্য অতি বিরল ও হ্রাস প্রমাণ করা দুষ্কর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এই হুকুমসম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র সুগত খাদ্য শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা আমার মতে উচিত নহে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্তন হইলে জমিদারেরা তাহার উপকার লাভ করিবেন একথা সমস্ত পুরাণ আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সর জন শোর সাহেব বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বেও এইরূপ দেশান্তর প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়ও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপে খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা যে কেবল খাদ্য শস্যের উৎপন্ন নির্ণয় করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, ডাঙ্গা, পান এবং অন্যান্য প্রকার শস্য ও বাগাই করা হয়। অন্যান্য জিলাতেও যে সকল জমিতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল জমিতে অধিক মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের খাজানার হার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব এই বিধানে আবার নূতন করিয়া পুরাতন আইন ও দেশের সর্ববাদিসম্মত দেশান্তর পরিভাগ করিয়া যাওয়া হইল।

বিধায়ীরা হলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজানার মাসা ও উৎপন্ন হার নির্ধারণ যে তার তিন তাহার উপর আর এরূপ কিছু বেনী করবার আবশ্যকতা দেখিতে ছাড়া এবং খাজানার হার সীমাবদ্ধ করবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে যেরূপ অনুসন্ধান লইতে হইত, তাহাতে কোন হার মাসা ও উপযুক্ত হইবে আদালতে তাহা জানিবার বিশেষ সুবিধা হইত। এই জন্য হার নির্ধারণ ক্রমের উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং উচ্চতর হার দেওয়া উচিত আদালতের ক্ষমতা এই বিধান অধীনেও টাকায় চারিজনার উচ্চতর হার দেওয়া বন্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

যরাও খাজানার হুকুম সম্বন্ধে জমিদার বক্তব্য এই যে, এরূপ স্থলে কোন বিচারে স্বাধীনভাবে চুক্তি পরিহার করা হইল, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। যরাও বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা হুকুম পাওয়া জমিদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে তাহাদের অন্য কোনরূপ ছিন্ন থাকিবে এবং রায়ত যে চুক্তি পূর্বেই স্বাক্ষর করিয়াছে কুলির রেজিস্ট্রী করার সময় তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ উত্থাপনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বঞ্চার নহে।

পাণ্ডুলিপির ৯ম অধ্যায়।—এজমালী সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

মন্ত্রিসভার উত্থাপিত আদিম পাণ্ডুলিপির অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনায় ১৭ দশক হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ সকল হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কাঁধাধ্যক্ষ নিয়োগের বিধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনের বিধান ১৮৭৪ সালে রহিত করার বর্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারা অনুসারে কাঁধা করা দুর্ঘট হইয়াছে বলিয়া এ বিষয়ে আঁঠন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরাণ আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আছে ও যেখানে এরূপ এজমালী ভূস্বামীদের ব্যবহারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেখানে ঐ সম্পত্তির জমা কাঁধাধ্যক্ষ নিয়োগের কমতা গবর্ণমেন্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন ফৌজদারী মোকদ্দমার কাঁধাধ্যক্ষানী বিষয় আইন রিখিবদ্ধ হইবার অনেক পূর্বে পাস হইয়াছিল। উক্ত কাঁধাধ্যক্ষানী বিষয়ক আইনে শান্তিভঙ্গ শুকর ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। অতএব শান্তিভঙ্গ এককালে ফৌজদারী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭৫ সালে এই সকল আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কাঁধাধ্যক্ষানী পুনরুজ্জীবিত করার পূর্বে, সরকারী কাঁধাধ্যক্ষেরা ও অভিযোজনাগণ একতরফে ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনদ্বারা সহায়তা গ্রহণ করিবে এবং তাহার কি বা কল হইয়াছে এবিষয় অনুসন্ধান করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কমিটিতে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উত্তর পাইয়াছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অনুসন্ধান করা বাইবে এবং

কোনোদিক এ বিষয়ে আর আমি কিছুই শুনি নাই। আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে যখন একটা আইন প্রচলিত বলিয়া যথানির্দিষ্ট একাধারে রহিত করা হইল, তখন উহা পুনরুজ্জীবিত করণের প্রস্তাব করার পূর্বে ইহার স্থিতিরীতি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আবশ্যিক। আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাবের পূর্বে কেবল মাত্র অনুমান বা সাধারণ সংস্কারের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। উত্তমরূপে প্রমাণ করা ও প্রণীত করা ঘটনাবলিই কেবল আইন প্রণয়ন সাধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

আমি এই কথা না বলিয়া এবিষয় ত্যাগ করিয়া হঠাৎ পারিভোজিকা যে দিয়ার ও সামান্যের বহুল প্রচারের সহিত রায়ভদ্রদের উপকারার্থ গবর্নমেন্টের পিতৃভ্রাতার ভাষা বক্ষা করার কোন অবশ্যকতা নাই। অতএব যদি এই সকল বিশদ পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়, তাহা হইলে মর্মান ও ডানুকের ভূম্য'মগ্ন এমন কি পাণ্ডুলিপিও ফটো তখন ডানুকদারের ও কাগদারের সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার আপীলশূন্য ভাবে জিলায় জ.জ.ও সন্তোষ করিবার প্রস্তাবে সশ্রদ্ধ অসম্মত হইবেন। এরূপ হলে জজদারের জুল ফিঙ্গার করার সম্ভাবনা কি এত অল্প যে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে? অথবা তত্পরূপ তাঁহার অন্যায়্য যে নানা মোকদ্দার নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং যাঁহাও আইনে তাঁহার বিচার চূড়ান্ত বলিয়া আঁপার না করিয়া হাই কোর্টে আপীলের দিমান করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আজ্ঞা দ্বারা যে রূপ ক্ষতি হইতে পারে, এতলে কি তদপেক্ষা কম অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

যখন এই বিষয়েই বলিতেছি তখন আমি বোধ হয় একথা বলিতে পারি যে তত্ত্বাবধানের ব্যয় ও তত্ত্বাবধান-রক্ষার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কোন স্থানেই তত্ত্বাবধানের খরচ মর্মানের মোট আয়ের শতকরা ১০ টাকার অধিক হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে কোন কোন স্থানে গবর্নমেন্টের অধীন কোর্টজব ও ফার্ডসের তত্ত্বাবধানের ব্যয় মোট আয়ের শতকরা ২০ টাকার অধিক হইয়াছে।

“দেখাও দেখাও হার তির তির, রাজশাহী ও কুচবিহারে শতকরা ১৫ টাকা হইতে (এই সকল স্থলে তত্ত্বাবধান প্রণালীর পুনঃগঠনের জন্য বিশেষরূপে বণা হইয়াছে এবং সেইরূপ কার্ধ্যও আরম্ভ হইয়াছে) উক্ত স্থান শতকরা ৫-১ টাকা [বঙ্গদেশের বার্ষিক বিজ্ঞাপনী, ১৮৭৯-৮০ সাল, ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা]”

এতদ্বারা আমি এই মর্মে আর এক প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে সকল বা অন্ততঃ একজন ভূম্যাদেশী আবেদন মন করিলে শান্তিভঙ্গ হইতে কার্ধ্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করার কারণ এই যে আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে এরূপ নিয়ম স্থাপিত না করিলে আদালতের নিষ্কর্যই দেখা উচিত যে সমস্ত এজমালী মহালে ও যেখানে রাবডেরা জমিদারকে বিবদ্ধ করিবার জন্য শাস্তিতত্ত্ব অপরাধে কোর্টদারী মোকদ্দারী কলু করিয়া হারিয়া গিয়াছে সেই সকল স্থলে প্রজারা এজমালী কার্ধ্যাধ্যক্ষ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে। এরূপ বিষয়ে দেওয়ানী আদালত অপেক্ষা কোর্টদারী আদালত সূচক রূপে কার্ধ্য করিতে পারে, কারণ শাস্তিতত্ত্ব মিবারণার্থ কোর্টদারী আদালতের উপর যে রূপ ক্ষমতা দেওয়া আছে তাহা দেওয়ানী আদালতের উপর একদে যে রূপ ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কার্ধ্যকর।

সিলেক্ট কমিটিতে আমার তৃতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে কার্ধ্যাধ্যক্ষ সমস্ত এজমালী ভূম্যাদেশীদের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনমতে খাজানা কম করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না। আমার মত এই যে, প্রাচীন কার্ধ্যাধ্যক্ষের দ্বারা কিসংকালের মিথি ও মার, যে গবর্নমেন্ট কার্ধ্যাকারক তাঁহার তত্ত্বাবধানে করিবেন তাঁহার কার্ধ্য এত অধিক যে এবিষয়ের তত্ত্বাবধানে মনোযোগ দিবার তাঁহার বশেষ্ট সময় থাকিবে না। সুতরাং এতদ্বারা পাণ্ডুলিপি অনুসারে রায়ভদ্রের খাজানা কমাইয়া দিয়া জমিদারকে বাৎসরিক আর হইতে বঞ্চিত করিবার ও উক্ত রায়ভদ্রদের মিলিত কামতন স্বরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করিবার পক্ষে কার্ধ্যাধ্যক্ষের চমৎকার সুবিধা হইবে। কেবল আমার মত যে এরূপ তাহা নহে, ইহারা কিঞ্চিৎ যত্ন করিয়া এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তুমি সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে বাঁহাদের কিছুমাত্র অতিজ্ঞতা আছে এবং ইহারা এবিষয়ে রাজপুস্ত-দিগের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল নাই, তাঁহারাও আমার সহিত একমত হইবেন। এরূপস্থলে গবর্নমেন্টে কিরূপ দিগের মত গ্রহণ করিতে কার্ধ্যাধ্যক্ষ সংগ্রহ করিতে পারেন? এরূপ চাকরীর যে রূপ বেতন তাহাতে গবর্নমেন্টে যে লোকের মধ্য হইতে কার্ধ্যাধ্যক্ষ সংগ্রহ করিতে পারেন? এরূপ চাকরীর যে রূপ বেতন তাহাতে গবর্নমেন্টে যে জেনী হইতে আমীন ও পুলিশ ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করেন সেই জেনী হইতেই কার্ধ্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। আর কে না জানে যে আমীন ও পুলিশ ইন্সপেক্টরই একদলের একটি প্রধান বাল্য। এরূপ চাকরিতে যে রূপ মন্য যেতন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গবর্নমেন্টে কার্ধ্যাধ্যক্ষ করিবার জন্য উক্ত জেনীর দেশীয় তত্ত্বালোক পাইবেন এরূপ ভরসা একেবারেই নাই। সাধারণতঃ এজমালী ভূম্যাদেশীদের আর অতি অল্প; আর আমি কালি শান্তিভঙ্গ ও পরাসের কোর্টদারী দণ্ড এত অধিক যে গবর্নমেন্ট যে বহুলখরচ মর্মানের জন্য এক জন কার্ধ্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া তাহা উৎসাহরূপে অধিক পরিমাণে বেতন দিবেন এবং সর্বদা বিধানী, লোক নিযুক্ত হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

কার্ধ্যাধ্যক্ষের ক্ষমতা ও তাঁহার সেৱস্তার খরচ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন বিষয়ে আমি যে সকল জমিদারের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মত যে এরূপ নিয়ম প্রণয়ন আবশ্যিক। কিন্তু এবিষয়ে আমি বড় প্রস্তাবই করিয়াছি, সিলেক্ট কমিটিতে তাহার এই মত উত্তর পাইয়াছি যে হাই কোর্টকে এ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়-সার্থক অনুমোদন করা হইবে। কিন্তু যদিও জমিদার, আমরা বলি যে কার্ধ্যাধ্যক্ষের ক্ষমতা অনির্দিষ্ট থাকি উচিত নহে এবং বাঁহারা বঙ্গদেশের স্পষ্টরূপে তাহা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া উচিত। যদি সত্য সত্যই এরূপ বিবেচনা করা

হইয়া থাকে যে হাট কোর্ট ব্যবস্থাপক সভা হইতে এবিষয়ে অধিক অতিষ্ঠ, তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রতিজ্ঞা পূর্বক নিশ্চয়রূপে জমিদারদিগকে প্রদত্ত আইনসম্বন্ধে স্বত্ব সম্বন্ধীয় ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিবরণ সকলে হাই কোর্টের সঙ্গে মতাদ্ব্য করা হয় নাই কেন ?

পাণ্ডুলিপির ১২ অধ্যায়।—স্বত্বের লিপি।

বলা হইয়াছে যে কোন কোন মহালে জমিদারেরা উপযুক্ত কাগজপত্র রাখেন না। যদি এই রূপ হয়, তাহা হইলে এরূপ জমিদারীতে জরীপ ও স্বত্বের ভালরূপ লিপি আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল মহালে কাগজপত্র নির্দোষ এবং যেখানে সম্পর্ক বিশিষ্ট সকল লোকেই তাহাদের যেরূপ কাগজপত্র আছে তাহাতে সন্তুষ্ট, সেখানেও কেন যে জমিদার ও প্রজাকে জরীপের হাদান সহ্য করিতে হইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

সাপের প্রাচীন প্রণালীতে সকল জমিদারই নিয়মিত সময়ান্তরে তাহাদের মহালের মাপকরের এবং তাহাদের এক প্রকার নী এক প্রকারের মোটা মোটি সাপের কাগজ আছে; অনেক আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন, ইংরা যে আপন মহালের কেবল মাপ করেন তাহা নহে, গবর্ণমেন্ট মহালের যেরূপ নকশা প্রস্তুত হয় আর সেইরূপেই নকশা প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তাহাদের কাগজপত্রে রায়তের যোড়ের সুক্ষ পরিমাণ ও ঠিক আরগা ও জমীর গুণ ও দেয় খাজানার হার দেখাইয়া দেয়।

অতি অস্পষ্ট থাকে জমিদার আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন। তাহারা প্রত্যেক রায়তকে তাহার ক্ষেত্রে বিশেষ বিবরণ ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া খাতাবন্ধীতে তাহাদিগকে স্বাক্ষর করাইয়া লন। জমিদারের পক্ষে ইহা বড় সহজ ব্যাপার নহে। খালি মহালে গবর্ণমেন্ট বান্দাবস্ত কার্যকারকের যেরূপ হাণ্ডির করণের কনফা আছে, তাহার সে কনফা নাই; সুতরাং তাহাকে বিস্তার ব্যয় করিতে হয় ও সুতরাং তাহার কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না।

এরূপ অবস্থায় কি বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত দেশটা জরীপ করার আবশ্যকতা আছে? অন্ততঃ যে সকল জমিদারের নির্দোষ কাগজপত্র আছে তাহাদিগকে আমার বিবেচনার অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

আমার প্রস্তাব এই যে যদি জরীপ করিতে হয় যে সকল গ্রামে জমিদার ও রায়ত উভয়েই জরীপ হওয়া ইচ্ছা করে এমন সব গ্রামেই উচিত হইবে না; কি বিচারে যে বাহারা ইচ্ছা করে না তাহাদের শিরেও জরীপের খরচা চাপান হয় আর তাহা বুলিতে পারি না। জরীপে তাহাদের উপকার না হইয়া অসন্তোষ মাত্র। বোকদমার উৎপত্তি হইবে।

১৮৭৬ সালে জমিদারদিগকে স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করার জন্য আইন পাস হয়। ইহাতে যে কি পরিমাণে বোকদমার উৎপত্তি হয় তাহা আমরা সকলেই জানি। যেসকল লোকের কিছুমাত্র স্বত্ব ছিল না তাহারা ও কোন না কোন রূপ স্বত্ব সাব্যস্ত করাইবার জন্য অগ্রসর হইল, তাহার ফল এই হইয়াছে যে যদিও এট আইন পাস হওয়ার পর আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক বোকদমার এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই, এমন অনেক জমিদার আছেন তাহাদের সম্পত্তিতে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট স্বত্ব থাকিলেও এরূপ বোকদমার চুপরিহার্য চিন্তার উপর অনর্থক অনেক খরচপত্র করিতে হইয়াছে।

জমিদারেরা সমস্ত অধিবাসীর শতকরা এক জন ও নহে, তাহাদের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে গিয়াই এই হইল।

যদি এত অস্পষ্ট থাকে লোকের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে আট বৎসর কালও অস্পষ্ট সময় বলিয়া গণ্য হইল, তাহাহইলে প্রজার স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে কি তাহার দশগুণ অধিক সময় লাগিবে না? খাজানা ও বেহারের আর সমস্ত অধিবাসীও প্রজা। এবিষয়ে যেরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন তাহাতে যে দীর্ঘ সময় লাগিবে এই সমস্ত সময় বলিয়া বোকদমা, ব্যয়, হরণ ও চুস্তিয়ার কি সকল-শ্রেণীর লোকেরই ক্ষতি হইবে না?

এই সকল কারণে আমার বোধ হয়, যে সকল গ্রামে সম্পর্কবিশিষ্টলোকে গবর্ণমেন্টের দিকট জরীপের প্রার্থনা করে তদ্বিত্ত অন্য গ্রামে জরীপ প্রবর্তিত করা আবশ্যক।

জমিদারের রেজিস্ট্রী।—খাজানা বা নিজজমী।

আমার পুর্বোক্ত মহাশয়ী রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাহার মতভেদপ্রকাশকালে এরূপ দক্ষতা সহকারে এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাহাতে আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কেবলমাত্র বলিব যে এবিষয়ে তাহার সহিত আমার মত সম্পূর্ণরূপে এক।

পাণ্ডুলিপির ১৩ অধ্যায়।—জোক ও খাজানা আদায়।

চারিদিক হইতে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে খাজানা আদায়ের পক্ষে এখন জমিদারদিগের যে উপায় আছে তাহা অপেক্ষা শীঘ্রকর ও অস্বাভাবিক হওয়া আবশ্যক এবং যে স্থলে প্রজারা ধর্মব্রত করিয়া খাজানা দেওয়া বন্ধ করে সে স্থলে বর্তমান আইন সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর। সার্বভৌমত্বের ন্যায় প্রধান প্রাধানিক ব্যক্তি ও যে সকল মহালে “খাজানা দিব না,” বলিয়া চাকর একবার উঠে, তথায় জমিদারের বিজ্ঞাটের কথা স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের গভ আয়ুতারা মাসের মন্তব্যালিপিতেও এরূপ প্রজ্ঞাটের কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

এই অন্য আমরা (জমিদারবর্গ) স্বভাবতঃই ভয়সা করিয়াছিলাম যে এই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে খাজানা আদায়ের পক্ষে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু আমরা এবিষয়ে অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি, এবং যদি এই পাণ্ডুলিপি এখন যে ভাবে আছে এই ভাবেই পাল হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা আমাদের অবস্থা

ধারণা হইয়া পড়িবে। কারণ আমাদের আইনসম্মত খাজানা আদায়ের সরাসরি ও বায়শূন্য উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কার্যতঃ যে ক্রোক একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচার সম্মত ও বায়শূন্য কার্যপ্রণালী আমাদের এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বর্তমান আইনে বিধান আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহাদের বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিশ জারী করিয়া শস্য ক্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্তী যে সকল স্থানের প্রজাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ রাজত্বের অধীন নহে এবং এমনা সমস্তই ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারবিধিতা অতিক্রম করিতে পারে এবং পূর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিরাড়ার মত বিত্তীয় যে সকল বিত্তীয় ভূখণ্ডের প্রজারা অল্প খাজানার অবস্থায় থাকে এবং এক ফসলের অধিক তাহা এক জারগার বান করে না, তাহার এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিশেষ বিস্তার হানি হয়, যদি রায়তের খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাকিবামাত্র ক্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু ফসল কাটিয়া ফেলিয়া মাত্র তাহার ত্রিদিনেরমত আয় ভাগ করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে তাবিয়াতে ভূমি ক. বিবরণের প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যক এবং শস্য আদালতের সহায়তা ভিন্ন ক্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কমচারীর ক্রোক করণার্থ সেইস্থানে পাঁজিবার পূর্বে রায়তকে ফসল কাটিয়া লইয়া পলায়ন করিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে, এরূপ কার্যপ্রণালীতে যে জমিদারের উপর কেবল কোটকী ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার জন্য সূত্র ও অতিরিক্ত খরচার ভার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও ফল এই হইবে যে এই যে সকল অল্প খাজানার প্রজা শস্য কর্তন হইবা মাত্র আয় ভাগ করিয়া যায়, তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিবার জমিদারের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা কজুকগাই তাহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়তের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে হইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমার বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অত্যন্ত আবশ্যক, বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে জমিদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, সিলেট কমিটির হাও দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকারে বাহির হইল যে এরূপ করা দূরে থাকুক এখনও যে কত আছে তাহা বর্জিত করা হইয়াছে এবং এখন যে একটু উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে ইহা আমার অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হয়।

জমিদারেরাই তাহাদের অংশের গবর্ণমেন্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহারা রায়তের নিকট এই রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। তাহারা যে শুদ্ধ গবর্ণমেন্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংগতি তাহাদিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের নয় কোন কোন গবর্ণমেন্টের কর আদায় করিতে হইতেছে। এবং যদি গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবধারিত দিবসের সূর্যাস্তের পূর্বে তাহারা গবর্ণমেন্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা সরাসরি নোশামের দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিচুরিত হইবে। অথচ গবর্ণমেন্টকে হিভে এক দিনের অন্যান্য হইলে যাহার জন্য এত গুরুতর শাস্তি অবশ্য ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিশ্চয়রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

একদম আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে; বর্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া ভূস্বামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আইনমত খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার নিজের কিছুনা দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষগত সম্পত্তি বিক্রীত ও সে উহা হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। অথচ আমি পূর্বে দেখাইয়া দিয়াছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বর্জিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ায় বড় বড় মহাল দিক্রীত হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের আবশ্যকতা ও সুবিচার বিষয়ে আমার এক যুক্তির জন্যও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই। আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে গবর্ণমেন্ট যখন নিজের হস্তে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন, তখন জমিদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করার জমিদারেরাই গবর্ণমেন্টের সুবিচারের অর্থাৎ উদ্দেশ্যে বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজের মত বিশেষ আইন রাখার, গবর্ণমেন্টে নিজের খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অকার্যকারী স্বীকার করেন; আর যদি গবর্ণমেন্টের পক্ষে এইরূপ নিয়মই প্রয়োগন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ নিয়ম আমাদের পক্ষেও প্রযোজন। আমার একান্ত ভরসা যে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে বিশেষ মনোযোগের সহিত এবিষয়ের পর্যালোচনা করা কর্তব্য, কারণ ইহাতে বেহারস্থ জমিদারবর্গের অধিকাংশেরই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

১৭ খ অধ্যায়।—চুক্তির স্বাধীনতা।

জমিদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অধুনা বর্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টাও আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্তমান চুক্তি খণ্ডন করা হয়, তখন গবর্ণমেন্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিকারীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেন্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসম্মত করিয়া এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ কারণ বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি ভুক্তিতে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে বলি হয়, তাহা কিছুমাত্র প্রমাণ দেখান হয় নাই। অথবা জমিদারেরা যে এইরূপ চুক্তির আশা করিয়া বহুদায় অসম্মিহান কৃষক কুলের ক্ষতি করিয়াছেন তাঁহাদের কোন প্রমাণ নাই। অতএব যতক্ষণ এক্ষণে অনিষ্ট যে অন্যান্য অধিক হইয়াছে এবং যত চূড়ান্ত প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ পরস্পরের সম্মতি ক্রমে ও গবর্ণমেন্টের অয়োজন অনুসারে দর্শমান যে বন্দোবস্ত নীতিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার এক্ষণে ভয়ানক ভীতিচূর্ণ করা নাই।

জমিদার ও গবর্ণমেন্টের মধ্যে যত চুক্তি হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে রাষ্ট্রের ক্ষতি হইবে না। এই সিদ্ধান্তটী মনে রাখা উচিত যে প্রাচীন সম্রাজ্ঞীরা আরও হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এক্ষণে প্রাচীন সম্পূর্ণরূপে অসম্মিহান কারণ অনেক স্থান চুক্তি দ্বারা স্পষ্টরূপেই প্রায়ের স্থিতি হয়। আরও জমিদারেরা যত কষ্ট করিয়া অমের উপকার আশু হয়। এক্ষণে চুক্তিতে সম্ভবতঃ কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু তথাপি এগুলিও বন্ধ করা হইবে।

উপসংহত শীর্ষে এই সিলেট কমিটির বীমাংশের আমার যে বিশেষ আপত্তি আছে, তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি; কারণ আমার বিনেচনার এক্ষণে শুকতরায় যোগ্যতা নাই। সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায়, আমরা এক্ষণে উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই।

যে সকল কারণের কথা বলি হইল, যাহার জন্য কোল যে গবর্ণমেন্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ভ্রাম্যশ্রুতির স্থানি করণরূপে উৎকট উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যিক তাহা নহে, যাহার জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রকাশ করা হইল যে গবর্ণমেন্টের আওতায় সভাসদ উহা উত্থাপিত করার সময় নিতাই স্বীকার করিলেন যে ইহাতে যে বর্তমান কৃষক জোঁড় উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাহাদের লোপ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা রক্ষিত নহে এক্ষণে এক নূতন কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইবার ও আবার তৎকালীন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা উৎপাদিত অনিষ্ট সমূহের প্রতিবাদার্থ আর একবার সময় দেশটাকে আন্দোলন ও কষ্টে নিমজ্জিত করিতে হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে আমরা দেয় নিকট পরিষ্কার প্রমাণ দেওয়া উচিত ছিল।

আমি নির্বন্ধ সহকারে বলিতে চাহি যে যদি ভূমিধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধে নিয়ম ও তৎবিশেষের সুব্যবস্থা করণার্থ পাণ্ডুলিপি আবশ্যিক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এই পাণ্ডুলিপি এক্ষণে ভাবে সম্পূর্ণ করিতে হইবে ও এক্ষণে প্রস্তুত করিতে হইবে যে ভবিষ্যতে গোলযোগ উৎপন্ন না করিয়া চিরকালের মত এবিষয় বীমাংশ করিয়া দেয়।

আরও আমার মত এই যে অধিকাংশ বিষয়ে প্রমাণ গ্রহণ ব্যতিরেকে সিলেট কমিটিতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে রীতিমত বিচার করা অসম্ভব হইয়াছিল। প্রমাণ না দেওয়ার এবং স্থিতিশীল বিষয়ক যথার্থ সংবাদ আমাদের নিকট না দেওয়ার, ও এই সকল সংবাদের পরীক্ষা না হওয়ার, আমাদের বানানুবাদ সন্তোষজনক হয় নাই এবং যে বীমাংশ উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রশ্নের উপর স্থাপিত নহে।

১৮৮৪ সাল ১ আঁপ্রেল।

স্বাক্ষর।

সন্দেহের অনুবাদ।



মুখ্য বেতারের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত আয়, আয়গীরদার, জোড়ী কার্যকারক ও নিয়ামক নিদিষ্ট হইল। সমস্ত লোক যাহার আজাদারী সেই বাদশাহের আজাদকমে উক্ত বেতারের মুখ্য অধিকার মুক্তকায়ের স্বত্বের পরগনা ও জিজ্ঞাস্তার পরগনা দেহাত পরগনা। আনুমানিক ইনামে রক্ষণ প্রভৃতি স্বত্বের সহিত রাজা মধু সিংহকে দৃঢ়তর করিয়া দেওয়া গেল। (রাজা মধু সিংহের জমিদারী উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রাপ্ত হওয়া, উক্ত এক্ষণে হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল) নিয়ামকের কারপারদাজ ও কার্যকারকগণ এই রাজাকে তাঁহার রাজত্ব যতদিন থাকে চিরস্থায়ী জমিদার স্বীকার করে, তাঁহাকে জমিদারী স্বত্বে বজায় রাখে তাঁহার সমস্ত তলবে টাকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজত্ব ও রাজত্বের হিতৈষী হন তবে ইহার পরামর্শ লইয়া কার্য করে, ইহা আবশ্যিক। আরও এই মহামান্য সন্দেহের অনুগামী হইয়া তাহার উহার আজাদসুগারে ঠিক ঠিক কার্য করিবে এবং বৎসরান্তর সমীকৃত সমস্ত দাখিল করার জন্য আজ্ঞা করিবে না।

অভিষেকের ৪২ বৎসরের ২৯ শাওরাল

ডি. ফিট্জগাটিক,  
স্বাক্ষরকারী গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,  
Bengali Translator.





# গবর্ণমেন্ট গেজেট



TUESDAY, MAY 6, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

## CONTENTS.

	PAGE.	নির্ঘণ্ট।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	57—59	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৫৭—৫৯
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	431—449	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৪৩১—৪৪৯
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও বেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	নাই।
PART VIII.—Advertisements ...	451—457	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহাফ প্রতৃতি ...	৪৫১—৪৫৭
SUPPLEMENT ...	Nil.	পাশিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	নাই।

## PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রতৃতি।



## HOME DEPARTMENT.

## NOTIFICATION.—JUDICIAL.

*Simla, the 21th April 1884.*

No. 553.—The Honorable W. Macpherson, c.s., took his seat as Officiating Judge of the High Court of Judicature at Fort Willam in Bengal, on the forenoon of the 8th instant.

No. 555.—The Honorable H. Beverley, c.s., took his seat as Officiating Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, on the forenoon of the 9th instant.

A. MACKENZIE,  
*Secretary to the Govt. of India.*

## FOREIGN DEPARTMENT.

## NOTIFICATION.—POLITICAL.

*Simla, the 19th April 1884.*

No. 1109I.—His Excellency the Viceroy and Governor General is pleased to confer upon Babu Nobo Kisto Ghose, late an Assistant Superintendent of Police under the Government of Bengal, the title of " Rai Bahadur " as a personal distinction.

C. GRANT,  
*Secy. to the Govt. of India.*

## DEPARTMENT OF FINANCE AND COMMERCE.

## NOTIFICATION.

*Simla, the 25th April 1884.*

No. 507 —Privilege leave for three months having been granted to Babu Rajanath Ray, Officiating Assistant Comptroller-General, and Mr. T. H. Biggs having been appointed to officiate as Assistant Comptroller-General in consequence, Babu Rajanath Ray made over and Mr. T. H. Biggs received charge of the duties of Assistant Comptroller-General after noon on the 5th April 1884.

No. 615.—Mr. R. H. Kelly having been appointed to officiate as Post Master, Calcutt during the absence, on privilege leave, of Mr. E. Hutson, assumed charge of the duties of his appointment after noon on the 14th April 1884.

D. M. BARBOUR,  
*Secy. to the Govt. of India.*

## হোম ডিপার্টমেন্ট ।

বিজ্ঞাপন—জুডিশ্যাল ।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৪ অপ্রিল ।

৫৫৩ নম্বর ।—মান্যবর জীযুত ডবলিউ. মাকফারসন সাহেব, সি, এস. এই মাসের ৮ তারিখের পূর্বাহ্নে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের একটিং জজস্বরূপ স্থায়ী আসন গ্রহণ করিলেন ।

৫৫৫ নম্বর ।—মান্যবর জীযুত এচ. বেকারী সাহেব, সি, এস. এই মাসের ৯ তারিখের পূর্বাহ্নে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের একটিং জজস্বরূপ স্থায়ী আসন গ্রহণ করিলেন ।

এ, মাকেঞ্জি.

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

## ফরিন ডিপার্টমেন্ট ।

বিজ্ঞাপন ।—পোলিটিকাল ।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৯ অপ্রিল ।

১৫০৯ নম্বর ।—মজিষ্ট্রেট জীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরল সাহেব একদলের গবর্ণমেন্টের অধীন পোলিসের তৎপূর্ব অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার্টেন্ডেন্ট জীযুত বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিলেন ।

সি, এন্ট.

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

## রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কাগ্যবিভাগ ।

বিজ্ঞাপন ।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৫ অপ্রিল ।

৫৫৭ নম্বর ।—একটিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলর জেনরল জীযুত বাবু রজনীনাথ রায়কে কলিকাতার জল-প্রকল্প দ্বিতীয় দফায় প্রযুক্ত জীযুত ডি. এস. বিগস সাহেব অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলর জেনরলের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হওয়াতে জীযুত বাবু রজনীনাথ রায় ১৮৮৪ সালের ৫ আগ্রিলের অপরাহ্নে জীযুত ডি. এস. বিগস সাহেবের প্রতি অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলর জেনরলের কক্ষের ভার অর্পণ করিলেন, ও তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন ।

৬১৫ নম্বর ।—জীযুত ডি. ইটন সাহেবের অনুগ্রহে দ্বিতীয় প্রযুক্ত অনুপস্থিতিশাল জীযুত আর. এই কেরী সাহেব কলিকাতার পোস্ট-অফিসের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হওয়া ১৮৮৪ সালের ১৪ অপ্রিলের অপরাহ্নে আপন কর্মের ভার গ্রহণ করিলেন ।

ডি. এস. বারবর.

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী





# গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY MAY 6, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ৬ মে

## PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপন, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।

## ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVEROR OF BENGAL.

No. 1980 A.

**GENERAL.**—*The 16th April 1884.*—Baboo Gunga Narain Roy, M.A., Temporary Sub-Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act, until further orders, as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of the Bogra district.

Baboo Hurry Pado Ghose is appointed temporarily to be a Sub-Deputy Collector of the fourth grade, *vice* Baboo Gunga Narain Roy, and is posted to the Chittagong Hill Tracts district for employment on survey and settlement work in that district.

Moulvie Azhurul Huq, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sewan, Sarun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Moulvie Mobaruck Ali, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, is transferred temporarily to Sewan in that district, during the absence, on leave, of Moulvie Azhurul Huq, or until further orders.

Mr. C. F. Worsley, Officiating Magistrate and Collector, Chumparun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 12th May next.

Mr. E. R. Henry, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Chumparun, is appointed to act as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on leave, of Mr. C. F. Worsley, or until further orders.

Mr. E. R. Middleton, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is allowed furlough for one year, under section 132, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 20th instant.

*The 17th April 1884.*—Mr. J. C. Lloyd, Sub-Deputy Collector, Hooghly, is transferred to the Bogra district.

In modification of the order of the 26th ultimo, Mr. A. C. Tute, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore, is appointed to act as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on deputation, of Mr. T. E. Coxhead, or until further orders, with effect from the 22nd idem.

*The 21st April 1884.*—The services of Mr. E. G. Colvin, Assistant Magistrate and Collector, 24-Pergunnahs, are placed temporarily at the disposal of the Government of India in the Home Department.

Baboo Grish Chuunder Sircar, Sub-Deputy Collector, Julpigoree, is transferred to Rungpore, with effect from the date on which he joined his appointment.

*The 22nd April 1884.*—Mr. J. Mouro, Commissioner of the Presidency Division, has been granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for six months.

The undermentioned officers reported their departure from India, on furlough, on the 6th instant:—

Mr. H. L. Oliphant.

|

Mr. A. A. Wace.

Baboo Sheonundun Lal Roy, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is allowed leave for fifteen days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Mr. F. W. V. Peterson, District and Sessions Judge, Jessore, is allowed leave for three months, under the note under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 6th May 1884.

Mr. A. W. Mackie, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is appointed to act as District and Sessions Judge of Jessore, during the absence, on leave, of Mr. F. W. V. Peterson, or until further orders.

[*Government Gazette, 6th May 1884.*]

বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

১৮৮০ A লম্বর ।

সাধারণ ।—১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন ।—নদীয়ার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু গঙ্গানারায়ণ রায়, এম, এ, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া বগুড়া জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ;

জীয়ুত বাবু গঙ্গানারায়ণ রায়ের পরিবর্তে জীয়ুত বাবু হরিপদ ঘোষ কিয়ৎকালের নিমিত্ত চতুর্থ শ্রেণীর সব-ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া চট্টগ্রামের পূর্বতীয় প্রদেশ জিলায় অরীপ ও বন্দোবস্তের কার্যে নিযুক্ত হওয়নার্থে উক্ত জিলায় অবস্থাপিত হইলেন ।

সারণের অন্তর্গত সেওয়ারের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত মৌলবী আবাকুল হক যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদনুসারে সিভিল কার্যকারকের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

জীয়ুত মৌলবী আবাকুল হকের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সারণের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত মৌলবী মবারক আলি, কিয়ৎকালের জন্যে উক্ত জিলার অন্তর্গত সেওয়ারে অবস্থাপিত হইলেন ।

চাম্পারনের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত সি, এক, ওর্সলী সাহেব সিভিল কার্যকারকের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আশামি যে মাসের ১২ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

জীয়ুত সি, এক, ওর্সলী সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, চাম্পারনের আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত ই, আর, হেমরি সাহেব উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত ই, আর, মিডলটন সাহেব সিভিল কার্যকারকের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি এক বৎসরের নিয়মিত ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন ।—জুগলী সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত জে, সি, লয়ড সাহেব বগুড়া জিলার প্রেরিত হইলেন ।

গত মাসের ২৬ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল । রাজকাছোপলক্ষে জীয়ুত টি ই, কল্লভেড সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মিলাজপুরের কিয়ৎকালীন আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত এ, সি, টুটি সাহেব উক্ত মাসের ২২ তারিখ অবধি উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন ।—২৪ পরগনার আন্সিফোর্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত ই, জি কলবিন সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্ত হোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন ।

মলপাইগুড়ির সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু গিরীশচন্দ্র সরকার রঙ্গপুর জিলার স্বীয় কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি তথায় প্রেরিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন ।—ভারতবর্ষের পক্ষে মহিমবর জীয়ুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব রাজধানী খণ্ডের কমিশনার জীয়ুত জে, মনরো সাহেবকে আর ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি দিরাছেন ।

নিম্নলিখিত কার্যকারকেরা নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ১ তারিখে ভারতবর্ষবহির্ভূত স্বয়ং গমনের নিপোদ করেন ।—

জীয়ুত এচ, এল, অলিফান্ট সাহেব । | জীয়ুত এ, এ ওয়েন সাহেব ।

পাটনার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু শিবলীন্দ্রনাথ রায়, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদনুসারে সিভিল কার্যকারকের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে পনের দিনের ছুটি পাইলেন ।

যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীয়ুত এক, ডবলিউ বি, পিটরসন সাহেব সিভিল কার্যকারকের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণের তদনুসারে গত মাসের ১৮৮৪ সালের ৬ মে অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

জীয়ুত এক, ডবলিউ, পিটরসন সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মোহারডগার একটিং আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত এ, ডবলিউ, মেকাথ সাহেব যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

[ গবর্নমেন্ট সেক্রেট । ১৮৮৪ । ৬ মে । ]

Moulvie Sujat Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

*The 23rd April 1884.*—Mr. G. C. Kilby, Deputy Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, is allowed furlough for 18 months, under sections 50 and 92 of the Civil Leave Code, with effect from the 29th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. Gordon Leith, Barrister-at-Law, is appointed to act as Deputy Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs under this Government, during the absence, on leave, of Mr. G. C. Kilby, or until further orders.

*The 24th April 1884.*—Mr. C. W. Bolton, Under-Secretary to the Government of Bengal, is appointed to act as Magistrate and Collector of Pubna, during the absence, on deputation, of Mr. E. G. Glazier, or until further orders.

This cancels the order of the 1st instant, appointing Mr. R. Cornish, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, to act as Magistrate and Collector of Pubna.

Baboo Troylucko Nath Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Muddehpoorah Bhagulpore, is transferred to Jessore, and is appointed to have charge of the Bongong sub-division of that district.

Baboo Mohendro Nath Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bongong Jessore, is transferred to the sadder station of the district of Monghyr, with effect from the date on which he joined that district.

Munshi Wajid Hossein, Temporary Sub-Deputy Collector, Hajeeapore, Mozafferpore, is allowed leave for one month, under section 138-2, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

*The 28th April 1884.*—Baboo Behary Lal Mukerjee, Sub-Deputy Collector, was on leave, without pay, from the 26th October to the 5th December last, inclusive.

Baboo Behary Lal Mukerjee is appointed to be a Sub-Deputy Collector of the fourth grade, *vice* Rai Wopendra Nath Dwardar, Bahadoor, retired.

Baboo Behary Lal Mukerjee will continue to be employed as a Special Deputy Collector under the Public Works Department, Railway Branch, of this Government, until further orders.

*The 29th April 1884.*—Baboo Upendra Chundra Mookerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is posted to the sadder station of the district of Purneah.

Mr. F. H. McLaughlin, Officiating District and Sessions Judge, Pubna, is appointed to be a District and Sessions Judge of the first grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. H. Muspratt, retired.

**POLICE.**—*The 16th April 1884.*—Mr. J. T. Rivett-Carnac, Assistant Superintendent of Police, acted as a District Superintendent of Police in Assam from the 26th June 1882 to the 14th November 1883, inclusive.

*The 29th April 1884.*—Mr. J. Cowie is appointed to officiate as an Assistant Superintendent of Police.

**JAILS.**—*The 16th April 1884.*—Surgeon E. G. Russell is appointed, under the provisions of section 12 of Act V of 1876, to be a member of the Board of Management of the Reformatory School established at Alipore for the reception and industrial training of juvenile offenders, *vice* Dr. Nicholson, transferred.

*The 17th April 1884.*—In supersession of the order of the 24th December last, the late Lieutenant-Colonel R. Beadon, Superintendent of the Alipore and Russa Jails, was on furlough in India, under the furlough rules of 1868, from the 26th December 1883 to the 6th March 1884, inclusive.

**EDUCATION.**—*The 23rd April 1884.*—Mr. J. Van Someren Pope, M.A., Officiating Inspector of Schools, Behar Circle, is confirmed in that appointment.

[Government Gazette, 6th May 1884.]

মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকের সব-ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. মৌলবী মুজাফ আলি আহম্মদ আলীর প্রতি কর্মের ভারপ্রাপ্ত করিবার তারিখ অবধি নিম্নলিখিত কার্যকারীদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ আশ্বিন।—রাজকীয় মোকদ্দমার ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও প্রয়োজক জি.উ. জি. সি. কিলি সাহেব এই মাসের ২৯ তারিখ অবধি অথবা তারিখ পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিম্নলিখিত কার্যকারীদের ছুটির বিধির ৫০ ও ৯২ ধারামতে আঠার মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

জি.উ. জি. সি. কিলি সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বারিফোর-আট-লা জি.উ. গডন লিথ সাহেব এই গবর্নমেন্টের অধীন রাজকীয় মোকদ্দমার ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্টের ও প্রয়োজকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জি.উ. জি. গুজিয়র সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী জি.উ. সি. ডবলিউ. বোলন্টন সাহেব পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. আর. কর্নিস সাহেবকে পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক এই মাসের ১ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

ভাগলপুরের অন্তর্গত মধুপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. বাবু তৈলোক্যনাথ সেন, যশোহরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত বনগাঁ মজুমদার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত বনগাঁয়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মুজের জিলার কর্ম গৃহণের তারিখ অবধি সেই জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

মজুমদারপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের ক্রিয়াকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. মুন্সী ওরাজীদ হুসেন, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিম্নলিখিত কার্য্যকারীদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ে ১০৮-২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—সব-ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় গত অক্টোবর মাসের ২৬ তারিখ অবধি ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে ছুটি লইয়াছিলেন।

জি.উ. বাবু উপেন্দ্রনাথ দ্বারদার, বাহাদুর, কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে জি.উ. বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ শ্রেণীর সব-ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জি.উ. বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, এই গবর্নমেন্টের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের রেলওয়ে শাখায় বিশেষ ডেপুটী কালেক্টররূপে নিযুক্ত থাকিবেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।—ছুটি প্রাপ্ত একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.উ. বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পুরনিয়া জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

জি.উ. এচ. মস্ত্রাট সাহেব কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে পাবনার একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জি.উ. এফ. এচ. মাকলখলিম সাহেব গত মার্চ মাসের ২৯ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—পোলীসের আসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি.উ. জে. টি. রিবেট কার্ণাক সাহেব ১৮৮২ সালের ২৬ জুন অবধি ১৮৮৩ সালের ১৪ নবেম্বর পর্যন্ত আসামের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্ম করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।—জি.উ. জে. কোই সাহেব পোলীসের আসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জেলবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—ভাকুর জি.উ. নিকলসন সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে সজন জি.উ. ই. জি. রসল সাহেব ১৮৭৬ সালের ৫ আইনের ১২ ধারার বিধামতে বৃথা অপরাধিদিগকে গ্রহণ করিবার ও শিকাদিবার জন্যে আলিপুরে স্থাপিত চরিত্র সংশোধনার্থ বিদ্যালয়ের কার্য্যধ্যক্ষতা করণার্থ বোর্ডের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।—গত ডিসেম্বর মাসের ২৪ তারিখের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। আলিপুর ও রসা জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ভূতপূর্ব লেফটেনেন্ট কর্নেল জি.উ. আর. বীডন সাহেব ১৮৮৬ সালের নিয়মিত ছুটি বিষয়ক বিধিমতে ১৮৮৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর অবধি ১৮৮৪ সালের ৯ মার্চ পর্যন্ত নিয়মিত ছুটি লইয়া ভারতবর্ষে ছিলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৩ আশ্বিন।—বিহারচক্রের স্কুল সমূহের একটি ইন্সপেক্টর জি.উ. জে. বাস সমেরু পোপ সাহেব, এম. এ. সেই পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]



**FORESTS.**—*The 25th April 1884.*—Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, Chittagong, is allowed privilege leave for three days, in extension of the leave granted to him under the order of the 15th January 1884.

**CUSTOMS.**—*The 23rd April 1884.*—Mr. S. J. Kilby, Superintendent of the Customs Preventive Service and Sulkea Salt Golahs, is allowed furlough for six months, under section 132, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. J. A. P. Sneyd, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Superintendent of the Customs Preventive Service and Sulkea Salt Golahs, during the absence, on leave, of Mr. S. J. Kilby, or until further orders.

This cancels the order of the 4th instant, appointing Mr. Sneyd to act as District Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, *vice* Mr. W. D. Pratt, on leave.

**PORT TRUST.**—*The 29th April 1884.*—Captain G. O'B. Carew, Deputy Director of the Indian Navy, is re-appointed, under the provisions of Act V (B.C.) of 1870, to be a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta.

The following gentlemen are appointed, under the provisions of Act V (B.C.) of 1870, to be Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta:—

Mr. W. Craik, *vice* Mr. F. Prestage, resigned.

,, C. H. Moore, *vice* Mr. H. B. H. Turner.

**MEDICAL.**—*The 16th April 1884.*—Mr. F. J. Murphy, Medical Officer at the Sandheads, is allowed leave for one month, under section 138, rule 10, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 6th May next.

*The 17th April 1884.*—Surgeon R. Macrae, Civil Surgeon of Julpigoree, is allowed leave for two months and ten days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Brojo Nath Chowdry, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to have medical charge of the civil station of Julpigoree, during the absence, on leave, of Surgeon R. Macrae, or until further orders.

*The 19th April 1884.*—Surgeon J. Moorhead, Civil Surgeon of Mymensingh, is allowed furlough for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Surgeon T. R. Macdonald is appointed to act as Civil Surgeon of Mymensingh, during the absence, on furlough, of Surgeon J. Moorhead, or until further orders.

**MUNICIPAL.**—*The 20th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Rampore Beaulah Municipality of Assistant Surgeon Chunder Nath Chowdree to be their Vice-Chairman.

Baboo Bani Kunto Deb is appointed to be a Commissioner of the Utterparah Municipality, in the district of Hooghly.

*The 21st April 1884.*—Pandit Horo Prasad Sastri is re-appointed to be a Commissioner of the municipality of Nannatty, in the district of the 24-Pergunnahs.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the above municipality of Baboo Chandra Shikur Gupta to be their Vice-Chairman.

*The 22nd April 1884.*—Mr. G. Sam, District Traffic Superintendent, East Indian Railway is appointed to be a Commissioner of the Sahabgunge Municipality, in the Sonthal, Pergunnahs district.

[*Government Gazette, 6th May 1884.*]

বনবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন।—চট্টগ্রামের বনের একটি ডেপুটী বনরক্ষক জীযুত ডব্লিউ, এম, গ্রীন সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারির আজ্ঞাধতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত তিন দিনের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

কচিৎবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন।—কচিৎমের মাসুল চুরী নিবারণ কার্যের ও শালিখার মুনগোনার সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত এম, জে, কিল্লি সাহেব আগামী মে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কায্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০২ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

জীযুত এম, জে, কিল্লি সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত জে, এ, পি, সুইড সাহেব, কচিৎমের মাসুল চুরী নিবারণ কার্যের ও শালিখার মুনগোনার সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত ডব্লিউ, ডি, প্রাইট সাহেব ছুটি লওয়াতে জীযুত সুইড সাহেবকে ২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্ম করণার্থে নিযুক্তকালে বিষয়ক এই ন্যায়ের ৪ তারিখের আজ্ঞা প্রযোজ্য হইত করা গেল।

পোর্টট্রাক্ট বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।—ইন্ডিয়ান নৌবাহিনীর ডেপুটী ডেপুটী কমান্ডার জীযুত জি, ও'বি কার সাহেব ১৮৮৭ সালের বঙ্গীয় ও আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দরের উৎসর্গসাধনার্থ কমিশনারের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত নবীনায়ের ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ও আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দরের উৎসর্গসাধনার্থ কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জীযুত এফ. প্রেস্টেজ সাহেব কর্ম ত্যাগ করিতে জীযুত ডব্লিউ, জেক সাহেব।

এচ, বি, এড, টার সাহেবের পরিবর্তে জীযুত সি, এচ, মুর সাহেব।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ আশ্বিন।—গঙ্গানগরের চিকিৎসক জীযুত এফ, জে, মর্ফি সাহেব বঙ্গীয় ও আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দরের উৎসর্গসাধনার্থ কমিশনারের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।—জলপাইগুড়ির সিবিল চিকিৎসক সর্জন জীযুত আর, মার্কে সাহেব আগামী মে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কায্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ছয় মাস দশ দিনের ছুটি পাইলেন।

সর্জন জীযুত আর, মার্কে সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিস্ট্যান্ট সর্জন জীযুত ব্রজনাথ চৌধুরী জলপাইগুড়ির সিবিল স্টেশনের চিকিৎসা কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন।—ময়মনসিংহের সিবিল চিকিৎসক সর্জন জীযুত জে, মুর হেড সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কায্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ৬১ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

সর্জন জীযুত জে, মুর হেড সাহেবের নিয়মিত ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সর্জন জীযুত টি, আর, মার্কেডোনাড সাহেব ময়মনসিংহের সিবিল চিকিৎসকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ আশ্বিন।—রামপুর বোয়ালিয়া মুন্সিপালিটির কমিশনারের আসিস্ট্যান্ট সর্জন জীযুত চন্দ্রনাথ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করিতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

জীযুত বাবু বানীকণ্ঠ দেব ভগলী জিলার অন্তর্গত উত্তরপাড়া মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।—জীযুত বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত মৈহাটী মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশনারের জীযুত বাবু চন্দ্রনাথ গুপ্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।—ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত জি, স্যাম সাহেব সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Sital Singh.

|

Baboo Haridas Marwari.

ROAD CESS.—*The 18th April 1884.*—Mr. C. Ambler is appointed to be a member of the Monghyr District Road Committee.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette* :—

*No. 106.—The 14th April 1884.*—In consequence of the return to duty of Lieutenant-Colonel T. B. Michell, Deputy Commissioner, fourth grade, who is appointed to act in the second grade of Deputy Commissioners, the following officers reverted to the grades specified against their names, with effect from the 27th February 1884 :—

To Deputy Commissioner, third grade, Mr. J. K. Wight, c.s., Officiating Deputy Commissioner, second grade.

\* \* \* \*

To Assistant Commissioner, first grade, Mr. A. J. Primrose, c.s., Officiating Deputy Commissioner, fourth grade, with effect from the 12th March 1884.

To Assistant Commissioner, second grade, Mr. J. D. Anderson, c.s., Officiating Assistant Commissioner, first grade, from the 12th March 1884.

To Assistant Commissioner, third grade, Mr. R. S. Greenshields, c.s., Officiating Assistant Commissioner, second grade, from the 12th March 1884.

*No. 107.*—The following promotions are made in the Assam Commission with effect from the 1st March 1884, in consequence of the transfer of Mr. O. G. R. McWilliam, c.s., to Bengal, notified in Government of India notification, in the Home Department, No. 270, dated the 22nd December 1883 :—

\* \* \* \*

Mr. J. Knox Wight, c.s., Assistant Commissioner, first grade, to be Deputy Commissioner, fourth grade.

\* \* \* \*

Mr. J. Kennedy, c.s., Supernumerary Assistant Commissioner, second grade, is absorbed in that grade.

*No. 111.—The 17th April 1884*—In consequence of the departure, on leave, of Mr. A. J. Primrose, Officiating Assistant Commissioner, first grade :—

Mr. J. D. Anderson, Assistant Commissioner, second grade, to act in the first grade, with effect from the 23rd March 1884.

Mr. R. S. Greenshields, Assistant Commissioner, third grade, to act in the second grade, *vide* Mr. Anderson.

F. B. PEACOCK,  
Secy. to the Govt. of Bengal.

#### NOTIFICATION.

*The 18th April 1884.*—Whereas a notification was published in the *Calcutta Gazette* of the 23rd January 1884, declaring the Lieutenant-Governor's intention to extend to the Bansberia Municipality, in the district of Hooghly, in accordance with the recommendation of the Commissioners made at a meeting, the provisions of sections 237, 238, 239, 240, 241, 247, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 285, 286, 287 and 288 of Act V (B.C.) of 1876, and so much of section 235 as refers to drains only; and also to extend the provisions of section 236 of the Act to the Shahagunge and Trivancee road situated within the said Municipality, and whereas no valid objection has been raised to the proposal, the Lieutenant-Governor, in the exercise of the powers conferred upon him by section 234 of the said Act, directs that the extension shall take effect from the 1st June 1884.

E. N. BAKER,  
Offg. Secretary to the Government of Bengal.

[Government Gazette, 6th May 1884.]

নিম্নলিখিত মহাপ্রবন্ধে। উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনারের পক্ষে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

ক্রিয়ত বারু শীতল সিংহ।

| ক্রিয়ত বারু হরিদাস মাড়ওয়ারী।

পঞ্চকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন।—ক্রিয়ত সি, আশ্বনার সাহেব মুন্সের জিলার পঞ্চ-  
কমিটীর মেম্বরের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটকর্তৃক উদ্ধৃত করা গেল।—

১০৬ নং।—১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।—চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনার সেক্টরেন্ট-কর্ণেল ক্রিয়ত  
টি, বি, মিচেল সাহেব ডেপুটী কমিশনারদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে তাঁহার  
কর্ম প্রত্যাহার গমন প্রযুক্ত নিম্নলিখিত কার্যকারকেরা ১৮৮৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অবধি আপন  
নারের পার্শ্বলিখিত শ্রেণীতে প্রত্যাহার গমন করিলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি ডেপুটী কমিশনার ক্রিয়ত জে, কে, ওয়াইট সাহেব, সি, এস, তৃতীয় শ্রেণীর  
ডেপুটী কমিশনারের পক্ষে।

\* \* \* \* \*

চতুর্থ শ্রেণীর একটি ডেপুটী কমিশনার ক্রিয়ত এ, জে, প্রিন্সরোস সাহেব, সি, এস, ১৮৮৪ সালের  
১২ মার্চ অবধি প্রথম শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশনারের পক্ষে।

প্রথম শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশনার ক্রিয়ত জে, ডি, আওয়ারসন সাহেব, সি, এস, ১৮৮৪  
সালের ১০ মার্চ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশনারের পক্ষে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশনার ক্রিয়ত আর, এফ, গ্রোনশিলডস সাহেব, সি, এস,  
১৮৮৪ সালের ১০ মার্চ অবধি তৃতীয় শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশনারের পক্ষে।

১০৭ নম্বর।—হোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ১৮৮৩ সালের ২২ ডিসেম্বরের ২৭০ নং  
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত ক্রিয়ত ও, জি, আর, মাকউলিয়াম, সি, এস, সাহেবকে বঙ্গদেশে প্রেরণের  
১৮৮৪ সালের ১ মার্চ অবধি আসাম কমিশনে নিম্নলিখিত পদবুদ্ধি করা গেল।

\* \* \* \* \*

প্রথম শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশনার ক্রিয়ত জে, নগ্ন ওয়াইট সাহেব, সি, এস, চতুর্থ শ্রেণীর  
ডেপুটী কমিশনার হইবেন।

\* \* \* \* \*

দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত আসিস্ট্যান্ট কমিশনার ক্রিয়ত জে, তেনেডি সাহেব, সি, এস, সেই  
শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

১১১ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।—প্রথম শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশনার ক্রিয়ত  
এ, জে, প্রিন্সরোস সাহেব, ছুটী লইয়া গমন করিতে—

দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশনার ক্রিয়ত জে, ডি, আওয়ারসন সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৩ মার্চ  
অবধি প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিবেন।

ক্রিয়ত আওয়ারসন সাহেবের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশনার ক্রিয়ত আর, এস,  
গ্রোনশিলডস সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিবেন।

এফ, বি, পীকল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন।—হুগলী জিলাব অন্তর্গত বাঁধবেড়িয়া মুনিসিপালিটীর সভাপতি কমিশনার-  
দের অনুরোধক্রমে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০  
১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৮১, ১৮৬, ১৮৭, ও ২০৮ ধারার বিধান এবং ২৩১ ধারার যে অংশ কোন জল নির্গম  
নের পথের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সেই অংশ উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করণার্থে এবং উক্ত মুনিসি-  
পালিটীর মধ্যে স্থিত শাহাগঞ্জ ও ত্রিবেণীর পথে উক্ত আইনের ১৩৬ ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থে  
ক্রিয়ত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশক্রমে প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ২৩ জানুয়ারির  
কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেল। সেই আশুতর সমস্তে যুক্তিসিদ্ধ কোন আপত্তি উদ্ভূত হইয়া  
নাগোষ্ঠে ক্রিয়ত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ উক্ত আইনের ২৩৪ ধারার অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা-  
বলে কার্যক্রিয়া তিনি ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি উক্ত প্রচলন কার্যবৎ হইবার আদেশ করিলেন।

ই, এম. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ৬ মে। ]

## NOTIFICATION.

*The 21st April 1884.*—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee, under bye-law No. 2 of the Bye-laws framed under Act IV (B.C.) of 1871, for the town of Gya, to assist the Magistrate and the Health Officer in carrying out the provisions of the Act within the said town :—

*Official Members.*

W. Rattray, Esq., Deputy Magistrate and Deputy Collector.  
 Baboo Pran Kumar Das, Deputy Magistrate and Deputy Collector.  
 „ Bhup Sen Singh, Government Pleader.

*Non-official Members.*

Baboo Durga Sankar Bhattacharjee, Zemindar.  
 „ Ram Nath Singh, Zemindar.  
 „ Behari Lal Barik, Gyawul.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 21st April 1884.*—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the power conferred on him by section 78, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Pooree Municipality, made at a meeting, to sanction the imposition by the Commissioners, under section 122 of the Act, of a tax on carriages and on horses and other animals mentioned in the third schedule annexed to the Act, at rates not exceeding those specified in the said schedule. The Lieutenant-Governor also intends, in the exercise of the same power, to sanction the levy by the Commissioners, under section 134 of the Act, of a fee on the registration, under section 133, of all carts kept or habitually used within the municipality.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 24th April 1884.*—Under section 2, Act XXXVI of 1858, the Lieutenant-Governor appoints Mr. J. E. Caithness to be a Visitor of the Lunatic Asylum at Bhowanipore, *vice* Mr. W. Alexander.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 26th April 1884.*—Under section 2, Act XXXVI of 1858, the Lieutenant-Governor appoints the Hon'ble B. Miller to be a Visitor of the Lunatic Asylum at Bhowanipore, *vice* Mr. H. Pratt.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 26th April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. T. Jones of his appointment as a Commissioner of the Town of Calcutta.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—মিল্লিখিত মহানগরেরা গয়া নগরের মধ্যে ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের বিধান কার্যে পরিণত করণার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও অধ্যক্ষের সাহায্যে করিবার জন্য উক্ত আইনমতে প্রণীত উপবিধির ২ ধারা অনুসারে উক্ত নগর কমিটির বেধের পদে নিযুক্ত করিলেন।

রাজকীয় পদধারি বেস্বর।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর অধীশ্রুত ডবলউ রাস্ট্রে সাহেব।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর অধীশ্রুত বাবু হানুমান দাস।

গবর্ণমেন্টের উ পীল অধীশ্রুত বাবু ভূপ সেন সিংহ।

রাজকীয় পদধারি নহেন এমত বেস্বর।

জমিদার অধীশ্রুত বাবু দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য।

” ” বাবু রামনাথ সিংহ।

গয়া অধীশ্রুত বাবু বিহারীলাল বারিক।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১১ আপ্রিল।—নাগপুরের অবগদার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইছে যে, অধীশ্রুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা-নুসারে কার্য করিয়া এবং পুরী মুনিসিপালিটির সভাপতি কমিশনারদের অনুমোদনক্রমে তিনি, উক্ত আইন-সংযুক্ত তৃতীয় তফসীলের নিখিত গাড়ী, ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তুর উপর উক্ত আইনের ১০২ ধারামতে উক্ত কমিশনারদের দ্বারা উক্ত তফসীলের নির্দিষ্ট চারের অধিক চারে টাক্স শাস্য হওয়ার অনুমতি দিতে কল্পনা করিয়াছেন। অধীশ্রুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া উক্ত মুনিসিপালিটি মধ্যে যেকোন গরুর গাড়ী রাস্তা যন্ন ও অধীশ্রুত ব্যবহার হয় উক্ত আইনের ১০৩ ধারামতে তাক্স রেজিষ্ট্রী করিবার নিমিত্ত ও উক্ত কমিশনারদের দ্বারা ১০৪ ধারামতে ফী আদায় করিবার অনুমতি দিতে কল্পনাও করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।—অধীশ্রুত ডবলউ, আলেকজান্ডার সাহেবের পরিবর্তে অধীশ্রুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮৮ সালের ৩৬ আইনের ২ ধারামতে অধীশ্রুত জে, ই, কেননাম সাহেবকে ভবানীপুরস্থ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীর পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আপ্রিল।—অধীশ্রুত এচ, প্রাট সাহেবের পরিবর্তে অধীশ্রুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮৮ সালের ৩৬ আইনের ২ ধারামতে মানাবর অধীশ্রুত আর, মিলর সাহেবকে ভবানীপুরস্থ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীর পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আপ্রিল।—অধীশ্রুত টি, জোন্স সাহেব কলিকাতা নগরের কমিশনারদের পক্ষ হইতে পত্র পাঠান অধীশ্রুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

## NOTIFICATION.

*The 27th April 1884.*—Under section 6, Act IV (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints Mr. C. E. Buckland, c.s., to be a Commissioner of the town of Calcutta, vice Mr. T. Jones, resigned.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 28th April 1881.*—Under section 18, Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints the following gentlemen to be *ad interim* Commissioners of the Patna Municipality until the election of Commissioners is held under the new Municipal Act:—

Moulvie Khoda Bux Khan.

Rai Jai Kissen.

Rai Kashi Pershad.

Baboo Guru Prosad Sen.

Syed Quazi Reza Hossein.

Syed Fuzlur Rahman.

Syed Tajamul Hossein.

Syed Ali Mahamed.

Syed Jaffer Hossein.

Syed Amir Hossein.

Baboo Lukhraj Bahadoor.

„ Krishna Chunder Ghose.

Baboo Bal Kishoon Lall.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

*The 27th April 1884.*

From—Bombay.

From—General Secretary.

To—Calcutta.

To—Bengal.

EGLETON telegraphs from Cairo thus:—Quarantine imposed here on arrivals from Bombay.

A. P. MACDONNELL,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1931 A.

*The 15th April 1884.*—Under the authority vested in him by the final clause of section 357 of the Code of Criminal Procedure (Act X of 1882), the Lieutenant-Governor empowers Syed Mahomed Israil, Deputy Magistrate of Kooshtea, Nuddea, to take down evidence in criminal cases in the English language, with effect from the date on which he took charge of that sub-division.

*The 16th April 1884.*—Baboo Gunga Narain Roy, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bogra, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Saroda Prosad Basu, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bagirhat, during the absence, on leave, of Baboo Koilash Chunder Mozumdar, or until further orders, with effect from the date on which he joined his appointment.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Saroda Persad Roy Chowdry of his appointment of Honorary Magistrate of the Kandi Bench, in the district of Moorshedabad.

Baboo Kunjo Behary Ghose is appointed to be an Honorary Magistrate for this Bench, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

[ *Government Gazette*, 6th May 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ আশ্বিন।—ঐযুত টি, জোজ সাহেব কনস্টাবল কর্তৃক ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩ ধারামতে ঐযুত সি, ই, বকুলীও, সি, এস, সাহেবকে কলিকাতা নগরের কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এস, বেকার,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন।—নূতন মুনিসিপাল আইনমতে ১৮৭২ কমিশ্যনরগণ মনোনীত না হইল ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ১৮ ধারামতে মিল্লিভিডে মহাপরমিগকে পাটনা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত করিলেন।—

ঐযুত মৌলবী খোদাবক্স খাঁ।

„ রায় অয়কৃষ্ণ।

„ রায় কালীপ্রসাদ।

„ বাবু গুরুপ্রসাদ সেন।

„ সৈয়দ কাজি রেজা হুসেন।

„ সৈয়দ কাজলুর রহমান।

ঐযুত সৈয়দ ডাক্তার হুসেন।

„ সৈয়দ আলি মহম্মদ।

„ সৈয়দ আলুর হুসেন।

„ সৈয়দ আশির হুসেন।

„ বাবু লখরাজ বাকাহুর।

„ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ।

ঐযুত বাবু বালকৃষ্ণ লাল।

ই, এস, বেকার,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশ,  
কলিকাতা।

বোম্বাই  
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ২৭ আশ্বিন।

ঐযুত ইগর্টন সাহেব কাইরোহইতে এইরূপ টেলিগ্রাম করিয়াছেন।—বোম্বাইহইতে যে স কম আহাজ আইসে, তাহার উপর এখানে ক্যান্টাইন ধাৰ্য্য হইল।

এ, পি, মাকডনেল,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

জুডিশ্যল ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮১ A মন্তর।

১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন।—নদীয়ার অন্তর্গত কুফ্যার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ঐযুত সৈয়দ মহম্মদ ইব্রাহিম যে তারিখে উক্ত বকুলীও কর্তৃক তার গ্রহণ করেন ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি কৌশলারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩৫৭ ধারার শেষ প্রকরণমতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে তিনি সেই তারিখ অবধি তাহাকে কৌশলারী মোকদ্দমার হইত্তেজী ভাষার সাফ্য লিখিয়া লইবার ক্ষমতা দিলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—বগুড়ার একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ঐযুত বাবু গঙ্গাশ্যামরায় রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ঐযুত বাবু টেকলাসচন্দ্র মজুমদারের ছুটি প্রযুক্ত অমু হিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মনা হয়, ঐযুত বাবু শ্যামদাশ্রমাদ রায়, বি, এস, যশোহর জেলার মুনসেফের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া বাগীরহাটে স্বীয় কন্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ ৩৬৭ অবস্থাপিত হইবেন।

ঐযুত বাবু শ্যামদাশ্রমাদ রায় চৌধুরী মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কান্দি বেঞ্চের অর্টথডনিক মাজিস্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগকরণার্থে যে পত্র পাঠান ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

ঐযুত বাবু কুণ্ডবিহারী ঘোষ এই বেঞ্চ অর্টথডনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে। ]



*The 17th April 1884.*—Mr. G. C. Sconce (Barrister-at-Law), Fourth Judge, Court of Small Causes, Calcutta, is appointed to act as Third Judge of that Court, during the absence, on deputation, of Mr. R. S. T. MacEwen, or until further orders.

Mr. T. Jones (Barrister-at-Law), Registrar and Chief Ministerial Officer, Court of Small Causes, Calcutta, is appointed to act as Fourth Judge of that Court, during the absence, on deputation, of Mr. G. C. Sconce, or until further orders.

Mr. Rajkissen Sen (Barrister-at-Law), Munsif of Sealdah, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Registrar and Chief Ministerial Officer, Small Cause Court, Calcutta, during the absence, on deputation, of Mr. T. Jones, or until further orders.

Mr. Rajkissen Sen is invested, under section 14 of Act XV of 1882 (the Presidency Small Cause Courts Act), with the powers of a Judge for the trial of suits in which the amount or value of the subject-matter does not exceed Rs. 20.

*The 18th April 1884.*—Baboo Narayan Chandra Naik, Tehsildar of Ungul, exercising powers of a Magistrate of the second class, is vested, under section 32, Act X of 1882 (The Code of Criminal Procedure), with the power to pass sentences of whipping.

The gentlemen named below are appointed to be Honorary Magistrates for the Gurwah Bench, in the district of Lohardugga, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class :—

Baboo Runjeet Singh.  
,, Dukhi Sahu.

Baboo Goburdhun Ram.  
Sheik Neazan.

Dubey Gopidhur.

Mr. K. G. Gupta, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is vested with the powers, under sections 110, 113, and 260, of the Code of Criminal Procedure.

*The 21st April 1884.*—Shah Mahomed Yakub is appointed to be an Honorary Magistrate for the Kharackpur Bench, in the district of Moughyr, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

*The 28th April 1884.*—Baboo Purna Chander Mitter, B.L., is appointed to act as a Munsif in the 24-Pergunnahs district, and to be ordinarily stationed at Barripore, during the absence, on leave, of Baboo Moti Lal Haldar, or until further orders.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 25th April 1884.*—Baboo Mohim Chandra Sarkar Munsif of Barabazar, in the district of Manbhoom, is allowed leave of absence for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st proximo, or from any date on which he may avail himself of it.

*The 26th April 1884.*—Baboo Jogendronath Deb, Additional Munsif of Gya, is allowed leave of absence for one month and a half, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, on half-pay, with effect from the date on which he may avail himself of it.

F. B. PEACOCK,  
*Secy. to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 14th April 1884.*—It is hereby notified that the Chintaman, Hemtabad, and Patnitollah Munsifs, in the district of Dinagepore, shall henceforth be designated the Phulbari, Raigunge, and Balughat Munsifs respectively.

F. B. PEACOCK,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

[Government Gazette, 6th May 1884.]

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।—রাজকাছোপলকে জিহুত আর, এন, টি, মাকইউয়েন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার ছোট আদালতের চতুর্থ জজ বারিস্টার আর্ট-ল, জিহুত সি, সি, স্কস সাহেব উক্ত আদালতের তৃতীয় জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাছোপলকে জিহুত জি, সি, স্কস সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রার ও প্রথম আমলা বারিস্টার-আর্ট-ল, জিহুত টি, জোন্স সাহেব উক্ত আদালতে চতুর্থ জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাছোপলকে জিহুত টি, জোন্স সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার অন্তর্গত শিলালদেহের মুনসেফ বারিস্টার-আর্ট-ল, জিহুত রাজকৃষ্ণ জেন কলিকাতার ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রারের ও প্রধান আমলার কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত রাজকৃষ্ণ জেন বিবাহবিবাদের পরিমাণ বা দ্বারা ২০৭ টাকার অধিক না হইলে সেই মোকদ্দমার বিচার করণার্থে প্রথমদিক ছোট আদালত বিবরক ১৮৮২ সালের ১৫ আইনের ১৪ ধারামতে জজের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন।—দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাক্রম কর্মকারী জজের তহনীলদার জিহুত বাবু সারানন্দজি নারক ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিবরক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩২ ধারামতে কল্যাণত দণ্ডাজ্ঞা করণের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত মহালয়েরা লোহারডগা জিলার অন্তর্গত গড়ওয়া বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জিহুত বাবু রণজিত সিংহ।

” ” সুখী সাহ।

জিহুত বাবু গোবিন্দ রাম।

” শেখ মিরাজান।

জিহুত দোবে গোপীধর।

কটকের একটি আইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত কে, জি, গুপ্ত ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিবরক আইনের ১১০, ১১৩ ও ২৬০ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।—জিহুত শাহ মচন্দ ইরাকুর মুন্সের জিলার অন্তর্গত খরকপুর বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—জিহুত বাবু মতিলাল হালদারের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জিহুত বাবু পূর্ণচন্দ্র সিংহ, বি, এন, ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সাধামাতঃ বাকইপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন।—মানভূম জিলার অন্তর্গত বড় বাজারের মুনসেফ জিহুত বাবু মহিমচন্দ্র সরকার আগাধি মাসের ১ তারিখ অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন।—গয়ার আডিশ্যনাল মুনসেফ জিহুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ দেব, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে অর্ধ বেতনে দেড় মাসের ছুটী পাইলেন।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।—এতদ্বারা, এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত চিন্তামল, হেমতাগাঁও ও পত্নীটোলা মুনসেফী এই অবধি ক্রমাগত ফুলবাড়ী, রাইগঞ্জ ও বালুঘাট মুনসেফী নামে খ্যাত হইবে।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্টে গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

## PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

*The 28th April 1884.*

**No. 179.—Leave.**—Mr. W. deW. Peel, Executive Engineer, third grade, *sub. pro tem*, and Under-Secretary in this department, is granted one month's privilege leave, with effect from the afternoon of the 16th April 1884.

**No. 180.—Notification.**—Mr. F. J. E. Spring, Executive Engineer, third grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, is appointed to officiate as Under-Secretary in this department during the absence, on privilege leave, of Mr. W. deW. Peel.

**No. 181.—Leave.**—Mr. C. A. Mills, Executive Engineer, third grade, Second Calcutta Division, is granted three months' privilege leave, under section 73 of the Civil Leave Code, with effect from the 14th proximo, or from such date as he may avail himself of it.

## RAILWAY.

*The 28th April 1884.*

**No. 182.**—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for diverting the watercourse of the Bagmati river, as a protective work, near the Bilaspur Railway Station on the Tirhoot State Railway, in the village of Bilaspur, pergunnah Sarai Hamid, zillah Durbhunga, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 18 beegahs 18 cottahs 8 chittacks of standard measurement, bounded on the—

**Plot 1.**—North by the river Bagmati, also called Bakya; east by the holdings of Saikh Nabi, Mossamut Rahooari, Shaikh Sharuffuddin, and Shaikh Maddi; south by the aforesaid river; west by the holdings of Maddi, Shaikh Sharuffuddin, Nanku Mian, Mosahib Choudhri, Enayut Choudhri, Mohamad Salah Choudhri, and Mohamad Shah Choudhri.

**Plot 2.**—North, east, and south by the river Bagmati, and west by waste land of which the land required forms a part, is required within the aforesaid village of Bilaspur.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

**No. 183.—Declaration.**—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for diverting the watercourse of the Bagmati river, as a protective work, near the Bilaspur Railway Station on the Tirhoot State Railway, in the village of Jagdispur, pergunnah Kharsar, zillah Durbhunga, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 24 beegahs 4 cottahs 7 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the holdings of Madhukur, Bhola, Reepan, Goghan, Jhumak, Keshwar Singh, Babulal Singh, Rashid Mian, Gobind Singh, Ram Nath Singh, and public road; east by the river Bagmati; south by the holdings of Bhagju Singh, Ghoghan, Babulal Singh, Chand Singh, Ram Lal Singh, Gobind Singh, Sahdaon Singh, and public road; west by the aforesaid river, is required within the aforesaid village of Jagdispur.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

**No. 184.—Declaration.**—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for public purposes, viz. for addition and alteration of locomotive sidings and turntable at Mokameh station, in the village of Mokameh, pergunnah Ghyaspore, zillah Patna, it is hereby declared that for above purpose one plot of land is required, as follows:—

**Plot No. 1.**—Measuring local 7 beegahs 16 cottahs, bounded on the north and east by the East Indian Railway Company's land; south by the adjoining land belonging to Kassey Sing, Toolsee Sing, Joomon Sing, and others; and west by Talabor Sing, Tahul Singh and Nilcomul Mitter's land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[Government Gazette, 6th May 1884.]

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।

১৭৯ নম্বর।—ছুটি।—কিরংকালীন স্থায়ী তৃতীয় শ্রেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার ও এই কার্য-বিভাগের ছোট সেক্রেটারী জীবুত ডবলিউ, ডি, ডবলিউ, পীল সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৬ আশ্বিনের অপ-রাহ্ন অবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

১৮০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—জীবুত ডবলিউ, ডি, ডবলিউ, পীল সাহেবের অনুগ্রহের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিত কালে বাণারস-কটক রেলওয়ে সরবের তৃতীয় শ্রেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার জীবুত এফ, জে, ই, স্প্রিং সাহেব এই কার্যবিভাগের ছোট সেক্রেটারীর কন্ঠ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮১ নম্বর।—ছুটি।—কলিকাতার দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় শ্রেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার জীবুত সি. এ, মিলস সাহেব আগামি মাসের ১৪ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদ-বধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৭৩ ধারানুসারে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

রেলওয়ে বিবরণ।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।

১৮২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীর কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ভারতজা জিলার অন্তর্গত সরাই হামিদ পরগনার বিলাসপুর গ্রামে ত্রিভুজ ফেটে রেলওয়ের বিলাসপুর স্টেশনের নিকট রক্ষাকারি কার্যস্বরূপ বাগমতী নদীর জল স্রোত ফিরাইবার জন্যে রাজকীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে উক্ত বিলাসপুর গ্রামে কতিমতে ন্যূনাত্মক ১৮৮৩১১ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এইরূপ,—

১ খণ্ড।—উত্তরসীমা বাগমতী নদী, (বকশাও বলে,) পূর্বসীমা সেখ মবি, মসদা রাহুয়ারি, সেখ শরফুদ্দীন ও সেখ মন্দির ঘোত, দক্ষিণ সীমা উক্ত নদী, পশ্চিমসীমা মদি, সেখ শরফুদ্দীন, মান্নু মিঞা, মোসাংহেব চৌধুরী, ইনায়েৎ চৌধুরী, মহম্মদশাহ চৌধুরী ও মহম্মদশাহ চৌধুরীর ঘোত।

২ খণ্ড। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণসীমা বাগমতী নদী, এবং পশ্চিম সীমা পতিত জমি, ঐ জমির একাংশ প্রয়োজনীয় ভূমি।

ইহাতে বাহাদুরের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীর কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ভারতজা জিলার অন্তর্গত খারনার পরগনার জগদীশপুর গ্রামে ত্রিভুজ ফেটে রেলওয়ের বিলাসপুর স্টেশনের নিকট রক্ষাকারি কার্যস্বরূপ বাগমতী নদীর জল স্রোত ফিরাইবার জন্যে রাজকীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে উক্ত জগদীশপুর গ্রামে কতিমতে ন্যূনাত্মক ২৪/৪১৬ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মধুকর, ভোলা, রীপণ, গোবিন, জুমক, কেশওয়ার সিংহ, বাবু লাল সিংহ, রশিদ মিঞা, গোবিন্দ সিংহ, ও রামনাথ সিংহের ঘোত এবং সরকারী পথ, পূর্ব সীমা বাগমতী নদী, দক্ষিণ সীমা ভাগজু সিংহ, ঘোবান, বাবু লাল সিংহ, চাঁদ সিংহ, রামলাল সিংহ, গোবিন্দ সিংহ, সাকদাওন সিংহের ঘোত ও সরকারী পথ, পশ্চিম সীমা উপরোক্ত নদী।

ইহাতে বাহাদুরের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীর কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত ঘায়াসপুর পরগনার মোকামা গ্রামে মোকামা ফেননে লোকোমটিব সাইডিজ এবং টর্গটেবলের সংযোগ ও উৎপারবর্তন করিবার জন্যে রাজকীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে নিম্নলিখিত ভূমি খণ্ডের প্রয়োজন।

১ সং খণ্ড।—স্থানীয় মাপের ৭৮১ কাঠা পরিমিত, তাহার উত্তর ও পূর্ব সীমা ইফ ইওয়ান রেলওয়ে কোম্পানির জমি, দক্ষিণ সীমা কাশী সিংহ, তুলসী সিংহ ও জুমন সিংহ প্রভৃতির নিকটবর্তী জমি, এবং পশ্চিম সীমা তালেবর সিংহ, টেল সিংহ ও মীলকমল দিয়ার জমি।

ইহাতে বাহাদুরের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে। ]

## CIVIL BUILDINGS.

*The 28th April 1884.*

**No. 185.—Declaration.**—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for a burial ground in the village of Bania Khamar, pergunnah Khalispur, in the district of Khoolna, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 beegahs 5 cottahs 4 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the newly-planted garden of Haran Das, on the east by the house of Machim Shaikh, on the south by the land of Machim Shaikh and Kasi Nath Kundu, and on the west by the Bania Khamar Road, is required within the aforesaid village of Bania Khamar.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

**No. 186.—Declaration.**—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the purpose of making the boundary of the Government estate English Bazar, as well as the premises of the Government circuit-house, permanently compact and uniform, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring 2 beegahs, more or less, of standard measurement, and situated in mouzah Mukdempore, mehal Khana Alampore, pergunnah Bhatiagolpore, zillah Maldah, bounded on the north by the Government compound land, on the south by the Government compound wall and the Government English School Street, on the west by the Mukdempore Street, and on the east by the school tank is required within the aforesaid mouzah Mukdempore.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

*The 29th April 1884.*

**No. 187.—Notification.**—Mr. J. R. Swinden, Assistant Engineer, first grade, is appointed, as a temporary measure, to hold charge of the Buxar Division, during the absence, on privilege leave, of Mr. J. P. Scotland, with effect from the forenoon of the 10th instant.

**No. 188 —Notification.**—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions and reversions in the Engineer Establishment of the Public Works Department :—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. A. J. Oldham ...	Executive Engineer, fourth grade.	Executive Engineer, third grade.	14th March 1884	<i>Sub. pro tem.</i>
„ J. A. Price ...	Ditto ...	Ditto ...	16th ditto	<i>Ditto.</i>
„ A. E. Behrmann...	Ditto (temporary rank).	Assistant Engineer, first grade.	27th February 1884	Reversion.
„ A. E. Behrmann...	Assistant Engineer, first grade.	Executive Engineer, fourth grade.	14th March 1884	Temporary.
„ A. E. Behrmann...	Executive Engineer, fourth grade (temporary rank).	Assistant Engineer, first grade.	9th April 1884	Reversion.
„ J. R. Swinden ...	Assistant Engineer, first grade.	Executive Engineer, fourth grade.	10th April 1884	Temporary.

**No. 189.**—The following transfers are made in the interests of the public service :—

Name.	Rank.	From	To
Mr. J. T. Boase ...	Assistant Engineer, first grade.	Dacca Division ...	Sono Circle.
Baboo Aghore Nath Mookerjee	Ditto ...	Burdwan Division...	Dacca Division.

**No. 191.—Transfer.**—Mr. C. A. White, Assistant Engineer, second grade, is transferred in the interests of the public service from the Hazaribagh to the Arrah Division.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,  
Under-Secy to the Govt. of Bengal, P. W. D.

[ *Government Gazette 6th May 1884.* ]

সিভিল অটালিকা বিবরণক ।

১৮৮৪ সাল ২৮ আগ্রিল ।

১৮৫ নম্বর ।—রাজকীয় কার্ধ্যের নিমিত্তে অর্থাৎ খুলনা জিলার অন্তর্গত খালিসপুর পরগনার বানিয়া খামার গ্রামে কবর স্থানের জন্যে রাজকীয় অর্ধব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকটে এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বোক্ত কার্ধ্যের নিমিত্তে উক্ত বানিয়া খামার গ্রামে কতিমতে স্থানাদিক ২০১ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা হুতল রোপিত হরদানের বাগান, পূর্ব সীমা মচিম সেখের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা মচিম সেখ ও কাশীনাথ কুণ্ডুর জমি, এবং পশ্চিম সীমা বানিয়া খামার পথ ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

১৮৬ নম্বর ।—রাজকীয় কার্ধ্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ইংরাজ বাজার গবর্ণমেন্টে ইন্ডেন্টের ও গবর্ণমেন্টের-দাওয়ারের সীমা স্থায়ীরূপে দৃঢ় ও একিঙ্গ করিবার জন্যে রাজকীয় অর্ধব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকটে এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বোক্ত কার্ধ্যের নিমিত্তে মালদহ জিলার অন্তর্গত ভাটিয়া গোপালপুর পরগনার মহলখানী আলমপুরের মকদমপুর মৌজায় স্থিত কতিমতে স্থানাদিক ২/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গবর্ণমেন্টের হাভার জমি, দক্ষিণ সীমা গবর্ণমেন্টের হাভার প্রাচীর ও গবর্ণমেন্টের ইংরেজী স্কুল ট্রীট, পশ্চিম সীমা মকদমপুর ট্রীট, ও পূর্ব সীমা কুলের পুকুরিণী ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

১৮৮৪ সাল ২৯ আগ্রিল ।

১৮৭ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—জিহুত জে, গি, স্কটলাও সাহেবের অমুগ্রহের জুটী প্রযুক্ত অমুপস্থিতি কালে প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার জিহুত জে, আর, সুইণ্ডেল সাহেব এই মাসের ১০ তারিখের পূর্বোক্ত অবধি কিয়ৎকালের নিমিত্তে বঙ্গার খণ্ডের কার্ধ্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার সিরিশ্তার নিম্নলিখিত পদব্র্জি ও পদে প্রত্যাগমনের আজ্ঞা করিলেন ।—

নাম ।	যে পদ হইতে ।	যে পদে ।	তারিখ ।	পদ ব্রজির তাব ।
জিহুত এ, জে, ওল্ডহাম সাহেব	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকি- টিব ইঞ্জিনিয়ার	তৃতীয় শ্রেণীর একসেকি- টিব ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ	কিয়ৎকালীন স্থায়ী ।
.. জে, এ, প্রাইস সাহেব	এ	এ	এ ১৩ মার্চ ।	২
.. এ, ই, বেহরমু সাহেব	কিয়ৎকালীন এ	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৪ সাল ২৭ ফেব্রুয়ারি	পদে প্রত্যাগমন ।
.. এ, ই, বেহরমু সাহেব	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকি- টিব ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ	কিয়ৎকালীন ।
.. এ, ই, বেহরমু সাহেব	কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়ার	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৪ সাল ১ আগ্রিল	পদে প্রত্যাগমন ।
.. জে, আর, সুইণ্ডেল সাহেব	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকি- টিব ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৪ সাল ১০ আগ্রিল	কিয়ৎকালীন ।

১৮৯ নম্বর ।—রাজকার্ধ্যের স্বার্থের নিমিত্তে নিম্নলিখিত স্থানাদিকের প্রেরণ করা গেল ।

নাম ।	পদ ।	যে স্থান হইতে ।	যে স্থানে ।
জিহুত জে. টি. বোয়াল সাহেব	... প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ...	ঢাকা খণ্ড ...	সোণ ঢক্রে ।
.. বাবু অখোরনাথ মুখোপাধ্যায় ...	এ	বর্তমান খণ্ড ...	ঢাকা খণ্ডে ।

১৯১ নম্বর ।—স্থানান্তরে প্রেরণ ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার জিহুত সি, এ, ওয়াইট সাহেব রাজকার্ধ্যের স্বার্থের নিমিত্তে হাজারীবাগ খণ্ড হইতে আর্য খণ্ডে প্রেরিত হইলেন ।

জি, এক, ই, এস, লীল, মেজর, এস, এস, সি ।

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।

[ গবর্ণমেন্টে গেজেট । ১৮৮৪ । ৬ মে । ]





# গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 6, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অফিস খণ্ড।

ইন্ডিয়ায় প্রকৃতি।



# LAND ADVERTISEMENT.

## ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি।

ইস্তাহার সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ১১ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মে ফুসার নিম্নের লিখিত ভানুকাদি ১৮৫৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর স্বর্ণাস্ত পর্যন্ত বাকী পড়া রাখ ও রোডজেহ ও পবলিক ওয়ার্ক ছেহ আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালী ২৮ জৈষ্ঠ রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে দিন ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাজবাজারে সব-ডিবিমেনের এলাকাধীন।

ডেজির নম্বর।	ভানুকের নাম।	মানিকের নাম।	সম্মত কমা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য
			রাজস্ব।	ছেহ।	রাজস্ব।	ছেহ।		
২১ ২৫।	মৌজ ইননী থানে টেকনাক ভানুক নছরত আলি চৌঃ খাদ	...	৮২৭।০	২০৬৬	৪০৮।৬	০	৪০৮।৬	সম্পূর্ণ ভানুক নিলাম হইবে।
৪৫ ১৩৬।	মৌঃ টেকনাক থানে টেকনাক তাঃ জীনতী খাউ চৌঃ খাদ	...	১২১৭৭	৭২/০	৬:৩৭	২৬/৬	৬৩৯।৬	ঐ
১৫১ ১৩৮	মৌঃ রাজারুল থানে রাজু ভানুক সেরমস্ত খাঁ ... দেওয়ান বিবি ও নরুল আলি গঃ	...	১১০১।৬	১৫৮।	৩০৩।৬	৪৪/৬	৩৪৭।৬	ঐ
২০৪ ৪১২	মৌঃ দিঠাহরি থানে রাজু ইস্তাহার জিন্নতী লতিফা নিঃ আছান আলি খাঁ।	...	১১৮৩।০	১১৩/৬	৪২০	৩৭।৬	৪৫৭।৬	ঐ
২২৯ ২৮৬	মৌঃ বারপাকিয়া থানে চক্রিয়া তাঃ বিবি ইসত্রাক ... নিঃ দেওয়ান আলি সদাগর।	...	৬৮৭।৩	২২৪৬/	৪৩০	১২৬।	৬২৬।০	ঐ
৩৩৪ ১৪৬০	মৌঃ পেকুরা থানে চক্রিয়া ভানুক ফজল আলি ... খাদ	...	২৫১২৭	১০৯।৬	২০৪২৭	৭২৬/	২১১৪৬।০	ঐ

C. A. SANCELLS, Offg. Collector, Chittagong.

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার আদায়পত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৮৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আর্টিকেল অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সাল ২১ মেই মোং ১২৯১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও একশা নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮৪। ৭ এপ্রিল।

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	টেক্ষিৎ।
১৬ নং	৭৭ নলিকুজীহাল জমিদারি হিসাব। ১০ আনা ময় বেজাবৈতা তালুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে ধারিত বাদে একমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি- আমোহন চৌধুরী গর- রহ।	৭১২৭২	৮২২৫০৯	একমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ এ ১৮৭৬। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনা কান্দী ১৮৮৭ কাগ হিসাব।	জানন্দচন্দ্র চক্রবর্তী গর- রহ।	১৫৫০	.	.
	এ এ এ কি চান্দীনা কান্দী হিসাব ১৮৮৭। তিল। তপে রণভাওরাল।	জয়চন্দ্র চক্রবর্তী গররহ ...	৫০	.	.
১১৬ নং	ভাং নেওয়াজখালী হিসাব। ১০ আনা। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে ধারিত বাদে একমালি হিসাব।	দীননাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী গররহ।	১২৭১৫০	৪২৫০	একমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে বন্যামণ্ডল গররহ ৩৩ মৌজার ১০ আনা হিসাব।	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫০৩	.	.
	এ এ এ ...	প্রদরফথান চক্রবর্তী ..	৩৪১৫০৩	.	.
	এ এ এ ...	দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫০৩	.	.
	এ এ এ ...	কল্যাণচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫০৩	.	.
	তপে হাজরাদি।				
১২৪ নং	পাএম্বাংগ হিসাব। ৫০ আনা। - কাজী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে ধারিত বাদে একমালি।	মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী, দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	১০৩৩৫০	১২১/৮	একমালি অংশ নিলাম হই- বেক।
	এ এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ১০ আনা নগর হাজরাদির ১৮১৬ গণ্ডা।	জগদ্বিনোদ আচার্য্য চৌ- ধুরী নাবালগ।	২২৫১৫০	.	.
	এ এ চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ১০৫ গণ্ডা ও নগর হাজরাদির ১৯৯ গণ্ডা ও বীর মন্ডার ৫৫০ আনা। তপে সীংখী দরজিবাড়ুর মোতাংক ১৫১ নং জমিদারি। তপে হাজরাদী।	হরিকিশোর রায় চৌধুরী ..	১৬৩৫০	.	.
		ছৈয়দ আবদুল্লাহ অধ্যক্ষকে জামিনা আকর খাতুন।	২১৭৩৫০	১২১/০	অম্পূর্ণ মতাব নিলাম হই- বেক।
১২২ নং	ভাং কুজারাম দত্ত গররহ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে ধারিত বাদে একমালি।	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	৩৩৯৫/৫	.	.
	এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে ধারিত হিসাব। ১০ আনা।	বিশ্বেশ্বরী দাসগা ...	২৫০৫০	৪৩১০	ধারিত হিসাব নিলাম।
	এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে ধারিত।	রামকিশোর গঙ্গোপাধ্যায় গররহ।	১০১৪১/৭	.	.

নং ভৌজি।	বাব বহান।	বাব বানিক।	সদর অফিস।	বাকী।	টেকনিং।
-------------	-----------	------------	-----------	-------	---------

## দ্বিতীয় সেনারি বহান।

৫০৭১ নং	ডগে রণভাটনাম। ৫০৭১ নং চর চারিপাড়া স্বর্ণপুত্র ওরফে কাঁদারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গর- রহ।	৭৪৭৫১০ পাঁই	১১১১০	সম্পূর্ণ বহান নির্ধারিত হই- বেক।
৫০৮৫ নং	৫০৮৫ নং পং বরবনসিংহ বীল ছলজী ...	রাজা বরিশন্দ্র চৌধুরী গররহ।	৫৮০৭	২০১১০	৫
৫১৭৪ নং	৫১৭৪ নং পং হুশেননাথী চর ভেলুয়াখারি...	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	৮৭৪৭	২২৭৭	৫
৫২৪১ নং	৫২৪১ নং পবগনে পুখরিয়া চর গারুয়া ...	রামসখী দেব্যা চৌধুরানী পতির নাম দুর্গাচন্দ্রনাথ ও মহারানী শরৎকুমারী দেবী গররহ।	৫১১৮৫০ বালিকানা ৬৫৮৭	১৪২৪১০ বালিকানা ১৩৭৭	৫

G. E. MANISTY,

Offg. Collector.

## Government Cinchona Febrifuge.

**T**HIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Govern-  
ment officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds*  
at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following  
rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin,  
*Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*,  
at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*;  
per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to  
the foregoing rates.

## গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত অরনাশক সিন্‌কোনা।

উচ্চ কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর  
বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রস্তুত সাধারণ ও দ্রব্য কার্খার জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি  
সহায় মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন বধা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪১।০  
টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮১।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬১।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে বধা, ৪ আউন্স টিন ৫১।০ টাকা;  
৮ আউন্স টিন ১০১।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০১।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়  
উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টিনে  
২০ বার আনা, ডাকমাফল দিতে হইবে।

অন্নদানক দানবাক্স। সিন্ধুকোনা ।

লাল সিন্ধুকোনা হাল হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হুতন ও উৎকৃষ্টতর ভূষণ । বাহার দানা বাজেনা, এরূপ সামান্য অন্নদানক সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবারে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী । কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাওয়া কার্খোর জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪৭ টাকার এক পাউণ্ড হিাবে পাইবেন । সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ভূষণ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৭ টাকার এক পাউণ্ড হিাবে এই ভূষণ পাইতে পারিবেন । ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক দান্নুল লাগিবে ।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24 ; packing and postage Rs. 1-12.

\* The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurumtolah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., L.L.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিষ্টার-আর্ট-লী ও জিজ্ঞাস্তার বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্তমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ ও রেন্ট-কমিশ্যনের মেম্বর, ইন্স টেম্পলের জ্যেষ্ঠ সি, ডি, কিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, সাইবের্স প্রণীত বঙ্গদেশের জ্যেষ্ঠ লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাবলী প্রদেশের সুমারিকারী ও প্রজাবিবয়ক আইন সংহিতা ।

একত খানি পুস্তকের মূল্য ৫ পীচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিটের আকৌন্টেন্টের নিকট একত খানি পুস্তকের মূল্য এবং ডাছা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পীচ আনা পাঠাইবেন ।

বঙ্গবা ।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে ।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৬ মে । ]

## NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

<i>For the Mofussil.</i>			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	...	...	10	0	0	per annum.
Postage	...	...	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal						
...	...	...	4	0	0	"
Postage	...	...	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	...	...	0	4	0	
Postage	...	...	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	...	...	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	...	...	0	1	0	

*For Calcutta.*

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

## বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমানুষ এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

## মকঃসলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	বৎসর	১০৭
ডাকমানুষ	...	"	২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড ( বাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাঠলিপি থাকে )			
ডাকমানুষ	...	"	৪৭
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	...	"	১৭
ডাকমানুষ	...	"	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড ( প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার তাহার মূল্য সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য )			
...	...	"	১০
ডাকমানুষ	...	"	১০
ডাকমানুষ	...	"	১০

## কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য; কলিকাতায় কেবল ডাকমানুষ লাগিবে না ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিন্ হোটি সেক্রেটারী।

**NOTICE.**

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON.

*Under-Secretary to the Govt. of Bengal.*

*The 12th December 1882.*

**NOTE--Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.**

	Rs.
Full page, per issue ... ..	20
Half .. .. .	10
Casual advertisements—4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা গেজেটের কিশ্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া  
 ছাটবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মন্তব্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ  
 করা গেল।

গরবমেন্টের কাগালিয় কিম্বা গরবমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কাগালিয় তিস্ত কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল  
সেক্রেটারিয়েটে ছাপাখানা হতে পুস্তকাদি গ্রহণ কার্যে চাছিলেকিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম  
করাইতে চাছিলে তন্নিমিত্ত গঙ্গীমূল্য দিতে চাইবে, এতদ্বারা এং বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট অথবা মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কাৰ্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকান দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞান বা প্রতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মুলোর নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্ট্রিক্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাতে হইবে।

ਸਿ, ਫਾਲਿੰਗ, ਰਲੇਮ,

বজ্রদেবের গৰ্ভমণ্ডলের ছোট সোহেটরী

১৯৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বৃত্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার বার এইঃ—				টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা এক বার প্রকাশ করণের	...	...	...	২০৮
আধ পৃষ্ঠা " " "	...	...	...	১০৮
কখনও ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক বার পক্ষি	...	...	...	১০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্যোগলক্ষে বঙ্গদেশের মন্বিসভার আইনের প্রণয়ন হইলে কলিকাতার স্প্রিংমেড ওয়েস্ট  
 টাউনহালের ছাত্তায়াস্তুত বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপন কাযবিভাগের আশিমে রেজিষ্টারের  
 নামে শেরোলান দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রিন্সে, প্রাকার শিখ কোম্পানির বাটীতে ফ্রেম  
বান্ধিতে পাওয়া যায়।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৬ মে । ]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বস্থানসমূহ গবর্ণমেণ্টের জমী জীযুও এডউইন মরিস লুইস সাহেব  
কর্তৃক মণ্ডিত ও প্রকাশিত হইল।





# অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

Dated the 1st May 1884.

To—Calcutta.

To Bengal.

From—Bombay.

From—General Secretary.

GOVERNMENT of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against vessels from Bombay. Letter follows.

A. P. MacDONNELL,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

১৮৮৪ সাল ১ মে ।

বঙ্গদেশে,

কলিকাতায় ।

বোম্বাইয়

সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম ।

বোম্বাই হইতে যে সকল জাহাজ যায়, তাহাদের গবর্ণমেন্ট এদনে সেই সকল জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত ক্যারান্টাইন বিধি প্রয়োগ করিবার অনুমতি দিরাছেন ।

এ, পি, ম্যাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিন সেক্রেটারী ।







# অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ৬ মে ।

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

[ দ্বিতীয়বার প্রকাশিত । ]

সিলেক্ট কমিটী কর্তৃক স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে উক্ত কমিটীর মিল্লিখিত রিপোর্ট আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের ঐচ্ছিক গবর্ণর জেনারেল সাহেবের মন্ত্রিসভার ১৮৮৪ সালের ১৪ মার্চ তারিখে উপস্থিত করা হয় ।—

সিলেক্ট কমিটীর মিল্লিখিত বাক্তি আবাদিগের নিকট বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থ অর্পিত হইয়াছিল । আমরা এই পাণ্ডুলিপি ও এতৎসংযুক্ত তফসীলের উল্লিখিত কাগজপত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমস্থলীয় রিপোর্ট প্রেরণ করিতেছি ।

২। আমরা পাণ্ডুলিপিখানি স্মৃতন করিয়া গঠন করত এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে আমাদিগের অধিকাংশ ব্যক্তির মতে যে সকল পরিবর্তন উপযুক্ত বোধ হইয়াছে তাহা সংশোধন করিয়াছি । কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলিয়া আমাদিগের পোষ হয় । আগামি নবেম্বর মাসে আমরা এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কার্যে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইব । আমরা পাণ্ডুলিপি খানিকে যেরূপ পরিবর্তিত করিয়াছি তাহা এই সময়ের মধ্যে অধিকতর সমালোচনের দ্বারা পুনঃ প্রকাশিত হয়, ইহাই আমাদিগের পরামর্শ ।

৩। এই রিপোর্টখানি প্রথমস্থলীয় বলিয়া কমিটীর করকজন সভা যত দিন এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত শেষ রিপোর্ট মন্ত্রিসভার অর্পিত না হয় ততদিন কোনও বিষয় সম্বন্ধে আপন-মত প্রকাশ করিবেন না এই কথা লিপিবদ্ধ থাকে এইরূপ ইচ্ছা করেন । কমিটীর নিষ্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তির মত প্রকাশ করিতেছি এইরূপ বুঝিতে হইবে ।

২য় অধ্যায় ।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি ।

৪। এই পাণ্ডুলিপি খানিতে যে তিরস্র শ্রেণীর প্রচার কথা আছে তাহাদিগের বর্ণনা করিবার নিমিত্তেই এই অধ্যায়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে মূল পাণ্ডুলিপিতে অবধারিত খাজানার ভূমিভোগকারি রায়তদিগকে যেরূপ তালুকদার শ্রেণীর অন্তর্গত অন্যতর শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা গিয়াছিল তাহা না করিয়া এক্ষণে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে বিবেচনা করা গিয়াছে । ইহাও দেখা যাইবে যে “নামান্য রায়ত” এই কথার পরিবর্তে “দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত” এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে । অধমোক্ত কথাটি ভ্রমাত্মক নাম বলিয়া ইহার প্রতি বাতিল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে । পরিশেষে

Bengal Tenancy Bill.

ইহাও দৃষ্টব্য যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে লক্ষ্যবস্তুবিষয়িত বোতের অন্তর্গত নহে এরূপ বাস্তবত্বের রাস্তাদের উল্লেখ করা নাই। অধিকন্তর বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই শ্রেণীর প্রজাতিগণের সম্বন্ধে কোন বিধান সন্নিবেশ করা বাস্তবীয় বোধ হইলেনও হইতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রস্তাবের মীমাংসা করিতে হইলে যত দূর সম্ভাব্য জ্ঞান আবশ্যক আপাততঃ আমাদেরিগের তত দূর জ্ঞান নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে একদেশের ভিন্ন ২ অংশে এই শ্রেণীর প্রজাতিগণের বোত সম্বন্ধে নিয়মের এক দূর বিভিন্নতা আছে, যে মূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায় রক্ষা করিতে হইলে তদন্তগত এককটি বিষয়ের সংশোধন করা আবশ্যক হইত। কিন্তু অধিকন্তর সম্ভাব্য নীতি পর্যালোচনা করিয়া কি আকারে এই সংশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আমাদেরিগের ভরসা যে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আবশ্যিক সম্ভাব্য জ্ঞানাইবেন।

৫। তালুকদার ও রাস্তাদিগের মধ্যে প্রভেদবিষয়ক ধারাটিতে আমরা এই প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষ্য নির্দেশ না করিয়া বরং তাহাদিগের বর্ণনা করিতে বড় পাইরাছি। যে সকল স্থল উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদসূচক সীমারেখার নিকটে অবস্থিত, সেই সকল স্থলে আদালতসমূহের পথ প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করা বিচিত্র ইহা স্বীকার করিলেও, আমাদেরিগের মত এই যে ইহার কোন শ্রেণীর দৃঢ় রূপে লক্ষ্য নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে অনুবিধা দূর না হইয়া বরং তাহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

### ৩য় অধ্যায়।

#### তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬। অধ্যায়িত হারে জমী ভোগ করিবার অত্ব বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির (১৪—১৭) ধারাগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৮ম অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে; এই অধ্যায়ের কথা বলিবার সময়ে তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। যে সকল জিলার ত্রিংশকালীন বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে তদন্তগত স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ ধারাটিকে অতিরিক্ত বিধিবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশাচারক্রমে যে স্থলে তালুকের খাজানা রক্ষির বিধান করা হয় নাও, আদালত সেই স্থলে যে বিধি অনুসারে খাজানা রক্ষি করিবেন ৭ ধারার অন্তর্গত ৩ উপধারায় তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই উপধারার বহুল পরিমাণে পরিবর্তন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বিধান করা গেল, আদালত তালুকদারকে লভ্যের শতকরা দশভাগের কম দিবেন না এবং খাজানা নির্ণয় করিবার সময়ে যে অবস্থায় তালুকের ক্ষতি হয়, তালুকের অধিকারী যে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন ও আদায় করিবার যে খরচ ও সুবিধা হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। বর্জিত খাজানা পূর্বের খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না এবং দশবৎসর অপরিবর্তিত থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্পর্শ করি নাই।

৮। ৩৬ ধারার পত্তনী তালুকের লক্ষ্য নির্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা এখন উপক্রমণিক অধ্যায়ের মাধ্যমে ২৭২ সূত্রসমী নীলিম সংক্রান্ত ৪২ ধারাটি যে অধ্যায়ে এই বিষয়ের কথা আছে তাহার মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে। এই দুইটি ধারাভিন্ন পত্তনী তালুক বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবর্তন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত ৩ একটি বিষয়ে কিছু বেশা আবশ্যিক বোধ হইতেছে।

(১) ১৫ ধারার (১) উপধারায় একটি বর্জিত বিধি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিক্রমে ভূম্যধিকারী খাজানা বাকী থাকিলে তালুকের হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) মূল পাণ্ডুলিপির ২৭ (২) ধারার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা করিতে বিলম্ব হইলে দণ্ডস্বরূপ যে অতিরিক্ত ফী দেয় হইত তাহা বর্জিত করা গিয়াছে এবং যে স্থলে তালুকদারকর্তৃক কোন খাজানা দেয় না হয় [ ১৫ (২) ধারা ], তাহার ২৭ টাকা ফী দিতে হইবে ইহা নির্দেশ করিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

(৩) ১৬ ধারার একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে কোন ব্যক্তি হস্তান্তর কি উত্তরাধিকারক্রমে কোন তালুকের স্বত্বগ্রহণ হইলে যাবৎ এই হস্তান্তর কি উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করা না হয় কিম্বা ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাহাৎ প্রথমোক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কাহাখুস্তান দ্বারা খাজানা আদায় করিতে পারিবে না।

(৪) এবং রেজিস্ট্রী বীর লেখার সকল প্রদান বিষয়ক ধারাটি (একনকার ২১ ধারা) ২২ শোধন করা গিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক আদার অনুমান বা এক টাকার অনধিক যে ফী ধাওয়া করেন প্রত্যেক ২০ রকম দিবার জন্য সেই ফী দিতে হইবে।

## ৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১০। হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা ভানুকদারদের প্রতি যে২ নিয়ম বর্ণিত তাহা অবধারিত হারে ভূমিভোগকারী বাসেন্দা রায়তের প্রতিও বর্তাবে ইহা বিধান করিয়া এই নিয়মগুলির সমতা বিধান করিয়াছি। এই শ্রেণীর রায়তদিগকে (ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টাক্রমে কি আদালত কর্তৃক স্থিরীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ত এবং (খ) আইনবিহিত অসুমানক্রমে ভূমি ভোগকারী রায়ত এই দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমোক্ত শ্রেণীর রায়তদিগকে ভানুকদারদের সহিত ও শেষোক্ত শ্রেণীর রায়তদিগকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সহিত সমান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু আদালতের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

## ৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১১। রায়তের স্বত্ব ও দখলীস্বত্ব লাভসম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল নিয়মগুলির কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। ক্ষুদ্র বিবয়ের পরিবর্তনের মধ্যে আমাদের মতল যেগুলির কথা এলা আদেশ্যক তাহাই বর্ণনা যাইবে।

বঙ্গদেশের মহারাজা প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের যেরূপ সুলভ মহাল আছে, সেইরূপ একটি মহালের সমুদায় অংশই বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব প্রচলিত করিলে যে অসুবিধা ঘটিতে পারে, তৎ প্রতি আদালতের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সকল বিশেষ স্থলে মহালের আরও অনেক পরিবর্তন রাজস্ব-সংক্রান্ত কি শাসন কার্যসম্বন্ধীয় কোনরূপ সুবিধিত নেশথও থরিলে সুবিধা হইতে পারে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট এমত বিবেচনা করেন কি না জানিতে বাধ্য করি।

১২। এই অধ্যায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য লাভ পক্ষে মহাল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে “১৮৫৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবধি” কোন সময়ের মধ্যে বাটওয়ারা হইলে বাটওয়ারা সত্ত্বেও মূল মহাল একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে, ২৭ ধারার (খ) প্রকরণের এই বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। উল্লিখিত তারিখ স্থির করিবার কারণ এই যে, আর এই সময়াবধি বাটওয়ারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কাগজপত্রাদি পাইবার যুক্তসঙ্গতরূপ আশা আছে, এইরূপ বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক পূর্বে কোনসময়ে এই তারিখ স্থির করা যাইবে তাহা নিয়ে কঠিনতার বিবেচনা আবশ্যক, সুতরাং যে একটি কথাতে এই সময় স্থচিত হয় তাহার নিম্নে একটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে আমরা এই আদেশন করিলাম।

১৩। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের অনুমোদনক্রমে আমরা বাসেন্দা রায়তের লক্ষ্য নির্দেশক ২৬ ধারার (২) সংখ্যক একটি উপধারা সংযোগ করিয়াছি। এই উপধারার বিধান এই যদি ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমিভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত দর্শন না হয়, তাৎ এই ধারার কার্যপক্ষে এই ব্যক্তির ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমিভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে এই ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে। বঙ্গপ্রভৃতি দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ হইবে। ইহাতে মোকদ্দমার কার্যের সরলতা বিধান করিবে, এবং কোন স্থলে ইহা ঠিক না খাটিলে ভূম্যধিকারী অন্যায়াদে ইহার খণ্ডন করিতে পারিবেন।

১৪। কোন ব্যক্তি একবৎসরের অধিক কালের জন্য কোন গ্রাম কি মহালের অন্তর্গত কোন খোন্ড হইতে বেদখল থাকিলেই যে বাসেন্দারায়তের স্বত্ব হারাইবে না আমরা মূল পাণ্ডুলিপির এই বিধানের [২৬ (১) ধারা] মর্ম্ম অব্যাহত রাখিয়াছি এবং ইহাতে একটি [(৭) উপধারা] প্রকরণ যোগ করিয়াছি। উপধারাটির মর্ম্ম এই ১৬ ধারাক্রমে [এই ধারার কথা পরে ৬৬ দফার মধ্যে] যদি সেই ব্যক্তি কোন জমীতে পুনর্বার দখল প্রাপ্ত হয়, তবে একবৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দারায়তস্বরূপ গণ্য হইতে থাকিবে।

১৫। যে কারণে স্বত্বনিয়মের বিষয়ক অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে। উক্ত অধ্যায়টি উঠাইয়া দেওয়াতে যাঁহাতে বুদ্ধিবার ভুল না হয়, এই নিমিত্তে আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি ধারা (২৮ ধারা) সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ করিলাম। এই ধারার বিধান এই যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের ভূম্যধিকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে উক্ত রায়তের স্বার্থ প্রাপ্ত হইলে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু এই বিধানের কোন কথার অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিষয় হইবে না।

১৬। মূল পাণ্ডুলিপির ৪৮ ধারায় দামক্রমে দখলীস্বত্বলাভের বিধান ছিল, আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি, এবং এ পাণ্ডুলিপির ৪৯ ধারার বাধ্যতাব্যবহার শব্দের অর্থ মধ্যে যে শ্রেণীর জমী

গণা তাহাতে দখলীস্বত্ব লাভ বিবরণ এই ধারাটির পরিবর্তে আর একটি ধারা (৩০ ধারা) দিয়াছি। শেখোক্ত ধারায় সামান্যতঃ এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল জমীর জমীদারী পাট্টা ক্রমে কিম্বা নতুন বসন পাট্টাক্রমে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথা ক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব ভবিষ্যে ন।

১৭। তাহাতে ভূমি প্রদানস্বত্ব সংক্রান্ত কার্যের অনুপযোগী ন। হর রায়ত একপে ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, আমরা ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিয়াছি [৩০ ধারা. (ক) প্রকরণ] যে তিনি দেশাচারের বিক্ষেপে এই ভূমিহীন বৃদ্ধ কাটিতে পারিবেন না।

১৮। ভূমিধিকারীর অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্বসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটি একপে “ হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা ” এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [৩২ (৪) ধারা] বিধান করিয়াছি যে ভূমিধিকারী দখলীস্বত্ব ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যনিয়ম হইবার কি আদায়ত কর্তৃক ধার্য হইবার তারিখ অধিক এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা আরো এই ধারায় একটি কথা যোগ করিয়াছি, তৎকালে ভূমিধিকারী ক্রয় করিবার দাওয়া করিলে রায়ত ইচ্ছা করিলে এই ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

১৯। আরো আমরা এই ধারায় (৫) সংখ্যক একটি উপধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত এই ধারার বিধান উলঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূমিধিকারীর বিক্ষেপে এই বিক্রয় বার্থ হইবে।

২০। দখলীস্বত্ব উলঙ্ঘন দান করা গেলে মূল পাণ্ডুলিপি ৫৫ ধারাক্রমে ভূমিধিকারীর প্রতি তাহা অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২১। দখলীস্বত্ব দান সম্বন্ধে আমাদিগের বিশ্বাস এই যে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দান উলঙ্ঘনক্রমে করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান বলিয়া কল্পনা করা হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় কেবল শেখোক্ত জমীর দান সম্বন্ধেই ভূমিধিকারিদিগের হস্তান্তরে কোন ন। কোন সংরক্ষণোপায়ের প্রয়োজন। রেজিস্ট্রী করা দলীলক্রমে দান করিতে হইবে এবং এই দলীলের এক খণ্ড প্রতিলিপি অফিসে ভূমিধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস করিবার কোন হেতু থাকিলে তিনি এই দানের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদিগের বিবেচনায় পূর্বোক্তরূপ বিধান করিলে ভূমিধিকারীর যথেষ্ট সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা বিচার বিষয়ে নিম্নলিখিত সম্পর্কের কোন ব্যক্তির প্রতি মুসলমান কর্তৃক দান স্থলে এই দান পূর্বোক্ত বিধান হইতে মুক্ত করিয়াছি, কারণ উক্ত দান সচরাচর উলঙ্ঘনক্রমে দানে পরিবর্তিত করা হইয়া থাকে (৩৫ ধারা)।

২২। বিশেষে বক্তব্য এই যে অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব আমরা কেবল ভূমিধিকারী, চিরস্থায়ী ভালুকদার ও তাঁহার অন্য যে ভালুকদারদিগকে এই স্বত্বাধিকারি কার্য করিতে অনুমতি দেন তাঁহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা (৩৬) যোগ করিয়াছি। কারণ আমাদিগের বিবেচনায় ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বার্থবিশিষ্ট উপরিস্থ ভূমিধিকারীর বিনা অনুমতিতে কিয়ৎকালীন কোন ভালুকদার পূর্বোক্ত স্বত্বাধিকারি কোন কার্য করিলে অনেক অনুরোধ ও গোলযোগ ঘটতে পারে। এই অনুরোধ ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৩। মূল পাণ্ডুলিপির ৫৬ ধারার প্রতি বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে, ভূমিধিকারী কোন ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে পরে যদি কোন রায়ত এই ভূমি লয় তবে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব আশ্রয়। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২৪। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইয়া দিয়াছি। ইহাতে এই বিধান ছিল যে, কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারক্রমে ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে সে বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আমাদিগের বিবেচনায় ২৬ (৪) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য যথেষ্টরূপ সাধিত হইবে।

২৫। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম “ কোর্টারিল সম্বন্ধে নিয়মের কথা ”। এই পরিচ্ছেদটি নূতন। কৃষক নহে এরূপ ব্যক্তির তাহাতে লাভাশয়ে দখলীস্বত্ব ক্রয় ন। করে এই উদ্দেশ্যে এবং রায়তের কোর্টারি রায়তকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের কৃত একটি প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে। আমাদিগের বক্তব্য এই যে এই স্থলে যে সকল বিধান সন্নিবেশিত হইল শেখোক্ত উদ্দেশ্যটি তদ্বারা কেবল অংশতঃ সাধিত হইতে পারে। কোর্টারি রায়তের সম্বন্ধীয় ৭ম অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দৃষ্ট হইবে। এই বিষয়ের কথা নীচেই বলিয়া যাইবে।

২৬। ৫ম অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিধানগুলিই প্রধান।

১ম।—কোন দখলীস্বত্বনিষ্ঠ রায়ত আপনার ঘোড়ের যে অংশ কোর্টারি দিই করে, তাহা ওদীর ঘোড়ের অর্ধেকের অধিক হইলে, ভালুকদারদের রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপকসভায় যে আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন, সেই আইনমতে এই রায়ত ভালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রীরে আপনাকে রেজিস্ট্রী করাইলে ভালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার ফল এই হইবে যে এই রায়তের কোর্টারি রায়তেরও বর্তমান কিম্বা ভাবী দখলীস্বত্বের অধিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৩৭ ধারা)

২৪।—কোন রায়ত আপনায় যোত কি যোতের কোন অংশ কোর্সি বিলি করিলে ঐরূপ বিলি করিবার দরপাটী সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রেরণ থাকিবে না। (৩৮ ধারা)  
এই বিধানগুলি তদন্ত করিয়া একটি বিধানের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। শেখোক্ত বিধানের মধ্যে নিম্নলিখিত একটি প্রধান।

১৫।—কোন রায়ত বরস হেতুক বা জীলোক বলিয়া বা নীড়ানপতঃ বা দুর্ভিক্ষাক্রমে কি নির্দিষ্ট কএকটি কারণে কিসকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায় চাব বরিতে অক্ষম হইয়া আপন যোত কোর্সি বিলি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার এই কারণের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্জিত হইবে না, ও

২৪।—যদি কোন রায়ত পূর্বোক্তমতে তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যেহেতু ও যেহেতু নিরক্ষরীনে তাহার খাজানা হক্কি হইতে পারিত একশ্রেণী ও যেহেতু ও নিরক্ষরীনে তাহার খাজানা হক্কি হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ভূমিধিকারীর স্বত্ব অক্ষত হই থাকিবে।

২৫। এই বিধানগুলি লইয়া বিলম্বন ঘটবে হইয়াছিল। এক পক্ষে ভূমিধিকারীর সহিত ও অন্য পক্ষে তাহার নিজের কোর্সি প্রকার সহিত রায়তের যে সকল আইনবিহিত সম্বন্ধ আছে তাহার নিজের কৃত কার্যক্রমে ঐ সম্বন্ধের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে দিলে যে অসুবিধা হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্তন আবার যে নিম্ন অমুসরণ করিয়া সৃষ্টি হওয়া আবশ্যিক, তাহা সুনির্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কৃষকদিগের অবস্থা বিবেচনার অনেক স্থলেই ঐ নিম্ন না খাটিবার বিধান আছে, সুতরাং বিষয়টি বিলম্বন জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্সি বিলি বিষয়ক প্রগাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্ন-লিখিত উপায়ে কোন উৎকৃষ্টতর উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রগাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রায়ত আপন যোত কোর্সি বিলি করিলে যদি তাহার খাজানা বাকী পড়ে, তবে ঐ যোত তালুকদারের ন্যায় সদাসরী নীলাম্রুত বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কোর্সি প্রগাটি দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করা গেল। কোর্সি বিলি প্রথা একবার প্রচলিত হইলে তাহা কনোপধারীরূপে নিবারণ করা যে অসম্ভব, এই সকল বিধান হইতে তাহার স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। ইহা দৃষ্ট হইবে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলেও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহার খাজানা হক্কি হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বলিয়া গণ্য হওয়াতে তালুকদারদের যোত যে রূপ সদাসরীমতে নীলাম্রুত হইতে পারে ও তাহাদের যে রূপ অন্য দায় ও স্বত্ব থাকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদেরও তাহাই থাকিবে। ভূমিধিকারী অর্থেক্রয় করিতে পারিবেন এই বিধান হইতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরাও তালুকদারদিগের ন্যায় মুক্ত থাকিবেন। কিন্তু যাহা এই রায়তের নাম রেজিস্ট্রী করা না যায় এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই বলবৎ হইবে না। আমাদের বিবেচনার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলে যে সকল জটিল সম্পর্ক সৃষ্টি হয় সামান্য খাজানার যোকদার আদালতের ও তাহা এই সকল অবধারণবিরিবার দ্বারা অর্পণ করিলে অসম্ভব হইবে। কেবল স্থানীয় গবর্ণমেন্টই এই সকল সম্পর্ক মিলয় করিয়া রেজিস্ট্রী করিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্ণমেন্টও ইহা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

২৬। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা হক্কি বিষয়ক বিধানগুলির আমরা আকারগত ও বস্তুগত বহুল পরিবর্তন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা হক্কি বিষয়ক বিধানগুলি স্থানান্তরিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। স্বতন্ত্র লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে ঐ অধ্যায় স্থাপন করা গেল। চুক্তিক্রমে বা আদালতে যোকদারী করিয়া সাধারণতঃ যে রূপে খাজানা হক্কি করা যায় এই স্থলে কেবল তাহারই কথা বলা বাইতেছে।

২৭। উপস্থিত সংশোধিত গাওলিপি অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা চুক্তি সম্বন্ধে ও চুক্তি রেজিস্ট্রী করা না হইলে হক্কি করিতে পারা যায় না। ৪১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি উক্ত চুক্তির প্রতি বর্তিবে।—

- (১)—খাজানা এরূপে হক্কি করিতে হইবে না যে তাহা রায়তের পূর্ব দেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।
- (২)—চুক্তিপত্র অনুসারে সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দিতে হইবে।
- (৩)—বর্জিত খাজানা পূর্বের বা সাবের খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অর্থাৎ শতকরা ২২।০ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্র অনুসারে পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দিতে হইবে।

(৪)—রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারায় চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে চুক্তি এই শাসনের বিধানসম্মত ও রায়ত আধীনভাবে তহা করিতেছে এই কথা জানিয়া লইবেন। ইহা দৃষ্ট হইবে যে ধারাটি সহশোধন করার এক্ষণে এই দাঁড়াইয়াছে যে রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষকে চুক্তি অনুমোদন করিবার ও তাহা উচিত ও ন্যায্য ইহা বুঝিয়া লইবার পরিদর্শে এক্ষণে কেবল ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে যে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত।

৩০। ৪২ ধারায় এই খিান করা গিয়াছে যে জমী মুজাররুপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে আমের বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসেন্দা রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা রুদ্রি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্বে প্রজা যে খাজানা দিতেন উক্ত রায়ত ও জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না এবং তদ্রূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বোক্তবিধি বিধি বহিবে।

৩১। ন্যাকদমাক্রমে খাজানা রুদ্রি বিষয়ে আমাদেব উদ্দেশ্য এই ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বস্তুতঃই ন্যায্য হয় এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কার্যপদ্ধতি নির্দেশ করিতে হইবে যাতে বিচার্য বিষয় সম্বন্ধে বহুবিধ ও সুকঠিন সন্ধান জানিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকাতঃই খাজানারুদ্রিসংক্রান্ত বর্তমান আইনটি ভূম্যধিকারীগণের হস্তে অকর্ণণ্য যন্ত্র স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই অভিপ্রায়ে যেহেতু খাজানারুদ্রিসংক্রান্ত ন্যাকদম উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম (৪৩ ধারা)।—

(ক)—দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের নিকটই সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ)—সেই স্থান বা চলিত বাজারে প্রধান খাদ্য শস্যের গড় মূল্য রুদ্রি হইয়াছে।

(গ)—ভূমিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রুদ্রি হইয়াছে।

(ঘ)—রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি অন্য দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট কেবল বিশেষ বিশেষ স্থানের নিমিত্তই হারের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ অবগত হইতে পারিলে ঐ শক্তির রুদ্রি হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানারুদ্রিসংক্রান্ত বিধি খাটাইতে পারেন, আদালতের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আমাদিগের নিকট অন্য কোন সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানারুদ্রির আইনসম্মত এই হেতুটি এক কালে ত্যাগ করণ প্রতি জমীদারেরা আপত্তি করেন, এবং ইহা পূর্বপ্রচলিত আইনের অন্যতম বিধান ছিল বলিয়া রুদ্রি হইল। এই হেতুতে খাজানা রুদ্রি করিতে হইলে যে স্থলে ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন বশতঃ উৎপাদিকা শক্তির রুদ্রি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিস্ট্রী করণকার্যের বিধান পরে করা গিয়াছে তদ্বারা ঐ খাজানা রুদ্রি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বলা দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির রুদ্রি হইয়াছে এই হেতুতে খাজানা রুদ্রি করিতে হইলে, আমাদিগের আশঙ্কা এই এতাবৎকাল যে অসুবিধা বশতঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্বে কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণ্য-ভাবে খাজানারুদ্রির এই হেতুটি কার্যকর হইত না, এইক্ষণেও সেই অসুবিধা বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। পক্ষান্তরে মূল্যরুদ্রির হেতুতে খাজানা রুদ্রি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মূল্যের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিলে, ঐ কার্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। এখনই ইহা বলা উচিত প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্যের তালিকায় যে ভূমির খাজানা লইয়া বিবাদ তাহাতে যে বিশেষ কোন ফলম অধিয়াছে তাহা গণ্য না করিয়া মূল্যের সাধারণতঃ রুদ্রি কি হ্রাস সূচিত হইতেছে ইহাই দেখিতে চরবে। জর্ডিন ডিগ্রুজ কিন্ড সাহেব কৃত আইন সংগ্রহ পুস্তকের ২৫০ ও ২৫১ পরবর্তী পৃষ্ঠায় যে রূপ বিবৃত হইয়াছে অর্থাৎ ইহাও গড় মূল্যের যে দ্বিগুণ ধরিয়া উৎপন্ন শস্যের দশমাংশের পরিবর্তে মুদ্রাযোগে মেশ করা দ্বিগুণ বা তদুপরিও মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিয়মে কার্য করিতে হইবে ইহাই আমাদিগের অভিপ্রায়।

৩৪। কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে শস্যের মূল্যরুদ্রিহলে অনুপাতের বিধি অনুসারে কার্য করিতে হইলে, মূল্যরুদ্রিমা আবাদ করিবার খরচ রুদ্রি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ডাড়িয়া দেওয়া উচিত। আপাততঃ আমরা এই বিষয়ে রায়তকে রক্ষা করিবার ভার খাজানারুদ্রিসংক্রান্ত অন্য যে সকল নিয়ম প্রণীত হইয়াছে তাহার প্রতি, বিশেষতঃ ৪৮ ধারার প্রতি, অর্পণ করিলাম। ঐ ধারার বিধান এই—যাহা ন্যাকদমার অবস্থা বনোচনার অনুপযুক্ত। অন্যায় বোধ হয় আদালত কোন ন্যাকদমার এরূপ খাজানা রুদ্রির ডিক্রী দিবেন না। কিন্তু এই অধ্যায়ে যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহা জনসাধারণ কর্তৃক সমীচীন হইলে এই বিষয়টি অধিকতররূপে বিবেচিত হইবে।

৩৫। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইবার হেতুতে খাজানা হ্রাস করণ পক্ষে যে অনুবিধি অনুমত হয়, বর্ধিত খাজানা গড় বাৎসরিক মোট উৎপাদের এক পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না এই প্রত্যাবেদে সেই অনুবিধি সমতাবে অনুমত হয়। কনিষ্ঠের অধিকাংশ ব্যক্তিরই মত এই যে প্রত্যেক মূলেই গড় বাৎসরিক মোট উৎপাদ অর্থাৎ প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের পরিমাণ অবধারণ করা একরূপ অসম্ভব। এই প্রত্যাবৃষ্টির মূল নিয়মের প্রতিও গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা এই কারণে মূল পাণ্ডুলিপির ৭৫ (ঘ) ধারার পূর্বোক্ত ভাবের বিধানটি উঠাইয়া দিয়াছি ও তৎপরিবর্তে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত আর একটি নিয়মের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিয়াছি। পূর্বোক্ত প্রথম হেতুতে খাজানা হ্রাস করিলে টাকাদ্বিটি আট আনার অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারে যাইবে না; ২য় কথা ৪র্থ হেতুতে খাজানাহ্রাস করিলে টাকাদ্বিটি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না; এবং (৪৮ ধারা) আদালত কোন মূলেই অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হইলে, খাজানাহ্রাসের ডিক্রী দিবেন না, আমরা এই সকল বিধান করিলাম।

৩৬। একই প্রণীত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা প্রচলিত যে হারে খাজানা দেয় সেই হারের সীমা পর্যন্তই খাজানা হ্রাস করা যাইতে পারিবে, এই সম্বন্ধে আমরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ২০ ধারা অবলম্বন করিয়া ৪৪ ধারায় একটি প্রকরণ (গ) সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণে, যেহেতু দেশাচারমতে রায়তের আভিত্তর বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যিক, সেইহেতু মূলের বিধান করা হইয়াছে।

৩৭। ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন হেতুতে খাজানা হ্রাস সম্বন্ধে আমরা দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য কোন বিধি প্রণয়ন না করিয়া কেবল এইমাত্র বিধান করিলাম যে [ ৪৬ (খ) ধারা ] কতদূর পর্যন্ত খাজানা হ্রাস করিতে দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ—

- (১) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বারা ভূমির উৎপাদের মূল্য যতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে;
- (২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;
- (৩) উৎকর্ষসাধন কার্যে লাগাইতে হইলে চাষ করিতে কত খরচ পড়ে;
- (৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

বহুকাল পূর্বের কথা লইয়া কঠোর অনুসন্ধান পরিহারার্থে আমরা [ ৪৬ (ক) ধারা ] বিধান করিয়াছি যে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গেলে অর্থাৎ ৯ম অধ্যায়ের নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে রেজিস্ট্রী করা না গেলে, আদালত খাজানাহ্রাস দিবেন না। উক্ত বিধি সকল এরূপ ভাবে প্রণীত হইয়াছে দৃঢ় হইবে যে তৎক্রমে আবশ্যিক সকল সংবাদই উপযুক্তমতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৮। বন্ধ্যাধারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হেতুতে খাজানাহ্রাস সম্বন্ধে খাজানা সংক্রান্ত কনিষ্ঠান যে মূলবিশির প্রস্তাব করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদিগের গৃহীত বিধিটি প্রণীত হইয়াছে। এই বিধির মর্ম এই যে [ ৪৭ (গ) ধারা ] ভূম্যধিকারী ভূমির উৎপাদের নিট বৃদ্ধির মূল্যের অর্ধেকের অধিক পাইবেন না।

৩৯। ক্রমাগত খাজানাহ্রাসের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার প্রবৃত্তি সীমাবদ্ধ করণ বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭৮ ধারাটি (৫০ ধারা) একপে একপে প্রচলিত হার অপেক্ষা কমহারে খাজানা দেওয়া হইতেছে কিনা মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এইহেতুতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রতিই বর্তিবে; পরন্তু এই নিয়মটি একপে খাজানা হ্রাসের যে মোকদ্দমা দোষ গুণ বিচারের পর তিসনিস হইয়াছে ও যে মোকদ্দমায় খাজানা হ্রাসের ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে এই উভয়ের প্রতি বর্তিবে, ও একবার খাজানাহ্রাস করা গেলে পরের বৎসর গড় না হইলে আবার খাজানাহ্রাস করা যাইতে পারিবে না। পূর্বের দশ বৎসর গড় হইলেই খাজানাহ্রাস করা যাইতে পারিত।

৪০। যে ২ হেতুতে খাজানা কমাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে (৫১ ধারা) তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।—অর্থাৎ

(ক)—যোতের জমী রায়তের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা এই রূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে স্থায়িকরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং

(খ)—এ স্থানে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যেক মূলেই আদালত যত দূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪১। মূল্যের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধীয় সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫২ ধারাটি মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারা হইতে কএক বিবয়ে বিভিন্ন। এখানে কেবল একটি পরিবর্তনের কথা বলা আবশ্যিক, অর্থাৎ এই মূল ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পূর্বে ও বর্তমান উভয় কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট গত বার বৎসর নিয়মিতরূপে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিয়া আনিতেছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই তালিকা গুলি সংশোধন করিয়া কোন স্থানের শস্যাদির মূল্য সম্বন্ধে উহাদিগকে দিখাইসমোগা লিখিত প্রমাণস্বরূপ করিয়া ভূমিতে পারিলে, মূল্যহ্রাসের হেতুতে খাজানা হ্রাস করণ সময়ে আদালতের কার্যের বিশিষ্টরূপ সরলতা সাধিত হইবে।



৪২। পশুচারণ ভূমির খাজানা হক্কি বিষয়ক কুল পাণ্ডুনিগির ৮০ খালাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ পশুচারণের নিমিত্তে অপ্রাবিশেষক ভূমি খাজানা করিয়া দেওয়া অতীব বিতুল, সুতরাং এই বিষয়ে বিধির প্রয়োজন নাই।

৪৩। মখলীস্ববিশিষ্ট প্রাজ্ঞা শসারূপে বা কলম অমুসারে যেখানাদি দিবেল তাহার সীমা নির্দেশকারী মূল পাণ্ডুলিপি ৮১ খণ্ডটি ও উঠাইয়া দেওয়া গেল; কারণ, এবিসরে স্থানীয় রীতি অভিনয় জটিল দৃষ্ট হইল। কলম বিভাগ করিবার পূর্বে সাদা উপলব্ধ করিয়া উহা হইতে সচরাচর অনেক অংশ বাস দেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে কোন দৃঢ় ও অলভ্য বিধি নির্দেশ করিলে আদ্য-নতের আন্তি ঘটিয়া অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

৪৪। শাস্ত্ররূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করণ বিষয়ক (৫৩) ধারাটি যথা প্রদেশের প্রজাবৃত্ত  
বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ১৬ ধারা অবশ্যম্ভব পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা বৈধরূপে দাঁড়াই-  
য়াছে তাহাতে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজার মধ্যে যে কেহ নির্দিষ্ট কএক ভূম কর্তৃপক্ষের নিকট খাজানা  
রূপান্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত যে কর্তৃপক্ষের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় তিনি  
তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আরও ন্যূনতমোক্ত কত খাজানা দিতে  
হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন ধারা অপেক্ষা নূতন ধারার বিবেচনায়ত কার্য্য করিবার অধিকতর  
অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিধান করা গিয়াছে যে এই খাজানা নির্ণয় করণ-  
কালীন পূর্বোক্ত কর্তৃপক্ষ লিখলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,

(ক) নথীস্বত্ববিধিষ্ট রাষ্ট্রেরা নিবন্ধিত সেই প্রকারের ও ভঙ্গপ সুবিধাবিধিষ্ট সুবির-  
নিসিত গড়ে যে মুদ্রারূপ প্রাপ্য দিরা থাকে, তাহার প্রতিও

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রকারে যে খাজানা গাইরা থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

৬৪ অধ্যায় ।

ଦଖଲୀୟତ୍ବମ୍ବରା ବ୍ରାହ୍ମଣମେବ ମନୁଜୀୟ ବିଧି ।

৪৫। মূল পাণ্ডুলিপি ৮৯ খারায় এই বিধান ছিল, ঐ পাণ্ডুলিপির অতিথিত “সামান্য রায়ত” অর্থাৎ দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত তদীয় ভূম্যধিকারীর সহিত কৃত নিয়মামুসারে সময়ে যে খাজানা ধার্য হয় ১১৯ খারার বিধান অর্থাৎ তাহার দেব ভূতাল খাজনা মোট উৎপন্নের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ আনার অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল মানিরা সেই খাজানা দিবে। আনরা যে কারণে দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরদের খাজানারুদ্ধি হলে এইপ্রকার অভ্যুচ্চ খাজানা ধার্য করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছি, এই হুলেও সেই কারণে তৎপ্রস্তাব ত্যাগ করিবার মানস করি। দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা ধার্য করিবার চুক্তি সন্ধে অন্য কোন নিয়ম করা কর্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কথা হইতেছে। আশাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিকে এইরূপ কোন নিয়ম নির্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশোধিত পাণ্ডুলিপিক্রমে ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েই এই বিষয়ে স্বাধীন রহিলেন। কেবলমাত্র (৭৭ খারায়) এই বিধান করা গেল কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে রেজিষ্টারী করা নিয়মপত্র ভিন্ন কিম্বা এই অধ্যায়ের যেকোনটি খারার কথা শীঘ্রই বলা যাইবে তদুপলিখিত প্রকারে না হইলে ঐ রায়তের খাজানারুদ্ধি করা যাইবে না।

৬৬। যেহেতু খরিদা কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়কে উচ্ছেদ করা বাইতে পারে তদ্বিবক ৫৮ ধারার অমরা একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। ঐ প্রকরণানুসারে উক্ত রায়তকে প্রথমবার রেজিস্ট্রী করা পাট্টাক্রমে ভূমির দখল দেওয়া গেলে পাট্টার মিহাদ অতীত হইয়াছে এইহেতু খরিদা উচ্ছেদ করা বাইতে পারিবে। কিন্তু আদালত পরবর্তী (৫৯) ধারায় বিধান করিয়াছি যে মিহাদ অতীত হইবার অন্তর ছয় মাস থাকিতে রাহতের উপর উঠিয়া বাইবার নোটিস জারী করা নী গেলে পাট্টার মিহাদ অতীত হইয়াছে এইহেতু খরিদা উচ্ছেদ করিবার ঐকদম উপস্থিত করা বাইবে নী, এবং মিহাদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা বাইবে নী।

৪৭। আমরা দখলীশত্ৰুণ্য রায়তকে উচ্ছেদের নিষিদ্ধ নীতিগুরুন দিবার বিধান লক্ষ্য করি। এক-  
রূপটি উঠাইয়া দিতে স্থির করিয়াছি এবং তৎপরিবর্তে ( ৩০ খারার ) এই বিধান করিয়াছি যে বর্জিত  
খাজান দিতে অসম্মত এইহেতু ধরিয়া দখলীশত্ৰুণ্য কোন রায়তের নামে উচ্ছেদ করণার্থ বোকদমা  
উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য করিবেন। এই রায়তের পাঁচবৎসর কাল  
উক্ত খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার তরিকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাটীর বিরাম লভ্য  
হইলে যেহ নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত ইতিবশ্যে তাহার দখলীশত্ৰু না জন্মিলে সেই  
নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে ।

## ৭ম অধ্যায়।

কৌর্কী রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৮। কোন মখলীখত্বনিশিষ্ট রাইত আগল যোক্তের অধিক কৌর্কী বিলি করিতে ভালুকদাররূপে পরিণত করিলে, তাঁহার কৌর্কী প্রজারা রায়তদের স্বত্ব ও বিধি ভোগ করিবার অধিকারী হইবে আদর্শ পুর্নেক (২১ ও ২৭ ধারার) পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত এই ভূতন বিধানের উল্লেখ করিয়াছি। যে কৌর্কী রায়তেরা এই বিধানের উপকারের অধিকারী নহে, উপস্থিত অধ্যায়ক্রমে তাহাদের ক্রিয়াক্রিয়াক্রমে রক্ষণোপায় সাধিত হইবে।

৪৯। রাইত বিধান এই যে মুদারূপ খাজানা দিয়া যে কোন কৌর্কী রায়ত ভূমি ভোগ করেন, তাঁহার ভূমিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাঁহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিস্ট্রীকৃত পাঠী বা নিবন্ধপত্রক্রমে কৌর্কী রায়তদের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার।

আর ৬৩ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে কোন ভূমি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তরান হইয়া থাকিলে নিম্নলিখিত প্রকারে কোন কৌর্কী রায়তের উপর উক্ত বাইবার নোটিশ আরী করা না গেলে পর তদীয় ভূমিবিধি তাহাকে উল্লেখ করিতে পারিবেন না।

## ৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

৪৯। এই অধ্যায়ের প্রথমেই ভালুকদার ও রায়তদের অবসারিত হারে ভূমি ভোগ করণবিষয়ক স্বত্ব সম্বন্ধে বিধান আছে। এই বিধানগুলি ভালুকদার সম্বন্ধীয় মূল অধ্যায়ের প্রথম ভাগহইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহার একটির কথা এখানে বলা আবশ্যিক। ৬৪ ধারার অন্তর্গত (২) উপধারার একটি প্রকরণ সংশোধন করা গিয়াছে। ইহার বিধান এই যদি সিরিস্তারী ভালুক কি অবসারিত হারে ভোগকৃত প্রজাস্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে হইবে বলিয়া পরে কোন আইন প্রণীত হয়, তবে যেসকল প্রজাস্বত্ব নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রী করা না হয়, তাঁহার প্রতি বিশ বৎসর ভোগ স্বত্বিত সুবিধিত অনুমানটি বাড়বে না। মামরা অবগত হইয়াছি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকসভার পূর্বোক্ত তাবের রেজিস্ট্রী করণ অথবা প্রচলিত করণার্থে শীঘ্রই আইনের এক খানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার অতিপ্রার্থ আছে। যদি এই পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থা প্রকৃত পূর্বোক্ত অনুমানের কথাটি অপরিবর্তিত থাকিতে ভূমিকারীদের যে কষ্ট হয় বলিয়া তাহার আক্ষেপ করিয়া থাকেন এই আইন ও পূর্বোক্ত প্রকরণক্রমে অন্তঃ অবধারিত হারে ভোগকৃত প্রজাস্বত্বসম্বন্ধে সেই কষ্টের উত্তমরূপ অতিকার হইবে। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত হইবার পরেও এই অনুমান আর থাকিবে না (পরবর্তী ৭৭ দফা দেখ)।

৫০। কোন ভালুকের অন্তর্গত ভূমির সমস্ত ভূমি যোজিত হওয়াতে এই ভালুকের খাজানার টাকা ভোগ করিবার সময়ে লভ্য, সুকি ও আলাবের খরচা বলিয়া শত করা দ্বিগুণ হইয়া দিতে হইবে মূলপাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারার উল্লিখিত দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য এই বিধিটি ভুল্যাতাবের ৬৬ (২) ধারা হইতে উঠাইয়া দিয়া আদর্শ কেবল এই নীতি বিধান করিলাম যে, ভালুকদার আগলার ভালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাঠিতে স্বত্বাধীন আগল ও ভৎহতি দৃষ্টি রাখিবেন।

৫১। আদর্শ খাজানার নিম্ন বিধির ( ৬৭ ) ধারা হইতে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৮ ধারা সংশোধন ক্রিয়াক্রিয়াক্রমে জটিল উপবিধিট অনাবশ্যক বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছি।

৫২। আমরা ৬৮ ধারার একটি প্রকরণ সংশোধন কারণ স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছি যে তাঁহার পরীক্ষার প্রজাকে গোষ্ঠাল মনিঅডরক্রমে খাজানা দিবার কখন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। আইনগণের বিবেচনার টাকা দিবার এই প্রণালীটি কোন কোন স্থানে সুবিধা জনক বোধ হইতে পারে।

৫৩। আমরা ৭০ ও ৭১ ধারার প্রজাকে বের খাজানার কবজে ৬ হিসাবে যে সকল বিষয় লিখিতে হইবে তাহা দৃঢ় রূপে লিখেন না করিয়া কখনোই এই দলীলের পাঠ দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি সুবিধা বোধ হইলে তাহা পরিবর্তন করিবার কনতা প্রকাশ করিলাম।

৫৪। আদর্শ ৭০ ( ৪ ) ধারার মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত ভুল্যাতাবের [ ১০০ ( ৪ ) ধারার ] বিধানের দৃঢ়তা শিথিল করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে এই বিধান করা গেল, যে প্রত্যেক কবজে সারতঃ আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাহা যে তারিখে দেওয়া যায় সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া গণ্য না হইয়া “বিপরীত দলীল না গেলে” এইরূপ অনুমান হইবে।

৫৫। খাজানা আদানত করা গেলে তাহা কিরাইরা লইবার আর্থনামত্রে বাহাতে কোর্ট কী না লাগে তাহা বিধান করিবার নিমিত্তে কেহও আদালতকে পরামর্শ দিরাইছেন। এইরূপ হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শাসনকার্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষসিগের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহাদিগের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে মোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে, বাকী খাজানার নিমিত্ত সেই মোত হইতে উচ্ছেদ করিবার বিধান বিহরক (৭৮) ধারার একটি উপধারা সংযোগ করিয়া আমরা, বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত খাজানা দিবার নির্দিষ্টকাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন, আদালতের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৭। ডাঙলী বোতের টংপর কসল বিভাগ বা বাচাই করণার্থ কালেক্টর সাহেব কোন কর্তৃপক্ষী প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। আর্থবিশিষ্ট অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে এবং অন্য যে কোন স্থলে জিলায় বা মহকুমায় পলিটেক সাহেবের নভে এরূপ কার্য করিলে শাস্তিভুক্ত দিবারিত্ত হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে পারিবেন। [ ৮১ (২) ধারা ]

৫৮। যে কর্তৃপক্ষীকে প্রেরণ করা যার তাহার প্রদত্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব সকল স্থলেই যে আত্ম ন্যায্য বোধ করেন সেই আত্ম প্রতি পারিবেন, তাহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করি। এই বিধান করিলাম যে পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাঁহার আত্ম চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে। [ ৮২ (৪) ও (৫) ধারা ] মূল পাণ্ডুলিপিভ্রমে পক্ষদ্বিগকে প্রথম স্থলেই উপকার লাভার্থে দেওয়ানী আদালতে যাইতে হইত, এক্ষণে যে কার্যাপদ্ধতি নির্দিষ্ট হইল তাহা আদালতসিগের বিবেচনার অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৫৯। মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার পরিবর্তে আমরা পাঁচলিখিত ধারাটি সন্নিবেশ করিয়াছি

৮০ ধারা। (১) টংপর কসল বাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, লব্ধ কসল যেখানে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।  
 (২) টংপর কসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে বাবৎ উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ লব্ধ কসল যেখানে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।  
 (৩) উক্ত স্থলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা ভূমি কার্যের নিরবধিকালে কসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু বাহাতে বখাকালে উপযুক্ত বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ের বা এরূপ প্রকারে কসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।  
 (৪) যদি প্রজা কসলের কোন অংশ এরূপ সময়ের বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, বাহাতে বখাকালে তাহার বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে লব্ধ সংগ্রহের সময় দিকটক সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের লব্ধ লক্ষ্যপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে বত বাচাই হয়, কসল ওভ হইরাহিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

যেখানে টংপর বাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, সেখানে কসলের লব্ধ লব্ধ ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব ও দায়ের বিষয়ে এই ধারার সংক্ষেপে প্রকৃষ্টরূপে বিধান করা গিয়াছে।

মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার দশ বিষয়ক বিধানটি এইস্থলে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯ নং অধ্যায়ের (২২০ ধারা) মধ্যে দশ বিষয়ক ল্যাবরণ যে প্রবরণ সন্নিবেশ করা গিয়াছে তাহাতেই উক্ত বিষয়ের বথেষ্ট বিধান দৃষ্ট হইবে।

## ৯ম অধ্যায়।

### ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

৬০। আমরা একটি নূতন ধারা (৮৮) সন্নিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, রায়ত অবধারিত্ত খাজানার তিনাব অবধারিত্ত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিলে, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধ্য দিতে পারিবেন না।

৬১। আমরা ৮৯ (৩) ধারার প্রথম অংশটিকে রায়ত ও তদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে ও

(খ) কোন বিশেষ কার্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ সম্বন্ধে,

কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৬৩। উৎকর্ষসাধন ঘটতি বিদ্যাদেশের সহজে নিম্নলিখিত হইতে পারিবার নিমিত্ত আদর্শ যথা প্রদেপের প্রজ্ঞাপন বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৮০ ধারা অবলম্বন করিয়া একটি ধারা (১০) প্রণয়ন করিয়া হইল। এই ধারা বিধান এই যে কোন ভূম্যধিকারী কি প্রজ্ঞাপন উৎকর্ষসাধন করা এর আদর্শ প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীর নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে পারিবে, এবং কোন বিষয় এরূপ লিপিবদ্ধ করা গেলে পক্ষদের মধ্যে পরে যে কোন আর্থনৈতিক কার্য হয় তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে আঁটা হইতে পারিবে। ৩৭ দফার বিধানে ৩৬ ভূম্যধিকারী কৃত উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করিবার বিধান করিয়াও আদর্শ একটি ধারা (১১) প্রণয়ন করিলাম।

৬৪। মূল পাণ্ডুলিপি ১৯৯ (৪) ধারার বিধান এই ছিল, যদি ইহা দেখান না যায় যে ভূম্যধিকারী রাজস্ব উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে এবং আপন তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন তবে এই আইন প্রচলিত হওয়ার সময়ের পূর্বে রাজস্ব যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারার পরিবর্তে আমরা একটি উপধারা [১৩ (৪) ধারা] সরিয়ে দিয়া বিধান করিলাম যে ১৮৮৩ সালের আর্ডিন্যান্সের ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হওয়ার সময়ের মধ্যে রাজস্ব যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্বে কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এই ধারা তাহার প্রতি ভূতকাল সম্পর্কে বর্তমান থাকে ইহাতে বাধ্য হইবে।

৬৫। উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে কতিপয়রূপের বেটী দেয় হয় তাহা নিরূপণকালে আদালত-কর্তৃক যে বিষয় বিবেচিত হইবে, আমরা ২৪ ধারার কিয়ৎপরিমাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। নূতন যে কথাগুলি সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুতর অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনের কল যত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তাহা বিবেচনার এই উৎকর্ষসাধনের আদর্শ প্রতি এবং “ভূমি কৃষি কার্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রাজস্ব যত কাল অব্যক্তি শাজ্ঞানার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন” সেই কালের প্রতি আদালতের নৃতি রাখিতে হইবে।

৬৬। যথা প্রদেপের প্রজ্ঞাপনবিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৩৩ ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা প্রজ্ঞাপন ইচ্ছুক করণ বিষয়ক (১৫) ধারাটি নূতন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছি এবং কোন নোক্তের এই বিষয়ে একটি আন্তঃসংস্কার আঁতে বলিয়া তাহার দুরীকরণার্থে একটি উপধারা (৫) যোগ করিয়া স্পষ্টরূপে বিধান করিয়াছি যে কোন রাজস্ব আপন গোড় ইচ্ছুক করিলে, ভূম্যধিকারী এই যোতে প্রবেশ করিয়া উক্ত কোন প্রজ্ঞাপন করা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাই করণার্থ লইতে পারিবে।

৬৭। আদালতঃ দেখিলে যে রাজস্ব আপন গোড় পরিভাগ করিয়াছে কিন্তু এই যোত যে পরিভাগ করিয়া ১৩ ধারা (১) কোন রাজস্ব আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা বেমন দেয়া হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাগী ভাগ করি, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোত আর চাই না করে, তবে রাজস্ব যে ভূমি বৎসরে এরূপ ভাগ করিয়া যায়, ও চাই করিতে বিরত হয়, সেই ভূমি বৎসর জন্মিত হইবার পরে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী এই যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজ্ঞাপন করা দিতে পারিবে, কিম্বা নিজে চাই করণার্থ লইতে পারিবে।

অনুবিধা অনুকৃত হয় আমরা পাঁচলিখিত ধারা প্রণয়ন করিয়া তাহা নিরাকৃত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

৬৮। কোন ভূম্যধিকারী পুজার সম্মতি দিয়া কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অনুমতি দিয়া পশু বৎসরে একবারের অধিক ভূমি বাগ করিতে পারিবে না এই বিষয়টি ১৯ ধারার আদর্শ নিম্নলিখিত স্থান বর্জিত স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকড়ী কি পৈগড়ীহেতুক বৎসর পরিবর্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা এই পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে চাষের ভূমির পরিমাণ বৎসর পরিবর্তন হইতে পারে এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

পরিভাগ করিয়া  
গিয়াছে ইহা  
নির্বিশেষ  
রূপে  
ধরিয়া লইতে  
পাওয়া যায় কি  
না এবং উহা  
অন্য কোন  
প্রজ্ঞাপন  
করিয়া দেওয়ার  
কি না ভূম্য-  
ধিকারী ইহা  
নিশ্চয় বুঝিতে  
পারেন না।  
এইরূপস্থলে যে

(গ) যে স্থলে ভূমাদিকারী উচ্চাপূর্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্যপ্রকারে পরিবর্তন এবং খরিদক্রমে দখল করিবার আশিষ্য অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

৬৮। মাপের কতি নিম্নরূপ ১০১ ধারার আশ্রয় একটি উপদ্বারা সমিবেশ করিয়া স্থানীয় গবর্ণর দ্বারা প্রতি স্থানীয় তদন্ত লইবার পর কোন স্থানে যে না বৈধ খামদে ব্যবহৃত হয় তাহা নির্দেশ করিয়া দিগি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইছে এবং প্রাপ্ত যে নির্দেশ করা যায় তাহা গিল্পীত দর্শন ন গোলা শুদ্ধ বলিয়া অঃ মাপ হইবে এই বিধান করা হইছে। আশ্রয়গের বিবেচনার ইচ্ছাতে মূল পাণ্ডুলিপির ১৩৮ ধারার আশ্রয় প্রযোজন থাকিতেছে না, অতএব এই ধারাটি আশ্রয় উঠাইয়া দিয়া। ভূমি মাপ ক্রমে বিবরণ অন্যান্য বিধান প্রদানের লিপিসম্বন্ধীয় ১০ নং অধ্যায়ের মধ্যে দৃষ্ট হইবে।

৬৯। কোন মকাল কিম্বা তালুকের সঙ্গাধিপতিরদের পক্ষে কার্য্য করণার্থে কাৰ্য্যাত্মক নিয়োগ নিষেধ এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পটিলেতে আশ্রয় একটি ধারা (১০৯) সংযোগ করিয়া তাই কোর্টের প্রতি কাৰ্য্যাত্মকদের ক্ষমতা ও কর্তব্য কর্ম নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইছে।

৭০। সত্বনিমজ্জন বিবরণ ধারাটি আশ্রয় ভাগ করা হইছে। এই ধারাটি থাকিলে দখলীস্বত্ব ভূমিধিপতির হস্তে রাখত হওয়াতে তদীয় প্রজাদিগকে কোর্ট রায়ের অবশ্য পণ্ডিত হইতে হয়, সুতরাং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রণেতৃগণের সঙ্গ নির্দেশ লক্ষ্য স্থল তদ্বিবেচনার এই ধারাটি আশ্রয়গের মধ্যে বিশেষ আপত্তিযোগ্য। আশ্রয় এই ধারাটি সঙ্কট হইলে উপস্থিত কাণ্ড না থাকিলেও যে কোন ব্যক্তির এই ধারা ক্রমে সম্প্রদায়কান্ত আইনের অধিনা যতীয়ার প্রচুর ও বগেচ্ছ ক্ষমতা থাকে। এই অধিনা তার প্রভাবনার সঙ্গাধিপতি হইবার সঙ্গাধিপতি। সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে ও এই ধারাটির প্রতি গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে।

আশ্রয়গের বিবেচনার এই পাণ্ডুলিপির উপস্থিত প্রযোজন দখলীস্বত্বসম্বন্ধীয় অধ্যায়ের মধ্যে সমিবেশিত (১৮) ধারার বিধানক্রমেই যথেষ্টরূপে সাধিত হইবে। এই ধারার কথা পূর্বেই (১৫ দফার) আশ্রয় বলিয়াছি। মান্যর জটিল প্রকৃত সিল্ড সাহেব এই বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ইতিমধ্যে বিবেচনা করিয়া এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণ সম্বন্ধে আশ্রয়গের এই সংস্কার হইয়াছে যে সত্বনিমজ্জনসম্বন্ধিত প্রস্তাবটি কিরূপেরিমাণে উপস্থিত আইনের ন্যায় অবিকারের হইবে।

## ১০ম অধ্যায়।

অতের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

৭১। উপরি উক্ত দুইটি বিবরণ লইয়া মূল পাণ্ডুলিপিতে যে দুইটি অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করা এবং সহজতর বিবরণীর অর্থাৎ অতের লিপি বিবরণ কথা প্রথমে বলা আশ্রয় সঙ্গীত বোধ করিলাম।

৭২। অতের লিপি না থাকায় জন সাধারণের কথন, বিশেষতঃ কোন মকাল কি তালুক বীলানক্রমে বসপূর্বক বিক্রয় করা গেলে যে আশ্রয় তাহা ক্রয় করেন তিনি যে অসুবিধা অনুভব করেন, আশ্রয়গের দ্বারা হয় যে ১১২ সংখ্যক নূতন ধারাক্রমে তাহা দূরীকৃত হইবে। এই ধারাক্রমে বিশেষ কএকটি নিয়মাদিমে ভূমাদিকারী কি তালুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী অতের লিপি প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

৭৩। তাহা দৃষ্ট হইবে যে অতের লিপি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে গুরুতর একটা পরিবর্তন করা গিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপির ১২ নং অধ্যায়ের সকল স্থলেই, অর্থাৎ, লিপির মধ্যে যে কথা খরিডে হইবে তাহা লইয়া বিবাদ পাণ্ডুলিপি না থাকুক, সরাসরি কার্য্যবিধান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সকল স্থলেই একই কল হইত অর্থাৎ লিপির মধ্যে কোন কথা থা গেলেই তাহা দৃষ্টীকৃত হইত বলিয়া অনুমান করা হইত, কিন্তু দেওয়ানী আদালতে তাহার গুরুতর প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। পক্ষান্তরে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে অতের লিপি প্রথমেই প্রকাশিত হইবার বিধান করিয়া আপত্তি উপস্থাপন করিবার অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। লিপির মধ্যে কোন কথা থা গিয়া থাকিলে কি খরিবার প্রস্তাব করা গেলে যদি তাহার প্রতিবাদ করা হয়, তবে রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারীকে দেওয়ানী আদালতের নিয়মিত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে এই বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত লইতে হইবে এবং তাহার কৃত সিদ্ধান্তি দ্বিতীয় ন্যায় প্রণয়ন হইবে। বিশেষতঃ অত্র উক্ত পক্ষ সকল আপীল সনিসার নিয়মিত নিবৃত্ত হন এই সিদ্ধান্তির বিরুদ্ধে প্রথমতঃ তাহারই নিবৃত্ত আপীল হইতে পারিবে ও পরে দ্বিতীয় আপীল সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাদিমে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে। সুতরাং লিপির বর্ণিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হইলে, সকল স্থলেই বিবাদের বিবরণটি যে সকল কথা সিদ্ধান্তি হইয়া গিয়াছে তাহার ন্যায় গণ্য হইবে। লিপি প্রথমে প্রকাশ করনের পর আপত্তি উপস্থাপিত করনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে স্থলে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, লিপির বর্ণিত কথা সেই স্থলে অবিসংবাদিত বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিত মতে হাবৎ বিপরীত দর্শন না যায় তাবৎ শুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে। উক্ত সকল কার্য্য বহু বিস্তারে সংঘটিত হইবে বিবেচনা এবং অতের লিপি প্রণয়ন এই এক শিত হইক না বৈদ্য স্বার্থযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে তাহার সম্বন্ধে এই লিপির মধ্যে

যে কথা ধরা যায় তাহার বার্থ্য্যতা বহুদূর পর্যন্ত পরিচয় ইহা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা লিখির অন্তর্গত অবিসংবাদিত কথাগুলি বহুদূর আশাপিত হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তদপেক্ষা অধিকতর আশাপিত বলিয়া নির্দেশ করিতে সাহসী হইলাম না।

৭৪। যে কার্য্যকে “খাজানার বন্দোবস্ত” বলা হইয়াছে তাহাতে যত্নের লিপি প্রস্তুত করণ এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা ও তাহাজ্জদারেরা অবধারিত খাজানার না হইয়া অন্যপ্রকারে ভূমি ভোগ করিলে ভূমিধিকারী বা প্রজা উক্তবে সকল খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আশংকা করেন সেই সকল খাজানার বন্দোবস্ত বুঝাইবে।

কোন যোতের খাজানার বন্দোবস্ত করা হইতে পারে কি না এবং কত বাইতে পারিলে কত টাকার তাহা নিরূপণ করিতে হইবে এইগুলি বহু জটিল ভাবের প্রশ্ন এবং হুটুটি বিভিন্ন পর্যায়ের বৃদ্ধির উপর স্থাপিত। প্রথমতঃ প্রজা সম্বন্ধে অস্তিত্ব, ভূমির পরিমাণ প্রজার স্বত্ব ও যে নিয়মে তিনি ভূমি ভোগ করেন এইরূপ অনেক বিষয়সমূহ প্রজাদের উপর পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলির নিষ্পত্তি নির্ভর করে। এই প্রশ্নের মধ্যে আইনসমূহ এবং নানা কথা থাকিবার সম্ভাবনা যাহা সম্বোধনকৃত ভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইলে পরিশেষে উক্তভিন্ন বিচারালয়ে আপীল হইবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ এই প্রশ্নগুলির অর্থনীতি-সম্বন্ধ অনেক বিষয়ের সহিত অর্থনীতির সম্বন্ধ প্রচলিত নয়, ও এবং উৎপাদনশীলতার কল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রথম স্থলেই হউক আর আপীল ক্রমেই হউক স্থানীয় তদন্ত না হইলে এবং বিচার্য্য বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি তদন্ত এই সকল বিষয় লইয়া যথাযথ কার্য্য করা যাইতে পারে না। পূর্বোক্ত হুটুটি বিষয় সম্বন্ধে করিয়া যাহাতে প্রত্যেকটি বিশেষ ব্যক্তি কতক চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার প্রকৃষ্ট বিধান করা যাইতে পারে ইহাই আশাশীলতার বিবেচনা স্থল হইয়াছিল। এই প্রশ্নের যে সীমাসংকীর্ণ পাতুলিপি প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা এই পাতুলিপির ১৬০ ধারায় দৃষ্ট হইবে। যত্নের লিপি সংক্রান্ত কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে যে পরিবর্তনের পূর্বোক্ত উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে এবং অনেক বিশেষতঃ বিচারপট ও স্থানীয় কৃষিকার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কর্মচারী বিশেষ জ্ঞানরূপ নিযুক্ত হইবেন পাতুলিপির উল্লিখিত এই বিধানক্রমে পূর্বোক্ত প্রশ্নের অধিকতর সম্বোধনকৃত উত্তর পাইবার পক্ষে সম্ভাব্য হইবে বোধ হয়। আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব করি যে, যে খাজানার বন্দোবস্ত করা যায় কি বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা যার তৎসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী যত্নের লিপির অন্তর্গত কোন কথা-সমূহ বিবাদের ন্যায় উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তি কার্য্যে, ও পরে এই সমগ্র বিষয়ের আপীল বিশেষ জজের নিকট হইতে পারিবে এবং যত্নের লিপির অন্তর্গত যে কথা বিবেচনায় খাজানার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে তাহা কোটি দ্বিতীয় আপীলে সেই কথা উপক্ষে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা না করিলে এই নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। এইস্থলে তাহা কোটি হুতন করিয়া খাজানা নিঃপাণ করিয়া দিতে পারিবে, কিন্তু জমাবন্দীর লিখিত অন্যান্য খাজানাদুটে তাহা করিতে হইবে। অর্থাৎ খাজানা অত্যধিক অত্যাচার করিয়া ধাওয়া করা হইয়াছে কেবল এই হেতুতেই তাহা কোটি দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবে না কিন্তু আইনসমূহের বিষয়ে বুঝিবার ভুল হইয়াছে বলিয়া, যথা বিশেষ জজ কোন যোতের মধ্যে প্রকৃতই যত জমী আছে তদপেক্ষা অধিক কি কম জমী আছে ধরিয়াছেন এই প্রকার হেতুতে দ্বিতীয় আপীল করা যার বলিয়া দ্বিতীয় আপীল কর গেলে ও আপীলকারী কৃতকাহ্য হইলে, তাহা কোটি খাজানার হার পরিবর্তন না করিয়া স্থলবিশেষে খাজানা কমানো নি বাড়াইয়া দিতে পারিবে না।

৭৫। আমরা ১২০ ধারায় বিধান করিয়াছি যে পূর্ব কএক ধারা ক্রমে কোন যোতের খাজানার টীকা ধাওয়া করিবার নিষ্পত্তি কোন ভূমিধিকারীর আশংকা করিবার স্বত্ব থাকিলে, যোতের যে খাজানা তাহার আর্থনীতিতে খার্য্যের কিস্তী নির্ণীত হয়, ভূমিধিকারীর উৎকর্ষসাধন দ্বারা যোতের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতুক না হইলে, পনের বৎসর কাল মধ্যে তাহা বৃদ্ধি করা বাইবে না।

৭৬। যত্ন দিতে হইবার বিধান বিষয়ক ১২১ ধারাটি এক্ষণে যত্নের লিপি প্রস্তুত করণ ও খাজানা বন্দোবস্ত করণ এই উভয় বিষয়ের প্রতিই বর্ত্তান গেল।

৭৭। এই অধ্যায়ের আর একটি বিধানের অর্থ্য্যৎ ১২২ সংখ্যক নুতন ধারাটির বিধানের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। বিধানটি এই। কোন প্রজার যত্ন সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে অবধারিত খাজানার বিশ বৎসর ভূমি ভোগ করিলে যে অনুমান করা গিয়া থাকে বলিয়া সকেই অবগত আছেন তাহা আর থাকিবে না।

## ১১শ অধ্যায়।

হাতির তালিকা বিষয়ক বিধি।

৭৮। এই অধ্যায়ের লিখিত বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে আমরা বঙ্গদেশের স্ববর্ণায়ত্তের অতি-প্রাচীনকালের কাহা করিয়াছি। যে সকল তদন্তলওয়া হইয়াছে তদুপরে বোধ হয় যে খাজানার হারের মধ্যে বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে বলিয়া অনেক স্থলেই কোন বৃহৎ দেশেও খাতিতে পারে হারের এমন সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী কতক খাজানার সাধারণ

বন্দোবস্ত করণের প্রস্তাব অপেক্ষা তৎকর্তৃক বিশেষতঃ স্থানের নির্দিষ্ট হাটের উন্নয়ন ভানিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টে এইরূপ বিবেচনা করেন। প্রথমোক্ত স্থানে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী অংশে ভূমি লইয়া বিবাদ তথায় বাইরা বিবাদে নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থানে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ রূতান্ত অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য্য করিতে হইবে সেইগুলিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন। আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের স্থল উপস্থিত করা বায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীদের নিরূপিত সাধারণ রূতান্ত গুলি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব হুই একটি সামান্য পরিবর্তন করিয়া আমরা এই কার্য্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছি। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার বেরূপ প্রকৃত ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

### ১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজজমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। ধামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির সীমাংশ করিতে গিয়া আমরা হুইটি বিভিন্ন কার্য্যপদ্ধতির বিধান করিয়াছি।—অর্থাৎ—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী কর্তৃক উক্ত ভূমির জরীপ ও রেজিস্ট্রী করণ ;

(খ) স্বাধীকৃত ভূস্বামিকারি অথবা প্রজার প্রার্থনামতে ভদন্ত লওন।

বহুবিস্তৃত দেশে সর্বত্র এই বিষয়টির বিশেষ প্রকৃত আছে বলিয়া তথায় প্রথমোক্ত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি খণ্ড লইয়া বিবাদ থাকিলে ঐবিবাদস্থলে খাটিবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে হুই কার্য্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই প্রণীত ভূমির বর্ণনার আমরা বঙ্গদেশ ও বেহারদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি নাই। কিন্তু আমরা আদেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোনও প্রণীত ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারী ভূস্বামিকারীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যেহেতু স্থল স্পষ্টতঃই পূর্বেই প্রণীত জমীর অন্তর্গত নহে সেই স্থলে কার্য্য কণার্থে কএকটি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যে ধারায় এই সকল বিধি আছে তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি। ১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী ধামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজ আপন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী সজুরদ্বারা এই জমীন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বায় বৎসর চাব করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রাচ্যাত্মকভাবে ভূস্বামীর ধামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজজমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু বাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

### ১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গত যে ২ পরিবর্তনের প্রতি আবাদিগের নতুন নোবোঁগ আকর্ষণ করা আবশ্যক তাহা এই ২।—

(ক) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত বোঁকদখা করিতে হইলে যে কোর্ট কী দিতে হয় ক্রোকের দর-খাস্তেও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপি ১৬৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উৎপন্নশস্য গোলাজাত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(গ) বাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচার কি জারী করা না যায় উৎপন্ন শস্য স্থানান্তর করা যাইবে না, কোনও স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। [ ১৪১ (৩) ও (৪) ধারা ]

- (খ) যে কসল গোলাজাত করা বাইরে পার, তাহা কেহে থাকিতে বিক্রয় করা যাইবে না, ১৪৭ ধারার ইহার লগ্নে বিধান করা গিয়াছে।
- (গ) কোন ব্যক্তির সপক্ষে মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৫ ধারায় অপরাধ করা গেলে, বিশেষ ২ নম্বর এই ব্যক্তির অর্ধ মণ হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত এই পাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ভাগ করা গিয়াছে।
- (চ) পক্ষান্তরে, উক্ত অপরাধের সহায়তাকারিদের মণ বিধানের নিমিত্ত ১৯ নং অধ্যায়ের প্রথম ধারার লগ্নে বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৪৮ ধারার ইহা লগ্নেরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি জব্দ করা গেলে এবং এ নম্বরে এই অধ্যায়ের বিধান লায়াক্কে না বর্তিলে তিনি যে ব্যক্তির তঁহার বিক্রে আদালতকে চালিত করিয়াছিল তাহাদিগের বিক্রে গোপন করা করিয়া উক্ত অনিষ্টের প্রতিকার করিতে পারিবেন।
- (ছ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্নমেন্ট এই অধ্যায়ের কাঁচা স্থগিত রাখিতে পারিবে; এই ধারাটি ভাগ করা গিয়াছে।

### ১৪শ অধ্যায় ।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যাবলীর বিষয়ক বিধি।

১১। মূল পাণ্ডুলিপির ১৯১ অবধি ১৯৭ পর্যন্ত ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কার্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আদালত মণ বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির মণল করিয়া পাইবার নিমিত্ত যোকদ্দমা মুক্ত করিয়াছি।

১২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আদালত এই অধ্যায়ের প্রথম ১৫৯ সংখ্যক একটি ধারা সরিবেশ করিয়াছি। এই ধারাক্রমে হাই কোর্ট স্থানীয় সর্বন্যেস্তের সম্মতি লইয়া ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে যোকদ্দমার দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের কোন অংশ বর্তিবে না কি বিশেষ কোন নিয়মাদীনে বর্তিবে ইহা প্রকাশ করণার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে। নুতন আইন অনুসারে আদালত সমূহে বিরূপ কার্য চলে এই বিষয়ে তুরোদর্শন লাভ হইলে, হাই কোর্টের প্রতি প্রথম উক্ত ক্ষমতানুসারে এরূপ ভাবে কার্য করা যাইতে পারিবে, যাঁহাতে কার্যপদ্ধতির অধিকতর সরলতা সাধিত হইবে, ইহা এই আইনাদিগের বিধান।

১৩। আদালতিগত ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত যোকদ্দমার কার্যপদ্ধতি অসম্পূর্ণ ও সরলতার পরিবার অভিজ্ঞতায় যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আদালত উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাঁহাতে সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাই না। বিশেষতঃ আদালত সমন আদায়নকার্য ও এই কার্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনকারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অসুগৃহিত প্রতিবাদির বিক্রে আইনযুক্তি কোন অনুমান করিতে দিতে অসম্মত।

১৪। পরন্তু খাজানা সংক্রান্ত যোকদ্দমার ভূমিধিকারীর স্বত্বাধিত কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আদালত ১৬৪ ধারার একটি গুরুতর পরিবর্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এই খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বাধিত যে কথা হইয়া বিবাদ তাহা খাজানার যোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক ভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আদালতের উদ্দেশ্য। অতএব আদালত এইবিধান করিয়াছে যে প্রকৃষ্ট টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নোটিশ এই ভূমির ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; এই ভূমির ব্যক্তি তিন বাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র যোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া এই টাকা প্রমাণ নিবেদন করণার্থে আসা না পাইলে বাদির প্রার্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

১৫। আদালত আরও ১৬৫ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছে যে যদি কোন খাজানার যোকদ্দমার প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু বর্তমান টাকা পাওনা তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ বর্তমান টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় তত টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবেন।

১৬। আদালত ১৭৩ ধারায় বিধান করিয়াছে যে বাদী কোন অবধিকার প্রবেশকারীকে উদ্ভূত করিবার যোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দায়িত্ব করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদির মণলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণয়ের উপযুক্ত ও লায়াক্ খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়।

১৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানক্রমে ভূমিধিকারী কিম্বা প্রজা ইহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রজাবিশেষের ভাব ও অনুবন্ধ নিরূপণার্থে যোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। ইহার পরিবর্তে আদালত ১৭৪ ধারার, পক্ষাদিগের মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই



অধিকতর সরল ও স্থূলত কাংক্ষণালী নির্দেশ করিয়াছি। এবং যে আদালতের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় সেই আদালতের প্রতি কনডা প্রদান করিয়াছি যে উচিত বোধ করিলে এই আদালত রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি কোন বিষয়ের স্থানীয় তদন্ত লইবার নিমিত্ত আদেশ করিতে পারিবেন।

### ১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্তে সরাসরী নীলানের বিধি।

৮৮। আমরা ভূমিধিকারীদের বেরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়াছি তদনুসারে পতনী ডালুকের নীলাম সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলির কোন বস্তুগত পরিবর্তন করি নাই, কেবল আকার লইয়া ও ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করিয়াছি। সংশোধিত বিধানগুলি একত্রে তুলনীয় হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত করা গেল। এই বিধানগুলি এই আইনের প্রথম পরিচ্ছেদে হইয়াছে।

৮৯। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি মাত্র ধারা আছে। এই ধারার দ্বারা এই যে, পতনী ডালুক ভিন্ন কোন ডালুক সরকারী রেজিষ্টারে রেজিস্ট্রী করিয়া বিনাম আটকনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধিক্রমে যেকোন পরিবর্তন নির্দেশ করেন সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে এই অধ্যায়ের সকল বিধান উক্ত সকল ডালুক সম্বন্ধে খাটিবে।

### ১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

৯০। ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির খাদীনতা কতদূর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা উচিত কএকটি বিষয় সম্পর্কে এই উক্তির প্রস্তাবিত খাদীনা পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত এই বিষয় সম্বন্ধীয় ধারার দৃষ্ট হইবে (খাজানা ধার্য্য করণার্থ চুক্তির বিষয়ে পূর্ববর্তী ২৯, ৩০, ও ৪৮ দফা দেখ)। কিন্তু চুক্তিক্রমে আইনের বিধান হইতে মুক্তিলাভ করিবার ক্ষমতা সংশোধিত করণার্থে যে নিয়ম করা আসাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির মতে আবশ্যক, আমরা তাহার অনেকগুলি এই অধ্যায়ের প্রথমে একটি ধারায় সংগ্রহ করা গরিবানকবোধ করিলাম।

যে২ বিষয় চুক্তির সীমার বহির্ভূত করা গেল তাহা নিম্নে দৃষ্ট হইবে।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিধিতে রায়তের স্বত্বলাভ (২৪, ২৫, ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নিম্নলিখিত দখলীস্বত্বের অধুসঙ্গ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিধিতে রাইতের খাজানা কমানিবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে কসলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূমিধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নিম্নলিখিত কেতু ব্যতিরেকে দখলীস্বত্বপূর্ণা রায়তকে ও কোর্পা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে এই পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ১০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) মোতেবভূমি কামিয়া যাওয়ার প্রজার খাজানা কমানিবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষনার্থ করিবাবও তজ্জন্ম ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৬৮, ৬৯, ৭০, ও ৭১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৭৮ ধারা)।

৯১। স্থায়ী মোকররী পাট্টা দিবার প্রথা সম্বন্ধে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে আমরা এই অধ্যায়ে ২১১ সংখ্যক একটি নূতন ধারা সংমিশ্রণ করিয়া এই বিধান করিয়াছি যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চুক্তিতে সেই মহালে ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে ঋণগ্রহী মকররী পাট্টা দিতে ভূমিধিকারীর বাণী হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৯২। আমাদিগের বাণীবাদীদের মধ্যে সমুদয়লই স্বীকার করা গিয়াছে যে ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত যে পাট্টা নেওয়া যায় সেই পাট্টাক্রমে ভোগকৃতভূমি, চর ও দেয়াড়া ভূমি ও উঠবন্দী ও হাল হাসিলী প্রথা কবেগীত ভূমি সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আবশ্যক। উক্ত সকল প্রকারের ভূমি সম্বন্ধে যেরূপ বিশেষ বিধান করা আমাদিগের নিকট আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল তাহা এই অধ্যায়ের পঞ্চাৎলিখিত তিনটি ধারায় দৃষ্ট হইবে।

৯৩। ২১২ ধারার বিধান এই যে, এই আইনের কোন কথাক্রমে পণ্ডিত ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী করণার্থ কোন চুক্তির ব্যাঘাত হইবে না।

৯৪। ২১৩ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে, যে রায়ত চর বা দেয়াড়া ভূমি ভোগ করে সে তাহার ক্রমাগত বারবৎসর ভোগ না করিলে এই ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবে না এবং যাবৎ এই দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহারও ভূমিধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয় সে সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে। কিন্তু আদালত অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে নির্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া তার গণ্য হইবে না। তাহা হইলে এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

৯৫। পরিশেষে ২১৪ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে “উঠবন্দী” প্রণালী ও “হাল হাসিলী” প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালীদ্বয়ে কোন ভূমি ভোগ করা গেলে, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে এই ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

৯১। ৪ দফার পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে স্থলে কোন রায়ত গ্রাস্তদ্বারা আপন যোড়ের অংশ না হইয়া গাছতুলি ভোগ করে সেই স্থলের বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭ন অধ্যায়টি আমরা ভাগ করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডুলিপির মধ্যে ত্তরুণ প্রজন্মদের উল্লেখ না থাকিলে লোকের বুঝিবার তুল হইত না। তাহা হইলে ১৯১ সংখ্যক একটি খারা সন্নিবেশ করিয়া এইরূপ স্পষ্ট বিধান করা ভাল বোধ করিলাম যে পূর্বোক্তরূপ প্রজন্মদের অনুবল দেশাচার দ্বারা নিরূপিত হইবে।

### ১৮শ অধ্যায়।

নিয়াদ বা ভাণ্ডারি বিষয়ক বিধি।

৯২। মধ্যমীয়া বিশিষ্ট রায়ত যে অমী ভাণ্ডারি আপন যোড়ের অন্তর্গত সেই অমীর পুনর্বার মূল পাণ্ডুলিপির নিমিত্ত বোকদমা করিলে ঐ বোকদমা সম্বন্ধে নিয়াদের কাপ মুক্তিসম্বন্ধে অঙ্গ করিয়া ধাওয়া করা উচিত, আত্মা এইরূপ বিবেচনা করি। মধ্য প্রদেশের প্রজাব্যবস্থার ১৮১ সালের আইনের ৮১ ধারার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা যে চারিখণ্ডে ত্তরুণ প্রজাকে উল্লেখ করা যার তদবধি দুই বৎসর কাল নিয়াদের কাল ধাওয়া করিয়াছি। যে বোকদমা পূর্বেই ভাণ্ডারি হইয়া গিয়াছে, বাহাতে ভাণ্ডারি হেতু পুনঃস্থাপিত না হয় এই জন্য একটি উপবিধি সংযোগ করিয়াছি।

### ১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

৯৮। আমরা ভূম্যধিকারীর প্রতি আপন কর্মকারক দ্বারা কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান বিষয়ক ২২১ ধারার বিধান কিংবা পরিমানে প্রসারিত করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপির নিমিত্ত "ভূম্যধিকারী" শব্দের লক্ষ্য সম্বন্ধে কোন ২ ব্যক্তির এই বিষয়ে আশ্রিত থাকিতে তাহা অপমান করণার্থে আমরা ২২২ সংখ্যক একটি ধাণ্ডা সংযোগ করিয়া স্পষ্ট বিধান করিয়াছি যে দুই বা তদধিক ব্যক্তি একজন ভূম্যধিকারী হইলে, তাহার উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া পূর্বা করিবেন কিংবা তাহার সকলে একত্র হইয়া যে কর্মকারককে নিযুক্ত করেন তাহার দ্বারা কার্য্য করাইবেন।

৯৯। আমাদিগের বাদামুবাদ কালে এমন অনেক কথা উদ্ভূত হইল যাহার সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতি হইল যে আমাদিগের নিকট অর্পিত কাগজপত্রাদিতে যে সংবাদ পাওয়া যার তদপেক্ষা অধিকতর সংবাদ না থাকিলে আমরা ঐ কাগজপত্র যথোপযুক্ত সীমানা করিতে সমর্থ হইব না। ইহার মধ্যে কতকগুলি কথা সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ও হাই কোর্টের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে আমরা বিশেষ গন্তব্য লাভ করিব।

প্রধান কথাগুলি এই—

- (১) ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে জল সেচনের নিমিত্ত নানা কাটাঁইবার, জল বিতরণ করিবার, ও ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করণার্থে রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কিনা, ও বাঞ্ছনীয় হইলে কিরূপ বিধান করিতে হইবে।
- (২) খাজানাংক্রান্ত বোকদমার বিচার বাহাতে শীঘ্র হয় এই অতি প্রায়ে বিধি প্রণয়ন করিয়া কি প্রকারান্তরে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয় কিনা, বিশেষতঃ যে স্থলে অধিকসংখ্যক রায়ত কেহ তাহার অধীন না হইয়া ভূমিভোগ করে সেই স্থলে ভূম্যধিকারীর প্রতি একই আবেদনপত্রক্রমে তাহাদের বিকল্পে বাকী খাজানার নিমিত্ত বোকদমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কিনা।
- (৩) একতরফা ডিক্রী দেওয়া গেলে, পুনর্বার বিচার হইবার দাওয়া করিবার যে ক্ষমতা আছে, তাহার সংশোধন করণার্থে অনিষ্ট উপপাদন না করিয়া কোন বিধান করা বাইতে পারে কিনা। প্রতিবাদীর নিকট সমন পঠিত হইয়া না থাকিলে কোন বিশিষ্ট হেতুবশতঃ প্রতিবাদী উপস্থিত হইতে পারে নাই কোন বিচারপতি জ্যেষ্ঠত্বের ইচ্ছা বশতঃ না পারিলে তিনি পুনর্বার বিচার হইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন আমরা ইহা অবগত আছি; কিন্তু আমাদিগের নিকট ইহা কথিত হইয়াছে যে উপযুক্ত সময়ে সমনজারী অস্বীকার করাই এক্ষণে প্রচলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আদালতও প্রতিবাদীকৃত পূর্বোক্ত আপত্তি সত্ত্বেই গ্রাহ্য করেন। বিশেষ সংঘটন ও আপন প্রাপ্য আদায় করিতে গিয়া ভূম্যধিকারীকে অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করাই যে কাণ্ডের উদ্দেশ্য, ইহাতে সেই কার্য্যেরই প্রজ্ঞা দেওয়া হয়।

প্রতিবাদী ডিক্রীর টাকা আদায় না করিলে একতরফা বোকদমার পুনর্বার বিচার হইবে না আমাদিগের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আমাদিগের যে সংবাদ জমা ছিল তদ্ব্যতীত ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমরা এই অতিপ্রাণ পুকাশ করিলাম যে হাই কোর্টের মান্যবর জজ সাহেবদের বিবেচনার প্রস্তাবটি অর্পিত হউক।

- (৪) আমাদিগের নিকট প্রায় একরূপ ভাবের আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রস্তাবটি এই—বাঁকীখাজানার বোকদমার পূর্ববাদের বিকল্পে ডিক্রী হইলে, তিনি ডিক্রীর টাকা আদায় না করিলে ঐ ডিক্রীর বিকল্পে আপীল করিতে পারিবেন না। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে জজ সাহেবদের মত জানিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

- (৫) যে সকল আধীন ভানুকের রাজস্ব গবর্ণমেন্টের সন্তিত সাংক্ৰান্তস্বন্ধে বন্দোবস্ত হইলেন ও ঐ ভানুকের অধিকারীরা জমীদারের দ্বারা ঐ রাজস্ব নেন, সেই সকল ভানুক সম্বন্ধে সরাসরী নীলাম সংক্রান্ত কাগজপ্রণালী গাটিতে পায়ে কি না এই বিষয়ে আমরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মত জানিতে বাঞ্ছা করি। স্পষ্টই দেখা গাইতেছে যে ঐ সকল ভানুকের কথা সরকারী রেজিষ্টারে নাই। গতনৌ সম্বন্ধীয় সংশোধিত কাগজপ্রণালী উক্ত সকল ভানুকের প্রতি বর্জান হউক এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।
- (৬) খাজানা মুক্ত ভানুকের অধিকারীদের নিকটে পঞ্চকর ও পাবলিক ওর্কসকরের টাকা বাকী পড়িলে ঐ টাকা আদায় কবনসম্বন্ধে পূর্বোক্ত কাগজপ্রণালী বর্ত্তাব্যাব নিমিত্ত এইরূপ ভাবে একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আমরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের পরামর্শের নিমিত্ত অপণ করিব স্থির করিয়াছি।
- (৭) যেহ নিয়মাবলীতে দাস্ত্রুমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্যকতার কথা পূর্বোই বলা হইয়াছে। (পূর্ববর্ত্তী ৪ দফা দেখ)।
- (৮) আমরা উঠবন্দী ও কালকাসিলী জমা সম্বন্ধে দেশাচারীভুগত নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষমতে বর্ত্তাইয়াছি। অন্য নামে খ্যাত ভূক্রণ জমা সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কি না এবং চট্টগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে ভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধেও বিশেষমতে কোন দেশাচারীদি রক্ষণ করা আবশ্যক কি নাই তা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (৯) আরও জাঙ্গা ও গৌরা বোতের তত্ত্বাণুরযোগা দখলীস্বত্বের ন্যায় অন্য কোন স্বত্ব অগ্রে ক্ষর করিবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় ধারার বিশদ হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (১০) পরিশেষে গত বারবৎসর কালের মধ্যে যে সকল মূল্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেইগুলির শুদ্ধতা সম্পর্কে উৎকর্ষনাধন করা যাইতে পারে কি না এবং প্রধানতঃ ঐ সকল মূল্যের উপর নির্ভর করিয়া খাজানা রক্ষির নিয়ম করিলে কি ফল সম্ভাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের পরামর্শ জানিতে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপির প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে পালিত হইয়াছে।—

ইংরেজী ভাষায়।

গেজেট।				তারিখ।
ইণ্ডিয়া গেজেট	...	...	...	১৮৮৩ সালের ৩, ১০, ও ১৭ মার্চ।
কলিকাতা গেজেট	...	...	...	১৮৮৩ সালের ৭, ১৪, ও ২১ মার্চ।

দেশীয় ভাষায়।

প্রদেশ।				ভাষা।	তারিখ।
বঙ্গদেশ	...	...	...	বাঙ্গালী	১৮৮৩ সাল ২৪ আশ্বিন।
				হিন্দী	১৮৮৩ সাল ৪ মে।
				উড়িয়া	১৮৮৩ সাল ১৭ মে।

১০১। পূর্বোক্ত বলিয়াছি একগণকার সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপির পুনর্ব্বার প্রকাশ করা উচিত ইহাই আমাদের মত।

এস, সি, বেলী।	টি, ডবলিউ, গিবন।*
রিবর্স টমসন।	আমীর খাঁ।
সি, সি, ইলবার্ট।	ডবলিউ, ড সিউ, হক্টর।
জি, এচ, সি, ইবান্স।	এচ, বেনলডন।*
জে ডবলিউ, হুট্‌সন।	

কমিটির সম্মুখীন ফল এই রিপোর্টে যথাসম্মতরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি ইহাতে স্বাক্ষর করিলাম, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মূল নিয়মের ও তাৎপর্গত অনেক কথার প্রতি আমার আপত্তি আছে, সুতরাং ভিন্নমতস্বচক একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিলাম।

বৃক্ষদাস পাল।

পাণ্ডুলিপির মূল নিয়ম সমূহের প্রতি আমার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। মানবের বার জীবিত কৃষকসং পাল যে নিয়মের উল্লেখ করিয়া ছন সেই নিয়মাবলীতে ও িনি অনুসারে এই রিপোর্টে আমি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য ইহাই আমার বিশ্বাস বলিয়া এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিলাম।

চারভদ্রা।

১৮৮৪ সাল ১৪ই মার্চ।

\* কোনই বিষয়ে আপত্তি থাকিল।

## তকসীল ।

রাজ্য ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১ নং ডায়েরি নং ৪৮৪—১১৬ R. নং আকিসের আরকলিপি ও তৎসহিতপত্র [ ১ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের ১৮২৭—৬৪৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ২ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৮ই জুলাই তারিখের ১৮৭৬—১৬৯ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৩ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে জুলাই তারিখের ১৯২৮—৬৯৪ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৪ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখের ২১৭৯—৭৮৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৫ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখের ৫৮৩ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৬ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের ৬৮৩ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৭ নং কাগজপত্র ] ।

শাখার জীযুত টি, এম, গিবন সাহেবের মন্তব্যাবলি [ ৮ নং কাগজপত্র ] ।

পূর্ব বাঙ্গালায় জমাদিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের শ্রাবদন ও তৎসহিত মন্তব্যাবলি [ ৯ নং কাগজপত্র ] ।

দীর্ঘাণ্ডিয়ার রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরের ১৮৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২১ নং পত্র [ ১০ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৮২২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১১ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের ১৭২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১২ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১লা অক্টোবর তারিখের ১০২১ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১৩ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখের ১০৮৩ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১৪ নং কাগজপত্র ] ।

রাজ্য ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ৬৪৪ R. নং আকিসের আরকলিপি ও তৎসহিতপত্র [ ১৫ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১১১৭ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১৬ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখের ১১১০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১৭ নং কাগজপত্র ] ।

কলিকাতার জীযুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখের পত্র [ ১৮ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের ১২৯২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১৯ নং কাগজপত্র ] ।

কলিকাতার জীযুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ৩রা নবেম্বর তারিখের পত্র [ ২০ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের ২০২১—৪৩৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ২১ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের ২৩৮৯—৮৬১ পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ২২ নং কাগজপত্র ] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের ২৩৯৫—৮৬৩ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ২৩ নং কাগজপত্র ] ।

- উরিয়ার জনসাধারণ সভার কমিটির ১৮৮৩ সালের ১লা নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [ ২৪ নং কাগজপত্র ] ।
- উরাপাড়ার ঈশুত বাবু রায়কিশোর মুখোপাধ্যায়ের ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [ ২৫ নং কাগজপত্র ]
- ব্রিহত্তর ভূম্যধিকারীদের সভার অর্ধৈকান্তিক সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [ ২৬ নং কাগজপত্র ]
- ঈশুত বাবু কিশোরী লাল শবকারের ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [ ২৭ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গ ও বেহারদেশের ভূম্যধিকারীদের সদর কমিটির ১৮৮৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১৮ নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [ ২৮ নং কাগজপত্র ] ।
- রাজশ্রী ও কৃষিক্ষেত্র কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০৩৪ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসংলিখিতপত্র [ ২৯ নং কাগজপত্র ] ।
- মরুমসিংহ জিলায় অন্তর্গত লেরপুতের কএকজন অধিদার, ডালুকদার, ও মধ্যবর্তী ভূম্যধিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [ ৩০ নং কাগজপত্র ]
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২৬৭০—২৫৪ নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [ ৩১ নং কাগজপত্র ]
- ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২৩ নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [ ৩২ নং কাগজপত্র ] ।
- রাজশ্রীভীষ ভূম্যধিকারীদের কমিটির সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [ ৩৩ নং কাগজপত্র ] ।
- ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আন্সিষ্টে সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসংলিখিতপত্র [ ৩৪ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮৯—১০০১ L. R. নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [ ৩৫ নং কাগজপত্র ]
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখের ১৮২—৪৫ L. R. নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [ ৩৬ নং কাগজপত্র ]
- ভালাঙ্গা শাখা ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সভার নির্দ্ধারণাবলি [ ৩৭ নং কাগজপত্র ] ।
- ভাগলপুরের ভূম্যধিকারী সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ জানুয়ারি তারিখের ১০৬ নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [ ৩৮ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের ২২৭—৩৮ L. R. নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [ ৩৯ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫৪০—২৩১ L. R. নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [ ৪০ নং কাগজপত্র ] ।
- ব্রিহত্তর ভূম্যধিকারীদের সভার অর্ধৈকান্তিক সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও তৎসংলিখিতপত্র [ ৪১ নং কাগজপত্র ]

## ২ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাপত্তি বিধক ১৮৮৪ সালের  
আইনের পাণ্ডুলিপি।

## সূচীপত্র।

## ১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিক।

ধারা।

- ১। সংক্ষেপ নাম।  
আরম্ভ।  
স্থানীয় ব্যাপ্তি।
- ২। রহিত হইবার কথা।
- ৩। অর্থকরণের কথা।

## ২য় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

- ৪। প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক কথা।
- ৫। তালুকদার ও রায়ত শব্দের অর্থ।

## ৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।  
পঞ্জাবী বুদ্ধি কথা।

- ৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ানধি যে তালুক ভোগ হইয়া থাকিবে, কোনরূপে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবার কথা।
- ৭। তালুকের খাজানা বৃদ্ধির শীকার কথা।
- ৮। বর্জিত খাজানা ম্যারেক খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হইবার কথা।
- ৯। খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ১০। খাজানা একবার বর্জিত হইলে দশ বৎসর পরে বর্জিত হইতে না পারিবার কথা।  
তালুকের অন্যান্য অনুবন্ধের কথা।
- ১১। চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার-  
দিত্ব কথা।
- ১২। চিরস্থায়ী তালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে না  
পারিবার কথা।  
পত্তনী তালুকের কথা।
- ১৩। পত্তনীস্বরের পেটাও বিলি করিবার ক্রম-  
ভার কথা।
- ১৪। পত্তনী তালুকের ভূমিদারের হস্তান্তরক্রমে  
এহীতার স্থানে আমল চাহিবার স্বত্বের  
কথা।  
বেজিটরী করিবার কথা।
- ১৫। ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী  
করিতে হইবার কথা।
- ১৬। খাজানার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারী-  
ক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজি-  
ষ্টরী করিবার কথা।

ধারা।

- ১৭। খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা  
কিন্মা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে  
রেজিষ্টরী করিবার কথা।
- ১৮। রেজিষ্টরী না করিবার কালের কথা।
- ১৯। ভূমাদিকারীকে রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করি-  
বার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার  
কথা।
- ২০। রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূমাদিকারীর  
প্রার্থনার কথা।
- ২১। ভূমাদিকারীর রেজিষ্টরী বহীর লেখার নকল  
দিবার কথা।
- ২২। রেজিষ্টরী করণ সম্বন্ধে বিধিপ্রণয়ন করিতে  
পারিবার কথা।

## ৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমিভোগ করে  
তাঁহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ২৩। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অসু-  
যঙ্গের কথা।

## ৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।  
সাধারণ।

- ২৪। বর্তমান দখলীস্বত্ব চলিত থাকিবার কথা।
- ২৫। বাসেন্দা রায়তের দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার  
কথা।
- ২৬। বাসেন্দা রায়ত শব্দের অর্থ।
- ২৭। গ্রাম ও মাল শব্দের অর্থকরণের কথা।
- ২৮। ভূমাদিকারী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার  
কালের কথা।
- ২৯। এজমালী মালিক ও ইজারাদারদের সম্বন্ধে বিশেষ  
বিধানের কথা।
- ৩০। খামার জমী সংক্রমণের কথা।
- ৩১। দখলীস্বত্বের অসুযঙ্গের কথা।  
হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩২। দখলীস্বত্ব ইচ্ছাপূর্বক বিক্রয় করিলে ভূমাদি-  
কারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৩। ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূমাদিকারীর  
অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৪। উদ্ধার করিবার স্বত্ব রক্ষিত করা গেলে ভূমাদি-  
কারীর বন্ধকগ্রহীতার স্থান লইবার  
স্বত্বের কথা।
- ৩৫। দখলীস্বত্বদান বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩৬। পূর্বে কথক ধারার কাগ্যপত্র ভূমাদিকারী  
শব্দের অর্থের কথা।  
কোর্কা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।
- ৩৭। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়তেরা কোর্কা বিলি  
করে, তাহাদের তালুকদারে পরিবর্তিত  
হইবার কথা।
- ৩৮। দরপাটার আলের নিয়মের কথা।

ধারা।

খাজানা হুজির কথা।

- ৬৯। উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথা।
- ৮০। মুদ্রারূপ খাজানা হুজি বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৮১। রেজিস্ট্রী করা চুক্তিক্রমে খাজানা হুজি করিবার কথা।
- ৮২। পুনরার বিলি করিবার বেলা খাজানা হুজির কথা।
- ৮৩। মোকদ্দমার দ্বারা খাজানা হুজি করিবার কথা।
- ৮৪। প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা হুজি সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৮৫। মূল্য হুজি হেতু ধরিয়া খাজানা হুজি সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৮৬। চূষাধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা হুজি বিষয়ক বিধি।
- ৮৭। বন্যাজনিত উৎপাদিকাশক্তির হুজি হেতু ধরিয়া খাজানা হুজি সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৮৮। খাজানা হুজি উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথা।
- ৮৯। ক্রমতঃ খাজানা হুজি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ৯০। ক্রমাগত খাজানা হুজির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।
- খাজানা কমাইবার কথা।
- ৯১। খাজানা কমাইবার কথা।
- মূল্যের অর্থাৎ দরের ভাসিকার কথা।
- ৯২। প্রধানতঃ মূল্যের ভাসিকার কথা।
- খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।
- ৯৩। শাসনক্রমে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।
- বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।
- ৯৪। বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

## ৩৪ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৯৫। এই অধ্যায় খাতিবার কথা।
- ৯৬। দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের প্রধানতঃ খাজানার কথা।
- ৯৭। খাজানা হুজির নিয়মের কথা।
- ৯৮। যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।
- ৯৯। পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ১০০। খাজানা হুজি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ১০১। “দখল দেওয়া” শব্দের অর্থ।

## ৭ম অধ্যায়।

কোর্দারায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ১০২। কোর্দারায়তদের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।
- ১০৩। কোর্দারায়তদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

ধারা।

## ৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

- ১০৪। খাজানা অবধারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।
- ১০৫। খাজানার পরিমাণ ও ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা।
- পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- ১০৬। পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- খাজানা দিবার কথা।
- ১০৭। খাজানার কিস্তির কথা।
- ১০৮। খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।
- ১০৯। টাকা বেরূপে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।
- কবজ ও হিসাবের কথা।
- ১১০। চূষাধিকারীকে টাকা দিলে প্রজার কবজ পাইবার স্বত্বের কথা।
- ১১১। বৎসরের শেষে প্রজার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি বা হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারের কথা।
- ১১২। কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অমূল্যি না রাখিলে দণ্ডের কথা।
- খাজানা আদায়ত করিবার কথা।
- ১১৩। রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আদায়ত করিবার দরখাস্তের কথা।
- ১১৪। যে খাজানা আদায়ত করা যায় রাজকীয় কর্মচারী তাহার রসীদ দিলে ঐ রসীদ দ্বিগুণ নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথা।
- ১১৫। আদায়ত পাইবার মোটাসের কথা।
- ১১৬। আদায়তী টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।
- বাকী খাজানার কথা।
- ১১৭। খাজানা হস্তান্তরযোগ্য বোতের প্রথম দায় হইবার কথা।
- ১১৮। যে বোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই বোত হইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।
- ১১৯। বাকী খাজানার সুদের কথা।
- ১২০। ব্যক্তিস্বত্ব কারণ বিলা খাজানা না দেওয়া গেলে কিম্বা অন্যরূপে প্রতিবাদির নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে হানিপুরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।
- কমলী বা ডাউনী খাজানার কথা।
- ১২১। কমল বা চাট বা বিতাপ করিবার নিষিদ্ধ আজ্ঞার কথা।
- ১২২। কর্মচারী নিযুক্ত করা গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ১২৩। অস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

ধারা।

ভূম্যধিকারীর পরিবর্তন হইলে খাজানার  
তারের কথা।

- ৮৪। হস্তান্তরের মোটিল না পাঠিয়া পূর্ব ভূম্যধিকা-  
রীকে যে খাজানা দেওয়া যায় তজ্জন্য  
ভূম্যধিকারীর স্বার্থপ্রার্থীতার নিকট প্রচার  
দায়ী না হইবার কথা।  
আইনবিরুদ্ধ কর প্রত্যাখ্যান করা।
- ৮৫। আবণ্টার প্রত্যাখ্যান আইনবিরুদ্ধ হইবার  
কথা।
- ৮৬। দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রচার দ্বারা  
ভূম্যধিকারী অস্বস্তি করিয়া লইলে দণ্ডের  
কথা।

### ৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রাণী বিষয়ঃ বিবিধ বিধান।  
উৎকর্ষ সাধনের কথা।

- ৮৭। "উৎকর্ষসাধন" শব্দের অর্থ।
- ৮৮। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করা গেলে উৎ-  
কর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।
- ৮৯। মখলীস্বত্বশিষ্ট যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন  
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯০। মখলীস্বত্বশূন্য যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন  
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯১। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করি-  
বার কথা।
- ৯২। উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করি-  
বার প্রার্থনার কথা।
- ৯৩। রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ  
দিতে হইবার কথা।
- ৯৪। যে বিধিমাতে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়  
করিতে হইবে, তাহার কথা।  
ইন্তকা ও পরিভাগ করিবার কথা।
- ৯৫। ইন্তকা করিবার কথা।
- ৯৬। পরিভাগের কথা।  
বোতের অংশ করিবার কথা।
- ৯৭। বোতের অংশ হস্তান্তরযোগ্য না হইবার  
কথা।  
উচ্ছেদের কথা।
- ৯৮। ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না  
হইবার কথা।  
ভূমি মাগ করিবার কথা।
- ৯৯। ভূম্যধিকারীর ভূমি মাগিবার স্বত্বের কথা।
- ১০০। প্রাণী উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে,  
আদালতের এরূপ আদেশ করিতে পারি-  
বার কথা।
- ১০১। মৎস্যের ক্ষতির কথা।  
কার্য্যাদায়িত্বের কথা।
- ১০২। কেন সহায়িকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্য-  
াদায়িত্ব নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ দর্শা-  
ইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ  
করিতে পারিবার কথা।
- ১০৩। কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্য্যাদায়িত্ব  
নিযুক্ত করণার্থ তাঁহাদিগকে আদালত দিতে  
পারিবার কথা।
- ১০৪। আদালত পালিত না হইলে কার্য্যাদায়িত্ব নিযুক্ত  
করিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

- ১০৫। পূর্ব ধারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলে  
কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত  
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৬। কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন  
কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যাদায়িত্ব সম্বন্ধে  
প্রাতিবর্তন করা।
- ১০৭। কার্য্যাদায়িত্বের প্রতি যেহে বিধান বর্ত্তিবে  
তাহার কথা।
- ১০৮। সহায়িকারিগণকে কার্য্যাদায়িত্ব ভার প্রত্যর্পণ  
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৯। বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

### ১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।  
স্বত্বের লিপির কথা।

- ১১০। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আদালত দিতে  
পারিবার কথা।
- ১১১। যেহে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে  
তাহার কথা।
- ১১২। ভূম্যধিকারী বা ভাস্করনারের প্রার্থনামতে রাজস্ব  
কর্মচারীর বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে  
পারিবার কথা।
- ১১৩। লিপি প্রকাশ করিবার কথা।
- ১১৪। লিপির লেখাসম্বন্ধে বিধান হইলে কার্য্য-  
প্রণালীর কথা।
- ১১৫। রাজস্ব কর্মচারীদের লিপ্যভিত্তি উপর আপী-  
লের কথা।
- ১১৬। এই লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিধান না থাকে  
তাঁহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য  
হইবার কথা।  
খাজানা ধার্য্য হইবার বিধি।
- ১১৭। খাজানা ধার্য্য করণার্থ রাজস্ব কর্মচারীদের প্রতি  
আদালত করিতে পারিবার কথা।
- ১১৮। খাজানা ধার্য্য করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।
- ১১৯। যে সময়ে খাজানার পরিবর্তন কলং হইবে  
তাঁহার কথা।
- ১২০। ধার্য্যকর খাজানা বৎ কাল অপরিবর্তিত থাকি-  
বে তাহার কথা।  
অতিরিক্ত বিধানের কথা।
- ১২১। এই অধ্যায়মত কার্য্যাদায়িত্ব দানে যে খরচ পড়ে  
তাঁহার কথা।
- ১২২। লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে অবধারিত  
খাজানাসম্বন্ধী অনুমান না প্রাতিবর্তন করা।

### ১১ম অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

- ১২৩। তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারি-  
বার কথা।
- ১২৪। তালিকার বাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।
- ১২৫। যে বিধি অনুসারে খাজানার হার ধার্য্য করিতে  
হইবে তাহার কথা।
- ১২৬। তালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।
- ১২৭। রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে  
পারিবার কথা।



ধারা।

- ১২৮। তালিকা উদ্ধৃত্তন রাজস্ব কর্তৃপক্ষদের নিকট পাঠাইবার কথা।  
 ১২৯। তাহা হইলে রেভিনিউ বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।  
 ১৩০। চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তালিকা প্রকাশ করিবার কথা।  
 ১৩১। তালিকা যৎ কাল প্রবল থাকিবে তাহার কথা।  
 ১৩২। তালিকা সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবার কথা।  
 ১৩৩। তালিকা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা যেরূপে দিতে হইবে তাহার কথা।  
 ১৩৪। যেখানে তালিকা প্রবল থাকে সেখানে খাজানাহকির মোকদমার কথা।

### ১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

- ১৩৫। ভূস্বামীর নিজ জমী জরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।  
 ১৩৬। ভূস্বামীর বা প্রজার প্রার্থনামতে নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কমচারীর ক্ষমতার কথা।  
 ১৩৭। নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্যপ্রণালীর কথা।  
 ১৩৮। ভূস্বামীর নিজ জমী নিঃসর করিবার বিধি।

### ১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

- ১৩৯। যে২ স্থানে ক্রোকের দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।  
 ১৪০। যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।  
 ১৪১। দরখাস্ত পাঠিলে কার্যপ্রণালীর কথা।  
 ১৪২। ক্রোক করিবার আদালত জারী হইবার কথা।  
 ১৪৩। নীলপত্র ও হিঙ্গার জাণী করিবার কথা।  
 ১৪৪। শস্যাদি কর্ত্তন প্রতি করিবার স্বত্বের কথা।  
 ১৪৫। দাবী শোষণ করা না গেলে নীলামের ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার কথা।  
 ১৪৬। নীলাম হইবার স্থানের কথা।  
 ১৪৭। ক্ষেত্রস্থল্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।  
 ১৪৮। যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কথা।  
 ১৪৯। বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।  
 ১৫০। ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।  
 ১৫১। ক্রেতাকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।  
 ১৫২। নীলামের উপর টাকার যেরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।  
 ১৫৩। কোন২ কর্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।  
 ১৫৪। নীলামের পূর্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে নীলামপ্রণালীর কথা।  
 ১৫৫। পেটাও প্রজা আপন পাটাদাতার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

ধারা।

- ১৫৬। উদ্ধৃত্তন ও অধস্তন জমাধিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিশেষের কথা।  
 ১৫৭। যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।  
 ১৫৮। অনায় কোর্কের নিমিত্ত কতিপূরণের মোকদমার কথা।

### ১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

- ১৫৯। জুজাধিকারী ও প্রজার মোকদমায় বর্ডাইতে হইলে দেওয়ানী মোকদমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।  
 ১৬০। আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্যে চিরাবিপত্যের কথা।  
 ১৬১। নায়ের বা গোমস্তার স্বীকৃত মোস্তার হইবার কথা।  
 ১৬২। মোকদমার বিশেষ রেজিষ্টারের কথা।  
 ১৬৩। খাজানার মোকদমায় কার্যপ্রণালীর কথা।  
 ১৬৪। তৃতীয় প্রকির নিকট যে টাকা দেনা আছে স্বীকর করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।  
 ১৬৫। ভূমিধিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।  
 ১৬৬। কিস্তিক্রমে টাকা দিবার বিধানের কথা।  
 ১৬৭। আদালতের রসাদ দিবার কথা।  
 ১৬৮। খাজানার মোকদমায় আদালতের কথা।  
 ১৬৯। খাজানাহকির ডিক্রী যে তারিখ অবধি কাল-বৎ হইবে তাহার কথা।  
 ১৭০। সম্পত্তিদণ্ড হইবার প্রতিকারের কথা।  
 ১৭১। যে রায়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায় অন্য ও বপনার্থে প্রাপ্ত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের কথা।  
 ১৭২। উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্যে পরস্পরের দাঁওয়ার নিষ্পত্তি হইবার কথা।  
 ১৭৩। উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের ব্যাঘা খাজানা দ্বারা কারতে পারিবার কথা।  
 ১৭৪। প্রজাস্বত্বের অনুব্রহ্ম নিরূপণ করিবার প্রার্থনার কথা।

### ১৫শ অধ্যায়।

বাণীখাজানার নিমিত্ত ডিক্রীমত বিক্রয়ের বিধি।

- ১৭৫। দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতার কথা।  
 ১৭৬। সংরক্ষিত স্বার্থের কথা।  
 ১৭৭। “দায়” ও “রেজিস্ট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” শব্দের অর্থ।  
 ১৭৮। যোক্তের নীলাম হইবার প্রার্থনাপত্রের কথা।  
 ১৭৯। নীলাম হইবার বিজ্ঞাপনস্বত্বক ঘোষণাপত্রের কথা।  
 ১৮০। রেজিস্ট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত তালুক বিক্রয়ের ও তাহার ফলের কথা।  
 ১৮১। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত তালুক বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

ধারা।

- ১৮২। অসম্পন্ন হারে বোতের প্রতি পূর্ণ এক ধারার বিধান বস্তিব্যবস্থা।
- ১৮৩। সমুদয় দায় অসম্পন্ন করিবার ক্ষমতা সত্ত্বে মূল্যবিশিষ্ট যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।
- ১৮৪। পূর্ণ এক ধারামতে দায় অসম্পন্ন করিবার কার্য-প্রণালীর কথা।
- ১৮৫। মূল্যবিশিষ্ট যোত পূর্ণ এক ধারামতে তালুক বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আত্মা দিবার ক্ষমতার কথা।
- ১৮৬। বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে হইবে অভিযুক্ত বিধির কথা।
- ১৮৭। খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবার কথা।
- ১৮৮। নীলাম্রদারগণ আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোনরূপে উক্ত যোতের বন্ধকী ঋণ হইবার কথা।
- ১৮৯। অধস্তন এজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।
- ১৯০। নীলাম্রে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীরত খাতকের ন্যে পারিবার কথা।
- ১৯১। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আদালতের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারার কার্য না হইবার কথা।
- ১৯২। দায়স্থিকারী কোনরূপে নিদর্শনপত্র রেজি-স্ট্রী করিবার কথা।
- ১৯৩। ভূম্যধিকারীকে দায়ের নাটিস দিবার কথা।

### ১৬শ অধ্যায়।

- বাণী খাজানার নিষিদ্ধ সরাসরী নীলাম্রের বিধি।  
পতনী তালুক নীলাম্রের কথা।
- ১৯৪। ভূম্যধিকারী সরাসরী নীলাম্র দ্বারা পতনীদারের নামে বাকী খাজানা আদায়ের কথা।
- ১৯৫। বৎসরের প্রারম্ভে নীলাম্রের দরখাস্ত করিবার কথা।
- ১৯৬। নাটিস জারী করিবার কথা।
- ১৯৭। বৎসরের মাঝখানে নীলাম্রের দরখাস্তের কথা।
- ১৯৮। তালুকদার ভলবসম্মুখে আপত্তি করিলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ১৯৯। বাকীটাকা প্রদান করিয়া না গেলে তালুক নীলাম্র হইবার কথা।
- ২০০। নীলাম্র হইলে যেই নিয়ম নানিতে হইবে তাহার কথা।
- ২০১। নীলাম্রের কার্য যেখানে চালাইতে হইবে, তাহার কথা।
- ২০২। খরিদারের স্বত্বের কথা।
- ২০৩। খরিদারকে দখল দিবার কথা।
- ২০৪। নীলাম্র বন্ধ করিতে যে ক্ষমতার অর্থ থাকে সেই ক্ষমতার আধীনত করা টাকা আদায় করিবার কথা।
- ২০৫। নীলাম্র অসম্পন্ন করিবার মোকদ্দমার কথা।
- ২০৬। নীলাম্র হওয়ার পরে বাকীর খাজনা অসম্পন্ন হইতে পারে তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

ধারা।

- ২০৭। নীলাম্রের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে হইবে তাহার কথা।
- ২০৮। রবিবার ও বঙ্গের দিন বিষয়ক বিধানের কথা। অন্যান্য তালুক নীলাম্রের কথা।
- ২০৯। অন্যান্য রেজিস্ট্রীকরণ তালুক সম্বন্ধে এই অধ্যায় পরিচালিত হইয়া থাকিবার কথা।

### ১৭শ অধ্যায়।

- চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।
- ২১০। চুক্তির বিফলক যেই বিধান কলবৎ হইবে তাহার কথা।
- ২১১। কায়েনী মকররী পাটের কথা।
- ২১২। কৃষিকার্যোপযোগী কলনের চুক্তির কথা।
- ২১৩। চর ও দেয়াড় জমীর কথা।
- ২১৪। উর্বর ও চাষহীন জমির কথা।
- ২১৫। চাকরান তালুক সম্বন্ধে না খাটিবার কথা।
- ২১৬। বাস্তব জমির কথা।
- ২১৭। দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

### ১৮শ অধ্যায়।

- মিয়াদ বাতামাদি বিষয়ক বিধি।
- ২১৮। ৪ তকসীলমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্তের মিয়াদের কথা।
- ২১৯। তারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের কিয়-দংশ এই মোকদ্দমা প্রভৃতিতে না খাটিবার কথা।

### ১৯শ অধ্যায়।

#### অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

- ২২০। কলমে বে-আইনামতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথা।
- ভূম্যধিকারীদের কর্মকাণ্ড ও প্রতিনিষিদ্ধের কথা।
- ২২১। ভূম্যধিকারীর কর্মকারকদ্বারা কাষা করিবার কথা।
- ২২২। এজমাতে ভূম্যধিকারীদের একত্রে বা সাধারণ কর্মকারকের দ্বারা কাষা করিবার কথা।
- ২২৩। কর্মকারীদের কার্যপ্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।
- ২২৪। বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্যপ্র-ণালীর কথা।
- ২২৫। যে জিলার ক্রিয়াকালীন বন্দোবস্ত থাকে তাহা দখলী-বিধানের কথা।
- ২২৬। যে জিলার জিহাদী বন্দোবস্ত হয় না, সে-জিলায় যে ভূমি ভোগ হয় তাহা সম্বন্ধে না খাটিবার কথা।
- ২২৭। রাষ্ট্রের জমীন বন্দোবস্ত হইলে খাজানা পরিবর্তন করিতে পারিবার কথা।
- ২২৮। যাকব প্রতি দণ্ডের কথা।
- ২২৯। যাকব ও যাকব প্রতি দণ্ডের কথা।
- ২৩০। বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

### তকসীল।

প্রথম।—১৭২ আইন রহিত হইল।

দ্বিতীয়।—১৮১৯ সালের ৮ আইনের হেতুনা-হইতে উদ্ধৃত।

তৃতীয়।—কলম ও হিসাবের পাঠ।

চতুর্থ।—নির্দেশ।

বঙ্গদেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক এককটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি ।

বঙ্গদেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক এককটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাউক—

### ১ম অধ্যায়।

#### উপক্রমিকা ।

১ ধারা। (১) এই আইন “বঙ্গদেশের প্রজাসংক্রান্ত বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবিত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয়

গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদ্বারা যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে। অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে।

(৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড ছাড়া এবং তৎসমীলে লেখা প্রদেশ বিষয়ক স্থানীয় ব্যাপ্তি ।

১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তফসীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দিষ্ট তফসীলে লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্তিবে; এবং স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবিত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বর্তাইতে পারিবেন।

২ ধারা। (১) যে যে দেশে এই আইন আপন বলে বর্তে, সেই সেই দেশে রহিত হইবার কথা। ইহার প্রথম তফসীলের নির্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে বর্তান যার, তৎকালে এ সকল আইনের মধ্যে য যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিয়দংশ মাত্র বর্তান গেলে, তদ্বোধে যে যে আইন ঐ অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত করা যায়, কোন আইনে বা দলীলে সেই আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা এই আইনের বা তদ্বিষয়ক এই আইনের অংশবিশেষের উল্লেখ জ্ঞান করিয়া অব্যবহৃত হইবে।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব অস্তিত্ব পুনর্জন্মীবিধ হইবে না।

অব্যবহৃতের কথা।

৩ ধারা। বিষয় বিবেচনার বা পূর্বাগত কথার ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মালিকানাধীন ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যে যে সাধারণ রেজিস্টার প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই রেজিস্টারের কোন রেজিস্টারে একই দফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, “বহাল” শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

কিন্তু ভূমি রেজিস্টারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (১) প্রকরণের (গ) দফামতে কোন জালুক রেজিস্টারী করা গেলে, তাহা এই লকনের মর্যাদায় মতাল বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) “ভূম্যধী বা জমিদার” শব্দে কোন মহালের মালিকস্বরূপ এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার নিকট ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দায়ী কিম্বা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায়ী থাকিত, “প্রজা” শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির অধিষ্ঠিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, “ভূম্যধিকারী” শব্দে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা দখল নিমিত্ত আপন ভূম্যধিকারীকে মুদ্রা বা শস্য ভোগে প্রজার বাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, “খাজানা” শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে “দেওয়া” “দিতে,” ও “দেওন” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, “অর্পণ করা,” “অর্পণ করিতে,” ও “অর্পণ করণ” ইত্যাদি বুঝাইবে।

(৭) এক পাটিক্রমে বা এক প্রস্থানসময়ের অধীনে কোন ভূম্যধিকারীর কোন প্রজা যে বা যে ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, “যোত” শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৮) “কৃষি বৎসর” বলিতে যেখানে বাঙ্গালী সন চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফসলী বা আমলী সন চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং যেখানে কৃষিকার্য্যার্থ অন্য কোন সন চলিত থাকে, সেখানে সেই সন বুঝাইবে।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাঙ্গালী বেহার ও উড়িষ্যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” বলিতে তাহা বুঝাইবে।

(১০) “হস্তান্তর” শব্দে ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্লেয়ারেশনক্রমে বিক্রয় ও বন্ধক ও দান বুঝাইবে।

(১১) “উত্তরাধিকার” শব্দে অকৃতচরমপত্র ও চরমপত্রাব্যতীত অর্থাৎ উইল বিনা ও উইলমত উভয় প্রকার উত্তরাধিকারই বুঝাইবে।

(১২) কোন ব্যক্তি আপনার নাম লিখিতে না পারিতে টেরাসহীকরিলে, “স্বাক্ষরিত” শব্দে “ডেরাসহী করা” বুঝাইবে। এই শব্দে পূর্বাঙ্কিত ব্যক্তির নামের “মোহরস্বাক্ষরিত” ও বুঝাইবে।

(১৩) “নির্দিষ্ট” শব্দে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টকর্তৃক নির্দিষ্ট বুঝাইবে।

(১৪) “কালেক্টর” শব্দে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এত আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতাবূসারে কাছা কারবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত অন্য কোন কাছাকারক বুঝাইবে।



(৪) উক্ত তালুকদার আপন তালুকের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আপন দখল করিলে, অথবা ঐ ভূমির কোন অংশ খাজানামুক্ত করিয়া বা উপকারার্থ সামান্য খাজানার দিলে, ঐ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিসাব করিয়া পূরকৃত মোট খাজানার মধ্যে ধরিতে হইবে।

৮ ধারা। যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হইবার কথা।  
রক্ষিত করা যাইতে পারে, সেই স্থলে পূর্বে ধারামতে যে বর্জিত খাজানা প্রাপ্ত করা যায়, তাহা পূর্বদেয় খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

৯ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে গদবাদের খাজানা রক্ষিত করিলে কষ্ট হইবে, তবে আদালত করিতে পারিবেন, যে, খাজানা রক্ষিত ক্রমেই করা যাইবে, অর্থাৎ ধার ৭ খাজানা রক্ষিত উক্ত সীমায় উপস্থিত হওয়া না যায়, পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমেই বৎসর বৎসর খাজানা রক্ষিত হইবে।

১০ ধারা। কোন তালুকদারের খাজানা আদালত দ্বারা কিম্বা চুক্তিক্রমে রক্ষিত করা গেলে, যে তারিখে রক্ষিত করা যায়, আদালত সেই তারিখের পর দশ বৎসর মধ্যে ঐ খাজানা আর রক্ষিত করিবেন না।  
খাজানা একবার বর্জিত হইলে দশ বৎসর পৰিবর্তিত হইতে না পারিবার কথা।

তালুকের অন্যান্য অনুবঙ্গের কথা।

১১ ধারা। এতদ্রূপে চিরস্থায়ী তালুক, রেজিষ্টারী করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধানের নিয়মাদীনে, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে তালুকও উইল করা যাইতে পারিবে।

১২ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুকদার ও তদীয় ভূস্বামী এই উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্তক্রমে এই আইনের বিধানসম্মত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে উক্ত তালুকদারকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এইরূপ প্রমাণিত হইলে উক্ত তালুকদারকে তদীয় ভূস্বামিকারী উচ্ছেদ করিবেন না।  
গতনী তালুকের কথা।

১৩ ধারা। গতনী তালুকদার এই আইনের বিধানপতনীরূপে পেট ও মিলি কবিরাজ প্রভৃতির দ্বারা কবিরাজ প্রভৃতির দ্বারা তালুকের কোন অংশের অন্তর্গত ভূমির বিল করিতে পারিবেন।

১৪ ধারা। (১) ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইবার কথা।  
গতনী তালুকো ভূস্বামিকারীর হস্তান্তরক্রমে গভীতা এনে জামিন চাহিবার কথা।  
নিয়ম পালন করিবার সম্বন্ধে উক্ত তালুকের অধিক ২৫

সরের খাজানা পরিমিত মাত্রের জামিন হস্তান্তরক্রমে এইভার নিকট চাহিতে পারিবেন।

(২) ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, যদি ভূস্বামিকারী এই ধারামতে ক্রেতার স্থানে জামিন চাহেন, এবং চাহিবার তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে ঐ জামিন না দেওয়া হয়, তবে যত দিন জামিন দেওয়া না হয়, তত দিন ভূস্বামিকারী হস্তান্তরক্রমে ঐ ভূমিকে বাস রাখিয়া উক্ত তালুক ক্রোক করিয়া দখল করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে ক্রোক থাকিবার কালে ভূস্বামিকারী পেট ও তালুকদার কিম্বা বাসভদের স্থানে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইতে ক্রোক করিবার খরচ, আদায়ের খরচ, ও আপনার পাওনা খাজানা কাটিয়া লওয়া অর্থাৎ টীকা ক্রেতার পক্ষে ন্যায় স্বরূপ রাখিবেন।

(৪) এরূপে যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে ক্রোকের খরচ, আদায়ের খরচ এবং ভূস্বামিকারীর প্রাপ্য খাজানা দিতে না কুলাইলে, যত টাকা ন্যূন হয় ততদ্রূপে ক্রেতা দায়ী থাকিবেন, এবং ভূস্বামিকারী তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত তাহার বিক্রেতা কার্ধ্যাচুতান করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে কোন হস্তান্তরক্রমে এইভাবে যে জামিন দিবার প্রস্তাব করেন ভূস্বামিকারী তাহা অগ্রাহ্য করিলে, হস্তান্তরক্রমে গভীতা অগ্রাহ্য করিবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে উক্ত জামিন গ্রহণার্থ ভূস্বামিকারীর প্রতি আবেদনশূন্যক আদালত পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং আদালত প্রস্তাবিত জামিন উপযুক্ত বলিয়া বুঝিলে এরূপ আদালত করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা না বুঝিলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আদালত করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে কোন আদালত উপর আপীল চলিবে না।

রেজিষ্টারী করিবার কথা।

১৫ ধারা। (১) ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইবার কথা।  
ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর হস্তান্তরক্রমে রেজিষ্টারী করিতে হইবার কথা।  
কোন চিরস্থায়ী তালুকদার হস্তান্তর না উক্ত তালুকদার উত্তরাধিকার ঘটিলে, হস্তান্তরক্রমে ও হস্তান্তরক্রমে প্রাপ্য একজন কিম্বা স্ত্রীসম্বন্ধে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ভূস্বামিকারীর নিকটে যদি প্রার্থনা করেন, এবং প্রাপ্যক পত্রাদি মিহিটে কী দেন, তবে ভূমিকারী পতনীর তালুক হইলে পূর্বে ধারার বিধান মানিয়া উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবেন।

কিন্তু কোন তালুকদার খাজানা বাকী থাকিলে, ভূস্বামিকারী যদি উচিত বোধ করেন, তবে তাহার হস্তান্তর রেজিষ্টারী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে প্রার্থনাপত্রে যে কী দিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে, বধা,—

(ক) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে হইলে, উক্ত তালুকদার বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা কী দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ কোন কী এক টাকার কম কিম্বা এক শত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে না হইলে, দুই টাকা কী দিতে হইবে।

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কার্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবেন ; এবং তিনি তাঁহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শত টাকার অধিক হস্ত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাঁহার দ্বাৰা আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক নোকদমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী তালুক উহার নিজ বা কী খাজানার ডিক্রীক্রমে অন্য ডিক্রীক্রমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১২ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্বোক্ত প্রণালীতে এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব ধারার নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রী করণের কী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ২২ ধারামত বিধিক্রমে আর যে কী নির্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিস্ট্রী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিস্ট্রী করণের কী পাওনা গিয়াছে, এবং রেজিস্ট্রী করা হইলে চাঁদা সম্বন্ধে তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুক উহার নিজ বা কী খাজানার ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী এতদ্বারা তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও, ও কোন কী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিবেন।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকর্তাকে ও হস্তান্তরকর্তা এইতাকে হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তদ্ব্যন্থ একত্র ও শতদ্বয় দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিস্ট্রী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাঁহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী তালুকের স্বত্বান হন, তিনি তালুকদারস্বরূপ তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদমা, ক্রোক বা অন্য কার্যাবস্থার দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) পূর্বক এক ধারামতে ভূম্যধিকারী ভূম্যধিকারীকে রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা। যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাঁহা রেজিস্ট্রী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরকর্তা বা হস্তান্তরক্রমে প্রাপ্ত কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্বক রেজিস্ট্রী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। ঐ নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিস্ট্রী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আদেশস্বরূপে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার দায় কল হইবে।

(৪) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদমার অবস্থা বিবেচনার যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য ভূম্যধিকারীর প্রার্থনার কথা। নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া পূর্ব ক এক ধারামতে যাহা রেজিস্ট্রী হইবার সোঁগা এরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটবার পর হয় মাসের মধ্যে যদি রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত কী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিস্ট্রী করা হইবে না ও তাঁহারা বা তিনি কী দিবেন না নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে প্রাপ্ত কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত কী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার দায় কল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে কী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদমার ডিক্রী ভূল্য বলবৎ হইবে।

(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে বিক্রিতে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারেই নোটিস অবিলম্বে ভূম্যধিকারির উপর জারী করাইবেন।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী রায়তের স্থানে দখলীস্বত্ব জর করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূম্যধিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে এই স্বত্ব জর করা যাইবে, অথবা তাঁহারা মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারীওতদর্শে দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য ধার্য করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূম্যধিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্তৃক ধার্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত ছয় এই স্বত্ব বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় এই মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারির নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূম্যধিকারী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে এই বিক্রয় বাতিল হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বতরান আদেশের উপযুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত দখলীস্বত্বের মূল্য ধার্য করিবার নিমিত্ত তত্ত্ব জন আসেসর সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি এই বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আসেসরের যোগ্যতা ও নির্বাচনপ্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে দখলী স্বত্ব নীলাম ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি হইলে ভূম্যধিকারীর কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন অথবা কম করিবার যত্নের কথা। ও তদুপরে এক জন ভূম্যধিকারী হন, তবে এই ডাক ভূম্যধিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূম্যধিকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা সেকন্ডমার বাদিকে দিবে, ভূম্যধিকারীকে বাদির স্থানে দণ্ডমান হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রমাণ করিবেন এবং ভূম্যধিকারীর অনুমত উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূম্যধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও সেকন্ডমার বাদী থাকিলে, যেরূপ কল হইত সেইরূপ কল হইবে।

৩৫ ধারা। (১) রেজিস্ট্রারী করা নির্দর্শনপত্রক্রমে দখলী স্বত্বদানবিষয়ে দান করা না গেলে, ভূমিগত নিয়নের কথা। দখলীস্বত্বদান ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিস্ট্রারী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট ফী দেওয়া না গেলে, রেজিস্ট্রারী করণের কর্তৃপক্ষ এরূপ কোন নির্দর্শনপত্র রেজিস্ট্রারী করিবেন না।

(৩) এরূপ কোন দান রেজিস্ট্রারী করা গেলে, রেজিস্ট্রারী করণের কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রারী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিবাহবিষয়ে নিষিদ্ধ সম্পদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটেবে না।

৩৬ ধারা। পূর্ব চারি ধারার কাণ্ডকে ভূম্যধিকারী শব্দে কেবল পূর্ব এক ধারার কাণ্ডকে ভূম্যধিকারী শব্দের অর্থের কথা। (ক) যে ভূম্যধিকারীর অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূম্যধিকারীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী ভালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী ভালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন ভালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু এরূপস্থলে আবশ্যক হইলে, উক্ত ভালুকদার ভূম্যধিকারী বা কোন চিরস্থায়ী ভালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূম্যধিকারী কিম্বা স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী ভালুকদারের স্থানে এই ধারার কাণ্ডপক্ষে ভূম্যধিকারীর স্বত্বক্রমে কর্ম করিবার অনুমতিপ্রাপ্ত হন।

কোর্কা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনাদে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে যোতের যে অংশ কোর্কা বিলি রায়তের কোর্কা বিলি করে, তাহা তদীয় যোতের করে, তাহাদের ভালুকদারের ভালুকদারের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রারী করিবার নিমিত্ত যে কোন আইন বিধি-বদ্ধ হয়, সেই আইনমতে এই রায়ত ভালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রারে আপনাকে রেজিস্ট্রারী করাইলে, এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী ভালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

নিন্ত (ক) বরল চেতুক, জ্রোণোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, চর্চটনাক্রমে, কিম্বা টেননিক বা গার্বা চাকরীতে বা তীর্থ-যাত্রায় বাওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপনাদে অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন-

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কার্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবেন ; এবং তিনি তাঁহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শত টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী ভালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীভিন্ন অন্য খাজানার ডিক্রী চাড়া ডিক্রীভাৱীক্রমে নীলাম করা অন্য ডিক্রীভাৱীক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১০ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্বোক্তেতার প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব ধারার নির্দিষ্ট রেজিষ্টরী করণের ফী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ২২ ধারামত বিধিক্রমে আর যে ফী নির্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিষ্টরী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিষ্টরী করণের ফী পাওনা গিয়াছে, এবং রেজিষ্টরী করা হইলে চাঁদনামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী ভালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীভাৱীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, ভূম্যধিকারী এতদর্থে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও, ও কোন ফী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিবেন।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রী ভাৱীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী ভালুকের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিষ্টরী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকর্তাকে ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিষ্টরী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী ভালুকের স্বত্বাধার হন, তিনি ভালুকদায়স্বরূপ তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, ফৌজ বা অন্য কার্য্যমুত্থান দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) পূর্বক এক ধারামতে ভূম্যধিকারী ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থন করিবার কথা। যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাহা রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরকর্তা বা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্বক রেজিষ্টরী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। এই নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিষ্টরী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আদেশস্বরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার দায় ফল হইবে।

(৪) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীভাৱীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূম্যধিকারীর প্রার্থনার কথা। নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া পূর্বক এক ধারামতে যাহা রেজিষ্টরী হইবার যোগ্য এরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটবার পর হয় মাসের মধ্যে যদি রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদ্বিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত ফী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদ্বিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিষ্টরী করা হইবে না ও তাঁহারা বা তিনি ফী দিবেন না নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত ফী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার দায় ফল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ফী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রী ভূম্যবলবৎ হইবে।



(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে বিধিক্রমে ৭৭ প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে এই নোটিস অবিলম্বে ভূম্যধিকারির উপর জারী করাইবেন।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি হয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী রায়তের স্থানে দখলীস্বত্ব ক্রয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূম্যধিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে এই স্বত্ব ক্রয় করা যাইবে, অথবা তাঁহারা মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত হয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারীএতদর্শে দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য ধার্য করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূম্যধিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্তৃক ধার্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত হয় এই ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় এই মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারির নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি হয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূম্যধিকারী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে এই বিক্রয় বাতিল হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বর্তমান আদেশের উপযুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত দখলীস্বত্বের মূল্য ধার্য করিবার নিমিত্ত উক্ত জন আসেসর সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি এই বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আসেসরের যোগ্যতা ও নির্দোষপ্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্লেয়ারীক্রমে দখলী স্বত্ব নীলাম ডিক্লেয়ারীক্রমে নীলাম হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি হইলে ভূম্যধিকারী কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন অথবা অন্য করিবার স্বত্বের কথা। ও তদ্ব্যতীত এক জন ভূম্যধিকারী হন, তবে এই ডাক ভূম্যধিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূম্যধিকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার বাদিকে দিবেন, ভূম্যধিকারিকে বাদির স্থানে দখলদার হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিবেন এবং ভূম্যধিকারির অনুমতি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূম্যধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাদী থাকিলে, যে রূপ কল হইত সেইরূপ কল হইবে।

৩৫ ধারা। (১) রেজিষ্টারী করা নিদর্শনপত্রক্রমে দখলী স্বত্বদানবিষয়ে দান করা না গেলে, ভূমিগত নিয়মের কথা। দখলীস্বত্বদান ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিষ্টারী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট কী দেওয়া না গেলে, রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ এরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টারী করিবেন না।

(৩) এরূপ কোন দান রেজিষ্টারী করা গেলে, রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ রেজিষ্টারী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিবাহবিষয়ে নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটেবে না।

৩৬ ধারা। পূর্বে চারি ধারার কার্যপক্ষে ভূম্যধিকারী পূর্বে এক ধারার শব্দে কেবল কার্যপক্ষে ভূম্যধিকারী (ক) যে ভূম্যধিকারীর অবাবহিত শব্দের অর্থের কথা। অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূম্যধিকারীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী ভাণ্ডারের অবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী ভাণ্ডারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন ভাণ্ডারের অবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভাণ্ডারকে বুঝাইবে; কিন্তু এরূপস্থলে আবশ্যক যে, উক্ত ভাণ্ডার ভূম্যধিকারী বা কোন চিরস্থায়ী ভাণ্ডারের অবাবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূম্যধিকারী কিম্বা স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী ভাণ্ডারের স্থানে এই ধারার কার্যপক্ষে ভূম্যধিকারীর স্বত্বক্রমে কর্তৃক করিবার অনুমতিপ্রাপ্ত হন।

কোর্কা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনাতঃ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে যোতের যে অংশ কোর্কা বিলি রায়তের কোর্কা বিলি করে, তাহা তদীয় যোতের করে, তাহাদের ভাণ্ডার অর্ধেকের অধিক হইলে, ভাণ্ডারের পরিবর্তিত হইবার দারদের রেজিষ্টারী করিবার নিমিত্ত যে কোন আটন বিধিবদ্ধ হয়, সেই আইনমতে এই রায়ত ভাণ্ডারের বলিয়া সরকারী রেজিষ্টারে আপনাকে রেজিষ্টারী করাইলে, এই আইনের মর্মানুযায়ী ভাণ্ডারের হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু (ক) বরস হেতুক, ক্রীড়নাক বলিয়া, পীড়নশতঃ, চূর্ণটোমাক্রমে, কিম্বা টেনসিক বা গাছগাছ চাকরীতে বা জীর্ণ-বাজার বাওরগায়ে ক্রিয়াকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপনাতঃ অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন-

নার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্স বিলি করে, তাহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বলে তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যেহেতু ও যে নিয়মাধীনে তাহার খাজানা রুজি হইতে পারিত, সেইহেতু ও সেই নিয়মাধীনে তাহার খাজানা রুজি হইতে পারিবে।

বাখ্যা।—এই ধারার বলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তাহার যোতের কোর্স বিলি করা অংশ ঐ যোতের অর্জেকের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রায়তে পরিবর্তিত হয় না।

৩৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপ-  
নরপাটীর কালের নি-  
মেষের কথা।  
নার যোত বা তাহার কোন  
অংশ কোর্স বিলি করিলে,  
এরূপ বিলি করিবার দরপাটী  
সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রায়ত বরসহেতুক, জ্বালোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা টেননিক বা গার্হস্থ্য চাকরীতে কিম্বা ভৌখ্যাত্রায় বাওরাতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চাষ করিতে অক্ষম হইলে, আপনার অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্স বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে দরপাটী দেওয়া গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি সাতবৎসর কাল গণনা করা যাইবে।

খাজানা রুজির কথা।

৩৯ ধারা। যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ব  
উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজা-  
না বিষয়ক অনুমানের  
কথা।  
বিশিষ্ট কোন রায়তের বৎসকালে  
যে খাজানা দিতে হয়, তাহা  
উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনু-  
মান হইবে।

৪০ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রারূপ  
(নগদী) খাজানা দিলে, তাহার  
মুদ্রারূপ খাজানা রুজি  
বিষয়ে নিয়মের কথা।  
খাজানা এই আইনের বিধান-  
মতে না হইলে, প্রকারণের  
রুজি করা যাইবে না।

৪১ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের  
যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে  
হয়, তাহা রেজিস্ট্রী করা  
চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মা-  
ধীনে রুজি করা যাইতে  
পারিবে।—

(ক) খাজানা এরূপে রুজি করিতে হইবে না যে, তাহা রায়তের পূর্বদেয় খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি দামার অধিক হয়।

(খ) চুক্তিপত্রে অনুমান সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(গ) বর্জিত খাজানা পূর্ব বা সাবিক খাজানা অপেক্ষা টাকার দুই আনার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অনুমান পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত তাহা করিতে সক্ষম ও সক্ষম ও তাহার মন্য বুলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারামত চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে এইরূপ খাজানা লইবেন।

৪২ ধারা। (১) যে জমী মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া  
কোন প্রমাণ পূর্বে ভোগ  
পূর্বরূপ বিলি করি-  
বার বেলা খাজানা  
রুজির কথা।  
করিতেন, তাহা যে আদমের  
বা মহালের অন্তর্গত তথাকার  
কোন বাসেন্দার রায়তকে বিলি  
করা গেলে, খাজানা রুজি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী  
করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব প্রমাণ যে খাজানা  
দিতেন, উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উক্ত  
খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বধারার  
বিধান বহিবে।

৪৩ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রা  
যোকদ্দমা দিয়া খা-  
জানা রুজি করিবার কথা।  
ভোগ করে, সেই যোতের  
ভূস্বাধিকারী এই আইনের বিধা-  
নের নিয়মাধীনে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া  
খাজানা রুজি করিবার যোকদ্দমা উপস্থিত করিতে  
পারিবেন, যথা,—

(ক) দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেট  
প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে  
প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদ-  
পেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইখানে বা চলিত বাজারে প্রধানত খাদ্য  
শস্যের গড় মূল্য রুজি হইয়াছে।

(গ) ভূস্বাধিকারির দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে  
উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির  
উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি  
বনাদি দ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

৪৪ ধারা। প্রচলিত হারের কমহারে খাজানা দেওয়া  
প্রচলিত হার ধরিয়া খা-  
জানা রুজি করিবার কথা।  
হয়, এই হেতু ধরিয়া খাজানা  
রুজির দায়িত্ব করা গেলে,  
(ক) বর্জিত খাজানা সাবিক  
খাজানা অপেক্ষা টাকার আট আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনার স্থানীয় তদন্ত ব্যতি-  
রেকে খাজানার প্রচলিত হার সন্তোষজনকরূপে জানা  
যাইতে না পারে, তবে তদর্থে বিধি করিয়া স্থানীয়  
গবর্ণমেন্ট যে রায়ত কর্তৃক চাকরীকে ক্ষমতা দেন, তাহা  
দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫  
অধ্যায়ের ২৫ ধারার তদন্ত লওয়া হয় আদালত এইরূপ  
জানা করিতে পারিবেন।

(গ) কোন রায়তের যে হারে খাজানা দিতে হইবে, এই ধারামতে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, যদি ইহা প্রমাণ না হয় যে, হার নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচার-ক্রমে জাতি বিচার করা হয়, তবে তাহার জাতিবিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশাচারক্রমে কোন প্রকারের রায়তেরা অনুকূল হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে, তবে দেশাচার অনুসারে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিতে হইলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতুক যত টাকা খাজানা রুজি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনাধীনে লইতে হইবে না।

৪৫ ধারা। মূল্য রুজি হেতু ধরিয়া খাজানা রুজির দাওয়া করা গেল,—

মূল্য রুজি হেতু ধরিয়া খাজানা রুজিসম্বন্ধীয় বিধি। (ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সমরীহের যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য, অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ল্যাঘ্য ও কার্যকর বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এক্ষণে খাজানা রুজি করিবেন না যে, বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মাধীনে ও ৪৮ ধারার নিয়মাধীনে সাবেক খাজানার সহিত বর্জিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

৪৬ ধারা। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা রুজির দাওয়া করা গেল,—

(ক) এই আইন অনুসারে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গেল, আদালত খাজানা রুজি দিবেন না।

(খ) যে পরিমাণে খাজানা রুজি করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনদ্বারা যতদূর ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) ঐ উৎকর্ষসাধন কার্যে লাগাইতে হইলে, চাষ করিতে কত খরচ পড়ে, এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উক্তের খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

(গ) আদালত নিয়মাধীনে ডিক্রী করিতে পারিবেন, এবং সিদ্ধিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক কল না করিলে, ডিক্রী পুনরাবলোচনা ও পুনর্বিবেচনা সাপেক্ষ রাখিতে পারিবেন।

৪৭ ধারা। বন্যাজনিত উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা রুজির দাওয়া করা গেল,—

(ক) যে রুজি কিরকাজীস বা টেননটিক যাহা, আদালত তাহা বিবেচনা করিবেন না।

(খ) বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

(গ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ল্যাঘ্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজানা রুজি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা এক্ষণে রুজি করিবেন না। যাহাতে ভূমির উৎপাদনের নিট রুজির মূল্যের অর্ধেকের অধিক ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয়।

৪৮ ধারা। যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার অনুপযুক্ত বা অন্যর বোধ হয়, আদালত কোন মোকদ্দমার এক্ষণে খাজানা রুজির ডিক্রী দিবেন না।

৪৯ ধারা। যে আদালত খাজানা রুজির ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে পূর্ণ পরিমাণে অধিকারি আদায় করিতে লম্বে ডিক্রী প্রবল করিলে পারিবার কথা।

রায়তের কষ্ট হইবে, তবে আদায় করিতে পারিবেন যে ঐ রুজি ক্রমেই করা যাইবে। অর্থাৎ, যত দূর খাজানা রুজি করিবার ডিক্রী হয়, বৎসর ২ ক্রমেই খাজানা রুজি করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসরে ততদূর রুজি করা যাইবে।

৫০ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে, এই-ক্রমাগত খাজানা রুজির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার যত সুবিধা বোধ করিবার কথা।

হেতু ধরিয়া, কিম্বা মূল্য রুজি হেতু ধরিয়া কোন যোতের খাজানা রুজির মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত

করিবার পূর্ববর্তী পনের বৎসরের মধ্যে ১৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর চুক্তিক্রমে ঐ যোতের খাজানা রুজি করা গিয়া থাকে, কিম্বা যদি উক্ত পনের বৎসরের মধ্যে ৫০ ধারামতে খাজানার রূপ পরিবর্তন করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিম্বা এই আইন দ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে পূর্বোক্ত কোন হেতু বা ততুল্য কোন হেতু ধরিয়া খাজানা রুজি করিবার কিম্বা দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

(২) এত ধারার কোন কথাক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭৩ ধারার বিধানের কোন বিষয় হইবে না।

খাজানা কবাইবার কথা।

৫১ ধারা। (১) যুগ্মরূপে খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন মখলীসদ্বিধিগত রায়ত খাজানা কবাইবার নিম্নলিখিত হেতু ধরিয়া আপ-কথা।

নার খাজানা কবাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং যোতের ভনী কম হইয়া গেল, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানের দ্বন্দ্ব ছাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না। অর্থাৎ,

(ক) যেতে, অন্য রাস্তার দৌর বাতিরেকে বালি জমা হইয়া বা ঐরূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটয়া হারি-রূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিম্বা

(খ) ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

(২) এই ধারায়তে কোন যোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, আদালত যত দূর উপযুক্ত বা ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমাওয়ার আশা করিতে পারিবেন।

মূল্যের অর্থাৎ দরের তালিকার কথা।

৫২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে ২ যে যে প্রধান শস্যের মূল্যের স্থান নির্দেশ করেন, সেই ২ স্থানে যে ২ প্রধান খাদ্য শস্য জমি, এতোক জিলার কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদর্থে বৎসরের যে বা যে ২ সময় ধায়া করেন, সেই বা সেই ২ সময়ে সেই ২ শস্যের কসলের সময়ের বাজার দরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত তাহা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ পাইলে, ঐ গবর্ণমেন্টে অতীত যে কাল উপযুক্ত বোধ করেন, সেই কাল সম্বন্ধে কোন স্থানের ঐরূপ মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) উক্ত মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

(৪) ঐরূপ কোন মূল্যের তালিকা উক্তরূপে প্রকাশ করা গেলে, উহা যে সময় সম্বন্ধীয় হয়, সেই সময়ে উক্ত স্থানে প্রচলিত মূল্যের সম্বন্ধে এই অধ্যায়মত কোন আনুষ্ঠানিক কাঁধো দিচ্ছাও প্রমাণ হইবে।

(৫) কালেক্টর সাহেব এই ধারায়তে কোন মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার ১৫ দিন পূর্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের মধ্যে সচরাচর মোটিন ঘেরপে প্রকাশ করা যায়, সেইরূপে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে ঐ তালিকার বিকল্পে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া কোন আপত্তি দিলে, তিনি তাহা ঐ তালিকার সহিত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

৫৩ ধারা। (১) কোন দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়ত শস্যরূপে দেয়খাজানা কোন যেতে ২ নিমিত্ত শস্য-রূপে কিম্বা শস্যের কিয়দংশ-রূপে আনুমানিক মূল্য ধরিয়া কিম্বা শস্যতে ২ ভিন্ন ২ হারে অথবা কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ এক প্রণালীতে ও কিয়ৎপরিমাণে অন্য প্রণালীতে খাজানা দিলে, রায়ত বা ভূমির ভূম্যধিকারী ঐ খাজানা মুদ্রারূপে খাজানার পরিবর্তিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) এই প্রার্থনা কালেক্টর সাহেবের বা মহকুমার কর্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধারমতে যে কোন কর্মচারী খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তাহার নিকট, কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা-প্রাপ্ত অন্য কোন কর্মচারীর নিকট, করা হইতে পারিবে।

(৩) ঐ প্রার্থনাপত্র পাইলে যত টাকা মুদ্রারূপে খাজানা দিতে হইবে, উক্ত কর্মচারী তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন এবং এই আশা করিবেন। যে, রায়ত শস্যরূপে বা পূর্বোক্তরূপে অন্য প্রকারে আপনায় খাজানা না দিয়া ঐরূপ নির্ণীত টাকা দিবেন।

(৪) উক্ত নির্ণয় করিবার সময় উক্ত কর্মচারী এই ২ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্বে দশ ১৫ সেরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

(৫) ঐ আশা লিখিয়া করিতে হইবে, এবং উহা যে ২ হেতু ধরিয়া করা যায়, ও যে সম্ভাব্য উহা ফলবৎ হইবে, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে; এবং রায়ত কর্মচারীরা অন্য যে ২ আশা করেন, তাহার উপর যে প্রকারে আপীল হইতে পারে, ঐ আশার উপরও সেই প্রকারে আপীল হইতে পারে।

(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত কর্মচারী হেতু নিষিদ্ধ করিয়া প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে ২ মন্ত্রণাভাষিত বিধি করিবার ক্ষমতার ক্ষমতায় মুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যে কর্মচারীরা ৫২ ধারায়ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন, তাহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি ;

(খ) কোন স্থানে এই অধ্যায়ের কার্যপদ্ধতি কোমু-কোমু খাদ্য শস্য প্রধান শস্য বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা স্থির করিবার বিধি ; এবং

(গ) ৪১ ও ৪২ ধারায়তে যে কার্যকারকেরা চুক্তি রেজিস্ট্রী করেন, তাহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি।

## ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীশ্বত্ব শূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫৫ ধারা। যে রায়তদের দখলীশ্বত্ব না থাকে, ও এই অধ্যায় পাঠিবার এই আইনে বাহাদের উল্লেখ আছে, এই অধ্যায় তাহাদের সম্বন্ধে পাঠিবে।

৫৬ ধারা : কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাহাকে দখল দিবার সময়ে তাহাঁদ সহিত ভূম্যধিকারীর যে খাজানার নিয়ম হয়, তাহার সেই খাজানা দিতে হইবে।

৫৭ ধারা : রেজিস্ট্রী করা নিয়মপত্র কিম্বা ১০ ধারা-খাজানা রুদ্ধ নিয়ম-মত নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা রুদ্ধ করা যাইবে না।

৫৮ ধারা : কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে নিম্ন-যে যে হেতু ধরিয়া লিখিত এক বা অধিক হেতু কোন দখলীস্বত্বশূন্য ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে রায়তকে উচ্ছেদ করা পাইবে, প্রকারান্তরে নহে।—  
(ক) সে দাকী খাজানা দেয় নাই, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রায়ত ভূমি এইরূপে ব্যবহার করিয়াছে, যাতে উহা প্রজাস্বত্বস্বত্বীয় কাষ্যের অনুপযোগী হয়, অথবা সে এই প্রজাস্বত্ব একরূপে কোন নিষেধ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ করিলে তাহার ও তদীয় ভূমি দিকারির মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিস্ট্রী করা পাটাক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাটায় মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ১০ ধারামতে নাগা ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজানা ধায়া হইয়াছে, উক্ত রায়ত সেই খাজানা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে, কিম্বা ঐ খাজানা দিয়া যে মিয়াদ পর্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে দখল-বান, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

৫৯ ধারা : মিয়াদ অতীত হইবার অন্তর হয় মাস পাটায় মিয়াদ অতীত থাকিতে, রায়তের উপর উক্ত রায়তের নোটিস জারী করা না গেলে, পাটায় মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ কারবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৬০ ধারা : (১) ভূম্যধিকারী বঞ্চিত খাজানা দিবার নিয়মপত্র রায়তের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে অস্বীকার না করিলে, খাজানা রুদ্ধ দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ কারবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রায়তের উপর ভারী করিবার নির্দিষ্ট এতদর্পে

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে আদালত বা কার্যকারকে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্যকারক অবিলম্বে নির্দিষ্ট প্রকারে ঐ রায়তের উপর তাহা ভারী করাইবেন; এবং তাহা ঐ রূপে জারী করা গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রায়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র ভারী করা যায়, সেই রায়ত যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র ফলবৎ হইবে।

(৪) কোন রায়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে উহা ঐ রূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক উহা উক্ত রূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রায়ত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ রায়তের যে খাজানা উপযুক্ত ও নাগা হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচবৎসর কাল ঐ খাজানা দিয়া আপন যোত দখল করিয়া থাকিতে স্বত্ববান থাকিবে, কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হয়, তবে পূর্বদিকারীর লিখিত নিয়মানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐরূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজানা উপযুক্ত ও নাগা, ইহা নিয়ম করিতে হইলে, আদালত নিকট সেই প্রকারের ও ওজন সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত রায়তেরা পড়ে যে খাজানা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু গাংক খাজানার উপর টাকার আটআনার অধিক রুদ্ধ দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, যে কৃষি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি উহা ফলবৎ হইবে।

৬১ ধারা : কোন রায়তের দখলে ভূমি থাকিলে, ঐ "দখল দেওয়া" শব্দের দখল চলিবার নিমিত্ত পাটায় নিখিয়া দেওয়া গেলে, যদিও তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাটায় এই মর্মেয় কথা লেখা থাক, তথাপি এই

অধ্যায়ের কার্যগতক এই পাট্টারূপে তাহাকে দখল দেওয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

## ৭ম অধ্যায়।

কোর্কা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬২ ধারা। মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া যে কোন কোর্কা

কোর্কা রায়তদের দ্বারা রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূমিধিকারী নিজের যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিয়ন্ত্রিত তাহার নীমার কথা। শতকরার অর্ধাৎ,

(ক) রেজিষ্টারী করা পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্কা রায়তের দের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকা; ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

৬৩ ধারা। কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে

কোর্কা রায়তদিগকে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তিম ছয়মাস থাকিতে নিদিষ্ট এক্ষণে কোন কোর্কা রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নিষিদ্ধ নোটিস জারী করা না গেলে পর, তদীয় ভূমিধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

## ৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

৬৪ ধারা। (১) কোন তালুকদার বা রায়ত ও

খাজানা অবধারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।

খাজানা অবধারিত থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্তন হইয়াছে এই হেতু বিনা ঐ খাজানা বা খাজানার হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

(২) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যাহার পরিবর্তন হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্তন হইয়াছে এই হেতু বিনা ঐ খাজানা বা খাজানার হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

(৩) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারীরা বাহা মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিশবৎসর মধ্যে পরিবর্তিত হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনমতে কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্যে ইহার প্রমাণ হইলে, যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি ঐ খাজানায় বা খাজানার হারে তাঁহার উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানার বা অবধারিত খাজানার হারে প্রজাস্বত্ব বা কোন প্রকার প্রজাস্বত্ব থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা তৎক্রমে নিদিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্বে রেজিষ্টারী করিতে হইবে, তবে ঐ স্থানে যে কোন প্রজাস্বত্ব বা স্থল বিশেষে উক্ত প্রকার যে কোন প্রজাস্বত্ব রেজিষ্টারী করা হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ঐ তারিখের পর পূর্বোক্ত অনুমান থাকিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপাদনের অবধারিত অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য খাজানারূপে দিয়া থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়া কিম্বা রায়ত ও ভূমিধিকারী উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত খাজানার পরিবর্তে অবধারিত টাকা খাজানারূপে দাওয়া করা গিয়াছে বলিয়া কেবল এই কারণে ঐ খাজানা বা খাজানার হার পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত মিশাইয়া এক যোত করা গেলে, যোতের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার কার্য হইবার কোন বিষয় হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিম্বা ভূমিধিকারীর প্রজ্ঞাপ্রদে প্রজ্ঞাপ্রদে শেষ হইতে পারিলে, এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্তিবে না।

৬৫ ধারা। কোন প্রকার খাজানার পরিমাণসম্বন্ধে

কিম্বা কোন কৃষি বৎসরে খাজানার পরিমাণ ও সে যেই নিয়মে ভূমিভোগ ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন অনুমানের কথা।

উক্তি হইলে, অব্যবহিত পূর্ববর্তী কৃষি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যেই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শন না গেলে, সেই খাজানা দিয়া সেইই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করে এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রজা

পরিমাণ পরিবর্তন (ক) পূর্বে যৎপরিমাণ হইলে খাজানার পরিমাণ পরিবর্তন হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন অনুমানের কথা।

মাপ করিয়া তদধিক যত ভূমি থাকিবে, তত ভূমির জন্য তাঁহার অতিরিক্ত খাজানা দিতে হইবে, এবং

(খ) শিকস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে যোতের পরিমাণ কম হইলে, উক্ত প্রজা খাজানা কমাইতে স্বত্ববান হইবেন; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে নত ভূমি উপবস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে তাঁহার যোতে যোজিত হইয়াছিল, এবং এরূপ যোগ হওয়াতে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় নাই, তবে এই বিধি থাকিবে না।

(২) খাজানায় যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকট সেই প্রকারের ও তৎরূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই প্রকারের প্রজাদের যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং তালুকদারের বেলা তিনি আপনায় তালুকদার খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্ববান তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৩) যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের যত হ্রাস ঘটে, তাহা পূর্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়, খাজানার যত টাকা কমাইতে হইবে, তাহা পূর্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে, কিম্বা নত ভূমির বার্ষিক মূল্যের সমস্তোৎপাদনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরিমাণ হ্রাস হয়, তাহা যোতের পূর্ব পরিমাণের যে অংশ খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা।

৩৭ ধারা। (১) ভালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যে কোন নিয়ম থাকে, খাজানার কিস্তির কথা। তদ্রূপ কিস্তিক্রমে তদ্রূপ তারিখে ভালুকদারের দেয় মুদ্রারূপ খাজানা দেওয়া যাইবে; নিয়ম না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিক্রমে ও তারিখে দেওয়া যাইবে; এবং নিয়ম কিম্বা দেশাচার না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদ্ব্যতীত কোন স্থানের নিষিদ্ধ যেহেতু কিস্তি ও তারিখ নির্দিষ্ট করেন, সেই কিস্তিক্রমে সেই তারিখে দেওয়া যাইবে।

(২) কোন রায়তের বা কোর্ফা রায়তের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে বার্ষিক খাজানার অংশস্বরূপ সেই কিস্তি ও বৎসরে তারিখ অনধিক যেহেতু তারিখ নির্দেশ করেন, সেই কিস্তিক্রমে ও সেই তারিখে সেই খাজানা নিয়মক্রমে কিম্বা নিয়ম না থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দিষ্ট হয়, সেই বিধির বিধানানুসারে দেওয়া যাইবে।

(৩) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রচলিত দেশাচার, কসলের সময় এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৪) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে কলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে অতীত তিন মাস থাকিতে নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে।

৩৮ ধারা। (১) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দেয় হয়, সেই তারিখের স্বয়ংস্ব খাজানা দিবার সময় হইবার পূর্বে প্রজা এই কিস্তির টাকা দিবেন।

(২) এই আইনমতে যেহেতু প্রজা আপন খাজানা আদায় করিতে পারে, সেইহেতু ভালুকদার ভূম্যধিকারীর আদায় কাছারীতে কিম্বা তদ্ব্যতীত ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে।

কিস্তি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রজাকে পোস্টাল মনিঅর্ডারক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে টাকা যেভাবে জমা কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে এই টাকা জমা দিতে হইবে।

(২) প্রজা এরূপ কোন নির্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা দিতে পারিবেন।

কবজ ও হিসাবের কথা।

৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজানার হিসাবে টাকা দিলে যত টাকা দেন, উক্ত হিসাবে কবজ পাই। ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত তত বার যথেষ্ট কথা।

টাকার লিখিত কবজ উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাত্ পাইতে তাঁহার স্বত্ব আছে। (২) ভূম্যধিকারী উক্ত কবজের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

(৩) এই আইনের ৩য় ভঙ্গীতে কবজের যে পাঠ দেওয়া গেল, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন জেলার মোকদ্দমার নিষিদ্ধ অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যেহেতু বিশেষ কথা লিখিত থাকে, কবজ ও অনুলিপিতে সেই বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

(৪) যে প্রত্যেক কবজ সারতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত মর্শন না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া অনুমান হইবে।

৭১ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্যন্ত প্রজার যত খাজানা দিতে হইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইরাছে বলিয়া ভূম্যধিকারী স্বীকার করিলে, এই বৎসর অবসান হইবার তিন মাসের মধ্যে এই প্রজা দিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কবজ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) ভূম্যধিকারী এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারিখানা নী দিলে এই বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের ৩৩য় ভঙ্গীলের পাঠে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন জেলার মোকদ্দমার নিষিদ্ধ অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যেহেতু বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎসমস্ত হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাওও এরূপ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

৭২ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূম্যধিকারী তাঁহাকে ৭০ ধারার কবজ ও হিসাবের নিষিদ্ধ বিশেষ কথা সম্বন্ধিত বিবরণপত্র না দিলে এবং অনুলিপি না রাখিলে উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজানা দিবার তারিখ অবধি

হয় বাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের বিস্তারিত অধিক আদায়ত যত উচিত বোধ করেন সেইরূপ যত টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিষিদ্ধ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) যদি ভূম্যধিকারী প্রজ্ঞাপন দাওয়ায়তে ৭১ ধারার নিৰ্দিষ্ট কোন বৎসরের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্ররূপ কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজ্ঞা ভূম্যধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিবা থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অধিক আদানত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত মতের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজ্ঞা পরবর্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী উক্ত কোন ধারার আদেশমত কবজের বা বিবরণপত্রের অমূল্য বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আদানত করিবার কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্নলিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আদানত করিবার দরখাস্তের কথা।

(ক) যে স্থলে প্রজ্ঞা খাজানার নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করেন এবং ভূম্যধিকারী তাহা লইতে বা তজ্জনা কবজ দিতে অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজ্ঞা এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার খাজানা যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিদ্বেষ বশতঃ তাহা লইতে বা তজ্জনা কবজ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সহায়শীদারদিগকে সংস্কৃতভাবে দিতে হয়, এবং প্রজ্ঞা তজ্জনা সহায়শীদারদের সংস্কৃত কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকেন; কিংবা

(ঘ) যে স্থলে কোন ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার স্বত্বাধিকারী এবিষয়ে প্রজ্ঞার প্রকৃত সন্দেহ থাকে; সেই স্থলে

যেত যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত এতদৰ্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে যে কর্মচারীকে নিযুক্ত করেন, প্রজ্ঞা তৎকালীন পাওনা সমুদয় টাকা তাঁহার আকিসে আদানত করিবার অনুমতি পাইবার নিমিত্ত লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে দরখাস্ত করা যায়, ঐ দরখাস্তে তাহার বর্ণনা থাকিবে এবং (খ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষবার খাজানা দেওয়া হয়, তাঁহার নাম, ও এক্ষণে যে বা যে ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাহার বা তাঁহাদের নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজ্ঞা স্বাক্ষর করিবেন, অথবা মোকদ্দমার রুতান্ত তিনি স্বয়ং না জানিলে, যিনি জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে বিধিক্রমে আট আনার অধিক যে কী দিবার আজ্ঞা করেন, সেই কী তৎসঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

৭৪ ধারা। (১) যে কর্মচারীর নিকট পূর্বধারাত

যে খাজানা আদানত করা যায় রাজকীয় কর্মচারী তাহার রসীদ দিলে ঐ রসীদ নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথা।

রসীদ দিবেন।

নত দরখাস্ত করা যায় যদি তাঁহার বোধ হয় যে দরখাস্তকারী উক্ত ধারামতে খাজানা আদানত করিবার অধিকারী, তবে খাজানা লইয়া তজ্জনা আপন সরকারী মোহরযুক্ত

(২) উক্ত কর্মচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা লইবার পূর্বে, পূর্বধারার আদেশমত বর্ণনায় যে ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা প্রজ্ঞার দের যে খাজানা পূর্বোক্তরূপে আদানত করা যায় তৎসম্বন্ধে নিষ্কৃতিপত্ররূপ কার্যকর হইবে। উক্ত খাজানা

পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যাকে খাজানা দিতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংস্কৃতভাবে সহায়শীদারেরা, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে খাজানা পাইবার স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে উক্ত রসীদ কার্যকর হইবে।

৭৫ ধারা। (১) যে কর্মচারী আদানত লম তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবার নোটিস আদানত পাইবার আপন আকিসের কোন মুদ্রা-নোটিসের কথা। কাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া দিবেন। ঐ নোটিসে সমুদয় প্রয়োজনীয় রুতান্তের বর্ণনা থাকিবে।

(২) পূর্বোক্তমতে যে তারিখে নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে পরবর্তী ধারামতে আদানতের টাকা কাহাকেও দেওয়া না গেলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কর্মচারী বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিনা খরচায় আদানত পাইবার নোটিস জারী করাইবেন।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্মচারীর বিবেচনায় আদানতের টাকা আদানত টাকা দিবার পাইবার অধিকারী বলিয়া বা কিরাইয়া দিবার কথা। বোধ হয়, তিনি তাহাকে ঐ টাকা দিতে পারিবেন, অথবা উচিত বোধ করিলে যে ব্যক্তির এরূপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের নিষ্কৃতির অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আদেশ করিলে, পোস্টাল বনিঅর্ডর করিয়া ঐ টাকা দেওয়া বাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আদানত করা যায় সেই তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্বে এই ধারামতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আদানতকারী প্রার্থনা করেন ও যে কর্মচারীর নিকট খাজানা আদানত করা যায় তাহার দত্ত রসীদ কিরাইয়া দেন, তবে দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবের আজ্ঞা না থাকিলে আদানতী টাকা আদানতকারীকে কিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব এক ধারামতে আদানত গ্রহণকারী কোন কর্মচারী যাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জম্বুত ডেট সেক্রেটারী সাহেবের



বিকল্পে কিম্বা গবর্ণমেন্টের কোন কর্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করা যাইবে না ; কিন্তু এই ধারামতে ঐরূপ কোন আদালতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় এ টাকা পাইবার অধিকারী কোন ব্যক্তির তহাবর স্থানে এ টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন কথাক্রমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তান্তরযোগ্য মোতের প্রথম দায় হইবার কথা।  
৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তান্তরযোগ্য মোতের প্রথম দায় হইবার মধ্যে গণ্য হইবে।

(২) ভূমিাদিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাইয়া এ ডিক্রী আরোক্তে প্রজার স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থ নীলাম করিলে, উক্ত প্রজার স্থানে ভূমিাদিকারির যে খাজানা পাওনা থাকে, উক্ত নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে ভূমিাদিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূমিাদিকারীর যে দাবী থাকে, এই স্বত্বক্রমে তাহার কোন বিষয় হইবে না।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন মোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যেখানে বাজালা মন চলিত থাকে সেখানে ঐ মনের শেষে, কিম্বা যেখানে কসলী বা আমলী মন চলিত থাকে সেখানে জৈষ্ঠ মাসের শেষে বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ভূমিাদিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন চুক্তির শর্তক্রমে উক্ত প্রজাকে বাকী খাজানা নিমিত্ত উচ্ছেদ করিতে স্বত্বান হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও তত্তপরি সুদ পাওনা হইবে ঐ সুদ নির্দিষ্ট থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্দ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনর্বীর খোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচ আদালতে দেওয়া গেলে, ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৯ ধারা। বাকী খাজানার সুদের হার ধার্য্য করিবার বাকী খাজানার সুদের সময়ে আদালত প্রচলিত প্রকার ও পক্ষদেয় মধ্যে কোন মিলন হইয়া থাকিলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু কে কৃষি বৎসরে বাকী পড়ে, সেই বৎসরের অবসানাবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্য্যন্ত সীমায়ত : বৎসর শতকরা বার টাকা হারে সুদের ডিক্রী দিবেন।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আদালত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে প্রত্নি-বাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা তাহার দেয় খাজানা নিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়াছে, তবে খাজানা করিবার ক্ষমতার কথা। ও খরচা বলিয়া যত টাকা ডিক্রী হয় তদতিরিক্ত আদালত

যত টাকা খাজানার ডিক্রী হয় তাহার শতকরা ২৫ টাকার অনধিক যত হানিপুরণ উপযুক্ত বোধ করেন বাদির তত হানিপুরণের টাকা পাইবার আঞ্জা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে হানিপুরণের আঞ্জা হইলে, সুদের ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আদালত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, তবে বাদী যে মোট টাকার দাওয়া করে তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপুরণ-স্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আঞ্জা করিতে পারিবেন।

কসলী বা ভাণ্ডারী খাজানার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন যাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, কসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত (ক) সেই স্থলে যাচাই বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত সময়ে যদি ভূমিাদিকারী বা

প্রজা স্বয়ং বা কর্মকারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা করেন, কিম্বা

(খ) উৎপন্ন কসলের পরিমাণ বা মূল্য বা বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,

তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং কালেক্টর খরচ বলিয়া যত টাকা দিবার আঞ্জা করেন উক্ত পক্ষ সেই টাকা আদায় করিলে, ঐ কসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত যে কর্মচারিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নতে ঐরূপ আঞ্জা করিলে শাস্তিভঙ্গ নিবারণিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব ঐরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আঞ্জা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই ধারামতে কোন আঞ্জা করিলে, যাচাই যাচাই না বিভাগ না হয়, তাবৎ আঞ্জাদ্বারা কসল হস্তান্তর করা নিষেধ করিতে পারিবেন।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্ব ধারামতে কোন কর্মচারী নিযুক্ত করা কর্মচারীকে নিযুক্ত করিলে, আপন বেচনামতে উক্ত কর্মচারীর প্রতি এত আঞ্জা করিতে পারিবেন যে তিনি অন্য কোন

ব্যক্তিকে আদেশস্বরূপ আপনায় সহিত লন এবং আদেশের লওয়া খেলে উক্ত আদেশদেয় সংখ্যা, যোগ্যতা ও নির্ধারিত প্রণালী মতঃ এবং যাচাই বা বিভাগ করণ কালে যে কার্য প্রণালী অবলম্বন

করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে আদেশ দিতে পারিবেন; এবং উক্ত কর্মচারী সেই আদেশ অনুসারে কার্য করিবেন।

(২) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিবার পূর্বে যে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাইবে তাঁহার নোটিশ ভূমিকারীকে ও প্রজাকে দিবেন, কিন্তু ভূমিকারী বা প্রজা নিজে বা কর্মস্বত্বকারীরা উপস্থিত না হইলে, তাম এক তরফা কার্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৩) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিলে, আপন কার্যানুষ্ঠানের রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

(৪) কালেক্টর উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উভয় পক্ষকে তাহাদের কথা শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন তদন্ত আনয়ন করিলে সেই তদন্তের পর উক্ত রিপোর্টে উপর্যে আঞ্জা ন্যায় বোধ করেন সেই আঞ্জা করিবেন।

(৫) কালেক্টর উচিত বোধ করিলে, পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্তরূপ নিয়ম সাপেক্ষ থাকিয়া, তাঁহার আঞ্জা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রী ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে।

(৬) উক্ত কর্মচারী যাচাই অর্থাৎ দানাবন্দী করিলে, দানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র জিলার কালেক্টর সাংঘেবের কাছারীতে রক্ষিত হইবে।

৮৩ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল যাচাই করিয়া খাজানা শস্যের দখল সম্বন্ধে লওয়া গেল, সমস্ত ফসল দখল রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেল, যাবৎ উক্ত বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত ফসল দখল রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় স্থলেই ভূমিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষিকার্যের নিয়মিত কালে ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে ফসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা ফসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শস্য-সংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য সর্বাংশে পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই হয়, ফসল তত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূমিকারীর পরিবর্তনহইলে খাজানার দায়ের কথা।

৮৪ ধারা। (১) কোন প্রজা ভূমিকারীর স্বার্থ

হস্তান্তর করিয়া গেলে, হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা পাওনা হয়, তাহা যে ভূমিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই ভূমিকারীকে দেওয়া গেল, যদি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা প্রজাকে হস্তান্তর হইবার নোটিশ না দিয়া থাকেন, তবে ঐ প্রজা

উক্ত খাজানার নিমিত্ত হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার নিকট দায়ী হইবে না।

(২) যে ভূমিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাহাকে একাদিক প্রজা খাজানা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রকারে প্রজাদের নিকট এক সাধারণ নোটিশ প্রচার করেন, তাহা এই ধারার কার্যপক্ষে উপযুক্ত নোটিশ হইবে।

আইনবিরুদ্ধ কর প্রভৃতি কথা।

৮৫ ধারা। প্রকৃত খাজানার অতিরিক্ত আদায়, মাথট কিম্বা তরুণ অন্য নাম দিয়া প্রজাদের উপর যে কোন কর ধরিয়া করা যায়, তাহা আইনবিরুদ্ধ হইবে, এবং এরূপ কর দিবার সমুদয় শর্ত ও নিয়ম অসিদ্ধ হইবে।

৮৬ ধারা। প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রমে না হইলে, আইনমতে যে খাজানা দেয়, তদতিরিক্ত প্রজার স্থানে কোন টাকা বা তাহার ভূমির উপর কোন অংশ ভূমিকারী অন্যায় করিয়া গ্রহণ করিলে, উক্ত প্রজা এরূপ গ্রহণ

করবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে এরূপে গৃহীত টাকার বা উৎপন্ন ফসলের অতিরিক্ত পাঁচ শত টাকার অনধিক আদায় দণ্ডস্বরূপ যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত টাকা, কিম্বা তাহা এরূপে অন্যায় করিয়া লওয়া যায়, তাহার পরিমাণের বা মূল্যের ত্রিগুণ পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে, সেই পরিমাণের বা মূল্যের ত্রিগুণের অনধিক টাকা ভূমিকারীর নিকট পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

## ৯ম অধ্যায়।

ভূমিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

৮৭ ধারা। (১) এই আইনের কার্যপক্ষে কোন "উৎকর্ষ সাধন" শব্দের রায়তের যোতের সম্বন্ধে "উৎকর্ষ সাধন" শব্দ ব্যবহৃত হইলে

যে কোন কার্য দ্বারা গোতের জমাই মূল্য বৃদ্ধি হয়, যাহা উক্ত গোতের উপযোগী এবং উক্ত যে উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্য-সম্মত, এবং যাহা গোতের উপর করা না গেলেনও সাফাৎসম্মত উক্ত উপকারার্থ করা যায়, কিম্বা করিবার পর সাফাৎসম্মত ঐ যোতের উপকারজনক করা যায়, সেই কার্য বুঝাইবে।

(২) বিপরীত দর্শান না গেলে, সম্মিলিত কার্যে  
কোন এক দ্বারা সম্মানসূচক উৎকর্ষ সাধন বলিয়া অনু-  
মান হইবে,—

(ক) কৃষিকার্যের নিমিত্ত কিম্বা কৃষিকার্যে নিযুক্ত  
সমুদায় ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জলসঞ্চয়, যোগান  
বা বিতরণ করণার্থ কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যে  
পতিত ভূমি আবাদ করা যাউতে পারে, তাহার জল-  
নিঃসরণ কিম্বা নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধার করণ,  
কিম্বা জলপ্রাচীন হইতে রক্ষা করণ, কিম্বা জলজনিত  
ক্ষয় বা অন্য ভাঙ্গি নিবারণ;

(ঘ) কৃষিকার্যার্থ ভূমির আবাদ বা পরিষ্কার করণ  
কিম্বা তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন;

(ঙ) পূর্ণোক্ত কোন কার্য নূতন করিয়া বা পুন-  
র্বার করা, অথবা তাহার পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন  
করা; ও

(চ) আবশ্যক বাহিরের যত্ন সমেত রাস্তা ও তদীয়  
পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নিৰ্মাণ।

(৩) কিন্তু রাস্তা কোন যোতে যে কার্য করেন,  
তদ্বারা স্থায়ী ভূম্যধিকারী মহালের বা ভানুকের মূল্য  
বিশেষরূপে কম হইয়া পড়িলে, এই কার্য এই আইনের  
অভিপ্রায়মত উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

১৮ ধারা। রাস্তা অনধারিত থাকিলে কিম্বা অব-  
অধারিত হারে ভূমি ধারিত শ্রমিকের হাণ্ডে  
ভোগ করা গেলে উৎকর্ষ- ভূমিভোগ করিতে, তদীয় ভূম্য-  
সাধন করিবার যত্নের দিকারী তাহার যোতে সম্বন্ধ  
কথা। কোন উৎকর্ষসাধন কার্যে  
তাঁহাকে ভূম্যধিকারীরূপে বাধা দিতে পারিবে না।

১৯ ধারা। (১) কোন রাস্তার যোতে তাহার  
মখলীষত্ব থাকিলে, রাস্তা বা  
মখলীষত্ববিশিষ্ট যোত ভূম্যধিকারী নিজ উৎকর্ষ-  
সাধন করিতে সম্মত আছেন,  
করিবার যত্নের কথা। এই ক্ষেত্রে বিনা রাস্তা বা ভূম্য-  
ধিকারীরূপে উক্ত যোত  
সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধা দিতে  
পারিবে না।

(২) যদি রাস্তা ও ভূম্যধিকারী উভয়েই একই  
উৎকর্ষসাধন করিতে চান, তবে উক্ত ভূম্যধিকারীর  
অধীন অন্য এক বা অধিক যোত তদ্বারা স্পষ্ট না  
হইলে, রাস্তার উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্রাধিকার  
থাকিবে।

(৩) রাস্তা ও তাহার ভূমি দিকারীর মধ্যে

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্রাধিকার, কিম্বা

(খ) কোন বিশেষকায় উৎকর্ষসাধন কিম্বা, এতৎ-  
সম্বন্ধে বিবাদ উদ্ভিষ্ট হইলে,

কালেক্টর ন্যাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই  
বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবে, এবং তাহার  
নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

২০ ধারা। (১) মখলীষত্বশূন্য কোন রাস্তা  
আপনার ও স্বীয় পরিবারের  
মখলীষত্বশূন্য যোত নিষ্পত্তি আবশ্যক বাহিরের  
সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন করিবার যত্নের কথা। যত্ন সমেত উপযুক্ত বাসগৃহ  
প্রস্তুত করিতে পারিবে, কিন্তু

উক্তমতে কিম্বা পক্ষান্তরিত বিধানমতে না হইলে  
আপনার যোতসম্বন্ধে স্থায়ী ভূম্যধিকারী অ মতি না  
লইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবে না।

(২) স্থায়ী ভূম্যধিকারীর অনুমতির প্রয়োজন না  
থাকিলে, যে মখলীষত্বশূন্য রাস্তা আপন যোত  
সম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবে, তিনি উক্ত  
উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ে মধ্যে  
এ উৎকর্ষসাধন করিবার নিষ্পত্তি ভূম্যধিকারীর প্রতি  
আদেশ করিয়া তাঁহাকে অনুমোদনপত্র দিতে বা দেওয়া-  
হইতে পারিবে, এবং ভূম্যধিকারী এই অনুমোদন পালন  
করিতে অক্ষম হইলে, বা অপেক্ষা করিলে, আপন এই  
উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবে।

২১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী আইনমতে  
যে উৎকর্ষসাধন করেন, কিম্বা  
ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষ- যাঁহা আইনমতে তাহার ক্ষমতা  
সাধন রেজিষ্ট্রী করি- করা যায়, কিম্বা যাঁহা করিতে  
বার কথা। তিনি প্রত্যেক সাক্ষ্য করি-  
য়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গবর্ণমেন্টের  
নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজি-  
ষ্ট্রী করাইতে পারিবে।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যেরূপ আদেশ  
করেন, প্রার্থনাপত্র সেইরূপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও  
তাঁহাতে সেইরূপ সন্ধান থাকিবে, ও সেই প্রকারে  
স্থানীয় তদন্তের দ্বারা বা অন্যোপায়ে তাহার সত্যতা  
নির্ণয় করা যাইবে।

(৩) যে কর্মচারী প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হন, তিনি,  
(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে উৎকর্ষ  
সাধন হইলে, এই আইন প্রচলিত হইবার সম্ভাব্য,

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষ-  
সাধন হইলে, উক্ত কার্য সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি,

১২ মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে, তাহা  
অগ্রাহ্য করিতে পারিবে।

২২ ধারা। (১) কোন যোতের ভূম্যধিকারী বা প্রজা  
উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে তৎসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন  
প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবার করা যায় তাহার প্রমাণ লিপ-  
প্রার্থনার কথা। বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে,  
কোন রাজস্ব কর্মচারীর নিকট

প্রার্থনা করিতে পারিবে। তাহা হইলে যদি তিনি  
এরূপ বিবেচনা না করেন যে, এই প্রার্থনা করিবার  
যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা এরূপ দেখা না যায় যে,  
এ বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তাধীনে রহি-  
য়াছে, তবে উক্ত কর্মচারী উত্তর পক্ষের সম্বন্ধে প্রমাণ  
লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা  
গেলে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কিম্বা তাঁহাদের  
অধীন দাওয়াদার বাহিরের মধ্যে পরে যে কোন  
আনুষ্ঠানিক কার্য হয়, তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ  
মধ্যে গ্রহণ হইতে পারিবে।

৯৩ ধারা। (১) যে কোন রায়তকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, সেই রায়ত বা তদীয় স্বার্থগত পক্ষাধিকারী এই আইন অনুসারে যে সকল উৎকর্ষসাধন করি-

য়াছেন, ওজ্জ্বল্য পূর্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হইয়া থাকিলে, উক্ত রায়ত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন জাদালত কোন রায়তকে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিলে, যদি এই প্রামাণ্যে উক্ত রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়, তবে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা নিকপণ করিলেন, এবং রায়তের ঐ টাকা পাইবার নিয়মাদীনে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিলেন।

(৩) যেস্থলে কোন বিশেষ সুবিধা পাটবৈদ্য বলিয়া রায়ত ক্ষতিপূরণবিনা উৎকর্ষসাধন করিয়া চুকি করিয়া, বা পাটী লইয়া তদনুসারে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, এবং উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই স্থলে ঐ ধারামতে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার দাওয়া করা যাইতে পারিবে না।

(৪) ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ঐ ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা করিতে হইবে, সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়ার্থ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যত জন আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন, তত জন আসেসর আপন সঙ্গে লইবার নিমিত্ত আদালতের প্রতি আজ্ঞা করিয়া এবং আসেসরদের যোগাভা ও নির্দোষপ্রণালী স্থির করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৯৪ ধারা। (১) উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত পূর্বে ধারামতে যে ক্ষতিপূরণ দিবার যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার কথা।

(ক) যোতের জমার মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপন্নের মূল্য উৎকর্ষসাধন দ্বারা যে পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে, সেই পরিমাণের প্রতি;

(খ) উৎকর্ষসাধনের আস্তার প্রতি ও তাহার কল যত দূর স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রতি;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পরিশ্রম ও মূল্য খরচ লাগে তাহার প্রতি;

(ঘ) ঐ উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে ভূমিধিকারী কোনরূপে খাজানা দ্রাস বা ক্ষয় করিলে বা রায়তকে অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, তাহার প্রতি; এবং

(ঙ) ভূমি কৃষিকার্যোগোষাগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত জমি সোচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যতদূর অবধিত খাজানার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হইল, ভূমি-ধিকারী ও রায়ত উচিত বোধ করিলে, এইরূপ সম্মতি দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণরূপে মুজাযোগে প্রদত্ত না হইয়া, উহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অন্য কোনরূপে প্রদত্ত হইবে।

ইস্তফা ও পরিভাগ করিবার কথা।

৯৫ ধারা। (১) কোন রায়ত পাটী বা অন্য ইস্তফা করিবার কথা। নিয়মপত্রক্রমে অবধারিত কালের নিমিত্ত বাধা না থাকিলে, কোন কৃষি বৎসরের শেষে আপন যোতের স্বত্ব ও স্বার্থ ইস্তফা করিতে পারিবে।

(২) কিন্তু ইস্তফা করিলেও যদি সে ইস্তফা করিবার অন্ত্যন তিন মাস থাকিতে ইস্তফা করিবার আপন অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস আপন ভূমিধিকারীকে না দিয়া থাকে, তবে ইস্তফা করিবার তারিখের পরবর্ত্তী কৃষি-বৎসরের নিমিত্ত ঐ রায়ত উক্ত যোতের খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(৩) নিম্নলিখিত স্থলে যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, উক্ত নোটিস ঐরূপে দেওয়া হইয়াছিল, এই দ্বারা কাগিপক্ষে আদালত এই অনুমান করিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যদি রায়ত ইস্তফা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরে সেই ভূমিধিকারীর স্থানে সেই গ্রামে নুতন যোত নয়;

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইস্তফা করা হয়, সেই বৎসর শেষ হইবার অন্ত্যন তিন মাস থাকিতে যদি রায়ত ইস্তফা করা যোত যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামে আর বাস না করে;

(গ) যদি ইস্তফা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের কোন সময়ে ভূমিধিকারী নিজের অন্য কোন একটিকে ঐ যোত বা উহার কোন অংশ জমা করিয়া দেন কিম্বা চাষ করেন।

(৪) রায়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোত বা তাহার কোন অংশ যে আদালতের বিচারালয় স্থানে থাকে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিস জারী করা হইতে পারিবেন।

(৫) কোন রায়ত আপন যোত ইস্তফা করিলে ভূমিধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উহা অন্য কোন একজকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজ চাষ করণার্থ লহতে পারিবেন।

৯৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূমিধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা পরিভাগের কথা। যেমন চেনা হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ভাগ করে, ও নিজ বা অন্য কোন ব্যক্তিদ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষি বৎসরে ঐরূপ ভাগ করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর অর্ন্ত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূমিধিকারী ঐ যোত প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন একজকে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজ চাষ করণার্থ লহতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন ঘোষণা প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে নিম্নক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত ঘোষণা পড়িত্ত্ব জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন ঘোষণা প্রবেশ করিলে, এই নোটিস পচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা, দখলী পদস্থ ব্যক্তি হইলে, ছয় মাস অধিক হইয়া পর্যন্ত এই রাস্তা যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থাপন করিতে পারিবেন। তাহা হইলে য সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্তে ন্যায় দণ্ড করেন, সেই শর্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যেতের অংশ করিবার কথা।

১৭ ধারা। যে প্রজার যোঁত হস্তান্তরযোগ্য, এই আইনের কোন ক্রমে সেই যোঁতের অংশ হস্তান্তর-যোগ্য না হইবার কথা। প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা আপনাতঃ যোঁতের অন্তর্গত ভূমির কিয়দংশমাত্র একপে হস্তান্তর বা উইন করিতে পারিবেন না, যাহাতে হস্তান্তর বা উইনক্রমে অগ্ৰীভা এই অংশ পৃথক যোঁতরূপে উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ভোগ করিতে পারেন।

উচ্ছেদের কথা।

১৮ ধারা। ডিক্রী জারীকমে না হইলে কোন ডিক্রী জারীকমে না প্রজাকে তদীয় যোঁত হইতে উচ্ছেদ না হইবার উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

১৯ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী এই ধারার ও, কোন ভূম্যধিকারীর ভূমি চুক্তি থাকিলে, তাহার বিধান মানিয়া স্বয়ং কিম্বা এতদর্পে তাঁহার স্থানোক্ত প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন মহালের বা তালুকের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে এই নিয়ম খাটিবে না, যথা—

(ক) যে স্থলে যোঁতের পরিমাণ, শিকস্তী পৈবস্তী চেতুক বৎসর পরিতর্কন হইতে পারে ও দেয় খাজানা এই পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে বৎসর চাষের ভূমির পরিমাণ পরিতর্কন হইতে পারে, এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তরক্রমে বাহিয়া অসা প্রকারে খরিদার হন, এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ বৎসর শেষ মাপের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে, এই মাপ এই আইন প্রচলিত হইবার মতের পূর্বেই হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী পূর্বধারামতে

যে ভূমি মাপ করিতে পারেন তাহা মাপ করিতে চাহিলে, ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে দেওয়ানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রজা উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির সীমা দেখাইয়া দিবে।

(২) যদি প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে কার্য্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে যে সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রজার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির সীমার ও মাপের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে

কোন মোকদ্দমায় বা আনু-ষ্ঠানিক কার্য্যে কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কর্ম-কারীর আশ্রয়ক্রমে ভূমির যে মাপ হয়, তাহা যে মাপে ক্রটিমত এক বিষাতে ১৪.৪০০ বর্গ ফুট হয়, সেই গবর্ণ-মেণ্টের মাপ অনুসারে হইবে।

(২) উভয় পক্ষের স্বত্ব ভিন্নরূপ কোন স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, গবর্ণমেণ্টের মাপ উক্ত মোক-দ্দমার কাগজপত্র স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বাগে ম্যানদণ্ড ব্যবহৃত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট স্থানীয় তরফ লইবার পর তাহা নির্দেশ করিয়া বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং এক্ষেপে যে নির্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্য্যাদেশের কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তালুকের সহাধি-কেন সহাধিকারিগণ কারিগণ যদি তাঁহার কার্য্য-এক জন সাধারণ কাৰ্য্য-ধাক্তা সম্বন্ধে একমত না হন, শাস্ত্র নিযুক্ত করিবেন না এবং সেই কারণে

ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ করিতে পারি- (ক) সাধারণের অনুবিধা-কিম্বা-বর কথা।

(খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কালেক্টরের এবং (খ) চিহ্নিত স্থলে এই মহালে বা তালুকে যাহার কোন স্বার্থ থাকে, এরূপ কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কেন উক্ত সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাদেশ নিযুক্ত করিবেন না, ইহার কারণ দর্শাইবার আদেশস্বত্ব নোটিস তাঁহাদের সকলের উপর জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারী বে স্বার্থের দাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ তাঁহার দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহাধিকারী হইলে তাঁহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিস্ট্রারী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

১০৩ ধারা। যদি পূর্ক ধারামত নোটিস জারী হইবার

কারণ দর্শান না গেলে  
একজন কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত  
করণার্থ তাঁহাদিগকে আজ্ঞা  
দিতে পারিবার কথা।

পর এক মাসের মধ্যে উক্ত মহা-  
ধিকারিগণ পূর্কোক্তরূপ কারণ  
দেখাইতে না পারেন, তবে জি-  
লার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে  
একজন সাধারণ কার্যাব্যাক্ত

নিযুক্ত করিবার আদেশসহক আজ্ঞা দিতে পারিবেন;  
এবং ঐ আজ্ঞা দিবার পূর্কে যে কোন মহাধিকারী  
উপস্থিত হন নাই, ঐ আজ্ঞার নকল তাঁহার উপর জারী  
করা হইবে।

১০৪ ধারা। পূর্ক ধারামত আজ্ঞা হইবার পর এক

আজ্ঞা পালিত না হই-  
লে কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত  
করিবার ক্ষমতার কথা।

মাসের অন্তর সে সময় জিলার  
জজ সাহেব এতদ্ব্যতীত ধাৰ্য্য  
করিয়া দেন, সেই সময়ের মধ্যে  
অথবা উক্ত ধারার আদেশমতে

উক্ত আজ্ঞা জারী করা হইয়া থাকিলে, ঐরূপ জারী করি-  
বার পর ঐরূপ সময়ের মধ্যে যদি মহাধিকারীগণ একজন  
সাধারণ কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত না করেন, এবং জিলার জজ  
সাহেবের অবগতি নিমিত্ত ঐ নিয়োগের সম্বাদ না  
দেন, তবে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে সম্ভাষণজনক বন্দো-  
বস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, জিলার জজ সাহেবকে ইহা  
স্বাধীন দেওয়া না গেলে, তিনি

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস উক্ত মহালের বা  
তালুকের কার্যাব্যাক্ততা ভার লইতে সম্মত হন, সেই  
স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা ঐ মহালের বা তালুকের  
কার্যাব্যাক্ততা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; কিম্বা

(খ) যে কোন স্থলে একজন কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত  
করিতে পারিবেন।

১০৫ ধারা। কোন স্থানের অধুগতি যে সকল মহা-

পূর্ক ধারার (খ) প্রক-  
রণমত সকল স্থলে কার্য  
করণার্থ কোন ব্যক্তিকে  
নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার  
কথা।

লেন ও তালুকের নিমিত্ত পূর্ক  
ধারার (খ) প্রকরণমতে এক  
জন কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত করা  
আবশ্যক হয়, সেই সকল মহা-  
লের ও তালুকের কার্যাব্যাক্ততা  
করণার্থ উক্ত স্থানের নিমিত্ত

বঙ্গদেশের জীযুত লেফটেনেন্টগবর্নর সাহেব এক ব্যক্তিকে  
নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং কোন ব্যক্তিকে ঐরূপে  
নিযুক্ত করা গেলে, জিলার জজ সাহেব উক্ত প্রকরণমতে  
অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু কোন  
মহালসম্বন্ধে যদি জজ সাহেব মহাধিকারিগণের এক  
জনকে কার্যাব্যাক্তরূপ নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন,  
তবে এই বিধি খাটিবে না।

১০৬ ধারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস

কোর্ট অব ওয়ার্ডস  
বিষয়ক ১৮৭২ সালের  
আইন কোর্ট অব ওয়ার্ড-  
সের কার্যাব্যাক্ততা সম্বন্ধে  
খাটিবার কথা।

১০৪ ধারামতে কোন মহালের  
বা তালুকের কার্যাব্যাক্ততা ভার  
গ্রহণ করেন, সেই স্থলে কোর্ট  
অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭২  
সালের আইনের যে সমস্ত

বিধান স্থাবর সম্পত্তির কার্যাব্যাক্ততা সম্পর্কিত হয়, সেই সমস্ত বিধান উক্ত কার্যাব্যাক্ততা সম্বন্ধে খাটিবে।

১০৭ ধারা। (১) জিলার জজ সাহেব সময়ে

কার্যাব্যাক্তের প্রতি  
যে বিধান বর্ত্তিবে  
তাহার কথা।

যে রূপ আদেশ করেন, ১০৪  
ধারার (খ) প্রকরণমতে নিযুক্ত  
কার্যাব্যাক্ত পারিঅধিকাররূপ  
সেইরূপ অবধারিত বেতন

কিম্বা কার্যাব্যাক্তরূপে তিনি যে টাকা আদায় করেন,  
সেই টাকার সেইরূপ শতকরা প্রাপ্ত হইবেন।

(২) জিলার জজ সাহেব যে রূপ জামিন দিবার  
আদেশ করেন, উক্ত কার্যাব্যাক্ত বধ্যবিধি আপনার  
কর্তব্য সম্পাদন করিবার সেইরূপ জামিন দিবেন।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, মহাধিকারীরা সংস্কৃ-  
ভাবে যে সকল ক্ষমতামুসারে কার্য করিতে পারিতেন,  
তিনি জিলার জজ সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে কার্যাব্যাক্ততা  
নিমিত্ত সেই সকল ক্ষমতামুসারে কার্য করিতে পারি-  
বেন, এবং মহাধিকারীরা ঐরূপ কোন ক্ষমতামুসারে  
কার্য করিবেন না।

(৪) তিনি জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞামুসারে  
লভা লইয়া কার্য করিবেন ও তাঁহা বর্ডন করিয়া  
দিবেন।

(৫) তিনি রীতিমত হিসাব রাখিবেন, এবং মহাধি-  
কারীদিগকে বা তাঁহাদের কোন জনকে উক্ত হিসাব  
দেখিতে ও উচার নথি লইতে দিবেন।

(৬) উক্ত জিলার জজ সাহেব যে সময়ের ও যে  
পাঠের আজ্ঞা করেন, তিনি সেই সময়ে ও সেই পাঠে  
আপনার হিসাব পাস করিবেন।

(৭) ভূস্বামীরা ১১২ ধারামতে যে কোন প্রার্থনা  
করিতে পারিতেন, তিনি সেই প্রার্থনা করিতে  
পারিবেন।

(৮) জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে  
পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে মহে।

১০৮ ধারা। কোন মহাল বা তালুক কোর্ট অব-

মহাধিকারিগণকে কা-  
র্যাব্যাক্ততা ভাবপ্রত্যাপন  
করিবার ক্ষমতার কথা।

ওয়ার্ডসের কার্যাব্যাক্ততাব্যীনে  
স্থাপন করা গেলে, কিম্বা ১০৪  
ধারামতে তন্নিমিত্ত একজন  
কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত করা গেলে,

যদি জিলার জজ সাহেবের এইরূপ হুদ্যোগ জন্মে, যে  
সাধারণের অসুবিধা বা ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি  
বিনা মহাধিকারীদের দ্বারা কার্যাব্যাক্ততা চলিবে, তবে  
তিনি যে কোন সময়ে মহাধিকারিদিগকে উক্ত মহালের  
বা তালুকের কার্যাব্যাক্ততা ভার প্রত্যাপন করিবার  
আদেশ করিতে পারিবেন।

১০৯ ধারা। হাই কোর্ট সময়ে পূর্ক এক ধারামত

বিধি প্রণয়ন করিবার  
ক্ষমতার কথা।

কার্যাব্যাক্তদের ক্ষমতা ও কর্তব্য  
কল্প নির্দেশ করিয়া বিধি  
প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

## ১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

স্বত্বের লিপির কথা।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন স্থলে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।  
মন্ত্রিসভাবিধিত জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক এবং পশ্চাৎলিখিত কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে ঐরূপ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারি কর্তৃক কোন স্থানের সমুদয় প্রজাদের বা কোন শ্রেণীর প্রজাদের স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করা যাইবে।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে মন্ত্রিসভাবিধিত জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি পূর্বক গ্রহণ না করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে ভূমাদিকারী কিম্বা ভূমাদিকারীদের বা প্রজাদের অমেকাংশ লোকে উক্ত আজ্ঞা পাঠবার প্রার্থনা করেন, এবং খরচ দিবার নিষিদ্ধ স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশমত টাকা আদায় করেন, সেই স্থলে ;

(খ) যে স্থলে ঐরূপ লিপি প্রস্তুত করিলে, সাধারণতঃ প্রজা ও ভূমাদিকারীদের মধ্যে যে গুরুতর বিবাদ আছে, বা কটবার সম্ভাবনা, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ হইতে পারে, সেই স্থলে ; এবং

(গ) যে স্থলে গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস যাহার মালিক বা কার্যাব্যাহক, এরূপ কোন মহালের বা ভালুকের মধ্যে উক্ত স্থান অসুভুক্ত থাকে, সেই স্থলে।

(৩) এই ধারামতে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজকীয় গেজেটে দেওয়া গেলে, তাহাই উক্ত আজ্ঞা যথা-বিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১১ ধারা। পূর্ব ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে যেই বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞায় তাহা নির্দেশ করা যাইবে, ও নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতকগুলি তথ্যে থাকিতে পারিবে, অর্থাৎ,—

(ক) প্রত্যেক প্রজার নাম ;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি ভালুকদার কি অবস্থারিত হারে ভূমি ভোগকারি হারত কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট হারত কি দখলীস্বত্বশূন্য হারত কি কোর্কা হারত ;

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা ;

(ঘ) তদীয় ভূমাদিকারির নাম ;

(ঙ) দেয় খাজানা ;

(চ) চুক্তিক্রমে কি আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি প্রকায়ান্তরে হউক যে প্রকারে উক্ত খাজানা ধার্য হইয়া থাকে তাহা।

(ছ) খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে, যে সময়ে ও যে ক্রমে বৃদ্ধি হয় তাহা।

(জ) কোন বিশেষ নিয়মে প্রজা ভূমি ভোগ করিলে তাহা।

## ১১২ ধারা। ভূমাদিকারী বা ভালুকদার প্রার্থনা করিলে

ভূমাদিকারী বা ভালুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব কর্মচারীর বিশেষকথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

ও বত টাকা খরচ দিবার আদেশ হয় তাহা আদায় করিলে, এতদ্ব্যতীত স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে কোন রাজস্ব কর্মচারী কোন মহাল বা ভালুক বা ভাগীর কোন অংশ সম্বন্ধে পূর্ব ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কথা নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১১৩ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী এই লিপি সম্পূর্ণ লিপি প্রকাশ করিবার ক্রমে যে প্রকারে ও যত কাল প্রকাশ করিবার আদেশ দেন, সেই প্রকারে ও ততকাল এই লিপির পাণ্ডুলেখা এই স্থানে প্রকাশ করা হইবে, এবং উক্ত কালমধ্যে এই লিপির কোন লেখা সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(২) উক্ত কাল অতীত হইলে, রাজস্ব কর্মচারী উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে স্থির করিয়া ফেলিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রকারে প্রকাশ করিবার আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত এই স্থানে প্রকাশ করা হইবে ; এবং উক্ত লিপি যে এই অধ্যায়মতে যথাবিধি প্রস্তুত করা গিয়াছে ঐরূপ প্রকাশকরণই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১৪ ধারা। পূর্ব ধারামতে উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে লিপির লেখা সহজে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন বিবাদ হইলে কাহা-সময়ে রাজস্ব কর্মচারী প্রণালীর কথা। তাহাতে কোন কথা লিখিবার প্রস্তাব করিলে বা লিখিলে

যদি তাহার শুদ্ধতাসম্বন্ধে বিবাদ উদ্ভিত হয়, তবে রাজস্ব কর্মচারী এই বিবাদ শ্রবণ করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার যে কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া উক্ত কার্যপক্ষে সেই কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন, এবং তাহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

১১৫ ধারা। (১) পূর্ব ধারামতে রাজস্ব কর্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীল শুনিবার নিষিদ্ধ স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এক বা একাধিক ব্যক্তিক বিশেষ অজ্ঞ বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

(২) পূর্ব ধারামতে রাজস্ব কর্মচারীর নিষ্পত্তির উপর বিশেষ তজ্জের নিকট আপীল হইতে পারিবে ; এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহা উক্ত আপীলসম্বন্ধে যতদূর পাটিতে পারে থাকিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থনতে বিশেষ অজ্ঞ হাই কোর্টের অধীন আদালত হইলে যেরূপ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাবলীতে তাহার নিষ্পত্তির উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

১১৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিপি প্রস্তুত কর যার তাহাতে যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে ও যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, ইহা পৃথক করিয়া নির্দেশ করিতে হইবে।

(২) উক্ত লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া জম্মান হইবে।

খাজানা ধাৰ্য্য হইবার বিধি।

১১৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে উচিত বোধ করিলে, পশ্চাৎলিখিত কোন স্থলে এইরূপ আদেশস্বত্বক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত সমুদয় প্রজার বা কোন প্রণীর প্রজার খাজানা, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদর্থ সময়ে যে রাজস্ব কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের দ্বারা ধাৰ্য্য হইবে।

কিন্তু এইরূপ আজ্ঞা করা বাধ্যনীয়, স্থানীয় উদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এইরূপ হুদ্বোধ না জন্মিলে, উক্ত গবর্ণমেন্টে এইরূপ আজ্ঞা করিবেন না।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাউতে পারিবে, অর্থাৎ,

(ক) যে কোন স্থলে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিতে এই অধ্যায়মতে কোন রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি আদেশ করা যায়, এবং

(খ) যে স্থলে কোন স্থান সম্বন্ধে রাজস্ব ধাৰ্য্য হইতেছে।

(৩) এই ধারামতে রাজস্বীয় গেজেটে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, উক্ত বিজ্ঞাপনই উক্ত আজ্ঞা যথাবিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং কোন আজ্ঞা এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা যতকাল এইরূপে বিজ্ঞাপিত আজ্ঞাক্রমে রহিত না হয়, ততকাল প্রবল থাকিবে।

(৪) কোন প্রজাদের সম্বন্ধে এই ধারামতে আজ্ঞা প্রবল থাকিতে, কোন দেওয়ানী আদালত এই আইন-মতে উক্ত প্রজাদের কাহারও খাজানা রাজি বা কম করিবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

১১৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কর্মচারী এই অধ্যায়-

মতে খাজানা ধাৰ্য্য করিবার খাজানা ধাৰ্য্য করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, ১১১ ধারার কার্যপ্রণালীর কথা।

নির্দিষ্ট বিশেষ কথা ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টে অন্য কোন কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দিলে সেই অন্য কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) (১) প্রকরণমতে লিপিতে উক্ত কর্মচারী কোন কথা লিখিয়া থাকিলে বা লিপিবদ্ধ প্রস্তাব করিলে, তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে, পশ্চাৎলিখিত বিধানমতে জমাবন্দী হুদ্বান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন সময়ে বিবাদ উত্থিত হইলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার বিধান থাকিবে।

(৩) যে ভানুকের খাজানা পরিবর্তিত হইতে পারে সেই ভানুক হইলে, কিম্বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাহতের যোত হইলে, জমাবন্দীর বা প্রজার প্রাধিকারমতে উক্ত কর্মচারী তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধাৰ্য্য করিবেন।

(৪) যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় এই কার্যের নিমিত্ত তিনি বর্তমান খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন, এবং খাজানা ধাৰ্য্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ এই আইনে যে সকল বিধি নির্দিষ্ট হইল, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৫) (৩) ও (৪) প্রকরণমতে সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত কর্মচারী, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিবেন এবং এইরূপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্যে তাঁহার নিষ্পত্তি জিরার তুল্য চলবে হইবে।

(৬) এইরূপ প্রত্যেক নিষ্পত্তির উপর ১১৫ ধারামতে নিযুক্ত বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে। তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু তাহা এই নিয়মের অধীন থাকিবে যে, এই ধারার (২) প্রকরণমতে দ্বিতীয় আপীলে যদি হাই কোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা পরিয়া কোন যোতের খাজানা ধাৰ্য্য হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট ঐ যোতের নিমিত্ত নূতন খাজানা ধাৰ্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ধাৰ্য্য করিবার বেলা একই জমাবন্দীর মধ্যে সেই প্রণীর অন্যান্য যোতের যেরূপ খাজানা এই ধারামতে নির্ণীত বা ধাৰ্য্য হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া চলিবেন।

(৭) রাজস্ব কর্মচারী যে সকল বিশেষ কথা লিখিতে ও যে খাজানা ধাৰ্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন, সেই সকল বিশেষ কথা ও খাজানা লিখিলে ও ধাৰ্য্য করিলে, তিনি এক বা একাধিক জমাবন্দীর পাণ্ডুলেখা প্রস্তুত করিবেন। তিনি যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করেন ও খাজানা ধাৰ্য্য করিলে যতটা খাজানা ধাৰ্য্য করেন তাহা উক্ত জমাবন্দীতে দেখাইতে হইবে।

(৮) জমাবন্দী ১১৩ ধারার সন্মতানুযায়ী লিপি হইলে, ১১৩ ধারা তৎসম্বন্ধে যেরূপ খাটিত, এই ধারামতে প্রত্যেক জমাবন্দী সম্বন্ধেও সেইরূপ খাটিবে এবং এই ধারার (১) প্রকরণমতে এইরূপ কোন জমাবন্দীতে যে সকল কথা লেখা যায় তৎসম্বন্ধে ১১৬ ধারা খাটিবে।

১১৯ ধারা। পূর্ব ধারামতে কোন খাজানা পরিবর্তন করা গেলে, জমাবন্দী হুদ্বান্তরূপে প্রকাশ করিবার পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ পরিবর্তন কলবে হইবে।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারার (৩) প্রকরণমতে কোন যোতের খাজানার টাকা ধাৰ্য্য করা হইবার নিমিত্ত কোন জমাবন্দীর প্রাধিকার করিবার ক্ষমতা থাকিলে, জমাবন্দীর উৎকর্ষসাধন কিম্বা যোতের পরিমাণ পরিবর্তন হেতুক



না হইলে এই অধ্যায়মতে বোতের যে খাজানা নির্ণীত বা ধার্য্য হয়, তাহা অসম্ভবী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি পনের বৎসর কাল মধ্যে হুজি করা যাইবে না।

১. অতিরিক্ত বিধানের কথা।

১২১ ধারা। একজন ভূম্যধিকারীর, কিম্বা অনেক

এই অধ্যায়মত কার্য্য-  
ন্যূতনে যে ধরত পড়ে  
তাহার কথা।

ভূম্যধিকারীর ও প্রজার প্রার্থ-  
নামতে, কিম্বা প্রজা ও ভূম্যদি-  
কারীদের মধ্যে গুরুতর বিবাদ  
নিষ্পত্তি বা নিবারণ করিবার

উদ্দেশ্যে, এই অধ্যায়মতে কোন আজ্ঞা করা গেল, কেবল এই অধ্যায়ের বিধান সফল করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্মচারীরা আপন রাজকীয় কর্মভিত্তিক উক্ত বিধান সফল করতে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বেতনের যে অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েই ধার্য্য করেন, সেই অংশ সমেত উক্ত বিধান কোন স্থানে সফল করিতে গবর্ণমেন্টের যে সমুদয় খরচ গড়ে, তাহা ঐ স্থানের যে ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের খাজানা এই অধ্যায়মতে ধার্য্য বা নির্ণীত হয়, তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রত্যেক স্থলে সমুদয় ভাবগতিক বিবেচনায় খরচ হারহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেই-রূপ হারহারীমতে দিবেন; এবং কোন ব্যক্তির ঐরূপ স্বরচের যে হারহারীমত অংশ দিতে হয়, তাহা তাঁহার দেনা বাকী রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

১২২ ধারা। কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে ১১১ ধারার

লিপি প্রস্তুত হইয়া  
থাকিলে, অবশ্যিৎ খা-  
জানা পরক্ষীয় অনুমান  
না খাটিবার কথা।

(খ) প্রকরণের লিখিত বিশেষ  
কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ  
করা গেলে পর ৬৪ ধারামত  
অনুমান তৎসম্বন্ধে খাটিবে না।

## ১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

১২৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে রাজকীয় গেজেটে

তালিকা প্রস্তুত করি-  
বার আদেশ দিতে পারি-  
বার কথা।

আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কোন  
রাজস্ব কর্মচারীকে এতদর্থে  
স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত  
আমেনসরদের সাহায্যে কোন

স্থানের জন্য এইরূপ একটা তালিকা প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিতে পারিবেন, বাহাতে উক্ত স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতের দেয় খাজানার হার দেখান যাইবে।

তালিকার বাস লেখা  
থাকিবে তাহার কথা।

১২৪ ধারা। উক্ত তালিকার  
এই এই কথা লেখা থাকিবে,  
যথা,

(ক) ভূমির প্রকৃতি, অবস্থান, জলসেচনের উপায় ও উৎসপ অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় যে কএক শ্রেণীর ভূমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাজানার হার ধার্য্য করা আবশ্যিক হয় তাহা; এবং

(খ) ঐরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমি যে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইতেরা ভোগ করে, উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে তাহাদের দেয় খাজানার হার।

১২৫ ধারা। ১২৪ ধারা-

যে বিধি অনুসারে মতে কোন শ্রেণীর ভূমির খাজা-  
খাজানার হার ধার্য্য নার হার ধার্য্য করিবার সময়ে  
করিতে হইবে তাহার নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি হুজি  
কথা। রাখিতে হইবে,।—

(ক) তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত শ্রেণীর ভূমির জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতেরা সাধারণতঃ যে হারে খাজানা দিয়া থাকে, তৎপ্রতি;

(খ) যে সময়ে হার ধার্য্য হয় সেই সময়ে ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য ছিল, অথবা উক্ত সময় কিম্বা সেই সময়ের গড় মূল্য সহজে জানা যাইতে না পারিলে, অন্য যে সময় তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্য্যকর বোধ হয়, সেই সময়ে যে গড় মূল্য ছিল, তাহার প্রতি;

(গ) যে সময়ে তালিকা প্রস্তুত করা যায় সেই সময়ে ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য থাকে তাহার প্রতি; এবং

(ঘ) নিম্নলিখিত বিধির প্রতি, অর্থাৎ, যদি প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধিহেতুক কোন শ্রেণীর ভূমির খাজানার হার বৃদ্ধি করা যায়, তবে পূর্বে গড় মূল্যের সহিত বৃদ্ধিত গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পুরাতন হারের সহিত নূতন হারের তদনুপাত উক্ত তর অনুপাত থাকিবে না, এই বিধির প্রতি।

কিন্তু কোন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত ধার্য্য করা হার বর্তমান হার অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

১২৬ ধারা। উক্ত রাজস্ব কর্মচারী ঐ তালিকা প্রস্তুত করিলে, উহা যে স্থান সম্পর্কীয় তালিকার স্থানীয় হয়, সেই স্থানের প্রচলিত দেশীয় প্রকাশ করণের কথা।

তাহার তিনি, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েই যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত স্থানে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন।

১২৭ ধারা। তালিকার কোন লেখাসম্বন্ধে কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে তিনি ঐরূপ রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি প্রকাশ করিবার পর এক মাস নিষ্পত্তি করিতে পারি-  
বার কথা। মধ্যে উক্ত রাজস্ব কর্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিতে পারি-  
বেন; এবং রাজস্ব কর্মচারী আমেনসরদের সাহায্যে ঐরূপ আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং তালিকা পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

১২৮ ধারা। উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আপত্তি করা না গেলে অথবা আপত্তি করা গেলেও তাহার নিষ্পত্তি হইলে পর, রাজস্ব কর্মচারী

খণ্ডের কমিশনার সাহেবের হারা রেবিনিউ বোর্ডে উক্ত তালিকা অনুমোদনের নিমিত্ত পাঠাইবেন, এবং তৎসঙ্গে আপনার কার্য্যবিবরণ, প্রত্যেক বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহার ছেঁড় লিখিত রিপোর্ট ও যে আপত্তির দরখাস্ত পাওয়া গিয়া থাকে তাহাও পাঠাইবেন।

১২৯ ধারা। রেবিনিউ বোর্ড যে প্রকারে উচিত বোধ করেন, পূর্ব ধারামতে প্রেরিত তালিকা সেই প্রকারে সংশোধন করিতে পারিবেন এবং তৎসঙ্গে যে কোন আপত্তি পাঠান যায় বা পরে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, অথবা অতিরিক্ত অনুসন্ধানের নিমিত্ত মোকদ্দমা কিরাহিয়া দিতে পারিবেন।

১৩০ ধারা। বোর্ড হারের তালিকা অনুমোদন করিলে, উহা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রেরিত হইবে। উক্ত গবর্ণমেন্টে যে কোন লিখিত আপত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে পর, যে কোন রূপে উচিত বোধ করেন, উহা সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ করিলে এইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন, যে উক্ত তালিকা বা সংশোধিত তালিকা যে স্থানে বস্তুিবে সেই স্থানের নির্দেশ সহিত রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

১৩১ ধারা। কোন স্থান সংক্রান্ত তালিকা পূর্ব ধারামতে যে তারিখে প্রেরণ করা যায় সেই তারিখ অবধি এবং হইবে, এবং প্রকাশ করিবার সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে পনের বৎসরের অস্থায় বা ত্রিশ বৎসরের অধিক বহু কাল এবং থাকিবার আদেশ করেন, তত কাল এবং থাকিবে।

১৩২ ধারা। ১৩০ ধারামতে তালিকা প্রকাশ করা গেলে তাহা এই আইনমতে আনুষ্ঠানিক কায়ে নিম্নলিখিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রমাণরূপ হইবে, অর্থাৎ,—

(১) তালিকা প্রস্তুত করিবার কাণ্ড এই আইন অনুসারে বর্ণান্বিত করা হইয়াছে; এবং

(২) এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, প্রত্যেক প্রেরিত ভূমির নিমিত্ত তালিকার যে হার দৃষ্ট হয়, তাহা উক্ত তালিকা যে স্থানে বসে, সেই স্থানের অন্তর্গত ঐ প্রেরিত ভূমির জন্য মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রায়তদের দ্বারা উপযুক্ত ও ন্যায্য হার।

১৩৩ ধারা। কোন স্থানের নিমিত্ত হারের তালিকা-মাত্র প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্মচারীরা তাপনত সরকারী কর্মচারিত্বের উচ্চ প্রাপ্ত করিতে নিযুক্ত থাকেন তাহাদের বেতনের যে রূপ অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে নিরূপণ করেন, সেইরূপ অংশ সমেত ঐ তালিকা প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেন্টের যে খরচ পড়ে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে বেরণ হারহাতিমতে দ্বিগুণ করিয়া দেন, সেইরূপ হারহাতিমতে উক্ত স্থানের মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রায়তেরা ও ভূমিধিকারীরা দিবেন; এবং কোন ব্যক্তির উক্ত খরচের হারহাতিমত যে অংশ দিতে হইবে, তাহা তাহার দেনা বা কী ভূমির

রাজস্বের দ্বারা তাহার স্থানে আদায় করা হইতে পারিবে।

১৩৪ ধারা। পূর্ব এক ধারামতে কোন স্থানে কোন তালিকা প্রবল থাকিলে, উক্ত স্থানের অন্তর্গত যে যৌত কোন মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রায়ত মুদ্রা-রূপ খাজানা দিয়া ভোগ করে, সেই বোর্ডের ভূমিধিকারী তৎকালে দের খাজানা এই বলিয়া বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যে তালিকার নির্দিষ্ট হারে যে খাজানা দের হয় তাহা তদপেক্ষ কম। তাহা হইলে আদালত তালিকার নির্দিষ্ট হারানুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু

১ম।—রায়ত কিম্বা তাহার আর্থগত পূর্বাধিকারী ভূমি ভোগ করিতে আরম্ভ করিবার পরে ভূমিতে গা ভূমিসম্বন্ধে যে পরিবর্তন সত্ত্বটি হইয়াছে, ভূমিত যদি বোর্ডের অন্তর্গত কোন ভূমির খাজানা এই ধারামতে উচ্চতর হারে ধার্য করিতে হয়, এবং উক্ত পরিবর্তন না ঘটিলে যদি তাহা এই ধারামতে নিম্নতর হারে ধার্য করা যাইত, তবে নিম্নলিখিত বিধি থাকিবে, যথা,—

(ক) যদি কেবল রায়তের বা তদীয় আর্থগত পূর্বাধিকারীর পরিগ্রহ বা খরচে ঐ পরিবর্তন ঘটয়া থাকে, তবে আদালত নিম্নতর হারে ঐ ভূমির খাজানা ধার্য করিবেন;

(খ) যদি অংশতঃ ভূমিধিকারীর কিম্বা তদীয় আর্থগত পূর্বাধিকারীর পরিগ্রহ বা খরচে, এবং অংশতঃ রায়তের কিম্বা তদীয় আর্থগত পূর্বাধিকারীর পরিগ্রহ বা খরচে ঐ পরিবর্তন ঘটয়া থাকে, তবে আদালত মোকদ্দমার সমুদয় তদ্রূপিক বিবেচনার যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, উচ্চতর হার ও নিম্নতর হারের মধ্যবর্তী রূপ হারে উক্ত ভূমির খাজানা ধার্য করিবেন; এবং

(গ) ভূমিধিকারীর বা রায়তের কিম্বা তাহাদের কাহারও আর্থগত পূর্বাধিকারীর পরিগ্রহ বা খরচে উক্ত পরিবর্তন ঘটিলে, যদি তাহার প্রমাণ না হয়, তবে আদালত উচ্চতর ও নিম্নতর হারের অন্তর্বর্তী অঙ্কের সহিত নিম্নতর হার যোগ করিয়া সেই হারে উক্ত ভূমির খাজানা ধার্য করিবেন।

২য়।—এই ধারামতে যে হার খাটে, চুক্তি বা মেনা-চারক্রমে কিম্বা কোন ন্যায্য কারণে রায়ত তদপেক্ষা নিম্নতর হারে ভোগ করিবার অধিকারী ইহা প্রমাণ করিলে, আদালত নিম্নতর হারে খাজানা ধার্য করিবেন।

৩য়।—এই ধারামতে খাজানা বৃদ্ধির যে সকল ডিক্রী হয়, তৎপ্রতি ৪৯ ধারা বর্তিবে; এবং খাজানা প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই হেতু কিম্বা মূল্যবৃদ্ধি হেতু ধরিয়া ও অধ্যায়িত খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা হইলে যে রূপ হইত, সেইরূপ এই ধারামতে সমুদয় খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমার প্রতি ৫০ ধারা বর্তিবে।

উদাহরণ।

(ক) কোন প্রকারের ভূমির জন্য তালিকার এইরূপ হার লিখিত আছে,—

১ হুণ হইতে ভূমিতে জনসংখ্যা ১০০  
গেলে ... একর প্রতি ৪ টাকা।  
এরূপে জনসংখ্যা ১০০ হইলে... একর প্রতি ২ টাকা।

দখলীসত্তাবিশিষ্ট রাইড আদায়, বন্দরায়, চন্দ্র ও দীঘ-  
বাধের বোত, ঐ প্রকারের ভূমি। এই বোতের অন্তর্গত ভূপ  
হইতে ভাগে ভাগে জলসেচন হয়।

আদায়ের বোতের ভূপ পূর্বাভাব, প্রজাসত্তাবিশিষ্ট পূর্ক  
হইতে আছে। বন্দরায়ের বোতের ভূপ প্রজাসত্তাবিশিষ্ট হইবারপর  
ভূমিধারিতার প্রভুত কবাইয়াছেন। চন্দ্রের বোতের ভূপ আরও  
প্রভুত কবাইয়াছেন। দীঘবাধের বোতের ভূপ ভূমিধারিতার  
ও রাইড প্রভোক্তা পরিগ্রহ ও বাল্যবাল্যের ক্রিয়দংশ দ্বিত্ব  
প্রভুত কবাইয়াছেন। আদায় ও বন্দরায়ের বোতের  
খাজানা একর প্রতি ৪৮ টাকা করে, চন্দ্রের বোতের খাজানা  
একর প্রতি ২৮ টাকা করে, এবং দীঘবাধের বোতের খাজানা  
২৮ টাকা ও ৪৮ টাকা এই উভয়ের মধ্যবর্তী যে যাব  
আদায় উপযুক্ত ও ব্যাঘ্র বিবেচনা করেন, সেই চারে  
ধার্য করিতে হইবে।

( ৭ ) কোম এক প্রকারের ভূমির নির্দিষ্ট ভালিকার যে  
ধার নির্দিষ্ট আছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপ :-

কোম বদীর শাখা হইতে উক্ত ভূমিতে

জল পোষ করা গেলে ... একর প্রতি ৪৮ টাকা।

এরূপে জল সেচন করা না গেলে ... একর প্রতি ২৮ টাকা।

দখলীসত্তাবিশিষ্ট রাইড দেশায় ও বানবের বোতের ভূমি  
উক্ত প্রকারের, এবং তাহাতে চন্দ্র বৎসর পূর্বে এই রূপ জল  
সেচন করা হইত না, কিন্তু এই সময়ে বিকটচ্ছ এতদী বদীর  
গতি পরিবর্তন হওয়াতে এই বোতের পার্শ্বে নূতন একদী  
বদীশ খা হয়। দেশায় পঞ্চাশ বৎসর আগমার বোত দখল  
করিয়াছেন, বানব ত্রিশ বৎসর যাত্র। দেশায়ের বোতের  
খাজানা ২৮ টাকা করে এবং বানবের বোতের খাজানা ৪৮  
টাকা করে ধার্য করিতে হইবে।

## ১২শ অধ্যায়।

ভূমামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

১০৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে এইরূপ আদেশ-

ভূমামীর নিজ জমী  
ভরণ ও লিপিবদ্ধ  
করিবার আজ্ঞা দিতে স্থা-  
নীয় গবর্ণমেন্টের কমতার  
কথা।

স্বচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন  
যে, কোম নির্দিষ্ট স্থানে ৩০  
ধারা। মধ্যস্থায়ী ভূমামীর  
নিজ জমী বলিয়া যে সকল জমী  
থাকে, কোন রাজস্ব কর্মচারী  
তাহা ভরণ করিয়া লিপিবদ্ধ  
করেন।

১০৬ ধারা। ভূমামীর নিজ জমী বলিয়া কোম জমী

ভূমামীর বা প্রজার প্রা-  
ধান্যে নিজ জমীর  
কথা লিপিবদ্ধ করিতে  
রাজস্ব কর্মচারীর অব-  
তার কথা।

কথিত হইলে, উক্ত জমীর ভূমা-  
মীর বা কোন প্রজার প্রাধান্য-  
মতে ও খরচের বড় টাকা কাঁচ-  
শাক হয়, তিনি সেই টা-  
কা আদায় করিলে, কোন রাজস্ব  
কর্মচারী এতদর্থে স্থানীয় গব-  
র্নমেন্টের নিকট হইতে আদেশ

মেন্টের বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধি মানিয়া ও  
তদনুসারে উক্ত জমী ভূমামীর নিজ জমী কি না, হতা  
নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১০৭ ধারা। কোন রাজস্ব কর্মচারী পূর্ক জুই ধারার

নিজ জমী লিপিবদ্ধ  
করিবার কার্যপ্রণালীর  
কথা।

কোন স্থানে কার্যপ্রণালী  
করিলে, ১১০, ১১৪, ১১৫ ও ১১৬  
ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

১০৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম-  
চারী নিম্নলিখিত জমী ভূমা-  
নির্ণয় করিবার বিধি। মীর নিজ জমী বলিয়া লিপি-  
বদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, মের, নিজ, নিজ বোত  
বা কাঁচাত বলিয়া ভূমামীর নিজে আপন সরঞ্জাম  
ধারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা  
এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে ১৮৮৩ সালের  
বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই  
জমী, এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রমাণচারক্কে ভূমামীর  
খামার, জেরাত, মের, নিজ, নিজ বোত বা কাঁচাত জমী  
বলিয়া খ্যাত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূমামীর নিজ জমী বলিয়া লিপি-  
বদ্ধ করা উচিত কি না, হতা নিরূপণ করিতে হইলে,  
উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের  
মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূমামীর নিজ জমী বলিয়া  
বিশেষ করিয়া এই জমী অন্য দেওয়া হইয়াছিল কি না  
এই কথা প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু বাবৎ বিপরীত  
দর্শন না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূমামীর নিজ জমী  
নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূমামীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে  
দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব  
কর্মচারীর কাগজপত্র প্রদর্শনার্থ এই ধারার  
যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তাৎপ্রতি দৃষ্টি  
রাখিবেন।

## ১৩শ অধ্যায়।

কোম করিবার বিধি।

১০৯ ধারা। কোম রাইডের বা কোর্কা রাইডের

ভূমামীর বা মীর খামার  
যে ২ বছর কোমের  
পরখাত করা বাইতে  
পারিবে তাহার কথা।

অধিক কাল পাওয়া হইয়া না  
থাকিলে, এবং তদনুযায়ী ভূমা-  
কারী কোন জামিন না লইয়া থাকিলে, উক্ত ভূমামিকারী  
আইনমতে অন্য যে প্রতিকার পাঠিতে পারেন, তদতি-  
রিক দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া এই  
প্রার্থনা করিতে পারিবেন, যে উক্ত আদালত এই ক্ৰ-  
কের নথি লে যাগ আছে,

(ক) এরূপ যে কোম শস্য বা ভূমি অন্য উৎপন্ন  
এ বোতে কাটা বা গোলা না হইয়া থাকে, ও

(খ) এরূপ যে কোম শস্য বা ভূমি অন্য উৎপন্ন  
উক্ত বোতে অধিশ্রুত, এবং কাটা বা গোলা গিয়া এই  
বোতে বা শস্য অধিবার স্থানে, কিবা (কেন ব্রট হউক  
বা বীজ তত হউক) শস্য মাড়ই প্রকৃতি করিবার স্থানে  
রাখ হইয়াছে,

তাহা কোম করিয়া উক্ত বা মীর খাজানা আদায়  
করেন।

কিন্তু

(১) জুনি রেজিষ্টারী করণ বিধির ১৮৭৩  
সালের আইনমত অর্থকরণাধিকারী ভূমামিকারী  
বা কার্যপ্রণালীর কথা ভূমীর বন্ধকগ্রহীতার নাম ও যে

তুনি সম্বন্ধে বাকী খাজানা পাওরা হয় সেই তুমিতে তাঁহার স্বার্থের পরিমাণ যদি উক্ত আইনের বিধানমতে রেজিস্ট্রী করা না হইয়া থাকে, তবে তৎকর্তৃক, কিম্বা

(২) পূর্ক কৃষি বৎসরে যেতের নিমিত্ত দেয় খাজানার অতিরিক্ত যে কোন টাকা লিখিত চুক্তিতে কিম্বা এই আইনমত বা এতদ্বারা রহিত করা কোন আইনমত কার্যাবলীক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা আদায়ের নিমিত্ত; কিম্বা

(৩) যোঁদের যে কোন অংশ প্রজা ভূমিকারীর লিখিত সম্মতি লব্ধ পোঁটাও বিলি করিয়াছে, সেই অংশের উৎপন্ন সম্বন্ধে,

এই ধারামতে দরখাস্ত করা যাইবে না।

১৪০ ধারা। (১) পূর্ক যে পাঠে দরখাস্ত লিখিত হইবে তাহার কথা। এই এই বিশেষ কথা লিখিত থাকিবে,—

(ক) যে যোঁত সম্বন্ধে বাকী খাজানার দাওয়া হয় তাহা এবং তাহার সীমা অথবা তাঁহা বাহাতে চেনা যায় এরূপ অন্যান্য রূপান্ত;

(খ) প্রজার নাম;

(গ) যে কালের বাকী খাজানার দাওয়া হয়, তাহা;

(ঘ) যত টাকা বাকী খাজানা এবং তাহার উপর সুদের দাওয়া থাকিলে, সেই সুদ, এবং পূর্ক কৃষি বৎসরে প্রজার দেয় খাজানার অংশের অধিক তাঁহা দাওয়া করা গেল, যে চুক্তি বা স্থল বিশেষে, আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে এই টাকা দেয় হয়, তাহা;

(ঙ) যে উৎপন্ন ক্রোক করিতে হইবে, তাহার ভাব ও আনুমানিক মূল্য;

(চ) যে স্থানে উহা পাওয়া যাইবে, তাহা কিম্বা উহা চিলবার নিমিত্ত অন্য যেহে রূপান্তর হয়, তাহা; এবং

(ছ) উহা জমীনে থাকিলে বা সংগ্রহ করা না গিয়া থাকিলে, যে সময়ে উহা কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, সেই সময়।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আওলে আবেদনপত্রে যতদূর আক্ষর করিতে ও সভাপাঠ লিখিতে হয়, পূর্কোক্তরূপ প্রত্যেক দরখাস্তে সেইরূপে আক্ষর করিতে ও সভাপাঠ লিখিতে হইবে; এবং এরূপ সভাপাঠযুক্ত দরখাস্তে যদি এরূপ কোন কথা থাকে, যাহা সভাপাঠকারী ব্যক্তি দিখা বদিয়া আনেন বা বিশ্বাস করেন, কিম্বা যাহা সভা বলিয়া আনেন না বা বিশ্বাস করেন না, তবে দিখা সাক্ষা দিবার বা প্রত্যক্ষ করিবার দণ্ডবিষয়ক বৎসালে বা মাইন প্রসিড থাকে সেই আইনের বিধানানুসারে এই ব্যক্তির দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪১ ধারা। (১) দরখাস্তকারী পূর্ক এক ধারা-মতে দরখাস্ত দাখিল করিবার সময়ে দরখাস্তের কার্য পক্ষে সাক্ষররূপ কোন দলীয় আবেদন বিবেচনা করিলে, তাহা উক্ত আদালতে দাখিল করিতে পারিবে।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে দরখাস্তকারিকে পরীক্ষা করিতে পারিবে, ও যত দূর সাধা এর বিলম্ব করিয়া দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবে, কিম্বা তাঁহার প্রতিপোষণার্থ অধিকার সাক্ষা দিবার নিমিত্ত দরখাস্তকারীর প্রতি অনুরোধ দিতে পারিবে।

(৩) আদালত (২) এরূপমতে দরখাস্ত অগ্রাহ্য লম্বে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে, যদি উচিত বোধ করেন, দরখাস্তের লিখিত শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কিম্বা দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবার অপেক্ষায় এই শস্য স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবে।

(৪) যে সময়ে উৎপন্ন শস্য কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, তাহার অনেক কাল পূর্বে এই শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা গেলে, আদালত যত কাল উচিত বোধ করেন তত কাল এই আজ্ঞা জারী করণ ভগিত রাখিতে পারিবে, এবং উচিত বোধ করিলে কোঁকের আজ্ঞা জারী হইবার অপেক্ষায় এই শস্য স্থানান্তর করা নিষেধ করিয়া জারী এক আজ্ঞা করিতে পারিবে।

১৪২ ধারা। পূর্ক ধারামতে দরখাস্ত গ্রাহ্য করা গেলে, আদালত তাল্লিখিত উৎক্রোক করিবার আজ্ঞা পরামর্শাদি অথবা প্রশাসনিক জারী হইবার কথা।

অংশ উচিত বোধ করেন, সেই অংশ ক্রোক করিবার নিমিত্ত একজন কর্মচারী প্রেরণ করিবে; এবং এই উৎপন্ন শস্যাদি যেখানে থাকে, উক্ত কর্মচারী সেইখানে গিয়া আসাদি এই শস্যাদি লইয়া আসিবার পক্ষে তাহা অন্য কোন ব্যক্তির জিহ্মান রাখিবে এবং হাই কোর্ট সেই সময়ে যে বিধি করেন, তদনুসারে কোঁকের বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই উৎপন্ন শস্যাদি ক্রোক করিবে।

কিন্তু যে উৎপন্ন শস্যাদির ভাব বিবেচনার তাহা লিখিত ধারায় রাখা যায় না, সেই শস্যাদি কাঁচিবার বা সংগ্রহ করিবার গোঁয়া হইবার পূর্বে বিলম্ব দিলে নূন কোন সময়ে এই ধারামতে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

১৪৩ ধারা। (১) ক্রোককারী কর্মচারী কোঁক করিবার সময়ে পাওরা বাকী দাবীপত্র ও হিসাব খাজানার ও কোঁক করিবার জারী করিবার কথা।

থরচের দাবীপত্র লিখিয়া বাকীদারের উপর জারী করিবে এবং যেহেতুতে কোঁক করা যায়, তাহা দর্শাইয়া এই সঙ্গে এক হিসাব দিবে।

(২) যে স্থলে কোঁককারী কর্মচারী এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, যে বাকীদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কোঁকৃত সম্পত্তির মালিক, সেই স্থলে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপরও দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল জারী করিবে।

(৩) দাবীপত্র ও হিসাব সাধা হইলে যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে, নিজ তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে সেই ব্যক্তি পলাইলে বা গোপনে থাকিলে, কিম্বা অন্য কারণে তাঁহাকে পাওয়া যাওতে না পারিলে, তখন সতরাচর যে ব্যক্তিতে বাস করেন সেই ব্যক্তি বন্দিয়ারে উক্ত বন্দিয়ারী উক্ত দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল লাগাইয়া দিবে।

১৪৪ ধারা। (১) এই ধারায় ক্রোক হইলে তাহাতে কোন শস্যাদি কাটিতে বা তুলিতে বা গোলাজাত করিতে কিম্বা তাহা উপযুক্ত-রূপে রক্ষা করণার্থ অন্য যে কোন কাণ্ড করা আবশ্যিক হয়, তাহা করিতে কোন ব্যক্তির বাধা হইবে না।

(২) যে ব্যক্তির পূর্বোক্ত কাণ্ড করিবার স্বত্ব থাকে, যথাকালে সেই ব্যক্তির ক্রটি হইলে, ক্রোককারী কর্মচারী ক্রোকৃত ক্ষেত্রস্থ কসল বা অসংগৃহীত শস্যাদি পাকিলে কাটাইবেন বা সংগ্রহ করাইবেন, এবং গোলা প্রভৃতি যে স্থান তদর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তথায় কিম্বা নিকটেই অন্য কোন সুবিধারত স্থানে ঐ কসল প্রভৃতি সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন, কিম্বা তাহা উপযুক্তরূপে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য যাহা কিছু আবশ্যিক হয় তাহা করিবেন।

(৩) উক্ত স্থলেই ক্রোকৃত সম্পত্তি ক্রোককারী কর্মচারীর অধায় কিম্বা তিনি এতদর্থে অন্য যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তির অধায় থাকিবে।

১৪৫ ধারা। (১) ক্রোক করিবার সমুদয় খরচা দাবী শোধ করা না গেলে নীলামের ঘোষণা-পত্র প্রচার করিবার কথা।  
সমস্ত দাবীর টাকা অবিলম্বে শোধ করা না গেলে, সম্পত্তি ক্রোককারী কর্মচারী ঘোষণা-পত্র প্রচার করিবেন। তাহাতে ক্রোকৃত সম্পত্তির বিশেষ রূপান্তর এবং যে দাবীর জন্য উক্ত ক্রোক করা যায়, তাহা লেখা বাইবে, এবং এত সম্বন্ধ দেওয়া যাইবে, যে তিনি ক্রোক করিবার পর তিন দিনের কম না হয় কিম্বা সাত দিনের অধিক না হয়, এরূপ কোন নির্দিষ্ট দিনে কোন স্থানে ক্রোকৃত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

কিন্তু ক্রোকৃত শস্যের বা জব্বের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা মাইতে পারিলে কিন্তু সঞ্চিত না হইয়া থাকিলে, নীলামের দিন এরূপে ধার্য্য করিতে হইবে যাহাতে ঐ দিনের পূর্বে ঐ শস্যাদি সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়।

(২) যে ভূমির দাবী খাজানার দায়ী হয়, সেই ভূমি যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামের কোন সুপ্রকাশ স্থানে ঐ ঘোষণাপত্র লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

১৪৬ ধারা। ক্রোক করা জব্বা যেখানে থাকে সেই স্থানে নীলাম করা যাইবে, কিম্বা যদি ক্রোককারী কর্মচারীর এরূপ নত হয়, যে নিকটস্থ সাধারণের সম্মানসম্মানের স্থানে নীলাম হইলে, অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে নীলাম হইবে।

১৪৭ ধারা। (১) যে সকল কসলের বা উৎপন্ন জব্বের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা মাইতে পারে, তাহা কাটিয়া বা তুলিয়া সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইবে না।

(২) যে সকল কসলের বা উৎপন্ন জব্বের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না, সেই সকল কসল প্রভৃতি কাটিবার বা তুলিবার পূর্বে বিক্রয় করা মাইতে পারিবে; এবং ক্ষেত্র নিজে কিম্বা এতদর্থে তাহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া ঐ কসল প্রভৃতির রক্ষা করিতে ও তাহা কাটিতে বা তুলিতে গেলে, যাহা কিছু আবশ্যিক হয়, তাহা করিতে স্বত্ববান হইবেন।

১৪৮ ধারা। নীলামকারক কর্মচারী বাহা পরা-বে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে; এবং ক্রোক ও নীলাম করিবার খরচা সমস্ত দাবীর টাকা উক্ত সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, তৎকালে অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৪৯ ধারা। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে, যদি বিক্রয় স্থগিত থাকে, নীলামকারক কর্মচারীর বিবেচনায় তাহার ন্যায্য মূল্য ডাক না হয়, এবং ঐ সম্পত্তির মালিক অথবা তাহার পক্ষে কাণ্ড করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পরদিন পর্যন্ত কিম্বা নীলামের স্থানে ষাঁট হুজুর থাকিলে, পরবর্তী ছাটের দিন পর্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখিবার আর্থনা করেন, তবে উক্ত দিন পর্যন্ত নীলাম বন্ধ থাকিবে, এবং সেই দিন উক্ত সম্পত্তির নিমিত্ত যে কোন মূল্য ডাক হউক না কেন বিক্রয় কাণ্ড সম্পূর্ণ করা যাইবে।

১৫০ ধারা। প্রত্যেক লাটের মূল্য নীলামের সময়ে, ক্রয়ের টাকা দিবার কিম্বা নীলামকারক কর্মচারী তৎপরে যত শীঘ্র দিবার আদেশ করেন, দেওয়া যাইবে; এবং এরূপে টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি পুনর্বার নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

১৫১ ধারা। সমস্ত ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলে, ক্রোককারক কর্মচারী ক্রোককে এক সার্টিফিকেট দিবেন। ক্রোকা যে সম্পত্তি ক্রয় করিলেন, এবং যে মূল্য দিলেন, ঐ সার্টিফিকেটে তাহা লেখা থাকিবে।

১৫২ ধারা। (১) এই অধ্যায়নতে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে বে নীলামের উৎপন্ন টাকা তাহা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে যেখানে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা। নীলামকারক কর্মচারী ক্রোকের ও নীলামের খরচ দিবেন। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে বিধি প্রণয়ন করিবেন, সেই বিধির নির্দিষ্ট খরচের হারানুসারে উক্ত খরচ করা যাইবে।

(২) যে দাবী খাজানার জন্যে ক্রোক হয়, নীলামের দিন পর্যন্ত তাহার সুদ সমস্ত সেই দাবী খাজানা শোধ করিতে অবশিষ্ট টাকা প্রয়োগ করা যাইবে; এবং কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হয় সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

১৫৩ ধারা। এই আইনযতে সম্পত্তি নীলামকারক কোন কর্মচারীদের কর করিতে বা পারিবার কথ।

কর্মচারীদের নিযুক্ত বা অধীন সকল ব্যক্তিকে নিষেধ করা যাইতেছে, যে তাঁহারা উক্ত কর্মচারীদের নীলাম করা কোন সম্পত্তি নিজে বা অন্যের দ্বারা কর করিবেন না।

১৫৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত ক্রোক করিবার পরে এবং ক্রোক করা সম্পত্তির নীলাম হইবার পূর্বে কোন সময়ে যদি বাণীদার কিম্বা ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক বাণীদার না হইলে তিনি, যে আদালত ক্রোকের আদেশ দেন, সেই আদালতে কিম্বা ক্রোককারী কর্মচারীর হস্তে ১৫৩ ধারামতে জারী করা দাবীপত্রের নির্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র জারী করা গেলে পর যে সকল ধরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আদানত করেন, তবে উক্ত আদালত কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত কর্মচারী তাহার রসীদ দিবেন, এবং ঐ ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাইরা লওয়া যাইবে।

(২) ক্রোককারী কর্মচারী ঐরূপ আদানত পাইলে, উহা তৎক্ষণাৎ উক্ত আদালতে দিবেন।

(৩) যিনি বাণীদার নহেন, ক্রোক করা সম্পত্তির ঐরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেলে, যে বাণী আদালতের নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই বাণী আদালতের জন্য পরদত্তী কোন দাওয়া হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন।

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের ঐকান্ত্য প্রতিবাদ করিয়া তজ্জনা জানি পুরণ পাইবার দাওয়া করিয়া দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আদানত করিবার তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে পর আদালত ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আদানতী টাকা হইতে তাহার পাওনা টাকা দিবেন।

(৫) কোন অধস্তন প্রজা এই ধারামতে টাকা আদানত করিলে, ভূম্যধিকারী তাহা লইয়া চলিবে বলিয়া কেবল এই কারণে তিনি তাহার প্রজার খোঁজ বা তাহার কোন অংশ পেটীও বিলি করিতে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

১৫৫ ধারা। (১) উক্ত প্রজার ক্রটি হেতুক যে কোন অধস্তন প্রজার সম্পত্তি এই অধ্যায়মতে বৈধভাবে ক্রোক করা যায়, তিনি পূর্বে ধারামতে কোন টাকা দিলে, তাহার নিজ ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দিতে হয়, সেই খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং সেই ভূম্যধিকারী বাণীদার না হইলে, তিনি তাহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে ঐরূপে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং বাবৎ বাণীদার পর্যন্ত না পড়ে তাহা ঐরূপ চলিবে।

পেটীও প্রজা আপন পাটাদাতার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন কথ।

পেটীও প্রজা আপন পাটাদাতার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন কথ।

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্বে ধারামতে কোন টাকা দিলে, এই ধারামতে উক্ত টাকার যে কোন অংশ কাটিয়া লন নাই, বাণীদারের দ্বানে তাহা আদান করণার্থ তাহার যে মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই স্বত্বের বিষয় হইবে না।

১৫৬ ধারা। ভূমি পেটীও বিলি করা গেলে, যদি উক্ত অধস্তন ও অধস্তন একই সম্পত্তিক্রোককারী উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে তন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে এই অধ্যায়মতে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বত্ব প্রবল হইবে।

১৫৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে মত ক্রোকের আদেশ এবং ক্রোকের বিষয়ীভূত সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় করণার্থ কোন দেওয়ানী আদালতের মত আদেশ, এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, ক্রোকের আদেশ প্রবল হইবে; কিন্তু উক্ত আদেশক্রমে ঐ সম্পত্তি নীলাম করা গেলে, নীলামের উৎপন্ন উত্তর টাকা যে আদালত আটক বা বিক্রয় করিবার আদেশ দেন, সেই আদালতের অনুমতিবিলা ১৫২ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির মালিককে দেওয়া যাইবে না।

১৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত অব্যাহতক্রমে নিষিদ্ধ যে কোন আদেশ করেন, তাহার ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু কথ।

যেহলে ১৫৯ ধারামতে দরখাস্ত করিবার অসম্মতি নাই সেই হলে ১৪০ ধারামতে দরখাস্ত হওয়াতে যাচার সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

### ১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৫৯। (১) তাই কোর্ট সময়ে ২২ জানুয়ারি গবর্ন-জেনারেল ও প্রজার যেমতের অনুমোদনক্রমে ঐরূপ আদেশদাতক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন যে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিশেষ কোন অংশ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা বলিয়া কোন মোকদ্দমার প্রতিক্রিয়া ঐরূপ বিশেষ কোন প্রকারের মোকদ্দমার প্রতি বস্তিবে না, কিম্বা বিধির নির্দিষ্ট পরিবর্তন সহকারে বস্তিবে।

(২) ঐরূপে প্রণীত বিধির নিয়মাবলী এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাবলী, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন ঐরূপ সকল মোকদ্দমার প্রতি বস্তিবে।

১৬০ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ থাকে, তাহার দখল পাইবার মোকদ্দমা প্রচল করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

১৬০ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ থাকে, তাহার দখল পাইবার মোকদ্দমা প্রচল করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

উপস্থিত হয়, তাহার ক্ষেত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের কার্যপক্ষে সেই দেওয়ানী আদালতের বিচারধীন স্থানের মধ্যে উল্লিখিত ভরণ্যাহে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূমালিকারী বা প্রজার প্রার্থনামতে আত্ম-প্রতি-কমতাপন্ন হইলে, এই আইনের অধীন পাঠ্য মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে।

১৬১ ধারা। কোন ভূমালিকারী যে কোন ন্যায়ব-বায়ব বা গোমস্তাদের বা গোমস্তা ভূমালিকারীর আ-বীজিত মোক্তার হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে, তিনি এইরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার কার্যপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অধীন উক্ত ভূমালিকারীর স্বীকৃত মোক্তার বলিয়া গণ্য হইবে। যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, তা উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের বিচারধীন স্থানের মধ্যে উক্ত ভূমালিকারী উপস্থিত থাকিলে এইরূপ হইবে।

১৬২ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার বিশেষ মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক রেজিষ্টারের কথা। আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত বিশেষ রুস্তান উক্ত ধারার লিখিত দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টারে না লিখিয়া বিশেষ এক রেজিষ্টারে লিখিতে হইবে। স্থানীয় গবর্ণ-মেণ্ট এতদর্থে সরিয়ে যে পাঠ নিদেশ করেন, সেই পাঠ প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত এই বিশেষ রেজিষ্টার রাখিবেন।

১৬৩ ধারা। খাজানা আদায় করিবার মোকদ্দমার নিম্নলিখিত বিধি থাকিবে।—

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১১ অবধি ১২৭ পর্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও ১৩৫ ধারা ও ১৩৬ অবধি ১৩৭ পর্যন্ত ধারা এইরূপ কোন মোকদ্দমার থাকিবে না।

(খ) আবেদনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ কথার অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান ও মাপ ও পরিমাণ ও সীমা লিখিতে হইবে, অথবা বাদী পরিমাণ বা সীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্তে চিনিবার উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

(গ) কেবল ঐসু খায়া করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, এরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া যাইবে।

(ঘ) প্রতিবাদীর উপস্থিতিতে সমন আরী করিতে হইলে, যদি আদালত আদেশ করেন তবে অন্য কোন প্রকারে আরী করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্তে প্রতিবাদীর নামে শিরোনামা দিয়া ও তারওবর্ষীর ডাকঘর বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৩য় খণ্ডমতে রেজিষ্টারী করিয়া পত্রদ্বারা ডাকযোগে সমন পাঠাইয়া তাহা আরী করা যাইতে পারিবে।

(ঙ) আদালতের অনুমতি বিনা বর্ণনাপত্র দাখিল করা যাইবে না।

(চ) আপীলের অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১০৯ ধারার সাক্ষীদের সাক্ষাৎ লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি লিখিত হইয়াছে, তাহা থাকিবে।

(ছ) সাক্ষীখাজানার নিমিত্ত উল্লেখ করিবার ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে এই ডিক্রী আরী করিবার আত্মা দিতে পারিবেন।

(জ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩০ ধারা প্রকারান্তরের কথা থাকিলে, কোন ভূমালিকারী বা কী খাজানার যে ডিক্রী পান, সেই ডিক্রী যোগ্যে প্রাপ্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহার প্রতি ভূমালিকারীর স্বমিত্ত স্বার্থ বর্ত্তি না থাকিলে তিনি এই ডিক্রী আরী করিবার পরামর্শ করিবেন না।

১৬৪ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে যে টাকা বোনা আছে, তাহা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর স্বীকার করা যায়, তাহা দেয় যে বাদীর নিকট আছে, আদালতে দিবার কথা। তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট এই খাজানা দিতে হইবে, তবে আদালত যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে এরূপ মেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ এই উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এরূপে টাকা দেওয়া গেলে, আদালত এই টাকা দিবার নোটিশ অবিলম্বে এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর আরী করাইবেন।

(৩) এই তৃতীয় ব্যক্তি নোটিশ প্রাপ্ত হইবার তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিজ্ঞে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া এই টাকা প্রদান বিবেচ্য করণার্থ আত্মা না পাঠিলে, বাদীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

(৪) বাদীকে (৩) প্রকরণমতে যে টাকা দেওয়া যায়, তাহার স্থানে তাহা পাঠিবার স্বত্ব কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে এই স্বত্বের বিষয় হইবে না।

১৬৫ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে, খাজানা ভূমালিকারীর পাওনা বাদীর বাবদ তাহার স্থানে বাদীর বলিয়া স্বীকৃত টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর আদালতে দিবার কথা। দেয় যে পাওনা টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার পাওনা হইয়াছে, তবে আদালত, যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে এরূপ মেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ এই উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৬৬ ধারা। পূর্ব হই ধারার কোন ধারামতে কোন কিস্তিকমে টাকা প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিবার বিধানের কথা। দিতে পারি হইলে, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে এই টাকা কিস্তিকমে দিবার আত্মা করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত যে কিস্তির টাকা দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উত্তর গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

১৬৭ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন আদালতের রসীদ প্রতিনিধী আদালতে টাকা দিলে, আদালত প্রতিনিধীকে রসীদ দিবেন; এবং বাদী বা দলবিশেষের তৃতীয় ব্যক্তি রসীদ দিলে, তাহাতে যে একাধারে ও যে পরিমাণে উক্ত বাকী খাজানার নিমিত্ত নিষ্কৃতি হইত, ঐরূপে যে রসীদ দেওয়া যায়, তাহাতেও সেই একাধারে ও সেই পরিমাণে নিষ্কৃতি হইবে।

১৬৮ ধারা। কোন স্থানে ডিক্রীতে বা আজ্ঞার বিকল্প দাওয়ারিষিষ্ট পক্ষদের মধ্যে ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত কিম্বা ভূমিগত কোন অর্থ সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের কিম্বা কোন প্রকার খাজানার দাবী পরিবর্তন করিবার স্বত্ব সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হইলে;

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডিশ্যনাল জজ কিম্বা সর্ভর্ভেনেট জজ ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশত টাকার অধিক না হয়, কিম্বা

(খ) যে স্থলে এই ধারামতে চূড়ান্ত বিচারাপত্যক্রমে কাৰ্য্য করিতে স্থানীয় গবর্নমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচার সম্পর্কীয় কাৰ্য্য-কারক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়,

সেই স্থলে খাজানা পাইবার নিমিত্ত ভূমি-কারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, ঐ মোকদ্দমার প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা হয়, তাহার উপর আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে উক্ত বিচারসম্পর্কীয় কাৰ্য্য-কারকের আইনমতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কাৰ্য্য করিয়াছেন, কিম্বা তাহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কাৰ্য্য করিতে ত্রুটি করিয়া-ছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতানুসারে কাৰ্য্য করিতে গিয়া বে-আইনীমতে বা গুরুতর অনিয়মসহকারে কাৰ্য্য করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা সম্বন্ধে এই ধারা পাঠে, কোন মোকদ্দমায় পূর্বোক্তরূপ কোন বিচার-সম্পর্কীয় কাৰ্য্যকারক তত্রপ ডিক্রী বা আজ্ঞা দিলে, জিলার জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার নথী ফলব করিতে পারিবেন; এবং হেতুপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

১৬৯ ধারা। কৃষি বৎসরের প্রথম আটমাস মধ্যে যে খাজানার দাবী ডিক্রী কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেই মোকদ্দমার এই আইন-মতে খাজানার দাবী করিবার ডিক্রী হইলে, সামান্যতঃ পর-বর্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা কলব হইবে এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারি মাসে যে কোন মোক-দ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সামান্যতঃ আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি কলব হইবে। কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী কলব হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পরেও সেই তারিখ নির্দিষ্ট করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধা হইবে না।

১৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা এক্ষণে ভূমি ব্যবহার করিতে, তাহাতে তাহা প্রজা-সম্পত্তি দত্ত হইবার স্বত্বসংক্রান্ত কাগজের অন্তর্গত-প্রতিকারের কথা।

মোদী হয়, কিম্বা ঐরূপ কোন নিয়ম প্রকট করিয়াছে, তাহাভঙ্গ হইলে, ভূমি-কারীর সচি-তাৎকার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু যদিও কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে হানি বা নিমিত্ত ভঙ্গ ঘটে, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি ভূমি-কারী ঐ প্রতি-কার করিবার নিমিত্ত প্রজাকে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত হানি বা নিমিত্ত তৎকাল বৃত্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজা বৃত্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা প্রস্থ করা যাইবে, নতুবা নহে।

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমার ভূমি-কারীর অনু-কূলে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে হানি বা নিমিত্ত ভঙ্গ অন্য বৃত্তিসিদ্ধমতে বাদীকে যে হানিপূরণ দেয় হয়, তাহার টাকায় পরিমিত এবং আদালতের বিবেচনার উক্ত হানি বা নিমিত্ত ভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য কি না এই কথা প্রকাশ থাকিবে, এবং প্রতিবাদী যে সময়ের মধ্যে ঐ টাকা বাদীকে দিতে পারিবেন, ও উক্ত হানি বা নিমিত্ত ভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, যে সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন, উক্ত ডিক্রীতে সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে আদালত যে সময় নির্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়েই রূদ্ধ করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সম-য়ের বা (দলবিশেষে) বর্জিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতি-বাদী ডিক্রীর লিখিত হানিপূরণের টাকা দেন, এবং হানি বা নিমিত্ত ভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের ক্ষেত্রমতে সেই হানি বা নিমিত্ত ভঙ্গের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী আরী করা যাইবে না।

১৭১ ধারা। যে প্রত্যেক রায়তকে উচ্ছেদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে যে রায়তদিগকে নিম্নলিখিত বিধি থাকিবে।—

(ক) উক্ত রায়ত ঐ যোতের অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপ-নার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে শস্য বপন বা রোপণ করিয়া থাকিলে, তিনি ভূমি-কারীর ইচ্ছামতে, হয় উক্ত শস্য রক্ষা ও সংগ্রহ করণার্থে ঐ ভূমি দখলে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন, নয় উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদেশমতে ঐ শস্যের মূল্য ভূমি-কারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রায়ত আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে আপন যোতের অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থে প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বপন বা রোপণ না করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদেশমতে উক্ত ভূমি প্রস্তুত করিতে



তাঁহার যে পরিজন ও মূলধন লাগিয়াছে, তাঁহার মূল্য ও ঐ মূল্যের যুক্তিসিদ্ধ মূল্য তিনি উক্ত ভূম্যধিকারীর হানে পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূম্যধিকারী কোন রায়ের উচ্ছেদ নিষিদ্ধ আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রায়ত স্থানীয় রীতির বিরুদ্ধ উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই ধারায়তে উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে কিম্বা উচ্চনা টাকা পাইতে স্বত্বান ইহা-বেদ না।

(ঘ) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারায়তে কোন রা-ব-তকে কোন ভূমি দখলে রাখিতে দিলে, যত কাল তিনি দখলে রাখিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি বাবতার ও দখলকরণার্থ উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালত বেক্সপ খাজানা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রায়ত ঐ ভূম্যধিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবেন।

১৭২ ধারা। (১) উচ্ছেদ পরিবার ম্যুদর মোক-

দমার ও আনুষ্ঠানিক কার্যে উচ্ছেদ পরিবার আনু- এই আইনমত প্রজা ও ম্যু-  
ষ্ঠানিক কার্যে পরিবারের ঠিকারী বলিয়া প্রজার বিরুদ্ধে  
দায়ার নিষ্পত্তি হইবার ভূম্যধিকারীর কিম্বা ভূম্যধিকা-  
রীর বিরুদ্ধে প্রজার যে সকল

দায়ার থাকে, আদালত তাঁহার অনুসন্ধান লইয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা বলিয়া প্রজাকে ভূম্যধিকারীর যে টাকা দিতে হয়, সেই টাকা ভূম্যধিকারী বলিয়া ভূম্যধিকারীকে প্রজার যে টাকা দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উচ্ছেদের ডিক্রী বা আজ্ঞা হইলে, ও ঐ অতিরিক্ত টাকা দিবার সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে, যে সময়ের মধ্যে উহা আদালতে দিতে হইবে, উক্ত ডিক্রীতে বা আজ্ঞার সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিবেন; এবং

উক্ত টাকা ঐরূপে দেওয়া না গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে অস্বীকার করিবেন।

১৭৩ ধারা। বাদী কোন অনধিকারপ্রবেশকারীকে

উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত বোধ করেন তবে বিরুদ্ধে এই-  
রূপ প্রতিকারের দায়ার করতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর

দখলে যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিষিদ্ধ সে আদালতের নিগেয় উপস্থিত ও ন্যায়, খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়। তাহা হইলে আদালত ঐরূপ প্রতি-  
কার দিতে পারিবেন।

১৭৪ ধারা। (১) প্রজার ভোগকৃত ভূমির দখল

ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে  
আদালতের থাকে, সেই আদা-  
লত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার

প্রার্থনামতে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাঁহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা;

(খ) তিনি যে জেনীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি তালুক-দার কি অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারী রায়ত কি দখলীস্বত্ববিধি রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত কি কোফী রায়ত, এবং তালুকদার হইলে, তাঁহার খাজানা হক্কি করা যাইতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাঁহার যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনার ইহার মধ্যে কোন বিষয় স্থানীয় তদন্ত বিনা সন্তোষজনকরূপে নিরূপণ করা যাইতে না পারে, তবে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে রাজস্ব কমিশনারীকে আদেশ করেন, তিনি দেওয়ানী নোংরা-বার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত লন।

(৩) এই ধারায়তে কোন প্রার্থনার উপর যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা ডিক্রীর ভূম্য কলবৎ হইবে ও তাহার উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারবে।

### ১৫শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিষিদ্ধ ডিক্রীমতে বিরুদ্ধের বিধি।

১৭৫ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য বোত তাঁহার বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে দার অসিদ্ধ করণ বিরুদ্ধ করা গেলে “সংরক্ষিত সম্বন্ধে জেতার দায়ার স্বার্থ” বলিয়া এই অধ্যায়ে

কমতার কথা।  
যেই স্বার্থ নির্দেশ করা গেল সেইই স্বার্থ মানিয়া এবং “দার” বলিয়া এই অধ্যায়ে যে স্বার্থ নির্দেশ করা গেল, তাহা অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, জেতা ঐ বোত গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু (ক) তদন্থে পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেল সেই স্থল না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমতে রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দার ঐরূপে অসিদ্ধ করা যাইবে না;

(খ) অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যা-  
য়ের আদেশমতে কার্য করিতে হইবে।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত  
সংরক্ষিত স্বার্থের কথা। স্বার্থগুলি এই অধ্যায়ের অর্থ-  
মতে সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়া গণ্য  
হইবে।—

(ক) যে কোন পেটাও তালুক চিরস্থায়ী বন্দো-  
বস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাও তালুক কোন চলিত কিং-  
কালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত বন্দোবস্তের মিয়াদ পর্যন্ত অবধারিত খাজানা দায়ী তালুক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কারখানা, কিম্বা অনারূপ স্থায়ী ইয়ারতাদি নির্মিত হইয়াছে, কিম্বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুকুরিণী, খাল, তজনালায়, শুলশান বা গোরহাল করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাট্টাই স্বত্ব;

(ঘ) দখলী স্বত্ব;

( ৬ ) যে সময়ে স্বদেশে গয়া যায়, সেই সময়ে যাত্রা মাথা ও যুক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; এবং

( ৮ ) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে যোত বিক্রয় হয় সেই ভূম্যধিকারী কিংবা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বসূরীকারী যাহা স্মৃতি করিতে প্রত্যেকে স্পষ্ট বাক্যে লিখিয়া অনুমতি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বত্ব তাহার স্বার্থ।

১৭৭ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্যপত্রকে,

“দায়” ও “রেজি-  
ষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত  
দায়” শব্দের অর্থ।

( ক ) কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে প্রজা আপন যোতের উপর নিম্ন আশ্রয় স্বার্থ সঙ্কোচ করিয়া যে কোন দায়ের, পেটা ও প্রজাস্বত্ব, স্বাক্ষর-ভোগস্বত্ব বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ স্মৃতি করিয়া থাকেন, ও যাহা পূর্ব ধারার অর্থমতে সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাহা বুঝাইবে।

( খ ) দেশবাসী খাজানার ডিক্রী জারীকমে যে যোত বিক্রয় হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই যোত সম্বন্ধে “রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” এই শব্দ ব্যবহৃত হইলে, রেজিষ্ট্রী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে যে কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্ট্রী করা গিয়াছে, এবং যাহার নকল বা কী খাজানা পাওনা হইবার পূর্বে অস্থান ভিন যাস থাকিতে পশ্চাৎস্থিত বিধানমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা গিয়াছে, সেই নিদর্শনপত্রক্রমে যে কোন দায় স্মৃতি করা হইয়া থাকে, সেই দায় বুঝাইবে।

১৭৮ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের বা কী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী চাইলে, এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩৫ ধারামতে ডিক্রী জারীকমে উক্ত যোত ক্রোক ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, উক্ত যোতের বার্ষিক খাজানার বর্ণনাপত্র ও উক্ত যোত চিরস্থায়ী তালুক হইলে, ওয় অধ্যায়মতে রক্ষিত রেজিষ্ট্রীরে যে অংশ এই তালুক সম্বন্ধীয় হয়, সেই অংশের নকল রাখিল করিবেন।

১৭৯ ধারা। ( ১ ) পূর্ব ধারামতে কোন প্রার্থনা-পত্রক্রমে কোন যোতের নীলাম হইবার আশ্রয় হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারামতে যে ঘোষণাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে উক্ত ধারার উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দেশ করিবার অতিরিক্ত এই কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

( ক ) তালুক হইলে, যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কুলায়, তবে উক্ত তালুক প্রথমে রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং উক্ত দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে; নতুনা ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক নীলাম করা যাইবে, এই দিনের নোটিস যথাবিধি দিতে হইবে; এবং

( খ ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হইলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোত বিক্রীত হইবে।

( ২ ) উক্ত আইনের ২৮৯ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে এই ঘোষণা করা যাইবে। তদ্বিধি স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদর্থে সময়ে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

১৮০ ধারা। ( ১ ) কোন তালুক নীলাম হইবার রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত তালুক বিক্রয়ের ও তাহার কলের কথা।

নিজ্ঞাপন পূর্ব ধারামতে দেওয়া গেলে, উহা রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং নীলামের খরচা যথেষ্ট ডিক্রী ও খরচার টাকা দিতে যাহাতে কুলায়, তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত তালুক এরূপ দায় সম্বলিত বিক্রয় করা যাইবে।

( ২ ) এই ধারামতে নীলামখরিদার উক্ত তালুকের উপর রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ভিন্ন যে কোন দায় থাকে, তাহা ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮১ ধারা। ( ১ ) পূর্ব ধারামতে যে কোন তালুক নীলামে চড়ান যায়, তদ্বিধি সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত যত টাকা পর্যাপ্ত ডাক হয়, তাহাতে পূর্বোক্ত ডিক্রীর ও খরচার টাকা দিতে যদি না কুলায়, এবং তজ্জন্য যদি ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক বিক্রয় করিতে চাচেন, তবে নীলামকারী কর্মচারী নীলাম গণিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে চূড়ন ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান হইবে, যে নীলাম গণিত করিবার তারিখ অবধি পনের দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, এই ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

সেই দিন সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

( ২ ) এই ধারামতে নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত তালুকের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮২ ধারা। যে যোতের অবধারিত খাজানা বা অবধারিত হারের যোতের প্রতি পূর্ব কএক বারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।

খাজানার হার থাকে, তাহা তালুক হইলে, তৎপ্রতি পূর্ব কএক ধারা বেরণ বর্ত্তিত সেইরূপ বর্ত্তিবে।

১৮৩ ধারা। ( ১ ) ১৭৯ ধারামতে কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উহা নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

( ২ ) এই ধারামতে নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮৫ ধারা। (১) কোন ধরিবার পূর্বে কএক ধারামতে কোন দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এই দায় অসিদ্ধ করিতে চাহিলে, এনালীক কথা।

তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত দিয়া এই প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর এই দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মর্মের নোটিশ দায়-ধারীর উপর জারী করিবেন।

(২) এতদর্থে রেবিনিউ বোর্ড যে কী ধাৰ্য্য করেন, উক্ত নোটিশ জারী করিবার নিমিত্ত সেই কী এরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন নোটিশ জারী করিবার দরখাস্ত এই ধারার নির্দিষ্টমতে কোন কালেক্টরের নিকট করা গেলে, তিনি তদনুসারে নোটিশ জারী করাইবেন, এবং যে তারিখে এই নোটিশ জারী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৬ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে রাজকীয়

গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই নথ-নিষ্পত্তিযুক্ত যোত পূর্বে কএক ধারামতে আদালত করিতে পারিবেন, যে তালুক বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আদালত দিবার ক্ষমতা রাখা।

কোন স্থানের অন্তর্গত দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের কিস্তি বিশেষ কোন শ্রেণীর দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের দেনা খাজনার ডিক্রীজারীকমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসমিতি নীলামে চড়াইবার পূর্বে রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়-সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং এরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া উক্তরূপ কোন আদালত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আদালত প্রবল থাকিলে, এই স্থানের অন্তর্গত সমুদয় দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত কিস্তি, দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত এই অধ্যায়ের পূর্বে কএক ধারামতে নীলামের কাৰ্য্যপক্ষে সর্বস্বত্বভাবে তালুকের দায় গণ্য হইবে।

১৮৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী মোকদ্দমার কাৰ্য্য প্রণালীবিশেষক আইনের ২৯৫ ধারার নির্দিষ্ট বিধির পরিবর্তে নিম্ন-লিখিত বিধি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) এই যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে খরচ হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা দেওয়া যাইবে।

(খ) তাঁহার পর যে ডিক্রী জারী করাতে নীলাম হয়, সেই ডিক্রীকমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উদ্ধৃত থাকিলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের তারিখ পর্যন্ত তিন বৎসরের চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার তারিখ অবধি হয় মাসের অনধিক কাল পর্যন্ত উক্ত যোত

সম্বন্ধে যে কোন খাজানা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকে, এই উদ্ধৃত টাকা হইতে তাঁহাকে সেই খাজানা দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও উদ্ধৃত থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণার্থে দুই মাস অতীত হইলে, ডিক্রীমত খাজকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীমত খাজক (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া ডিক্রীদারের কোন টাকা পাঠবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থাপন করিলে, আদালত এই বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, এবং এই নিষ্পত্তি ডিক্রীর ভূত্ব বলবৎ হইবে।

১৮৮ ধারা। (১) কোন যোতের দেনা বাকী

ধরতা সম্বন্ধে ডিক্রী খাজনার ডিক্রীজারীকমে এই টাকা আদালতে দেওয়া যোত ক্রোক করা গেলে, তৎপরেই কিস্তি ডিক্রীদার সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার শোধ হইয়াছে দীকার কিস্তি প্রণালী বিধিরক আইনের করিলেই, যোত ক্রোক ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্যন্ত ধারা হইতে মুক্ত হইবার কথা। খাতিবে না।

(২) এরূপ কোন ডিক্রীজারীকমে কোন যোত নীলাম হইবার আদালত করা গেলে, যদি নীলাম ধরিবার ডাক প্রাপ্ত হইবার পূর্বে ডিক্রীমত খরচা ও নীলাম করিবার খরচা সম্বন্ধে ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া না যায়, কিস্তি আদালতের বাহিরে ডিক্রীর টাকা শোধ করা হইয়াছে, এই হেতু দেখাইয়া যদি ডিক্রীদার উক্ত যোত মুক্ত করণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম করা গেলে, এই নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার প্রকরণে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৯ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে কোন যোত

নীলাম দিবারপর নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই যোত যদি কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে যাঁহা এরূপ নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ আনয়ক টাকা আদালতে দিলে,

(ক) এরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা শতকরা ১২২ টাকা সুদ সহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তৎক্ষণাতঃ উক্ত যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে;

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজানার দায় ছাড়া উক্ত যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ পাওনা সুদসম্বন্ধে শোধ করা না হয়, তাবৎ তিনি বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ উক্ত যোতের দখল লইতে ও উহা দখলে রাখিতে স্বত্বান্বিত হইবেন।

(২) এরূপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার পাঠবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন প্রকরণে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৯ ধারা। বাকীদার উক্ত প্রকার বিক্রেতা ডিক্রী-  
অধস্তন প্রজা আদালতে  
টাকা দিলে তাহা খাজানা  
হইতে কাটিয়া লইতে  
পারিবার কথা।

আরীকমে এই অধ্যায়মতে  
কোন যোত নীলাম হইবার  
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং  
নীলাম হইলে যে অধস্তন  
প্রজার স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে  
পারে, সেই অধস্তন প্রজা নীলাম নিরূপণ আদালতে  
টাকা দিলে, তাহার নিমিত্ত আইনে অন্য যে প্রতি-  
কারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাহার নিজ ভূমাদিকা-  
রীকে তাহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি  
এরূপে প্রাপ্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া  
লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূমাদিকারী বাকীদার না  
হইলে, তিনিও এরূপে তাহার নিজ ভূমাদিকারীকে দেয়  
খাজানা হইতে এরূপ কর্তৃত্ব টাকা কাটিয়া লইতে  
পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পূর্ণ হইয়া না পাইছে  
যাবৎ এইরূপ চলিবে।

১৯০ ধারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-  
নীলাম ডিক্রীদারের  
তা হতে পারিবার ও  
ডিক্রীদার খাজানার না  
পারিবার কথা।  
প্রদানী বিষয়ক আইনের ২৯৪  
ধারায় প্রকারান্তরের বিধান  
থাকিলেও, যে ডিক্রীদারীকমে  
এই অধ্যায়মতে কোন যোত  
নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার  
আদালতের অনুমতি বিনা এ যোত ডাকিতে বা ক্রয়  
করিতে পারিবেন।

(২) এরূপে যে যোত নীলাম হয়, ডিক্রীমত খাতক  
তাহা ডাকিবেন না বা ক্রয় করিবেন না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার  
কার্যপ্রদানী বিষয়ক  
আইনের ৩১৩ ও ৩২৬  
ধারায় কার্য না হইবার  
কথা।  
১৯১ ধারা। দেওয়ানী  
মোকদ্দমার কার্যপ্রদানী বিষ-  
য়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারা  
এই অধ্যায়মতে কোন নীলাম  
সম্বন্ধে খাটিবে না।

১৯২ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক  
১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ  
ভাগে প্রকারান্তরের বিধান  
থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন  
যোতের উপর যাহাতে দার  
স্বষ্টি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত  
হইবার সময়ের পূর্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং  
উক্ত রেজিস্ট্রী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিস্ট্রী  
করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত  
হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কার্য-  
কারকের নিকট রেজিস্ট্রী করণার্থ উপস্থিত করা যায়,  
তবে তাহা উক্ত আইনমতে রেজিস্ট্রী করিবার অন্তিম  
স্থীতি হইবে।

১৯৩ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রজার  
সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রক্রমে  
উক্ত যোতের উপর কোন দায়  
স্বষ্টি হয়, কোন কার্যকারক এই  
আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র  
রেজিস্ট্রী করিলে, উক্ত প্রজার প্রার্থনামতে কিম্বা যে  
ব্যক্তির অনুকূলে এ দায় স্বষ্টি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনা-  
মতে এবং স্থানীয় গবর্নমেন্ট এতদর্থে যে কী কার্য  
করেন, তাহা তাহার স্থানে পাইলে, ভারতবর্ষীয় রেজিস্ট্রী

করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম ভাগে সমন  
আরী করিবার যে প্রণালী নির্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীতে  
ভূমাদিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল আনী  
করাইয়া তাহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবেন।

### ১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।

পতনী ডালুক নীলামের কথা।

১৯৪ ধারা। নিজ ভূস্বামীর স্থানে প্রাপ্ত পতনী  
ডালুকের পাওনা খাজানা  
দিতে ক্রটি হইলে, ভূস্বামী  
আইনমতে অন্য যে প্রতিকার  
পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত  
এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত  
কএক ধারায় যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত ডালুকের  
সরাসরী নীলাম হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে  
পারিবেন।

১৯৫ ধারা। (১) বৈশাখ মাসের ১ম দিনে,  
বৎসরের প্রারম্ভে  
নীলামের দরখাস্ত করি-  
বার কথা।  
অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা  
বাকী হয়, তাহা বৎসর-  
ের প্রারম্ভে, ভূস্বামী কাল-  
ক্রমের নিকট দরখাস্ত দিতে  
পারিবেন। পূর্বে ধারায় যে ২ ডালুকের উল্লেখ ছিল,  
তাহার সমুদয় বা কোন ডালুক সম্বন্ধে অত্র বৎসরের  
কিসাবে ভূস্বামীর যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, এ  
দরখাস্তে তাহা লিখিত করিতে হইবে।

(২) তাহা হইলে এ দরখাস্ত কালেক্টরী কাছারীর  
কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও  
তৎসঙ্গে এই নোটিস থাকিবে যে, যে টাকার দাওয়া  
হয়, তাহা ঐকান্ত মাসের ১ তারিখের পূর্বে দেওয়া  
না গেলে, বাকীদারদের ডালুক এ টাকা শোধ  
করণার্থ উক্ত তারিখে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা  
যাইবে।

(৩) ভূস্বামী এরূপ আর এক খান নোটিস আপন  
সদর কাছারীতে লাগাইয়া দিবেন, এবং স্থলবিশেষে  
নোটিসের যে অংশ খাটে, সেই অংশের নকল বা উক্ত  
লিপি পাঠাইয়া যে কাছারীতে এ ডালুকের প্রধান কাছা  
চলে, সেই কাছারীতে কিম্বা বাকীদারের ডালুকের  
অনীতে যে প্রধান নগর বা গ্রাম থাকে, তথায় উক্তরূপে  
প্রচার করা হইবে।

(৪) এই ধারামতে যে ২ নিয়ম নির্দিষ্ট হইল,  
তাহার পালন নিমিত্ত কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবেন।

১৯৬ ধারা। (১) যকঃসলে যে নোটিস পাঠাইবার  
আজ্ঞা হইল, তাহা এজন্য  
নোটিস আরী করিবার  
পেরাণা যাইয়া আরী করিবে।  
এ পেরাণা তদ্বিধিত উক্ত  
বাকীদারের কিম্বা তাহার কার্যধারকের রসিদ লইয়া  
আসিবে; অথবা তাহা পাইতে না পারিলে, এ নোটিস  
এ স্থানে অনিষ্ট প্রচার করা হইয়ছে, ইহার সাক্ষা-  
ত্বরূপ তদ্বিকটবর্তী স্থানবাসী তিনজন বাতকর  
লোকের স্বাক্ষর লইয়া আসিবে।

(২) উক্ত গ্রামের লোকে স্বাক্ষররূপে আপ-  
নাদের নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার  
করিলে, উক্ত পেরাদী নিকটস্থ মুন্সেফের আকিসে  
কিছা মুন্সেফ নী থাকিলে, নিকটস্থ পোলীস থানায়  
যাইবে, এবং ঐ নোটিস যে যথাবিধি প্রচারিত  
হইয়াছে, এবিষয়ে তথায় ইচ্ছাপূর্বক শপথ করিবে।  
এই মর্মে এক সর্টফিকেটে উক্ত কাৰ্য্যকারকেরা স্বাক্ষর  
ও মোহর করিয়া ঐ পেরাদীকে দিবে।

(৩) উক্ত রসীদের বা সাক্ষার মর্মে বুনিয়াদি যদি  
দেখা যায় যে, বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে কোন  
সময়ে নোটিস প্রচার করা হইয়াছে, তবে নির্দিষ্ট  
তারিখে নীলাম চালাইবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট হইবে।

১৯৭ ধারা। বৎসরের মাঝখানে কার্তিক মাসের  
১ তারিখে ভূস্বামী আশ্বিন

বৎসরের মাঝখানে নী- মাসের শেষ পর্যন্ত চলিত সনের  
মাসের দরখাস্তের কথা। খাজনার হিসাবে যে বাকী  
টাকা পাওনা থাকে, তাহার

বর্ণনাপত্র সহিত ঐরূপ দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং  
বাকীদারদের তালুক বিক্রয় হইবার কথা উক্তরূপে  
প্রচার করা হইতে পারিবেন। যত টাকা বাকী থাকিবার  
ইস্তাহার দেওয়া যায়, যদি অগ্রচারণ মাসের ১ তারি-  
খের পূর্বে তৎসম্বন্ধ দেওয়া না যায়, অথবা কার্তিক  
মাসের তলবসময়ে ঐ টাকার মধ্যে এত দেওয়া না হয়,  
যাহাতে উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্তিক মাসের শেষ  
দিন পর্যন্ত কিস্তিবন্দী অনুসারে ভূস্বামীর মোট তলবের  
চারি আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম  
হইবে।

১৯৮ ধারা। (১) কোন তালুকদারের নিকট বাকী

খাজানা পাওনা আছে বলিয়া  
তালুকদার ও লবসম্বন্ধে  
আপত্তি করিলে কাছা-  
এলাদীর কথা।

কথিত হইলে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব  
কএক ধারামতে নোটিস দেওয়া  
গেলে, উক্ত তালুক নীলামের  
নিমিত্ত ঐ নোটিসে যে তারিখ ধার্য্য থাকে, সেই তারি-  
খের পূর্বে কোন সময়ে তালুকদার তলবের সমস্ত বা  
কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া কালেক্টরের নিকট  
দরখাস্ত দিতে পারিবেন।

(২) কালেক্টর (১) প্রকরণমতে দরখাস্ত পাইলে,  
ভূস্বামীর নিকট সমন দিবে, তাহাতে সমনের  
নির্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম  
কেন হুগিত রাখা যাইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন  
তলবের টাকা কমান যাইবে না, ইহার কারণ দেখাইতে  
ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে; এবং কালেক্টর সাধা  
হইলে উভয় পক্ষের কথা কিছা ভয়ঙ্কর যাহারা উপস্থিত  
থাকেন, তাঁহাদের কথা শুনিবেন, ও তাঁহাদের মধ্যে যে  
বিষয়ের বিবাদ থাকে, নীলামের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে  
তাঁহার সমাধান করিবেন।

(৩) নীলামের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে যদি  
কালেক্টর ঐরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর দাওয়া  
হয়, তাহার কোন অংশই পাওনা নাই, তবে তিনি  
ভূস্বামীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন।

(৪) যদি উক্ত সময়ের পূর্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন  
যে, যত বাকীর দাওয়া হয়, তাহার অংশ বিশেষ পাওনা  
নাই, তবে তিনি তদনুসারে তলব কমাইয়া দিবে; এবং

তাঁহার নিষ্পত্তি এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠান পক্ষে  
চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সকল স্থলের বিধান (৩) ও (৪) প্রকরণে  
নাই, সেই সকল স্থলে তালুকদারের দরখাস্ত নামঞ্জুর  
করা যাইবে; কিন্তু নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ যৌক্তিকতা  
উপস্থিত করিতে তাঁহার যে স্বত্ব থাকে, ঐরূপ নামঞ্জুর  
করাতে সেই স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৯৯ ধারা। পূর্ব ধারার বিধানের স্থল না হইলে, যে

বাকী টাকা আদায়ত তালুক সম্বন্ধে পূর্ব কএক ধারা-  
করা না গেলে তালুক মতে নোটিস দেওয়া গিয়াছে,  
নীলাম হইবার কথা। সেই তালুক নোটিসের নির্দিষ্ট  
তারিখে নীলাম করা যাইবে;

কিন্তু পূর্ব দিনের সূর্যাস্ত হইবার পূর্বে তলবের টাকা  
অথবা পূর্ব ধারামতে ঐ টাকা কমান গেলে, সেই  
কমান টাকা ভূস্বামিকারীকে দিবার নিমিত্ত বাকীদার  
বা অন্য কোন ব্যক্তি কালেক্টরী কাছারীতে আদায়ত  
করিলে, নীলাম হইবে না।

২০০ ধারা। (১) পূর্বে কাছারীতে যে নোটিস  
নীলাম হইলে, যে লগাইয়া দেওয়া যায়, নীলামের  
নিয়ম মানিতে হইবে, সময়ে তাহা নামাওয়া কেলিতে  
হইবে, এবং লাটগুলি নোটিসে  
যে ক্রমে লেখা থাকে, সেই  
ক্রমানুসারে পরে ডাকা যাইবে।

(২) যে প্রত্যেক লাট সম্বন্ধে ইস্তাহার দেওয়া যায়  
তাঁহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্যন্ত যে  
টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিশেষ বর্ণনাপত্রের  
সহিত ও মফঃসলে যে নোটিস প্রচার করিবার আদেশ  
দেওয়া যায়, তাহার রসীদ বা সর্টফিকেট সহিত  
ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায়, যাবৎ তাহা  
দোখায়া লওয়া না হয় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের  
বাকী থাকা নিয়ম করা না হয় এবং যাবৎ নোটিস  
দিবার রসীদ পাঠ করা না হয়, তাবৎ কোন লাট  
নীলামে চড়ান যাইবে না। যে প্রত্যেক লাটের নীলাম  
হয়, তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র রুবকারী করিয়া সেই রুবকারীতে  
এই সকল নিয়ম পালিত হইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্তিক মাসের প্রথম দিনে যে দরখাস্ত দেওয়া  
যায়, সেই দরখাস্তমতে নীলাম হইলে, নীলামের তারিখ  
পর্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা  
দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিস্তিবন্দীও  
দাখিল করিতে হইবে; এবং ইহা নির্ণয় করা না গেলে,  
নীলাম হইবে না।

(৫) ঐরূপে যে সকল কাগপত্র দেখাইতে হইবে,  
তাঁহার শুদ্ধতা ও অনন্যতা সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী  
থাকিবেন; এবং যে কাৰ্য্যকারক নীলাম করেন, তিনি  
নীলাম নামা ও প্রকাশ্যরূপে হওয়া ছাড়া এবং তাঁহার  
উপদেশার্থে এই অধ্যায়ে যে বিধি নির্দেশ করা গেল  
তাঁহা পালিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দায়ী  
থাকিবেন না।

২০১ ধারা। (১) এই  
নীলামের কার্য্য বে-  
রূপে চালাইতে হইবে  
তাঁহার কথা। অধ্যায়মতে তালুকের সমস্ত  
নীলাম সরকারী কাছারীতে  
হইবে।

(২) যে ব্যক্তির সর্বস্বার্থে উক্ত ডাক হয়, তিনি তাঁহার নিকট বিক্রয় করা যাইবে, এবং বাণীদার হাড়া এতোক ব্যক্তি অবশ্যে ডাকিতে পারিবেন।

(৩) লাইটের ডাক মঞ্জুর হইবার পরে ক্রেতার টাকার শতকরা ১৫ টাকা দিতে হইবে।

(৪) যে কার্যাকারক নীলামের কার্য চালান, তাঁহার ক্ষেত্রমতে যাবৎ প্রত্যয় না আসে যে, যত টাকা আদান করিতে হইবে তাহা তদন্থে হাতে আঁচে কিম্বা দুই ঘণ্টার মধ্যে দাখিল করা যাইবে, তাবৎ তিনি কোন ডাক গ্রাহ্য করিতে কিম্বা যিনি ডাকেন এরূপ কোন ব্যক্তির নামে কোন লাইট ফেলিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৫) নীলাম হইবার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে শতকরা পনের টাকা মগদ দেওয়া না গেলে কিম্বা ততুলা মূল্যের গবর্ণমেন্টে সিকুরিটী দাখিল করা না গেলে, উক্ত লাইট ঐ দিনেই পুনরীকর নীলাম করা যাইবে।

(৬) ক্রেতার টাকার অবশিষ্টাংশ অষ্টম দিবসের দুই প্রহরের মধ্যে দেওয়া না গেলে, জিলার সদর বোর্ড-মের বাজারে চৌদ্দরা নিয়া নীলাম ঘোষণা করিয়া পর দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রথম নীলাম অবশিষ্ট নবম দিবসে পুনরীকর নীলাম হইবার নোটিস দেওয়া যাইবে।

(৭) তাহা হইলে উক্ত লাইট প্রথম খরিদারের হুকিতে নিষ্কিষ্ট সময়ে পুনরীকর নীলাম করা যাইবে। প্রথম খরিদার না হইয়া পনের টাকা হিসাবে অগ্রিম যে টাকা দিয়াছিলেন তাহা দণ্ড হইবে এবং দ্বিতীয় বার নীলাম করিয়া যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ব নীলামের টাকা অপেক্ষা যত টাকা কম হয় তত টাকার জমাদে দায়ী থাকিবেন। দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী প্রদত্ত করিবার যে প্রণালী আছে, সেই প্রণালী-মতে ঐ কম টাকার আদায় করা যাইবে।

(৮) আদানত করা যে টাকা দণ্ড হয়, তাহা হইলে নীলামের খরচ দেওয়া যাইবে; এবং তাহা উদ্ভূত থাকে তাহা গবর্ণমেন্ট অর্থাৎ দেওয়া যাইবে।

২০২ খ্রিঃ। (১) এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের খরিদারের অধিকার কথা।  
খরিদার ক্রেতার সমস্ত টাকা দিলে, কালেক্টর তাঁহাকে ঐ টাকা দিবার সার্টিফিকেট দিবেন।

(২) তাহা হইলে ডালুকের কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূরীক্ষাকারীদের মধ্যে কেহ কিম্বা তাঁহার বা তাঁহাদের অধীন কোন দাওয়াদার ঐ ডালুকের উপর য সমল দার, দায়ী, পেটোও প্রজাস্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব এবং অন্যান্য স্বত্ব বা স্বার্থ ক্ষতি করিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ করণার্থ ১৮৩ খ্রিঃর যে প্রণালী নিষ্কিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালীতে অসিদ্ধ করিবার সমস্তা সক্তি খরিদার উক্ত ডালুক প্রাপ্ত হইবেন। নিম্ন-লিখিত কএকটি সত্বসম্বন্ধে এই বিধি খাটিবে না,—

(ক) মজলী স্বত্ব;

(খ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে তাহা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত থাকিবে, সেই প্রণালী দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব মজলী স্বত্বনিশিট কোন রায়-তবে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; কিম্বা

(গ) যে লিখিত নিদর্শনপত্রের ডালুকের ক্ষতি হয়, তাহাতে স্পষ্ট বাক্যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, সেই ক্ষমতাক্রমে ক্ষতি কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

২০৩ খ্রিঃ। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের খরিদার খরিদারকে মজলী দিবাব তৎসম্বন্ধে পূর্ব খারামত সার্টিফিকেট পাঠিলে, এবং এর অধ্যায়মতে তাঁহার প্রতি ডালুক

হাজার হাজার কথা রেজিস্ট্রী করা গেলে, তাঁহাকে ডালুক মজল দিবাব নিমিত্ত তিনি কালেক্টরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কালেক্টর তাঁহাকে ডালুকের মজল দেওয়াইবেন; এবং ডিক্রী-জারীক্রমে নীলাম হইলে যে দেওয়ানী আদালত খরিদারকে মজল দেন, সেই আদালতের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, কালেক্টর সেই সেই ক্ষমতামুসারে কার্য করিবেন।

২০৪ খ্রিঃ। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুক নীলাম হইবার ইচ্ছা করিয়া দেওয়া গেলে নীলাম বন্ধ করিতে যদি কোন ব্যক্তির ঐ ডালুকে সে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে এবং বাস্তব আদানত সেই ব্যক্তির আদানত করা টাকা আদায় করি- হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে বার কথা। এবং তিনি নীলাম নিবারণার্থ

১৯৯ খারামতে আদালত টাকা কালেক্টরী কাছারীতে আদানত করেন, তবে ১৮৮ খারামত বিধান করিবে; এবং যদি ঐ ব্যক্তি ডালুকদারের মজল প্রজা হন, তবে ১৫ অধ্যায়মতে যে ঘোষণা নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে, উক্ত ডালুক সেই ঘোষণা হইলে এবং নীলাম নিবারণার্থে উক্ত টাকা আদালতে দেওয়া গেলে, ১৮৯ খারামত বিধান যেক্রমে দ্রষ্টব্য, সেইক্রমে বহিবে।

২০৫ খ্রিঃ। (১) এই অধ্যায়ের বিধানের আশ্রয়ে কোন ডালুক নীলাম করা গেলে নীলাম অসিদ্ধ করি- কিম্বা উক্ত নীলাম এই সকল বার মোকদ্দমার কথা। বিধানক্রমে সিদ্ধ না হইলে,

তাহাতে যে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তিনি নীলাম অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ও তাহাতে তাঁহার যে হানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাঠিবার নিমিত্ত, যে ভূস্বামীর স্বার্থ-মতে নীলাম হয় তাহার বিজ্ঞে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ডালুকের খরিদারকে মোকদ্দমার এক পক্ষ করিতে হইবে; এবং নীলাম অসিদ্ধ হইলে তাঁহার যে কোন হানি হয়, তন্মধ্যে তিনি উক্ত মোকদ্দমায় ভূস্বামীর স্থানে ক্ষতিপূরণ পাঠিবার অধিকারী হইবেন।

২০৬ খ্রিঃ। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুক বিক্রয় করা গেলে, ঐ ডালুকে যে কোন ব্যক্তির এক স্বার্থ থাকে তাহা খরিদার ২০২ খারামতে অসিদ্ধ করিতে পারেন, তিনি নীলাম দার তাহার যে হানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাঠিবার নিমিত্ত নীলামের তারিখ অবশিষ্ট দুই মাসের মধ্যে বাকী-দারের নিকটে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কিন্তু বাকীদারের অধস্তন কোন প্রকার স্থানে নীলামের সময়ে কোন বাকী খাজানা পাওয়া থাকিলে, এই প্রকার এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়বদ্ধ নীলামের নীলামের উৎপন্ন টাকা উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্নলিখিত বাহা ২ করিতে লিখিতমতে কাঁচা করিতে হইবে, তাহার কথা। হইবে, যথা,—

(ক) এই অধ্যায়ের বিধান কলমে করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত সেরস্তা রাখা আবশ্যক হয়, তাহার খরচ কুলাইবার নিমিত্ত লওকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্ণমেন্টের হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইয়াছে তাহা (সুদসম্বন্ধ ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল খরচ পড়িয়াছে তাহা সম্বন্ধ) ইহার পর ভূম্যধিকারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকরণের নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে পর উত্তর পাশিলে, যে কার্যাকরক নীলাম কাঁচা চালান, তিনি তাহা অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় পাঠাইবেন। ২০৬ ধারামতে যাহারা ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পান, তাহাদের দাওয়া শোধ করিবার নিমিত্ত এই উত্তর টাকা নীলামের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত খাজানাখানায় আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালের মধ্যে এই ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যাবৎ এই সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ উক্ত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উত্তর টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়, তাহা হইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারামতে বাকীদারের বিক্ষেপে ডিক্রী হওয়া থাকিলে, এই ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উত্তর টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে দিতে না কুলাইলে, তাহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারদের মধ্যে এই টাকা হার-হারীমতে বন্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) উক্ত উত্তর টাকার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা বাকীদারকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (গ) প্রকরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোন ব্যক্তির তাহাতে স্বার্থ থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিপ্তি যাহার সুদ চলে, এরূপ গবর্ণমেন্টে সিকুরিটী রাখিয়া উক্ত টাকা সমস্ত কিছা জমা হবার কোন অংশ ফিরাইয়া লইতে পারিবেন। শেষ যে গবর্ণমেন্টে গেজেট পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিপোজিটের বা প্রিন্সিপলের হার দেখা যায়, সেই হারে উক্ত সিকুরিটী লওয়া যাইবে।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দিষ্ট কোন দিন রবিবার বা বঙ্গের দিন হইলে, ববিবার ও বঙ্গের দিন এইরূপে ববিবারের কথা। এই দিনে এই অধ্যায়মতে কাঁচা কিছু করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকে, তাহা তাহার পরদিন রবিবার বা বঙ্গের দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অন্যান্য তালুক নীলামের কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব কএক ধারামতে যে সকল তালুক নীলাম করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে কোন তালুক সরকারী রেজিস্টারে রেজিস্ট্রী করিবার বিধান থাকিবার কথা। আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধিক্রমে সময়ে ২

বেরূপ পরিবর্তন নির্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে এই সকল ধারা উক্তরূপে রেজিস্ট্রী করা তালুক সম্বন্ধে থাকিবে।

## ১৭ শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

২১০ ধারা। প্রকারান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্নলিখিত বিধিতে বৈধ লিখিত বিষয় সম্বন্ধে এই আইন-বিধান কলমে হইবে, নের বিধান কলমে হইবে, তাহার কথা। যথা,—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলীস্বত্বের সম্বন্ধ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে কলনী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রকার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দিষ্ট ছেতু বিনা দখলীস্বত্বপূর্ণা রায়তকে ও কোর্পা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) যোড়ের ভূমি করিয়া যাওয়াতে প্রকার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উচ্চনা ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীক্রমে লা হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রকারে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

২১১ ধারা। যে স্থানের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে ভূম্যধিকারী ও প্রকার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়ম অনুসারে কারেনী মকররী পাতি দিতে ভূম্যধিকারীর বাধ্য হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ আন করিতে হইবে না।

২১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী কর-  
কৃষিকার্যোপযোগীকর-  
নের চুক্তির কথা। নার্ম কোন চুক্তির ব্যাঘাত  
হইবে না।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা  
থাকিলেও, যে প্রকারের জমী  
চর ও দেয়াড়া জমীর চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত,  
কথা। অর্থাৎ সামান্যতঃ বন্যা দ্বারা  
যে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ  
সাধন হইতে পারে, যেসব সেই ভূমি ভোগ করে,  
সেই রায় ও তাহার ক্রমাগত বার বৎসর ভোগ না করিলে  
ঐ ভূমিতে দখলী স্বত্ব লাভ করিবে না, এবং সাবৎ ঐ  
দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহার ও ভূম্যধিকারীর  
মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয়, তাহার যোতের নিমিত্ত  
সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(২) কিন্তু ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে  
আদালত নির্দেশ করিতে পারিবে যে কোন জমী এই  
ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য  
হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত  
জমী সম্বন্ধে থাকিবে।

২১৪ ধারা। “উঠবন্দী” প্রণালী ও “চাল কাসিলী”  
প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালী-  
উঠবন্দী ও চালকাসিলী মতে কোন ভূমি ভোগ করা  
প্রণালীর কথা। গেলে, দেশাচারানুগত বা  
প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে  
ঐ ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে  
সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথায় কোন হাট-  
চাকরাণ ভাস্কর সম্বন্ধে  
না থাকিবার কথা। ওয়ালী বা অন্য চাকরাণ ভাস্কর  
কে কোন অনুমতির ব্যাঘাত  
হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন  
বিধিত হইবার পূর্বে যে চাকরাণ ভাস্কর হস্তান্তর  
করিতে বা উইলক্রমে দান করিতে পাঠা যাইতেন, তাহা  
হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব এখনও  
হইবে না।

২১৬ ধারা। কোন রায় ও রায়তন্ত্ররূপ আপন যোতের  
অংশ না হইয়া বাস্তুভূমি  
এত ভূমির কথা। ভোগ করিলে, ঐ বাস্তুভূমির  
অজায়বদের অনুবাদ দেশাচার  
ধারা নিয়মিত হইবে।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত  
দেশাচার সংস্কারের  
কথা। স্বত্ব এই আইনের বিধানের  
সহিত অঙ্গভূত না হইলে অপব্য  
এই আইনের বিধানক্রমে  
স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিণতি ও বা  
বিস্তৃত না হইলে, এই আইনের কোন কথায় তাহার কোন  
ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

কোর্কী রায়ত কোনও অবস্থায় দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় এই দেশা-  
চার এই আইনের বিধানের সহিত অঙ্গভূত নহে, এবং এই আই-  
নের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরি-  
বিস্তৃত বা বিস্তৃত করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোন  
স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম  
হইবে না।

## ১৮শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা ভাষাদি বিষয়ক বিধি।

২১৮ ধারা। (১) এই আইনের ৪র্থ তফসীলের  
৪ তফসীলমত মোক-  
দ্দমা, আপীল এবং  
প্রার্থনা বা দরখাস্তের  
এই তফসীলের নির্দিষ্ট সময়ের  
মধ্যে উপস্থিত করিতে ও করিতে  
হইবে; এবং ঐরূপ মিয়াদ  
কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদ্দমা বা আপীল  
উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা  
যায়, তাহা মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না তোলা  
গেলেও অগ্রাহ্য হইবে।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত  
পূর্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দর-  
খাস্ত উপস্থিত করিলে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত  
বার্ত্ত হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোক-  
দ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার  
স্বত্ব পুনর্জীভিত হইবে না।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষীয়  
ভারতবর্ষীয় মিয়াদ  
বিষয়ক আইনের কিয়-  
দংশ ই মোকদ্দমা প্রকৃ-  
তিতে না থাকিবার কথা। মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের  
আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা;  
২১৮ ধারার লিখিত মোকদ্দমা  
বা প্রার্থনা সম্বন্ধে থাকিবে না।

## ১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য  
কনসে বে-আইনীমতে যে কোন আইনমতে লেবৎ  
হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের  
কথা। পাবে, সেই আইন অনুসারে  
না হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

(ক) কোন প্রজার যোতের কসল ক্রোক করে  
কিম্বা ক্রোক করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিষিদ্ধরূপে যে ক্রোক করা  
যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিষিদ্ধ-  
রূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বল-  
পূরক বা গোপনে স্থানান্তর করে, কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন  
যোতের কসল কাটিতে, সংগ্রহ করিতে, সঞ্চিত্ত করিতে,  
স্থানান্তর করিতে, কিম্বা প্রকারান্তরে তাহা লইয়া কার্য  
করিতে বাধা দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে,



তবে তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণের লিখিত কোন কাণ্ড করিতে সহায়তা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ কর্তব্যের সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারীদের কর্মকারক ও প্রতিনিধিদের কথা।

২২১ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্তৃপক্ষের নিকটে এই আইনমতে

ভূম্যধিকারীর কর্মকারক কোন ভূম্যধিকারীর উপস্থিত দ্বারা কাণ্ড করিবার কথা। হইবার, প্রার্থনা করিবার বা কোন কাণ্ড করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ একা রাষ্ট্রের আজ্ঞা না করিলে, ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থ ক্ষমতা প্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্মকারকও এই সকল কর্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে যে প্রত্যেক নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী কারবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, তাহার জারী স্বীকার করিতে বা তাহা লইতে পূর্ণোক্তমতে ক্ষমতা প্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্মকারকের উপর জারী করা গেলে, কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিজ ভূম্যধিকারীর উপর তাহা জারী করা যাইত কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া যাইত, তাহা হইলে যেকোন কল হইত, এই আইনের কাণ্ডগত্রে সেইরূপ কল হইবে।

(৩) কর্মকারক নিয়োগ করিবার কিম্বা তাহাকে ক্ষমতা দিবার নিদর্শনপত্র ছাড়া যে প্রত্যেক দলীল এই আইনের আদেশমতে ভূম্যধিকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত বা সটিকিফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যিক, তাহা এতদর্থ ক্ষমতা প্রাপ্ত ভূম্যধিকারী কোন কর্মকারকের দ্বারা স্বাক্ষরিত বা সটিকিফিকেটযুক্ত হইতে পারিবে।

২২২ ধারা। দুই বা তদধিক ব্যক্তি একজন ভূম্যধিকারী হইলে, যাহা কিছু

একজন ভূম্যধিকারী-দের একত্রে বা সাধারণ কর্মকারকের দ্বারা বাহ্যিক করিবার কথা।

অনুমতি আছে, তাহা তাঁহারা উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া করিবেন কিম্বা তাঁহাদের উভয়ে বা সকলের পক্ষে কর্ম করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকারক করিবেন।

রাজস্ব কর্মচারীদের ক্ষমতার কথা।

২২৩ ধারা। রাজস্ব কর্মচারীদের উপর এই আইনের

কর্মচারীদের কার্য-প্রণালী ও ক্ষমতা সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

দ্বারা বা এই আইনমতে যে কোন কন্ট্রোল ভার অর্পিত হয়, সেই কর্ম সম্পাদনায় তাঁহাদের সে কাণ্ড প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধান করণার্থ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মন্যে রাজস্বীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনসম্বন্ধ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং এই বিধি দ্বারা এরূপ কোন কর্মচারী প্রতি

(ক) মোকদ্দমার বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন ক্ষমতায়ুগ্মে কাণ্ড করিতে পারেন এরূপ কোন ক্ষমতা, ও

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা জরিপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার ক্ষমতা, ও

(গ) জমীর শক্তি বুঝিয়া দেখিবার নিমিত্ত কোন ভূমির ফসল কাটিবার ও বাড়িবার ও উৎপন্ন শস্যাদি ওজন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিধির কথা।

২২৪ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে

বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কাণ্ড প্রণালীর কথা।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা-প্রাপ্ত প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উক্ত বিধি করিবার পূর্বে প্রস্তাবিত বিধির পাণ্ডুলেখা, যে ব্যক্তির তদ্বারা স্পষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বা হাই কোর্টের এণীত বিধি হইলে, উক্ত গবর্ণমেন্টের বা কোর্টের বিবেচনায় সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সম্মান দিবার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকারে এই বিধি প্রকাশ করা যাইবে; অন্য কোন কর্তৃপক্ষের এণীত বিধি হইলে, তাহা নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু এরূপ প্রত্যেক পাণ্ডুলেখা রাজস্বীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলেখার সহিত একটী নোটিস প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করণের তারিখের পর এক মাস অতীত হইবার পূর্বে না হয়, উক্ত পাণ্ডুলেখা একমুখ্যে যে তারিখে বা যে তারিখের পর বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে, এই নোটিসে সেই তারিখ নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৪) এই নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে উক্ত পাণ্ডুলেখা সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিবেন।

(৫) এই আইনমতে এণীত হইয়াছে বলিয়া কোন বিধি রাজস্বীয় গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, এই প্রকাশ পরগই উক্ত বিধি যথাবিহীন এণীত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

যে২ জিলার কিয়ৎকালীন বন্দোবস্ত থাকে তৎসম্বন্ধীয় বিধানের কথা।

২২৫ ধারা। যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কখন

হয় নাই, কোন ভান্ডারের জম-গত ভূমি সেই মহালের মধ্যে থাকিলে, এই আইনের কোন কাণ্ডক্রমে, রাজস্বের কিয়ৎকালীন বন্দোবস্তের কিয়দ বিধান ফুরাইলে, তাহা নষ্ট হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ গবর্ণমেন্টের

হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ গবর্ণমেন্টের

ছােনে চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিবার, বা বন্দোবস্ত দৃঢ় করিবার ক্ষমতা পাইয়া বন্দোবস্তী কার্যাবস্থায় যথোপযথ্য বন্দোবস্তের দ্বারা অতীত বইবার পর অবশ্যিস্থিত হােনে খাজানা দিয়া ভোগ করিবার অঙ্গ স্পষ্টে বাক্যে বর্ণিত করিয়া থাকিলে, স্বতন্ত্র কথা।

২২৬ ধারা। যাহা চিরন্তন বন্দোবস্তী কর্তৃক অর্জনিত হবে, এরূপ কোন করি বিনা খাজানার কিম্বা অবশ্যিস্থিত খাজানায় ভোগ করিবার অঙ্গ এই কর্তৃক বন্দোবস্ত করা যাইবে।  
সেইখানে গেল। যাহা চূড়ান্ত করিয়া পাইলে কিম্বা অন্য কোন চুক্তি করিলে, এবং পাইয়া বা চুক্তি বলবৎ থাকিলে

(ক) কর্তৃক রাজস্ব উক্ত কর্তৃক প্রথম দেয় হইলে, কিম্বা

(খ) উৎসাহকে কর্তৃক রাজস্ব পূর্ণ দেয় হইলে, থাকিলে ও কর্তৃক রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করা যাইবে।

উক্ত পক্ষের মধ্যে চুক্তিতে একান্তরূপের কথা সত্ত্বেও, কোন রাজস্ব কর্তৃক চূড়ান্ত করিবার বা প্রচার প্রাধান্যের অধিকার এই আইনের বিধান অনুসারে উক্ত কর্তৃক উৎসাহ ও ন্যায় খাজানা প্রদান করিতে পারিবে।

যাহকর প্রকৃতি স্বতন্ত্র কথা।

২২৭ ধারা। বাকী খাজানা আদায় করণার্থে কোন ক্ষমতা এই আইনের যে সকল বিধান থাকিবে, কোন যাহকর, যাহকর, জমিদার প্রভৃতি স্বতন্ত্র সত্ত্বেও, কিছু দিতে বা অর্জন করিতে হয়, তাহা আদায় করিবার মোকদ্দমায় বহু দূর সন্তান সেই সকল বিধান থাকিবে।

বিশেষ আইন সংক্রান্ত কথা।

২২৮ ধারা। এই আইনের কোন অধীন—

(ক) এই আইনের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া যে কোন আইন রক্ষিত করা হয় নাই, সেই আইনের নিম্নলিখিত বন্দোবস্ত কার্যকর করিবার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব,

(খ) গবর্নমেন্টের মহালের কিম্বা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বা রাজস্ব কর্তৃপক্ষের অধিকারী মহালের খাজানা আদায়ের কাছ প্রণালীর বিধান অনুসারে কোন আইনের,

(গ) গবর্নমেন্টের বাকী রাজস্বের নিম্নলিখিত মীল দ্বারা প্রচারিত কর্তৃক কোন আইনের,

(ঘ) পাল্লারী মহালের বাট প্রণালী সংক্রান্ত কোন আইনের, কিম্বা

(ঙ) এই আইনের দ্বারা স্পষ্টতঃ বা প্রাসঙ্গিক অনু-  
বানীভূত হইলে যে কোন আইন রক্ষিত করি না যায়, তাহার কোন প্রতিক্রিয়া হইবে না।

## প্রথম তফসীল।

(২ ধারা দেখ।)

যে আইন বলিতে হইল।

বন্দোবস্ত প্রচলিত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রক্ষিত করা গেল।
১৭২০ সালের ৮ আইন।	মুবেজ্জি বাজলা ও বেহার ও উড়িষ্যার সমস্ত জমিদার ও ইন্ডো-ইউরোপীয় প্রভৃতি ভূমি- স্বত্ব দিগের সহিত সরকার- ের মালিকানাধীন অর্থে দশ- সত্তী বন্দোবস্তের বিষয়ে যে সকল আইন ইংরেজী ১৭৮২ সালের ১৮ নভেম্বর ও ২৪ নভেম্বর এবং ইংরেজী ১৭৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি প্রচার পূর্বক তাহা বিধি নিদিষ্ট হই- য়াছে তাহার পরিবর্তে পরি- কর ও চরিত্র করিবার আইন।	১৭৮০-১৮০০ ১৭৮০-১৮০০ ১৮০০-১৮০০
১৮০৫ সালের ১২ আইন।	এই আইন বেনিমিন্দার জিন্দার পট্টাশ্রম, কামাতিয়ার ও বাকী পদনামা মুক্তকর্তার বন্দোবস্ত ও সরকারী রাজস্ব আদায় করণার্থ আইন	৭ ধারা।
১৮১২ সালের ৫ আইন।	কর্মির মালিকানাধীন ওহরীলের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এই আইনে চলন আছে তাহার কোন দাঁড়া শুদ্ধকরণ ও পরিবার নিমিত্ত আইন	১, ২, ৩, ৪ ও ২৭ ধারা।
১৮১২ সালের ১৮ আইন।	ইংরেজী ১৮১২ সালের ৫ আই- নের ২ ধারার মধ্য স্পষ্ট ও বিবরণ করিয়া লিখিবার ও ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৩ ও ৪ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের ৩ ও ৪ ধারার মধ্য প্রকৃতি করি- বার ও এই সকল ধারার নিমিত্ত দাঁড়া বহুলাংশে পরিবর্তন দাঁড়া নিমিত্ত করিবার নিমিত্ত আইন।	স্বত্ববাদ এবং ১ ও ৩ ধারা।
১৮১৯ সালের ৮ আইন।	কোন অধিকার সিদ্ধ হইবে ও উৎসাহকীয় করণাদি সমস্ত চরিত্রের কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিবার ও জমিদারদিগের ও পট্টাশ্রমী ভূমিকদার ও গাংসার পদনামা দিগের বিবরণ ও জমিদারের বাকীর নিমিত্ত নৈসর্গিক হইবে মকদ্দমা নিমিত্ত করনের ও তাহার প্রকার ও নিয়মের বিবরণ ও বাজলা দেশের জমিদারদিগের ও ভূমিকদার দিগের ওহরীলের দাঁড়ার মধ্যে পূর্ণের নিমি- ত্বে কোন দাঁড়া প্রচলিত স্পষ্ট করণের ও তাহার কোন দাঁড়া শুদ্ধকরণ নিমিত্ত আইন	সম্পূর্ণ আইন।

স ল ও নয়র।	যে দিব্যের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮০০ সালের ১ আইন।	বহিঃজমীদারের বাকী ভাণ্ডার ভা- লুকদারের নিরে পড়ে ও সে নিমিত্তে জমীদারতালুক নীলাম করাইবার ক্ষমতা পায়, তবে সেই নীলাম ইংলী ১৮১৩ সালের ৮ আইনের নীলামের যতে কইবার নিমিত্তে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮২৫ সালের ২১ আইন।	৪২র কি কোন নদী কি ল মুদ্রা দ্বান ভাগ করণ প্রযুক্ত যে ভূমি পাওয়া যায় সেই ভূমির দাওয়ার নিশ্চয়িৎ হইত যেতে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবেক সেইরূপ একাল কইবার নিমিত্তে আইন।	৪ ধারার ১ প্র- করণে "এবং ইত্যুক্ত হওয়া জমি বহিঃ কোন প্রধান মহীলকারের পেটীর কোন মহীলকারের দখলের জু- যিতে সংলগ্ন হয়" এইরূপ কথা লুপ্ত প্র- করণের শেষ পাঠ্য।

বঙ্গদেশের বহিষ্কৃত প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	বর্ত্তমান রহিত করা গেল।
১৮৩২ সালের ৬ আইন।	১৮৩২ সালের ১০ আইন অনুযায়ী কোর্টজিইলিয়ম বাজধানীর অ- ধীন বজ্জেশনের মধ্যে বাজানা আদায় করণের আইন নবশো- ধন করিবার আইন) নবশো- ধন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৭ সালের ৮ আইন।	আগমপত্রের কিম্বা প্রচলিত দেশীয়াংগের বলে যেহ পেটাত তালুক বিক্রয়দ্বারা কি প্র- কারভরে হস্তান্তরীকৃত হইতে পারে তৎসম্পর্কীয় বাকী বাজানা আদায় করণোপলক্ষে তহা বিক্রয় করিবার ব্যতীত নবশোধনার্থ আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৭ সালের ৪ আইন।	মগ্রিসভাবিস্তিতবজ্জদেশে প্রযুক্ত লেটেটেনেন্ট গবর্ণর সাহে বেরপ্রচলিত ১৮৬২ সালের ৬ আইনের বাণশ্য ও নব- শোধন করিবার এবং কোন বিচার সিদ্ধ করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৯ সালের ৮ আইন।	কৃষাধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে মোকদ্দমা হয় তাহার তাহা- প্রণালী নবশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭২ সালের ৮ আইন।	বকোবস্তী কার্যকারকদের অ- মতা নিশ্চীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

যত্নমিত্যধিষ্টি ৫ শিখুত গবৰ্ণৰ জেনৱেল সাহেবেৰ  
প্ৰণীত আইন।

সাল ও সংখ্যা।	যে বিধের আইন।	বক্তৃত্ত্ব রহিত কর। নেনে।
১৮৫০ সালের ২৪ আইন।	১৮১২ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে ভূমি বীলাদ সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বায়নার টাকা লগৎ করে জরুর আইন।	যে পর্যন্ত র- হিত হয় নাই সেই পর্যন্ত।
১৮৫০ সালের ৫৩ আইন।	বাজলদেশে গভনী ভাস্করের নীলাদের নিমিত্তে যে হা- জার আদায়ক আছে তাহা পরিবর্তন আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫০ সালের ৬ আইন।	মালিকদ্বারী বাকী বিবরের সহায়ী বেকদ্বারা এবং প- ত্তনী ভাস্কর ও বিক্রয়যোগ্য অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং খাজানার বিবরের সহা- য়ী ডিক্রীজারী করণার্থে ভূমির নীলাদের বিবরণ আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫১ সালের ১০ আইন।	কোর্ট উইলিয়ম গাজলারীর অ- ধীন বাজলাদেশে খাজানা আদায় করিবার আইন লে- শোভন কবিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

ସିଂହଭୂଷଣ ଡକମୋଳ ।

[ ৩ (১৬) ধার: দেখ । ]

১৮১৯ সালের ৮ আই.নর হেতুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

“দশসালী বন্দোবস্তের ডালুকদারেরা আগুনানিদের ইজারা ইত্যাদি দিতে উচ্ছ্রাখুরা করত। আছে দেখিয়া নতুন করাদানের সৃষ্টি করিয়াছে ও এখনও তাহা কর্তাদের রাজার জমিদারীতে প্রকাশ হইয়াছে এক্ষণে অন্য স্থানেও হইতেছে ও এ অধিকারের প্রকাশ এই যে জমিদার কোন ব্যক্তিকে ইন্তমরারি জনিতে ডালুক দেয় ও তাহার মূলফা যে ব্যক্তি তাহা লয় তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারিদিগের পাওনা। সর্বকালের নিমিত্তে করিয়া দেয় ও ডালুকদারের স্থানে মাল জামিন ও কেলার জামিন লওয়া ও না লওয়ার কমতা আপনি রাখে কেন না যদি ডালুকদারকে জামিন দেওন হইতে নাক করে তবে তাহার পরে ঐ ডালুক বিক্রয়-দির হার; যে ব্যক্তির হাতে যার নে এড়াতে পারে না বরং তাহার স্থানে লইতে পারে ও ইহা এইজন্যকার রেওয়াজ অর্থাৎ চলনমতে জানা গেল।

“তাহার দস্তাবেজেতে মিয়রের মধ্যে ইটা লেখ থাকে যে বাকী পড়িলে সে নিমিত্তে জমিদার ভাড়া বিক্রয় করাইতে পারিবেন ও যদি বিক্রয়ের গণ বাকীর সংখ্যা মত তত না হয় তবে বাহা বাকী থাকে তখন তালুকদারের শিরে থাকিবেন যে সে নিমিত্তে তাহার মাল্লামওয়াল বিক্রয় চাইতে পারে।

“এ সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারকে পত্তন তালুক বলে ও তাহা পটনিয়া অনেক২ লোক এই সকল নিয়ম ও নির্দেশে তাহা অমায় লোককে দেয় ও তাহার দর পত্তনীদার কহলার ও দরপত্তনীদার অন্যেরে দেয় ও ক্রমে এইমত। ও ইকারনিগের প্রত্যেকের দস্তাবেজ এক মজদমে হয়।”

କବିଜେନ  
ପାଠ ।

- ১। মন্থর \_\_\_\_\_  
২। গান \_\_\_\_\_  
৩। আঁঠের নাই \_\_\_\_\_  
৪। এজার নাই \_\_\_\_\_  
৫। তাহার হেঁড়ের বিরহণ (পরিমাণ, খোঁজা পত্র) \_\_\_\_\_
- মগলী বিবাহ \_\_\_\_\_ টাকা \_\_\_\_\_  
ভাওলী বিবাহ \_\_\_\_\_ মণ \_\_\_\_\_ ২৭ টাকা \_\_\_\_\_
- { বসকর \_\_\_\_\_ টাকা ।  
সাঁইয়ের জলকর \_\_\_\_\_ টাকা ।  
কলকর \_\_\_\_\_ টাকা । }

... {

- ৬। বোহার বারকটে দেওয়া গেল  
 ৭। শিবির তদ্বিধ  
 ৮। বড় টীকা দেওয়া গেল (পৃষ্ঠে বিবরণ) — হীল।  
 ৯। দু'বানির বা ক্ষণ্ডাও কল্পকরকের বা কল্প

বঙ্গদেশের প্রজাব্যব বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনের ১৯ ধারায় নিম্নলিখিত বিধান আছে।—

“ ৯ খাদ্য । (১) কোন প্রজা পাকায় হিন্দু কোম টাক দিলে, যে হংসের কি; যে হংসের যে কিত্তে উহা অন্য দিতে চাহেন, তাহা নির্দিষ্ট করিত ইহা যেহেতু অন্য দিতে হইবে তাহার কথা ।

“(২) এতটা প্রকাশ কোন নিরুদ্দেশ্য করিলে, চুম্বাধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে ঐ টাকা জমা দিতে পারিবেন।”

- [illegible]

... {

- ৬। যাকার মারফতে দেওয়া গেল
- ৭। দিয়ার তারিখ
- ৮। যত টাকা দেওয়া গেল (পূর্বে বিরয়ন) — টাকা
- ৯। বুঝানোর বা অন্য কোন কাজ করানোর ব্যয়



( তৃতীয় তফসীল ১—কবজ ও হিসাবের পাঠ । )

## হিসাবের পাঠ ।

১। সাল	তার	টাকা।
২। প্রজার নাম		
৩। যোঁতের বিবরণ ( পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি )	বিষয়	টাকা।
	মগদী	
	গবর্ণমেন্টের কর	
	ভাওলী	
	জলকর	...
	বনকর	...
	কলকর	...
	মগ	টাকা।
৪। বৎসরের তলব	...	
৫। পূর্বে বৎসরের বাকী ( বকেয়া )	...	
৬। মোট তলব ( হাল ও বকেয়া )	...	টাকা।
৭। প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল	{ হাল তলব বকেয়া তলব	...
৮। শস্য দেওয়া গেল	...	মগ
৯। বৎসরের শেষে বাকী		টাকা।
১০। কৃষাকর্মীর স্বাক্ষর		

## হিসাবের পাঠ ।

১। সাল	তার	টাকা।
২। প্রজার নাম		
৩। যোঁতের বিবরণ ( পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি )	বিষয়	টাকা।
	মগদী	
	গবর্ণমেন্টের কর	
	ভাওলী	
	জলকর	...
	বনকর	...
	কলকর	...
	মগ	টাকা।
৪। বৎসরের তলব	...	
৫। পূর্বে বৎসরের বাকী ( বকেয়া )	...	
৬। মোট তলব ( হাল ও বকেয়া )	...	টাকা।
৭। প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল	{ হাল তলব বকেয়া তলব	...
৮। শস্য দেওয়া গেল	...	মগ
৯। বৎসরের শেষে বাকী		টাকা।
১০। কৃষাকর্মীর স্বাক্ষর		

## চতুর্থ তফসীল।

মিরাদ।

( ২১৮ ধারা দেখ। )

১ খণ্ড।—মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
১। যে নিয়ম লম্বকে এরূপ এক বৎসর নিয়মভঙ্গের তারিখ লস্ট বিধানাত্মক চুক্তি আছে যে এই নিয়মভঙ্গের বণ্ডস্বরণ উচ্ছেদ করা যাইবে, সেই নিয়মভঙ্গ-যেতু ভাস্করদার বা বায়-ডকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা।		নিয়মভঙ্গের তারিখ অবধি।
২। বাকী খাজানা আদায়ের মোকদ্দমা—		
(ক) ৭৩ ধারায়তে ঐ খো-ডের খাজানার নিমিত্ত আদায় করিবার পূর্বে বাকী পড়িয়া থাকিলে।	ছয় মাস।	আদায়ের তারিখ অবধি।
(খ) অসম্পত্তির ...	তিন বৎসর	বাজালা লন যেই স্থানে চলিত আছে সেইই স্থানে বাজালা লনের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি এবং আমদী ও কসদী লন যেই স্থানে চলিত আছে সেইই স্থানে তৈজস্ত মাসের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি।
৩। বাকী মধ্যলীক্ষ্যবিশিষ্ট রায়ভঙ্গরূপ ভূমির দণ্ড করা করিলে, উক্ত ভূমির মধ্যলীক্ষ্য কিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	দুই বৎসর	বে-মধ্যলীক্ষ্য হইবার তারিখ অবধি।

## ২ খণ্ড।—আপীল।

আপীলের বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
৪। এই আইনমত কোন ডিক্রী বা আজার উপর জিলার জজ বা বিশেষ জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রী কি আজার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমত কালেক্টরের কোন আজার উপর কমিশ্যনার সাহেবের নিকট আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে আজার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।

## ৩ খণ্ড।—প্রার্থনাপত্র।

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
৬। যে ক্ষেত্রে ডিক্রীমত খাজনা চলে বা বসে ডিক্রী জারী হইতে দেন নাই সেই স্থলতঃ এই আইনমত কিয়া এই আইন-দ্বারা রহিত করা কোন আইনমত ডিক্রী বা আজার জারী করিবার প্রার্থনাপত্র ; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে ক্ষেত্রে অধিক ডিক্রী বাদে ডিক্রী জারী করিবার ধরচা লম্বতে ৫০০২ শতের অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়।	তিন বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আজার তারিখ অবধি ; কিয়া (২) আপীল করা গেলে, আপীল আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর বা আজার তারিখ অবধি কিয়া (৩) বিচার সমাপ্ত হইয়া গেলে, সমাপ্ত হইবার নিমিত্ত তাহার তারিখ অবধি।

## ভিন্ন ভিন্ন মত।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্ট হইতে আমার মত ভিন্ন।

১৮৮৩ সালের ১১ নবেম্বর অবধি কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৪ সালের ১৩ মার্চ উহার কার্য শেষ হয়। প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার মাত্র কমিটীর অধিবেশন হইত। কোন বিষয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভ্যদের ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে সংবাদ দিতে হইত। ২৬ জানুয়ারি তারিখে স্থির হয় যে সপ্তাহে তিন দিন ২ টা অবধি ৫১ পর্যন্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্বে দিন সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। অধিবেশনের দিন প্রাতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরগণের নিকট প্রেরিত হইত। এইরূপ নূতন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটীর হাতে অনেক কার্য থাকিছিল ও নিম্নলিখিত গমনের সময়ও উপস্থিত প্রায় হইয়াছিল। এই বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের নিজেদের যে অনুবিধা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিলেও এবং তাঁহারা এই কার্যে সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের প্রত্যেকের প্রতিই অমায়ক করা হইয়াছিল। আমার মত অবস্থার লোকের প্রতি আরও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি তাঁহাদের অতিপ্রায় ব্যক্ত করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না। ইহাতে যে কেবল মেম্বরদিগের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বাদানুবাদ তাহার প্রতিও অবিচার হইয়াছিল। আমি কর্তব্য বিবেচনায় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ ফলোপধায়ক হয় নাই। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কমিটীর নিকট যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অবস্থায় যত দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষাংশে গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসায় অত্যন্ত ত্বরান্বিত করা হইয়াছিল। এরূপ ত্বরান্বিত অপরিহার্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় মনে হয় না।

মন্ত্রিসভার বিধি অনুসারে কমিটীর এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় কাজের কথা বিষয়ে সাফীর এজাহার প্রণয়ন ক্রমতা থাকিলে ভাল হইত। কমিটী যে এই ক্রমতার আবশ্যিকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্ধতিসিদ্ধ না হইলেও, মানবের জীবিত লেটেস্টেনেট পদবীর সাহেবের পরামর্শমতে পেটাও বিলি সম্বন্ধে কমিটীতে কয়েকজন বহুদর্শী জমীদারের সাফা প্রণয়ন করা হইয়াছিল।

কমিটীর হস্তে পড়িয়া পাণ্ডুলিপির অনেক গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু উহার মূল সূত্র অপরিবর্তিত রহিয়াছে। কোমল বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপিতে যে রূপ ছিল তদপেক্ষা জমীদারদিগের অবস্থা অধিকতর মন্দ করা হইয়াছে। কয়েকটি ক্ষুদ্র বিষয়ে জমীদার ও রায়ত উভয়ের প্রতিই অপকপাতে সুবিচার করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে যে রূপ আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্তী ভূম্যধিকারীগণের বিলক্ষণ ইলাত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ভূমিকরক, যাহার জন্য কমিটী এত চিন্তিত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, আমার ভয় হয় যে কলে তাহার অবস্থা বর্তমান অপেক্ষা মন্দ দাঁড়াইবে। আমি এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং উজ্জ্বল এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথায় প্রবেশ করিব না।

এই পাণ্ডুলিপির বিক্ষেপে আমার আপত্তির প্রধান কারণ এই :-

১ম।—ইহা বর্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী। ইহা একদিকে কতকগুলি স্বত্ব অপহরণ করিতেছে ও অপরদিকে উক্ত আইনের ব্যতিক্রমী কতকগুলি স্বত্ব প্রদান করিতেছে। ২য়।—ইহাতে রেগুলেশন আইন সমূহের যে রূপ ব্যাখ্যা সম্পন্ন করা হইয়াছে, তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং প্রমাণরহিত ঘটনা ও বিবরণ সমূহকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ৩য়।—খাজানা আদায় ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্যপ্রণালীর সরলতাপাদনরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্বারা সূক্ষ্ম হইবে না। ৪র্থ।—ইহাতে ভূম্যধিকারী ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বিবাদ ও বিসম্বাদ উৎপাদিত হইবার ও মোকদ্দমার মোকদ্দমার দেশ প্রাতিষ্ঠ করিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের হানি হইবে। ৫ম।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক প্রজাকে কৃষাণ (কৃষিশ্রমজীবী) করিয়া তুলিবে। ৬ষ্ঠ।—জমীদার ও প্রজার চুক্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ার ও জমীদারী কার্যনির্বাহ ও রায়তদের কার্য সম্বন্ধে আদালত ও রাজস্বসংক্রান্ত কার্যকারকে মধ্যস্থ ও জিজ্ঞাসার স্থল করায়, ইহাতে কৃষকসম্প্রদায়ের উন্নতির নিদানভূত আত্মনির্ভর শক্তিকে অকর্মণ্য করা হইবে, ও উহার মেকদমও বিচ্ছিন্ন করা হইবে, অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অবাধ কার্যের বাধাত করা হইবে, গবর্ণমেন্টের পিতৃশ্রমণীয় জ্ঞান বদ্ধমূল করা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিষ্টের উৎপাদন করা হইবে। গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উপস্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেট কমিটী যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একটীও খণ্ডন হয় নাই।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমার যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি ইহার অধ্যায়ে অব্যাহতি বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিব এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না। আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল সূত্র ও কএকটি প্রধান বিশেষ স্থলের আলোচনা করিতে চাই।



## তালুকদার ।

ইহারী একদে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই হুওম শ্রেণীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যথা, ( ১ম ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যেসকল রায়ত তাহাদের যোতের অর্ধেকের অধিক অংশ কোর্স বিলি করে ( ৩৭ ধারা ), এবং ( ২য় ) যে সকল রায়তের যোতের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং যাহাদের যোতের সমস্ত বা কিয়দংশ কোর্স বিলি করা আছে। এরূপ স্থলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে ( ৫ ধারা ৫ প্রকরণ )। প্রথমোক্ত ব্যক্তির নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে। খাজানার দায়িত্ব তিন তালুকদার পদের সমস্ত আনুষঙ্গিক স্বত্ব তাহাতে বর্জিত। শেষোক্ত শ্রেণীর প্রজা তালুকদারদিগের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হইবে। প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে কোন্ বিচারে যে দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব ও ক্রোকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অর্ধেকের অধিক ভূমি কোর্স বিলি করিয়াছেন বলিয়া প্রজা সম্বন্ধে জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোতের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আমার মতে আরো অন্যায় হইয়াছে। তালুকদারের পদবীর কতগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার নাই। ঐ সকল অধিকারের জন্য সাধারণতঃ জমীদারকে বিলক্ষণ দুপয়সা দেওয়া হয়। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য চিরস্থায়ী যোত, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহার খাজানার হার স্থলভ হইবে, ও উহা অগ্রক্রয় স্বত্ব ও ক্রোকের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। ব্যবহা-পক সভার লুকুম অনুসারে ১০০ বিঘার যোতদারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা এদেশের প্রাচীন ও বর্তমান ভূমি-সংক্রান্ত আইনের অনুযায়ী বলিয়া নিশ্চয়ই কেহ তর্ক করিতে পারেন না। এই বিষয়ে ভূস্বামী শ্রেণীর স্বত্বের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

তালুকদারদিগের খাজানার দায়িত্ব সম্বন্ধে, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে নীলাম্বরদিগের আদায় করিবে, তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে। “মকঃসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজানার হার তাহারই মত অন্য ভূমির খাজানার হারেতে ধরা গেল সে তালুকদারের জমার বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতাবতী ভূমির উৎপাদনের মুখে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের মানকর ও তালুক বুঝিয়া তহমীলের খরচা বহন উচিত হয় তাহা মিনাঃ হইয়া যাচা বাকী থাকে তাহা ঐ মকঃসলী তালুকদারের জমা ঠাহরিবেক”। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের খাজানার দায়িত্ব সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই। কিন্তু আদালতের সীমাংশ অনুসারে নিকট-বর্ত্তি তৎসমূহ তালুকদারের অধিকারী কর্তৃক প্রদেয় চলিত হারের সীমা পর্য্যন্ত অথবা যে স্থলে চলিত হার সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদায়ের খরচা বাদ দিয়া মোট আদায়ের শতকরা দশ টাকা অতিক্রম করিয়া না যাও এরূপ সীমা পর্য্যন্ত রক্ষিত করা যাইতে পারে (ফীল্ড সাহেবের ডাটাজেট দেখ)। আদালতের এই সীমাংশ এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্ত্তনও অনেক করা হইয়াছে, যথা, “চলিত হারের” পার-বর্ত্তে “দেশাচারানুগত হার” লেখা হইয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রথমোক্তটী নির্ণয় করা অপেক্ষা অধিক কঠিন। আদালতের সীমাংশায় তালুকদারের লাভ আদায়ের শতকরা দশ টাকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাহার লভ্য শতকরা ১০২ টাকার ন্যূন হইবে না। ঐ শতকরা দশ টাকা আবার আদায়ের নহে। আদায় বলিতে গেলে আমার মতে প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়ের টাকা ন্যূন। সে আদায়ের শতকরা দশ টাকা তালুকদারের লভ্য নহে, মোট জমা হইতে কেবল খরচা নহে আবার তাহার উপর আদায়ের সুঁচিও বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার শতকরা দশ টাকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ ন্যূন হইবে না। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের সুঁচির জন্য বাদ পড়ে একথা আজিও আমার কর্ণগোচর হয় নাই। পবলিক ওয়র্ক সেম ও রোড সেমের হিসাবে প্রজাদের নিকট হইতে অনান্যায়ী টাকার জন্য জমীদার শতকরা কিছুমাত্র বাদ পান না। অথচ সে টাকা দেওয়ার দায়ী তাহার নহে। তাহারী বিনা বেতনে গবর্নমেন্টের জন্য টাকা আদায় করেন মাত্র। এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বর্ত্তমান আইনমতে তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে উহাদের অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এখনও সব হয় নাই। বর্ত্তমান আইন অনুসারে তালুকদারের খাজানা মুক্তিসমুদয় রক্ষিত করা যাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহাদের খাজানা পূর্ববর্ত্তী খাজানা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্দ্ধিত করা যাইতে পারিবে না। বর্ত্তমান আইন অনুসারে যাহা রক্ষিত হইবে তাহা একেবারেই দিতে হইবে; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত হইবে এবং সমস্ত বর্দ্ধি পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে; বর্ত্তমান আইন অনুসারে খাজানা রক্ষিত কালের সীমা নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত তিনটী বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহাদের দৃষ্ট হইবে যে, যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং দাকন পূর্ণাঙ্গ আদমশ্রমে গবর্নমেন্টের রাজস্বের জন্য দায়ী, তাহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই; কিন্তু যে তালুকদারকে লোকে কোন কাজের মর বলিয়া জানে তাহার প্রতি কত মমতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। পেটাও বিলি হওয়ার করার এ উপায় কখনই প্রযোজ্য নহে।

## অবধারিত হারের রায়ত ।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনে সর্ব প্রথমে এই মর্ম্মের একটি আইনসম্মত অনুমান সন্নিবেশিত হয় যে, কোন মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার বিংশতি বৎসর পূর্ব অবধি যদি কোন প্রজার খাজানা অপরিবর্ত্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সেই হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

হইবে। ১৮৭১ সালের ১০ আইন পাস করার সময় এরূপ অনুমানের যতই প্রয়োজন হইয়া থাকুক না কেন, এখন যেসে প্রয়োজন নাই একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রায়তদিগের বুদ্ধি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে ছাপান দাখিল দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন ১৮৭৯ সালে ভাটাদিগকে খাজানা বৃদ্ধির দায় হইতে রক্ষা করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল, এক্ষণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমিদারের সর্বস্বাধীনতা হইয়াছে। মান্যের ঐযুত রেনল্ডস সাহেব খাজানা কমিশ্যনের পাণ্ডুলিপিসমূহকে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহার সকলেই বলিয়াছেন যে “ইহা দ্বারা জমিদারের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে” এবং “নীলাম খরিদারের পক্ষে ইহাতে অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, কারণ অনেক স্থানে সে পূর্ববর্তী জমিদারের জমিদারী কাগজপত্রের দখল পায় না।” ঐযুত রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছেন যে পূর্ণিবার কালেক্টর বিশেষ দক্ষতা সহকারে এইমত সমর্থন করিয়াছেন, কারণ উক্ত কালেক্টরের বিশ্বাস এই যে “সমস্ত বঙ্গদেশে এমন মহাল অতি অসংখ্য আছে, এই অনুমান দ্বারা তাহার কুসাম্য-মতের ক্ষতি করা হয় না।” এই অনুমান প্রথা একবারে রহিত না করিয়া ঐযুত রেনল্ডস সাহেব অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে বর্তী বিংশতি বৎসর সমান হারে খাজানা প্রদানের প্রমাণ দেওয়া হইবে এই অনুমানের কাব্যসীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি নীলাম খরিদারদের সমক্ষে আরও এই সুবিধা করিয়া দিতে চাহিয়া ছিলেন যে এই অনুমান ভাটাদিগের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুরোধ করার সময় ঐযুত রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছিলেন যে “ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে কার্য করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮৭৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাতে ভাটার কি কল দাঁড়াইয়াছে প্রদানতঃ তদ্বিষয়েরই বিবেচনা করা উচিত।” এ অনুমান দ্বারা কি জমিদারের পক্ষ হইতে কোন অসঙ্গত দাবী সাধারণতঃ নিরস্ত করা হইয়াছে; না নানানুসারে প্রকারে এরূপ অবস্থায় থাকিবার স্বত্ত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ত্ব প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থলে আদালতে এই অনুমানের কথা উত্থাপিত হইয়া সকল হইয়াছে, তাহার অধিকাংশস্থলেই যে প্রকার যৌত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৭৯৩ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, তাহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগ করিয়া আসিতেছে, কেবল মাত্র ভাটাদিগেরই জন্য অতিপ্রেত অধিকার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থই এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, যেখানে এই নিয়ম পরিবর্তিত করিবার প্রস্তাব এক্ষণে ছিল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

ঐযুত রেনল্ডস সাহেব তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি কিন্তু তথাপি তাঁহার মত পূর্ণেও গমত ন্যায় ও বিচার সঙ্গত ছিল এখনও তেমনিই আছে। এই মতের উপর নির্ভর করিয়া ঐযুত রেনল্ডস সাহেব পূর্বে যে রূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আঁধার তদনুযায়ী আইন সংশোধনের কথা উত্থাপন করি। কিন্তু কামতীর অধিকাংশমতঃ আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই, ইহা অপেক্ষা আরও পরিবর্তিত করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, উহাতে উপস্থিত পাণ্ডুলিপি পাশ হওয়ার তারিখের পূর্বে হইতে এই বিংশতি বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভা তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিতে নির্দিষ্ট হারে ভূমি ভোগের আনুমানিক নিম্নলিখিত যতনমূহের উল্লেখ আছে।

১৭ ধারা।— অবধারিত খাজানায় না অবধারিত খাজানার হারে যে রায়ত ভূমি ভোগ কবে,

(ক) কোন ভালুকদারের যে যে বিধানের নিয়মাদীন থাকিতে হয়, তাহারও আপন যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাদীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সঞ্চিত তদীয় ভূমিাদিকারীকে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্তমতে এই আইন সঙ্কট যে নিষেধ তৎকালে তাহাকে উল্লেখ করা হইতে পারে, সেই নিষেধ তৎকালিগে, এই হেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূমিাদিকারী তাহাকে উল্লেখ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সঙ্কট পূর্বোক্ত বিংশতি বৎসর সঙ্কটীয় অনুমান একত্র করিলে, আঁধার মনে মতাই এই ধারণা হয় যে, ইহা দ্বারা অনুমানের ফল পাইতে অধিকারী হউক আর নাই হউক প্রকারে আপনাদিগকে অবধারিত হারদারী রায়ত বসিয়া প্রকাশ করিতে প্ররোচিত হইবে, এবং এইরূপ জমিদারিকে তাঁহার সর্বাঙ্গ স্বত্ত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জমিদার সক্ষম হইলেও মোকদ্দমায় খরচাত্ত ও জ্বালাতন না হইয়া আপন স্বত্ত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অনুমানের এই ব্যাপ্ত প্রবর্তিত করার ব্যবস্থাপক সভার অতিপ্রায় এই ছিল যে, ইহা দ্বারা যে সকল জমিদারের কিছুতেই সঙ্কেচনা না হইয়া যেন আপন ইচ্ছামতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমিভোগকারী রায়তদিগের খাজানা না বাড়িয়া লইতে পারে। কিন্তু আজও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক ব্যাপটে সমস্ত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে মোকদ্দমাদার বা চিরস্থায়ী ভালুকদাররূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমিদারের প্রাতঃপ্রদীপনের ফল আশ্চর্যরূপে প্রকাশ হইবে। যে স্থলে জমিদার মোকদ্দমা করিতে অনিচ্ছা, সহিষ্ণুতা অথবা দয়াপ্রবৃত্তি বশবৎসর দরিদ্রা খাজানা বৃদ্ধি করেন নাই, তাহার যে রায়তেরা যতপূর্বক দাখিল গুলি রক্ষা করিয়াছে তাহাও অনায়াসেই আপনাদের দাবী প্রমাণ করিয়া দিবে। অপরক যে জমিদার কখনও এরূপ আশ্রয় ও সদয়ভাব প্রদর্শন করেন নাই এবং সময়েই খাজানা বৃদ্ধি করিয়া প্রজাকে জ্বালাতন করিতে ও উত্তর করিতে সঙ্কুচিত হন না, তাহার নিশ্চয়ই বিলক্ষণ সুবিধা হইবে! ফল এই হইবে যে ভাল জমিদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমিদারের লাভ হইবে।

## দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ।

সকলেই জানে যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন হইতেই বর্তমান কালের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের উৎপত্তি । কিন্তু আমি এ বিষয়ের বাদানুবাদ পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না । দ্বাদশ বৎসরের নিয়ম ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া নাড়া চাড়া করা নাগা বা বিচার মত নহে । এবিষয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে জমীদার ইচ্ছা করিলে রায়তকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার দখলীস্বত্ব উৎপাদনের বাধা দিতে পারেন । সকলেই স্বীকার করেন যে এরূপ প্রথা বাজালায় প্রচলিত নাই । কিন্তু স্মিথ স্টেট সেক্রেটারী সাহেব, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অধিকারের সপক্ষে আপন মত দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত করিয়া মিল্লিখিত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । তাঁহার অভিপ্রায় যে এইরূপ বিধান হয় “কোন বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি অধিকার করে অথবা যাহার জন্য খাজানা দেয় তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব অধিবে, যে নিজে অথবা যাহার পূর্ব পুরুষ কোন গ্রাম বা মহালে ১০ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রায়ত হইবে ” । আমি এই বিধান যে সুবিচারসম্মত তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না । একজন লোক যে দিন স্বত্বভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বা ১০ বৎসর ধরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আনিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণে বশতঃই সমস্ত মহাল মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অথবা বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত রায়ত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্ববান হইবে, এনিয়ম যে নির্দোষ এবং বিচারসম্মত এরূপ আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না । যদি দেশের কোন অংশে জমিদার রায়তকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সম্মতরূপেই কার্য্য করিয়াছেন, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না । কোন ব্যবসাদার যদি তামাদি আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তামাদি ঘটনা হইবে তাহার পূর্বেই দেনাদারের নামে নালিশ করে, সে অন্যায় করিয়াছে মনে করিও মেরুপ যুক্তিবদ্ধ এরূপ জমিদার অন্যায় করিয়াছেন বলাও ঠিক সেইরূপ । যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা একান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে গুরুতর দণ্ড বিধান দ্বারা এরূপ কার্য্যের শাস্তি বিধান করিলে আমার মতে ভাল হইত । কিন্তু কমিটি স্থির করিলেন যে যখন মহামহিমবর স্মিথ স্টেট সেক্রেটারী সাহেব এ বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরাবলম্বন করিতে তাহার সমর্থ নহেন । কিন্তু এখানে আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটি স্মিথ স্টেট সেক্রেটারীর নীমাংসায় যাহা বলেন তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । প্রথম পাণ্ডুলিপিতে বাসেন্দা রায়তের অবস্থা সম্বন্ধে মিল্লিখিত বিধান ছিল ।—

৪৫ ধারা ।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে, তবে বিপরীত ভাবের চুক্তি থাকিলেও এবং একাল মধ্যে ভিন্ন সময়ের সেট ব্যক্তি যে ভূমি এক্ষণে ভোগ করে তাহা ভিন্ন হইলেও ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

## আবার

৪৭ ধারা ।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮১ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, বিপরীত ভাবের চুক্তি সত্ত্বেও যৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

বাজালা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটি বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধীয় মত বিলক্ষণরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং উহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন । যথা:—

১৫ ধারা ।—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে ।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত ১৮৮১ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

২৬ ধারা ।—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তরূপে পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ইচ্ছা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তবে ঐ ধারার কার্য্যক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূমিধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূমিধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে ।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা ভিন্ন সময় ভিন্ন হইলেও, এই ধারার কার্য্যক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামে বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্য্যক্ষেত্রে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

( ৫ ) কোন জমী দুই বা তদধিক অংশীদার রায়তী যোক্তস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

( ৬ ) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে মতলাল রায়তস্বরূপ জমী ভোগ করে, ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

( ৭ ) যদি কোন রায়ত ১৬ ধারামতে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রক্ষিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আমার মনেদমন এই যে, এই সমস্ত বিধান জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত। ২৫ ধারার ( ১ ) প্রকরণে যেসকল বিধি হওয়াছে কোন স্থলেই সেসকল দখলের সময় দার বৎসর হইতে কমান জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় নহে; এবং কোন স্থলেই বিকল্প প্রমাণ না দিতে পারিলে প্রত্যেক রায়তকেই দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে মত প্রদান করেন নাই। দৃষ্ট হইবে যে জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় এই যে “বাসেন্দা রায়ত” দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্ব উক্ত ১৬ বিধান সকলে “বাস” কে দখলীস্বত্ব উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব, দুই বা তদধিক অংশীদারের দখলকে তাহাদের প্রত্যেকের দখলীস্বত্ব উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন নাই যে যদি বাসেন্দা রায়ত তাহার মোত চাড়িষা দেয় ও খাজানা না দেয় তথাপি তাহাকে তৎপরবর্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়াকেই উক্ত স্বত্বের অপরিহার্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শেষতঃ জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাই যে যদি কোন রায়ত একবার ভূমি পরিভাগ করে এবং পরে ক্ষতিপূরণ দিয়া আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে, তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তথাপি সে বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত এবং বাস্তবিক জমীদারের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ।

দৃষ্ট হইবে যে রায়তরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তি সেই ভূমিতে যদি ভূস্বামী বা তালুকদাররূপে একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার দখলীস্বত্বের উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং ইজারাদার হইলেও পার সে যে জমীর ইজারা লইয়াছে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব লোপ পাইবে না। কিন্তু ভূমিাধিকারী যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাতে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে (২৮ ধারা)। তালুকদারকে ও ইজারাদারকে যে স্বত্ব প্রদান করা হইল, কোন নিয়মে তাহা ভূমিাধিকারীকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তালুকদারও চিরস্থায়ী স্বত্বদান হইতে পারেন। কেবল মাত্র জমীদার জমীদার হইয়াছেন এই অপরাধে খরিদারের যে সাধারণ স্বত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা আশ্চর্য ও বুদ্ধির অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাহসপূর্ণক রেবেমিউ বোর্ডে প্রধান মেম্বর জীবুত এচ, এল, ডাম্পিয়ার সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাঙ্গালার ডাম্পিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চদরের প্রামাণিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সম্মানের সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। তিনি বলেন “কোন নির্দিষ্ট ভূমিতে দখলীস্বত্বদান খাজ কতকগুলি স্বত্ব পৃথিবীর যে কেহ এয় বা অন্যোপায়ে অর্জন করিতে ও ভোগ করিয়া আগিতে পারে, কেবল এক ব্যক্তি পারে না। দূরবর্তী কৃষি-কর্মবর্জিত যেকোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পার্শ্ববর্তী মহালের জমীদার, যদি জমী তালুক ভুক্ত হয় তাহা হইলে মহালের জমীদার বাসেন্দাই হউক বা অনুপস্থিতই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক বাসেন্দা তালুকদার, ঐ জমী সর্বনিম্নবর্তী যে পেটাও তালুকের অন্তর্ভুক্ত তদুপস্থিত যেকোন তালুকের অধিকাৰী এরূপ স্বত্ব অর্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সর্বশেষে যাহার উপর উক্ত স্বত্ব বর্তিয়াছে তাহার নিকট ক্রয় করিলেও উহা ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূমিাধিকারী অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে “যে এক বা এক ব্যক্তির আবাবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমিভোগ করে,” অথবা ১৪ দফার শেষের দিকে জীবুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে বা “যে ভূস্বামীর চিরস্থায়ী তালুকদারের আবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমিভোগ করে”। এই মন্তব্যের যথার্থতা এত বিশদ যে আমার আর ইহার তীক্ষ্ণ টিপ্পনী করা আবশ্যিক বোধ হয় না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় স্বত্ব।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় এম তর করিয়া বিচার করা হইয়াছে। অতএব আমি ইহার বিক্ষেপে ওকাংলীর পুনরায় বিচারে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানে। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে জমীদার ও রায়ত উভয়েরই অনিষ্ট হইবে। জমীদারের একটী মূল্যবান স্বত্ব অন্যায়রূপে কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহাদের মহালে শত্রুশক্তির গোপন প্রবেশ দ্বার মুক্ত হইবে। রায়তের যেসকল অবস্থা তাহাতে যে যোতের উপর তাহাদের আশ্রয়দান নির্ভর করে তাহা অল্প দিবসের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহারা মজুরের অবস্থায় উপনীত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই বল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই বল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট যখন প্রথমে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব করেন, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয়ে মত

প্রদানার্থ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশনকে আহ্বান করা হয় এবং উক্ত আসোসিয়েশন খাজানার ডিক্রী টাকা শোধ করণার্থ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় আইনসম্মত করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ দে জমীদার এই উপায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত একবার বিক্রয় হইল তাহা হস্তান্তরযোগ্য তালু হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কার্যতঃ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন কারণ সেক্রেটারী রেনল্ডস সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

“ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কিঞ্চিৎপরিমাণে অনিচ্ছাপূর্বকই আপোষ বিক্রয় বা অশা নিয়মক্কা দখলীস্বত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উত্থাপন লইতেছেন। রেভিনিউ বোর্ডের পত্রের প্রা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুগুণ্যক লোকের মত এই প্রস্তাবের অনুকূল এবং ঐযুত লেপ্টেনে- গবর্নর সাহেব বুঝিতে পারিয়াছেন যে সময়ে সময়ে যেরূপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেরূপ মন্দ ফল উৎপ হইত না, এবং যাহাদের ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অভিপ্রেত নয় এরূপ লোকের হস্তেও ভূমি হস্ত- স্তরিত হইয়া আসিত না। তাঁহার বিশ্বাস এই যে এরূপ হস্তান্তরপত্র দ্বারা জমীদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ ষ্ট- কার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমীদার শ্রেণী সাধারণতঃ হস্তান্তর ক্ষমতা প্রদানের অত্যন্ত বিরোধী এবং মস্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ঐযুত গবর্নর জেনরল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের বাবস্থা করার উচিত্য বিষ- বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্য পাণ্ডুলিপিতে জমীদারের অনুমতিক্রমে আদালতের ডিক্রীজারী- মতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় সিদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে। ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিশ্বাস এই যে এবিষয়ে কোন আপত্তি হইবে না।”

তাঁহার পর বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের মত পরিবর্তন হইয়াছে এবং জমীদারেরা ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব ছাড়িয়া দিতেছিলেন তাহা বুঝা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রকৃত্য বিষয়ক একটা নিয়মের অধীনে বাতিল ও একান্তসিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছু নাই যাঁহাতে সর্বগুণ্যী ভূমিাবাসী বা দাঁওঅধীশী লোকের জমীদারের ক্ষতি করিয়া ভূমি ক্রয়বিক্রয় বা করিতে পারে। জমীদারকে যে পূর্বক্রয়ের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আঁমার তরফে যে কার্যক্রমে তাহ সারবস্ত না হওয়া ছাড়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমীদার যে জমীর ভূস্বামী ও যাহা আইন অনু- ক্রমেই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার জন্য তাঁহার মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর পন্থা খরদারের সঙ্গে ডাকাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্মত রায়তের সঙ্গে তাঁহার না বলিয়া উঠে তাহা হইলে তাঁহাকে খরচান্ত করিয়া শালিশীর জন্য আদালতকে আনাইতে হইবে এবং আদালত বিচারে যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দে- তাঁহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমীদারের অনেকগুণ্যক রায়ত বিদ্রোহী হয় ও তাঁহাদের যোত বিক্রয় করিবে বলিয়া তর দেখায়, তাহা হইলে জমীদারের যদি সমস্ত যোত কিনিবার মত তাঁহারেরা টাকার থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত যোত দুষমন লোকের হস্তেও হওয়া কোন ক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতঃ- রায়তদের অভিপ্রায় মন্দ হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাঁহারা কণ্যতঃ জমীদারের সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে। অন্তরে আর একটা বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। জমীদারের খরচপত্র করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়মপালন করিয়া মূল্যমধ্যস্থ আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু রায়ত সে মীমাংসায় বাধা নছে, কারণ ৩২ ধারার ৪ প্রকরণে বলে যে যখন জমীদার রায়তকে মূল্য গ্রহণ করিতে বলেন “রায়ত হয় ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্য উক্ত ভূমিধিকারীর নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।” অতএব জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়তের দায়ের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্বক্রয়ের স্বত্ব যদিও কাণ্যতঃ সম্পূর্ণরূপে অসার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আঁমার কোণল করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়তকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্বক্রয়স্বত্বের নিয়ম ভালুকদারের প্রতি বর্জিত না ও যে সকল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যোতের অধিকার অধিক কোণা বিলি করে অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত রাখিয়া তাঁহার কিয়দংশ কোণা বিলি করে, তাহাও ভালুকদাররূপে পরিণত হইয়াছে।

#### খাজানা বৃদ্ধি।

ভালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধির কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমীদারের ক্ষতি করিয়া তাহা- দিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এমনকি তাহাদের যে স্থলের অবস্থা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮১৯ সালের ১০ আইনমতে কখনই হয় না। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমি বলিতে চাহি যে একদমে খাজানা বৃদ্ধি করা একপ্রকার স্বাগত হইয়া গিয়াছে এবং এই সম্বন্ধে জমীদারদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়াই নূতন বাবস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহাও সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আঁমার বোধ হইতেছে যে কামটা যে সকল পারিবারিক করিয়াছেন তাহাতে জমী- দারদিগের প্রতি সুবিচার না হইয়া এখন যে অংশ আছে সেই অংশ বহুগুণ হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্তমান আইন অনুসারে জমীদার ও রায়তের, আদালতের বাহিরে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একবারে লোপ করা হই- য়াছে। ইহাতে বিধান আছে যে, যেখানে ইচ্ছামত বন্দোবস্ত হইবে সে স্থলে চারি আনার অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকার দুই আনার অধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ মাত্র ১৫২৪ সময়ের জন্য এবং টাকার দুই আনার অধিক ও চারি আনার অনধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ পনের ১৫২৪ সময়ের জন্য বৃদ্ধি হইবে। আদালতের বাহিরে

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে জমীদারের উপর বিধন অঙ্গসভা আরোপ করা হইল। যে ক্ষেত্রে যৌকদ্দমী দ্বারা খাজানা রক্ষা করিবার চেষ্টা হয়, সে ক্ষেত্রে যে সকল কারণে খাজানা রক্ষার জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকট সেই প্রকারের ও তদ্রূপা স্বত্বাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত তদনুসারে কর ধারে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান বাজার খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ) জমাদিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি অন্য দ্বারা বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত কাঁরাবালীতে খাজানা রক্ষা সমস্যাপূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ “প্রচলিত হার” পরিহার করা যায় না এবং এখন বিষয়ে যে সকল সমস্যা ও গোলযোগ আছে তাহার কিছুই দূর হয় নাই। এই বিষয় বিশদ করার জন্য চেষ্টা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট তাহার বিরোধী হন। আমার ভর্য এই যে দ্বিতীয় দাবির অসীম বিনিয়োগ প্রতিপন্ন হইবে। কারণ গবর্ণমেন্ট কাম্বাকারেরা যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু নাজি বিশ্বাস করা যায় না, ইহা আনিয়াশুনিয়া গড় মূল্য নিরূপণার্থ বিন্যাসযোগ্য এমন পাওয়া যে নিত্য সুকঠিন, বিশেষ “সেই স্থানে বা চলিত বাজারে”, কনিষ্ঠ দাবী অস্বীকার করিতে পারেন না। চলিত বাজার কে নির্ণয় করিয়া দিবে? পরে যে সকল লক্ষ্য উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তৃতীয় কারণ কাছাকাছি অসম্ভবতার বন্দী প্রতিপন্ন হইবে। চতুর্থ কারণ অনুসারে যদি লক্ষ্যরূপেও কাছাকাছি হয়, তাহাপি উহা কদাচ তখন প্রয়োগে আসিবে।

যে সকল নিয়মে রাজস্ব কাছাকাছ কল্পিত খাজানা রক্ষা সমস্যা তদারক হইবার প্রধান গাছ, তাহাতে কাছাকাছি সমস্ত বাণীরই রাজস্ব কাছাকাছের বিবেচনায় সম্পন্ন হইবে। উদাহরণ, প্রচলিত হার নির্ণয়জন্য রাজস্বকাছাকাছের উপর তৎক্ষণাত্বে তদারকের উপদেশ আছে; কিন্তু অত্র মরিয়া প্রচলিত হার নির্ণয় করি-  
দেন তাহার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। ফল এই হইবে যে ত্রিভিন্ন কাছাকাছ ত্রিভিন্ন বৃত্তিতে কাছাকাছ করিবেন। মূল্য বৃদ্ধি হইতুক খাজানা রক্ষা করিবার এই প্রধান আছে।—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের কাছাকাছ নিয়মিত সময়কালে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায় আদালত তৎক্ষণাত্বে দৃষ্টি রাখিবেন, এবং যৌকদ্দমী উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য অন্য যে পাঁচ বৎসর মূল্যের নিমিত্ত লওয়া যায় ও কাছাকাছ বাব হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা রক্ষা করিবেন না যে বৃদ্ধিত খাজানা দাবী খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি-  
আনার অধিক হয়।

(গ) ভুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ-  
বৎসরের গড় মূল্যের সহিত অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে ও চারিবারের নিয়মানুসারে দাবী খাজানার সহিত  
বৃদ্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

এই সকল বিষয় অনুসারে কাছাকাছ বিষয়ে মূল্যের তালিকার উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু আমি পূর্বের বলিয়াছি গবর্ণমেন্ট কল্পিত কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকার উপর কিছুমান বিবাস করিতে পারা  
যায় না। গোলাসে উদ্ধাবরণ সংগ্রহ করে এবং গোলাসে যে এবিষয়ে বড় সতর্ক হইবে তাহার আশা করা যায়  
না। আর সমদায় থেকে ও মুজরা বিজয়ের দর বিস্তৃত থাকায় উল্লিখিত ন্যায়রূপ গড় হিসাব করা  
সম্ভব না, সে দাবী মারিলেও কোন দায়িত্ববাহিত নেতৃত্বের তাহার পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয় না। যদি  
বিশেষ সতৃপ্নক তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, একথা শুদ্ধ চিন্তাও তালিকার অস্তিত্ব বৃদ্ধিবে।—এই সকল  
তালিকা চিঠিপ্রাপ্তের প্রকৃত ও সিন্ধু প্রমাণ বলিয়া আশা করিতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আমার এই  
প্রশ্ন আসিতেছে—পূর্বের মূল্যের তালিকা কিরূপে প্রস্তুত করবে?

আমি দৃষ্টান্তে হইবে যে সমস্ত শস্যের মূল্য বাজার টাকার ও বেগারের চুটী, এবং গবর্ণমেন্টের পরি-  
লব্ধ করিতে হইবে। প্রধান খাদ্য শস্যের ন্যায়সম্বন্ধ করার তার দ্বারা গবর্ণমেন্টের হস্তে সমস্টিত হইল। উক্ত  
গবর্ণমেন্ট বিবেচনায় সমস্ত ত্রিভিন্ন শস্যের নাম ভ্রমের করিতে পারেন। তামাক, তুঙ্গ, ভুঁড়, আঁশ, পাট প্রভৃতি  
মূল্যবান উপপদার্থের বার কোল বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় নাই। স্পষ্টই দেখা বাইতেছে যে হস্তশিল্পের  
কাঁচামাল কমুটেশন আকৃষ্ট যে মূল্য হস্তে প্রাপ্ত এ নিয়মও সেই সূত্রানুযায়ী। কিন্তু আমি সাহস করিয়া নিবেদন  
করিতে পারি যে বিলাতের চাইদের সহিত বাজারের খাজানার কোন তুলনামূল্য নাই; কারণ অর্থনৈতিক কল-  
নের নিদ্রিত অর্থায়ন মূল্য, আর যেখানেই উৎপাদনের মূল্য বৃদ্ধি হইলেও এক্ষণে পুরাতন নিয়ম হইতে  
অনেক দূরে আগিয়া গিয়াছে। চারিবারের চাইদের নাম রক্ষা করা, কিন্তু তাহাই বাজার টাকার দেয়

খাজানা রুজিযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এতলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যে মূল মূল টাইমকে মুদ্রায় পরিণত করার সময় সুবিচার সম্বন্ধ বলিয়া গৃহীত হয়, টাকার হের খাজানা রুজি বিষয়ে সেই মূল মূল কি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সম্বন্ধ হইবে? আরি যতদূর বুঝিতে পারি, বর্তমান আইনমতে এই মূল মূল খরিয়া কার্য করা বেরণ কঠিন পরেও তাহা অপেক্ষা কোনমতেই সম্ভব হইবে না। ভূমাসিকারী কর্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানারুজিসম্বন্ধেও বিশেষ বিশি দ্বারা কার্যক্ষেত্র এক সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে যে আমার ভর হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণসম্বন্ধে রুজির আদায় দিবার সময় আদায়ভের সে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ৪৬ পারার বলে যে আদায়ভ দেখিবেন এই ভূমি উচ্চতর কারে খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অনিশ্চিত, তখন কোন্ বুদ্ধিমান জমীদার উৎকর্ষসাধন করিতে আগ্রহ করিবে? টাকা দিয়া তাহাতে লাভ হইবে কি না ঠিক বুঝিতে না পারিলে কেহই টাকা বাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটা কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সহিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পত্র দেখালেখিবারা পূর্বে স্থির হইয়াছিল যে কোন চানাই বর্তমান খাজানা দিওনের অধিক রুজি হইতে পারিবে না এবং একবার রুজি হইলে তাহা দশ বৎসর বলবৎ থাকিবে। প্রথমকার পাণ্ডুলিপিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্তমান গবর্নমেন্টের পরামর্শমতে উভয় নিয়মট পরিবর্তিত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেখানে প্রচলিত হার অপেক্ষা স্থানভা বশতঃ রুজির চেটা হয় সেখানে খাজানা টাকার আটশতাব্দীর অথবা শত করা পঞ্চাশ টাকার অধিক রুজি হইবে না, এবং যে স্থানে মূল্য রুজি বশতঃ খাজানা রুজির চেটা হয় সে স্থানে বদ্ধিত খাজানা পূর্বতন খাজানা হইতে টাকার চারিখানা অথবা শত করা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা রুজি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্নমেন্টের নীতিই এখনই চূড়ান্ত হয় না। জমীদারেরা যতট অধিক ছাড়িয়া দিতেছেন ততই তাঁহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে, যে স্থানে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্তমান খাজানার স্থানভা বশতঃ রুজি করিবার চেটা হয় সে স্থানে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের নীমা পড়াও বদ্ধিত হওয়াই উচিত। কেন যে এরূপ স্থলেও শত-করা পঞ্চাশ টাকা উচ্চতন নীমা নির্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। আবার যে স্থানে মূল্য রুজি বশতঃ খাজানা রুজির জন্য চেটা করা হয় এবং অনুপাত খরিয়া রুজি দিতে হইবে, সেখানে শতকরা পঁচিশ টাকা উচ্চতন নীমা নির্দেশ করা সুবিচারসম্বন্ধ নহে।

অসো মেয় খাজানা টাকার পরিবর্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ খাজানা অপেক্ষা বেচারেই অধিক খাটে; এবং আমার মন্যবর সহযোগী সচিবান্বিত দ্বারভঙ্গার মহারাজা নিশ্চয়ই এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলেও চলে। যাহাই হউক আমার কথা এই, যে মূল মূল খরিয়া পরিবর্তনকার্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তদ্বারা বর্তমান খাজানা কম হইয়াই সম্ভাবনা। এই দুইটা মূল এই—

(ক) দখলী মূল বিশিষ্ট ভায়ভেরা নিকটই সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির অনিষ্ট গড়ে যে মূল্যরূপ খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে ভূমাসিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাট্টা থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এতলে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তখন বর্তমান খাজানা কমান হইবে না, এইরূপ স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

দখলীমূল্যশূন্য দাবীত।

চিরস্তায়ী বন্দোবস্তের আইন ১৮৫৯ সালের ১০ আইন এ উভয় নতই দখলীমূল্যশূন্য রায়ভের সঙ্কিত কারবারে জমীদারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। দখলীমূল্যহীন প্রজা ইম্ফানীন প্রজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূমাসিকারী ও দখলীমূল্যহীন প্রজার সম্বন্ধ বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইতেছে। যদি দখলীমূল্যহীন প্রজা কোনমতে একখণ্ড ভূমির উপর এক মুঠা বীজ ছড়াইবার বোণাড় করিতে পারে, তাহা হইলে কিছুকিছু তাহার দখলীমূল্যলাভ বন্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্বে যেসকল বলিয়াছি বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধে যে আইনসম্বন্ধ অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ ফল লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আসিবে তখন জমিদারের সহিত তাহার বেরণ খাজানা দিবার কথা থাকিবে সে তাহাই দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিস্ট্রী করা নিয়মপত্র ব্যতীত খাজানারুজি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমিদার রায়তকে এরূপ নিয়মপত্র দিতে যাইবেন সে উহা অস্বীকার করিতে পারে। তাহা হইলে জমীদারকে প্রজা দূর করিবার জন্য নৌকদমা কর্তৃ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। আদালত তখনও যোচের কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসম্বন্ধ তাহা স্থির করিয়া দিবেন এবং আদালতের হুকুমদত জমীদার প্রজাকে পঁচবৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য হইবেন; এবং যদি এই পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার পূর্বেই রায়ভের দখলীমূল্য অথবা তাহা হইলে সে দখলীমূল্যবিশিষ্ট প্রজার সমস্ত স্বত্বও অধিকার পাট্টাতে অর্পণ হইবে। এইরূপে দখলীমূল্যহীন প্রজা নাম যাইতে পথ্যবলিত হইবে। এই প্রণের রায়ভের সঙ্কিত আপনায় ইম্ফানিত কারবার করিবার জমীদারের এক্ষণে যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমীদারকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে পঁচবৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য করা হইল। এতলে আমার বলা উচিত যে বিচারাহীন পাট্টা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণ হেতুকই প্রজার উচ্ছেদের অভিপূরণ সম্বন্ধীয়

প্রথমবার বিধান সকল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিধানে এদেশে অজ্ঞাত কতগুলি নূতন তাঁতের স্রষ্টা অনবিন্দিতে ছিল। এপাটুলিনিতে সেগুলি থাকিলে নূতন বিধানের মূল হইত। কিন্তু তাহার পরিবর্তে বিচারাদীন পাঁচ বৎসরের পাট্টা প্রবর্তিত করার অধীনারের প্রতিবিম্বের অবিচার করা হইয়াছে। যে বিষয়ে অধীনারেরা চিরকাল সম্পূর্ণরূপে অধীনভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই বিষয়েই আদালত তাঁতাদেশে হস্ত পাশ বন্ধন করিয়া দিলেন। আর যে রায়তের সুবিধার জন্য বিচারাদীন পাট্টার হুকুম দেওয়া হইল, সে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও গোলযোগকারী হইতে পারে। সে বন্দ পরামর্শ দিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্তী লোকের পালকে কেপাইয়া দিতে পারে এবং অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। তরত জমিদার অন্য প্রকার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিলে উহা অপেক্ষা বেশী খাজনা পাইতে পারিবেন এবং তরত খাজনা আদায়ের ভাল আশির্ভাবা পাঠিতে পারিবেন। কিন্তু বিচারাদীন পাট্টার তাঁতের সুবিধা বা অধীনতা রহিল না। দখলীস্বত্বের বারত সম্বন্ধের বিধান সকলে অধীনারের ভূস্বামী স্বত্বের প্রতি আরো এক বিধানে আক্রমণ করা হইয়াছে একথা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারিবেছি না। যে শ্রেণীর রায়তের সুবিধার জন্য এরূপ আক্রমণ হইতেছে জমির উপর তাহার কিছু বার মারা নাই সুতরাং অধীনারের অসুখই পাইতে ডাকাদেশে কিছু মাত্র ধর্ম্মত: দাবী নাই।

কোর্কা বিলি ও কোর্কা রায়ত।

যে পাটুলিনি প্রথম উপস্থিত করা হয় তাহার এক প্রধান শৌন এই যে, যদিও তাঁতের জমিদারের অধিকার বিশেষরূপে ধর্ম্ম করা হইল, তথাপি সে প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকরক, তাহার পরিবর্তনই দেশে ধনাগম ও সাধারণের প্রতিবিম্বরূপে গণ্যনৈমটি ও ভূস্বামী ও পেটো ভূস্বামীর দল আচার প্রাপ্ত হন, তাহার কার্য্যত: অল্পই উপকার করা হয়। যথাবর্তী শৌনকর অবস্থা বিশেষরূপে উন্নত করা হইল। কিন্তু কোর্কা রায়ত, যে প্রায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকরক করে, তাঁতকে সম্পূর্ণরূপে যথাবর্তী শৌনকর দখল উপর কেনিয়া দেওয়া হইল। এই বিধানে যেমন উত্তরবিশেষ করা হয় কর্ম্মী তাঁচা সম্পূর্ণরূপে বর্জিত ছিলেন। এবং তাঁতের কোর্কা রায়তের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য নানানিধি উপায়ে প্রস্তাব করিয়াছেন। তদনুসারে এই পাটুলিনিতে কোর্কা বিলি নিয়মিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে এই যে, এমনকি বিধান কার্য্যে পরিণত হইবে না। প্রথমত: যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহার বোতের অন্ধকের অধিক কোর্কা বিলি করে, সে, উহা রেজিষ্টারী হইয়াযাক, তালুকদাররূপে পরিণত হইবে। তালুকদারের অবস্থা বিশেষরূপে সুবিধাজনক। অতএব তাঁতের কোর্কা বিলি বদ্ধ হওয়া দূর থাকুক এবং উহার প্রকাশ দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়ত: যদি কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্কা বিলি করে, তাহা হইলে কোর্কা পাট্টা মাত্রে বৎসরের অধিক কালের জন্য গিল্প হইবে না, এবং তাঁত ভূতকালেও কলবৎ হইবে। যে কোর্কা পাট্টা দিয়াছে তাহার অবস্থা ইচ্ছাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ পাট্টার বিধান যত অল্প হইবে তাহার মাত্রে তত অধিক হইবে। তৃতীয়ত: কোর্কা রায়তের ভূমিকারীরা সীতী করা পাট্টাগুলি নিজে বাঁচা দিয়া থাকেন তাহার উপর শতকরা ৫০ টাকার অধিক খাজনা আদায় করিতে পারিবেন না এবং অন্য স্থলে শতকরা ২৫ টাকার অধিক পাইবেন না। আরি বুঝিতে পারিবেছি না যে স্থলে পর২ সঙ্কলন যথাবর্তী শৌন আছে, (বাকসংগ্রহে পর২ ১৩ শ্রেণীর যথাবর্তী শৌন আছে) সেও স্থলে নিরূপে এই বিধানে কাঁচা চলবে। প্রত্যেক যথাবর্তী স্থিতি কোর্কা রায়তের নিরুপিত হইতে তিনি আগম ভূমিকারীকে বাঁচা দিয়া থাকিবতঃ অপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকা অধিক দাবী করিতে অসম্মত হইবেন। তাঁচা হইলে এই মঙ্গের সর্ব্ব শেষ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি অন্ধকে চান করে তাঁচা, শৌন হইবে? চতুর্থত: ভূমিকারী কোর্কা রায়তকে ভূমি সম্বৎসরের শেষে তির ও বৎসর শেষে হইবার ছয়মাস পূর্বে উঠিয়া বাঁচা দিয়া লিখিত শৌনিস মান ভিন্ন উঠিয়া দিতে পারিবেন না। আমার ধারণা এই যে উচ্ছিন্ন রায়ত অন্ধকের অধিক ভূমিকোর্কা বিলি করিয়াছে কিনা তাহাট লইয়া উচ্ছিন্ন রায়তের সহিত কোর্কা রায়তের সর্ব্বদা বিবাদ হইবে, ফল এই হইবে যে হয় কোর্কা রায়ত নিজে অন্ধকার লজ্জা করিয়া থাকিবে, না হয় সর্ব্বদা মোকদ্দমা মাফা হইবে। তাঁচা আমি যত দূর বিচার করিতে পারি তাহাতে সে সকলস্থলে উচ্ছিন্ন রায়ত তাঁচা বোতের অন্ধকের অধিক ভূমিকোর্কা বিলি করিয়া কেবল সেইসকল স্থলেই ৬২ খাতাবৎ খাজনার মীমাংসার কাছাকাছি হইবে। এই জন্য সেই রায়ত তাঁচিনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রেতি আপনাকে সাবধানে এই সীমার মধ্যে রাখিবে। আরও উচ্ছিন্ন রায়ত যদি আদম লজ্জা করে, তাহা হইলে তাঁচাকে আদালতে আনায় কাহারও অর্থ নাই, কাবল জামিন লজ্জা করিলে কোনরূপ শাস্তিরই বিধান নাই। উচ্ছিন্ন রায়ত যে রাখিত তাঁতের নিজের শর্ত্তসত্ত্ব অধী লইতে স্বীকার না করিবে, সেইরূপ রায়তকে ভূমি না দেওয়া ই স্থির করিয়া রাখিবে, এবং যখন কোন কোর্কা রায়ত এই শর্ত্ত স্বীকার করে সে অপর আইনপ্রসঙ্গ উপকারের প্রকাশী হইবে না। তৃতীয় বালি ছাড়া একজন রায়ত তাঁচিনের নিমিত্ত শর্ত্ত অধী লইতে ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু যদি উচ্ছিন্ন রায়ত তাঁচাকে গ্রহণই না করিল তবে সে তাঁতের কিসের জোরে। অতএব কোর্কা বিলি নিয়মনাথ বিধান অনুসরণ অকাঙ্ক্ষ্য হইবে, না হয় অগেষ-প্রকার মোকদ্দমা মাফা উপপাদন করিবে।

উৎকর্ষসাধন।

উৎকর্ষসাধন অর্থাৎ ভূমিকারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে যে পরিবর্তন প্রবর্তিত করা হইয়াছে তাহা না বর্ত্তমান আইনের অনুযায়ী না দেশাচারের অনুযায়ী। বর্ত্তমান সময়ে ভূমিকারীরাই প্রায় ভূমির উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে তাহার ভূমিকারীর সম্মতি ও অনুমোদন লইয়া করিয়া থাকে। কিন্তু এই অধ্যায়ে বলিতেছে যে (১) যে রায়ত অবধারিত খাজনার ভরিতোগ



করে সে আপন/যাত লম্বন্ধে শৌনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে ভূমাসিকারী তাহাকে বাধ্য দিতে পারিবেন না। (২) সে স্থলে রায়তের মখলীস্বত্ব আছে সে স্থলে সেই ভূমাসিকারীর অধীনে অন্য এক বা তদধিক বোত সবন্ধে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রায়তের উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্র স্তু থাকিবে। (৩) যে স্থলে মখলীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন বোতে শৌনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে উচ্ছা করে সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা করিয়া দিবার জন্য ভূমাসিকারীর উপর এক মোর্টিস দিবে। যদি ভূমাসিকারী তাহার অমুরোধ রক্ষা করিতে না পারেন অথবা অমশোযোগ করেন তাহা হইলে রায়ত নিজেই উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে। এই বিধান সমুহের মর্ম এই যে উচ্ছা করে ভূমাসিকারীর ভূমারী স্তু অস্বীকার করিয়া ভূমিতে উৎকর্ষসাধন করিবার স্তু কালার এবিষয়ের মীমাংসাব্যবস্থার কালেক্টরের চক্ষে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি রায়তকে কৃষির উৎকর্ষসাধন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া রাজনীতিগত হয়, তাহা হইলে প্রথম কক্ষে ভূমাসিকারীকেই উক্ত উৎকর্ষসাধনের তাঁর দেওয়া উচিত। অর্থ নীতি-মতে দেখিতে গেলে ভূমাসিকারীর আনক মূলধন থাকার তিনিই উৎকর্ষসাধনে অধিকতর সমর্থ। কিন্তু এ বিষয়ে দোতার কিছুমান সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল না। তিনি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, খাজানা রক্ষি করিয়া তাহার মুনাকা ভুলিয়া লইবেন এ আশ্বাসও তাহাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ খাজানারূপে দেওয়া বা দেওয়া আদানতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আদানত যদি দেখেন যে ত্রুটি খাজানা রুক্ষি দিতে সমর্থ তবেই রুক্ষির আদান করিবেন। আবার আশঙ্কা হয় এই সকল নিয়মের অপরিহার্য কণ এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহাদের উৎকর্ষসাধন করিবার সামর্থ্য নাটকাত্মক নিকট উৎকর্ষসাধনের আশা করা, এ ব্যতীতের সামর্থ্য আছে তাহাদের প্রতিবন্ধক দেওয়া যে করিয়া থাকি রাজনীতি তাহা আমার রুক্ষির অগম্য। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা, আদানতের প্রভৃতির জন্য ভূমি গ্রহণ বিষয়ে ভূমাসিকারীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই। আবারে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের সংশোধন চেষ্টা দেখিতে বলা হয়।

অবিত্তক সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

পাণ্ডুলিপিগে জিলার অজকে সমতা দেওয়া হইয়াছে যে কালেক্টর অথবা সার্ভিসান যে কোন ব্যক্তি ভূমিতে তাহার স্তু না থাকিলেও, আবেদন করিলে যদি তাহার বোধ হয় যে (ক) সাধারণের অনুরোধ বা (খ) ব্যক্তি বিশেষের স্তুর হানি হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা, কোন মহাল বা জমির সহাধিকারীদিগকে তাহার তত্ত্বাবধানের স্তুহস্তে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। আমি শেষ বিষয়ের কথাই প্রথমে বলিব। সহাধিকারীগণের মধ্যে বিবাদ থাকিল অথবা সাধারণ কাযাধ্যক্ষ না থাকিলে রায়তদিগের কষ্ট ও বিরক্ত হইতে পারে এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু কামচী খাজানা আদানতের নিয়ম করিয়া এ অন্তবিধার প্রতিবিধান করিয়াছেন। ৭৩ খ্রীর (গ) প্রকরণে বলে যে যে স্থলে অনেকগুলি অংশীদারকে একযোগে খাজানা দিতে হয় এবং তাহা-দিগের পক্ষ হইতে খাজানা গ্রহণের ক্ষমতা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকায় একটা টাকার জন্য উক্ত সহাধিকারীদিগের একযোগে এসীদ পাইতে না পারে সে স্থলে উক্ত মহাল খাজানা আদানত করিয়া দিতে পারিবে। আরও যদি সহাধিকারীরা একযোগে অথবা নাথারন কাযাধ্যক্ষের দ্বারা দরখাস্ত বা মোকদ্দমা করিয়া করে তাহা হইলে সহাধিকারীরা কোর্টের দরখাস্ত অথবা বন্ধিত খাজানার জন্য মোকদ্দমা করিতে পারিবেন। এতদ্বারা দৃষ্ট হইতেছে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা অবিত্তক মহালের রায়তদিগের সমস্ত সুস্থিহুত কষ্টের কারণ সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে। অবিত্তক ভাবে কোন মহালের তত্ত্বাবধান হইলে সাধারণের যে কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি, যদি সহাধিকারীরা রাজস্ব দিতে কষ্ট করে, তাহাদের মহাল নীলাম হইতে পারিবে। যদি তাহারা আটম অধিকার করে অথবা সরকারী আদেশমত কাযা করিতে অপরগ হয়, তাহা হইলে তাহাদের দারিত্রের কথা বঙ্গদেশের রাজত্বের বিষয়ক আইনের কাযা দৃষ্ট অসুস্থান করা হইতে পারে এবং তাহাদের শাস্তিও হইতে পারে। এজন্য কালেক্টর অথবা জম সাধারণের তত্ত্বাবধান হইতেছে মনে করিলেই সহাধিকারীরা আপন সম্পত্তির তত্ত্বাবধান হইতে কেনই বঞ্চিত হইবেন, পরিষ্কার বুঝা যায় না। আমার নিবেদন এই যে যেসকল কারণের কখনই অস্তিত্ব নাই, তাহারই তদন করিয়া ভূমারী ও মখলীগণের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া, উহাদিগের পরিজন ও উৎকর্ষসাধনের উৎসাহক কারণ অশোভন করা, অকৃত রাজনীতির একান্ত বিরোধী।

স্বত্বের লিপি, খাজানার বন্দোবস্ত, হারের ডালিকা, ও ভূখামীর নিজ জমী  
লিপিৰদ্ধ করণ।

ভার-বহনরূপে সকল ভাগে নিদিষ্ট সংখ্যক অংশস্বত্ব ভূমির বন্দোবস্ত হয় ওখার অধুনা যে ভাবে কৃষির খাজনা হইয়া থাকে, উপরি উক্ত বিষয় সম্পর্কে অসংগত মতামত সেই ভাবে লিপিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ভাবে ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্তু ও স্বার্থাংশের উৎসাহকে নিষ্কিষ্ট আছে, এবং এই অন্যতর সমালোচনার বিষয় সম্বন্ধে যে ব স্থলে প্রমাণ ভূমাসিকারীর বিধান হইবার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলে সম্প্রদায়গণের নিজ নিজ ক্ষমতার উপর আদানতের কাযা নির্ভর করিতে দেওয়াই সঙ্গত মতামত। কিন্তু এত সকল অপ্রাণের সময় এও যে, একদিকে ভূমাসিকারী ও প্রজা কৈতরকেই তাহাদের জন্য নিজের উপায় অবলম্বন করিতে প্রাণীকৃত দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে কামচী গদগদকে কামচীর তত্ত্বাবধানে সেই উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এও কল অপ্রাণের যে সকল কারণে যা হ তাহাদের কাযা দিতে আরম্ভ হইলে, আমার ভয় হয় যে দেশ মোকদ্দমা শাসনে ভূমারী স্তু হইবে, ভূমাসিকারী ও প্রজার সুপ্রতি সমস্ত উৎসাহ হইবে, যিহা সাক্ষ্য ও জ্ঞান করণের দ্বারা প্রকৃতরূপে উদ্ঘাটিত হইবে, অসীমত আনন্দারী অশেষরূপে প্রত্যাশা হইবে, হইয়া যাইবে,

এবং কৃষিকর্মীরা কতি, ব্যয় ও বিপদের সাগরে পতিত হইবে। রাজস্ববিষয়ক জরীপে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিল। যখন কোর্টের নিজেই এই সকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করিলে, তখন ইহা দেখিল লওর ডাফানেরই কাজ, কিন্তু কোর্টের কোনরূপ আবেদন ব্যতিরেকে কেবল যে গবর্নমেন্ট হাইদ্রা দেশের কোর্টের উপর উক্ত অনিষ্ট সংঘটন করিবেন আশি ভাণ্ডার যুক্তিযুক্ত ও সিদ্ধ কার দেখিতে পাইতেছি না। আপামী দুই তিন পুরুষ মধ্যে উদ্ভিষ্ট কার্য সমাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিয় পূর্বোক্ত ক্ষতি ক্ষত বর্জিত হইবে থাকিবে। যে স্থলে রাণ্য সংক্রান্ত বা সত্যসত্যী বিক্রমে নীলাধ খরিদার নিজের অবগতির জন্য অব্যবহারী কার্য সমাধা পাই না, স্বত্বের লিপিশুদ্ধ যদি সেই স্থলের জন্য প্রায় ৫ হর; যেস্থলে রায়েরো ধর্মঘট করিয়া খাণ্ডান দিতে অস্বীকার করে এবং যে স্থানে রাণ্যদেবের কর্তৃক অভিচার হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থলের জন্য খাজনার বন্দোবস্ত হয়; যেস্থলে জমিদারেরা নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থানের জন্যই জমিদারের নিজ জমীর রেজিষ্টারী করা হয়; নেই সকল স্থানে পক্ষগণের দরখাস্তসহ উহা নাগা ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্নমেন্টের হস্তে জমীদার বিবেচনার ভার পিয়া এই সকল অধ্যায়ের লক্ষ্য বিপর্যয় বিনষ্ট করা হইয়াছে, তাহার দেরূপ কোন আশঙ্ক্য তাই নাই এবং ইচ্ছা দ্বারা এত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত স্বার্থের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। হারের তালিকা সম্বন্ধে এই বলা যাতে পারে যে, এ বিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থানেই উহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, অর্থশাস্ত্রময় ও সাংখ্যিক কারণ বশতঃ একই গ্রামের মধ্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যেমননা হার বা এক সমান হার বা পূর্বে যাহাকে পূর্ণনা হার বলিত কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্য তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। প্রজা ও ভূমালিকারী কার্যই একাধা দ্বারা কিছুমাত্র উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূমালিকারী এবং প্রজার উপর দিয়া তাহার পরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ভূমালিকারী ও প্রজা কোনরূপ আবেদন না করিলেও স্বত্বের লিপি ও খাজনার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ বিধান সকল বলবৎ করিবার পরচ ভূমালিকারী ও প্রজার বাড়ি চাপা পড়ি হইবে। যে কার্য প্রণালী অবলম্বন করিলে ভূমি বিশিষ্ট প্রজার উপকার অপেক্ষা অগতির হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তাহার জন্য ভূমির উপর হুতন কর বসান হইবে।

খামার নামে অভিহিত ভূমালিকারীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করণ সম্বন্ধে খামার বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় নির্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহা দ্বারা সমস্ত পতিত ভূমি লক্ষণবহিত করা হইয়াছে। - ৩৮ ধারায় বলে,

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূমালিকারী নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেগাত, সের, নিজ, নিজঘাত বা কামাত বলিয়া ভূমালী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন লিপিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী; এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রমাণচারক্রে ভূমালিকারী খামার, জেগাত, সের, নিজ, নিজঘাত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূমালিকারী নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূমালিকারী নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া এই জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কিনা, এই কথাই প্রতিদৃষ্টি রাখিবেন কিন্তু যাহা বিপরীত দর্শন না যায়, তাহা এবং উক্ত জমী ভূমালিকারী নিজ জমী নহে, এই রূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূমালিকারী নিজ জমী কিনা, এ বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য শক্তিতে প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তাহা প্রতিদৃষ্টি রাখিবেন।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। জানিবেন যে সুবে বেহারের মধ্যে মালিকানা জমী এবং সুবে বাখাল ও মেদিনীপুরের জমিদার ও তালুকদার ও অন্য ভূমালিকারীদের নিজের নামকান ও খামার ও নিজ ঘাত ও রায় ভূমি উপরের লিখিত [ সাধারণ রাজস্ব হইতে লাভেরাজ ভূমির বহিকরণ ] দাড়া সকলের বাহির আছে, ইত্যাদি।

আইনের ভাষার সহিত পাণ্ডুলিপির ভাষা তুলনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে পুরাতন আইনানুসারে জমীদারের খামার জমীতে ক্রমাগত বার বৎসর ধরিয় চাষ করার শর্ত নির্দিষ্ট ছিল না। পতিত ভূমালিকারী একথা সকলেই জানে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকল্পে খাজনা ধায়া করার জমীদারের যে অপরিহার্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই পূরণার্থ উহা জমীদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ক্রোক।

খাজানা আদায়ের সহজে ক্রোকের আওতায় সহায়তা প্রদত্ত প্রয়োজীয় ও কার্যকর বলিয়া সাধারণতঃ কোর্টের বিধান। আশি জানি বেহারে ইহা সমগ্রতা অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। বর্তমান কোন আইনের সার এই যে ইচ্ছা দ্বারা শীঘ্র ও অপর্যাপ্তী হইয়া, কিন্তু ভূমালিকারীর লিপি সমস্ত পরিদৃষ্ট করিয়া এবং কসতের অব্যবহার করিলে তাহাকে বিলক্ষণ বৃত্তি প্রদত্ত হয়। পাণ্ডুলিপি আদায়ের কোন আদায়িত

দ্বারা করিতে হইবে। উহার প্রতিশ্রুতি নানা পক্ষের নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, আদালতের হুকুম জারী হইবার সময় হয় ৩ বা ৪ হইতে শস্য অনাবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। উহার কার্য প্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা দ্বারা আর শীঘ্র প্রতিবাদ পাওয়া অসম্ভব। সুতরাং প্রতিবাদই ক্রৌঞ্চ আইনের মর্ম্ম স্থাণ্ডিয়া উচিত। আবার ক্রৌঞ্চ করিতে গেলে ভূবাদিকাধীরা এক বায় করিতে ও এত বিস্তৃত হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আদালত এইরূপ বোধ হইতেছে যে এই গাণ্ডুলিপিতে যেকোন ক্রৌঞ্চী আধনের বিধান হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অকার্য্যকর হইয়া থাকিবে; এবং তাহাতে এক্ষণে শীঘ্র খাজানা আদায় করিবার বিষয়ে জমীদারের যে একমাত্র সুবিধা আছে, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

#### আদালতের কার্য্যপ্রণালী।

গবর্ণমেন্টে যে খাজানা আদায়ের প্রণালীর সরলতা বাদন করিবেন বলিয়া পৃঃ ২ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমান বারং বলিয়ার প্রযোজন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অধি আজি পর্য্যন্ত এবিষয়ে আপনাদের কষ্টের গণনা মত স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আর উপস্থিত গাণ্ডুলিপি পথম সূচনা হইতে খাজানা আদায় প্রণালীর সরলতা বাদন উহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বাদানুবাদের সময় কমিটীও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই সকল বাদানুবাদের কল কান্ডঃ জমাগিকে নিরাশ করেছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম

(১) পত্তনী কার্য্যপ্রণালী (২) গবর্ণমেন্ট ও রাষ্ট্রপালিত মহাশয় এক্ষণে যে কার্য্যপ্রণালী চাল ত্যাগ ও

(৩) বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাকী খাজনার জন্য মোকদ্দমা কল্প করিতে হইলে জমীদার বা খাজানাগ্রহীতা জমাগারীরা বাকীর কাগজ, দাখিলার মুড়ি প্রভৃতি আবেদন কাগজ দাখিল করিয়া এবং আবেদনকৃত প্রমাণ দিয়া আপীতঃ মোকদ্দমা খাড়া করিবেন।

তাঁহার পর আদালত সমন বাহির করিবেন। সমন জারী হইলে জারী হয় নাই বলিয়া সদরাত্ত যে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত মন্যের একটি বিধান করিতে পরামর্শ দিই—

“সাধারণতঃ সমনে ব্যক্তিব নামে হয় নিজ তাঁহাকে দিয়া অথবা বেজিষ্ঠী চিঠি দ্বারা পাঠাইয়া জারী করা হইবে। যদি কোন কারণ বশতঃ নিজ প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে গ্রামে ঐ ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে উক্ত ব্যক্তির মরতঃ বাস্তবানে অথবা তাহার পুত্র মাইলের মধ্যে উহা লটকাইয়া দিতে হইবে। ঐ ভূমির মালকাজারীতে, অথবা যে ভূমির জন্য বাকী খাজানা পাওয়া, তাহার অথবা তত্ত্বাবস্থিত অন্য কোন সদর জমাগার অথবা গ্রামের নোটে বা ভোপালে, অথবা যে গ্রামে ঐ জমা অবস্থিত তাহার অন্য কোন মুকাপ্রশস্তান লটকাইয়া দিয়া নোটিস জারী করা যাইতে পারে। যেখানে সমন হয় গ্রামের চৌকিদার ও গ্রামের মওল, না হয় গ্রামের দুইজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী, না হয় গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রারের নিম্ন হইতে জারী হইবার সাক্ষ্য লইতে হইবে।”

অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক স্থলেই উপরি উক্ত কার্য্যপ্রণালীর অংকত দুইটি আলম্বন করিতে হইবে। এরূপ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমার এক তরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্বিচার বা পুনরাবেদনের যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

সমনে এরূপ এক নোটিস থাকিবে যে যদি জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে দাবীর টাকার জন্য আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ জারীর হুকুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাকীকে নির্দিষ্ট দিনের নোটিস দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিবসে তাহার এজাহার হইবে সেই দিবসে তাহার সমস্ত দলীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং সাক্ষী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎক্ষণাৎ নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উত্তর পক্ষের সমক্ষে সেই দিনই ইস্যু ধাফা করিবেন; এবং মোকদ্দমার শুনানি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন ধাফা করিয়া দিবেন। ঐ দিন প্রতিবাদীর এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, ডালুকদার বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত হয়, তাহা হইলে ডিক্রী জারীক্রেমে তাহার ডালুক বা মোত বিক্রয় হইবে। যদি সে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আমানত করিয়া না দিলে আপীল গ্রাহ্য হইবে না। খাজানাগ্রহীতা/রীতিমত প্রতিবাদা দিলে আমানতের টাকা বাহির করিয়া লইবার অসুবিধা প্রাপ্ত হইবেন।

কমিটীতে আমার অনেক সহানুভূতি সত্যসঙ্গী আমার পরামর্শমত উপায় সভাস্থলীত আছে বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য, যে অধিকাংশ সভা আমার মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্যপদ্ধতি অল্পতর ও সরলতর পরিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সচকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের বাধা ঘটানোর সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আদালত সমন জারীকরণকাণ্ড ও এই কার্যের প্রমাণ সচ্ছত্তর করিতে উৎসাহ হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনযুক্তি কোন অনুমান করিতে দিতে অক্ষম।

বাহাই হউক, কমিটী নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উপস্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে তাহা যতদূর সাধা পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারায় একটি গুরুতর পরিবর্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজ্ঞা স্বীকার করে যে খাজানার নির্দিষ্ট তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এই খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে নিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উপস্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে কেবল টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নোটিস এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; এই তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আদালত পাঠিলে বাদীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষুদ্র জনের মধ্যে যে রায়ত আপন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অধীকার করে আদালতে তাহার কথা অগ্রদান হইলে, সে রায়তের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, একটি প্রকাশ করিলে প্রতিকারের পথ আরও অধিক পরিমাণে পরিষ্কার হইবে, আমি মণী কমিটীকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। কমিটী যে পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে চক্রের মধ্যে চক্র, বাকী খাজানার মোকদ্দমার মধ্য স্বতন্ত্র মোকদ্দমা, বর্জিত হইবে আর; খাজানা আদায় সহজ হওয়া দূরে থাকুক উহার বিনাক্ষণ দিনব্যাপি পরিষ্কার হইবে।

বিচারের সাধারণতঃ যে কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আবশ্যক হইলে সে প্রণালীর পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা কমিটী হাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার বোধ হয় এরূপ করাও যাহা, এ বিষয়ের সীমাহীনতার ভার পরিহার করাও তাহাই। যে ব্যবস্থাপক সভা কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিদ্রোহ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার বিচারের শীঘ্র সম্পাদনের জন্য উপায় পরিবর্তন করিতে। সমর্থ।

আমার ভ্রমসা আছে যখন আগামী নবেম্বরে কমিটীর অধিবেশন হইবে, তখন সভার খাজানা আদায়ের বর্তমান কার্যপ্রণালীকে সমস্ত ও অধিক পরিমাণে কার্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা না থাকাই ভূম্যধিকারীদিগের বিশেষ কষ্টের কারণ এবং ইহা না থাকিতেই রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের দায়িত্ব টাকা দিতে অনেক সময়ে তাঁহারা বিলম্ব করিয়াছেন। যদি খাজানার আইন সম্বন্ধে কোন বিষয়ে সকলের মত এক হয়, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে তখনও যদি ভূম্যধিকারীদিগকে তাঁহাদের যথার্থ পাওনা আদায়ের বিশেষ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে বিলম্ব নিন্দা হইবে।

#### চুক্তির স্বাধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কার্যতঃ বহিত করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় চুক্তির বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটী তাহা এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)

(খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুসন্ধান।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমানিবাদ দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে কসলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দিষ্ট হেতু তিন দখলী স্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্শী রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা)

(চ) নোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমানিবাদ স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতি পূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রিভারী ক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাণ্ডুলিপি উপস্থাপনের সময় আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি এই অবনতির প্রস্তাবের বিলম্ব প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন সমূহে যে কেবল চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে এরূপ নহে, প্রকাশ্যভাবে উহার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেও ঠিক জারী করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনাকে বাদী, ঘর, ফেঁস,

খোদা বিক্রয় বা বন্ধন দিবার সময়, তাঁহাকে কোর্টা উৎপন্ন বিক্রয় করিবার সময়, বছর নির্ধারণ করিবার সময় এবং জীবনের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় সন্তান জন্ম কার্য করিবার সময় স্বাধীন বলিষ্ঠ গণ্য হয়, কেবল আপন ভ্রাতৃদিকারীর সন্ততি চুক্তি করিবার সময় তাহা নহে কেন অপর্যাপ্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনর্বার বিবেচনা করিতে বলি।

### মেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে মেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী এই উভয়ের মধ্যে বিচারার্থিতা বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের গভর্ণমেন্ট অফিসে, রাজস্ব কর্মচারীর উপর যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অতিপ্রায় স্পষ্ট এই যে তাঁর তবর্ষের উত্তরাংশে যেহেতু সব একসময় করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং বাণিজ্যিক ও অঞ্চল মূলধনের কার্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে এবং পরিশ্রমের প্রদান শুকাইয়া আনিয়াছে, বাজার ও ভূমিদানোন্তের সেই প্রণালী প্রবর্তিত করা হইবে, আমায় এই বোঝ। কিন্তু আমি ভ্রমণ করি যে আমার বোধ প্রায়শ্চল্য বলিয়া প্রমাণ হইবে। শ্রমে বের খাজানা মুদ্রাক্ষেপে পরিবর্তন হইবে, স্বত্বের লিপি অথবা খাজনার বন্দোবস্ত হইবে, হারের তালিকা প্রস্তুত বিষয়েই হইবে, ভূমিগিরী ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে চুক্তির তত্ত্বাবধান হইবে, সন্ততি মাপের কাটি নির্দেশ করণেই হইবে, মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করণেই হইবে, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হইবে, আমি যে বিষয় দেখিতে যাই দেখি সে রাজস্ব কর্মচারীকেই দ্বিবিবদ্ধ করা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপিগণ অট্টালিকার ভিত্তিহীন সেই দ্বিবিবদ্ধ উপর নির্ভর করিতেছে। যদি রাজস্ব কর্মচারীকে কার্যনির্বাহক অথবা শাসন কার্য সম্বন্ধীয় কার্যকারক করা হইত, তাহা হইলে আমার আশঙ্কি ছিল না, কিন্তু তাহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এ বিষয়ে বিলম্ব আপত্তি আছে। যে প্রণালীতে বিচারসম্বন্ধীয় কার্যকারককে শাসনকার্যনির্বাহক গভর্ণমেন্টের ইচ্ছামতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের যত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছু নাই নয়। এই বিষয়ে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় আইনের হেডওয়ার্ড লর্ড ক্রাওফলিস যে উদ্যত ও সমীচীনমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“যে ভূমির রাজস্বের ও তাহার উত্তরের বিষয় সম্বন্ধে সন্ততি ভূমিদানোন্তের দেওয়ানবন্দ এবং বাণিজ্যিক সুব্যবহারী ও তাহাদিগের প্রজাবর্গের সঙ্গে যে সকল দীওয়ান ও বরাদ্দে মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইতেছে ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাঁহারা অনেক মতে মাল আদালতে বসিয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন ও তাঁহাদিগের কৃত বিস্পত্তি সমস্ত যে কছবার আদালত বোর্ড রেবিনিউতে ও তথা হইতে জিযু গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর মালের কোম্পেন্সে হয় এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহসীল কালেক্টর সাহেবদিগের জিয়া থাকিবে মাল আদালতের বরাদ্দার দীওয়ান এই সকল কারণ দৃষ্টে এই ক্ষেত্রে ভূমিদানোন্তের সপক্ষে সরকারের দত্ত যে সকল হুকুম অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে স্বত্ব আছে তাহা স্থিরতার বিষয় নিগারুই মনস্তির তা খবর না করণ এই যে মাল আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা কখন বিকল্পমতে ও কখন যথার্থ ক্রমে ও কখন উভয়ের অধ্যাক্ষে এতদভাবে বিচার্য থাকিবে তাহা বিস্পত্তি হইতে এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহসীলের কার্যের নিরবকাশেও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই যথার্থ থাকিবে আর ইহাও সুন্দর জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের নিগ হইতে ভূমির রাজস্ব কার্য ও তহসীলের মোকদ্দমার আইনের অন্যথার হুকুম হইলে অন্যায় প্রকৃতির আণা ভ্রমসার স্থান ছিল না যে বিপাক হইতে যে পীড় পাঠিয়া থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বসিয়া যে হুকুম দেন তাহাতে যে অন্যায় প্রকৃতি হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারে মেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবদিগ হইতে তহসীলের কার্যের বাহুল্য তদা ভূমিদানোন্তদিগের সহিত তাহাদিগের তাবের প্রজ্ঞা বর্ণের বিবাদের যথার্থ বিচার হইতে পারিত না অন্তর্য চাসের আধিক্যজন্য উক্ত সে উপরে লিখিত সমস্ত উদ্যোগ ছাড়া ভূমির অধিকারিত ও তৎসম্বন্ধিত সকল স্বত্ব টেঙ্গার কারণ উদ্যোগান্তর করা যায়। মেওয়ানী পতিকর্তব্য এই যে ভূমিদানোন্তদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা ভাষা করণে শক্তি ভাগ করেন এবং আদালতের সমস্ত কার্যের কর্তৃত্বের কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি দা থাকে এবং যে কালেক্টর সরকারের পাওনা মালপ্রজারীর অপত্তি উপস্থিত হইলে তাহা সে সকল আদালতের অধঃসাহেবদিগের যে একরে আদালতের শক্তি সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে জিযু গবর্নর জেনরল বাহাদুর কোম্পেন্সের হজুরের আইনের মতে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে করা যায় যে তাহাতে কোনক্রমে অধঃসাহেবদিগের স্বত্বান্বয়ের বিষয় না থাকে বরং সরকারের সন্ততি ভূমিদানোন্তদিগের ও ভূমিদানোন্ত প্রকৃতির সঙ্গে তাহাদিগের তাবের প্রজ্ঞাবর্ধাদির বিরোধের বিচার ও বিস্পত্তি যথার্থক্রমে ও বিলা পক্ষপাতে করিতে বনোনিবেশ রাখেদ এবং ইহাও কর্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের আদালতের অর্পিত যাবৎ কর্মের বিচার ও বিস্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার অপর আদালতে দেন এবং সরকারেরও প্রকৃত প্রাপ্তব্য ছাড়া কাহার স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা এই হজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত হারে উপস্থিত হইবার যোগ্য হন। এমন হইলে যে শক্তিক্রমে ভূমিদানোন্তদিগের স্বত্বের অন্যথ্য কিম্বা ভূমির মধ্যদার স্থান হইতে পারে তাহা না হইতে পারিবে অন্য সমস্ত বস্তু হইতে ভূমির অধিকারিত ও কতক হইবেক এবং যে চাসের অধিকো সকলের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য অতিশয় হয় তদ্বিত্ত সকল গোয়েই প্রস ও চেষ্টা ব্যাখ্যচিত করিবেন।”

১৭৯৩ সালে গদগমেণ্টে যে সকল উদার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৪ সালে দলগুন অধিক ঘাটে।  
পত্তনী তানুক।

অমীদারের এই পাণ্ডুলিপিতে পত্তনী আইনের সন্নিবেশ সম্বন্ধে আপত্তি করেন একপাকরিবার যে কারণ নাই  
কথা নহে। তাঁতাদের মত এই যে গত পঁয়ষাট বৎসর ধরিয়া এই আইনের প্রত্যেক কথা কতৃপক্ষ কর্তৃক এক প্রকার  
অপমানিত করা হইতে ও সেই অর্থেই চলিয়া আসিতেছে; অমীদার, পট্টনীদার, আদালত ও আমলা সকলেই তাঁহা  
বেশ বুঝে; উদার ভাষায় আধুনিকত্ব সম্পাদন করিতে গেলে সাইট বৎসরের অতিরিক্ত কালের শ্রুতি ও  
পরম্পরাগত কথা লোপ হইবে, অতএব ছাত না দিলে ভাল, এষ্ট বচনান্তসারে পত্তনী আইনের দোকা ও ব্যাখ্যা  
সেভাবে আছে সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্বতোভাবে উচিত। আমল এই মতের অনুমোদন করি  
এবং আমায় বন্দ্য যে পত্তনী অমায় এই পাণ্ডুলিপির বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

যে সকল পুত্র ধারয় এই পাণ্ডুলিপি প্রধানতঃ লিপিত ভাষায় উপর আমায় প্রধান প্রধান আপত্তিকাল  
জামিতাতাড়ী লিখিয়া ফেলিয়া। ব্যবহারব্যবহর সম্বন্ধে আপত্তি করিবার সময় আমায় নাই। আগামী  
নবেশ্বরে যখন কমিটির অধিবেশন হইবে, তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপিত করিব বাসনা রহিল।

১৮৮০ সাল ১৪ নাক্স।

কৃষ্ণদাস গাল।

প্রত্যাহিত প্রজাস্বত্ববিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্ত হইতে তিন মতের সম্মতালিপি।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বিধান আছে যে, যে রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন ভূমিকদার যে যে বিধানের নিয়মাবলী থাকেন, যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাবলী থাকিবে, এবং

(খ) তাহার সন্তি তদীয় ভূম্যধিকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্তক্রমে এত যে নিয়ম তল করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে সেই নিয়ম তল করিলেই উচ্ছেদের দারী হইবে।

যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে তাহার যোত সম্বন্ধে সাধারণ মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি ভূমীর ব্যক্তিকে নিজ যোত হস্তান্তর করে, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী অত্র ক্ষয় করিতে অসমর্থ হইবেন ;

(খ) যদি সে নিজ অন্য একপে ব্যবহার করে যে উল্লিখিত কার্যের সম্পূর্ণরূপ অমূল্যবানী হয় তাহা হইলেও মখল হইতে উচ্ছেদের দারী হইবে না।

কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের খাজানা অবধারিত, তাহার অমূল্য সাধারণ মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অমূল্য হইতে স্বতন্ত্র হইবে। এবিষয়ে আমার মত অন্যরূপ। যদি একস্থলে ভূম্যধিকারীকে অত্র ক্ষয় স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর স্থলেও তাহাকেই স্বত্ব দেওয়া উচিত; যদি একস্থলে ভূমিকে প্রচার কার্যের অমূল্যযুক্ত করার রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় অপরস্থলেও সে উচ্ছেদের দারী হইবে।

একস্থলে এরূপ হইবার অমুকূলে বহু তর্ক উপস্থাপিত করা যায়, অন্য স্থলেও তাহা সমানরূপে খাটে।

আমার বোধ হইতেছে অত্র ক্ষয় স্বত্ব মখলীস্বত্ব আইনের শাখা। বেহারের হিম্মরা পূর্বে ক্ষয়ের স্বত্বের দাবী করিলে, উক্ত ব্যবস্থা দেশান্তরিত হইয়া পাকে।

আমার বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে মখলীস্বত্ব খরিসকরিতে পারে, তাহার মত হইতে ভূম্যধিকারীকে আশ্রয়কার উপায় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এই সর্বপ্রথম ইংরাজী আইন অনুসারে পূর্বেক্ষের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানে সন্নিবিষ্ট হইল।

একস্থলে সফলকীর ক্ষেত্র ভূম্যধিকারীকে যে রূপ ভরদানক অনুবিধার কেনিতে পারে, অপর স্থলেও সেইরূপ; ক্ষেত্র মতকরা সম্বন্ধেও সেইরূপ। একস্থলে তাহার পক্ষে এই স্বত্ব যে রূপ অনর্থক হইবে অপর স্থলেও সেই রূপ অনর্থক হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সহিত যোগ করিলে কল এই হইবে, ভূম্যধিকারী উৎসাহ যাইবে।

যখনই ভূম্যধিকারী পূর্বেক্ষের স্বত্ব অনুসারে কাঁচা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব খাড়া করা হইবে।

যখনই কোন রায়ত অবধারিত হারের যোত বলিয়া আপন যোত হস্তান্তর করিতে যাইবে অথবা যদিও ভূম্যধিকারী পূর্বে ক্ষয় করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরপ্রার্থী পূর্বেই পূর্বেক্ষের স্বত্বের তর করিয়া যখনই আটমের চক্ষে খুলি দিবার চেষ্টা করে, তখনই ভূম্যধিকারীকে বাধা হইয়া হস্তান্তরে আপত্তি করিতে হইবে। কারণ ভর আছে যে যদি তিনি তৎক্ষণাৎ আপত্তি না করেন, তাহা হইলে সেই না করাই হস্তান্তরপ্রার্থীতার অবধারিত হারে চিরদিনের জন্য ভূমি ভোগের স্বত্ব স্বীকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটী আমার সংশোধন গ্রহণ করিবার উপায় দেখিতে পাঠিতেন এবং এই অধ্যায়ের কার্য মোকরতী পাট্টাঘীন যোতে অথবা যে সকল রায়তের স্বত্ব আদালতের ডিক্রীদ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যদিও ভূম্যধিকারীদের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে প্রত্যাশন করা হইত না, তথাপি অনুমান খাড়া করিয়া আইনের চক্ষে খুলি প্রদান করিবার চেষ্টার লোককে উৎসাহ দেওয়ার যে হালিকর কল উৎপন্ন হইবে তাহার পরিহার করা যাহতে পারিত।

২। ৫ম অধ্যায়—কোকাঁ বিলির নিয়ম।

কোকাঁবিল সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিটী অধিকাংশ সভ্যের মত হইতে সকল ব্যবস্থায় আমার মত বিভিন্ন।

কোকাঁবিল বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশ্যে কোকাঁবিল সম্বন্ধে বাধ্যজনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে, যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোকাঁবিল করে তাহাকে ভাণ্ডাররূপে পরিণত করিলে ভূম্যধিকারীদের বিশিষ্ট আর্থের হানি হইবে।

আমার বিশ্বাস এই যে, কতকটা মধ্যমীয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিবার জন্য, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অতি দরিদ্র জ্ঞেয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, এই প্রণালীকে তত্ত্বাবধানকারীরা আনিবার আবশ্যকতা আছে।

কোর্কা বিলির ক্ষমতা ব্রাহ্মণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বোধ হয় হস্তাক্ষরের ক্ষমতা অপেক্ষা ইহা তাঁহার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

মধ্যমীয়াবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হঠাৎ দেনার অভাব হইলে ঠিকার দ্বারা সে সেই দাবী হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

যে সকল ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থে অন্য কোন উপায়ে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহারা ভূমি অর্জন করিতে পারে।

ইহা আশ্চর্যজনক। এতদিন কোর্কা বিলি সম্বন্ধে কোন প্রকার বাণিজ্যিক নিয়ম ছিল না। আর বতাই কেন বাণিজ্যিক নিয়ম হউক না, কখনই কোর্কা বিলি পরিচালিত হইবে না।

যতদিন পর্যন্ত, যে সকল লোকের ভূমি আছে তাহাদের অপেক্ষা দরিদ্র আর এক জ্ঞেয় লোক ভূমি পাটবার জন্য হুঁ করিয়া থাকিবে, যতদিন যাহারা একপে ভূমি ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা ভালরূপ ব্যবহার করিতে পারে এমন এক জ্ঞেয় লোক থাকিবে, যতদিন ফলভোগবদ্ধ হইতে কোর্কা পাটবার বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে বিদ্যমান থাকিবে না দেওয়া হইবে, তত দিন কোর্কা বিলি চলিতে থাকিবে।

কোর্কাপাটবারীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং এখনও যখন সময় আছে প্রণালীকে কোন না কোন রূপে তত্ত্বাবধানে আনিতে হইবে।

এবির সীমাই এমনভাবে গবর্নমেন্টের গোচরে আনিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে ইহার সীমানা পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

#### ১। ৫ম অধ্যায়—খাজানা রুজি।

মিলেটে কমিটির নিকট প্রিপোজ্টের জন্য যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার বিধান অনুসারে বর্জিত খাজানা ভূমি হইতে যেট উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্বকারের উপর টাকার তরফা পধ্যস্ত বর্জিত খাজানা গ্রহণের জন্য ভূমিধিকারী প্রজার সহিত যত্রাৎ বন্দোবস্ত করিয়া লওতে পারিতেন।

অধির জন্য যে তার প্রদত্ত হয় তাহা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত তার অপেক্ষা কম এই কারণে, প্রজার দ্বারা না হইয়া ভূমির উৎপাদিত শাক্ত বর্জিত হইয়াছে এই কারণে, চিরস্থায়ীরূপে মূল্যের রুজি হইয়াছে এই কারণে বোঝা যায়। ভূমিধিকারী খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার এই নিয়ম মানিতে হইত যে বর্জিত খাজানা উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন স্থানে পূর্বতন খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হয়।

উৎপাদিত খাজানা রুজি ও বোঝা করিয়া খাজানা রুজি উত্তর স্থানে বর্জিত খাজানা কম বৎসরের বড় ঠিক থাকিবার কথা ছিল। মিলেটে কমিটির সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে চুক্তিবদ্ধ খাজানা-রুজি কোন স্থানেই টাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

হু আনার কম বা হু আনা পর্যন্ত হইলে উহা সাত বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে, হু আনার অধিক হইলে পনের বৎসর পর্যন্ত।

কোন বোড়ের খাজানা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত তার অপেক্ষা কম এই কারণবশতঃ আদালতের সাহায্যে খাজানা রুজি হইলে উহা পূর্বতন স্থানের উপর শতকরা পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত হ্রাস হইতে পারে, এবং মূল্যের চিরস্থায়ী রুজিবশতঃ হইলে শতকরা পঁচিশ টাকা পর্যন্ত হ্রাস হইতে পারে।

যে স্থানে কোন বোঝার দায়িত্ব দেখিয়া বিচার হয়, তাহাতে রুজি হউক আর না হউক, হার পনের বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উত্তর স্থানে পঞ্চমাংশের সীমা পরিচালিত হইয়াছে।

আনুষঙ্গিক করি আইনমত খাজানা রুজি করা বর্তমান আইনের অপেক্ষা অনেক সজ্ঞ ব্যাপার হইয়াছে। কিন্তু আমার মনোভাৱে নিবেদন এই যে, সীমা নির্দেশ করা অসম্ভব সকলেই এই কথা স্বীকার করায় খাজানারুজির সীমা পরিচালিত করা হইয়াছে, বলিয়া সীমা সঙ্কট ও সময় রুজি করিয়া কমিটির অধিকাংশ সভ্য খাজানারুজির উপর যে বাণী জনক নিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কারণ নাই।

ইহা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, যে প্রণালীকে বোড ভোগ করিবার ক্ষমতা দ্বারীরা দেওয়া হইয়াছে তাহারা যখন জানে যে, ভূমিধিকারী আদালতে গেলেই অনেক উচ্চহারে ডিক্রী পাইতে পারেন, তখন তাহার আদালতের বাণীর অনুরোধেই খাজানা রুজি দিতে সীমিত হইবে।

ভূমিধিকারী ও প্রজা নিজে নিজে যে সকল বিষয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে, যে রাজনীতিতে সেই সকল বিষয়ের জন্য তাহাদিগকে আদালতে পাঠানোর দেরি আনিবে রাজস্বাভি অসু-বোধন করি না।



ইচ্ছাপূর্বক খাজানা রুদ্ধকরণে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক ছিল যে চুক্তিবহু খাজানা রুদ্ধ রেজিষ্টারী করা করায়ত্ত দ্বারা কবিত্তে হইবে এবং উক্ত রেজিষ্টারে হইবে যে প্রজা ভাঙাতে বীকৃত হইতে গিয়া আসী-ভাবে পণ্য করিয়াছে।

টাকার একটা নীমা নির্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল। সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত।

উত্তর প্রদেশে পঞ্চদশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট করায় ভূম্যধিকারী তাঁহার যত পাওনা হয় তাহার এক কড়ও আদায় করিয়া লইতে চাহিতেন না। অধিকাংশ করিবার কোন গণ্য রাখি নাই।

এতলে করদীর প্রতি সুবিচারের জন্য একটা বলা আবশ্যক যে নিম্নতম স্থানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্পতর যোক্ত ভোগ করণ হেতু খাজানা রুদ্ধির যে বক্ষ্যত সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লম্বা কেবল মাত্র আশ্রয় আশ্রয় ছিল। কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় খাজানার বিবেচনার উপর ফিলিস্তা রাখা হইত।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া খাজানা রুদ্ধি করির পদবী কমে আসিলতক দেওয়া হইয়াছে। এ উত্তর বিষয়ের আদালতের হস্ত পদ বন্ধন না করায় উচিত ছিল।

৪। ৮ম অধ্যায়।—মধ্যমী স্থানবিশিষ্ট রায়তদিগের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অধিকার কথা।

৬৪ ধারা (১) } চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রায়তের খাজানা পরিবর্তিত হয়  
এ " (২) } নাই, চিরকালের জন্য সেই খাজানার সেই রায়ত ভূমি ভোগ করিতে  
এ " (৩) } পারিবে অশ্রমজীর এক বৎসর।

দ্বিতীয়টির মর্ম এই যে, বিপাক প্রমাণ না পাওয়া গেলে যে রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী বিশ বৎসর ধরিয়া এক খাজানার ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ঐ খাজানার ভোগ করিয়া আসিতেছে এই অনুমান হইবে।

তৃতীয়টি ধারা এ নিম্নমুদ্রারূপে পারশত খাজানাতেও খাটিবে।

এই পাণ্ডুলিপি উপর অন্যান্য কাগজের সহিত আমি যে মন্তব্য দাখিল করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই সকল ধারার বিধান পাণ্ডুলিপিতে তৎকালে যেরূপ ছিল তাহা হইতে আমার ভিন্নমত লিখিয়া রাখিয়া ছিলাম এক্ষণে যেসকল পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্তনমাত্র, সাবিত: কিছুই নহে।

কামতে এই বিষয় বাঁদখানাদের সময় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই সকল কথা কেন গৃহীত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধার্থ একই-ই যুক্তি বা চেষ্টা করা হয় নাই; উহা দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তের অতিক্রম করা হইয়াছে, এ উক্তি অত্যন্ত দেওয়া হয় নাই। এবং এমন কোন কথাই বলা হয় নাই তাহাতে আমি আমার মন্তব্য যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্তন করিতে প্ররুত হই।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে উহা রাখিবার ওজর এই যে উহা বর্তমান আইন, বর্তমান আইন পরিবর্তনমূলক কমিটিকে প্ররুত করিতে পারে এমন কোন যুক্তিপূর্ণতার প্রদর্শিত হয় নাই এবং কখন কোন করিয়া ও কি কি শর্তে রায়তকে ভূমির মূল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূমি দ্বারা পক্ষে যত কঠিন রায়তের পক্ষে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদান করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন।

আমরা দেখাইয়াছিলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুযায়িক আইনাবলীর কখনই এমন অতিপ্রায় ছিল না যে মোকদ্দমাদার ও ইত্তমরাদার ভিন্ন অন্য কোন রায়ত অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে চির দিনের জন্য ভূমি ভোগ করে।

মধ্যমীস্থানবিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে কোন প্রকারে যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল আইনের কখনই একটা আশ্রয় ছিল না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন মধ্যমীস্থানবিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটা প্রকার স্থান করিয়া জমিদারদিগের ভূম্যধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে এবং রায়তগণকে চিরদিনের জন্য অবধারিত খাজানার ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদান করিয়া ভূম্যধিকারকে আপন আপন মহলে বাৎসরিক রক্তিমোগী করিয়া তুলিয়াছে।

কোন নির্দিষ্ট তারিখের পরিবর্তে মোকদ্দমা কজু হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রকাশ করার ইচ্ছা দ্বারা ক্রমাগতই নূতন নূতন অধ্যায় দিতেছে।

এ অধিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভবিষ্যতে এ অধিকার অর্জন করা রায়তের স্বার্থ, এবং ইহার অর্জনে বাধা দেওয়া জমিদারের স্বার্থ, অতএব ইহা বর্তমান আইনের পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করার, উত্তরের স্বার্থেরই বিশেষ ফল হইতেছে। ইহাতে ক্রমাগতই বিবাদ বাধিতছে।

আমি ১৮৫৯ সালের ১০ আইন পরিবর্তন করা সুবিচারসম্মত হয় নাই স্বীকার করিলেও বর্তমান আইনের কাণ্ড চলন দ্বারা যে সকল স্বত্ব জন্মিয়াছে তাহা উচ্ছেদ করায় ও কঠোর হইবে স্বীকার করি।

যে সকল রায়ত এইরূপে স্বত্ব অর্জন করিয়া তেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ অধিকার না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন অবর্ত্তিত হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কাণ্ড চলিবে, একপকার মাত্র মোকদ্দমা রুদ্ধ করিবার ২০ বৎসর পূর্ব হইতে নহে। আমার বিনীত ভাবে মনেদল এই যে, যদি কামটী আমার পরামর্শ গ্রহণ করতেন, যে সকল রায়ত অবধারিত হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব স্থির থাকিত এবং জমিদারদিগের প্রতিও প্রথম কিন্তু সুবিচার প্রদত্ত হইত। ভবিষ্যতে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব নির্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে স্বীকার করা যায়; অতীত কালের আইন দ্বারা রায়ভের যে সকল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে অথবা নিজের অসাধারণতা ও নিজের কার্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রদানের জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাঠ করা হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে শিথিল ভাবে আইন করার দোষে ভূম্যধিকারী যে সকল স্বত্ব বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা সুবিচারসম্মত।

অতীতকালে তিনি যাঁহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করা যদি একান্ত অসম্ভব হয়, ভবিষ্যতে যাঁহাতে তাঁহার রক্ষা হয় তাহাও অন্ততঃ করা উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তমতে কেবল মাত্র মোকররীশ্বর ও ইস্তমরারদার অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পায়, দখলীস্বত্বনিশিষ্ট রায়ত তাহা পায় নাই।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে অবধারিত হারে বা খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের দাবী করিলে দশ-সালী বন্দোবস্তের বার বৎসর পূর্বে পর্যন্ত তাঁহাদের স্বত্ব সাংসত্ত করিতে বাধ্য হইতে হইত। অন্যথা তাঁহাদের স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লাগিল কিছু আগে তাঁহাদের উপর উহার স্বত্ব নির্ভর করিত না, কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্বে জমিদারের কার্যের উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকর্ষকরা তিন প্রকারে বিভক্ত ছিল। মোকররীশ্বর বা ভাণ্ডার বাসেন্দার রায়ত, ইহাদের দীর্ঘকাল দখলজমা স্বত্ব আনুগাছিল, আর পাটকল রায়ত বা ইচ্ছাধীন প্রজা। ১৬ বৎসরের মধ্যে ১৮৫৯ সালের ১০ আটনেই সর্ব প্রথম পাইকল রায়তকে দখলীস্বত্ব দিবার চেষ্টা করা হয়। অন্ততঃ তাহাদের বেলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তে এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাঁহাদের উপর তাহাদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং ভূম্যধিকারীকে অনুমান খণ্ডনের আজ্ঞা করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রমাণের ভার রায়তের উপর নিক্ষেপ করা কর্তব্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আটনের পূর্বে খাজানা দেওয়া সম্বন্ধে যত রায়ভের দখলীস্বত্ব ছিল সকলের উপরই এক প্রকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হার দিবে আশী করা হইত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাঠের সম্বন্ধে যত কাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া কিসের জন্য এই আইনে এই সকল বিধান নিদ্ধ হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৫৭ সালে যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রণীত হয় তাহাতে “যে সকল বংশাশ্রমিক রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাঁহারা এই হারে পাট পাইতে স্বত্ববান হইবে” লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে য ১০ বৎসরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাঁহাদের কোন উল্লেখই নাই।

যদি ১৮৫৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণের ভার আজও দায়িকারি রায়ভের উপরই অর্পিত থাকিত।

উক্ত খসড়া আইনের যত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জীবন্ত স্কোল সাহেবই রায়ভের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গাচার বাপানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে উক্ত স্বত্ব এই উচ্চতর ও সুগমতর সূক্তির উপর স্থাপিত যে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রজার পক্ষে অস্থায়ী, এরূপ একতরফা বন্দোবস্ত নহে” কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ও ৬০ ধারার বিধান হইতেই এইরূপ অনুমান করার তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। এই সকল দ্বারা পুলিশের মতামতের কথা বাতবে যে প্রথমটী ভালুক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়টী কার্য চলন হইতে বেহার মুক্ত হইয়াছিল।

আমার নিবেদন এই যে, যদি কেবল মাত্র বর্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূম্যধিকারীর বিক্ষেপে বর্তমান আইন রক্ষা করি, তাহা হইলে রায়ভের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থলে যে রূপ গিরাহি সেরূপ বর্তমান আইন কাড়াইয়া যাওয়া কোনমতেই উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বলি হয় যে অনুমান খণ্ডন করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যত সহজ, রায়ভের পক্ষে অসম্ভবায়ত্ত করা তত সহজমতে, ইহার সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূম্যধিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাঁহাদের কোন জ্ঞানই নাই। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক রায়ভের পক্ষে ভূম্যধিকারীর হস্তাক্ষর প্রমাণকরা অতি সহজ, কিন্তু ভূম্যধিকারীর পক্ষে যে সকল লোকলিখিতে জায়ে না তাহাদের দেওয়া দলীল প্রমাণকরা বড় সহজ ব্যাপার নহে। বর্তমান আইন আছে সর্বত্রই ভূম্যধিকারীর পক্ষে রায়ভের অন্তর্ভুক্ত দলীল লিখিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন নাইনেই ভূম্যধিকারীর অনুকূলে দলীল লিখিয়া দেওয়া রায়ভের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য করিয়া দেয় নাই।

বর্তমান আইনে যেখানে রায়ভের টাকার খাজানা দেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থানের জন্য ই বিধান আছে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে আর এক পদ অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, এই নিয়ম সুজারপে পরিণত খাজানার ও খাটোঁচবার অভিপ্রায় হইয়াছে।

যদিও, ক্রিমীতে আমিই একাকী এই বিষয়ে ভিন্নমত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত বাস্তবীয় হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিক্ষেপে প্রতিবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমাদের যত দূর নিষিদ্ধ করা উচিত আমরা এবিষয়ে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর গিয়া পড়িয়াছি ।  
এপ্রকরণ বিধিবদ্ধ করাও বাণী আর যেসকল রায়ত নসো খাজানা দিত ও একবে টাকার খাজানা  
দেয়, তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিতোগের স্বত্ব দেওয়াও  
ঠিক তাহাই ।

বর্তমান আইনেই ও এই সকল বিধান ভূমাদিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিগাড়ে, ভবিষ্যতে তাহা  
আর দশগুণ অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে ।

যখন পাট্টা কবুলিয়ত পাস্পুর দেওয়া আর আবশ্যক রহিল না, তখন রায়ত বা করে ভবিষ্যতে তাহাই হইবে ।

স্বত্বের নিম্ন প্রস্ততকরণ ন শারের সমস্ত করণের অধার অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের উপর  
যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কার্যকর হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল  
বিধান অপরিবর্তিত থাকিলে আদালত সকল মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় প্রাবিত হইয়া বাইবে ও জনসা-  
ধারণেরা উৎসন্ন হইবে ।

ভবিষ্যতে যে সকল খাজানা মুদ্রারূপে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান লোপাৎ করিয়া এবং যে  
তারিখ হইতে অনুমানের শাল গণনা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের  
কুলের অল্পতা সাধন করা যাইতে পারে ।

হস্তান্তর ও অগ্রসর সংক্রান্ত প্রারণের উপর এই সকল বিধানের কাঙ্ক্ষার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

৫। ৯ম অধ্যায়।—যোতের অধস্তর বিভাগ ।

পাণ্ডুলিপিতে বলে যে দখলীস্বত্ববিধিষ্ট যোত ভবিষ্যতে হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং পূর্ণ যোতই হস্তান্তর  
যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া বাধ্য কাঙ্ক্ষা করা হইয়াছে ।

কোন যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূমাদিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে ।

এত দিন পর্যন্ত হস্তান্তর করণের ক্ষেত্রে দখলীস্বত্ববিধিষ্ট যোতের অনুমতির মধ্যে ছিল না । অতঃপর যখন আদা-  
লত ভূমিতোগের স্বত্বী হইলেন ও ভূমাদিকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হস্তান্তরপ্রার্থীতাকে তাহা প্রদান  
করিতে অস্বীকার করিয়াছেন । হস্তান্তরপ্রার্থীতার স্বত্বের আনন্দচরিতা সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই, যে  
এপ্রদেশের প্রতি জিলাতেই দখলীস্বত্ব ইচ্ছামত বিক্রয় হইতেছে ও আদালতের ডকুমেন্ট বিক্রয়  
হইতেছে ।

কোন জিলায় ইহা এরূপ অবধারিত হইয়াছে, আইন বন্ধ হইলেনও তাহা । এত বহুল পরিমাণে চলিতেছে,  
যে দেশাচার এক্ষণে আইনকে আতঙ্কিত করিয়াছে ।

আইনবিরুদ্ধ হইলেও দেশাচাররূপে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেন্ট ইহাকে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে  
বাধ্য হইতেছেন ।

একদা পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর  
ভূমাদিকারীর বিরুদ্ধে হইল আধনাবকল্প বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে ।

যোতের কিয়দংশ হস্তান্তর আইন সম্মত করার ফল মন্দ হইবে । ভূমাদিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের  
পক্ষে আরও মন্দ হইবে । কিন্তু রায়তের দ্বারা ভূমাদিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ এবং তাহার নিজের  
বিরুদ্ধে অসিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রমঃ ক্রমঃ একটী অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে এক্ষণে গবর্ণমেন্ট যে  
কার্যপ্রণালীর নিন্দা করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসম্মত বলিয়া  
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন ।

ভূমাদিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ ও রায়তের বিরুদ্ধে অসিদ্ধ হইতে দেওয়ার রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধ্য  
হইবে না, কেবলমাত্র যোতের বাজার দর প্রত্যন্ত করিয়া বাইবে ।

রায়তের সমস্ত টানাটানি চই ভূমাদিকারীর বিরুদ্ধে ইহা অসিদ্ধ এই কারণ বলতঃ হয়ত সে অর্ধেক মূল্যে  
তাহার যোতের একাংশও বিক্রয় করিতে থাকিবে ।

রায়তের ঋণশঃ যোত বিক্রয় বন্ধ করার তিন উপায় আছে, যথা,—

যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূমাদিকারী ও রায়ত উভয়েরই বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা ।

ভূমাদিকারীকে এরূপ হস্তান্তর উক্ত অংশের ইচ্ছা বলিয়া গণ্য করিতে অনুমতি দেওয়া ।

ভূমাদিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত অনুসারে বেরূপ শর্ত ভঙ্গ করিলে তাহাকে  
সেই যোত চইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে এরূপ শর্ত ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা ।

শেখোক্তী অত্যন্ত কার্যকর বলিয়া আমি উহারই অনুকূলে সুবিধালাভ করিয়াছিলাম ।

৬। ১০ম অধ্যায় ।

এই অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ভূমাদিকারীর অনুমোদনে, বহুসংখ্যক রায়তের অনুমোদনে, অথবা  
বিবাদ নিবারণের জন্য সমস্ত মহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারেন ।

এই অধ্যায় বেরূপ আছে তদনুসারে মহালের অধিবাসী হইর বা নিষ্কর করার পর তাহা পনের বৎসর সময়ের  
জন্য ঠিক থাকিবে । কিন্তু কিছুতেই ভূমাদিকারীর খাজানা বন্ধি কারিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না ।

১। যেস্থলে ভূমাদিকারী খাজানা বন্ধির জন্য দরখাস্ত করেন ও বন্ধির অনুমতি হয়, তখন ইহা থাকিবে ।

২। যেস্থলে আবেদন অগ্রাহ হয়, তখন ইহা থাকিবে ।

৩। যেহলে ভূমালিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন নাই, তদ্বার ইহা খাটিবে।

৪। যেহলে কিয়ৎসংখ্যক রায়তের অনুমোদনে বন্দোবস্ত হইল, তদ্বার ইহা খাটিবে।

৫। ইহাতে যেসকল রায়ত দখলীস্বত্বের পক্ষ নহে এরূপ সকল রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে হয় : জমীদার বাধ্য হইবেন, না? তদ্বার পনের বৎসর বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।

৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বহীন উভয়প্রকার রায়তের পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহার এই কল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

৭। ইহাতে রায়তদের যেসকল স্বত্ব নষ্ট তাহা অর্জন করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী করিতে তাহাদিগকে প্ররুতি দিবে। ইহার এমক ওমিক হইতে দিবে না।

পাণ্ডুলিপিতে যেসকল সমস্ত ছিল তাহাই থাকা উচিত অর্থাৎ দখলীস্বত্ব ইহা উচিত।

যে সকল স্থলে ভূমালিকারী খাজানা বৃদ্ধি করিয়া প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানা সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে, এই অধার সেই সকল স্থলেই খাটা উচিত।

ইহার দ্বারা দখলীস্বত্বহীন রায়তের দখলীস্বত্ব অর্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। নিম্নে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অধার অত্যাচারের স্বত্ব হইয়া দাঁড়াইবে।

৭। ১৭শ অধার—দায়।

অতঃপরে যেবিষয়ে আমি কমিটির সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত তির বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি, তাহা ব্যবস্থাদানের পক্ষে এবং রায়তের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশ যে যখন বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী অনুসারে কোন তালুক বিক্রয় হয়, তখন প্রথমতঃ উহা রেজিস্ট্রী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত দায়মুক্ত করিয়া বিক্রীত হইতে দিতেছে।

একথা অনস্বীকার্য যে যে ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী থাকিবার দায়ী করে, পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে পাওনা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং তদ্বারা প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া আপন স্বত্ব রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তালুকদার ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কমিটির এইরূপ বিবেচনা। আমি এবিষয়ে তাহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিতোগী রায়তেরা তালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীনে হওয়ার, যোকদার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি তোগের অনুমান খাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় দায়মুক্ত করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিষয়ে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, মেসাদারের, বা ক্রেতার কাছার কর্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, কে ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্ত্তিবে, কেবল মাত্র একঅংশে বর্ত্তিবে না, ইহাই প্রকাশ করা আবশ্যিক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যিক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিষয়ে রক্ষা না করার, তাহার বাণীর সমস্ত মের ক্ষতি করা হইয়াছে। যে স্থলে সে অল্প মূল্যে টাকা ধার করিতে পারিত, সে স্থলে তাহাকে অধিক মূল্য দিতে হইবে।

—টি, এম, দিবস।

**একাদিত্ত একাধিকবিধক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ  
সভার সিদ্ধান্তবহিতে ভিন্নমতের সমুচালনা।**

পাণ্ডুলিপির বিধানসমূহ একদে যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে, সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ সভার দ্বারা  
আমিও সাধারণতঃ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ; কিন্তু আমার একথা বলা আবশ্যিক যে আমার বিবেচনার  
কয়েকটি বিষয়ে এতদূর পার্থক্য উপস্থাপন করিতে হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাণ্ডুলিপিতে খাজানার  
বন্ধে সুবিধা করিয়া দিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্বে যে নিয়ম উপর জমার সুদারতির প্রমাণের আবশ্যিকতা ছিল,  
তাহার পরিবর্তে কেবলমাত্র চরিত্র প্রমাণ করিয়া আরও সুবিধা করিয়াছে। ভূমিকার এই বিষয়ে  
অনেক সুবিধা করিয়া দিলেও মূল পাণ্ডুলিপির ৭৫ (৫) ধারার শাসননীতুলি লঙ্ঘন হইয়াছে। রায়তের দের  
খাজানার হার প্রচলিত হার অপেক্ষা মূল এই কথা খাজানার একটি ছেতু বালক রাখা হইয়াছে ;  
এবং বাসেন্দা রায়ত তির অন্য রায়তকে যখন গ্রহণ করিয়া মূল দেওয়া হয়, তখন ভূমিকারী কত খাজানার  
দাবী করিবেন পাণ্ডুলিপিতে তাহার কোন সীমা নির্দেশ করা হয় নাই, বাসেন্দা রায়তের সম্বন্ধে ভূমিকারী  
পূর্জতন খাজানার শতকরা পঁচিশ টাকা রাজ দাবী করিতে পারেন। প্রজা কী না চাওয়া বড় বড় পর্যন্ত খাজানা  
রুজিতে পারে তাহার চরম সীমা পয়স খাজানা বাড়িয়া লইতে পারে এমন বিষয় লকি এই সকল ধারার  
ভূমিকারীর হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। কারণ, কৃষিকোষে নিষ্করই কোন না কোন সময়ে ভূমিকারীর হাতে  
পড়িবে এবং যখন তিনি এই সকল দাবী বিল করিবার সময় এখানে বড় ইচ্ছা খাজানা লইতে পারেন, তখন  
স্পষ্টতঃ বোধ হইতেছে প্রচলিত হার জমাই বাড়াইবে, এবং এই হার দ্বারা যে কোন মূল বলায় দায়-  
দিগেরই খাজানা নিয়মিত হইবে একটা নচে, সাধারণ প্রজা সম্প্রদায় যাদেরই খাজানা নিয়মিত হইবে। এই  
কারণ বশতঃ প্রচলিত হার খাজানা রুজির কারণ বলিয়া রাখা ভবিষ্যতে বিলক্ষণ বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে  
বলিয়া আমার বোধ হয় এবং উহা পাণ্ডুলিপি হাতে উঠিয়া লওয়া হয় নাইলে আমি অত্যন্ত আশঙ্কিত হইব।

এইরূপ আমার বিবেচনায় যেখানে ভূমিকারী অন্য কোন দের খাজানা সুদারত খাজানার পরিণত করি-  
বার আবেদন করেন সেখানে প্রজার স্বার্থ সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৭৩ ধারায় উপস্থাপন করিতে হয় নাই।  
এই ধারায় এইরূপ বিধান থাকি উচিত যে, প্রথমতঃ কোন স্থলেই সুদারত খাজানা ভূমিকারীর পক্ষের বিটনে  
এ যোক্তব্য খাজানার উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভূমিকারী সমবৎসর  
ধরিত্রা কে খাজানা লইয়া আসিতেছেন তাহার গড় মূল্য ধরিত্রা যদি সুদারত খাজানা দিই হয়, তাহা হইলে  
ঊর্ধ্বকক্ষের সমস্ত বৃত্তি প্রজা গ্রহণ করে এবিবেচনার তাহা হইতে বিলক্ষণ বাদ দেওয়া উচিত। খাজানার কমিশন  
যে প্রজা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট যে পাণ্ডুলিপি অর্পণ করেন, তাহাতে এরূপ বিধান  
দিবার বিধান করা হইয়াছিল।

আমার বোধ হয় পরিচয় করণ বিষয়ক পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারায় যেভাবে কথা বোঝানো করা হইয়াছে,  
তাতে আমার বোধ হয় অপব্যবহারের দ্বারা বিলক্ষণরূপে উদ্ভাটিত হইবার সম্ভাবনা। যখন রায়ত পরিচয়  
করিয়াছে এই প্রজা তাহাকে তাহার বোত হইতে বন্ধিত করা হয়, তখন তাহাকে মূল পুনঃ প্রাপ্তি অন্য যোকদমা  
কছু পরিবার কন্যতা দেওয়ার কল অতি অস্পষ্ট হইবে। যদি এই ধারার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে উহার  
কাব্যচলন মধনীসুত্বশূন্য রায়তের-মূল্য হোতে সীমাবদ্ধ রাখা কর্তব্য। মধনীসুত্ববিশিষ্ট হোতে উহা বিস্তার  
করার অতি অস্পষ্ট এক কারণ নাই, কারণ এত সকল স্থলে বাকী খাজানার নিমিত্ত বোত বিক্রয়ের কন্যতা দ্বারা  
ভূমিকারীর খাজানা সম্পূর্ণরূপে বন্ধিত হইয়াছে।

১৮৮৪ সাল ১৭ মার্চ।

এচ. জে. রেনল্ডস।

\* এই প্রকরণে প্রকাশ করে যে, "রায়তেরা কালের সময় যে মূল্য বিক্রয় করে সেই মূল্য ধরিত্রা গ্রহণ অন্য যোক্তব্য  
কৃষির যে টাইলদের আনুমানিক গড় বার্ষিক মূল্য বহু হয়, রাজত খাজানা কোন স্থলে তাহার পক্ষের অধিক হইবে না।"

প্রস্তাবিত বঙ্গদেশীয় প্রজাসভাবিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেট কমিটির অধিকাংশ ব্যক্তি যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে ভিন্নমতাকলিপি ।

পাণ্ডুলিপির মূলমন্ত্র ।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার ভিন্নমত এই প্রাপ্ত হেতুগুণে স্থাপন করিতে চাই যে, বঙ্গদেশের ভূমিসংক্রান্ত আইন এক্ষণে যেরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এই পাণ্ডুলিপি পর দ্বার ১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞাপনীর ২১ প্রকরণ । তদপেক্ষা দৃঢ়তর, ন্যায্যতর, কিম্বা অধিকতর সম্ভাবজনক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতেছে না এবং ইহাতে দ্রবংগর সজ্জ করিতে সক্ষম এক্ষণ সজ্জিত-পন্ন কৃষকদের কণ্ঠে ভূমির চাষকাণ্ডা রক্ষিত হইবে না, অথবা ধনসঞ্চয়, বিশুদ্ধ-ভার সুন্দররূপ রুদ্রি ও কোন কৃষিকাণ্ডা সংক্রান্ত উৎকর্ষনাথনের উন্নতি বিষয়ে সহায়তা হইবে না । আর যে-অভিপ্রায়েই লন্ডন হাটিংটন সাহেবের মতে এইরূপ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করণের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায়, এই পাণ্ডুলিপিতে কেবল যে সেই অভিপ্রায় সাধন হইতেছে না; এক্ষণ নহে, ইহাতে বঙ্গদেশের প্রাচীন দেশাচার ও বর্তমান আইন হইতেও অধিক দূরে ও সম্পূর্ণরূপে হুতন পথে যাঁতে হইতেছে । উক্ত বর্তমান প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার সংস্কার বশতঃ এক্ষণ প্রণালী অবলম্বন করা পরামর্শনিক নহে বলিয়া নিন্দা করা যাইবে ।

ভূমিসংক্রান্ত ও প্রজাসংক্রান্ত বর্তমান আইন কিং মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্টে পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব করেন, ইহা বুঝা আমি কঠিন দেখিতেছি । অভিপ্রায় ও হেতুরূপে বর্ণনাপত্র প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যন্ত্রিসভার সভ্যদের নিকট পাঠাইবারীতি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৪২ সালের ১০ আইন যদিও উপকার করিয়াছে অস্বীকার করা যায়, তথাপি কোনও গুরুতর বিষয়ে উঠা এতদূর নিষ্কল হইয়াছে যে বেচারে প্রতিযোগিতার অভ্যুদয় হইয়াছে রাষ্ট্রতন্ত্রের স্থানে খাজানার লগ্ন্য হইয়াছে ও জমিদারের কর্তৃত্ব অত্যাচার ঘটাইয়াছে, এবং পূর্ব খাজানার জমিদারেরা আইনমতে যে খাজানা রুদ্রি করিবার অধিকারী, সেই খাজানা রুদ্রি পাইতে পারেন না, এবং আপন-বৈধ খাজানা আদায় করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে । ইহা হইতে আমরা এই কথা সংগ্রহ করিতে পারি, একপক্ষে রাষ্ট্রতন্ত্রের রক্ষা করা ও অপর পক্ষে জমিদারদের বৈধ খাজানা আদায় করিবার ও তাহা আইনমতে রুদ্রি করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপির প্রদান উদ্দেশ্য ।

ঐযুক্ত ইলবার্ট সাহেব যেরূপ বলেন, ১৮৪২ সালের ১০ আইনের মূল প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ হইয়াছে উঠা যদি দেখান যাঁতে পারে ( কিন্তু আমি বেচার সম্বন্ধে নির্বন্ধসহকারে একথা অস্বীকার করি, এবং আমি এতদূর বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি যে, ইহাও কোন প্রাণ দেওয়া হয় নাই ) তাহা হইলে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির নামে যে উদ্দেশ্য আছে বলিয়া দেখা যায়, আমি পূর্বের বলিয়াছি, সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ যে-ন্যায্য উপায় অবলম্বিত হইত, কোন ভূমিসংক্রান্ত প্রকরণ ৩৭মধ্যকে কোন আপত্তি করিতে পারিতেন না, এবং জমিদারদের নানা আবেদনপত্রের কোনখানীতেই এই সকল বিষয়ে যে কিছুমাত্র আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে তাহা আমি দেখিতেছি না ।

পাণ্ডুলিপিতে যদি এই সকল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে সর্বপ্রকারে ভাল হইত, কিন্তু এই সকল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া গিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অভ্যুদয় বিপ্লবজনকভাবে প্রকরণপরিম্পন্ন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দৃঢ়রূপে সংক্ষিপ্ত স্বত্বের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে, ও ভূমিসংক্রান্ত সন-বহু পরিমাণে অশান্তি ও অবিস্থান জন্মিয়াছে । সভ্য বটে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টে এমন কথা কখন বলেন নাই যে, তাঁহারা ভূমিসংক্রান্ত সন-বহু নিষ্কারিত স্বত্ব বহুত করিতে চাহেন । প্রকৃত তাঁহারা নিম্নত নিম্নেণ করিয়াছেন যে, চিত্তস্থানী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিসংক্রান্ত সন-বহু নিষ্কারিত স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্বক দেওয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপে সেই স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহেন না । কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা হইলে, কাণ্ডাতঃ এই নিম্নেণ বাধ্য বার্থ করা হইবে ।

কতিপুত্র না দিয়া এক প্রণীকে তদীয় নির্দ্ধারিত স্বত্ব বহুত করিয়া অন্য প্রণীকে সেই স্বত্ব দেওয়া যাঁহার উদ্দেশ্য এক্ষণ ব্যবস্থা আমায় বিবেচনায় অদ্যাপি ভারতবর্ষে বিবিধ হয় নাই, এবং আমি বিবেচনা করি যে এক্ষণ ব্যবস্থা কখনও বিধিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই । এক্ষণ মত ইংলণ্ডে কোন উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তি সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষ এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইবার পূর্বে এক্ষণ কোন মতের কথা শুনা যায় নাই এবং ইংলণ্ডেও অসুন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এবিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ আছে ।

আমি পূর্বের বলিয়াছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট যদিও একথা কখনও সরকারী কাগজপত্রে বলেন নাই যে, তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করিতে চাহেন ; এবং যদিও স্টেট সেক্রেটারী সাহেব তাঁহার পত্রে বিশেষরূপে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহাতে সম্রাজের কোন প্রণীর নির্দ্ধারিত স্বত্বের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা ভিত্তিক্রমে ব্যবস্থাপনের বিরোধী, তথাপি খাজানা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি হইতে যত অসম্ভাব ও অবিস্থান জন্মিয়াছে, লোকের স্বত্বসম্পর্কীয় কোন পাণ্ডুলিপি হইতে ভারতবর্ষে পূর্বের কখনও তত জন্মে নাই । সন-এইরূপ ভাব জন্মিবার কারণ এই যে যদিও গবর্ণমেন্ট মুখে এইরূপ কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ প্রকরণই বিপ্লব জনক এবং আদর । যে-স্বত্বাধীকারে ব্যবস্থাপনকাণ্ডা করি বলিয়া অসুন্নত কর, সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেই স্বত্বের বিলক্ষণ । আমি যে ভাবের উল্লেখ করিতেছি, ১৮৮৪ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এক স্মারকলিপি প্রকাশ করায়, সেই ভাব সম্প্রতি অভ্যুদয় বর্জিত ও বলবৎ হইয়াছে ।

আমি এই স্মারকলিপি হইতে একটি অংশ নিরে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে যে মূলমন্ত্রে প্রথিত আছে, তাহাতে আমার বোধ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তাহার মনে ইসহায়ে অবিশ্বাস ও অসন্তোষ জন্মিতে পারে। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

“ এই নিমিত্ত শ্রীযুত সেক্রেটারী গবর্নর সাহেব বিবেচনা করেন যে, যদিও \* \* \* আগবার পক্ষে ইতিহাস থাকা ভাল, তথাপি এই প্রস্তাবের নিষ্পত্তি ঐতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা \* \* \* বর্তমানের প্রয়োজনের কথা উপর অধিক দৃষ্টি করে। এজন্য তিনি এই পাণ্ডুলিপিতে যে সকল প্রস্তাব আছে তাহার ঐতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা কার্যকর ভাবে প্রতিকার ও মনোযোগ দিয়াছেন। ”

জমিদারস্বরূপ আমাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধ হয় যেন দৃষ্টি না করিয়া শ্রীযুত সেক্রেটারী গবর্নর সাহেব এখানে ভাবতঃ ধরিয়া লইয়াছেন যে আমাদের স্বত্ব, ও আমি অনুমান করি রায়ভদ্রের স্বত্বও, ঐতিহাসিক গবেষণার কুক্ষ্যণিকায়, সম্পূর্ণ দৃষ্ট হয়, সুতরাং এই সকল স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল বর্তমান অর্থাৎ কথিত হয়, তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত বাহা ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের অতীত প্রতিকারসূত্রে প্রণীত নহে, কোন বর্তমান স্থানীয় গবর্নমেন্টের মতানুসারে প্রণীত। এই হেতুতে বোধ হয় তিনি কেহ যাহা বর্তমান প্রয়োজন জ্ঞান করেন তদনুসারে গঠিত নতুন পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং জমিদারদের নির্দ্বারিত স্বত্ব অবহেলা করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে, আমরা জমিদারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিতে যাহাদের অত্যন্ত অধিক স্বার্থ আছে, আমরা উক্ত এক প্রকার; এবং স্বতাবতঃ আমাদের স্বত্ববিষয়ে কেবল যে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান লওয়া উচিত এরূপ নহে, এই স্বত্বরক্ষা করাও উচিত।

কেহ বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক মুহূর্তের জন্যও স্বীকার করি না, যে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধ। যদি তাহাই হয়, সাহসপূর্বক এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, এবং ভূম্যধিকারীদিগকে “ উপদ্রব জন্য ক্ষতি পূরণ ” দিয়া তাঁহাদিগকে স্বত্ব ভাগ করিবার আজ্ঞা করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের গত সেপ্টেম্বর মাসের যে পত্রে ভূম্যধিকারীদের স্বত্ব সম্বন্ধে প্রস্তাব জাতি করিয়া বিচার করা হয় নাই এখন নোবি হইতেছে, এবং যাহাতে সিলেট কমিটির বিবেচনা কাগজে বিশেষতঃ কয় স্থাপিত হইয়াছিল, সেই পত্র যে অপক্ষপাত অনুসন্ধানের কল বলিয়া উক্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং চীফ জুডিস মাহেব যে সুন্দর মন্তব্যলিপিতে এবিষয়ের সমুদয় আইন সম্পর্কীয় ভাবের সম্পূর্ণরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহা যে অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রের সহিত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা জমিদারদের সম্মুখে কোন ক্রমে লোপাৎ বলা যায় না।

এই পাণ্ডুলিপি খাজানার কমিশ্যনের হস্ত হইতে যখন বহিষ্ঠ হইয়াছে তখনই বরাবর জমিদারেরা মনবদ্ধ ভাবে ইহার সম্মুখে আপত্তি করিয়াছেন। দেওয়ান ও বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জিলায় সভা হইয়াছিল। এই সকল সভায় পাণ্ডুলিপির বিপরীতমুখক প্রস্তাব ও উপর দোষারোপ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণতঃ এইরূপ কল্পিত হইয়াছিল, যে পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান দেশাচার ও দেশের ভূমি সংক্রান্ত প্রচলিত আইনের উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। গত সাত মাসে যখন রাজা শিবপ্রসাদ মল্লিকভায়ার বলেন যে “ এইরূপ পাণ্ডুলিপি বিধিবিধি হইলে লোকের বিশ্বাস ও প্রত্যয় বিচলিত হইবে ” তখন তিনি ভূম্যধিকারীদের মনের ভাব পরিপূর্ণরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

এই দফার মধ্যে আমি কেবল আর এই কয়েকটি কথা বলিতে চাই যে, মধ্যমীয়াস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভদ্রের সহিত যে দিন কোন নূতন জমীদার বন্দোবস্ত হয় সেই দিনই তাঁহাদিগকে মধ্যমীয়াস্বত্ব দিবার প্রস্তাব, জমিদারদিগকে ভুলার সুবিধা করিয়া না দিয়া অসীম চুক্তির স্বত্ব সম্বন্ধে রায়ভদ্রের অনুকূলে প্রথম এইবার নিষেধাত্মক মনোস্থাপনের প্রস্তাব, এবং ভূম্যধিকারীকে খাজানার ক্ষতি আরো সুবিধা করিয়া দেওয়া যে পাণ্ডুলিপির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সেই পাণ্ডুলিপিতে প্রথম প্রস্তাবের পত্রের পটভূমি খাজানার ক্ষতি উদ্ধারী করিবার প্রস্তাব, এই পাণ্ডুলিপির এই সকল সাধারণ স্থানে কেবল যে দেশের স্বীকৃত আইন ও দেশাচার হইতে অনর্থক ভিন্ন পথে সাধনা হইতেছে এরূপ নহে, জমিদারদের নির্দ্বারিত স্বত্বও অক্ষত করা হইতেছে, জমিদারদের নিশ্চয়ই এইরূপ জ্ঞান করিবেন। একটি প্রণীত বলিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গদেশের ও দেওয়ানের জমীদারেরা জীর্জনতী মহারানীর ভারতবর্ষীয় প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত রাজতন্ত্র এবং ইংরাজ গবর্নমেন্টের কথা ঠিক এই প্রসিদ্ধির উপর প্রত্যয় স্থাপন করিয়া তাঁহারা সর্বদা বিশ্বাস করিয়াছেন যে কোন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নির্দ্বারিত স্বত্ব বঞ্চিত করিতে চিন্তা তাঁহাদের নথায় বহিষ্ঠ হইতে চাছিলেন না অথবা ইচ্ছা করেনও করিবেন না।

এরূপ অসন্তোষ সাধা হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট এরূপ এক সরকারি স্মারকলিপি প্রকাশ করার জমিদারদের স্বত্বাবতঃ আশঙ্কা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট গত সেপ্টেম্বর মাসের পত্রে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত অবলম্বন করিবার পূর্বে জমিদারদের স্বত্বসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন নাই।

আমি আশা করিতে চাই, জমিদারেরা এমন কি কাজ করিয়াছেন যাহাতে তাঁহারা এইরূপ ব্যবহারের যোগ্য হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট তাঁহাদিগকে যে রূপ অর্থগুণ ও বিবেক শূন্য জ্ঞান করেন তাঁহারা কি বাস্তবিক সেইরূপ অর্থগুণ ও বিবেক শূন্য? যদি তাহাই হয়, তবে ইহার প্রমাণ দেখাইবার প্রস্তাব কোথায়? জমিদারের দিকটুকি এমন কোন স্থিতিবিশিষ্ট বিষয়ক বিবরণ আছে যাহাতে দেখান যায় যে প্রতি দ্বাদশবৎসরে

প্রজাদের ভূমি পরিবর্তন করা বঙ্গদেশের জমিদারদের সাধারণ রীতি ও এরূপ কোন স্থিতিরীতি ঘটতি বিবরণ আছে কি বাহাতে দেখান যায় যে দখলীস্বত্বশূন্য রাইতদের প্রতি এতই অত্যাচার হইয়া থাকে, যে উজ্জনা আশ্রয় দেয় ব্যবস্থাপক সভার উপদ্রব জন্য ক্ষতিপূরণ দিবার মত গ্রহণ করা ন্যায়ানুগত হয়, যদিও এইমত এদেশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নূতন ও প্রাচীন আইন প্রণেতারা ইহার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই? বঙ্গগতারা ইহার কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেহারে প্রতিযোগিতার অভ্যুত্থানে থাকানা গ্রহণ ও অত্যাচার এত সাধারণ, যে উজ্জনা ভূস্বামীদের স্বত্ব নষ্ট করা আবশ্যিক?

অনেক রাজকর্মচারীর মত প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের উল্লিখিতপত্রের যেরূপ বর্ণনা আছে, জমিদারেরা বাস্তবিক সেইরূপ অত্যাচারী ইহা দেখাইবার স্থিতিরীতি ঘটতি বিবরণ প্রায় বা একেবারে প্রকাশিত হয় নাই। আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এমন কোন পুরাতন আইন কি আছে বাহাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেশাচারমতে গ্রামের সমুদয় জমীতে রাইতদের দখলীস্বত্ব থাকিত এবং জমিদারেরা লিখে যে ভূমি চাষ করিতেন তাঁহাদের কোন ভূমিতে তাঁহাদের ভূস্বামীর স্বত্ব ছিল না।

সিলেট করিগীর হস্ত হইতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি যে আকারে বাহির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় যে বিষয়ে আমার মতভেদ ঘটিয়াছে, এক্ষণে ভিন্নরূপে দক্ষিণে অধিকতর বিস্তারিত করিয়া সেই বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে চাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

খাজানা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি বা দানাবাদে আদ্যন্ত সরকারী কাগজপত্রে একথা নিরন্তর প্রকাশ আছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারদিগকে বা রাইতদিগকে যে স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্বক নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয় তাহার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এবিষয়ে জমিদার ও রাইত ও গবর্ণমেন্ট সকলেই একমত। এক্ষণে এই প্রস্তাবের নিশ্চয়তা করিতে হইবে এই সকল স্বত্ব কি? কিন্তু এবিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, যদিও আমি বুঝিতে পারি না যে, এইরূপ সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কেমন করিয়া কোন মতভেদ ঘটতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের ভাষা অতি পরিষ্কার, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে জমিদারেরা প্রকৃতপক্ষে “ভূমির মালিক” এবং কেহ কেহ যেরূপ কল্পনা করেন বোধ হয় পেরূপ খাজানা-সংগ্রাহক মাত্র নহেন।

আরো কেহ কেহ আছেন ইহারা ইহাও ছাড়াইয়া যান ও বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের পূর্বে জমিদার জেনী ছিল না, এই সময়ের পূর্বে তাঁহারা কেবল গবর্ণমেন্টের খাজানা আদায় করিতেন। এই সকল কথাই উত্তরস্বরূপ আমি ইহার সঙ্গে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ছুই খানিও সন্দেহের অনুবাদ দিলাম। মুসলমান সম্রাটেরা বেহারের দুইটি অতি প্রাচীন রাজবংশকে এই সন্দেহ দিয়াছিলেন। এই দুইখানির মধ্যে এক খান ভোজপুরের বা ভোমরাওর রাজবংশকে ও অন্যখান ষারভার রাজবংশকে বেন; ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, অন্ততঃ বেহারের কোন জমিদার বংশ কেবল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ছিল এরূপ নহে, ভারতবর্ষের কোন স্থানে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট স্থাপনের পূর্বেও ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে জমিদারদের প্রতি যে স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এই বিষয়ের আইন হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় দেখিতে পাইতেছি না। এই অংশটি এরূপ।—

“মন্ত্রিসভাধিকৃত জিহুও গবর্ণর জেনারেল সাহেব জমিদারদিগকে হস্তান্তরিত জমিদারদিগকে ও ভূমির অন্যান্য প্রকৃত মালিকদিগকে এই সংবাদ দিচ্ছেন যে তাঁহারা যে অঙ্গ দিতে কথার করিয়াছেন, তাহাতে কোন পরিবর্তন করা হইবে না, কিন্তু তাঁহারা ও তাঁহাদের ওয়ারিশগণ আইনমত উত্তরাধিকারিরা আদ্যন্ত সকল এই অঙ্গ দিয়া চিরকাল ভোগদখল করিতে পারিবেন। জিহুও গবর্ণর জেনারেল সাহেব তাঁহারা করেন যে ভূমির মালিকেরা সরকারী জমা চিকাগের নিমিত্ত অবশ্যিচ হওয়ার তাঁহাদের যে উপকার হইল তাহা সুবিধা এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানে আপনাদের ভূমি চাষ করিতে যত্ন করিবেন যে নিজের উৎকৃষ্ট কাষাধ্যক্ষতায় ও পরিশ্রমে ফল কেবল নিজেই ভোগ করিবেন। বিল বা ওলর না করিয়া নিজেই সময়ে রাজস্ব দেওয়া ও আপনাদের সামিলী ভালুকদার ও বারতদের প্রতি সন্তোষ ও মর্জা সহকারে ব্যবহার করা ভূস্বামীর। সকল সময়ে নিজের কৃত্য এবং একজন যে সকল জমিদারকে গণ্য ভাষা হইতে তাঁহারা যে উপকার লাভ হইবেন উজ্জনা এই সকল কল্যাণিক পালন করা তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়াছে।”

সার জন শোর সাহেব আপনাদের মন্তব্যলিপিতে এইরূপ লিখিয়াছেন।—

“আমি জমিদারদিগকে ভূমির মালিক বা স্বামী জ্ঞান করি। তাঁহারা আপনাদের স্বত্বের ব্যবস্থানুগারে উত্তরাধিকারী স্বত্ব এই ভূমির স্বত্ব প্রাপ্ত হন, এবং আইনমত উত্তরাধিকারী থাকিলে, রাজা ন্যায়রূপে তাঁহাদিগকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিতে পারেন না কিম্বা উত্তরাধিকার পরিবর্তন করিতে পারেন না। বিক্রয় বা বন্ধকরূপে ভূমি লইয়া কার্য্য করিবার অধিকার এই বুল সহ হইতে উদ্ধৃত এবং আমবা দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবার পূর্বে এই অধিকারমতে জমিদারেরা কার্য্য করিতেন।”

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত প্রণেতা লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সার জন শোরের এইরূপ মত, এবং তাঁহারা উভয়েই দৃঢ়তা সহকারে জমিদারদিগকে “ভূমির মালিক” বলেন। আবার যে সেলোক নর, পিট সাহেবও এই সকলমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোর্ড অব কন্ট্রোলার সভাপতি জীবুত ডগাস সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পত্র লিখিয়া বলেন।—

“আমি ইহা নিভাও আশঙ্ক্য বিবেচনা করিলাম যে, বোর্ড অব কন্ট্রোল হইতে এই ব্যবস্থা উদ্ধৃত হওয়া উচিত, আর এরূপ প্রকৃত ও বিবাদীরা ব্যবহার চূড়ান্ত বিবেচনা কালে পিট সাহেবকে আমার অংশী ভবিতো যত্ন করা উচিত। এই নির্দিষ্ট তিনি যত্ন আমার সহিত উল্লেখওনে দশ দিন বন্ধ থাকিয়া কেবল এই কার্য্যের প্রতি যথোযোগ দিতে সম্মত হইলেন। এই সময়ের পেন-



কাংকাল চার্জদারী সাহেব আশাদের সঙ্গে ছিলেন। সমুদয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যথোযোগপূর্বক বিবেচনা করিয়া পিট সাহেব সম্পূর্ণরূপে আশাদিগের সহিত একমত হইলেন, দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। এই নিবন্ধ আশাদের যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, তদনুসারে বিজ্ঞাপনী স্থাপন করিয়া কোর্ট অব ডিরেক্টরদের দিকট পাঠাইলাম। "

রায়তদের স্বত্বসম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে ভাণ্ডারিগকে যে স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভাণ্ডারী যে স্বত্বভোগ করিত, সেটো স্বত্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, বস্তুতঃ যথার্থ কথা বলিতে গেলে, ভূমিতে ভাণ্ডারদের কোন মালিকীস্বত্ব ছিল না। ভাণ্ডারী আপন স্বত্ব হস্তান্তর করিতে পারিত না, এবং অগ্গ্রে এমন কিছু নাই, যাহাতে দেখায় যে, জমিদারদের সম্মতি বিনা অবধারিত হারে রায়তের ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্ব্যতীত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী যে চাউল, গম ও অন্য সমস্ত খাদ্য শস্যকে কেবলমাত্র "প্রধান শস্য" বলিয়া সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার মূল্য দ্বারা ভাণ্ডারীর হার নির্দিষ্ট হইত।

আমি এতলে এই বিষয়ে সার জন শোরের লেখা চাইতে একটী অংশ উদ্ধৃত করিব।—

"কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহুকাল দখল করিলে ভূমিতে দখলীস্বত্বশ্রুতি হয় ও ভাণ্ডারিগকে উঠাইয়া দেওয়া বাইতে পারে না। কিন্তু এই স্বত্বক্রমে ভাণ্ডারী ভূমি বিক্রয় করিবার, কিম্বা বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং এই পরিমাণে উক্ত স্বত্ব মালিকীস্বত্ব হইতে স্বতন্ত্র। যথেষ্টভাণ্ডারী রাজার অধীন অন্যথা স্বত্বের ন্যায় এই স্বত্বও অনিশ্চিত। জমিদারদের স্থানে জোর করিয়া হস্ত লওয়া গেলে রায়তদের স্থানে ঐ হস্ত চাহিবার স্বত্বক্রমে ভাণ্ডারী কার্য করিয়াছেন। ভূমি মালিককে কেবল জমিদারদের প্রতিশ্রুতি আছে, ইহা যদি আদায় স্বীকার করি, তাহা হইলে রায়তেরা ঐ স্বত্ব ভূমিধারী স্থানে প্রাপ্ত না হইলে, রায়তদের অনুকূলে আমবা এইরূপ কোন স্বত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

"বঙ্গদেশের যে কোন জিল য বিধি লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় ভাণ্ডারী গ্রহণ করা না হয়, তথায় ভূমির খাজানা আদায় হারানুসাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং কোনই জিলায় প্রত্যেক আয়ের স্বত্ব হার আছে। বিধি প্রতি ভূমির উৎপন্ন ধরিয়া এই সকল হার স্থির হয়। কোনই ভূমিতে বৎসরে দুই কলস, কোনই ভূমিতে তিন কলস করে। তুতগাছ, পাঁচ, ভাষাক ও আঁধ প্রভৃতি অধিকতর লাভজনক জন্ম হইলে, সেই পরিমাণে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয়। এই সকল হার ভূমি মাপ করিয়া অবশ্য স্থির করা হইয়া থাকিবে। এবং চৌড়ল মলের বন্দোবস্ত এই সকল হারের মূল হইতে পারে। কালক্রমে ঐ আসলের উপর আবহরণের বোণ করা হয়, পরে মূল্য নির্ধারণের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়। পরে যেরূপ মাপ হইয়াছে, তদনুসারে হার তেজ হইয়াছে। জমী মাপ করিলে সাবানতঃ কিংবা ভূমির সহিত চলিত মাপ দৃঢ় করা হয়।"

এই স্থলে প্রধান শস্য বলিতে কেবল চাউল, গম ও অন্য সমস্ত খাদ্য শস্য বুঝিতে হইবে, প্রধান শস্য শব্দের এইরূপ অর্থ করা হয় না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যাইতেছে যে তৎকালে ভাণ্ডারী, ভূত প্রভৃতি অধিকতর মূল্যবান উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বিবেচনাদীনে লওয়া হইত।

এই বিষয় সমাপ্ত করিবার পূর্বে আমি আর একজন উচ্চ কর্তৃপক্ষের লেখা চাইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিলাম। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই জীবিত ছিলেন। আসি লউমেন্টার্সের উল্লেখ করিতেছি, ইহা নির্দিষ্ট যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসাকারী ছিলেন না। আমি নিম্নে যে স্থল উদ্ধৃত করিলাম, তাহা তৎকালে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু উক্তার মত এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা জমিদারদিগকে ভূমিতে মালিকীস্বত্ব দেওয়া হয়।—

"আমরা অধিবেশনাদি যে সকল ভূমিধারী কর্তৃক করিয়াছি, আমি ভাণ্ডারদের সশঙ্ক নহি, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি বিবেচনা করি, ভাণ্ডারিগকে সজ্ঞা করা একটা বিষয়জ্ঞান হইয়াছে ও ভাণ্ডারে কোন উপকাণ্ড হয় নাই। কিন্তু ভাণ্ডারিগকে সজ্ঞা বিধি ও ভাণ্ডারিগকে ভূমিধারী বলিয়া নির্দেশ করিয়া আম বিবেচনা করি আমবা গবর্ণমেন্টের রাজস্ব রক্ষাকরণনিমিত্ত যে সকল মালিকী স্বত্ব দিবার ক্ষমতা আমাদের ছিল, তাহাও, যে সকল স্বত্ব পক্ষে কাহারও ছিল না, সেই সকল ক্ষমতা ভাণ্ডারিগকে দিয়াছি। পরে স্বত্বও অন্যরূপে স্থাপিত হইল, আমদের পুত্র্য সজ্ঞা ভূমিধারিগদের দিবার নিমিত্ত সেই ক্ষমতি নষ্ট করিবার স্বত্ব আমাদের ছিল না। স্বত্ব পক্ষে অন্যের ছিল একটা ক্ষেত্রও ভাণ্ডারিগদের আইনমতে বা ন্যায়রূপে দিতে আমাদের ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু ভাণ্ডারদের জমিদারীর অগ্রাধিকার পক্ষেও গবর্ণমেন্টের যে স্বত্ব ছিল, ভাণ্ডারিগকে সেই স্বত্ব দিতে পারিতাম ও দিয়াছিল। পরে স্থায়ী বন্দোবস্তক্রমে যাহাও অন্যের স্থাপিত বা দখল ছিল না, সেই সকল ভূমিতে ও আমবা সম্পূর্ণ স্বামিত্ব স্থাপন করিয়াছিলাম। এইরূপ করিতে পূর্বাভাস চাহিবার মালিক ও মালিকদের যে সকল স্বত্ব ছিল, যদিও আমরা সেই সকল স্বত্ব বন্ধ করিতে স্বত্বান ও স্বত্ব ও যদিও উহা বন্ধ না করাতে আমাদের আপন আপন সজ্ঞিত হস্তস্বত্বভিত্তি, তথাপি আমদের ঐ ভূমিধারিগ নিজ সম্পত্তি বলিয়া যে ভূমি নির্দেশ করা পিয়াছে, সেই ভূমিতে তিনি যে চাহী বসাইয়াছেন, সেহ চাহী ও ভূমিধারী পরস্পর যে নিষেধ করিয়াছেন, সেই নিষেধ করিয়া আমাদের মনোমত অন্য নিষেধ নির্দেশ করিয়া নির্দিষ্ট ভাণ্ডারদের সম্মতি হইতে আমাদের কোন স্বত্ব নাই। \* \* \* \* \* আমি অধিকতর ভূমিধারীকে ভাণ্ডার সমুদয় ন্যায় স্বত্ব দিতে চাই। আমিরা যখন ভূমিধারিগকে সজ্ঞা করিয়াছি, তখন ভাণ্ডারী যে কেবল রাজস্বের শুল্ককে কিয়ৎদংশ পাউবার অধিকারী থাকিবেন, কখন একরূপ অভিলাষ থাকি সন্দেহ নাই। এখন অশিষ্টাংশ ছিল যে ভাণ্ডারী প্রকৃত ভূমিধারী হইবেন এবং যে স্থলে অনেক পুরুষেরা বিস্তারিত, সেই স্থলে ভাণ্ডারী ভূমিধারী হইবেন ও ভাণ্ডারী ভূমিধারী থাকি উচিত। কিন্তু যখন অনেক স্বত্বহরণ করিবার ক্ষমতা, অথবা অধিনায়ক ক্ষমতা আমদের ছিল না, তখন ঐ সকল স্বত্ব বিস্তারিত আমবা ভূমিধারী দিগকে দিই নাই; এবং আমাদের সজ্ঞা ভূমিধারীদের নিকটে পূর্বাভাস ভূমিধারিগকে ও স্থায়ীস্বত্বভোগাধিকারিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য।"

ভাইনসটিট এটরন লিয়ার্সদীর প্রশ্ন সম্বন্ধে তাই কোর্টের অঙ্গদের, আডবোকেট জেনারেল সাহেবের ও গবর্ণমেন্টের অন্য আইন সংক্রান্ত কাগজাদিগের এবং দেশের প্রধান আইন ব্যবসায়ীদের মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। কিন্তু যে সকল সরকারী কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যেরূপ স্থিতিরীতি বিবরণ, উক্তরূপ এই বিষয়েও বিশেষরূপ সঙ্গীতাদি দেখিতে পাঠ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের একটী প্রধান দাঁড়াইবার স্থল, এবং এই বিষয়েও আইন সংক্রান্ত যে সর্বোৎকৃষ্ট বক্তৃতা পাওয়া যাইতে পারে, সিলেই কমিটীর তাহা পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু এরূপ কোনও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপি ওর অধ্যায়।—ভালুকদারের সম্বন্ধীয় বিবি।

ভালুকদারের রাবতি স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র ভূমিগত মালিকী স্বার্থের একাংশমাত্র নিবদ্ধ। প্রকৃত ভালুকদারদের জন্য এক্ষণে ব্যবস্থা করিবার আবিষ্কৃত বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। তাঁহাদের স্বত্ব যথোচিত পরিমাণে নিশ্চিত; এবং একটি জমীদারপত্তীর্ণ অস্তিত্ব: আপনাদের স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। ভালুক ও পেটীও ভালুক সম্বন্ধে ১৮১৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের বিধান ব্রীতিমত পূর্ণাঙ্গ করণ আমি বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু এই বিষয়ে মূল ব্যবহার পরিবর্তনের উপযুক্ত কারণ বা কারণ তা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মতে সমস্ত ভূমির অধিকারিগণ নুতন করিবার পেশী উচিত, ১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধান অখণ্ডাকারে রাখা উচিত এবং বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি শুধু তুলিয়া লওয়া উচিত।

দলীয়স্বত্ববিধিতে কোন কোন রাবতকে (অর্থাৎ যাহারা কোর্সী বিলকরে ও বাহাদুর মখলে একগুণত বিহার অধিক অংশ থাকে তাহাদিগকে) ভালুকদারের পক্ষে, সাক্ষ্য বা পরস্পরাভাব উন্নীত করার, আমার মান্যবর সম্বোধনীয় বিস্তারিত পাঠ্যমতঃ ল ব্যবস্থা বচিৎ পরবর্ত্তকাল ল ব্যবস্থা অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপি ওর অধ্যায়।—যে রাবতেরা অধিকারিত হায়ে ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিবি।

ভূমির উপর গবর্ণমেন্টের নুতন কর নির্ধারণ অবধি বাণীখাজানা আদায়ের সুবিধা করা জমাদিকারীরা বহু কেন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকেন না, এবং জমিদারগণের খাজানা দুই সম্বন্ধে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া জমীদারগণের জমাদিকারীরা বহু কেন আবশ্যক জানেন না, আমি এলিতে পারি বঙ্গদেশের ও মোতারের জমীদারগণের এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত যে, প্রকৃত বিত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপেক্ষা তাঁহারা বরং বড়বান্ন লসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতেও সম্মত। কিন্তু যদি আগের পরিবর্তন করিতে হয় তবে উহা নান্য ও বিচার সিদ্ধ যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের নুতন যে যেসিগানে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষেরা যাহার তদ্বিধান জমীদারগণের অন্যান্য কতি হইয়াছে, সেই সেই বিধান পরিবর্তিত বা রহিত করা উচিত। খাজনার প্রকরণ হারে নিম্ন বৎসর ভোগ করিলে প্রকার অনুসারে যে প্রমাণ তর তাহার উদ্দেশ্য এক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে বা না তাহাঃ গায়ে, কারণ যে কোন প্রকার উহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে, সে গত পঁচিশ বৎসর পরিত্যক্ত হইয়া লইতে ও তাহার রক্ষাকরণীয় বন্ধ করিতে সুযোগ পাওয়াইছে। অন্য কোন কথা না থাকিলেও প্রকরণ হইয়াছে বহু কাল একগুণ খাজানা মিলে

১৮৬৯ সালের ১০ আইনের ৩৩ ধারা দেখ।

ভালুকদারের জমীদারগণের ১৮৬১ সালের ১৮-ম আইনের আপন নতুন বিধান যে বহু নিশ্চিত করিয়াছেন, মান্যবর ঐ বাহাদুর তাঁহাদের নিশ্চিত ভিতরতে পূর্ণাঙ্গ তৎপরি রূপেগোণ আকর্ষণ করিয়াছেন। যেসিগানে বোর্ডের পরোক্ষত মেহর ও খাজানা সংক্রান্ত কমিশনের সভাপতি প্রিন্স ডাঙ্গিয়র সাহেব তাঁহার ১৮৬১

সালের ১৯ মে তারিখের সম্ভাব্য অস্ত্রণ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং যদিও মান্যবর জমীদারগণের ১৮৬১ সালের আপন নতুন পরিবর্তন করা উচিত বোধ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ও ডাঙ্গিয়র সাহেব যে সকল মুক্তি উপায়ে করেন, তাহাঃ খণ্ডনীয় নাহা। এই রূপে সাইনবত অনুসরণের প্রকৃত মূল রক্ষণাধ্যক্ষ হইয়া, স্বজগৎ হইয়াছে, স্বর্বাংশ যে “সকল স্বত্ব

আছে কিন্তু বাহার প্রতিপোষণীয় সম্পূর্ণরূপ অংশ পাওয়া নাহতে পারে না, কেবল তাহাই সাব্যস্ত না করিয়া বারিকাংশ মূল নুতন স্বত্ব স্থিতি হইতে” বা বহু পূর্ণাঙ্গ সাইনবত এটি যে হেতু উল্লেখ করেন মেন

যে তাহা করিয়া জমীদারগণের সাইনবত অনুমান ঘটত গায়াটি রক্ষণের গৌণ দিগাহেন এমন মতে, তিনি সাধারণ রাজনীতি বচিৎ এই হেতু করিয়াছেন যে, “পূর্ণাঙ্গ লীয়ার হারা গিলানী বিক্রয়ার নিকট হইতে কোন পরিচার কোন মঙ্গল পাইলে অধিকাংশ মনেই খরিদার জমীদারী কাগজপত্র পাঠতেপারে না বলিয়া উক্ত অনুমান দ্বারা কার্যতঃ ইহাঃ নির্দিষ্ট করা হয় যে, কোন প্রকার খাজানা পরিবর্তন নিশা বিন বৎসর ভূমি

ভোগ করিলে অধিকারিত হায়ে চিরস্থায়ী সম্বন্ধীয় প্রাপ্ত হবে।” জমীদারগণের সাইনবত সাধারণ রাজনীতি ঘটিত হেতু করিয়া এতদ্রূপ আর একটা মুক্তি দিয়াছেন যে, “চুপ করিয়া থাকিলে আপনাদের স্বত্ব পাঁচ চন্দ্রা প্রায়” এত তরে উক্ত বিধানহেতুক জমাদিকারীদের বিন বৎসর অন্তর খাজানা হুজি করিবার মৌকদমা উপস্থিত করিতে হয়।

পাণ্ডুলিপি ওর অধ্যায়।—দলীয়স্বত্ববিধিতে রাবতদের সম্বন্ধীয় বিবি।

এইবিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃত চাবী ও মধ্যবর্তী প্রকার এই উভয়ের মধ্যে যে অত্যন্ত প্রভেদ আছে, ইহা তাঁহাদের মনে রাখা আবশ্যক। যাহাতে কৃষকের সমৃদ্ধি হুজি হয়, তাহাতে জাতীয় সমৃদ্ধির ও সহায়তা হয়। কিন্তু চাবীকে সম্পূর্ণ করিয়া মধ্যবর্তী প্রকার যাহা আশ্রয় করিতে পারেন, তাহারই উপর তাঁহার সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সুতরাং মধ্যবর্তী প্রকার মধ্যবর্তী আবশ্যক অল্পস্বরূপ এবং তিনি থাকিতে কেবল অবস্থাগত অসুবিধা হুজি হয়। প্রাচীন দেশচারি কিবা পূর্ণ কালের মরণ্যাদী কাগজপত্রে যে কিছু মঙ্গল দেখান হয়, তাহা কেবল ভূমির মালিকের প্রতি দেখান হইয়া থাকে, কিন্তু বাহার কৃষিকারীর নিমিত্ত ভূমি মখল করিয়া উক্ত ভূমালী হইয়া মেনন, ও আপনাদের সীমাবদ্ধ কার্যক্ষেত্রে জমীদারী প্রণালীর বহু কিছু দোষ ও

অপব্যবহার সম্ভব, তৎসমুদয়ের সারসংগ্রহ দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ঐরূপ দয়া দেখান হয় না। যদি আইনের শৌলিক পরিবর্তন করিতে হয়, তবে আমাদের কৃষিগণালী হইতে এই শ্রমীর লোকদিগকে চাড়িয়া দেওয়া উচিত; কারণ “দুর্ব্বৎসর সহ্য করিতে সক্ষম, এরূপ যে সঙ্গতিপন্ন কৃষকদল” সৃষ্টি পরিবার ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই শ্রমীর লোকেরাই বৃহত্তর প্রতিবন্ধক। কোনও বিশেষ স্থলে কোর্কা বিলি নিদ্ধহইতে দিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে আমি বিলম্বন সম্মত আছি, কিন্তু সেই সীমার বাহিরে আমি যাইতে চাহি না। যে সকল স্থলে কৃষিকার্য্যার্থ ভূমির দখল দেওয়া যায়, সেই সকল স্থলে এজা নিষে বা বেতনভোগী মজুরের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমির চাষ করিবেন, দখলীশ্বত্ব এইরূপ নিয়মাবলী থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই এবং বাসেন্দা রায়ত ছাড়া অন্য কাহাকেও এইরূপে কল্যাণের করিবার অনুমতি দিতে চাহি না। আমি কবিতীতে বেং সংশোধনের প্রস্তাব করি, তদ্ব্যতীত দুইটী এই বিষয় সম্বন্ধীয় ছিল। জীলোকও লাবালম প্রভৃতির বেলা সমুদয় যোত কোর্কা বিলি করিবার অনুমতি দান হুচক সংশোধনটী বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকৃত বাসেন্দা কৃষককে এইরূপ হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে, এই বর্ধের অন্য সংশোধনটী গ্রাহ্য হয় নাই।

এই কথার উত্তর এখানে আছে যে, কোর্কা বিলি করার কৃষকের সর্ব্বস্বত্ব হইয়াছে, এবং কৃষিসংক্রান্ত অবস্থা

The Zemindari Settlement of Bengal নামক আইনগে জমীদারদের বিরুদ্ধে সংকলিত পুস্তকের ১ বাঁশাখের ৩০৫-৬০, ৩ ৮৩ ১ পৃষ্ঠায় ইহার একটি স্থলর উদাহরণ দৃষ্ট হইবে, তাহাতে অনেক সরকারী ও বেসরকারী লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে।

যদিও গোলগোল সম্বন্ধে মধ্যশ্রেণীর প্রজারা সর্ব্বাপেক্ষা দারী এবং যে রায়ত জমীদারের অব্যবহিত অধীনে আছে, তাহার অবস্থা কোর্কা বা কলারত রায়তের অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অবস্থায় দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়তের দলকেই ভালুকদার ও খালানাগ্রহীতার পক্ষে উন্নীত করিলে, এবং কৃষক ছাড়া অন্য লোকদিগকে দখলক্রমে বা প্রকারান্তরে দখলীশ্বত্ব লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিলে, বর্ত্তমান অনুবিধা অনর্থক রুদ্ধ করা হইবে মাত্র। রায়ত কোন একখণ্ড ভূমিতে দখলীশ্বত্ব লাভ করিতে না পারে, এই নিষিদ্ধ যে জমীদার তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক একজনী হইতে অন্য জমীতে চালায়

করে (আমি বলি এরূপ রীতি থাকার প্রমাণ নাই), সেইরূপ জমীদারের খেজাচীর হইতে রায়তকে রক্ষা করা আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া গিলেট কমিটী রায়তের অনুমূল এই অনুমান সৃষ্টি করিতে চাছেন যে যেহেতু এক্ষণে তাহারাই ভূমি ভোগ করিতেছে, তাহারাই অবশ্যই ১২ বৎসর প্রকৃতি ভোগ করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান কৃষিসংক্রান্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থার বিরুদ্ধ; কারণ যাহার উপর জমীদারদের কোন ক্ষমতা নাই, এরূপ দাবী হেতুবশতঃ ভূমির দখল দিনে পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই প্রদেশে বৃহৎ নদীতীরস্থিত ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নির্যত শিকড়ী ও পরশী বসিতেছে; এই প্রদেশের সীমান্ত স্থানে সর্ব্বত্র অদ্যাপি জঙ্গল কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের প্রক্রিয়া চলিতেছে; মধ্যস্থিত জিলা সমূহে ভূমির উপর লোক সংখ্যার চাপবশতঃ পতিত ও বাসকর জমীর উপর চাষের আক্রমণ হইয়াছে ও প্রচা হইতেছে; এরূপ বহুসংখ্যক পাইকভুক্ত কৃষক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ যাহারা কোন বিশেষ স্থানে বাসারীণী না থাকিয়া সকল দিকে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে। অনেকস্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম হওয়াতে ও অন্য উপযুক্ত হেতুতে পুরাতন রায়তেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের যোত ইন্তকা করে; এই সকল কথার প্রতি উক্ত অনুমানের উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইহা কি বলা যাইতে পারে যে, একজন অপক্ষপাতী ও যুক্তিযুক্ত বিচারক, মৌলদার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ না পাওয়া, এজা অন্য কোন ভূমি ভোগ করিতেছে, কেবল ইহা হইতে (এইরূপ অনুমান করিতে আপনাকে বাধ্য বিবেচনা করা দূরে থাকুক,) এইরূপ অনুমান করিতে পারিতেন যে উক্ত এজা উক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড কিম্বা অন্ততঃ তাহার ত্রিমাংশ গড় বার বৎসর দখল করিয়াছে?

সকল রায়তের দখলীশ্বত্ব আছে, এই প্রস্তাবিত অনুমান সম্বন্ধে, আমি এখানে একটি স্থলের উল্লেখ করিব, যে স্থলে রায়তের দখলীশ্বত্ব না থাকিলেও জমীদারের বা ঠিকাদারের পক্ষে এরূপ অনুমান থগন করা আমি প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি।—

১ম।—গবর্ণমেন্টের রাজস্বের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক নীলাম করা গেলে, সম্পত্তি ক্রয় করিয়া বেং স্থলে ভূমি-কারী দখল পান, সেই সেই স্থলে যে বাকীদার জমীদারের সম্পত্তি এইরূপে ক্রয় করা যায় সেই জমীদার প্রায়ই স্বভাবতঃ ক্রেতার শত্রু হইয়া দাঁড়ায় ও পূর্ব্বক সনের কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করে। এরূপ স্থলে জমীদার কিরূপে উক্ত অনুমান থগন করিবেন?

২য়।—যে স্থলে এক মহাল দুই কিম্বা তদধিক পত্তনীদার বা ঠিকাদারকে বিলি করিয়া দেওয়া যায় সেই স্থলে ঐ মহালের অন্য পত্তনী বা ঠিকা অধিতে রায়ত যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে না, এই অনুমান একজন পত্তনীদার কিরূপে থগন করিবেন?

কোন দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যোতের পরিমাণ এক গজ মাত্র হইলেও, সে ক্ষুদ্র জমি লইলে, যে দিন তাহার সন্ততি ঐ জমির বন্দোবস্ত হয়, সেই দিনই তাহাতে দখলীশ্বত্বপ্রাপ্ত হইবে, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে এক্ষণে আমার প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। একজন রায়ত ক্ষুদ্র এক খণ্ড ভূমি চাষ করিতে পারে বলিয়াই সে বৃহৎ ভূমিখণ্ড চাষ করিতে পারিবে, ইহা বুঝিই নহে। সে কেবল কোর্কা বিলি বা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ভূমি লইতে পারে।

আবার “মহাল” শব্দ অত্যন্ত অনির্দিষ্ট। মহাল শব্দে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বুঝাইতে পারে, অথবা দেশের বৃহৎ খণ্ড বুঝাইতে পারে। “গ্রাম” শব্দ অধিকতর সুবিধাজনক। এদের নির্দিষ্ট সীমা আছে ও তাহাতে বিশেষ ভাষা বুঝায়।

মখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিবার ও তাহা অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

ইহা অতি স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, এ দেশের জমি সংক্রান্ত প্রাচীন ব্যবস্থাক্রমে, কোন রায়ত বাসেন;

“ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহু কাল মখন ক্রিমে জমিতে মখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইরা দেওয়া যাইতে পারে না, কিন্তু এই অবস্থানে তাঁহারা জমি বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না।” পোর সাহেবের ১৭৮০ সালের ২৮ জুনের মতবামলিপি; হারিংটন সাহেবের Analysis নামক পুস্তকের ৩য় বাসানের ৪০০ পৃষ্ঠা।

হউক বা না হউক, তাহার রায়তি স্বার্থ বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা ছিল না। \* দেশাচারক্রমে না হইলে ভূস্বাদিকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মখলীস্বত্ব হস্তান্তর করা যাইতে পারে না এই কথা বলিয়া ব্যবস্থাপকেরা ও বিচারপতিরা এই নিয়ম মান্য করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের পক্ষের কথা এই বলিয়া বোধ হয় যে, দেশাচার

সর্বত্র চলিয়াছে, কিন্তু যে স্থিতিপ্রাপ্তিগত বিবরণের গোড়াই দেওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক প্রামাণিক নহে, কারণ তাহাতে দেখায় না কত দূরে হস্তান্তর হইবার পূর্বে বা পরে জমিদার সম্মতি দিয়াছেন।

এপ্রকারের কোন দেশাচার এরূপ প্রসিদ্ধ হইবে যে, সকল জমীদার ও স্বার্থের সম্বোধন জমাইয়া ইহা বিচারালয়ে প্রদান করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হওয়া উচিত নহে। আর (১ম) হস্তান্তরযোগ্যতা সর্বত্র স্বীকৃত হয়, ইহার বিশেষ ও উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায়, এবং (২য়) যে দেশাচার প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচলিত ও প্রবল আছে, তাহার প্রমাণ দিতে খরিদারদের অক্ষমতা হেতু দেশদানী আদালতে অবিচার ঘটিবার বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত না থাকায়, সর্বত্র হস্তান্তরযোগ্যতার বিধান করা অনাবশ্যক বলিয়া আমি বিবেচনা করি। এক্ষণে বেরূপ কল্পনা হইতেছে, তদনুসারে সর্বত্র মখলীস্বত্ব বিস্তার করা গেলে, ভূস্বামী ও গ্রাম্য সমাজ উভয়েরই অপকার হইবে; কারণ, যে সকল শীঘ্র ও দৈন্যভাবাপন্ন রায়তদিগকে রাখা কুশালীর স্বার্থ, আপন জমিতে তাহাদিগকে রাখিবার ক্ষমতা ইহাতে আর তাঁহারা থাকিতেছে না, এবং যে মহাজনেরা বা বিরোধী জমীদারেরা রায়তদের স্বত্ব ক্রয় করিতে পারে ও তাহাদের জমীতে ভিন্ন জমীদার লোক বসাইয়া গ্রাম্য বিবাদ, মোকদ্দমা ও সর্বনাশ উপস্থিত করিতে পারে, সেই মহাজন বা জমীদারদের দ্বারা রায়তদের উচ্ছেদ হইবার দার উদ্ঘাটিত হইতেছে।

আমি বলিতে চাহি যে, এদেশের যে প্রাচীন দেশাচারক্রমে প্রকৃত হস্তান্তর করিতে পারা যাইত না তাহাতে গ্রাম্য সমাজের নির্জীবিতা ও মজল কইবার বিশেষরূপ সম্ভাবনা ছিল, কারণ, এই সমাজে যাহাদের স্বার্থ ছিল না, তাহাদের তথায় বলপূর্বক প্রবেশ করা এবং সাধারণতঃ এই সমাজের ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে স্বার্থ স্থাপন করিয়া গ্রামের শান্তি ও সমৃদ্ধি নষ্ট করা এই দেশাচারবলে বহুপরিমাণে নিবারণিত হইত।

দক্ষিণাপথের রায়তদের মধ্যে হস্তান্তরকরণস্বত্ব স্বীকৃত হওয়াতে যে অনিষ্টজনক ফল চলিয়াছে; এবং যে মহাজনদের হাতে সাঁওতালদের পড়ে, প্রমাণতঃ তাঁহাদের অভিচারহেতুক সাঁওতালদের মধ্যে যে শান্তিভঙ্গ ঘটে আদার মতের প্রতিপোষনার্থ আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে, আমার নিজ ও অন্যের জমীদারীর রায়তদিগকে মণ্ডল ও অন্য ভূমিাবসারীদের কখনার উপর কেনা যে ইহার আভাবিক ফল হইবে, তদ্বিকল্প আমি আপত্তি করিতে চাই।

সত্য বটে, সূতন হস্তান্তরস্বত্বদানের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভূস্বামীকে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যাহা ভূস্বামীর নিজের আছে, তিনি কেন তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন? অগ্রে ক্রয় করিবার প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধ স্বত্বে ভূস্বামীর অল্পই উপকার হইবে, এবং আমি প্রস্তাব করি যে, এইস্বত্ব যদি দেওয়াই হয়, তবে উত্তরাধিকার রূপে না হইয়া রাষ্ট্রীয় স্বত্বের যে প্রত্যেক হস্তান্তর হয়, তাহা ভেই এই স্বত্ব বর্তাইয়া ইহা অধিকতর কার্যক্ষম করা উচিত; এবং “ভালুক” সম্বন্ধেও উক্ত স্বত্ব বর্তাইতে পারিলে মহাবর্তী প্রজাদের স্বার্থলোপ করিয়া একটি স্বত্ব কার্যক্ষম বস্তুর বিধান করা হইবে, ইহাতে সকল পক্ষের বিশেষ মঙ্গল। অগ্রে ক্রয় করিবার অধিক স্বত্বাধীনে যাহার তাহার নিকট বিক্রয় করিবার স্বত্ব অপেক্ষা প্রকৃত-বাসেন্দা কৃষকদের নিকট যাদীন ভাবে বিক্রয় বরং আমার নিকট উৎকৃষ্টরূপে বোধ হয়। কেহই অসুমান করেন যে, মখলীস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য হইলে বেটারের মীলকরদের উপকার হইবে; কিন্তু আমি তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক লোককে জানি, যাহারা এই প্রস্তাবের বিরোধী, এবং বঙ্গদেশের মীলকরণ সম্পূর্ণরূপে ইহার বিরোধী।

খাজানা মুদ্রারূপে পরিবর্তন করণ।

এই বিষয় বিবেচনা করার সময় আমি এই কথা প্রথম বলিতে ইচ্ছা করি যে আমার মহালে ভাওলী বা শস্যরূপ খাজানা দেওয়া রীতি নহে; এবং আমার এমন বিবেচনাও হয় না যে উহা মুদ্রারূপে খাজানা দেওয়ার দ্বারা সকল অঞ্চলে জমীদার বা কৃষকের উপযোগী হইবে। কিন্তু বেহারে এমন অনেক স্থান আছে যথেষ্ট ভাওলীই চলিত ও টাকার খাজানা কদাচ কখন দেওয়া যায়। এই সকল স্থানের অবস্থা ভিন্নপ্রকার, এবং এই বিষয়ে বেরূপ কল্পনা হইতেছে তদ্রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন যদি সহসা প্রবর্তিত করা যায়, তাহা হইলে সকল প্রেয়ীরই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এরূপ বিষয়ে সময়ের উপর নির্ভর করাই উচিত, অতীত কালের অভিজ্ঞতার দৃষ্ট হইতেছে যে, সত্যতা ও সমৃদ্ধির ক্রমশঃ উন্নতির সঙ্গেই শস্যরূপে দেয় খাজানা মুদ্রারূপে প্রায়ই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। অতএব হঠাৎ বলপূর্বক এরূপ পরিবর্তন প্রবর্তিত করা আমি দোষের বিষয় বলি।

এবিষয়ে আমার নিজের বড় একটা ক্ষতিবুদ্ধি নাই। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে বেটারের জমীদারদিগের প্রতিমিহি স্বরূপ আমি তাঁহাদের মত প্রকাশ করি। আমার বিবেচনার এই সকল মত বিশেষ বিবেচনাবোধ্য।

মুদ্রারূপে খাজানা দেওয়ার রীতিকে নিঃসন্দেহ খাজানা দিবার আদমি উপায়; এবং বেহারের অনেকস্থানে ওলাই যে আজিও রক্ষিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে লোকের বর্তমান অবস্থার উদ্ধাতে শাণী প্রণায়ে সুবিধা হয় এবং সকলেই জানে এদেশের লোক পুরাণ রীতি অনুসারে কার্য্য করিতেও অধিক ভাল বাসে। আকবরের প্রধান হিন্দু রাজস্ব সচিব রাজা ডোডরমল রায়তের খাজানা মোট উৎপাদের একতৃতীয়াংশ বলিয়া নির্দেশ করেন। আরও বৃদ্ধি করিয়া অর্দ্ধেক করিয়া তুলেন। জমিদারেরা বিচারিগণ মূল্য নির্ধারণ অত্যন্ত দ্রুত বিবেচনা করিয়া শস্যরূপ উৎপাদের ১৬ বোলভাগের নয়ভাগ খাজানা অবদারিত করেন এবং বিচারিগণ সমস্ত মূল্য রায়তকে প্রদান করেন।

যেখানে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনের কোন উপায় নাই, সেখানে অজ্ঞানতার সময় উৎপন্ন হইতে কম হউক না কেন উহার এক অংশ রক্ষা করাই কৃষকের পক্ষে স্পষ্টই সুবিধা। আর একদিক দেখিলে দেখা যাইবে যে একজন এক সমান মুদ্রারূপ খাজানা দিতে বাধ্য, সময়ে সময়ে তাহার সমস্ত উৎপাদের মূল্য ভূম্যধিকারীর অবদারিত টাকার দাবীর সমান হয় না। এইরূপ বিবেচনা করিলে দুই চাইবে যে, যে কৃষক খাজানা শস্যে দেয় সে, যে মুদ্রারূপ খাজানা দেয়, তাহার অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ সময় করিতে অধিক সমর্থ।

মুদ্রারূপে এখন বৎসর লগ্ন বাহাতে শস্য একেবারেই জ্বয়ে নাই। তাওলীদার আপন ভূম্যধিকারীকে সে বৎসর কিছুই দিবে না, যেহেতু তাহার সহিত ভাগ হয় এমন শস্যই নাই। কিন্তু শস্য উৎপন্ন হইত আর নাই হইত। মুদ্রারূপে খাজানাদাতা সম্পূর্ণ বৎসরের খাজানা দিতে বাধ্য, তাহাতে হয় যে সময়ে তাহার খাজানাসম্বল অত্যন্ত কম সেই সময়ে জমা মূল্যে টাকা খর করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয়, ভূম্যধিকারী বোকদম্বা কজু করিলে তাহার খরচা ও মূল্য দিতে চাইবে। অতএব শস্যরূপে দেয় খাজানা পরিবর্তনের বিধান বাস্তবায়ন নচে, কারণ উদ্ধাতে অজ্ঞান ও দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক সম্প্রদায়কে শাস্ত হইতে ফেলিবার সম্ভাবনা।

খাজানার দাবীর সময় সাধারণতঃ কসলের সময়ের মধ্যে এক ওড়ার সচরাচর দুই হয়, যে সকল কৃষক মুদ্রারূপে খাজানা দেয়, অনেক স্থানে, যদিও এরূপ ভুল অভ্যাসের, তাহানিগতে অতি অস্পষ্টমূল্যে শস্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। এরূপ সময়ে তাওলী প্রথাকে কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকারই করিতে হয় না।

আবার অনেক স্থলে বড় বড় চর আছে, তাহার প্রতি কসলেই দুইর উৎপাদিকা শক্তি, বিসফল হ্রাস রুহি হয়। এরূপ স্থলে জমিদার ও রায়ত উভয়ের পক্ষেই তাওলী প্রথার খাজানার বন্দোবস্ত করার সুবিধা ও সুবিচার হয়।

আরও তাওলী প্রথানুসারে বন্দোবস্ত জমিদার রায়তের সহিত ভাগ করার প্রতিবৎসরই দুইর উৎপাদিকা শক্তি, পরিমাণ, ও উৎপাদের মূল্য রুহির ফল পাওয়া থাকেন। যদি হ্রাস হয় তবে উভয়ের সে ক্ষতি ভাগ করিয়া লইতে হয়। অতএব কোন পক্ষেই বিশেষ অসন্তোষের বিশেষ কারণ থাকে না এবং জমিদারেরও খাজানা রুহির বোকদম্বা কজু করিবার বিশেষ আশঙ্কতাও থাকে না।

এই পর্য্যন্ত মুদ্রারূপে পরিবর্তন সম্বন্ধে গেল। এই পরিবর্তন কার্য্যে পরিণত করা সম্বন্ধে রাজস্ব কর্মচারীরাই মুদ্রারূপে যে খাজানা অবদারিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পাতৃনিগিতে বিধান আছে যে এরূপ বন্দোবস্তের সময় তিনি লিকটহু দানে প্রচলিত মুদ্রারূপ খাজানা দেখিয়া ও গন্ত শস্য বৎসরে জমিদার প্রকৃতপক্ষে যে খাজানা পাইয়াছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া কার্য্য করিবেন। এই সকল নিয়ম অত্যন্ত আলগা, এবং আমরা সকলেই জানি যে প্রকৃত প্রস্তাবে তির্য্য কক্ষচারীর যত অত্যন্ত ভিন্ন। আবার বিবেচনার এরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজস্ব কর্মচারীকে তাহার নিজ বতলবসত বীমাংসার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এসকল বিষয় ভূম্যধিকারী ও প্রচার ব্যক্তিগত চুক্তি ও পরস্পরের সম্মতি অনুসারে হইলেই ভাল হয়। জমিদারের পক্ষ হইতে একথাও বলা হইয়া থাকে যে শস্যরূপে খাজানা লগ্নরই জমিদারের পক্ষে লাভ, কারণ রায়তের ন্যায় তাহাকে কসলের সময়েই বিক্রয় করিতে হয় না। তিনি শস্য কিছু দিন ধরিয়া রাখিয়া কসলের সময় বাজারে বা পাঠাইয়া বৎসরের যে সময়ে শস্যের মূল্য অধিক হয় এরূপ সময়েই অনেক সুবিধা করিয়া শস্য বিক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং এইরূপ খাজানার পরিবর্তনে কাণ্ডাতঃ জমিদারের আর কলম হইবে, আবার বোধ হয় না যে এরূপ করা গবর্ণমেন্টের যথার্থ অভিপ্রায়।

আবার ভরসা আছে যে আমি শীঘ্রই এবিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি স্থিতিরীতি ঘটতি সংবাদ দিতে পারিব। এই ভূমি এখনও আমি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই সম্বন্ধে আর এক কথা আছে। রায়তের দাবীর জন্য তাহা প্রকাশ করা উচিত, সে কথাটি এই।—যে স্থলে তাওলী প্রথা প্রচলিত আছে সে স্থলে জলসেচন কার্য্যের জন্য আবশ্যক পুর বীধ সকল জমিদারকে নিজের খরচে রক্ষা করিতে হয়, যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে রায়ত ইহার উপকার লাভ করে, তথাপি তাহাকে এসম্বন্ধে কোনরূপ খরচার দায়ী হইতে হয় না। কিন্তু যেখানে টাকার খাজানা দিতে হয়, সেখানে জমিদার যদি জলসেচনকার্য্য দ্বারা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করেন, রায়তকে খাজানা রুহি দিতে হয় এবং তাওলী প্রথা অনুসারে আশা। রায়ত সে বর্তমান পুর বীধ প্রকৃতি বেরানিতে রাখার প্রকৃত জমিদারকে ও তাহাকে অনেক অনুসারে দিতে হইবে।

খাজানা রুজি।

এই বিষয়ে ও খাজানা আদার বিষয়ে জমিদারদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে কেবল তিনটি কারণ দশতঃ আদালতের দ্বারা খাজানা রুজি করার অধিকার আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, রায়তের বার বা পরিভ্রম ব্যতীত উৎপাদনের মূল্য অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রুজি হইয়াছে। সত্বেল স্বীকার করিবেন যে এই শ্রম ধরিয়া রুজি দেওয়া ন্যায্য, কিন্তু কার্যকালে দৃষ্ট হইয়াছে যে এরূপ “রুজি” আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা রুজি এক প্রকার বন্ধই হইয়াছে। এই জন্য জমিদার বরাও চুক্তি দ্বারা খাজানা রুজি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সম্প্রদায়সাধ্য বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও কোনক্রমেই সহজ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমিদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা যে রুজি পাইতে পারেন না, তাহা দিতে রায়তেরা নিতান্ত অনিচ্ছুক।

বাণাহউক, যে অবধি গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রত্যেক জিলার খাদ্য শস্যের সাপ্তাহিকমূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন তদবধি মূল্য রুজি আদার উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যরুজির চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমিদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমান আইনের শঙ্করচন্দ্র সাধারণতঃ রুজি হয় এবং এক্ষণে খাজানা রুজির কারণ যেরূপ নিয়মবদ্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্মে প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ কম্পনা করা হইয়াছে অনেকস্থলে তদ্বিধা অন্য কারণেও ভূমির উৎকর্ষসাধন হইতে পারে। এরূপ স্থলে অতি বিরল ও হ্রস্ব প্রমাণ করা হুস্ত, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এই রুজি সম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র সুলভ খাদ্য শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা আমার মতে উচিত নহে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্তন হইলে জমিদারেরা তাঁহার উপকার লাভ করিবে, একথা সমস্ত পুরান আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সার জন শৌর সাংহেব বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বেও এই-রূপ দেশাচার প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়েও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপ খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার যে কেবল খাদ্য শস্যের উৎপন্ন নির্ণয় করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, তামাক, পাশ এবং অন্যান্য প্রকার শস্যও বাচাই করা হয়। অন্যান্য জিলাতেও যে সকল জমীতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল জমীতে অধিক মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের খাজনার হার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব এই বিধানে আবার “নূতন করিয়া পুরাতন আইন ও দেশের সর্ববাদিসম্মত দেশাচার পরিভাষণ করিয়া যাওয়া হইল।”

বিধানীর স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজনার ন্যায্য ও উপযুক্ত হার নির্ধারণের যে ভার ছিল তাহার উপর আর এরূপ কিছু বেশী করিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না এবং খাজনারুজির ভার সীমাবদ্ধ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাট না। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতকে যেরূপ অধুসন্ধান লইতে হইত, তাহাতে কোন হার ন্যায্য ও উপযুক্ত হইবে আদালতে তাহা জানিবার বিলক্ষণ সুবিধা হইত। এই জন্য ইহার কমতা হ্রাস করার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং উক্ত হার দেওয়া উচিত আদালতের ক্ষমতাধীন এই বিধান জমিলেও টাকায় চারিআনার উক্ত হার দেওয়া বদ্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

যরাও খাজনারুজি সম্বন্ধে আমার ক্ষেত্র এই যে, এরূপ স্থলে কোমু বিচারে স্বাধীনভাবে চুক্তি পরিহার করা হইল, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। যরাও বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা রুজি পাওয়া জমিদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে তদবিষয়ে বিনামের জন্য কোনরূপ ক্ষতি থাকিবে এবং রায়ত যে চুক্তি পূর্বেই স্বাক্ষর করিয়াছে কতলিরং রেজিস্ট্রী করার সময় তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ উত্থাপনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

পাণ্ডুলিপির ৯ম অধ্যায়।—এজমালী সম্পত্তির উদ্ভাবন।

মন্ত্রিসভার উত্থাপিত আদিম পাণ্ডুলিপির অতিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনার ২৭ দফা হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উক্ত অংশ সকল হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কার্যধারক নিয়োগের বিশেষ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনের কিয়দংশ ১৮৭৪ সালে রহিত করার বর্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৩ ধারা অনুসারে কার্য করা হুস্ত হইয়াছে বলিয়া এবিষয়ে আশ্রয় প্রদান করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরান আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আছে ও যেখানে এরূপ এজমালী ভূস্বামির ব্যবহারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেখানে এই সম্পত্তির জন্য কার্যধারক নিয়োগের কমতা গবর্ণমেন্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার অনেক পূর্বে পাস হইয়াছিল। উক্ত কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে শান্তিভঙ্গ গুরুতর ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব শান্তিভঙ্গ এককালে ফৌজদারী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭৪ সালে এই সকল আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কার্যপ্রণালী পুনরুজ্জীবিত করার পূর্বে, সরকারী কার্যকারকেরা ও অতিযোজ্যগণ প্রকৃতপক্ষে কতদূর ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনের সহায়তা গ্রহণ করিতেন এবং তাহার কি বা অতিযোজ্যগণ প্রকৃতপক্ষে কতদূর ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনের সহায়তা গ্রহণ করিতেন এবং তাহার কি বা কল হইয়াছে এবিষয় অধুসন্ধান করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কমিটিতে একটা সিদ্ধি প্রাপ্ত করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উক্ত পাইয়াছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অধুসন্ধান করা বাইবে এবং

অন্যদিক এ বিষয়ে আর আমি কিছুই শুনি নাই। আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে যখন একটা আইন প্রচলিত বলিয়া যথাবিধিত্ব প্রকারে রহিত করা হইল, তখন উহা পুনরুজ্জীবিত করণের প্রস্তাব করার পূর্বে ইহার স্থিতিরীতি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আবশ্যিক। আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাবের পূর্বে কেবল মাত্র অনুমান বা মাসারূপ সংস্কারের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। উত্তমরূপে প্রমাণ করা ও প্রণীত করা ঘটনাবলিই কেবল আইন প্রণয়ন মাধ্যম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

আমি এই কথা না বলিয়া এ বিষয় ত্যাগ করিয়া যাঁতে পারিতেছি না যে, দিয়ার ও সামান্যদের বহুল প্রচারের সহিত রায়ভাদিশের উপকারার্থ গবর্নমেন্টের পিতৃহানী ভাব রক্ষা করার কোন অবশ্যকতা নাই। অতএব যদি এই সকল বিধান পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়, তাহা হইলে মহাল ও ভান্ডারের ভূস্বামিগণ এমন কি পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে নতুন ভান্ডারসমূহেরও কাগজাদির সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের তাঁর আশীশশ্রম্য ভাবে জিলার জজের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইবেন। এরূপ স্থলে জজ সাহেবের ভুল সিদ্ধান্ত করার সম্ভাবনা কি এত অল্প যে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে? অথবা অতস্বরূপ তাঁহার অন্যান্য যে নানা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং যাহাতে আইনে তাঁহার দিচার চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া হাই কোর্টে আপীলের বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আজ্ঞা দ্বারা যেরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, এস্থলে কি তদপেক্ষা কম অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

যখন এই বিষয়েই বলিতেছি তখন আমি বোধ হয় একথা বলিতে পারি যে তত্ত্বাবধানের ব্যয় ও তত্ত্বাবধান-রক্ষকের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কোন স্থলেই তত্ত্বাবধানের খরচ মালেকের মোট আয়ের শতকরা ১০ টাকার অধিক হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে কোন কোন স্থলে গবর্নমেন্টের মদীন কোর্ট অবওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানের ব্যয় মোট আয়ের শতকরা ২০ টাকার অধিক হইয়াছে।

“দেশখণ্ডে দেশখণ্ডে ভান্ডার ভি. ডি. রাশশাহী ও কুচবিহারে শতকরা ১৫ টাকার হইতে (এই সকল স্থলে তত্ত্বাবধানপ্রণালীর পুনঃ গঠনের জন্য বিশেষরূপে বলা হইয়াছে এবং সেইরূপ কাগজ আদায় হইতে) উত্তমায় শতকরা ৫.১ টাকার বিজ্ঞদেশের বার্ষিক বিজ্ঞাপন, ১৮৭৯-৮০ সাল, ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা।”

এতদ্বির আমি এই মর্মে আর এক প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে সকল বা অল্পতঃ একজন ভূস্বামী আবেদন না করিলে শান্তিভঙ্গকর কার্যাদি নিষ্কৃত করা হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করার কারণ এই যে আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে এরূপ নিয়ম স্থাপিত না করিলে আমাদের নিশ্চয়ই দেখা উচিত যে সমস্ত প্রচলিত মহাল ও যেখানে দায়িত্ব জমিদারকে বিবদ্ধ করিবার জন্য শান্তিভঙ্গ অপরাধে ফৌজদারী মোকদ্দমা কল্প করিয়া হারিয়া গিয়াছে সেই সকল স্থলে প্রজাতি প্রমালী কার্যাদি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে। এরূপ বিষয়ে দেওয়ানী আদালত অপেক্ষা ফৌজদারী আদালত সুীকরূপে কার্য্য করিতে পারে, কারণ শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থ ফৌজদারী আদালতের উপর যেরূপ অমত দেওয়ানীতে তাহা দেওয়ানী আদালতের উপর এক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কার্য্যকর।

সিলেক্ট কমিটিতে আমার তৃতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে কার্য্যাদি সমস্ত প্রমালী ভূস্বামীদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনমতে বাতান্য কম করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে না। আমার মত এই যে, যাহা কার্য্যাদির স্বার্থ কিয়ৎকালের নিমিত্ত নষ্ট, যে সমস্ত কার্য্যাদি কার্য্যকর তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবেন তাঁহার কার্য্য এত অধিক যে এ বিষয়ের তত্ত্বাবধানের মনোযোগ দিবার তাঁহার যথেষ্ট সময় থাকিবে না। সুতরাং প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে রায়হের খাজানা কমাইয়া দিয়া জমিদারকে বাৎসরিক আয় হ্রাসিত করিবার ও উক্ত রায়ভাদিশের নিকট কমিশন স্বরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করিবার পক্ষে কার্য্যাদির সমর্থক সুবিধা হইবে। কেবল আমার মত যে এরূপ ভাড়া নহে, যাহারা কিঞ্চিৎ যত্ন করিয়া এ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, ভূমিসম্পত্তির তত্ত্বাবধানের যাহাদের কিছুমাত্র সতিজ্ঞতা আছে এবং যাহারা এ বিষয়ে তাৎপর্য্য-দিগের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন না, তাঁহারও আমার সহিত একমত হইবেন। এরূপ স্থলে গবর্নমেন্ট কিরূপ লোকের মধ্য হইতে কার্য্যাদি সংগ্রহ করিতে পারেন? এরূপ চাকীর যেরূপ বেতন ভাড়াতে গবর্নমেন্ট যে প্রণী হইতে আমীন ও পুলিশ ইনিম্পেক্টর নিযুক্ত করেন সেই প্রণী হইতেই কার্য্যাদি নিযুক্ত করিবেন। আর কে না জানে যে আমীন ও পুলিশ ইনিম্পেক্টরই এদেশের একটা প্রধান বালি। এরূপ চাকরিতে যেরূপ অল্প বেতন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গবর্নমেন্ট কার্য্যাদি করিবার জন্য উচ্চ প্রণীর দেশীয় লোক লাভ করেন এরূপ ভরসা একেবারেই নাই। মাসারূপতঃ প্রমালী ভূস্বামীদের আয় অতি অল্প; আর আজি কালি শান্তিভঙ্গ অপরাধের ফৌজদারী দণ্ড এত অধিক যে গবর্নমেন্ট যে বহুসংখ্যক মহাল লর জন্য এক জন কার্য্যাদি নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপযুক্তরূপে অধিক পরিমাণে বেতন দিবেন এবং মাসরূপে লোক নিযুক্ত হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

কার্য্যাদির ক্ষমতা ও তাঁহার সেরস্তার খরচ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন বিষয়ে আমি যে সকল জমিদারের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মত যে এরূপ নিয়ম অত্যন্ত আবশ্যিক। কিন্তু এ বিষয়ে আমি যত প্রস্তাবই করিয়াছি, সিলেক্ট কমিটিতে তাহার এই মাত্র উত্তর পাওয়া গিয়াছে যে হাই কোর্টে এসম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন-মার্থ অনুমোদন করা হইবে। কিন্তু আমরা জমিদার, আমরা বলি যে কার্য্যাদির ক্ষমতা সনির্ভীত থাকি উচিত নহে এবং ব্যবস্থাপকসভার স্পষ্টরূপে তাহা নির্ণয় করিয়া দেওয়া উচিত। যদি সত্য যতাই এরূপ বিবেচনা করা

হইয়া থাকে যে হাট কোর্ট বানস্কাপক সভা হইতে এ বিষয়ে অধিক অভিজ্ঞ, তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রতিষ্ঠা পূর্বক নিশ্চয়রূপে জমিদারদিগকে প্রদত্ত আইনসভা স্বত্ব সঞ্চয়ী ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় সকলে হাই কোর্টের সঙ্গে মতুণী করা হয় নাই কেন?

পাণ্ডুলিপির ১২ অধ্যায়।—স্বত্বের লিপি।

বলা হইয়াছে যে কোন কোন মহালে জমিদারেরা উপযুক্ত কাগজপত্র রাখে না। যদি এত রূপ হয়, তাহা হইলে এরূপ জমিদারীতে জরীপ ও স্বত্বের ভালরূপ লিপি আবশ্যিক হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল মহালে কাগজপত্র নির্দোষ এবং যোগ্যতম সম্পর্ক বিশিষ্ট সকল লোকেই তাহাদের যেরূপ কাগজপত্র আছে তাহাতে সন্তুষ্ট, সেখানেও কেন যে জমিদার ও প্রজাকে জরীপের হাঙ্গাম সহ্য করিতে হইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

মাগের প্রাচীন প্রণালীতে সকল জমিদারই নিয়মিত সময়ান্তরে তাঁহাদের মহালের মাপ করেন এবং তাঁহাদের এক প্রকার না এক প্রকারের মোটা মোটি মাগের কাগজ আছে; অনেক আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন, ইহারা যে আপন মহালের কেবল মাপ করেন তাহা নহে, গবর্ণমেন্ট মহালের যেরূপ নকশা প্রস্তুত হয় প্রায় সেইরূপেই নকশা প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তাঁহাদের কাগজপত্রে রায়ভের যোভের সূক্ষ্ম পরিমাণ ও ঠিক আয়গা ও জমীর গুণ ও দেয় খাজনার হার দেখাইয়া দেয়।

অতি অস্পষ্টরূপে জমিদার আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন। তাঁহারা প্রত্যেক রায়ভকে তাঁহার ক্ষেত্রে বিশেষ বিবরণ ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া থাকে। বহুতে তাহাদিগকে স্বাক্ষর করাইয়া লন। জমিদারের পক্ষে ইহা বড় সহজ ব্যাপার নহে। খাস মহালে গবর্ণমেন্ট বন্দোবস্ত কার্যকারকের যেরূপ তালিকা করণের কল্যাণ আছে, তাহার সে ক্ষমতা নাই; সুতরাং তাঁহাকে বিস্তর দায় করিতে হয় ও সুতরাং তাঁহার ক্ষেত্রে ইয়ত্তা থাকে না।

এরূপ অবস্থায় কি বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত দেশটা জরীপ করার আবশ্যকতা আছে? অন্ততঃ যে সকল জমিদারির নির্দোষ কাগজপত্র আছে তাহাদিগকে আমার বিবেচনায় অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

আমাব প্রস্তাব এই যে যদি জরীপ করিতে হয় যে সকল গ্রামে জমিদার ও রায়ভ উভয়েই জরীপ করিয়া ইচ্ছা করে এমন সব গ্রামেই উচ্চাতে তাত দেওয়া উচিত; কি দিটারে যে যাহারা ইচ্ছা করেন। তাহাদের গিরেও জরীপের খরচা চাপান হয় আমি তাহা বুঝিতে পারি না। জরীপে তাহাদের উপকার না হইয়া অনেক মামলা মোকদ্দমার উৎপত্তি হইবে।

১৮৭৬ সালে জমিদারদিগকে স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করার জন্য আইন পাস হয়। উচ্চাতে যে কি পদ-মাগের মোকদ্দমার উৎপত্তি হয় তাহা আমরা সকলেই জানি। যে সকল লোকের কিছুমাত্র স্বত্ব ছিল না তাহারা ও কোন না কোন রূপে স্বত্ব সাব্যস্ত করাইবার জন্য অগ্রসর হইল, তাহার ফল এই হইয়াছে যে যদিও এটা আইন পাস হওয়ার পর আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক মোকদ্দমার এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। এমন অনেক জমিদার আছেন তাঁহাদের সম্পত্তিতে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট স্বত্ব থাকিলেও এরূপ মোকদ্দমার তুষ্টিরিহাং চিন্তার উপর অনর্থক অনেক খরচপত্র করিতে হইয়াছে।

জমিদারেরা সমস্ত অধিবাসীর শত্রুতা এক জন ও নহে, তাহাদের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে গিয়াই এই হইল।

যদি এটা অস্পষ্টরূপে লোকের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে আট বৎসর কালও অস্পষ্ট সময় বলিয়া গণ্য হইল, তাহা হইলে প্রজার স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে কি তাহার দশগুণ অধিক সময় লাগিবে না? বাজালা ও বেহারের প্রায় সমস্ত অধিবাসীও এজা। এবিষয়ে যেরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন তাহাতে যে দীর্ঘ সময় লাগিবে এই সমস্ত সময় ধরিয়া মোকদ্দমা, বাস, হয়রাণ ও ছুন্টিয়া কি সকল শ্রেণীর লোকেরই ক্ষতি হইবে না?

এই সকল কারণে আমার বোধ হয়, যে সকল গ্রামে সম্পর্কবিশিষ্টলোকে গবর্ণমেন্টের নিকট জরীপের প্রার্থনা করে তাহদের অর্থ গ্রামে জরীপ প্রবর্তিত করা আবশ্যিক।

জমিদারের রেজিস্ট্রী।—খামার বা নিজজমী।

আমার সুযোগ্য সহযোগী রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাঁহার মতভেদ প্রকাশকালে একটা দক্ষতা সহকারী এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাহাতে আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কেবলমাত্র বলিব যে এবিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মত সম্পূর্ণরূপে এক।

পাণ্ডুলিপির ১৩ অধ্যায়।—ক্রোক ও খাজানা আদায়।

চারিদিক হইতে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে খাজানা জমিদারের পক্ষে এখন জমিদারদিগের যে উপায় আছে তাহা অপেক্ষা শীঘ্রকর ও অর্থ উপায় হওয়া আবশ্যিক এবং যে স্থলে প্রজারা পক্ষপাত করিয়া খাজানা দেওয়া বন্ধ করে সে স্থলে বর্তমান আইন সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর। ম্যার জেমস কেরাউর লায় প্রদান প্রামাণিক দাবীও যে সকল মহালে “খাজানা দিব না” বলিয়া চীৎকার একবার উঠে, তাহার জমিদারের বিক্রাটের কথা স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের গত জামুয়ারী মাসের মন্তব্যলিপিতেও এরূপ প্রজাটের কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

এই জন্য আমরা (জমিদারবর্গ) স্বভাবতঃই ভরসা করিয়াছিলাম যে এই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে খাজানা আদায়ের পক্ষে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহারা এবিষয়ে অত্যন্ত নিরোপ হইরাছি, এবং যদি এই পাণ্ডুলিপি এখনও ভাবে আছে এই ভাবেই পাস হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা আমাদের অবস্থা



খারাপ হইয়া পড়িবে। কারণ আমাদের আইনসম্মত খাজানা আদায়ের সরাসরি ও বাহ্যিক উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কাঁচাঃ যে ক্রোক একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচারসম্মত ও বাহ্যিক কার্যপ্রণালী আমাদের এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বর্তমান আইনে বিধান আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহাদের বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিস জারী করিয়া শস্য ক্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্তী যে সকল স্থানের জমিদারগণের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ রাজের অধীন নহে এবং এজন্য সহজেই ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারাপত্তা অতিক্রম করিতে পারে এবং পুর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিয়াড়ার নত বিস্তীর্ণ যে সকল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রজারা অল্প যোগ্যের অন্তর্গত থাকে এবং এক ফসলের অধিক কাল এক জায়গার বাস করে না, তাহার এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিলম্বে গিল্পের হানি হয়। যদি রায়তের খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাকিবামাত্র ক্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু ফসল কাটিয়া ফেলিয়া মাত্র তাহার প্রিদিনেরমত গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে তবিশেষে ভূমাদিকারীগণের প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যক এবং শস্য আদালতের সহায়তা ভিন্ন ক্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কন্সটারী ক্রোক করণার্থ সেইস্থানে পঁহুঁছবার পূর্বে রায়তকে ফসল কাটিয়া লইয়া পলায়ন করিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে। এরূপ কার্যপ্রণালীতে যে জমিদারের উপর কেবল কোটফা ও অন্যান্য যে সকল আদায়ের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার জন্য সূতন ও অতিরিক্ত খরচার তার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও ফল এই হইবে যে এই যে সকল অল্প যোগ্যের প্রজাশস্য কর্তন হইবা মাত্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিবার জমিদারের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা কজুকবাই তাহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়তের বিক্ষেপে মোকদ্দমা করিতে হইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমার বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অভ্যন্তর আদায়, বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে জমিদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, সিলেক্ট কমিটীর হাত দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকারে বাহির হইল যে এরূপ করা হইবে থাকুক এখনও যে কষ্ট আছে তাহা বর্জিত করা হইয়াছে এবং এখন যে একটি উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে ইহা আমার অভ্যন্তর আশ্চর্য্য বোধ হয়।

জমিদারেরাই তাহাদের অংশের গবর্ণমেন্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহার রায়তের নিকট এই রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। তাহার যে কষ্ট গবর্ণমেন্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংশ্লিষ্ট তাহাদিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের দেয় কোন কোন গবর্ণমেন্টের কর আদায় করিতে হইতেছে, এবং যদি গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবধারিত দিবসের সূর্য্যোত্তের পূর্বে তাহার গবর্ণমেন্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সরাসরি নীলামের দায়ী হইবে এবং তাহার সম্পত্তি হইতে বিচুরিত হইবে। অথচ গবর্ণমেন্টকে দিতে এক দিনের অমাত্য হইলে তাহার জন্য এই গুরুতর শাস্তি অবশ্য ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিশ্চয় রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

এক্ষণে আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে; বর্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া ভূস্বামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আইনমত খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার নিজের কিছুমাত্র দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষগণও সম্পত্তি বিক্রয় ও সে উহা হইতে বহিস্কৃত হইতে পারে। অথচ আমি পূর্বে দেখাইয়া দিচ্ছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বর্জিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ায় বড় বড় মহাল বিক্রী হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের আবশ্যকতা ও সুবিচার দ্বারা আমার এক মুহূর্তের জন্যও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই, আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে গবর্ণমেন্ট যখন নিজের হস্তে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন, তখন জমিদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করার জমিদারের গবর্ণমেন্টের সুবিচারের অর্থাৎ হইয়াছে বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজের সমস্ত বিশেষ আইন রাখার, গবর্ণমেন্ট নিজেই খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অকার্যকরতা স্বীকার করেন; আর যদি গবর্ণমেন্টের পক্ষে এইরূপ নিয়মই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ নিয়ম আমাদের পক্ষেও প্রয়োজন। আমার একান্ত ভরসা যে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে বিশেষ মনোযোগের সহিত এবিষয়ের পরিবেক্ষণ করা কর্তব্য, কারণ ইহাতে বেহারস্থ জমিদারগণের অধিকাংশেরই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

১৭শ অধ্যায়।—চুক্তির স্বাধীনতা।

জমিদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অধুনা বর্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্তমান চুক্তি যখন করা হয়, তখন গবর্ণমেন্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিকারীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেন্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসম্মত করিয়া এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি হইতে যে অনিশ্চয় উৎপন্ন হইতেছে বলা হয়, তাহার কিছুটা প্রশমন দেখান হয় নাই; অথবা জমীদারেরা যে এইরূপ চুক্তির অসম্মত ব্যবহারদ্বারা অসম্মত হইয়া কৃষক-কলের ক্ষতি করিয়াছেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই। অতএব যতক্ষণ এরূপ অনিশ্চয় নে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, এবিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ গবর্ণমেন্টের সম্মতি ক্রমে ও গবর্ণমেন্টের অনুমোদন অনুসারে বর্তমান যে সন্দেহবস্তুর ন্যায্যরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, যেন তাহার এরূপ ভয়ানক তাগীচুরী করা না হয়।

জমীদার ও রাইতের মধ্যে যত চুক্তি হইয়াছে তাহার সমস্তই রাইতের ক্ষতি হইতেছে। এই সিদ্ধান্তটী যদিও লইয়াই প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনাকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে অসম্মত কারণ অনেক স্থান চুক্তি দ্বারা স্পষ্টরূপেই রাইতের সুবিধা হয়। রাইত জমীদারের কথামত কাজ করার অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়। এরূপ চুক্তিতে সম্ভবতঃ কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু তথাপি এগুলিও বন্ধ করা হইবে।

উপসংহার কালে এই সিলেট্টে কমিটীর মীমাংসার আশায় যে বিশেষ আপত্তি আছে, তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিতে উদ্ভূত করি; কারণ আমায় বিবেচনায় এরূপ গুরুতর বিষয়ে যাচাখাচা ন্যায্য সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায়, আশা করিয়া উৎসাহ উৎকর্ষণ পাই নাই।

দেওসকল কারণের কথা বলা হইল, যাহার জন্য কেবল যে গবর্ণমেন্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ভূমিসম্বন্ধের স্থানি করণরূপ উৎকট উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যক তাহা নহে, বাহার জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আইনের অবতারণা করা হইল যে গবর্ণমেন্টের আইনের সম্ভাসন উচ্চ উত্থাপিত করার সময় নিজেই স্বীকার করিলেন যে ইহাতে যে বর্তমান কৃষক জমীদার উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাহাদের লোণ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা রক্ষিত নহে এরূপ এক কুডল কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইবার ও আবার তৎকালীন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা উৎপাদিত অনিশ্চয় সম্বন্ধের প্রতিশোধার্থ আর এক বার সমস্ত দেশটাকে আন্দোলন ও কয়েক নিমজ্জিত করিতে হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারণের অস্তিত্ব সন্দেহে আশা-মের নিকট পরিষ্কার প্রদান দেওয়া উচিত ছিল।

আমি নির্বোধ সত্ত্বায় বলিতে চাহি যে যদি ভূমিসম্বন্ধী ও প্রজা সম্বন্ধ নির্ণয় ও তৎবিষয়ের সুব্যবস্থা করণার্থ পাণ্ডুলিপি আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এই পাণ্ডুলিপি এরূপ ভাবে সম্পাদ্য করিতে হইবে ও একপে প্রস্তুত করিতে হইবে যে ভবিষ্যতে গোলযোগ উৎপন্ন না করিয়া চিরকালের মত এবিষয় মীমাংসা করিয়া দেয়।

আরও আমার মত এই যে অধিকাংশ বিষয়ে প্রমাণ গ্রহণ ব্যক্তিরকে সিলেট্টে কমিটীতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সীমিত বিচার করা অসম্ভব হইয়াছিল। প্রমাণ না দেওয়ার এবং ইতিহাসিক বিষয়ক বর্ষার্থ সংবাদ আমাদেবের নিকট না দেওয়ার, ও এই সকল সংবাদের পরীক্ষা না হওয়ার, আমাদেবের বানানুবাদ সন্তোষজনক হয় নাই এবং যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে।

১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন।

দ্বারভঙ্গা।

সন্দেহের অনুবাদ।



সুবা বেচারের বস্তুমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত আশা, আশীর্বাদ, ক্রোড়ী কার্য্যকারক ও নিয়ামগণ বিদিত হউন। সমস্ত লোক মীমার ভীষণকারী সেই বাদশাহের আজ ক্রমে উক্ত বেহার স্থার অন্তর্গত মজের সরকারের ধরমপুর পরগনা ও ত্রিহা ও সরকারের দেহাত পরগনা আনুশঙ্গিক ইমাম রহম প্রভৃতি স্বত্বের সহিত রাজ্য-ধন্য নিঃস্বক দৃঢ়তর করিয়া দেওয়া গেল। ( রাজা মধু সিংহের জমীদারী উত্তরাধিকারস্বত্রে তিনি প্রাপ্ত হওয়ায়, তঁহা এরূপ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল ) মীমারের কারপরদাজ ও কার্য্যকারকগণ এই রাজ্যকে তাহার রাজত্ব যতদিন থাকে চিরস্থায়ী জমীদার স্বীকার করে, তাহাকে জমীদারী স্বত্বে বজার রাখে তাহার সমস্ত তলবে টাকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজত্ব ও রাইতের হিটবী হন তবে ইহার পরামর্শ লইয়া কাহ্য করে, ইহা আবশ্যক। আরও এই দহামা সন্দেহের অনুগামী হইয়া তাহার ইহার আজ্ঞানুসারে ঠিক ঠিক কার্য্য করিবে এবং বৎসরান্তর নবীকৃত মন্দ দাখিল করার জন্য আশ্রয় করিবে না।

অভিষেকের ৪০ বৎসরের ২৯ শাওরাল।

ডি. সিংহাটিক,  
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

Raj Krishna Mukhopadhyaya, M.A. and B.L.,  
Bengali Translator.





# গবর্ণমেন্ট গেজেট



TUESDAY, MAY 13, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

## CONTENTS.

	PAGE.	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India ...	Nil	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নিষ্ক্রিয়, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	নাই।
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	451—469	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নিষ্ক্রিয়, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৪৫১—৪৬৯
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের প্রতিলিপি ...	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	3—4	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	৩—৪
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের প্রতিলিপি ...	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও বেবিনিট বোর্ডের সার্বজন্য জ্ঞাপনপত্র ...	নাই।
PART VIII.—Advertisements ...	459—477	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি ...	৪৫৯—৪৭৭
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিবর্তিত গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	নাই।

## PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নিষ্ক্রিয়, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

## ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1989 A.

**GENERAL.**—*The 17th April 1884.*—Mr. W. O'Reilly, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district.

Baboo Bhubotosh Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district, *vice* Baboo Shital Nath Bose.

Baboo Gobind Mohun Ghose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district, *vice* Mr. H. A. D. Phillips.

*The 19th April 1884.*—Mr. R. M. Waller, Officiating Magistrate and Collector of Mymensingh, is allowed furlough for eight months, under section 50, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he availed himself of it.

*The 21st April 1884.*—Mr. F. E. Piffard, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sonthal Pergunnahs, is transferred to Rajmehal in that district, with effect from the date on which he joined his appointment.

*The 22nd April 1884.*—Baboo Nulkanto Sarkar, M.A., Lecturer in the Kishnaghur College, is appointed to act, until further orders, as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of the Fariedpore district.

*The 24th April 1884.*—Baboo Radhica Lal Shome, Temporary Sub-Deputy Collector, Backergunge, is allowed leave for thirty-five days, under sections 127-7 and 134, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

*The 25th April 1884.*—Baboo Gopal Chunder Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is transferred to Rajshahye, and is posted to the sudder station of that district.

Baboo Pran Kumar Dass, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Gya, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Monmotho Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is transferred to Gya, and is posted to the sudder station of that district, during the absence, on leave, of Baboo Pran Kumar Dass, or until further orders.

*The 28th April 1884.*—Mr. F. W. R. Cowley reported his departure from India, on furlough, on the 28th March 1884.

**POLICE.**—*The 21st March 1884.*—Mr. J. Lambert, C.I.E., Deputy Commissioner of Police, Calcutta, is allowed privilege leave for three months, with effect from the date on which he may avail himself of it.

*The 24th April 1884.*—Mr. C. S. Murray, Officiating Assistant Superintendent of Police, Rungpore, was on leave from the 29th July to the 5th August 1883, under section 134, chapter X of the Civil Leave Code.

*The 28th April 1884.*—Mr. C. Jennins reported his departure from India, on furlough on the 6th instant.

*The 1st May 1884.*—Mr. O. S. Stack, District Superintendent of Police, Midnapore, is appointed to act as Deputy Inspector-General of Police, during the absence, on leave, of Mr. E. B. Baker, or until further orders.

[Government Gazette, 13th May 1884.]

বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

১৮৮২ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮২ সাল ১৭ আশ্বিন।—মুন্সেবের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত ডবলিউ, ও'রাইলী সাহেব উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ুত বাবু শীলনাথ বসুর পরিবর্ষে বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু ভবকোষ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ুত এচ. এ. ডি, ফিলিপ্স সাহেবের পরিবর্ষে ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু গোবিন্দমোহন ঘোষ উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন।—ময়মনসিংহের একটিং মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত আর, এম, ওয়ালার সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কাযাকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৫০ ধারামতে আট মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১১ আশ্বিন।—মৌণ্ডাল পরগনার একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত এফ, ই, পিফাউ সাহেব উক্ত জিলার অন্তর্গত রাজমহালে দায় কৰ্ম গ্রহণের তারিখ অবধি তথায় প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।—কুমিল্লার কালেক্টর উপাধিকার জীয়ুত বাবু মৌলানা নরকার, এম, এ, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া ফরীদপুর জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—বাথরগঞ্জের কিংকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু রাধিকা-লাল সোম, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কাযাকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৭—৭ ও ১৩৪ ধারামতে পর্য্যাপ্ত দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন।—মুন্সেবের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু গোপাল-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাজশাহীতে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

গয়ার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু প্রাণকুমার দাস অনেকের প্রতি কৰ্মের ভারপর্ণ করিবার তারিখ অবধি সিভিল কাযাকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

জীয়ুত বাবু প্রাণকুমার দাসের ছুটী প্রযুক্ত অসুপস্থিতকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাতনার একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু মহম্মদকুমার বসু, গয়ার প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—জীয়ুত এফ, ডবলিউ, আর, কোলী সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চে ভারতবর্ষহইতে শ্রী গমনের রিপোর্ট করেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২১ মাঘ।—কলিকাতার পোলীসের ডেপুটী কমিশনার জীয়ুত জে, লাম্বর্ট সাহেব, সি, আই, ই, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি তিন মাসের অসুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—রঙ্গপুরের পোলীসের একটিং আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীয়ুত সি, এম, মের সাহেব সিভিল কাযাকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৪ ধারামতে ১৮৮৩ সালের ২৯ জুলাই অবধি ৫ আগষ্ট পর্য্যন্ত ছুটী লইয়া ছিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—জীয়ুত সি, জেনিন্স সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া এই মাসের ৬ তারিখে ভারতবর্ষহইতে শ্রী গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—জীয়ুত ই. বি, সেকার সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অসুপস্থিতকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেনিনীপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীয়ুত ও, এম, স্টাক সাহেব, পোলীসের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরলের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

**ECCLIASTICAL.**—*The 26<sup>th</sup> April 1884.*—Mr. Arthur Jenson, a Missionary of the Baptist Mission at Comillah, in the district of Tipperah, is authorized, under clause 5, section 5, Act XV of 1872 to grant certificates of marriage between persons who are Native Christians.

**REGISTRATION.**—*The 25<sup>th</sup> April 1884.*—Baboo Mohesh Chunder Bose, Special Sub-Registrar of Burrisal, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Banamali Roy, Rural Sub-Registrar of Nalchiti, in the district of Backergunge, is appointed to act as Special Sub-Registrar of Burrisal, during the absence, on leave, of Baboo Mohesh Chunder Bose, or until further orders.

*The 26<sup>th</sup> April 1884.*—Moulvie Mobaruck Ali, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Saran, is appointed to be *ex-officio* Special Sub-Registrar of Chuprah, in that district, during the absence, on leave, of Pundit Debi Prosad, or until further orders.

*The 28<sup>th</sup> April 1884.*—Baboo Pran Kissen Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pooree, is appointed to be also Sudder Sub-Registrar of Pooree, with effect from the 22nd October 1883.

Chowdhury Syed Uddin Ahmed is appointed to be Rural Sub-Registrar of Teghra (Phulwari), in the district of Monghyr, *vice* Moulvie Abdul Wahab, resigned.

**EDUCATION.**—*The 23<sup>rd</sup> April 1884.*—Mr. C. B. Clarke, Officiating Inspector of Schools, Presidency Circle, is confirmed in that appointment.

**MEDICAL.**—*The 22nd April 1884.*—Assistant Surgeon Bepin Behary Gupta, in charge of the charitable dispensary at Doonraon, is allowed leave for ten days, under section 128 chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 20th February last.

*The 24<sup>th</sup> April 1884.*—Assistant Surgeon Rajmohun Banerjee, Second Demonstrator of Anatomy, Calcutta Medical College, is appointed to be Senior Demonstrator of Anatomy in that institution, *vice* Assistant Surgeon Gobind Chunder Chatterjee.

Assistant Surgeon Debendro Nath De is appointed to be Second Demonstrator of Anatomy in the Calcutta Medical College, *vice* Assistant Surgeon Rajmohun Banerjee.

*The 26<sup>th</sup> April 1884.*—Assistant Surgeon Debendro Nath Roy, Officiating Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Sealdah, is appointed to be Teacher of Chemistry and Medical Jurisprudence in that institution, *vice* Rai Kanye Lall Dey, Banadoor, retired.

*The 27<sup>th</sup> April 1884.*—Baboo Umbica Churn Dutta, Second Munsif of Nelphamaree, is appointed to be a member of the Committee for the management of the Nelphamaree Dispensary, in the district of Rungpore.

*The 2nd May 1884.*—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the charitable dispensary at Julpigoree :—

Baboo Nirmal Chunder Shingha, M.A., B.L. | Baboo Mohesh Chunder Chukerbutty.

**ZOOLOGICAL GARDENS.**—*The 28<sup>th</sup> April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. F. Schiller of his appointment as member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

**MUNICIPAL.**—*The 20<sup>th</sup> April 1884.*—Baboo Ram Chunder Mokerji, Government Pleader, is re-appointed to be a Commissioner of the Krishnaghur Municipality.

*The 24<sup>th</sup> April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Krishnaghur Municipality of Baboo Prosunna Cosmar Bose, M.A., B.L., to be their Vice-Chairman.

Mr. T. Kenoy is appointed to be *ad-interim* Vice-Chairman of the Darjeeling Municipality.

Mr. F. Prestage is appointed to be a Commissioner of the Darjeeling Municipality.

[*Government Gazette, 13<sup>th</sup> May 1884.*]

ধর্মকার্যসম্পর্কীয়।—১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন।—ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কমিশনার বাল্টিস্ট মিশনের মিশনারী জীযুত আর্থর জেনসন সাহেব খ্রীস্টমন্ডালিষ এদেশীয় ব্যক্তিদের দিবাহের সার্টিফিকেট দিতে ১৮৭২ সালের ১৫ আইনের ৫ ধারার ৫ প্রকরণমতে ক্ষমতা পাইলেন।

রেজিস্ট্রীকরণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন।—বিদ্যালয়ের বিশেষ সদ-রেজিষ্ট্রার জীযুত বাবু মহেশচন্দ্র বসু যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কাযাকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

জীযুত বাবু মহেশচন্দ্র বসু ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা নী হয়, শাখরাঞ্চ জিলার অন্তর্গত নলছিড়ীর গ্রামা নব-রেজিষ্ট্রার জীযুত বাবু বনমালী রায় বরিশালের বিশেষ সদ-রেজিষ্ট্রারের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন।—জীযুত পণ্ডিত দেবীপ্রসাদদর ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা নী হয়, সারগের একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত মৌলবী মদারক আলি খাঁর পদোপলক্ষে উক্ত জিলার অন্তর্গত ছাপবাহ বিশেষ সদ-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—পুরী ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু প্রাণকুমার প্রায় ১৮৮৪ সালের ২২ অক্টোবর অগ্নি পুরীর সদর সদ-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জা. মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ কক্ষ ত্যাগ করিতে জী. মৌলবী টেনসন উকীন আওয়াদ মুন্সের জিলার অন্তর্গত তেজদার (ফুলবাড়ী) গ্রামা সদ-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৭ সাল ২৩ আশ্বিন।—প্রথম চক্রের স্কুল সমূহের একটিং ইন্সপেক্টর জীযুত সি. বি. ক্রাক সাহেবসেই পদে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।—তৃত্যরাদনন্দ দাতার ঔষদশালার কাহার অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আর্সিষ্টাট সর্জন জীযুত দিগ্বিদ্যাচারী প্রমথ সিংহ কায়াকারকদের ছুটির বিধি ২০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে গও কৈকুয়াসি মাসের ২০ তারিখ অগ্নি ২০ দশ দিনের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—আর্সিষ্টাট সর্জন জীযুত গোবিন্দচন্দ্র চটে পাশাওয়ার পরি বৈ কলি-কাতার মেডিক্যাল কলেজে ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার ছি. শা. ১৮৮৪ সাল সর্জন জীযুত রাজমোহন বন্দো-পাশায় উক্ত কালে জ. বৈচ্ছেদ বিদ্যার পদোচ্চ চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হইলেন।

আর্সিষ্টাট সর্জন জীযুত রাজমোহন বন্দোপাশার পরিবর্তে আর্সিষ্টাট সর্জন জীযুত দেবেন্দ্রনাথ দে, কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন।—জীযুত রায় কালীচন্দ্র দে, বাজার কক্ষ হইতে অন্যর যোগ্য করিতে শিয়ালদহ কক্ষে যে ডাক্তার কুল বসদ জিলার একটি শিক্ষক আর্সিষ্টাট সর্জন জীযুত দেবেন্দ্রনাথ রায় উক্ত স্থলে কিম্বী বিদ্যার ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বাধ্য এবং শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ আশ্বিন।—নেলফামারী দ্বিতীয় মুন্সিফ জীযুত বাবু অম্বিকচরণ দত্ত বঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত নেলফামারী ঔষদশালার কাযা নিরাক্ষর কমিটির মেম্বার পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা জাপানগুচিত দাতব্য ঔষদশালার কাযা নিরাক্ষর কমিটির মেম্বার পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জীযুত বাবু বিম্বচন্দ্র সিংহ, এম, এ, | জীযুত বাবু মহেশচন্দ্র চক্র ভৌ।  
ও সি, এল।

পশুপক্ষাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যান বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—জীযুত এফ, শিল, সাহেব আলিপুর পশুপক্ষাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যানের কাযা নিরাক্ষর কমিটির মেম্বাররূপে স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ আশ্বিন।—গবর্ণমেন্ট উকীন জীযুত বাবু রামচন্দ্র মুখো-পাশায় কুমারগর মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—কুমারগর মুন্সিপালিটির কমিশনারের জীযুত বাবু প্রমথকুমার বসু, এম, এ, ও বি, এলকে আপনাদের প্রতিবধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

জীযুত টি. কেনন সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্ত দার্জিলিং মুন্সিপালিটির প্রতিবধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত এফ, প্রেন্সেপ সাহেব দার্জিলিং মুন্সিপালিটির কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]



The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Bhubooah Municipality, in the district of Shahabad :—

Baboo Kani Ram. | Baboo Purmanund.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Moheshpore Municipality, in the district of Jessore, of Moulvie Afsar Uddin Khan Chowdhry to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Gonesh Chunder Roy Chowdhry. | Baboo Chundra Bhusan Mukerjee.  
„ Modhusudan Roy Chowdhry. „ Kali Kishore Roy Chowdhry.

The Sub-Inspector of Police, in charge of the Moheshpore Police Station (*ex-officio*.)

*The 25th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Kotrung Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo Womesh Chandra Mittra to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Deoghur Municipality of Baboo Jagat Durlabh Bysack, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

*The 26th April 1884.*—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the municipality of Comillah :—

Baboo Rajkrishna Mukerjee, Special Sub-Registrar. | Baboo Girish Chandra Sen  
Munshi Ali Ahmed.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Comillah Municipality of Mr. H. M. Weathrail to be their Vice-Chairman.

*The 28th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Shahabgunge Municipality, in the district of the Sonthal Pergunnahs, of Baboo Hem Chundra Mookerjee to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Nattore Municipality, in the district of Rajshahye, of Moulvi Fuzlur Rahman Khan Chowdhury to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Nattore Municipality :—

Moulvi Russid Khan Chowdhury, Khan Bahadoor. | Baboo Beharee Lal Sanyal.  
„ Kedar Nath Chowdhury.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Kandi Municipality, in the district of Moorshedabad :—

Baboo Mohendra Gopal Roy. | Baboo Khettra Mohun Mittra.

Baboo Basanta Lal Bajpayee is re-appointed to be a Commissioner of the above municipality.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Sherepore Municipality, in the district of Bogra, of Baboo Bhoirub Chunder Moitra to be their Vice-Chairman.

[*Government Gazette, 13th May 1884.*]

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভুবরা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত কাণাইরাম বাবু ।

| শ্রীযুত পরমানন্দ বাবু ।

মহেশ্বর জিলার অন্তর্গত মহেশপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত মোলদী আকসর উদ্দীন খাঁ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত বাবু গণেশচন্দ্র রায় চৌধুরী ।

| শ্রীযুত বাবু চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় ।

„ „ মধুসূদন রায় চৌধুরী ।

„ „ কালোকিশোর রায় চৌধুরী ।

মহেশপুর পোলীস থানার কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত পোলীসের সবি-ইন্স্পেক্টর (স্বীয় পদোপলক্ষে ।)

১৮৮৩ সাল ১৫ আশ্বিন ।—কুগলী জিলার অন্তর্গত শোভরজ মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু উঃমশচন্দ্র মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

দেওঘর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অগন্যুলভ বসাককে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কমিল্লা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

বিশেষ সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত বাবু রাজ-  
কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ।

| শ্রীযুত বাবু শ্রীশচন্দ্র সেন ।  
„ মুন্সী আলি আহম্মদ ।

কমিল্লা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত এচ. এম. ওয়েদারথল সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৫ সাল ২৮ আশ্বিন ।—সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু চেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নাটোর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত মোলদী ফজলুর রহমান খাঁ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নাটোর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত মোলদী রসীদ খাঁ চৌধুরী, খাঁ  
বাহাদুর ।

| শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল সান্নাথ ।  
„ „ কেশারনাথ চৌধুরী ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কাঁদি মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রগোপাল রায় ।

| শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রবোহন মিত্র ।

শ্রীযুত বাবু বলসুপাল বাজপোয়ী উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।

বগুড়া জিলার অন্তর্গত শেরপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু টেকরবচন্দ্র ঠাকুরকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন

[ গবর্নমেন্ট সেক্রেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে । ]

Baboo Ambica Churn Mukerjee is appointed to be a Commissioner of the Rajpore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Jagadishar Bhattacharjee. | Baboo Saroda Prosad Mukerjee.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the above municipality of Baboo Nohin Chand Ghose to be their Vice-Chairman.

*The 29th April 1884.*—The following officers are appointed to be *ex-officio* members of the Committee for carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879, in the town of Gurbetta, in the district of Midnapore :—

The Sub-Inspector of Police in charge of the Police Station.

The Civil Hospital Assistant in charge of the Gurbetta Dispensary.

*The 30th April 1884.*—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the municipality of Chattra, in the district of Hazareebagh :—

Munshi Goodial Sing.		Baboo Jai Narain Sarkar.
„ Mukul Hossein.		„ Agbore Nath Chatterjee.
Baboo Poresh Chunder Datta.		„ Randial Ram Marwari.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Bhuddessur Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo Rajkissen Bandyopadhyay to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Durbhanga Municipality :—

Baboo Brij Behary Prosad.		Baboo Mohamaya Pershad.
Mr. Harry Stuart, Examiner of		Munshi Behari Lal
Tirhoot State Railway Accounts.		

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Burdwan Municipality of Baboo Jagatbunderoo Mitra to be their Vice-Chairman.

**ROAD CESS.**—*The 24th April 1884.*—Mr. F. Prestage is appointed to be a member of the District Road Committee, Darjeeling.

*The 2nd May 1884.*—Baboo Saroda Prosad Sarkar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a Commissioner of the Jessore Municipality, *vice* Baboo Shyama Kumad Mukerjia.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette* :

*No. 5.*—*The 24th April 1884.*—Mr. J. D. Anderson, Assistant Commissioner, made over charge of the South Sylhet sub-division to Baboo Ishan Chandra Patranavis, Extra Assistant Commissioner, and availed himself of privilege leave in the afternoon of the 3rd April 1884.

*No. 7.*—Mr. A. J. Primrose, Assistant Commissioner, reported his departure from India, on furlough, on the 6th April 1884.

F. B. PEACOCK,  
Secretary to the Govt. of Bengal.

শ্রীযুত বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত রাজপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য। | শ্রীযুত বাবু শারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের শ্রীযুত বাবু নরীন্দ্র সিং ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেফ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ অপ্রিল।—নিম্নলিখিত কাঁচকারকেরা স্বয়ং পদোপলক্ষে মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়োতানগরে ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের বিধান কার্যে পরিণত করণার্থ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

পোলীস থানার কাঁচার অধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত পোলীসের সব-ইন্স্পেক্টর।

গড়বেড়া ডায়ালগের কাঁচার অধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত মিলি ইন্স্পাতাল অফিসার।

১৮৮৪ সাল ৩০ অপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কাজারীবাগ জিলার অন্তর্গত চাঁতরা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত মুনশী ওন্দয়াক সিংহ।

শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ সরকার।

” ” মকবল ভট্টসেন।

” ” অম্বোনাথ চট্টোপাধ্যায়।

” বাবু পরেশচন্দ্র দত্ত।

” ” রাম যাদবাম বাড়ওয়ালী।

ভুল্লী জিলার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের শ্রীযুত বাবু রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেফ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দ্বারভঙ্গা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু ব্রজবিহারী প্রসাদ।

শ্রীযুত বাবু মহামায়া প্রসাদ।

ক্রিডাং ফেট রেশওয়ার হিসাব পরীক্ষক

” মুনশী বিহারী লাল।

শ্রীযুত হারি কুন্সার্ট সাহেব।

বর্দ্ধমান মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের শ্রীযুত বাবু জগদ্বন্ধু মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেফ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পঞ্চকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৫ অপ্রিল।—শ্রীযুত এফ. প্রেটেক্স সাহেব দাজিলিঙ্গ জিলার পঞ্চ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—শ্রীযুত বাবু শ্যামাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শারদা প্রসাদ সরকার যশোরের মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত নিয়োগের আদেশ গেজেট দ্বারা প্রস্তুত করা গেল।—

৫ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২৪ অপ্রিল।—আসিফাট কমিশ্যনর শ্রীযুত জে. ডি. আণ্ডারসন সাহেব অতিরিক্ত আসিফাট কমিশ্যনর শ্রীযুত বাবু কেশবচন্দ্র পত্রসবিশের প্রতি দক্ষিণ আইট মহকুমার কাঁচার ভারপ্রাপ্ত করিয়া ১৮৮৪ সালের ৩ অপ্রিলের অপরাহ্নে অফিসের ছুটি অংশ করলেন।

৭ নম্বর।—আসিফাট কমিশ্যনর শ্রীযুত এ. জে. শ্রিমরোস সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া ১৮৮২ সালের ৬ অপ্রিলে ভারতবর্ষেই যে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

এফ. বি. পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

## ERRATUM.

*The 24th April 1884.*—In the third line of the by-law published at page 250, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 30th January 1884, for “houses” read “hours.”

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 24th April 1884.*—It is hereby notified for general information that the following gentlemen have been elected to be Commissioners of the Burdwan Municipality for the wards noted against their names :—

Baboo Gunga Narain Mittra, Medical Practitioner	...	For Ward A.
„ Annoda Prosad Mookerjee, Medical Practitioner	...	For Ward B.
„ Ram Lall Mookerjee, Pleader	...	} For Ward C.
Munshi Abdool Gafoor	...	
Baboo Bani Madhub Ghose	...	For Ward D.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 27th April 1884.*—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 234 of Act V (B.C.) of 1876, and on the recommendation of the Commissioners of the Bali Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor extends the provisions of sections 235 to 245, 247 to 256, 261 to 277, 283 to 288, and 294 of Part VII, Chapter II of the said Act to that municipality. The operation of section 256 will be limited to 50 feet on either side of the Grand Trunk road, wherever there is a bazar or a collection of houses, and to other parts of the municipality where there is a bazar.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 30th April 1884.*—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of Act III (B.C.) of 1881 (The Bengal Municipal Act), the Lieutenant-Governor is pleased to direct that the said Act, III (B.C.) of 1881, shall come into force on the 1st August 1881.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 2nd May 1884.*—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 78 of the Bengal Municipal Act, V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to sanction the levy by the Commissioners of the Bishenpore Municipality, in the district of Bankoora, under sections 78 and 134 of the Act, of a fee not exceeding Rs. 4 per annum on the registration, under section 133, of all carts kept or habitually used within the municipality, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the said municipality.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

অশুদ্ধশোধন।

১৮৮৪ সাল ২৪ অপ্রিল।—১৮৮৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তারিখের বাজলা গবর্ণমেন্টে গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠার প্রকাশিত উপবিধির দ্বিতীয় পংক্তিতে “বাড়ী” শব্দের পরিবর্তে “ঘন্টা” পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন, বেকার,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ অপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নিম্ন-লিখিত মহাশয়েরা আপন২ নামের পার্শ্বলিখিত পঞ্জীতে বঙ্গীয় মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের পদে মনোনীত হইয়াছেন।

চিকিৎসক ঐযুত বাবু গজানারায়ণ মিত্র	...	...	...	A. পঞ্জীতে।
” ” ” অন্নদাশ্রমদ মুখোপাধ্যায়	..	...	...	B. পঞ্জীতে।
উকীল ” ” রামলাল মুখোপাধ্যায়	...	...	...	} C. পঞ্জীতে।
ঐযুত যুগ্মশী আনন্দের গঙ্গুর	...	...	...	
” বাবু বেণীমাধব ঘোষ	...	...	...	D. পঞ্জীতে।

ই, এন, বেকার,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ অপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ঐযুত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় আইনের ২৩৪ ধারা মতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া ও বালি মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে তিনি উক্ত আইনের ২ অধ্যায়ের ৭ পরিচ্ছেদের ২৩৫ অর্থাৎ ২৪৫ পর্ষাস্ত ও ২৪৭ অর্থাৎ ২৫৬ পর্ষাস্ত ও ২৬১ অর্থাৎ ২৭৭ পর্ষাস্ত ৮ ২৮৩ অর্থাৎ ২৮৮ পর্ষাস্ত এবং ২৯৪ ধারার বিধান উক্ত মুনিসিপালিটিতে প্রচলিত করিলেন। বাজার বা অনেকগুলি ঘর একত্র থাকিলে উত্তর-পশ্চিম দেশে যাইবার পথের প্রত্যেক পার্শ্বে ৫০ ফুট পর্ষাস্ত স্থানের মধ্যে এবং মুনিসিপালিটীর অন্যান্য যে স্থানে বাজার থাকে তথায় ২৫৬ ধারা কার্যকর হইবে।

ই, এন, বেকার,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩০ অপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ঐযুত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গীয় মুনিসিপাল আইন নামক ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি এই আজ্ঞা করিলেন যে, ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় উক্ত আইন ১৮৮৪ সালের ১ আগষ্ট অবধি প্রবল হইবে।

ই, এন, বেকার,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ইাকুড়া জিলায় অন্তর্গত বিষ্ণুপুর মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, ঐযুত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের মুনিসিপাল বিষয়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় আইনের ৭৮ ধারা মতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি, উক্ত মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে সকল গরুরগাড়ী রাখা যায় ও নিয়ত বাবহার হয় উক্ত আইনের ১৩৩ ধারামতে তাঁহা রেজিষ্টারী করিবার নিমিত্ত উক্ত কমিশ্যনরদের দ্বারা উক্ত আইনের ৭৮ ও ১৩৪ ধারামতে বৎসর ৪২ টাকার অনধিক ফী আদায় করিবার অমুমতি দিতে কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

## NOTIFICATION.

*The 2nd May 1884.*—The declaration published at page 1293, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 19th December last, authorizing the acquisition of a plot of land by the Dinagepore Municipality for burying night-soil, is hereby cancelled.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## DECLARATION.

*The 20th April 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Chittagong Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a municipal road in the villages of Thamakumandi, Madarbari, and Shujakatgar, in the town of Chittagong, it is hereby declared that for the above purpose four pieces of land, measuring in all, more or less, 2 bigahs 13 cottahs 11½ dhooors of standard measurement, are required

The four plots of land are bounded as follows:—

*Plot (a).*—On the north and south by the paddy-fields of mouzah Thamakumandi; on the east by the Henderson's Folly road; and on the west by the Thamakumandi road.

*Plot (b).*—On the north by the Strand road; on the south by the Karnafuli river; on the east by the godown belonging to Mr. Determes; and on the west by the garden belonging to Nityananda Rai.

*Plot (c).*—On the north by the municipal land and noabad; on the south by the lands of Dag No. 493; on the east by the river Karnafuli; and on the west by the municipal road and lands of dag No. 494.

*Plot (d).*—On the north by the Strand road; on the south by the river Karnafuli; on the east by Mr. Determes' godown; and on the west by the godown of Shariatulla.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal*

## DECLARATION

*The 30th April 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a pucca drain along the new Chowk road in the city of Patna, pargannah Azimabad, in the district of Patna, it is hereby declared that for the above purpose six plots of land, measuring, more or less, 2 cottahs of local measurement, are required.

The boundaries of the plots are as follows:—

*Plot No. 1.*

On the North.—A lane;

On the South.—Plot No. 2;

On the East.—The house of Mallicjee Moharaj; and

On the West.—The new Chowk road.

*Plot No. 2.*

On the North.—Plot No. 1;

On the South.—A lane;

On the East.—The house of Mokoond Lal and Gocool Chand; and

On the West.—The new Chowk road.

*Plot No. 3.*

On the North.—A lane;

On the South.—Plot No. 4;

On the East.—The waste land of Gocool Chand; and

On the West.—The new Chowk road.

[ *Government Gazette 13th May 1884.* ]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২ মে ।—বিষ্ঠা পুতিয়ার জমো দিনাজপুর মুনিসিপালিটি কর্তৃক এক খণ্ড ভূমি গ্রহণের আদেশসূচক যে বিজ্ঞাপন গত ১৫ ডিসেম্বরের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১২০৩ পৃষ্ঠার প্রকাশ করা যায় তাহা এতদ্বারা রহিত করা গেল ।

ই, এন, বেকার,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২০ অপ্রিল ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চট্টগ্রাম নগরের অন্তর্গত থমকুমণ্ডি মাদারবাড়ী ও শুকাটগড় গ্রামে মুনিসিপাল পথ করিবার জন্য চট্টগ্রাম মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আদেশাক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে কতিমতে স্থানাদিক ২।৩ কাঠা ১১।১ ধুর পরিমিত চারি খণ্ড ভূমির প্রয়োজন ।

উক্ত চারি খণ্ড ভূমির সীমা এইরূপ,—

A খণ্ড ।—উত্তর ও দক্ষিণ সীমা থমকুমণ্ডি মৌজার ধান্যের ক্ষেত, পূর্ব সীমা হেগুরসনের কলি পথ এবং পশ্চিম সীমা থমকুমণ্ডি পথ ।

B খণ্ড ।—উত্তর সীমা মদীর ধারের পথ, দক্ষিণ সীমা কর্ণফুলি নদী, পূর্ব সীমা ডিটরমেন সাহেবের গুদাম, এবং পশ্চিম সীমা নিত্যানন্দ রায়ের বাগান ।

C খণ্ড ।—উত্তর সীমা মুনিসিপাল জমি ও নয়াবাস, দক্ষিণ সীমা ৪৯৯৩ নং দাগের জমি, পূর্ব সীমা কর্ণফুলি নদী, ও পশ্চিম সীমা মুনিসিপাল পথ ও ৪৯৯৪ নং দাগের জমি ।

D খণ্ড ।—উত্তর সীমা মদীর ধারের পথ, দক্ষিণ সীমা কর্ণফুলি নদী, পূর্ব সীমা ডিটরমেন সাহেবের গুদাম ও পশ্চিম সীমা নরায়ণ রুস্তার গুদাম ।

উক্ত চারি খণ্ডের সম্পর্ক থাকে ভাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ অক্টোবর ৬ তারিখের বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

ই, এন, বেকার,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৩০ অপ্রিল ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগনার পাটনা শহরে নূতন চকের পথের ধারে পাঁচ মর্দীয়া করিবার জন্য পাটনা মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আদেশাক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে স্থানীয় দাগের নুমাধিক ১/২ কাঠা পরিমিত ছয় খণ্ড ভূমির প্রয়োজন ।

উক্ত কএক খণ্ডের সীমা এইরূপ,—

১ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা ।—এক গলিপথ ।

দক্ষিণ সীমা ।—১ নং খণ্ড ।

পূর্ব সীমা ।—মালাউজী মহারাজের বাড়ী, এবং

পশ্চিম সীমা ।—নূতন চকের পথ ।

২ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা ।—১ নং খণ্ড ।

দক্ষিণ সীমা ।—এক গলি পথ ।

পূর্ব সীমা ।—মুকুন্দলালের ও গোবিন্দচাঁদের বাড়ী, এবং

পশ্চিম সীমা ।—নূতন চকের পথ ।

৩ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা ।—এক গলি পথ ।

দক্ষিণ সীমা ।—৪ নং খণ্ড ।

পূর্ব সীমা ।—গোবিন্দচাঁদের পতিত জমি । এবং

পশ্চিম সীমা ।—নূতন চকের পথ ।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে । ]



*Plot No. 4.*

On the North.—Plot No. 3 ;  
 On the South.—Plot No. 5 ;  
 On the East.—The houses of Luchoo Baboo, Bulakee Lal Must, Jankey,  
 Nathnee, and Rampersad ; and  
 On the West.—The new Chowk road.

*Plot No. 5.*

On the North.—Plot No. 4 ;  
 On the South.—A bye-lane ;  
 On the East.—The waste land of Munnee ; and  
 On the West.—The new Chowk road.

*Plot No. 6.*

On the North.—A bye-lane ;  
 On the South.—Ditto ;  
 On the East.—The house of Rahmuntoolah ; and  
 On the West.—The new Chowk road.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land required is filed in the office of the Commissioners for public inspection.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

Dated the 3rd May 1884.

From—Bombay.	}	To—Calcutta.
From—General Secretary.		To—Secretary.

RESIDENT, Aden, telegraphs. Telegram begins :—A telegram to the following effect has been received from the British Consul-General, Cairo, on account of plague near Baghdad :—Quarantine of observation in Egypt for 24 hours on all arrivals from Bussorah, with prohibition to embark in Egypt personal effects, manufactures, rugs, and carpets. Disinfection obligatory for all susceptible merchandise. Telegram ends. Resident further telegraphs :—B quarantine rules will be enforced against Persian Gulf, pending sanction.

A. P. MACDONNELL,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

Dated 7th May 1884.

To—Calcutta.	}	From—Bombay.
To—Bengal.		From—General Secretary.

My telegram, 3rd May. Government of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against vessels from Persian Gulf. Letter follows.

A. P. MACDONNELL,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

Dated 7th May 1884.

To—Calcutta.	}	From—Bombay.
To—Bengal.		From—General Secretary.

RESIDENT, Aden, telegraphs. Message begins :—A telegram to the following effect has been received from British Consul-General at Cairo. Telegram begins :—Singapore, Point C  
 [ *Government Gazette*, 13th May 1884. ]

৪ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা — ৩ নং খণ্ড ।

দক্ষিণ সীমা । — ৫ নং খণ্ড ।

পূর্ব সীমা । — মচু বাবু, বলাকি লাল মন্ড, জালকী, নাথনী ও রাইখলারদের বাড়ী । এবং

পশ্চিম সীমা । — নূতন চকের পথ ।

৫ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা । — ৪ নং খণ্ড ।

দক্ষিণ সীমা । — এক উপগালি পথ ।

পূর্ব সীমা । — মনির পতিত জমি । এবং

পশ্চিম সীমা । — নূতন চকের পথ ।

৬ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা । — এক উপগালি পথ ।

দক্ষিণ সীমা । — এক উপগালি পথ ।

পূর্ব সীমা । — রহমতুল্লাহর বাড়ী । এবং

পশ্চিম সীমা । — নূতন চকের পথ ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ দ্বারা বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

এয়োজনীয় ভূমির নকশা সাধারণের দেখিবার জন্য কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গয়াছে ।

ই, এন, বেগম,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশ,  
কলিকাতা ।

বোম্বাই,  
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম ।

১৮৮৪ সাল ৩ মে ।

এমনেই রেসিডেন্ট সাহেব তারফে এইরূপ খবর দিয়াছেন । — “ বোম্বাইয়ের নিকট প্লেগ হওয়ায়, কাইরোয় ব্রিটিশ কম্পানি জেনরল সাহেবের স্থানে লিম্ব'লাখত মন্ডের টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে । — বোম্বাইতে যে সকল জাহাজ আইসে, মিসরে সেই সকল জাহাজের উপর ২৪ ঘন্টার নজরবন্দী কারান্টাইন স্থাপিত হয়গাছে, এবং মিসরে মন্ডের জিনিষ, শিল্প দ্রব্যাদি, রং ও গালিচা প্রভৃতি উঠাইতে নিষেধ করা হইয়াছে । বোম্বাইয়ের সকল বাণিজ্য দ্রব্যের বোম্বাইয়ের নিকট বিবরণ করিতে হইবে । ” রেসিডেন্ট সাহেব আরো টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে অমুমতির অপেক্ষায় পারস্য উপসাগর হইতে আগত জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত কারান্টাইন বিধি প্রবল করা যাইবে ।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশ,  
কলিকাতা ।

বোম্বাই,  
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।

আমরা ৩ মে তারিখের টেলিগ্রাম দেখ । পারস্য উপসাগর হইতে যে সকল জাহাজ আইসে তারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট এদনে সেই সকল জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত কারান্টাইন বিধি প্রবল করার অমুমতি দিয়াছেন ।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশ,  
কলিকাতা ।

বোম্বাই,  
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।

এমনেই রেসিডেন্ট সাহেব তারফে এই খবর দিয়াছেন । — “ কাইরোয় ব্রিটিশ কম্পানি জেনরল সাহেবের স্থানে পশ্চাত্তিম মন্ডের টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে । ” এদনে যেরূপ ব্যবস্থা করা [ গবর্নমেন্ট সেক্রেটারী ১৮৮৪ । ১৩ মে । ]

Galle, Colombo, and Persia in quarantine here till they take measures as at Aden. Saigon declared in quarantine as infected. Telegram ends. B rules will be enforced against the ports named. Message ends.

A. P. MacDONNELL,

*Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1990 A.

*The 22nd April 1884.*—Baboo Nilkanto Sarkar Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Furreedpore, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

*The 25th April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Moulvie Naziruddin Mohamed of his appointment of Honorary Magistrate of the Hooghly Municipal Bench.

*The 30th April 1884.*—Moulvie Syed Mahomed Israil, Deputy Magistrate, Kooshtea, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS —*The 2nd May 1884.*—Baboo Suresh Chundra Ghose, Munsif of Meherpore, in the district of Nuddea, is allowed leave for one month, under section 73, rule 1, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

*The 3rd May 1884.*—Baboo Srigopal Chatterjee, Munsif of Jhenidah, in the district of Jessore, is allowed leave for two months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

F. B. PEACOCK,

*Secretary to the Govt. of Bengal.*

## PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

*The 6th May 1884.*

No. 193.—Mr. R. S. J. Routh, Assistant Engineer, first grade, Tirhoot State Railway, passed the Lower Standard Examination in Hindustani on the 3rd March 1884.

No. 194.—Mr. J. C. Wyatt, Assistant Engineer, first grade, Dacca and Mymensingh State Railway, reported his return, on the forenoon of the 23rd ultimo, from the privilege leave granted him in notification No. 152 of the 31st March 1884.

No. 195.—*Promotion.*—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment of the Public Works Department —

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. M. J. J. P. Norman.	Executive Engineer, fourth grade.	Executive Engineer, third grade.	24th April 1884.	<i>Sub. pro tem.</i>
Mr. A. E. Behrmann...	Assistant Engineer, first grade.	Executive Engineer, fourth grade.	24th ditto ...	Temporary.

[ *Government Gazette, 13th May 1884.* ]

হইয়াছে, যাবৎ সিদ্ধাপুরে, পাইন্টে ডি গলে, কলম্বোড ও পারস্য দেশে তদ্রূপ ব্যবস্থা করা না হয় তাবৎ এই সকল স্থানের নিকটে এখানে কারা-টাইন স্থাপিত হইল। রোগাক্রান্ত নন্দরা সেখানেই রাখা হইবে। কারা-টাইন নির্দেশ করা গেল যে বন্দরের উল্লেখ হইল, তাহাদের বিকল্পে B 'চক্র' এখানে রাখা যাইবে।"

এ, সি, মাকডোনেল  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

### জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট।

১৯২০ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১০ আশ্বিন।—করীমপুরের একটি ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত বাবু মীলকান্ত সরকার জুডীশিয়াল মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন।—জিহুত মোলবী মাজিস্ট্রেট মফসসদ জগলীও মুন্সিপাল বেঞ্চের অটোড-সিক মাজিস্ট্রেটরূপে স্থায়ী পদ লাভ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন।—কুষ্টিয়ার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট জিহুত মোলবী টৈয়দ মফসসদ ইজাহিদ কোজদারী মোকদ্দার কাগাজদারী বিষয়ক আইনের ২৬০ ধারার লিখিত অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

মুন্সেফদার ছুটি।—১৮৮৪ সাল ১ মে।—নদীয়া জিলার অন্তর্গত মেহেরপুরের মুন্সেফ জিহুত বাবু মুরেশচন্দ্র ঘোষ অনেকের প্রতি কর্মের ভারাপন করিবার তারিখ অবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৫ সাল ৩ মে।—দশোহর জিলার অন্তর্গত মিন্দেহের মুন্সেফ জিহুত বাবু জিগোপাল চট্টোপাধ্যায়, অনেকের প্রতি কর্মের ভারাপন করিবার তারিখ অবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

এফ, বি, পীকক,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

### পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।

১৯০ নম্বর।—ত্রিভুজ স্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিফাটে ইঞ্জিনিয়ার জিহুত আর, এম, জে, রুথ, সাহেব ১৮৮৪ সালের ৩ মার্চ নিম্নতর কতিপয় হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষাভোগ হইয়াছেন।

১৯৪ নম্বর।—ঢাকা ও ময়মনসিংহ স্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিফাটে ইঞ্জিনিয়ার জিহুত জে, সি, ওয়ার্ডহেট সাহেব ১৮৮৪ সালের ৩১ মার্চের ১৫২ম বিজ্ঞাপনমতে যে অফিসের ছুটি পান তাহা হইতে গত মাসের ২৩ তারিখের পূর্বাঙ্কে স্থায়ী প্রত্যাগমনের রিপোর্ট করেন।

১৯৫ নম্বর।—পদবুদ্ধির কথা।—জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার সিরিশ্চায় নিম্নলিখিত পদবুদ্ধি করিলেন।

নাম।	যে পদ হইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদ বুদ্ধির তার।
জিহুত এম, জে, জে, সি, মফসসদ সাহেব	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ারের	তৃতীয় শ্রেণীর একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন	কিরওয়ালীন স্থায়ী।
জিহুত এ, ই, বেঘম সাহেব	প্রথম শ্রেণীর আসিফাটে ইঞ্জিনিয়ারের	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন	কিরওয়ালীন।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে। ]

**No. 196.—Leave.**—Mr. H. O. Walling, Assistant Engineer, second grade, Chittagong Division, is granted three months' leave to study the native language, under chapter II, para. 27 of the Public Works Code, with effect from the 15th instant, or from such subsequent date as he may avail himself of the same.

**No. 197.—Declaration.**—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that extra land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the head cut, section II of the Sarun Canal scheme, in the villages of Tewari Matihania and Sappya, pergunnah Kuari, district Sarun, it is hereby declared that for the above purpose additional strips of land, varying from 45 to 105 feet in width, and situated between the fifth and sixth miles of the said cut, and measuring, more or less, 43 bigahs 6 cottah and 13 dhoors of the standard measurement, are required within the aforesaid villages.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

**No. 198.—Declaration.**—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that extra land is required to be taken up by Government at the public expense, viz. for construction of embankments for the newly constructed Dhanai sluice, at the village of Dewapur, pergunnah Dhungsi, district Sarun, it is hereby declared that for the above purpose two strips of land measuring, more or less, 1 bigah 13 cottahs and 5 dhoors of the standard measurement, are required within the aforesaid village.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

#### CIVIL BUILDINGS.

*The 6th May 1884.*

**No. 199.—Declaration.**—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the site of the Small Cause Court building at Munshigunge, in the village of Munshigunge, thana Munshigunge, zillah Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs 18 cottahs 8 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the site of the double Munsif's Court and a tank, on the east and south by the khal, and on the west by the Keedu Sing's garden, is required within the aforesaid village of Munshigunge.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

**No. 202.—Posting.**—With reference to Government of India, Public Works Department, notification No. 104 of the 2nd instant, Mr. F. K. Cunliffe, Storekeeper, class III of the Superior Revenue Establishment of State Railways, is posted to the Tirhoot State Railway.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.B.C.,

*Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. D.*

১৯৬ নম্বর।—ছুটী।—চট্টগ্রাম খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আনিফোর্ড ইঞ্জিনিয়ার জীবুত এচ, ও, ওয়ালিং সাহেব এমেনশীর ভাষাভাষ করণার্থে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি পাবলিক ওর্কস বিলিপুস্তকের ২ অধ্যায়ের ২৭ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৯৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারন জিলার অন্তর্গত কুয়ারি পরগনার ভেওয়ারী মাটিকানিয়া ও লপারা গ্রামে সারণ খাল প্রণালীর দ্বিতীয় ভাগের প্রধান নালার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে এই গ্রামে উক্ত নালার পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাইলের মধ্যস্থিত ৪৫ অর্থাৎ ১০৫ ফুট পর্যন্ত প্রান্ত অর্থাৎ কতিমতে ন্যূনাদিক ৪০।১ কাঠা ১৩ ধুর পরিমিত আর কএক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৯৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ সারন জিলার অন্তর্গত ধকসি পরগনার দেবপুর গ্রামে নূতন প্রস্তুত বনাই জল কপাটের বাধ প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত গ্রামে কতিমতে ন্যূনাদিক ১১।০ কাঠা ৫ ধুর পরিমিত দুইখণ্ড ভূমি প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

#### সিভিল অট্টালিকা বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৬ মে ।

১৯৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ থানার মুন্সীগঞ্জ গ্রামে মুন্সীগঞ্জের ছোট আদালতের বাড়ী করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল, পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত মুন্সীগঞ্জ গ্রামে কতিমতে ন্যূনাদিক ২৮৩।৮ টাকার পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা দুই মুনসেফের আদালত দর ও পুষ্করিণী, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমা খাল, এবং পশ্চিম সীমা কাছ নিংহের বাগান।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২০০ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের এই মাসের ২ তারিখের ১০৪ নম্বর বিজ্ঞাপন উল্লিখিত স্টেট রেলওয়ে সন্মুখের সুপিরিয়র রেভিনিউ স্টোপিশ-মেন্টের দ্বিতীয় শ্রেণীর টোয়র কোপর জীবুত এক, কে, কনলিফ সাহেব ত্রিহুত স্টেট রেলওয়েতে অবস্থাপিত হইলেন।

জি, এক, ই, এস, লীল, মেজর, এম, এস, সি।

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।





# গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮৪ সাল ১৩ মে ।

পঞ্চম খণ্ড ।

বঙ্গীয় বা-স্থাপন সভার প্রণীত আইন ।

## বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

### ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

মহাসভাসিদ্ধি বঙ্গদেশের জ্যেষ্ঠ লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন উক্ত মান্য সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৭ মার্চ তারিখে অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮৪ সালের ১১ আশ্বিন তারিখে মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্বারা প্রচারিত হইল ।

### ১৮৮৪ সালের ২ আইন ।

কলিকাতার ট্রামওয়ে বিধক ১৮৮০ সালের আইন সংশোধনার্থ আইন ।

১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইনসংগ্রহ নামক আইনের নিদ্রিষ্ট নগ-  
চেতুবাঙ্গ ।

২২য় স্থানসীমার মধ্যে কলিকাতার যে অংশ নাই, তৎসঙ্গে ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া ও তাঁহার কার্য চালাইবার ব্যবস্থা করা এবং তাঁহার সাধারণ কার্যাব্যয়, তদ্ব্যবধান ও কর্তৃত্বের উপযুক্ত বিধান করা বাঞ্ছনীয়; এবং পূর্বেক্ত এই কার্যের নিমিত্ত কলিকাতার ট্রামওয়ে

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে ।]

Act No. II of 1884.

বিধক ১৮৮০ সালের আইন সংশোধন করা আবশ্যক ।  
অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।—

১ ধারা । এই আইন “কলিকাতার ট্রামওয়ে বিধক আইনের অঙ্গকরণ ও ১৮৮০ সালের আইনের” মর্মে পঠিত ও তাঁহার অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে ।

আর এই আইন যে তারিখে জ্যেষ্ঠ গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহিত কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে ।

২ ধারা । “কলিকাতা” শব্দে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়াম রাজধানী হাট পৌর নিয়ম প্রথমস্থানী দেওয়ানী

বিধানসভার স্থানীয় সমীচীন মন্ত্রণালয় স্থান বুঝাইবে ; কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম চুর্ণের মধ্যে যে স্থান দূর গিয়াছে তাহা বুঝাইবে না ।

৩ ধারা । কলিকাতার মধ্যে যে সকল ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গিয়াছে, কিন্তু যাহা

নগরের স্থানসীমা বাহিরে ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গেলে, তৎ স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অধীন হই-  
বাব কথা ।

১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইনসংগ্রহ নামক আইনের নিদ্রিষ্ট নগরের স্থানসীমার মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে উক্ত ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গেলে, কলিকাতার ট্রামওয়ে বিধক ১৮৮০ সালের আইনের বিধানমতে সমবায়িত



সমাজ যে সকল স্বত্ব, ক্ষমতা, কর্তব্য ও শক্তিক্রমে কার্য্য করিতেছেন, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদ্ব্যতীত সেট সকল স্বত্ব, ক্ষমতা, কর্তব্য ও শক্তিক্রমে কার্য্য করিবেন।

৪ ধারা। ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইনসংগ্রহ নামক আইনের নিম্নলিখিত নগরের সীমার বাহিরে যে কোন ট্রামওয়ে বা ট্রামওয়ের যে কোন অংশ প্রস্তুত করা যায়, তৎসম্বন্ধে সমবায়িত সমাজকে কোনরূপ কর্তৃত্ব, ক্ষমতা বা শক্তি দেওয়া যাহাতে হয়, এরূপ ভাবে এই আইনের কোন কথার অর্থ করিতে হইবে না।

অকে কোনরূপ কর্তৃত্ব, ক্ষমতা বা শক্তি দেওয়া যাহাতে হয়, এরূপ ভাবে এই আইনের কোন কথার অর্থ করিতে হইবে না।

৫ ধারা। উক্ত কলিকাতার ট্রামওয়ে বিধায়ক ১৮৮০

সালের আইনের ৪ ধারামতে যে সকল ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গিয়াছে তৎসম্বন্ধে আইনের কুণ্ডলান গণকে কল হইবার কথা।

যে কোন মোটর প্রকাশ করা আবশ্যিক তাহা প্রকাশ করিবে কোম ক্রটি বা অমিরম হইলেও, এই আইন প্রবল হইবার পূর্বে যে কোন ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গিয়া থাকে, সেই ট্রামওয়ে সম্বন্ধে এই আইনের ও কলিকাতার ট্রামওয়ে বিধায়ক ১৮৮০ সালের আইনের বিধান থাকিবে।

সি, এচ, রাইলী,  
ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগে,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অফিসে সেক্রেটারী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,

Bengali Translator.



# গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 13, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অফিস বণ্ড।

ইন্ডিয়া প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এই জেলাতে ১৮৮৪ সালের আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখের পূর্ব দুই সপ্তাহ

৮০ তোলাব সেরের হিসাবে

নং	জিলা।	গম।			বর।			ডাল চাউল।			সামান্য চাউল।			কম্বু ও বাজরা			চোন্দ ও জোয়ার।		
		এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন

বঙ্গদেশ। পশ্চিমবঙ্গ জিলা।

নং	জিলা।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১	বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২	বীড়িয়া ...	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭
৩	বীরভূম ...	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
৪	মেদিনীপুর ...	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
৫	চন্দ্রনাথ ...	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭
৬	হাতিয়া ...	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪

মধ্যস্থলের জিলা।

নং	জিলা।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
৭	কলিকাতা ...	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
৮	২৪ পরগনা ...	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪
৯	মদীয়া ...	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
১০	মুর্শিদাবাদ ...	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
১১	নিমাইপুর ...	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
১২	ব্রাহ্মণী ...	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
১৩	সুপুর্ন ...	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
১৪	বরুয়া ...	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
১৫	পানবা ...	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
১৬	দার্জিলিং ...	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
১৭	কলকাতা ...	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬

ক। মধ্যস্থল লবণের খুজরা দর টাকায় এই—কালনাথ ১৩ সের, কাঁটওয়ার ১৩ সের এবং রাণাঘাটে ১৩ সের।

খ। মধ্যস্থল লবণের খুজরা দর টাকায় ১৩ সের অবধি ১৩ সের পর্যন্ত।

গ। মধ্যস্থল লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের অবধি ১০ সের পর্যন্ত।

ঘ। মধ্যস্থল লবণের খুজরা দর টাকায় এই—ঘাটালে ১৪।১ সের এবং কাঁতিতে ১০।১ সের।

ঙ। এই—জিরাপুর্নে ১৩ সের, জাহানাবাদে ১০।১ সের।

চ। এই—বীরভূমে ১৩ সের, কল্যাণীতে ১৩ সের ও বাগাচপুর্নে ১২।৫ সের।

ছ। এই—কুষ্টিয়ায় ও চুয়াডাঙ্গায় ১৩ সের, মেহেরপুরে ১০।১ সের, এবং রাণাঘাটে ১২।৫ সের।

অবধি তপ্তলাদি খাদ্যজব্য ও জ্বালানি কাঠ ও লবণ খুজরা বিক্রয়ের বাজার দর।

টাকায় বত পাওয়া যায়।

রাগী বা মাড়ওয়া ও চোমা।		অথবা।		ছোলা।		জ্বালানি কাঠ।		লবণ		৪০ সেরের ঘণের খোকে বিক্রয়ের দর।	
এই সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন
ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন

জিলা

বঙ্গদেশ।															পশ্চিমবঙ্গ জিলা।		
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
...	...	...	...	...	...	১২	১১	১২	৩৭	৩৭	৩৭	১০১	১০১	১২	২৬০০	২৬০০	৩৭
...	...	...	...	১৬	১০	১৬	১০	৮	৮	৮	৮	১২৫	১২৫	১২	৩০০	৩০০	৩০৬
...	...	...	...	...	...	১৬	৬	১১১	৪	৪	৪	১২	২	১২	৩০৬	৩০৬	৩১৩
...	...	...	...	...	...	১৬	১৭	১৭	৩৫১	৩৫১	৩৫১	১২৫	১২৫	১৩	২৬০০	২৬০০	২৬০০
...	...	...	...	...	...	১৮	৮	৮	৮	১০	৩৭	১০১	১০১	১০১	২৬০০	২৬০০	২৬০০
...	...	...	...	...	...	১০	১৭৫	১০	২৭	২	২৭	১৩	১৩	১৩	৩৭	৩৭	৩৭

মধ্যপ্রদেশ জিলা।															কলিকতা		
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
...	...	...	...	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	২৬০	২৬০	২৬০
...	...	...	...	১০	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	৩৭	৩৭	২৬০০
...	...	...	...	...	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	৩৭	৩৭	৩০৬
...	...	...	...	...	১৩	১৩	১৫	...	৪৭	১১০	১১০	১০১	১০১	১০১	৩০	৩০	৩০৬
...	...	...	...	...	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	১০১	১০১	১০১	৩০৬	৩০৬	৩১০
...	...	...	...	...	১১৪	১১৪	১১৪	১১৪	১১৪	১১৪	১১৪	১১৪	১১৪	১১৪	৩০৬	৩০৬	৩১০
...	...	...	...	...	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	৩০	৩০	১১০
...	...	...	...	...	১১৫	১১৫	১১৫	১১৫	১১৫	১১৫	১১৫	১১৫	১১৫	১১৫	৩০৬	৩০৬	৩০৬
...	...	...	...	...	১৩১	১৩১	১১০	২৬০	২৬০	২৬০	১১০	১১০	১১০	১১০	৩১০	৩১০	৩১০
...	...	...	...	...	১১১	১১১	১০৬	২১০	২১০	২১০	১১০	১১০	১১০	১১০	৩১০	৩১০	৩১০
...	...	...	...	...	১১৪	১১৪	১০	৪৭	৪৭	৪৭	১২১০	১২১০	১২১০	১২১০	৩০৬	৩০৬	৩০৬
১২	১২	১২	১২	১৫	১১০	১০	১০	৮	৩০	৩০	৩০	৮	৮	৮	৪১০	৪১০	৪১০
...	...	...	...	...	...	...	১৩	১৬	...	৩০	৩০	...	১২	১২	৩১	৩১	৩১০

- অ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—গাভীকায়া ও বাগীরহাটে ১১ সের।  
 ক। এই এই —গিবিদহ, মাগুরা ও নড়াইলে ১২ সের এবং বনগাঁয়ে ১০ সের  
 গ। এই এই —লালবাগে ১১ সের, জজপুরে ১০১ সের ও কান্দিতে ১২ সের।  
 ট। রাণীগঞ্জে লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের ও নীতপুরে ১০ সের।  
 ঠ। নাটোর ও নৌগাঁ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।  
 ড। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—নিলকামারিতে ১২ সের, কুড়িগ্রামে ১৩ সের ও গাইবান্ধায় ১৪ সের  
 ঢ। শেরাজগঞ্জে লবণের খুজরা দর টাকায় ১৩ সের।  
 ণ। কলিয়ারে লবণের খুজরা দর টাকায় ৮ সের এবং শিলীও ডিতে ১০ সের।

ਮੁਕਤਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ।

बेहान ।

[illegible]



## ৮০ ডোনার সেরের হিসাবে

সংখ্যক	জিলা।	গহ।		ঘহ।		ডাল চাউল।		নামাঘ চাউল		কছু ও বাজরা।		চোলম ও জোরার।	
		এই সঙ্জাঘের হিটন	ইহার পূর্ক সঙ্জাঘের হিটন	গজ বৎসরের এই সঙ্জাঘের হিটন	এই সঙ্জাঘের হিটন	ইহার পূর্ক সঙ্জাঘের হিটন	গজ বৎসরের এই সঙ্জাঘের হিটন	এই সঙ্জাঘের হিটন	ইহার পূর্ক সঙ্জাঘের হিটন	গজ বৎসরের এই সঙ্জাঘের হিটন	এই সঙ্জাঘের হিটন	ইহার পূর্ক সঙ্জাঘের হিটন	গজ বৎসরের এই সঙ্জাঘের হিটন

## বেহার।

		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
৩৫	পূরনিয়া ..	১৬	১৮	১৮	...	...	...	১৩	১৩	১৬	১৪	১৪	১৭	...	...	...	...	...	...
৩৬	মালদহ ..	১০	১২	১৮	...	...	...	১১	১১	১৪	১৪	১৪	১৭	...	...	...	...	...	...
৩৭	সীতাল পর- গয়া।	১৬	১৬	১৪	...	...	...	১৩	১২	১৬	১৬	১৬	১২	...	...	...	...	...	...

## উড়িষ্যা।

৬৮	কটক	১২	১২	১৫	...	...	...	১৩	১৩	১৫	১২	১২	১৩	...	...	...	...	...	...
৬৯	পুরী ...	১৩	১৪	১৩	...	...	...	১৫	১৫	১৬	১২	১১	১৩	১২	...	...	...	...	...
৭০	বালেশ্বর ...	৮	৮	১৪	১১	১১	...	১৬	১৮	১৬	১১	১১	১২	...	...	...	...	...	...

## • ছোট নাগপুর।

## দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্ট।

৪১	হাজারীগ...	১৪	১৪	১৮	১৫	১৬	১০	১০	১০	১০	১৪	১৪	১৭	...	...	...	...	...	...
৪২	লোহারডগা ...	১৬	১৬	১৭	১০	১০	১৪	১৪	১৪	১০	১৮	১৮	১৪	...	...	...	...	...	...
৪৩	সিংহভূম ...	১৮	১৮	১৪	১৪	১৪	১২	১০	১০	১২	১৪	১৪	১৬	...	...	...	...	...	...
৪৪	মহাভূম ...	১৪	১৪	১৫	১৪	১৬	১৬	১৬	১৬	১৮	১১	১১	১৭	...	...	...	...	...	...

\* মফঃসেলে সামান্য চাউলের খুজরা দর টাকায় ১১ সের অবধি ১১/১ সের পর্যন্ত।

৪৫। কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১৯ সের, ও অরুণিয়া মহকুমায় অন্তর্গত রাণীগঞ্জে ১২ সের।

৪৬। রাজমহল ও গোবিন্দপুরে লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের।

কলিকাতা।

১৮৮৪ সাল, ৬ মে।

টাকায় যত পাওয়া যায়।

রাগী বা মাকওয়ার ও চীমা।			জমেরা।			ছোলা।			ভালাবিকাত।			সবল।			সবল।			৪০ সেরের মণের থোকে বিক্রায়ের দর।		
এই সস্তা-হের রিটন	ইহার পূর্বে সস্তা-হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা-হের রিটন	এই সস্তা-হের রিটন	ইহার পূর্বে সস্তা-হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা-হের রিটন	এই সস্তা-হের রিটন	ইহার পূর্বে সস্তা-হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা-হের রিটন	এই সস্তা-হের রিটন	ইহার পূর্বে সস্তা-হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা-হের রিটন	এই সস্তা-হের রিটন	ইহার পূর্বে সস্তা-হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা-হের রিটন	এই সস্তা-হের রিটন	ইহার পূর্বে সস্তা-হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা-হের রিটন	কিনা।		

বেহার।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	...	...	...	...	...	৮	৯	১০	৮	৮	৮	১০	১০	১০	১০	১০	৩১০	৩১০	৩১০	পুরনিয়া।
...	...	...	...	...	...	১৪	১২	১২	৮	৮	১০	১১	১১	১১	১১	১১	৩১০	৩১০	৩১০	মালদহ।
...	...	...	১২	১৮	১০	৮	১১	১০	৮	৮	৮	১০	১২	১১	১১	১১	৩১০	৩১০	৩১০	সাঁওতাল পাহায়া।

উড়িষ্যা।

১০১	১০১	১০১	...	...	...	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১
...	...	...	...	...	...	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
...	...	...	...	...	...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০

ছোট মাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের এজেন্টী।

১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০
...	...	...	...	...	...	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
...	...	...	...	...	...	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১

য৭। ভূঞা লবণের খুজরা দর টাকায় ৮ সের।

য৮। হুজুর লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের ও খরক দিহায় ১১ সের।

য৯। রুমুখপুরে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের ও বড়বাজারে ও গোবিন্দপুরে ১১ সের।

সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী



বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের আশ্বিন মাসের ৩০ তারিখের পূর্ব

ক্রমিক নম্বর।	গঘ।			বঘ।			ভাল গাউন।			সামান্য গাউন।			কম ও বাজার।		
	এই সপ্তাহের হিটন			এই সপ্তাহের হিটন			এই সপ্তাহের হিটন			এই সপ্তাহের হিটন			এই সপ্তাহের হিটন		
	ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন			ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন			ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন			ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন			ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন		
	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন			গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন			গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন			গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন			গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন		
১ কলিকাতা ...	২।৮	৩।০	২।৮	২।৮	২।০	১।৮	৪।০	৩।৮	৩।৮	৩।৮	৩।৮	৩।৮	২।০	২।৮	২।৮
২ পেরাজগঞ্জ ...	২।৮	৩।০	১।৮	...	...	...	৪।০	৪।০	৩।৮	২।৮	২।৮	২।৮	...	...	...
৩ ঢাকা ...	২।০	২।৮	২।৮	২।৮	২।৮	২।৮	৩।৮	৩।৮	২।৮	২।৮	২।৮	২।৮	২।৮	...	...
৪ বারায়ণগঞ্জ ...	...	...	...	...	...	...	২।৮	২।৮	২।৮	২।৮	২।৮	২।৮	২।৮	...	...
৫ চট্টগ্রাম ...	৩।০	৩।০	৩।৮	...	...	...	৩।৮	৩।৮	২।৮	২।৮	২।৮	২।৮	২।৮	...	...
৬ গাটমা ...	১।৮	১।৮	২।৮	১।৮	১।৮	১।৮	৩।৮	৩।৮	২।৮	২।৮	২।৮	২।৮	২।৮	...	...
৭ বাশেখর ...	২।৮	২।৮	২।৮	৩।৮	৩।৮	...	২।৮	২।৮	২।৮	১।৮	১।৮	১।৮	১।৮	...	...
৮ গুরী ...	...	...	...	...	...	...	...	...	১।৮	১।৮	১।৮	১।৮	১।৮	...	...
৯ কটক ...	১।৮	১।৮	২।৮	...	...	...	৩।৮	৩।৮	২।৮	১।৮	১।৮	১।৮	১।৮	...	...

কলিকাতা,  
১৮৮৪ খ্রিঃ ৩ মে।

দুই সপ্তাহ অবধি তুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জালানি কাঠ ও লবণ খোকে বিক্রয়ের বাজার দর ।

বনের দর ।

চৌসখ ও কোয়ারি ।		রাগী বা বাড়ওয়া ও চীষা ।		অমের ।	হোল ।	জালানি কাঠ ।		লবণ ।		বন্দর ।
এই সপ্তাহের দিউন		ইহার পূর্ক সপ্তাহের দিউন		সপ্ত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন	এই সপ্তাহের দিউন		ইহার পূর্ক সপ্তাহের দিউন		সপ্ত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন	
এই সপ্তাহের দিউন		ইহার পূর্ক সপ্তাহের দিউন		সপ্ত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন	এই সপ্তাহের দিউন		ইহার পূর্ক সপ্তাহের দিউন		সপ্ত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	কলিকাতা । শেরাজপুঞ্জ । চাঁক । বারানগুঞ্জ । চট্টগ্রাম । পাটয়া । বানেশ্বর । পুরী । কাঁক ।
২	২	১৬০	...	...	...	২১	১১৬০	২৬০	২৬০	
...	...	...	...	...	...	...	২৬০	২৬০	২৬০	
...	...	...	...	...	...	...	২৬০	২৬০	২৬০	
...	...	...	...	...	...	...	২৬০	২৬০	২৬০	
...	...	...	...	...	...	১৬০	১৬০	১৬০	১৬০	
...	...	...	...	...	...	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	
...	...	...	...	...	...	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	
...	...	৩১৬০	৩১৬০	৩৬০	৩৬০	৩৬০	৩৬০	৩৬০	৩৬০	
...	...	৩৬০	৩৬০	৩৬০	৩৬০	৩৬০	৩৬০	৩৬০	৩৬০	

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল ।

ই, এন, দেকার,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

# LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইজ্ঞাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।—ইজ্ঞাহারনামা কাছাড়ি কালেক্টরি জলে চট্টগ্রাম।

ইজ্ঞাহার সংশ্লিষ্ট দেওয়ান মহিউদ্দৌল হাওলাত ১৮৬৮ সালের ৭ আশ্বিন ও ১৮৭১ সালের ১১ আশ্বিন ৬ ধরার মর্মানুসারে নিম্নলিখিত ভূমিকাদি ১৮৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর অর্থাৎ পূর্ণাবর্তী বার্ষিকী পূর্ণ ও বোম্বাই ও পরলিক ওয়ার্ক ছেজ আদারের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ২ জুন মেমোরান্ডাম ১২৯১ বাজানি ২৮ জৈষ্ঠ যোজ মোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছাড়িতে বিনা ওজরে একশত বিনা নামে ধরা যাউনেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাজিগাজার সব-ডিবেগনের এলাকানি।

ভৌমিক নম্বর।	ভানিকের নাম।	মানিকের নাম।	সদরতম।		বাকি।		মোট।	বর্তব্য।
			রাশি।	হেজ।	রাশি।	হেজ।		
২০১ ২৫১	মৌঃ ইলনী থানে টেকনাক তালুক নহরত আলি সৌঃ	খোদ	৮২৭/১০	২০৬৬	৪০৮/৬	০	৪০৮/৬	সম্পূর্ণ তালুক নিলাম হইবে।
৪৪ ১৩৬১	মৌঃ টেকনাক থানে টেকনাক তাঃ জীমতী খাউ সৌঃ	খোদ	১২১৭৭	৭২/০	৬:৩৭	২৬/৬	৬৩৮/৬	৬
১৫৫ ১৩৮	মৌঃ রাজারকুল থানে রাঃ তালুক সেরমন্ত খাঁ	... দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গঃ	১১০১/৬	১৫৮/১	৬০৩/৬	৪৪/৬	৬৪৭/৬	৬
২০৪ ৪৬৯	মৌঃ মিঠাহরি থানে রাঃ ইজ্ঞাহার জীমতী লতিফা খাতুন নাবালগের পক্ষে আহাদ আলি খাঁ।	নিঃ আহাদ আলি খাঁ।	১১৮৩/১০	১১৮/৬	৪২০৭	৬৭/৬	৪২৭১/৬	৬
২২৯ ২৮৬	মৌঃ বারপাকিয়া থানে চকরিয়া তাঃ বিহি ইমতাক ...	নিঃ দেওয়ান আলি সদাগর।	৬৮৭/১৩	২২৫৬/	৪৩০৭	১২৬/১	৬২৬/১০	৬
৩৩৪ ১৪৩০	মৌঃ পোতুয়া থানে চকরিয়া তালুক কজন আলি ...	খোদ	২৫১২৭	১০৮/৬	২০৪২৭	৭২৬/৬	২১১৫৬/০	৬

C. A. SAMUELIS, Offg. Collector, Chittagong.

বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

ইহার বাকী লম্বান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যস্থিত নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৭ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আদালতের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাউতে পারে তদ্বিধানীয় নিমিত্ত ১৮৮৭ সাল ২১ মেই মোং ১৩২১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ বুবার তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও একাধা নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮০। ৭ এপ্রিল।

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	লম্বন জমা।	বাকী।	টেকিয়ং।
১৬ নং	৭৭ নন্দিকটীয়াল জমিদারি হিসাব। ১০ আনা ময় বেলাবেতা ভাঙ্গুক ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি- জামোহন চৌধুরী গর- রহ।	৭১২৭	৮২২৭৬৯	একমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ এ ১৮৭১। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনা কান্দা ১৩৮৭ ভাগ হিসাব।	আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী গর- রহ।	১৬৭০	•	•
	এ এ এ কি চান্দীনা কান্দা হিসাব ১০০৫৭ ডিল। তপে রণভাঙাল।	জয়চন্দ্র চক্রবর্তী গররহ ...	৬০	•	•
১১৩ নং	৩৭ নেওয়াজ আলী হিসাব ১০ আনা। ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি হিসাব।	দীননাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী গররহ।	১২৭১৬০	৪২৬৭	এক মালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কনামগুণ গররহ ৩০ মোজার ১০ আনা হিসাব।	বেগোচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৬৭০	•	•
	এ এ এ ...	প্রসন্নকৃষ্ণ চক্রবর্তী ...	৩৪১৬৭০	•	•
	এ এ এ ...	দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ...	৩৪১৬৭০	•	•
	এ এ এ ...	কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৬৭০	•	•
	তপে হাজরাদি।				
১২৪ নং	পারান্নাবেন গহিলা ৬/১১ = কাজী ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে একমালি।	মহিমচন্দ্র গাং চৌধুরী. দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	১০০৩৬০	১২৭৮	একমালি অংশ নিলাম হই- বেক।
	এ এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ১০ আনা নগর হাজরাদি ১৩১৬ গণ্ডা।	জগতকিশোর আচার্য্য চৌ- ধুরী নাবালগ।	২১৫৭৬০	•	•
	এ এ চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ১০ গণ্ডা ও নগর হাজরাদির ১১৯ গণ্ডা ও বীর মস্তুরার ৬৬০ আনা। তপে সীংধা দরজিবার মোতালক ১৫১ নং জমিদারি। তপে হাজরাদী।	চক্রকিশোর রায় চৌধুরী ... হৈয়দ আবদুল্লা অধ্যাপক জামিনা আকর খাতুন।	১৬৬৭০ ২১৭০৬৭০	• ১২৭০	• সম্পূর্ণ মফাং নিলাম হই- বেক।
১২২৯ নং	৩৭ কুমার মদ গররহ ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি।	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	৩৩২৬৭৪	•	•
	এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিসাব ১০ আনা।	বিশ্বেশ্বরী দাসগা ...	২৪০৬৭০	৪৩৭০	খারিজ হিসাব নিলাম।
	এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	রামকিশোর গঙ্গোপাধ্যায় গররহ।	১০১৪৭৭৭	•	•

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাঁকী।	টেকিয়াং।
-------------	-----------	------------	----------	--------	-----------

## দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

৫০৭১ নং	উপে রণভাওয়াল। চর চারিপাড়া সুবর্ণপুর ওরফে কাঁদাবিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ।	৭৪৭৭১০ পাঁচ	১১১।৬০	সম্পূর্ণ মহাল মিলান হই- বেক।
৫০৮৫ নং	পং মহেশনসিংহ বীল ছলঙ্গী ...	রাজা হবিশচন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৫৮০৭	২০।৭০	৫
৫১৭৪ নং	পং হুশেননাথী চর তেলুয়াবারি...	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭৪৭	২২৭৭	৫
৫২৪৯ নং	পরগনে পুখরিয়া চর গাঁবগরা ...	রায়সখী দেব্যা চৌধুরানী পতির নাম দুর্গাশ্যাম খাঁ ও মহারানী পরভসুমারী দেবী গয়রহ।	৫২১৮৮০ মালিকানা ৬৫৮৭	১৪২৫।০ মালিকানা ১৩৭৭	৫

G. E. MANISTY,  
Offg. Collector.

## জিলা চট্টগ্রাম।

## ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা জানাইতেছি যে ১৮৮৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৪৯ সালের ১১ আইন ৬ ধারার মর্মানুসারে নিম্নলিখিত ডাক্তার ১৮০৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বধাভূত পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পাবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৪২ ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাজালা ও আবাদ রোজ সোমবার জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য দিলাবে যা বাইবেক ইতি সম ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

## মহল নওয়াবাদ।

নং মার্কেল	নং ডাক্তার	নাম ডাক্তার।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাঁকী।			মতব্য।
				রাজস্ব।	সেস।	রাজস্ব	সেস	মোট	
৭৭৩	৬৩১ ২০৫৭৮	খানেন মজীতছত্রি। মোজে কাঞ্চননগর ডাক্তার রু দেব্যা।	মিঃ অখিল চন্দ্র রায় গং।	১৯০৬।৮	১৪৮।১৬	৩৩৪৭	৪৯।১০	৩৮৩।১০	সম্পূর্ণ ডাক্তার মিলান হই- বেক।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3th May 1884.

[Government Gazette, 13th May 1884.]

C. A. SAMUELLS,

Offg. Collector.

জিনা খুঁদা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনীয়া জেলায় নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ১৩ জুন ষোড়াবেক ১৯৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরির কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

ডোঁজ নম্বর।	মহাল ও পর- গনার নাম।	মালিকের নাম।	ঘোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের সদর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ কিস্তির বাকী।
৬	পরগনে আগর- পাড়া কিলমত অগরপাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৬৬২।৬	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুসারে মতান্তর হিন্দাবের ১ হি- স্যা জুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৬/ আনা।	১৩৫৬।২	৩।০
২৮	পং হিলকি কিং কেড়াগ.ছি।	রাজমোহন রায় চৌধুরী দিগর।	৫৮০।৪	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮০।৪	১৭৩১।০৮
২৯	পং খানিলখানি কিং খানিলখানি	টেকলালকাষিনি দেব্যা দিগর।	৮৯৭৮।১	২ ...	৮৯৭৮।১	১৩০৮।১
৩৪	পং হিলকি কিং মজুরপুর।	মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	১২৩।৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন মোহনবকম ১২ গণ্ডা।	১২৬।০	৩৩।১/১
৬৭	পং তালিবপুর কিং তালিবপুর।	গোবিন্দমোহন বকু দি- গর।	৫৬২।৬	১ হিস্যা ...	৪৭৪।১	১১৩।৪
৭২	পং দাতিয়া কিং কিং দাতিয়া।	চন্দ্রকুমার রায় দিগর ...	৪৭৩২২।৬	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৭৩২২।৬	১৯০৮।২১
১০৮	পং বুড়ুন কিং বাবুলিয়া।	দুর্গাচরণ লাছা দিগর ...	৫১১৫।৬	৩ হিস্যা মুনশী আগা- বদৌল আহাম্মদ বকম ১২ গণ্ডা।	৫১১।০	৩৮।৫
১১১	পং বাজিতপুর কিং বাজিতপুর।	লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী দিগর।	২১২১।১/১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী বকম ৮৮৫ দস্তি।	৫৮২।৮	১।৩
১২৫	পং বুড়ুন কিং বৈক.ি।	থাকমণি চৌধুরী দিগর ...	৭২২।৬/১৮	সম্পূর্ণ মহাল ...	৭২২।৬/১৮	৩১।৭/৮
১১৭	পং ভানুকা কিং ভানুকা।	রাজকুমার ঘোষ দিগর...	১৪৯৫৩৮।৮	১ হিস্যা মেহেন্দ্রনাথ চৌধুরী দিগর রকম ১৮৮/১১/১৫	৮৫০।৮	২৫৮/৭/১
১৩২	পং বুড়ুন কিং ভাউড়িয়া।	দুর্গাচরণ লাছা দিগর ...	২০০২২।৬	২ হিস্যা ২৭।০ আনা...	১০১৩১।২	৮৫৮
১৩২	পং মলই কি মলই।	পার্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২২৭২।১১	২ হিস্যা মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২২৭।৬	৮৭৬৮।৪
১৫৯	পং সর্পরাজপুর কিং রামডাঙ্গা।	ভুবনমোহন মজুমদার দিগর।	৫৪২৮।৮	১ হিস্যা ভুবনমোহন মজুমদার ৫৭।০ আনা।	১৩৭।৬	৩১/০।১
১৬৬	পং সুরমুন কিং ১৬৫ নং লাট আম্বনি রমজান নগর।	জহিরদি সরকার দিগর	১৮৮৪।৯	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৪।৯	১৪০০।৬
১৯১	পং মলই কিং হা- জরাকাঠি।	পার্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	৮৯০।১০	৪ হিস্যা রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর লাং লাউথিয়া।	৮৯।৬	৩২৮।০।১

KHOOONA COLLECTOR'S OFFICE,

The 6th May 1884.

[ গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে । ]

F. H. BARROW,

offg. Collector.

## কালেক্টরী জেলা রংপুর।

বাঁকীর কর্দ সন ১২৯০ সাল বাঁকায়ার লাগাএন কিস্তী কালগুন মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএন কিস্তী কেরারি তলবের ২৮ মার্চ স্বর্যাস্ত পর্যন্ত এবং তদপরে তিন্ন তিন্ন জেলার কালেক্টরীর হুতী দ্বারা আদার হুতী বাঁকী আছে তাহা ১৮৮৪। ২১ জুন মোতাবেক বাঁকায়ী ১২৯১ সাল ৮ আশাঢ় শনিবার অত্র কাছাবিতে প্রকাশ্যরূপে মিলাম হইবেক, ইতি।

ভৌজির নম্বর।	মহালের নাম ও পরগনা।	মালিক।	সদর জমা।	বাঁকীর পরি- মাণ।	মন্তব্য।
৫৭	বড়াবাঁকী ও গররহমোজা চাকলে কাজির হাট।	শ্যামসুন্দার দাস, বাঁমাসুন্দারী দাস্যা কুজুমোহন চাকি, ভাওয়ানি দাস্যা চন্দ্র গোবিন্দ দাস,	৫১৫১১০	১১০	বাঁমাসুন্দারী দাস্যার ১২৮৫৬৯ পাই সদর জমার অংশ ভাষার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাঁকী।
১৩৭	রাবনপুর মৌজা চাকলে কাজির হাট	মৌদানিমৌ দাস্যা	১০৪১৫১১	৪২৮১৬৪	
২২১	খোদা মুরাদপুর ও গররহ মৌজা পং পএরাবন্দ	জমকোবরত সেন, আছরা বেগম, রাহতমেছা ছাবেয়া খাতুন, ও ছবিরল আলম আবুল হে.সেন চৌধুরী ওরফে ভোয়া মিকো ও টুলা মিকো।	২৫০২৫১১	৫০০১১৮	
২২০	খামাব কুরলা ও গররহ পং পএরাবন্দ।	খাজে এনাউল্লা চৌধুরী, জাহিমমেছা চৌধুরী মহম্মদ নেজামুদ্দিন খাঁ চৌধুরী।	২৫০৫৫১১	১৮২ ১২	খাজে এনাউল্লা চৌধু- রীর বিশেষ ১ মন্বরে হিসাব পৃথক বাঁহার সদর জমা ১০২৩১/৬ পাই এই অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাঁকী।
২৪২	চক হুগাঁপু ও গররহ মৌজা পং সরহাট্টা।	খাজেমেছা বিবি চৌধুরানী এনাউল্লা মিকো হাউরানী বিবি চৌধুরানী, জিনা- উল্লা চৌধুরী খুলিরমেছা বিবি জতন বিবি চৌধু- রানী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বৈদ্য কামাধ লাহিড়ী ম্যানেজার মেহালউদ্দিন, মহম্মদ নেজামউদ্দিন মহা- ম্মদ চৌধুরী, আমিরমেছা বিবি সরৎ ও অলিউছি পক্ষে আবদুললতিফ চৌধুরী নাবালগ।	১৮২২৫১৮	১৪১১৮	গবর্ণমেণ্টের ডাক্তারীনের অংশ বাঁহার সদর জমা ৪৩১/৬ পাই ও বাঁহার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ- বাদের অপরাপর অংশ বাঁকী।
১১৭	আলিগাঁও পং	চন্দ্রশিখর রায়, গোপাল- চন্দ্র রায়, রাজলক্ষী চৌধুরানী, কশানচন্দ্র চৌ- ধুরী, ইচ্ছাময়ী চৌধুরানী ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার পক্ষে কোঙর চন্দ্রকিশোর রায় আবা- লগ, কয়ামরী চৌধুরানী কুড়ামু সরকার।	৫২৮১৫১১	২০৫১৮	কুড়ামু সরকারের নিজাংশ ১০ তিন আনা এই অংশ বাঁকী

RUNGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[Government Gazette, 13th May 1884.]

H. J. NEWBBY,

offg. Collector.

বাকী খাজনার আদায়পত্রের পাঠ।

জিলা দিবাঙ্গপুরের কালেক্টরি।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামুতাবে জিলা দিবাঙ্গপুরের বধ্যভূমি বিদ্রলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারী এবং অধ্যক্ষ্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ব্যয় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় বিধিত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিধা ওজরে ৩ প্রকাশ্য খীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম জেনারী ইন্ডিয়ানি অধ্যক্ষ্য হওয়া মহাল।

নম্বর ভৌজির।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য খীলাম হইবেক।	বতব্য।
১০০ নং	ঘোঁজে চারখণ্ডা গরুরহ পরগণা গীলাহবাড়ী।	কাড্যারমী দেব্যা, জয়কিশোর চৌধু- রীপ্রভৃতি।	১৬৯১৫৬৬	২২৯৫১	পুরা মহাল খীলাম হইবেক।
২৩৭ নং	ঘোঁজে দৌতপুর গরুরহ পরগণা রাজমগর।	ভারকমাথ চৌধুরী, জরেশ্বরী চৌধু- রানী উছি পক্ষে সোহমলাল চৌধু- রীপ্রভৃতি।	৪৬৬০১১	৪৮৩১৮	এই মহালের মধ্যে লালমোহন চৌধুরীর ৮০ আনা অংশ যাহার ৪৮২১/১০ আনা সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারা- মুতাবে পৃথক আছে তাহা বাদে বাকী ৮৮০ আনা অংশ যাহার ৪০৭৭৫৮১ পাই সদর জমা হয় এই এজমালী অংশ বাকী পড়ার তাহা ই খীলাম হইবেক।
২৩৩ নং	ঘোঁজে গোবিন্দ- পুর গরুরহ পর- গণা বোড়াখাট।	দীমমাথ মজুমদার ও গোলোকমাথ মজুমদার প্রভৃতি।	৬৭৯৬১৮০	২৫১৭	ঘোঁজে তেন্দুল ও গোবিন্দপুর বাদে এই মহালের গোলোকমাথ মজুমদারের ১/৪ = ক্রান্তী অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারামতে হিসাব পৃথক হইয়া ৫১৩৮৫ পাই সদর জমা ধার্য আছে এই অংশ বাকী পড়ার খীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১১/১	এ মত দীমমাথ মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকার ১/৪ = ক্রান্তী অংশের ৫১৩৮৫ পাই জমা ধার্য আছে এই অংশ বাকী পড়ার খীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১১/৩	এ মত কালীমুল্লারী দেব্যার ১/৪ = ক্রান্তী অংশ পৃথক হিসাব হই- য়া ৫১৩৮৫ পাই জমা ধার্য আছে এই অংশ বাকী পড়ার খীলাম হইবেক।
৩৭৬ নং	ঘোঁজে দাউদপুর গরুরহ পরগণা গীলাহবাড়ী।	চন্দ্রকান্ত সরকার রুদ্রকান্ত সরকার প্রভৃতি।	৬৪৮৮১১	১৫৭৭	পুরা মহাল খীলাম হইবেক।
৮৬১ নং	ঘোঁজে মাজিরপুর গরুরহ পরগণা সম্ভার।	ভগিরথী চৌধুরানী	৬৬৯১৮১	৪৬৪৭	পুরা মহাল খীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE,

The 6th May 1884.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

A. C. TUTE,

offg. Collector.



**Government Cinchona Febrifuge.**

**T**HIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 *oz.* tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

**গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা ।**

উক্ত কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপায়ক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি বগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।০ টাকা, ৮ আউন্স টীন ১০।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৬০ বার আনা, ডাক মাসুল দিতে হইবে।

**জ্বরনাশক দানাবাক্সা সিন্‌কোনা ।**

সাল সিন্‌কোনা ছাট হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার নামা বাক্সে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি বগদ মূল্যে মিয়া ২৪।০ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে বগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২।০ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৬০ বার আনা ডাক মাসুল লাগিবে।

**The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor**

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

\*. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtolah Street, Calcutta.

[Government Gazette, 13th May 1884.]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আর্ট-লী ও অট্টোমতীর বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্তমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ ও রেন্ট-কমিশ্যনের মেম্বর, ইন্ডার টেম্পলের অ্যুয়ুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, লাইফেবের এণ্ড বঙ্গদেশের অ্যুয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন এদেশের সুম্মাধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একখানি পুস্তকের মূল্য ৫ পঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট একখানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১০ পঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

		For the Mofussil.	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	...	...	10	0	0	per annum.
	Postage	...	2	8	0	"
Parts III, IV, V. and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal						
	...	...	4	0	0	"
	Postage	...	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	...	...	0	4	0	
	Postage	...	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	...	...	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
	Postage	...	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offy. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[সবর্ণমোহন গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

## বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

## মকঃমলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	৬৭সর	১০৭
ডাকমাশুল	...	"	২।।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ডাক-ভারের ও বঙ্গ-দেশের ব্যতীতাপক সভার আদেশ ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	"	৪৭
ডাকমাশুল	...	"	১৭
সম্পূর্ণ এক খণ্ড গেজেটের মূল্য	...		।০
ডাকমাশুল	...		।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার নূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...		।০
			৪ পৃষ্ঠার উপর যত
			অধিক হয় তাহার
			প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি
			আর একই আনা ।
ডাকমাশুল	...		।০

## কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃমলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ই, এন, বেকার,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী।

## NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,  
Under-Secretary to the Govt. of Bengal,

The 12<sup>th</sup> December 1882

## NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue ... ..	20
Half " ... ..	10
Casual advertisements.—4 annas per line.	

[Government Gazette, 13th May 1884.]

## বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মন্তব্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্মকর্তাদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েট হাণ্ডাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত হাণ্ডাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তদ্বিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটের আর্কোরাণ্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাফের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বন্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বৃত্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এইঃ—

টাকা।

প্রথম এক পৃষ্ঠা এক বার প্রকাশ করণের	...	...	২.০০
অন্য পৃষ্ঠা " "	...	...	১.০০
কখনও ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পৃষ্ঠা	...	...	১.০০

## বিজ্ঞাপন।

রাজকাষ্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিংফোর্ড ওয়েস্ট টৌনহালের তাত্কাপ্তি বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শর্তোক্ত দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্মিক কোম্পানির বাণীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে। ]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বন্দুকের গবর্ণমেন্টের জন্যে জিযুত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।





# অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ১৩ মে ।

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

[ তৃতীয়বার প্রকাশিত । ]

সিলেক্ট কমিটী কর্তৃক স্থিরাঙ্কিত পাণ্ডুলিপি সমেত উক্ত কমিটীর নিম্নলিখিত রিপোর্ট আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের ঐচ্ছিক গবর্ণর জেনারেল সাহেবের মন্ত্রিসভার ১৮৮৪ সালের ১৪ মার্চ তারিখে উপস্থিত করা হয় ।—

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত ব্যক্তি আবাদিগের নিকট বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থ অপিত হইয়াছিল । আমরা এই পাণ্ডুলিপি ও এতৎসংযুক্ত তফসীলের উল্লিখিত কাগজপত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমস্থলীয় রিপোর্ট প্রেরণ করিতেছি ।

২। আমরা পাণ্ডুলিপিখানি সূচয় করিয়া গঠন করত এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে আবাদিগের অধিকাংশ ব্যক্তির খেতে যে সকল পরিবর্তন উপযুক্ত বোধ হইয়াছে তাহা সন্নিবেশ করিয়াছি । কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলিয়া আমাদের পোষ হয় । আগামি নবেম্বর মাসে আমরা এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কার্যে পুনরায় প্ররত হইব । আমরা পাণ্ডুলিপি খানিকে ঘেরূপ পরিবর্তিত করিয়াছি তাহা এই সময়ের মধ্যে অধিকতর সমালোচনের নিমিত্তে পুনঃ প্রকাশিত হয়, ইহাই আবাদিগের পরামর্শ ।

৩। এই রিপোর্টখানি প্রথমস্থলীয় বলিয়া কমিটীর কর্তৃকখন সভা যত দিন এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত শেষ রিপোর্ট বহিস্কার অর্পিত না হয় ততদিন কোনও বিষয় সম্বন্ধে আপনঃ যত প্রকাশ করিবেন না এই কথা লিপিবদ্ধ থাকে এইরূপ ইচ্ছা করেন । কমিটীর নিষ্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তির মত প্রকাশ করিতেছি এইরূপ বুঝিতে হইবে ।

২য় অধ্যায় ।

প্রজাদের প্রেণী বিষয়ক বিধি ।

৪। এই পাণ্ডুলিপি খানিতে যে ভিন্ন প্রেণীর প্রচার কথা আছে তাহাদিগের বর্ণনা করিবার নিমিত্তেই এই অধ্যায়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে মূল পাণ্ডুলিপিতে অবধারিত খাজানার ভূমিভোগকারি রায়ভাদিগকে ঘেরূপ ভালুকদার প্রেণীর অন্তর্গত অন্যতর প্রেণী বলিয়া গণ্য করা গিয়াছিল তাহা না করিয়া এক্ষণে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র প্রেণীরূপে বিবেচনা করা গিয়াছে । ইহাও দেখা যাইবে যে “ লামান্য রায়ত ” এই কথার পরিবর্তে “ দখলীস্বত্বপূর্ণা রায়ত ” এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে । প্রথমোক্ত কথাটি ভ্রমাক্রম নাম বলিয়া ইহার প্রতি লক্ষ্য আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে । পরিণেবে

Bengal Tenancy Bill.

ইহাও দুইটো যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে সম্বলিতবিশিষ্ট খোঁজের অন্তর্গত নহে এরূপ বাস্তবতার রাস্তাদের উল্লেখনাই নাই। অধিকতর বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই শ্রেণীর প্রজ্ঞাদিগের সম্বন্ধে কোন বিধান সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ হইলেনও হইতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রস্তাবের মীমাংসা করিতে হইলে যত দূর সম্ভব জানা আবশ্যক আপাততঃ আমাদিগের তত দূর জানা নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এতদেশের ভিন্ন২ অংশে এই শ্রেণীর প্রজ্ঞাদিগের বোঁও সম্বন্ধে নিয়মের এত দূর বিভিন্নতা আছে, যে মূল পাণ্ডুলিপির ৭ নং অধ্যায় রক্ষা করিতে হইলে তাৎক্ষণিক এককটি বিষয়ের সংশোধন করা আবশ্যিক হইত। কিন্তু অধিকতর সম্ভাবনা না জানা পর্য্যন্ত আমরা কি আকারে এই সংশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আমাদিগের ভরসা যে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে আবশ্যিক সম্ভাবনা জানাইবেন।

৫। ভালুকদার ও রাস্তাদিগের মধ্যে প্রভেদবিষয়ক ধারাটিতে আমরা এই প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষণ নির্দেশ না করিয়া বরং তাহাদিগের বর্ণনা করিতে বড় পাইয়াছি। যে সকল স্থল উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদসূচক লীখাংসার নিকটে অবস্থিত, সেইসকল স্থলে আদালতসমূহের পক্ষ প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করা বিচিত্র ইহা স্বীকার করিলেও, আমাদিগের মত এই যে ইহার কোন শ্রেণীর দৃঢ় রূপে লক্ষণ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা ঘূর না হইয়া বরং তাহার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা।

### ৩য় অধ্যায়।

#### ভালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬। অবস্থানিত হাঁর জমী ভোগ করিবার স্বত্ব নিয়মক মূল পাণ্ডুলিপির (১৪—১৭) ধারাদ্বিতীক স্থানান্তরিত করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৮নং অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে; এই অধ্যায়ের কথা বলিবার সময়ে তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। যে সকল জিলার তিয়ৎকালাই বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে তদন্তর্গত স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ ধারাটিকে অতিরিক্ত বিধিবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশাচারক্রমে যে স্থলে ভালুকের খাজানা বৃদ্ধির বিধান করা হয় নাও, আদালত সেইস্থলে যে বিধি অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন ৭ ধারার অন্তর্গত ৩ উপধারায় তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আশ্রয় এবং উপহারের বড়জ পরিমাণে পরিবর্তন করিয়াছে। একদে কেবল এই বিধান করা গেল, আদালত ভালুকদারকে লোকের পতকরা দশভাগের কম দিবেন না এবং খাজানা নির্ণয় করিবার সময়ে যে অবস্থায় ভালুকের সন্নিবেশ, তাহাদের অধিকারী সে উল্লেখসাধন করিয়াছেন ও আদালত দাঁড়িবার যে খরচ ও সুবিধা কর তাহার প্রতি দুটি রাখিবেন। বর্দ্ধিত খাজানা পূর্বদেয় খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না এবং দশভাগের অধিক বর্দ্ধিত থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্পর্শ করি নাই।

৮। ৩৬ ধারায় প্রচলিত ভালুকের লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা একদে উপজন্মনিধি অধ্যায়ের মধ্যে এবং নবাবসী নীলাম সাক্ষ্য ৪০ ধারাটি যে অধ্যায়ে এই বিষয়ের কথা আছে তাহার মধ্যে স্থানান্তরিত করা গিয়াছে। এই দুইটি ধারাত্তর গতকাল ভালুক বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত তিনটিকে পশ্চিমবঙ্গ উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবর্তন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যিক বোধ হইতেছে।

(১) ১৫ ধারার (১) উপধারার একটি বর্দ্ধিত বিধি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিক্রমে ভূম্যধিকারী খাজানা বাকী থাকিলে ভালুকের হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিতে অসমর্থ হইতে পারিবেন।

(২) মূল পাণ্ডুলিপি পর ২৭ (১) ধারার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিস্ট্রী করিবার প্রাধান্য করিতে বলিত হইলে দণ্ডস্বরূপ যে অতিরিক্ত কী দেয় হইত তাহা রহিত করা গিয়াছে এবং যে স্থলে ভালুকদারকর্তৃক কোন খাজানা দেয় না হয় [ ১৫ (২) ধারা ], তথায় ২৭ টাকার কী দিতে হইবে ইহা নির্দেশ করিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

(৩) ১৬ ধারায় একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। উক্ত বিধান এই যে কোন ব্যক্তি হস্তান্তরিত উত্তরাধিকারক্রমে কোন ভালুকের হস্তান্তর হইলে যাবৎ এই হস্তান্তর কি উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করা না হয় কিম্বা ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ প্রযোজ্য ব্যক্তি মোকদ্দমা, জৌক বা অন্য কাছাকাছতান হারা খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

(৪) ২০ রেজিস্ট্রী বোর্ড লেখার সকল প্রদান বিষয়ক ধারাটি (একদিক ২১ ধারা) যে শোধন করা গিয়াছে। স্থানীয়গবর্ণমেন্ট এক আদালত অনুমতি বা এক টাকার অনধিক যে কী দায় করেন প্রত্যেক খণ্ড নকশা দিবার জন্য সেই কী দিতে হইবে।

## ৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়ভেরা ভূমি ভোগ করে তাহারের সম্বন্ধীয় বিধি।

১০। হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা তালুকদারদের প্রতি যে২ নিয়ম বর্ণিত তাহা অবধারিত হারে ভূমিভোগকারী বাসেন্দা রায়ভের প্রতিও বর্তাবে ইহা বিধান করিয়া এই নিয়মগুলির সমতা বিধান করিয়াছি। এই শ্রেণীর রায়ভদিগকে (ক) রেজিস্ট্রী করা পাঠ্যক্রমে কি আদালত কর্তৃক স্থিরীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ভ এবং (খ) আইনবিহিত অনুমানক্রমে ভূমি ভোগকারী রায়ভ এই দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমোক্ত শ্রেণীর রায়ভদিগকে তালুকদারদের সহিত ও শেষোক্ত শ্রেণীর রায়ভদিগকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভদের সহিত সমান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু আদালতের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

## ৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১১। রায়ভের অর্থ ও দখলীস্বত্ব লাভসম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল নিয়মগুলির কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। কিন্তু বিবরণের পরিবর্তনের মধ্যে আদালতের কেবল যেগুলির কথা এখানে আবেদন্য, তাহাষ্ট বর্ণা যাইবে।

বর্তমানের মচারীরা প্রকৃতি ব্যক্তিদিগের বেকরূপ স্বরূপে বর্তান আছে, সেইরূপ কএকটি মচারের সমুদায় অংশই বাসেন্দা রায়ভের স্বত্ব প্রচলিত করিলে যে অন্তর্নিহিত সত্যের, তৎ প্রতি আদালতের মান্যযোগ্য আকর্ষণ হইয়াছে। এইরূপ সকল বিশেষ স্থলে মচারের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন রাজস্ব সংক্রান্ত কি নাশন কায়াসম্বন্ধীয় কোনরূপ সুবিধিত দেশখণ্ড প্রিলে সৃষ্টি হইতে পারে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এমনকি বিবেচনা করেন কি না জানিতে বাধ্য করি।

১২। এই অধ্যায়ের শেষ উদ্দেশ্য লাভ পক্ষে মহাল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে “১৮১৩ সালের জানুয়ারি বাসেন্দা প্রথম নিবন্ধবিধি” কোন সময়ের মধ্যে বাটওয়ারী হইলে বাটওয়ারী সত্ত্বেও মূল মহাল একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে। ২৭ ধারার (খ) প্রকরণের এই বিধানের প্রতিপাদ্যের মধ্যে অংশ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। উল্লিখিত তারিখ প্রচলিত করিবার কারণ এই যে, আর এই সময়ের বাটওয়ারী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কাগজপত্রাদি গাইবার ব্যক্তিগতরূপে আদালত আছে, এইরূপ বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক পূর্বে কোনসময়ে এই তারিখ স্থির করা যাইবে তদ্বিম্বন্ধে অসিকতর বিবেচনা আবেদন্য, সুতরাং যে কএকটি কথাকে এই সময় সূচিত হয় তাহার নিম্নে একটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে আমরা এই আদেশ করিলাম।

১৩। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে আমরা বাসেন্দা রায়ভের সকল নির্দেশিত ২৬ ধারার (২) সংখ্যক একটি উপধারা সংযোগ করিয়াছি। এই উপধারার বিধান এই নীতি ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়ভরূপ ভূমিভোগ করে, তবে যখন বিপরীত প্রমাণ না হয়, তাৎ এই ধারার কায়াপক্ষে এই ব্যক্তির ও সে যে ভূমিভোগকারীর কথনে ভূমিভোগ করে সেই ভূমিভোগকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে এই ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়ভরূপে বা রায়ভের কাল ভোগ করিয়াছে। বঙ্গপ্রকৃতি দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ অনুমান করা স্বাভাবিক বোধ হয়। ইহাতে মোকদ্দমার কায্যের সরলতা বিধান করিবে, অথচ কোন স্থলে ইহা ঠিক না থাকিলে ভূমিভোগকারী আদালতে ইহার খণ্ডন করতে পারিবে।

১৪। কোন ব্যক্তি একবৎসরের অনধিক কালের জন্য কোন ঐমি কি মচারের অন্তর্গত কোন ভোগ হইতে বৈদখল থাকিলেই যে বাসেন্দারায়ভের স্বত্ব হারাইবে না আমরা মূল পাণ্ডুলিপির এই বিধানের [২৬ (১) ধারা] নূন্য অব্যাহত রাখিয়াছি এবং ইহাতে একটি [ (৭) উপধারা ] প্রকরণ যোগ করিয়াছি। উপধারাটির মর্ম এই ২৬ ধারার মধ্যে [ এই ধারার কথা পরে ১৬ ধারায় দেখ ] যদি সেই ব্যক্তি কোন জমীতে পুনর্বার দখল প্রাপ্ত হয়, তবে একবৎসরের অধিক কাল বৈদখল থাকিলেও বাসেন্দারায়ভরূপ গণ্য হইতে থাকিবে।

১৫। যে কারণে স্বত্বনিমজ্জন বিষয়ক অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি হইতে উঠিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে। উক্ত অধ্যায়টি উঠিয়া দেওয়াতে যাহাতে ব্যক্তিগত ভুল না হয়, এই নিমিত্ত আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি ধারা (২৮ ধারা) সন্নিবেশ করা বাধ্যনীয় বোধ করিলাম। এই ধারার বিধান এই যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়ভের ভূমিভোগকারী ক্রয় করিয়া না আকারান্তে উক্ত রায়ভের স্বার্থভাগ হইলে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু এই বিধানের কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিষয় হইবে না।

১৬। মূল পাণ্ডুলিপির ৪৮ ধারায় দানক্রমে দখলীস্বত্বলাভের বিধান ছিল, আমরা এই ধারাটি উঠিয়া দিরাছি এবং এই পাণ্ডুলিপির ৪৯ ধারার ব্যাখ্যাত খামার শেষের অর্থমধ্যে যে২ শ্রেণীর জমী



গণ্য তাহাতে দখলীস্বত্ব লাভ বিষয়ক এই ধারাটির পরিবর্তে আর একটি ধারা ( ৩০ ধারা ) দিরাহি।  
শেষোক্ত ধারায় সামান্যতঃ এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল জমীর জন্য দিরাহী পাট্টাক্রমে কিম্বা  
লন বসন পাট্টাক্রমে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব ভবিষ্যে না।

১৭। তাহাতে ভূমি প্রজাপত্ব সংক্রান্ত কার্খের অনুপযোগী না হয় রায়ত এক্ষণে ভূমি ব্যবহার  
করিতে পারিবেন, আমরা ইহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিরাহি [ ৩১ ধারা, ( ক ) প্রকরণ ] যে তিনি দেনাচা-  
রের বিকল্পে এই ভূমিহিত বন্ধ কাটিতে পারিবেন না।

১৮। ভূম্যধিকারীর অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্বসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটি এক্ষণে “ হস্তান্তর বিষয়ে নিয়-  
মের কথা ” এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [ ৩২ ( ৪ ) ধারার ] বিধান  
করিরাহি যে ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যনিয়মিত হইবার কি আদানত কর্তৃক  
ধার্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা অগ্র্যে  
এই ধারার একটি কথা যোগ করিয়াহি, তৎকালে ভূম্যধিকারী ক্রয় করিবার দাওয়া করিলে রায়ত  
ইচ্ছা করিলে এই ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

১৯। অগ্র্যে আমরা এই ধারায় ( ৫ ) সংখ্যক একটি উপধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াহি যে  
কোন রায়ত এই ধারার বিধান উলঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূম্যধিকারীর বিকল্পে এই  
বিক্রয় বাধ্য হইবে।

২০। দখলীস্বত্ব উইলক্রমে দান করা গেলে মূল পাণ্ডুলিপির ৫৫ ধারাক্রমে ভূম্যধিকারীর প্রতি  
তাহা অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। আমরা এই ধারাটি উঠাইরা দিয়াহি।

২১। দখলীস্বত্ব দান সম্বন্ধে আমাদিগের বিধান এই যে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দান উইলক্রমে  
করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান বলিয়া কল্পনা করা হইবে। আমাদিগের বিবেচনার কেবল  
শেষোক্ত শ্রেণীর দান সম্বন্ধেই ভূম্যধিকারিদিগের হিতার্থে কোন না কোন সংরক্ষণোপায়ের  
প্রয়োজন। রেজিষ্টারী করা দলীলক্রমে দান করিতে হইবে এবং এই দলীলের এক খণ্ড প্রতিলিপি অবি-  
লম্বে ভূম্যধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া তাহার বিবাদ করিবার কোন  
হেতু থাকিলে তিনি এই দানের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদিগের বিবেচনার পূর্বোক্ত-  
রূপ বিধান করিলে ভূম্যধিকারীর যথেষ্ট সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা বিবাহ বিষয়ে নিম্ন  
সম্পর্কের কোন ব্যক্তির প্রতি মুসলমান কর্তৃক দান স্থলে এই দান পূর্বোক্ত বিধান হইতে মুক্ত করিয়াহি,  
কারণ তৎরূপ দান মচরাচর উইলক্রমে দানে পরিবর্তে করা হইয়া থাকে ( ৩৫ ধারা )।

২২। পরিণেবে বস্তব্য এই যে অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব আমরা কেবল ভূম্যধিকারী, চিরস্থায়ী  
তালুকদার ও তাহার অন্য যে তালুকদারদিগকে এই স্বত্বানুযায়ী কার্য করিতে অনুমতি দেন  
তাহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা ( ৩৬ ) যোগ করিয়াহি। কারণ আমাদিগের  
বিবেচনায় ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বার্থবশিষ্ট উপরিহৃত ভূম্যধিকারীর বিনা অনুমতিতে কিংকালীন  
কোন তালুকদার পূর্বোক্ত স্বত্বানুযায়ী কোন কাণ্ড করিলে অনেক অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিতে পারে।  
এই অসুবিধা ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৩। মূল পাণ্ডুলিপির ৫৬ ধারার প্রতি বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে,  
ভূম্যধিকারী কোন ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে পরে যদি কোন রায়ত এই ভূমি লয় তবে তাহাতে তাহার  
দখলীস্বত্ব আশ্রয়। আমরা এই ধারাটি উঠাইরা দিয়াহি।

২৪। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইরা দিয়াহি। ইহাতে এই বিধান ছিল যে, কোন ব্যক্তি উক্তরাহি-  
কাক্রমে ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে সে বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আমাদিগের বিবে-  
চনার ২৬ ( ৪ ) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য যথেষ্টরূপ সাধিত হইবে।

২৫। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম “ কোর্টারিল সম্বন্ধে নিয়মের কথা ”। এই পরি-  
চ্ছেদটি নূতন। কৃষক নহে এরূপ ব্যক্তির তাহাতে লাভাংশের দখলীস্বত্ব ক্রয় না করে এই উদ্দেশ্যে এবং  
রায়তের কোর্টা রায়তকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের কৃত একটি প্রস্তাব অবলম্বন  
করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে। আমাদিগের বস্তব্য এই যে এই স্থলে যে সকল বিধান সন্নিবেশিত  
হইল শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি তদ্বারা কেবল অংশতঃ সাধিত হইতে পারে। কোর্টা রায়তদের সম্বন্ধীয়  
এই অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দৃষ্ট হইবে। এই বিষয়ের কথা শীঘ্রই বলি যাইবে।

২৬। ৫৮ অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিধানগুলিই প্রদান।

১ম।—কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আগনার ঘোড়ের যে অংশ কোর্টা দিবি করে, তাহা  
৩মীর ঘোড়ের অর্ধেকের অধিক হইলে, তালুকদারদের রেজিষ্টারী করিবার নিমিত্ত  
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার যে আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব  
করেন, সেই আইনমতে এই রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টারে আপনাকে  
রেজিষ্টারী করাইলে তালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার কর্ম এই  
হইবে যে এই রায়তের কোর্টা রায়তেরও বর্তমান কিম্বা ভাবী দখলীস্বত্বের  
অধিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে। ( ৩৭ ধারা )

২২।—কোন রায়ত আপনায় যেও কি যেতের কোন অংশ কোর্স দিলি নিলে ঐরূপ দিলি করিবার দরপাটী সাত ২৫ সেরের অধিক নালের নিমিত্ত প্রদত্ত থাকিবে না। (৩৮ খণ্ড)।  
এই বিধানগুলি তদন্ত করিয়া একটি বিধানের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। শেখোক্ত বিধানের মধ্যে নিম্নলিখিত একটি প্রদান।

১৮।—কোন রায়ত বহুস হেতু নীচীলোক করিয়া বা পীড়াদেশতঃ বা তদুপেক্ষাক্রমে নিম্নলিখিত একটি কারণে কিংবাকালের নিমিত্ত গৃহে উত্তীর্ণ না থাকায় পৈশ করিতে অক্ষম হইয়া আপন যোত কোর্স দিলি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার এ কার্যের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্ত্তিবে না, ও

২২।—যদি কোন রায়ত পূর্বেদ্বারা তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যেও শর্তে ও যেও নিয়মাদ্বারা তাহার খাজানা হুকুম হইতে পারিত এক্ষণে ও যেও শর্তে ও নিয়মাদ্বারা তাহার খাজানা হুকুম হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ভূমিধিকারীর অধিকার সম্পূর্ণ হইবে।

২৭। এই বিধানগুলি লইয়া বিলম্বন মতভেদ হইতালি। এক পক্ষে ভূমিধিকারীর সহিত ও অন্য পক্ষে তাহার নিজের কোর্স প্রকার সম্বন্ধে রায়তের যে সকল আইনবিহিত সম্পদ আছে তাহার নিজের কৃত কার্যক্রমে ঐ সম্পদের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে দিলে যে অসম্ভব হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্তন আবার যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া সূচিত হওয়া আবশ্যক, তাহা সুনির্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কৃষকদিগের অন্তর্গত বিবেচনার অনেক স্থলেই ঐ নিয়ম স্মৃতি পাতিবার বিধান আছে, সুতরাং বিষয়টি বিলম্বন কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্স দিলি বিষয়ক প্রথাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্নলিখিত উপায়পত্রের ন্যায় উৎকৃষ্টতর উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সন্দেহই স্বীকার করেন যে এই প্রথাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রায়ত আপন যোত কোর্স দিলি করিলে যদি তাহার খাজানা বাকী পড়ে, তবে ঐ যোত তালুকের ন্যায় সর্বস্ব নীলামকরনে বিরত হইতে পারিবে এবং কোর্স প্রকারে দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করা গেল। কোর্স দিলি প্রথা একবার প্রচলিত হইলে তাহা কলোপধারীরূপে নিধারণ করা যে অসম্ভব, এই সকল বিধান হইতে তাহার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইবে। ইহা স্মৃত হইবে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলেও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহার খাজানা হুকুম হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বলিয়া গণ্য হওয়াতে তালুকদারদের যোত যেরূপ সর্বস্ব নীলাম হইতে পারে ও তাহার দের যেরূপ অন্য দায় ও স্বত্ব থাকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদেরও তাহাই থাকিবে। ভূমিধিকারী অগ্রেকের বর্ত্তিতে পারিবেন এই বিধান হইতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরাও তালুকদারদিগের ন্যায় হুকুম থাকিবেন। কিন্তু যাহা ঐ রায়তের নাম রেজিস্ট্রারী করান যার এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই বলবৎ হইবে না। আমাদের বিবেচনার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলে যে সকল ভটিস সম্পর্ক সৃষ্ট হয় সামান্য খাজানার বোকাধারীর আদালতের ও তাহা এই সকল অবধারণকরিবার ভার অর্পণ করিলে অত্যধিক কষ্টকর হইবে। কেবল তাহার গবর্ণমেন্টই এই সকল সম্পর্ক নিয়ম করিয়া রেজিস্ট্রারী করিলে এই অসম্ভবতা দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্ণমেন্টও ইহা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

২৮। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা হুকুম বিষয়ক বিধানগুলির আদায় আকারগত ও বস্তগত বহুল পরিবর্তন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা হুকুম বিষয়ক বিধানগুলি স্থানান্তরিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। স্বতন্ত্র লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে ঐ অধ্যায় স্থাপন করা গেল। চুক্তিক্রমে বা আদালতে যৌকদ্দমী করিয়া সাধারণতঃ যে রূপে খাজানা হুকুম করা যায় এই স্থলে কেবল তাহাই কথ্য হইয়া থাকিবে।

২৯। উপস্থিত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা চুক্তি সম্বন্ধে ও ঐ চুক্তি রেজিস্ট্রারী করান হইলে হুকুম করিতে পারা যায় না। ৪১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি তদন্ত চুক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।—

(১)—খাজানা এক্ষণে হুকুম করিতে হইবে না যে তাহার রায়তের পূর্বে দেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।

(২)—চুক্তিপত্রে অনুমান সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—বর্ত্তিত খাজানা পূর্বের বা সাধক খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অর্থাৎ শতকরা ২২।১০ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অনুমান পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারায়ত চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে চুক্তি এই শর্তের বিধানমন্ডল ও প্রায়ত আদালতের তালিকা করিতেছে এইরূপে কথ্য জামিনা লইবে। ইহা দৃষ্ট হইবে যে ধারাটি সংশোধন করার এক্ষণে এই দাঁড়াইয়াছে যে রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষকে চুক্তি অনুমোদন করিবার ও তাহা উচিত ও ন্যায্য ইহা বুঝিয়া লইবার পরিপন্থে এক্ষণে কেবল ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে যে চুক্তি এই আইনের বিধানমন্ডল।

৩০। ৪০ ধারায় এই বিধান বর্ণা গিয়াছে যে জমী মৃত্তারূপে খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে প্রাচীন বা মধ্য লর অন্তর্গত ভাষাকার কোন বাসিন্দা প্রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা রক্ষি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্বে প্রজা যে খাজানা দিতেন উক্ত প্রায়ত ও জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না এবং তদ্রূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বোক্ত বিধি বহিষ্কৃত।

৩১। যৌক্তিকমাত্রায় খাজানা রক্ষি দিয়া যে আদালতের উদ্দেশ্য এই ভূমিকারী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বস্তুতঃই ন্যায্য হয় এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কাৰ্য্যপদ্ধতি নির্দেশ করিতে হইবে যাহাতে দিবাধ্য বিষয় সম্বন্ধে বহুশ্রুতি ও সুরক্ষিত গচ্ছান জামিনার প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকে তাই খাজানারক্ষিসংক্রান্ত বর্তমান আইনটি ভূমিকারীদিগের হস্তে অকর্ষণীয় স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই অভিপ্রায়ে সের হেতুতে খাজানারক্ষিসংক্রান্ত যৌক্তিক উপস্থিত করা হইতে পারিবে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম (৪০ ধারা)।—

(ক)—দখলীস্বত্বনিশ্চয়ীকরণের নিকটই সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিশ্চয় যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত প্রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ)—সেই স্থানে বা চলিত প্রকারে প্রায়ত খাজানা শস্যের গড় মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে।

(গ)—ভূমিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে প্রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ)—প্রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্যা দ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট কেবল বিশেষ বিশেষ স্থানের নিমিত্তই হারের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ অবগত হইতে পারিলেই শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানারক্ষিসংক্রান্ত বিধি খাটাইতে পারেন, আদালতের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আমাদিগের নিকট অন্য কোন সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানারক্ষির আইনমন্ডল এই হেতুটি এককালে ত্যাগ করণ প্রতি জমাদারেরা আপত্তি করেন, এবং ইহা পূর্বে প্রচলিত আইনের অন্যতম বিধান ছিল বলিয়া বুদ্ধিমান হইল। এত হেতুতে খাজানা রক্ষি করিতে হইলে যে স্থলে ভূমিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন বস্তুতঃ উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিস্ট্রী করণকার্যের বিধান পরে করা গিয়াছে তদ্বারা এই খাজানা রক্ষি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বন্যা দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে এই হেতুতে খাজানা রক্ষি করিতে হইলে, আমাদিগের আশঙ্কা এই এতাবৎকাল যে অনুবিধা বস্তুতঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্বে কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণ-ভাবে খাজানারক্ষির এই হেতুটি কাব্যিক হইত না, এইক্ষণেও সেই অনুবিধা বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। পক্ষান্তরে মূল্যবৃদ্ধির হেতুতে খাজানা রক্ষি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মূল্যের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিলে, এই কার্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। এতদ্বারা ইহা বলা উচিত প্রধান প্রধান খাজানা মূল্যের তালিকায় যে ভূমির খাজানা লইয়া বিধান তাহাতে যে বিশেষ কোন ফল জন্মিয়াছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া মূল্যের সাধারণতঃ বৃদ্ধি কি হ্রাস সূচিত হইতেছে ইহাই দেখিতে চাহবে। জটিল অশুদ্ধ ফিল্ড সাইটের কৃত আইন সংগ্রহ পুস্তকের ২০০ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠায় যে রূপ বিবৃত হইয়াছে অর্থাৎ ইংলণ্ডে গড় মূল্যের যে নিয়ম ধরিতা উৎপন্ন শস্যের মূল্যবৃদ্ধির পরিবর্তে মুদ্রাযোগে দেয় করা হইয়াছিল এবং আইন মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিয়মে কার্য করিতে হইবে ইহাই আমাদিগের অভিপ্রায়।

৩৪। কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে শস্যের মূল্যবৃদ্ধিহীন অনুপাতের বিধি অনুসারে কার্য করিতে হইলে, মূল্যবৃদ্ধিজন্য আবাদ করিবার খরচ বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ডাড়াইয়া দেওয়া উচিত। আশাভেদে আমরা এই বিষয়ে প্রায়তকে রক্ষা করিবার ভার খাজানারক্ষিসংক্রান্ত অন্য যে সকল নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে তাহার প্রতি, বিশেষতঃ ৪৮ ধারার প্রতি, অর্পণ করিলাম। এই ধারার বিধান এই—যাহা যৌক্তিকমাত্র অবস্থা বিবেচনায় অনুপায় বা অন্যায় গোধ হয় আদালত কোন যৌক্তিকমাত্র রূপে খাজানা রক্ষির ডিক্রী দিবে না। কিন্তু এই অধ্যায়ে যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহা জনসাধারণ কর্তৃক লক্ষ্যোচিত হইলে এই বিবরণটি অধিকতররূপে বিবেচিত হইবে।

৩৫। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইবার হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করণ পক্ষে যে অনুরোধ করা হইয়াছে, বৃদ্ধিত খাজানা গড় বাৎসরিক মোট উৎপাদের এক পঞ্চাংশের অধিক হইবে না এই প্রস্তাবেও সেই অনুরোধ সনদভাবে অনুমত হয়। কনিষ্ঠের অধিকাংশ ব্যক্তিরই মত এই যে প্রত্যেক মূলেই গড় বাৎসরিক মোট উৎপাদ অর্থাৎ প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের পরিমাণ অবধারণ করা একরূপ অসম্ভব। এই প্রস্তাবটির মূল নিয়মের প্রতিও প্রকৃষ্টরূপে আগতি উত্থাপিত হইয়াছে। আবার এই কারণে মূল পাণ্ডুলিপির ৭২ (খ) ধারার পূর্বোক্ত ভাবের বিধানটি উঠাইয়া দিয়াছি ও তৎপরিবর্তে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত আর একটি নিয়মের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিয়াছি। পূর্বোক্ত প্রথম হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিলে টানা প্রতি আট আনার অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারে যাইবে না; ২য় কথা ৪র্থ হেতুতে খাজানার বৃদ্ধি করিলে টানা প্রতি চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না; এবং (৪৮ ধারা) আদালত কোন মূলেই অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হইলে, খাজানার বৃদ্ধির ডিক্রী দিবে না, আমরা এই সকল বিধান করিয়াছি।

৩৬। একই প্রকার দখলীস্বত্ববিধি রায়তেরা প্রচলিত যে হারে খাজানা দেয় সেই হারের সীমা পর্যন্তই খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে, এই সম্বন্ধে আমরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১০ ধারা অবলম্বন করিয়া ৫৪ ধারায় একটি প্রকরণ (গ) সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণে, যে স্থলে দেশাচারমতে রায়তের আভির বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যিক, সেই স্থলের বিধান করা হইয়াছে।

৩৭। ভূমিস্বত্ব উৎকর্ষসাধন হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমরা দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য কোন বিধি প্রণয়ন না করিয়া কেবল এই মাত্র বিধান করিয়াছি যে [ ৪৬ (খ) ধারা ] কতদূর পর্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি করিতে দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, অর্থাৎ—

- (১) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বারা ভূমির উৎপাদের মূল্য যতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে;
- (২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;
- (৩) উৎকর্ষসাধন কাঁধ্যে লাগাইতে হইলে চাষ করিতে কত খরচ পড়ে;
- (৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

বহুকাল পূর্বের কথা লইয়া কঠোর অনুসন্ধান পরিহারার্থে আমরা [ ৪৬ (ক) ধারা ] বিধান করিয়াছি যে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গেলে অর্থাৎ ৯ম অধ্যায়ের নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে রেজিস্ট্রী করা না গেলে, আদালত খাজানার বৃদ্ধি দিবে না। উক্ত বিধি সকল এরূপ ভাবে প্রণীত হইয়াছে দৃষ্ট হইবে যে তৎক্রমে আবশ্যিক সকল সংবাদই উপযুক্তরূপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৮। বন্দ্যাবারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হেতুতে খাজানার বৃদ্ধি সম্বন্ধে খাজানা সংক্রান্ত কমিশ্যন যে মূলবিরি প্রস্তাব করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আদালতের গৃহীত বিধিটি প্রণীত হইয়াছে। এই বিধির মর্ম এই যে [ ৪৭ (গ) ধারা ] ভূমিস্বত্ব ভূমির উৎপাদের নিম্ন বৃদ্ধির মূল্যের অর্ধেকের অধিক পাইবে না।

৩৯। ক্রমাগত খাজানার বৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করণ বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭৮ ধারাটি (৫০ ধারা) এক্ষণে প্রচলিত হার অপেক্ষা কমহারে খাজানা দেওয়া হইতেছে কিনা মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এতদ্বারা সে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রতিই বস্তিবে; পরন্তু এই নিয়মটি এক্ষণে খাজানার বৃদ্ধির যে মোকদ্দমা দোষগুণ বিচারের পর ডিসমিস হইয়াছে ও যে মোকদ্দমায় খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে এই উভয়ের প্রতি বস্তিবে, ও একবার খাজানার বৃদ্ধি করা গেলে পনের বৎসর গত না হইলে আবার খাজানার বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না। পূর্বে দশ বৎসর গত হইলেই খাজানার বৃদ্ধি করা যাইতে পারিত।

৪০। যে ২ হেতুতে খাজানা কমান্বার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে (৫১ ধারা) তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।—অর্থাৎ

(ক)—যোতের জমী রায়তের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা এরূপ অন্য কোন চূর্ণটনা ঘটয়া স্থাপিতরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং

(খ)—এ স্থানে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যেক মূলেই আদালত যত দূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমান্বার আদেশ করিতে পারিবেন।

৪১। মূল্যের আনান্দিক তালিকা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধীয় সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫২ ধারাটি মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারা হইতে কতক বিষয়ে বিভিন্ন। এতলে কেবল একটি পরি-বর্তনের কথা বলা আবশ্যিক, অর্থাৎ এই নূতন ধারাক্রমে স্থানীয় গণসম্মতি পূর্ব ও বর্তমান উভয় কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট গত বার বৎসর নিরন্তররূপে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিয়া আনিতেছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই তালিকা গুলি সংশোধন করিয়া কোন স্থানের লস্যাতির মূল্য সম্বন্ধে উদাহরণকে বিশ্বাসযোগ্য লিখিত প্রমাণস্বরূপ করিয়া তুলিতে পারিলে, মূল্যবৃদ্ধির হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করণ সময়ে আদালতের কাঁধের বিশিষ্টরূপ সরলতা সাধিত হইবে।

৪২। পশুচারণ ভূমির খাজানা হুক্তি বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৮০ খাতিয়া উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ পশুচারণের নিষিদ্ধে প্রত্যবিশেষকে ভূমি খাজানা করিয়া দেওয়া অতীব বিরল, সুতরাং এই বিষয়ের বিষয় প্রয়োজন নাই।

৪৩। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা শস্যরূপে বা কসল অনুসারে বেখাজানা দিবেন তাহার সীমা নির্দেশকারী মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ খাতিয়া উঠাইয়া দেওয়া গেল; কারণ, এ বিষয়ে স্থানীয় রীতি অতিশয় ভেদে দৃষ্ট হইল। কসল বিভাগ করিবার পূর্বে নানা উপলক্ষ করিয়া উঠা হইতে সচরাচর অনেক অংশ খান দেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ হলে কোন দৃঢ় ও অনড়্য বিধি নির্দেশ করিলে আদালতের আন্তি ঘটনা অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

৪৪। শস্যরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করণ বিষয়ক (৫৩) খাতিয়া যথা প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৩ সালের আইনের ১৮ খাতিয়া অবশ্যম্বে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা বেরূপ পাড়াইয়াছে তাহাতে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজার মধ্যে যে কোন মিলিত কএক জন কর্তৃপক্ষের নিকট খাজানা রূপান্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত যে কর্তৃপক্ষের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আরও যুক্তাযোগে কত খাজানা দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন খাতিয়া অপেক্ষা নূতন খাতিয়া বিবেচনামত কার্য করিবার অধিকতর অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিধান করা গিয়াছে যে এই খাজানা নির্ণয় করণ-কালীন পূর্বোক্ত কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিষিত গড়ে যে মুদ্রাস্রপ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতিও

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

### ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৫। মূল পাণ্ডুলিপির ৮২ খাতিয়া এই বিধান ছিল, এই পাণ্ডুলিপির অতিথিত "সামান্য রায়ত" অর্থাৎ দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত তদীয় ভূম্যধিকারীর সহিত কৃত নিয়মামুসারে সময়ে যে খাজানা ধার্য হয় ১১৯ খাতিয়ার বিধান অর্থাৎ তাহার দেয় অতুল খাজানা মোট উপরন্তের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ আনার অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল মানিয়া সেই খাজানা দিবে। আশ্রয় যে কারণে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা হুক্তি হলে এই প্রকার অতুল খাজানা ধার্য করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছি, এই হলেও সেই কারণে তরুণ প্রস্তাব ত্যাগ করিবার মানস করি। দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা ধার্য করিবার চুক্তি সম্বন্ধে অন্য কোন নিয়ম করা কর্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কথা হইতেছে। আশ্রয়গণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এইরূপ কোন নিয়ম নির্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশোধিত পাণ্ডুলিপিক্রমে ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েই এই বিষয়ে স্বাধীন রহিলেন। কেবলমাত্র (৫৭ খাতিয়া) এই বিধান করা গেল কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে রেজিস্ট্রী করা নিয়মপত্র তির্যক কিম্বা এই অধ্যায়ের বেক একটি খাতিয়ার কথা শীঘ্রই বলা বাইবে তদুপস্থিত প্রকারে না হইলে এই রায়তের খাজানা হুক্তি করা যাইবে না।

৪৬। যেহেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা বাইতে পারে তদ্বিষয়ক ৫৮ খাতিয়া আশ্রয় একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণামুসারে উক্ত রায়তকে প্রথমবার রেজিস্ট্রী করা পাটাক্রমে ভূমির দখল দেওয়া গেলে পাটাক্রমের দিগদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা বাইতে পারিবে। কিন্তু আশ্রয় পরবর্তী (৫৯) খাতিয়া বিধান করিয়াছি যে দিগদ অতীত হইবার অন্তর ছয় মাস থাকিতে রায়তের উপর উঠিয়া বাইবার মোটাস আদী কথা না গেলে পাটাক্রমের দিগদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার মৌকদ্দমা উপস্থিত করা বাইবে না, এবং দিগদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা বাইবে না।

৪৭। আশ্রয় দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদের নিষিত ব্যতিপূরণ দিবার বিধান সম্বন্ধীয় এক-রূপটি উঠাইয়া দিতে স্থির করিয়াছি এবং তৎপরিবর্তে (৬০ খাতিয়া) এই বিধান করিয়াছি যে বর্জিত খাজানা দিতে অসম্মত এইহেতু ধরিয়া দখলীস্বত্বশূন্য কোন রায়তের নামে উচ্ছেদ করণার্থ মৌকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য করিবেন। এই রায়তের পাঁচবৎসর কাল উক্ত খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার ভবিষ্যৎ থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাটাক্রমের দিগদ অতীত হইলে যেহেতু নিষেধ তাহাকে উচ্ছেদ করা বাইতে পারিত ইতিমধ্যে তাহার দখলীস্বত্ব না অজিলে সেই নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা বাইতে পারিবে।

## ৭ম অধ্যায়।

## কোকাঁ রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬৮। কোন মধ্যমীয়াভূমিগিরি রায়ত আপন বোতের অন্তর্গত কোকাঁ বিলি করাতে ভানুকদাররূপে পরিণত হইলে, তাহার কোকাঁ প্রজারা রায়তদের স্বত্ব ও ভূমি ভোগ করিবার অধিকারী হইবে আশ্রয় পূর্বকই (২৬ ও ২৭ দফার) পাণ্ডুলিপি অন্তর্গত এই নুতন বিধানের উল্লেখ করিয়াছি। যে কোকাঁ রায়তেরা এই বিধানের উপকারের অধিকারী নহে, উপস্থিত অধ্যায়ক্রমে তাহাদের ক্রিয়াপরিমাণে রক্ষণোপায় সাধিত হইবে।

৬৯ খারার বিধান এই যে মুজাররুপ খাজানা দিয়া যে কোন কোকাঁ রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূমিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টারী করা পাট্টা বা নিরূপকরূপে কোকাঁ রায়তদের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা ১ পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার।

আর ৬৯ খারার এই বিধান করা গিয়াছে কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তর ছয় মাস থাকিতে নির্দিষ্ট একারে কোন কোকাঁ রায়তের উপর উক্ত বাইবার নোটিশ জারী করা না গেলে পরবর্তী ভূমিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

## ৮ম অধ্যায়।

## খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

৭০। এই অধ্যায়ের প্রথমেই ভানুকদার ও রায়তদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করণবিষয়ক স্বত্ব সম্বন্ধে বিধান আছে। এই বিধানগুলি ভানুকদার সম্বন্ধীয় মূল অধ্যায়ের প্রথম ভাগ হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহার একটির কথা এখানে বলা আবশ্যক। ৬৯ খারার অন্তর্গত (২) উপধারার একটি প্রকরণ সংযোগ করা গিয়াছে। ইহার বিধান এই যদি ত্রিহাসী ভানুক কি অবধারিত হারে ভোগ কর্তব্য প্রজাতন্ত্রী করিতে হইবে বলিয়া পরে কোন আইন প্রণীত হয়, তবে যে সকল প্রজাতন্ত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিষ্টারী করা না হয়, তাহার প্রতি বিশ বৎসর ভোগ ব্যতিত সুবিদিত অনুমানটি বর্ত্তিবে না। আমরা অবগত হইয়াছি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকসভার পূর্বোক্ত ভাবের রেজিষ্টারী করণ অথবা প্রচলিত করণার্থে সীমাই আইনের এক খানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার আভিচার আছে। যদি ঐ পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থা প্রস্তুত পূর্বোক্ত অনুমানের কথাটি অপরিবর্তিত থাকতে ভূমিকারীদের বেকসই হয় বলিয়া তাহারা আবেদন করিয়া থাকেন ঐ আইন ও পূর্বোক্ত প্রকরণক্রমে অন্ততঃ অবধারিত হারে ভোগ কর্তব্য প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে সেই কয়েক উত্তমরূপ আভিচার হইবে। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত হইবার পরেও ঐ অনুমান আর খাতিবে না (পরবর্তী ৭৭ দফা দেখ)।

৭১। কোন ভানুকের অন্তর্গত ভূমির সহিত ভূমি যোজিত হওয়াতে ঐ ভানুকের খাজানার টাকী বোধ করিবার সময়ে লভ্য, ঝুঁকি ও আদায়ের খরচা বলিয়া শত করা ত্রিশ টাকা ধরিত হইবে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৬ খারার উল্লিখিত দৃঢ় ও অলভ্য এই বিধিটি ভূমিভোগের ৬৯ (২) খারা হইতে উঠাইয়া দিয়া আদায় কেবল এই মাত্র বিধান করিলাম যে, ভানুকদার আপন ভানুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্ববান আদায়ত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

৭২। আমরা খাজানার কিস্তি বিষয়ক ( ৬৭ ) খারা হইতে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৮ খারা সংযুক্ত ক্রিয়াপরিমাণে জটিল উপবিধিটি অনাবশ্যক বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছি।

৭৩। আমরা ৬৮ খারার একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে তাহারা পরীক্ষার্থে প্রজাকে পোষ্টাল মনিঅডরক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। আদায়ের বিবেচনার টাকী দিবার এই প্রণালীটি কোন কোন স্থলে সুবিধা জনক বোধ হইতে পারে।

৭৪। আমরা ৭০ ও ৭১ খারার প্রজাকে বের খাজানার কবজ ও হিসাবে যে সকল বিষয় লিখিতে হইবে তাহা দৃঢ় রূপে নির্দেশ না করিয়া তখনোই ২২ দলীলের পাঠানো স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি সুবিধা বোধ হইলে তাহা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৭৫। আমরা ৭০ ( ৪ ) খারার মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত ভূমি ভোগের [ ১০০ ( ৪ ) খারার ] বিধানের দৃঢ়তা লিখিল করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে এই বিধান করা গেল, যে প্রত্যেক কবজ সারতঃ আদেশপ্রসূত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাহা যে তারিখে দেওয়া যায় সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য না হইয়া “বিপরীত দর্শন না গেলে” এইরূপ অনুমান হইবে।

৫৫। খাজানা আদায় করা গেলে তাহা কিয়তীয়া লইবার আর্থসম্পদের বাহাতে কোর্ট কী না লাগে তাহার বিধান করিবার নিমিত্তে কেহও আদালতকে পরামর্শ দিরাছেন। এইরূপ হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শাসনকার্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষদিগের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া আদালতের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে মোক্তার হস্তান্তর করা বাইতে না পারে, বা কী খাজানার নিবন্ধ সেই মোক্তার হস্তে উল্লেখ করিবার বিধান বিষয়ক (৭৮) ধারার একটি উপধারা সংশোধন করিয়া আমরা, বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত খাজানা দিবার নির্দিষ্টকাল বাড়াইয়া দিতে পারিবে, আদালতের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৭। ডাঙলী মোক্তার উৎপন্ন কল বিতরণ বা বাচাই করণার্থে কালেক্টর সাহেবকোম কর্তৃক প্রেরণ করিতে পারিবে, তাহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। আর্থবিশিষ্ট অন্যতর পক্ষের আর্থসম্পদের এবং অন্য যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নভে প্রেরণ করা করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারণ হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে পারিবে। [ ৮১ (২) ধারা ]

৫৮। যে কর্তৃক প্রেরণ করা যার তাহার প্রদত্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব সকল স্থলেই যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিতে পারিবে, তাহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিয়া এই বিধান করিলাম যে পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রী দায় প্রবল করা বাইতে পারিবে। [ ৮২ (৪) ও (৫) ধারা ] মূল পাণ্ডুলিপিক্রমে পক্ষদিগকে প্রথম স্থলেই উপকার লাভার্থে দেওয়ানী আদালতে গাইতে হইত, এক্ষণে যে কার্যপদ্ধতি নির্দিষ্ট হইল তাহা আদালতের বিবেচনার অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৫৯। মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার পরিবর্তে আমরা পাণ্ডুলিখিত ধারাটি সরিবেশ করিয়াছি

৮০ ধারা। (১) উৎপন্ন কল বাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, লব্ধ কল সম্বন্ধে রাখিতে কেবল প্রচার অধিকার থাকিবে।

লব্ধ কল সম্বন্ধে যত দূর যাবত কল।

(২) উৎপন্ন কল বিতরণ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে যাবৎ উহা বিতরণ করা না হয়, তাবৎ লব্ধ কল সম্বন্ধে রাখিতে কেবল প্রচার অধিকার থাকিবে।

(৩) উক্ত স্থলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রচার ক্রম কার্যের নিয়মিতকালে কল কাটিয়া লওয়া করিতে পারিবে, কিন্তু বাহাতে যথাকালে উপযুক্ত বাচাই বা বিতরণ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে কলদের কোন অংশ আদায় করিতে পারিবে না।

(৪) যদি প্রচার কলদের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে আদায় করেন, বাহাতে যথাকালে তাহার বাচাই বা বিতরণ করিবার বাধা হয়, তবে অন্য সংশোধনের সময়ে নিম্নোক্ত সেই প্রকারের ক্ষমতি সেই প্রকারের অন্য সম্ভাব্যে পূর্ণ পরিমাণে বহু বাচাই হয়, কল তত হইয়াছিল বলিয়া জান করা বাইবে।

যেখানে উৎপন্ন বাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, সেখানে কলের সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও প্রচার স্বত্ব ও দায়ের বিষয়ে এই ধারার সংক্ষেপে প্রকৃষ্টরূপে বিধান করা গিয়াছে

মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার দশ বিষয়ক বিধানটি এই স্থলে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯ নং অধ্যায়ের (২০০ ধারা) মধ্যে দশ বিষয়ক সাধারণ যে প্রকরণ সমিবেশ করা গিয়াছে তাহাতেই উক্ত বিষয়ের সম্বন্ধে বিধান দৃষ্ট হইবে।

## ৯ম অধ্যায়।

### ভূম্যধিকারী ও প্রচার বিষয়ক বিবিধ বিধান।

৬০। আমরা একটি নূতন ধারা (৮৮) সরিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, যাবৎ অবশ্যিক্ত খাজানার তিনা অবশ্যিক্ত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিলে, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধ্য হইতে পারিবে না।

৬১। আমরা ৮৯ (৩) ধারার সংশোধন করিয়া নতুন ও তদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে ও

(খ) কোন বিশেষ কার্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ সম্বন্ধে,

কোন বিধান উল্লিখিত হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৬২। উৎকর্ষসাধন দ্বিবার্ষিক বিধানের সহজে নিশ্চিতি হইতে পারিবার নিমিত্ত আয়রা ন্যাশনাল প্রজাক্ট বিয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৮০ ধারা অবলম্বন করিয়া একটি ধারা (১২) প্রণয়ন করি যাহি। এই ধারার বিধান এই যে কোন ভূম্যধিকারী কি প্রজা যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবে, এবং কোন বিষয় প্রমাণ লিপিবদ্ধ করা গেলে পক্ষদের মধ্যে পরে যে কোন আত্মসাৎ কার্য হয় তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে আঁটা হইতে পারিবে। ৩৭ দফার লিখিত বক্তব্য ভূম্যধিকারী কৃত উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করিবার বিধান করিয়াও আয়রা একটি ধারা (১১) প্রণয়ন করিলান।

৬৩। স্থল পাণ্ডুলিপির ১২২ (৪) ধারার বিধান এই ছিল, যদি ইহা দেখান না যায়, যে ভূম্যধিকারী রায়তকে উৎকর্ষসাধন করিতে নিবেদন করিয়াছিলেন, এবং আপন তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারার পরিবর্তে আয়রা একটি উপধারা [১৩ (৪) ধারা] সরিবেশ এরিরা বিধান করিলান যে ১৮৮৩ সালের দ্বিবার্ষিক মাসের ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্বে কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এই ধারা তাহার প্রতি ভূতকাল সম্পর্কে বর্জিত হইতে পারে ইহাতে বাধা হইবে।

৬৪। উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে কতিপূর্ণস্বরণ যে টাকা দেয় হয় তাহা নিরূপণকালে আদালত কর্তৃক বৎসর বিবেচিত হইবে, আয়রা ১৪ ধারার কিয়ৎপরিমাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। সুতরাং যে কথামূলি সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুতর অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনের কল মত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তাহিবেচনার এই উৎকর্ষসাধনের অবস্থার প্রতি এবং “ভূমি কৃষি কার্যোপযোগী করা গেলে, নিম্ন অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যত কাল অবদ্বিত খাজানার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন” সেই কালের প্রতি আদালতের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬৫। ন্যাশনাল প্রজাক্ট বিয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৩৩ ধারা অবলম্বন করিয়া আয়রা প্রজা কর্তৃক ইচ্ছা করণ বিয়ক (১৫) ধারাটি সূচন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছে এবং কোন নোডের এই বিয়ক একটি আনু সংস্থার আঁতে বলিয়া তাহার ভূতীকরণার্থে একটি উপধারা (৫) যোগ করিয়া স্পষ্টরূপে বিধান করিয়াছে যে কোন রায়ত আপন যোড় ইচ্ছা করিলে, ভূম্যধিকারী এই যোডে প্রবেশ করিয়া ইহা কোন প্রজাকে অম্বা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবে।

৬৬। আপাততঃ দেখিলে যোব হয় যে রায়ত আপন যোড পরিভাগ করিয়াছে কিন্তু এই যোড যে পরিভাগ করিয়া গিয়াছে ইহা নির্বিশেষ রূপে ধরিয়া লইতে পারা যায় কি না এবং উহা অন্য কোন প্রজাকে অম্বা করিয়া দেওয়ার যোব কি না ভূম্যধিকারী ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারেন না। এইরূপস্থলে যে ১৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও প্রজা না যেমন দেখা হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাগি ভাগ করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোড আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে ভূমি বৎসরে প্রথম ভাগ করিয়া যায়, ও চাষ করিতে বিবস্ত হয়, সেই ভূমি বৎসর অজীত হইবার পরে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী এই যোডে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজাকে অম্বা করিয়া দিতে পারিবে, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবে। (২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারাদিতে কোন যোডে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিধি-ক্রমে যে প্রকারে আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোড পরিভাগ জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। (৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারাদিতে কোন যোডে প্রবেশ করিলে, এই নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা দশবর্ষীয় সময় রায়ত হইলে, চরমাস অজীত না হওয়া পর্যন্ত এই রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল করিয়া পাইবার নিমিত্ত যোক্তন্য উপায়ে করিতে পারিবে। তাহা হইলে বেসকল ব্যক্তি কতিপূর্ণ হয় তাহাদেব কতি পূর্ণ সময়কে আদালত বেসকল (যদি কোন) লভ্য ন্যায় বোঝ করেন, সেই লভ্য দখল করিয়া পাইবার আদ্য করিতে পারিবে।

অনুবিধা অনুসৃত হয় আয়রা পার্শ্বলিখিত ধারা প্রণয়ন করিয়া তাহা নিরাকৃত করিবার চেষ্টা পাইয়াছে।

৬৭। কোন ভূম্যধিকারী পূজার সময় কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি বাণ করিতে পারিবে না এই বিবরণটি ১৯ ধারার আয়রা নিম্নলিখিত স্থল বর্জিত স্থল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে যোডের পরিমাণ, নিকটী কি উপায়ে হ্রাস বৎসর পরিবর্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা এই পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে চাষের ভূমির পরিমাণ বৎসর পরিবর্তন হইতে পারে এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।



(গ) যে স্থলে ভূমানিধারী উচ্চাপূর্বক হস্তাক্ষরক্ৰমে না হইয়া অন্যপ্রকারে খরিদার হন এবং খরিদক্ৰমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

৬৮। মাপের কতি বিষয়ক ১০১ ধারার আশ্রয় একটি উপধারা সন্নিবেশ করিয়া স্থানীয় গণপন মেটের প্রতি স্থানীয় তদন্ত লইবার পর কোন স্থানে যে বা যে২ মাপও ব্যবহৃত হয় তাহা নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি এবং এরূপে যে নির্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে এই বিধান করিয়াছি। আশ্রয়াদিগের বিবেচনার ইচ্ছাতে মূল পাণ্ডুলিপির ১০৮ ধারার আর প্রয়োজন থাকিতেছে না, অতএব এই ধারাটি আমরা উঠাইয়া দিলাম। ভূমি মাপ করণ বিষয়ক অন্যান্য বিধান স্বত্বের লিপিসম্বন্ধীয় ১০ ম অধ্যায়ের মধ্যে দৃষ্ট হইবে।

৬৯। কোন মহাল কিম্বা ভালুকের সকাধিকারিদের পক্ষে কাষ্য করণার্থ কাষ্যাধ্যক্ষ নিয়োগ বিষয়ক এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পরিচ্ছেদে আমরা একটি ধারা (১০৯) সংযোগ করিয়া হাই কোর্টের প্রতি কাষ্যাধ্যক্ষদের ক্ষমতা ও কর্তব্য কর্ম নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৭০। স্বত্বনিমজ্জন বিষয়ক ধারাটি আমরা ভাগ করিয়াছি। এই ধারাটি থাকিলে দখলীস্বত্ব ভূমিধিকারীর হস্তে রক্ষিত হওয়াতে দলীর প্রাধিকারকে কোণা রায়ের অবস্থায় পতিত হইতে হয়, সুতরাং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রণেতৃগণের স্বার্থ বিশেষ লক্ষ্য স্থল তদ্বিবেচনায় এই ধারাটি আশ্রয়াদিগের ন্যে বিশেষ আপত্তিবোধ। আবার এই ধারাটি রক্ষিত হইলে উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও যে কোন ব্যক্তির এই ধারা ক্রমে সম্প্রদিসংক্রান্ত আইনের অটিলতা ঘটাইবার প্রচুর ও যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে। এই জটিলতার প্রভাবনার সহায়তা হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে ও এই ধারাটির প্রতি গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।

আশ্রয়াদিগের বিবেচনার এই পাণ্ডুলিপির উপস্থিত প্রয়োজন দখলীস্বত্বসম্বন্ধীয় অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত (২৮) ধারার বিধানক্রমেই যথেষ্টরূপে সাধিত হইবে। এই ধারার কথা পুরোহী (১২ দফায়) আমরা বলিয়াছি। মান্যবর জিসি জিউত ফিল্ড সাহেব এই বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আশ্রয়াদিগের এই সংস্কার হইয়াছে যে স্বত্বনিমজ্জনযুক্ত প্রস্তাবটি কিয়ৎপরিমাণে উপস্থিত আইনের ন্যায্য অধিকারের বিধিত।

## ১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও থাকানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

৭১। উপরি উক্ত দুইটি বিষয় লইয়া মূল পাণ্ডুলিপিতে যে দুইটি অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করণ এবং সহজতর বিষয়টির অর্থাৎ স্বত্বের লিপি বিষয়ক কথা প্রথমে দলি আমরা সুবিধা বোধ করিলাম।

৭২। স্বত্বের লিপি না থাকার জন সাধারণের কথনর, বিশেষতঃ কোন মহাল কি ভালুক নীলামক্রমে বলপূর্বক বিক্রয় করা গেলে যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করেন তিনি যে অসুবিধা অনুভব করেন, আশ্রয়াদিগের বোধ হয় যে ১১২ সংখ্যক নূতন ধারাক্রমে তাহা দূরীকৃত হইবে। এই ধারাক্রমে বিশেষ কএকটি নিয়-মাধীমে ভূস্বামী কি ভালুকদারের প্রার্থনানুসারে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

৭৩। ইহা দৃষ্ট হইবে যে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে গুরুতর একটা পরিবর্তন করা গিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপির ১২ম অধ্যায়সমূহ সকল স্থলেই, অর্থাৎ, লিপির মধ্যে যে কথা খরিদে হইবে তাহা লইয়া বিবাদ থাকুক বা না থাকুক, সরাসরী কাষ্যবিধান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সকল-স্থলেই একই কল হইত অর্থাৎ লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গেলই তাহা দৃষ্টিমাত্রই শুদ্ধ বলিয়া অনু-মান করা যাইত, কিন্তু দেওয়ানী আদালতে তাহার গুরুতর প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। পক্ষান্তরে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে স্বত্বের লিপি প্রথমেই প্রকাশিত হইবার বিধান করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিবার অধিকন্তর সুবিধা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গিয়া থাকিলে কি খরিদার প্রস্তাব করা গেলে যদি তাহার প্রতিবাদ করা হয়, তবে রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারীকে দেওয়ানী আদালতের নিরনিত কাষ্যপদ্ধতি অনুসারে এই বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত লইতে হইবে এবং তাহার কৃত নিষ্পত্তি ডিক্রীর মাধ্যমে প্রকাশিত হইবে। বিশেষতঃ জল ওরূপ সকল আপীল সনদির নিষ্পত্তি নিষ্পত্ত হন এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রথমতঃ তাহারই নিষ্পত্তি আপীল হইতে পারিবে ও পরে দ্বিতীয় আপীল সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাধীনে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে। সুতরাং লিপির বর্ণিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হইলে, সকল স্থলেই বিবাদের বিষয়টি যে সকল কথার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহার ন্যায় গণ্য হইবে। লিপি প্রথমে প্রকাশ করণের পর আপত্তি উত্থাপিত করণের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে স্থলে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, লিপির বর্ণিত কথা সেই স্থলে অবিসংবাদিত বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিত মতে যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় তাবৎ শুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে। উক্ত সকল কাষ্য বহু বিভাগে সংঘটিত হইবে বিবেচনা এবং স্বত্বের লিপি যদুপেই প্রকাশিত হইক না বেন স্বার্থযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে তাহার সম্বন্ধে এই লিপির মধ্যে

যে কথা দ্বারা তার তাহার বার্থ্য্য ভাব প্রকাশ করিতে পারিবেন ইহা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিবাব সম্ভাবনা নাই বলিয়া আদর্শ লিপির অন্তর্গত অবিসংবাদিত কথাগুলি যত দূর প্রাথমিক হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তদনুসারে অধিকতর প্রাথমিক বলিয়া নির্দেশ করিতে সাহসী হইলাম না।

৭৭। যে কার্য্যকে “খাজানার বন্দোবস্ত” বলা হইয়াছে তাহাতে স্বতন্ত্র লিপি প্রস্তুত করণ এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা ও ভূমিকদারেরা অবধারিত খাজানায় না হইবা অন্যপ্রকারে ভূমি ভোগ করিলে ভূমিকদারী বা প্রজা উক্তবে সকল খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আর্থ্য্যনা করেন সেই সকল খাজানার বন্দোবস্ত বুঝাইবে।

কোন যোতের খাজানার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে কি না এবং কত যোতে পারিলে কত টাকার তাহা নিরূপণ করিতে হইবে এইগুলি বড় জটিল ভাবের প্রশ্ন এবং দুইটি বিভিন্ন পর্যায়ের মুক্তির উপর ভূমিত। প্রথমতঃ প্রজা সম্বন্ধের অন্তর্ভুক্ত, ভূমির পরিমাণ প্রজাঃ স্বতন্ত্র ও যে নিয়মে তিনি ভূমি ভোগ করেন এইরূপ অনেক বিষয়সমূহ প্রজাবের উপর পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলির নিষ্পত্তি নির্ভর করে। এই প্রশ্নের মধ্যে আইনসমূহ এমন নানা কথা থাকিবার সম্ভাবনা যাহা সর্বোৎকর্ষক ভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইলে পরিশেষে উচ্চতম বিচারালয়ে আপীল হইবার ব্যবস্থা পাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ এই প্রশ্নগুলির অর্থ্য্যনীতি-সমূহ অনেক বিষয়ের সহিত অর্থ্য্যৎ তিন্ন সম্বন্ধে প্রচলিত নহে, ও এবং উৎসর্গসাধনের ফল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সহিত যখনই সম্বন্ধ আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রথম স্থলেই-ইউক আর আপীল ক্রমেই ইউক স্থানীয় তদন্ত না হইলে এবং বিচার্য্য বিষয়ের বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন এই সকল বিষয় লইয়া যথার্থ কার্য্য করা যাইতে পারে না। পূর্বোক্ত দুইটি বিষয় স্বতন্ত্র করিয়া যাহাতে প্রত্যেকটি বিশেষ ব্যক্তি কতক চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার প্রকৃষ্ট বিধান করা যাইতে পারে তাহাই আমাদিগের বিবেচনা স্থল হইয়াছিল। এই প্রশ্নের যে মীমাংসা মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা এই পাণ্ডুলিপির ১৬০ ধারায় দুটো হইবে। স্বতন্ত্র লিপি সংক্রান্ত কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে যে পরিবর্তনের পূর্বের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে এই অনেক বিশেষতঃ বিচারপট্ট ও স্থানীয় কৃষিকার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন নিযুক্ত হইবেন পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত এই বিশেষক্রমে পূর্বোক্ত প্রশ্নের অধিকতর সম্ভাব্যজনক উত্তর পাইবার পক্ষে সহায়তা হইবে বোধ হয়। আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব করি যে, যে খাজানার বন্দোবস্ত করা যাব কি বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা যাব তৎসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী স্বতন্ত্র লিপির অন্তর্গত কোন কথা-সমূহ দ্বিতীয় দিবাদের দ্বারা উক্ত বিবাদে নিষ্পত্তি করিবেন, ও পরে এই সমগ্র বিষয়ের আপীল বিশেষ জজের নিকটে হইতে পারিবে এবং স্বতন্ত্র লিপির অন্তর্গত যে কথা বিবেচনার খাজানার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে তাহা কোট দ্বিতীয় আপীলে সেই কথা উপলক্ষে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা না করিলে এই নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। এইস্থলে তাহা কোট নুতন করিয়া খাজানা নিরূপণ করিয়া দিতে পারিবেন, কিন্তু জার্বদীর লিখিত অন্যান্য খাজানাদুটে তাল্য করিতে হইবে। অর্থ্য্যৎ খাজানা অত্যধিক কি অত্যল্প করিয়া দাওয়া করা হইয়াছে কেবল এই হেতুতেই তাহা কোটে দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবে না কিন্তু আইনসমূহের বিষয়ের সুবিধার ভুল হইয়াছে বলিয়া, যখন বিশেষজ্ঞ কোন যোতের দাওয়া প্রকৃষ্টই বড় জমী আছে তদনুসারে অধিক কি অল্প জমী আছে পরিগণনা এই প্রকার হেতুতে দ্বিতীয় আপীল করা যাবে বলিয়া দ্বিতীয় আপীল নর গেলে ও আপীলকারী কৃষকাদি হইলে, তাহা কোট খাজানার হার পরিবর্তন না করিয়া দ্বিতীয়প্রকারে খাজানা কমাইয়া কি বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৮। আমরা ১১০ ধারায় বিধান করিয়াছি যে পূর্ব ক্রমক্রমে কোন যোতের খাজানার টাকা দাওয়া করিবার নিমিত্ত কোন ভূমিকদারীর প্রার্থনা করিবার কত থাকিলে, যোতের যে খাজানা তাহার প্রার্থনাসমূহে প্রার্থ্য্য হইয়া নির্ণীত হয়, তদনুসারে উৎসর্গসাধন দিয়া যোতের পরিমাণ রক্ষিত হইবে না হইলে, পনের বৎসর জালনব্যে তাল্য রক্ষি করা যাইবে না।

৭৯। প্রকৃত দিতে হইবার বিশেষ ১২১ ধারাটি এক্ষণে স্বতন্ত্র লিপি প্রস্তুত করণ ও খাজানার বন্দোবস্ত করণ এই উভয় বিষয়ের প্রতিই প্রযোজ্য নহে।

৭৭। এই অধ্যায়ের আর একটি বিধানের অর্থ্য্যৎ ১১০ সংখ্যক নুতন ধারাটির বিধানের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। বিধানটি এই। কোন প্রজার যত সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই অধ্যায়সমূহে লিপিবদ্ধ করা গেলে অবধারিত খাজানার বিধানসমূহ ভূমি ভোগ করিলে যে অনুমান করা গিয়া থাকে বলিয়া সকলেই অবগত আছেন তাহা আর খাটিবে না।

## ১১শ অধ্যায়।

হাতির তালিকা বিষয়ক বিধি।

৭৮। এই অধ্যায়ের লিখিত বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে আমরা বঙ্গদেশের সদর্শনমন্ডের অধি-প্রাধিকারের কার্য্য করিয়াছি। যে সকল তদন্তলওয়া হইয়াছে তদ্ব্যবহাতি বোধ হয় যে খাজানার হারের মধ্যে বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে বলিয়া অনেক স্থানেই কোন বৃহৎ দেশখণ্ডে খাটিতে পারে হারের এমন সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী কতক খাজানার সাধারণ

বন্দোবস্ত করণের প্রস্তাব অপেক্ষা উৎকর্ষক বিশেষত্ব স্বাদের নিমিত্ত হাঁড়ের উত্তরণ জালিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এইরূপ বিবেচনা করেন। প্রথমোক্ত স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী স্বয়ং বেতন লইয়া বিবাদ তথায় বাইরা বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ রূতান্ত অনুসরণ করিয়া আদালতের কাধ্য করিতে হইবে সেই জালিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন। আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের স্থল উপস্থিত করা যায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীদের নিরূপিত সাধারণ রূতান্ত জালি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব চুই একটি সামান্য পরিবর্তন করিয়া আদালত এই কাধ্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিরাছি। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার বেরূপ গুরুত্ব ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

### ১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির বীমাংশ করিতে গিয়া আদালত চুইটি বিভিন্ন কাধ্যপদ্ধতির বিধান করিরাছি।—অর্থাৎ—

(ক) ভূস্বামীর গবর্ণমেন্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী কর্তৃক উক্ত ভূমির জরনী ও রেজিস্ট্রী করণ ;

(খ) স্বার্থযুক্ত প্রাধিকারি অথবা প্রজার প্রার্থনামতে তদন্ত লওন।

বহুবিকৃত দেশ সম্বন্ধে এই বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া তথায় প্রথমোক্ত কাধ্যপদ্ধতি অনুসারে কাধ্য হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি খণ্ড লইয়া বিবাদ থাকিলে এই বিবাদস্থলে খাটাবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অধিরোক্তক্রেমে চুই কাধ্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই জমীর ভূমির বর্ণনায় আদালত বঙ্গদেশ ও বেহারদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি নাই। কিন্তু আদালত আদেশ করিরাছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোনও স্থানীয় ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারী প্রাধিকারী নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যে স্থল স্পষ্টতঃই প্রক্ষোভিত জমীর অন্তর্গত নহে সেই স্থলে কাধ্য কণার্থে কদমকটি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইরাছি। যে খারায় এই সকল বিধি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি। ১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সেত, নিজ, নিজযোত বা কানাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আগুন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুরদ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হটবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বা বৎসর চার করিরাছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রমাণাত্মকভাবে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সেত, নিজ, নিজযোত বা কানাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ই জমী জমা দেওয়া হইরাছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু বাৎসরিক দর্শন না যার, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কাধ্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারার যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

### ১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গতবে ২ পরিবর্তনের প্রতি আদালতের নতে মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যিক তাহা এই ২।—

(ক) বাকী থাকানা আদালতের নিমিত্ত মোকদ্দমা করিতে হইলে যে কোর্ট কী দিতে হয় ক্রোকের মত-খাস্তে ও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপি ১৬৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইরাছে।

(খ) উৎপন্নশস্য গোলাকাত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(৭) বাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচার কি জারী করা বা উৎপন্ন শস্য স্থানান্তর করা যাইবে না, কোনও স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। [ ১৪১ (৩) ও (৪) ধারা ]

- (ঘ) যে কসল গোলাজাত করা হাইড্র পাইপ, তাহা কেবল খাতিতে বিক্রয় করা হাইবে না, ১৪৭ ধারার ইহার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে।
- (ঙ) কোন ব্যক্তির সন্দেহ মূল পাণ্ডুলিপির ১৮২ ধারায় অপরোধ করা গেলে, বিশেষ ২ নম্বর এই ব্যক্তির অর্থ মণ্ড হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত এই পাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে।
- (চ) পঞ্চান্নত্রে, উক্ত অপরোধের সহায়তাকারীদের মণ্ড বিধানের নিমিত্ত ১৯ নং অধ্যায়ের প্রথম ধারার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৮৮ ধারার ইহা স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি জব্দ করা গেলে এবং এতলে এই অধ্যায়ের বিধান ন্যায়রূপে না বর্তিলে তিনি যে ব্যক্তির তাহার বিরুদ্ধে আদালতকে চালিত করিয়াছেন তাহানিদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়া উক্ত আদালতের অতিকার করিতে পারিবে।
- (ছ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারারূপে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই অধ্যায়ের কার্য হৃদিত রাখিতে পারিবে; এই ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে।

### ১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যক্রমাদি বিষয়ক বিধি।

১১। মূল পাণ্ডুলিপির ১৯১ অবধি ১৯৭ পর্যন্ত ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কার্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আনয়ন মণ্ড বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির মূল্য নির্দিষ্ট পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা মুক্ত করিয়াছি।

১২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আনয়ন এই অধ্যায়ের প্রথমেই ১৪৯ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়াছি। এই ধারারূপে হাই কোর্ট দ্বারীয় গবর্ণমেন্টের সম্মতি লইয়া ভূমিকারী ও প্রকার মধ্যে মোকদ্দমার দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের কোন অংশ বর্তিবে না কি বিশেষ কোন নিয়মাদীনে বর্তিবে ইহা প্রকাশ করণার্থে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে। নূতন আইন অনুসারে আদালত সমূহে নিরূপণ কার্য চলে এই বিষয়ে ভূমিদানরূপ লাভ হইলে, হাই কোর্টের প্রতি প্রদত্ত উক্ত ক্ষমতানুসারে এরূপ ভাবে কার্য করা যাইতে পারিবে, যাহা উক্ত কার্যপদ্ধতির অধিকার সরলতা সাধিত হইবে, ইহাই আনয়নগণের বিধান।

১৩। আনয়নগণকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্যপদ্ধতি সম্পত্তির ও মূল্যভার করবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আনয়ন মণ্ড উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের বাধা ঘটবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলাই না। বিশেষতঃ আনয়ন সমন আদায়ের কার্য ও এই কার্যের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে উৎকৃষ্ট হইলেও সমনকারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদির বিরুদ্ধে আইনযুক্তি যোগ অনুমান করিতে দিতে অসম্মত।

১৪। পরন্তু খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার ভূমিকারীর যত্বটি ৫ কোন কথা উল্লেখিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আনয়ন ১৬৪ ধারার একটি শুক্ল পরিবর্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রমাণ স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এই খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে দিবে। যত্বটি ৫ যে কথা লইয়া বিবাদী তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক ভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আনয়নের উদ্দেশ্য। অতএব আনয়ন এইবিনয় করিয়াছি যে এরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নোটিশ এই ভূমির ব্যক্তির উপর আরী করাইবেন; এই ভূমির ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে যত্ন মোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

১৫। আনয়ন আরও ১৬৫ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যদি কোন খাজানার মোকদ্দমার প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু যত্ন টাকা পাওনা তাহার সম্মুখে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ যত্ন টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় তত টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবেন।

১৬। আনয়ন ১৭৩ ধারার বিধান করিয়াছি যে বাদী কোন অসম্মতির প্রবেশকারীকে উদ্ভূত করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বিকল্পে এইরূপ অতিকারের দায়িত্ব করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর মূল্যে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণয় উপযুক্ত ও ন্যায় খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়।

১৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানরূপে ভূমিকারী কিম্বা প্রমাণ ইহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রমাণের ভাব ও অনুমত নিরূপণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। ইহার পরিবর্তে আনয়ন ১৭৪ ধারার, পঞ্চদশের মধ্যে যে কেহ প্রমাণপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই

অধিকতর সরল ও সুসঙ্গত কাঠামোগুলী নির্দেশ করিয়াছি। এবং যে আদালতের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় সেই আদালতের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে উচিত বোধ করিলে এই আদালত রাজস্ব কমচারীর প্রতি কোন বিষয়ের স্থানীয় উদক লইবার নিষিদ্ধ আদেশ করিতে পারিবেন।

### ১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্তে সরাসরী নীলামের বিধি।

১৮। আমরা ভূমি অধিকারিণীদের যেরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়াছি তদনুসারে পতনী ভালুকের নীলাম সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলির কোন বস্তুগত পরিবর্তন করি নাই, কেবল আকার লইয়া ও ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করিয়াছি। সংশোধিত বিধানগুলি এখন তফসীল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পাণ্ডুলিপি অন্তর্গত করা গেল। এই বিধানগুলি নইয়াই এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ হইয়াছে।

১৯। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি সত্র ধারা আছে। এই ধারার বিধান এই যে, পতনী ভালুক ভিন্ন কোন ভালুক সরকারী রেজিস্টারে রেজিস্টারী করিবার বিধান আটনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিদিক্রমে যেরূপ পরিবর্তন নির্দেশ করেন সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে এই অধ্যায়ের সকল বিধান উক্ত সকল ভালুক সম্বন্ধে খাটিবে।

### ১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

২০। ভূমি অধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কতদূর পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ করা উচিত ক একটি বিষয় সম্পর্কে এই ওকতর প্রশ্নটির মীমাংসা পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত এই বিষয় সম্বন্ধীয় ধারায় দৃষ্ট হইবে (খাজানা ধার্য্য করণার্থ চুক্তির বিষয়ে পূর্ববর্তী ২৯, ৩০, ও ৪৮ দফা দেখ)। কিন্তু চুক্তিক্রমে আইনের বিধান হইতে মুক্তিলাভ করিবার ক্ষমতা সংশোধিত করণার্থে যে নিয়ম করা আসাদিগের মধ্যে অধিকাংশ বালির সত্তে আবশ্যক, আমরা তাহার অনেক জলিট এই অধ্যায়ের প্রথমে একটি ধারায় সংগ্রহ করা সুবিধাজনক বোধ করিলাম।

যেহ বিষয় চুক্তির সীমার বহির্ভূত করা গেল তাহা নিম্নে দৃষ্ট হইবে।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিধিগত রায়তের স্বত্বলাভ (২৪, ২৫, ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নিষিদ্ধ দখলীস্বত্বের অনুবন্ধ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিধিগত স্বত্বের খাজানা কমাষ্টার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে দখলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূমি অধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নিষিদ্ধ তেতু ব্যতিরেকে দখলীস্বত্বগ্রহণ করারতক ও গোবর্গ রায়তকে উচ্ছেদ করণ-বিষয়ে এত পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৪৮, ৪৯, ১০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) দেহতের ভূমি করিয়া যাওয়ার প্রজার খাজানা কমাষ্টার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) দারতের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উৎকর্ষ কতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯৩ ধারা)।

(জ) ত্রিক্রীড়ারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজার এক প্রকর সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

২১। স্থানীয় পোকতরী পাট্টা দিবার প্রথা সম্বন্ধে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে আমরা এই অধ্যায়ে ১১১ সংখ্যক একটি নতুন ধারা প্রবেশ করিয়া এই বিধান করিয়াছি যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে সেই মহালে ভূমি অধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মাদুসারে কায়েমী মকদরী পাট্টা দিতে ভূমি অধিকারীর বাধ্য হইবে, এই হাউনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

২২। আসাদিগের বাসায়দাদের মধ্যে সর্বাঙ্গুলেই স্বীকার করা গিয়াছে যে ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত যে পাট্টা দেওয়া যায় সেই পাট্টাক্রমে ভোগকৃতভূমি, চর ও দেশাড়া ভূমি ও উঠান্দী ও জল হাবিলী প্রথা কমে গুলীত ভূমি সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আদায়ক। উক্ত সকল প্রকারের ভূমি সম্বন্ধে যেরূপ বিশেষ বিধান করা আসাদিগের নিকট আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল তাহা এই অধ্যায়ের পঞ্চাৎলিখিত তিনটি ধারায় দৃষ্ট হইবে।

২৩। ২১২ ধারার বিধান এই যে, এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণার্থ কোন চুক্তির বাধ্যতা হইবে না।

২৪। ২১৩ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে যে, দেহতের চর বা দেয়াড়া ভূমি ভোগ করে সেই ভূমি ক্রমাগত বারবৎসর ভোগ না করিলে এই ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবে না এবং যাবৎ এই দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহারও ভূমি অধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয় সে সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে। কিন্তু আদালত আসাতর পক্ষে প্রার্থনাসত্তে নির্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন ভূমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আঁর গণ্য হইবে না। জ্ঞান হইলে এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত ভূমী সম্বন্ধে খাটিবে।

২৫। পরিচ্ছেদে ২১৪ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে যে “উঠান্দী” প্রণালী ও “জল হাবিলী” প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালীসমূহ কোন ভূমি ভোগ করা গেলে, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে এই ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

৯৬। প্রদর্শন পূর্বেই বলা হইয়াছে যে স্থলে কোন রাজত্ব রক্ষিতরূপে আশ্রয় যোগ্য হইয়া থাকিলে ভোগ করে সেই স্থানের বিধান বিষয়ক স্থল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায়টি আমরা ভাগ করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডুলিপির মতো তদ্রূপ আশ্রয়দের উল্লেখ না থাকিলে নোংরা দুখিবার ভুল হইতে পারে বলিয়া আমরা ১১৬ সংখ্যক একটি ধারা বাস্তবায়ন করিয়া এইরূপ স্পষ্ট বিধান করা তালি বোধ করিলাম যে পূর্বোক্তরূপ আশ্রয়ের অতীতের দ্বারা নিয়মিত হইবে।

### ১৮শ অধ্যায়।

নিয়মিত বা তালিদি বিষয়ক বিধি।

৯৭। মখলীসত্ব বিশিষ্ট রাজত্ব যে জমী তাহার আশ্রয় যোগ্যের অন্তর্গত গেষ্ট জমীর পুনরায় মখল পাটবার নিয়মিত মোকদ্দমা করিলে ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিয়মিত কাল যুক্তিসঙ্গতমত সম্পন্ন করিয়া ধারা করা উচিত, আরো এরূপ বিবেচনা করি। মধ্য প্রদেশের প্রজাপতিবিশেষ ১৮১ সালের আদলের ৮১ ধারার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা যে তারিখে তদ্রূপ প্রজাপতি উল্লেখ করা যাবে তদবধি দুই বৎসর কাল নিয়মিত বা মখল ধারা পরিচালিত। যে মোকদ্দমা পূর্বেই ভাগাদি হইয়া গিয়াছে, যাহাতে তাহার হেতু পুনরুৎপাদিত হয় এই জন্য একটি উপবিধি সংযোগ করিয়াছি।

### ১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

৯৮। আমরা ভূমাদিকারীর প্রতি আশ্রয় কক্ষাকারক দ্বারা কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান বিষয়ক ২২১ ধারার বিধান নিয়ম পরিমাণে প্রসারিত করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপির নকসিট “ভূমাদিকারী” শব্দের লক্ষণ যত্নে কোন ২ ব্যক্তির এই বিধি আশ্রিত থাকিতে তাহা অগণ্যদান করণার্থে আমরা ২২২ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া স্পষ্ট বিধান করিয়াছি যে এই ১১ তদবধি ব্যক্তি এজন্য ভূমাদিকারী হইলে, তাহার উভয়ে বা সকলে একত্র ইচ্ছা পূর্ণ করিলে কিংবা তাহার সকলে একত্র হইয়া যে কক্ষাকারক নিযুক্ত করেন তাহার দ্বারা করা করাইবেন।

৯৯। আমাদিগের খানদাহান কালে এমন অনেক কথা উদ্ভূত হইয়াছিল যাহার সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতি ২২১ হইল যে আমাদিগের নিকট আশ্রিত কক্ষাকারক প্রদানে যে সংবাদ পাওয়া যায় তদনুসারে অধিকার সংবাদ না থাকিলে আমরা ঐ কথাগুলির যথোপযুক্ত মৌখিক পরিচয় সমর্থ হইব না। ইহার মধ্যে কতকগুলি কথা সম্বন্ধে স্থানীয় দপ্তরমতে ও ছাই কোর্টের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করি।

অর্থান বাস্তব এই ২—

- (১) ভূমাদিকারী ও উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে জল সেচনের নিমিত্ত নীলা কাটাঁইবার, জল বিতরণ করিবার ও ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করণার্থে রাজস্ব কক্ষাকারীর প্রতি ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কিনা, ও বাঞ্ছনীয় হইলে তদ্রূপ বিধান করিতে হইবে।
- (২) খাজানী সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার যাচাতে শাস্ত্রীয় এই অতিপারে বিধি প্রণয়ন করিয়া কিংবা প্রকরণে বেওয়ানী কাসাবিবি আইনের কোন পরিবর্তন করা, বাঞ্ছনীয় কিনা, বিশেষতঃ যে স্থলে অধিক সংখ্যক রায়ত কেহ বাহার অধীন না হইয়া ভূমিভোগ করে সেই স্থলে ভূমাদিকারীর প্রতি একই আবেদনপত্রক্রমে তাহার বিকল্পে বাকী খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কিনা।
- (৩) একতরফা ডিক্রী দেওয়া গেলে, পুনরায় বিচার করার দায়িত্ব করিবার যে স্বত্ব আছে, তাহার সংশোধন করণার্থে অনিষ্ট উৎপাদন না করিয়া কোন বিধান করা যাইতে পারেকিনা। প্রতিবাদীর নিকট যখন পৌঁছে নাই তথাপি কোন বিশিষ্ট হেতুবশতঃ প্রতিবাদী উপস্থিত হইতে পারে নাই কোন বিচারপতি স্বরোধমতে ইচ্ছা করিতে না পারিলে তিনি পুনরায় বিচার ইচ্ছার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন আমরা ইচ্ছা অবগত আছি; কিন্তু আমাদিগের নিকট ইচ্ছা কথিত হইয়াছে যে উপযুক্তমতে সমনস্বরী অধীকার করাষ্ট এক্ষণে গন্ধিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আদালতও প্রতিবাদীকে পূর্বোক্ত আপত্তি সহজেই গ্রাহ্য করেন। বিলম্ব সংঘটন ও আপন প্রাপ্য আদায় করিতে গিয়া ভূমাদিকারীকে অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করাই যে কাবের উদ্দেশ্য, ইহাতে সেই কাবেরই প্রভাব বেওয়া হয়।

প্রতিবাদী ডিক্রীর টাকা আমানত না করিলে একতরফা মোকদ্দমার পুনরায় বিচার হইবে না আমাদিগের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আমাদিগের যে সংবাদ জানা গেল তদনুসারে ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমরা ঐ অতিপ্রায় প্রকাশ করিলাম যে ছাই কোর্টের মানাবর জজ সাহেবদের বিবেচনাও প্রস্তাবটি অস্বীকার হইল।

- (৪) আমাদিগের নিকট প্রায় এরূপ ভাবে আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রস্তাবটি এই— বাকীখাজানার মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর বিকল্পে ডিক্রী হইলে, তিনি ডিক্রীর টাকা আমানত না করিলে ঐ ডিক্রীর বিকল্পে আপন করিতে পাইবেন না। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে জজ সাহেবদের মত জানিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

- (৫) যে সকল স্থানীয় তালুকদার রাজস্ব গবর্ণমেন্টের সহিত সাক্ষাৎসম্মুখে বন্দোবস্ত হইলেনও ঐ তালুকদার অধিকারীরা জমীদারের দ্বারা ঐ রাজস্ব দেন, সেই সকল তালুক সম্বন্ধে সরাসরী লীলার সংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী খাটিতে পারে কি না এই বিষয়ে আদালত স্থানীয় গবর্ণমেন্টের সহিত জামিনতে বাধ্য করি। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে ঐ সকল তালুকদার কখন সরকারী রেজিস্টারে নাই। পতনীয় সম্বন্ধীয় সংশোধিত কার্য্যপ্রণালী উক্ত সকল তালুকদার প্রতি বর্তমান হটক এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।
- (৬) খাজানা মুক্ত তালুকদার অধিকারীদের নিকট পঞ্চকর ও পাবলিক ওর্কসকরের টাকা বাকী পড়িলে ঐ টাকা আদায় করণসম্বন্ধে পূর্বেই কার্য্যপ্রণালী বন্ধ হইবার নিমিত্ত এইরূপ ভাবের একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আদালত স্থানীয় গবর্ণমেন্টের পরামর্শের নিমিত্ত অপর্ণ করিব ছিন্ন করিয়াছি।
- (৭) যে নিষেধনীনে বাস্তবস্থিতি ভোগ করা যার তৎসম্বন্ধে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্য-কতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। (পৃষ্ঠা ৪ নম্বর দেখ)
- (৮) আমরা উঠবন্দী ও হালহাসিলী জমা সম্বন্ধে দেশাচারানুগত নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষভাবে বর্তাইয়াছি। অন্য নামে খ্যাত ভূস্বামী জমা সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কি না এবং চট্টগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে ভূমি ভোগ করা যার তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন দেশাচারাদি রক্ষণ করা আবশ্যিক কি না ইহা জামিনতে ইচ্ছা করি।
- (৯) আর ভূস্বামী ও গৌরা বোতের হস্তান্তরযোগ্য মধ্যস্থত্বের দ্বারা অন্য কোন স্বত্ব অগ্রহে ক্রয় করিবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় ধারার বিধান হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় কি না ইহা জামিনতে ইচ্ছা করি।
- (১০) পরিশেষে গত বারংবার কালের মধ্যে যে সকল মুল্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেই মূল্যের শুদ্ধতা সম্পর্কে উৎকর্ষসাধন করা বাইতে পারে কি না এবং প্রণালীতে ঐ সকল মুল্যের উপর নির্ভর করিয়া খাজানা রক্ষার নিয়ম করিলে কি কল সম্ভাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের পরামর্শ জামিনতে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপির প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আত্মা নিম্নলিখিতরূপে পালিত হইয়াছে।—

ইংরেজী ভাষায়।

গেজেট।	তারিখ।
ইণ্ডিয়া গেজেট ... ..	১৮৮৩ সালের ৩, ১০, ও ১৭ মার্চ।
কলিকাতা গেজেট ... ..	১৮৮৩ সালের ৭, ১৪, ও ২১ মার্চ।

দেশীয় ভাষায়।

প্রদেশ।	ভাষা।	তারিখ।
বঙ্গদেশ ... ..	বাংলা ... ..	১৮৮৩ সাল ২৪ আশ্বিন।
	হিন্দী ... ..	১৮৮৩ সাল ৪ মে।
	উড়িয়া ... ..	১৮৮৩ সাল ১৭ মে।

১০১। পূর্বেই বলিয়াছি একজনকার সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপির পুনর্বার প্রকাশ করা উচিত ইহাই জামাদিগের মত।

এম, সি, বেলী।	টি, ডবলিউ, গিব্বন।*
ফ্রিস টমসন।	আবীর আলী।
সি, পি, ইলবার্ট।	ডবলিউ ডব্লিউ, হট্টর।
জি, এচ, পি, ইবান্স।	এচ, রেনলডস।*
জে ডবলিউ, কুইন্টন।	

কমিটির মন্তব্যের কল এট রিপোর্টে বর্ণনামূলকভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি ইচ্ছাতে স্বাক্ষর করিলাম, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মূল বিষয়ের ও তৎসম্বন্ধে অনেক কথার প্রতি আমার আপত্তি আছে, সুতরাং ভিন্নমতসূচক একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিলাম।

কৃষ্ণদাস পাল।

পাণ্ডুলিপির মূল নিয়ম সমূহের প্রতি আমার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। মান্যবর ঐন আলী কৃষ্ণদাস পাল যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন সেই নিয়মাদীনে ও বিবি অনুসারে এই রিপোর্টে আমি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য ইহাই আমার বিশ্বাস বলিয়া এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিলাম।

ভারতচন্দ্র।

১৮৮৪ সাল ১৪ই মার্চ।

## উকসীল ।

- রাজ্য ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১ নং ডাবিথের ৪৮৪—১১৬ R. নং আকিসের স্মারকলিপি ও তৎসহিতপত্র [ ১ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই জুলাই তারিখের ১৮২৭—৬৪৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ২ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৮ই জুলাই তারিখের ১৮৭৬—৪৬৯ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৩ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে জুলাই তারিখের ১৯২৮—৬৯৪ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৪ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখের ২১৭৯—৭৮৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৫ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখের ৫৮৩ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৬ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের ৬৮৬ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৭ নং কাগজপত্র ] ।
- মানাবর জীহুত টি, এম, গিবন সাহেবের মন্তব্যাবলি [ ৮ নং কাগজপত্র ] ।
- পূর্ব বাঙ্গালার জুমাখিকারীদেব ১৮৮৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের আবেদন ও তৎসহিত মন্তব্যাবলি [ ৯ নং কাগজপত্র ] ।
- দীর্ঘপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরের ১৮৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২১ নং পত্র [ ১০ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৮২২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১১ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের ৯৭২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১২ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১লা অক্টোবর তারিখের ১০২১ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১৩ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখের ১০৮৩ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১৪ নং কাগজপত্র ] ।
- রাজ্য ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ৯৬৪ R. নং আকিসের স্মারকলিপি ও তৎসহিতপত্র [ ১৫ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১১১৭ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১৬ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১১৮০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১৭ নং কাগজপত্র ] ।
- কলিকাতার জীহুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখের পত্র [ ১৮ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের ১২৯২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ১৯ নং কাগজপত্র ] ।
- কলিকাতার জীহুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ৩রা নবেম্বর তারিখের পত্র [ ২০ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের ২০২১—৪৩৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ২১ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের ২৩৮১—৮৬১ পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ২২ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের ২৩৯৫—৮৬৩ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ২৩ নং কাগজপত্র ] ।



- উরিষ্যার জনসাধারণ সভার কমিটির ১৮৮৩ সালের ১লা নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [ ২৪ নং কাগজপত্র ] ।
- উত্তরপাড়ার জীযুত বাবু রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ২৫ নং কাগজপত্র ] ।
- ত্রিছতের ভূম্যধিকারীদের সভার অষ্টমতনিক সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ২৬ নং কাগজপত্র ] ।
- জীযুত বাবু কিশোরী লাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [ ২৭ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গ ও বেহালদেশের ভূম্যধিকারীদের সদর কমিটির ১৮৮৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১৮ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ২৮ নং কাগজপত্র ] ।
- রাজস্ব ও কৃষিসংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০৩৪ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [ ২৯ নং কাগজপত্র ] ।
- মুর্শিদাবাদ জিলার অস্থায়ী সেরপুতের কএকজন অমিদ'র, ডালুন্দার, ও মধ্যবর্তী ভূম্যধিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [ ৩০ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২১৭০—২৫৪ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৩১ নং কাগজপত্র ] ।
- ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২৩ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৩২ নং কাগজপত্র ] ।
- রাজশাহীর ভূম্যধিকারীদের কমিটির সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর তারিখে পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৩৩ নং কাগজপত্র ] ।
- ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অসিষ্টান্ট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [ ৩৩ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮৯—১০০১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৩৫ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের ১৮২—৪৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৩৬ নং কাগজপত্র ] ।
- ডালাদা লীখা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সভার নির্ধারণ'ল' ৩৭ নং কাগজপত্র ।
- ডালাদপুতের ভূম্যধিকারী সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২ জানুয়ারি তারিখের ১০৬ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৩৮ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের ২২৭—৩৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৩৯ নং কাগজপত্র ] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫৪০—২৩১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৪০ নং কাগজপত্র ] ।
- ত্রিছতের ভূম্যধিকারীদের সভার অষ্টমতনিক সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [ ৪১ নং কাগজপত্র ] ।

## ২ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাপত্র বিষয়ক ১৮৮৪ সালের  
আইনের গাণ্ডুলিপি।

## সূচীপত্র।

## ১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

- ১। সংক্ষেপ নাম।  
আরম্ভ।  
ভাদীর ব্যাপ্তি।
- ২। বর্জিত হইবার কথা।
- ৩। অর্থকরণের কথা।

## ২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রাণী বিষয়ক বিধি।

- ৪। প্রজাদের প্রাণী বিষয়ক কথা।
- ৫। তালুকদার ও রায়ত শব্দের অর্থ।

## ৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।  
খাজানা রহিত কথা।

- ৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক  
ভোগ হইয়া আসিতেছে, কোনও স্থলেমাত্র  
ভাঙার খাজানা বর্জিত হইতে পারিবার  
কথা।
- ৭। তালুকের খাজানা বর্জিত নীতির কথা।
- ৮। বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানার বিস্তারিত  
অধিক না হইবার কথা।
- ৯। খাজানা ক্রমশঃ বর্জিত করিবার আজ্ঞা করিতে  
পারিবার কথা।
- ১০। খাজানা একবার বর্জিত হইলে দশ বৎসর পরি-  
বর্জিত হইতে না পারিবার কথা।  
তালুকের অন্যান্য অনুবন্ধের কথা।
- ১১। চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার-  
সিদ্ধি কথা।
- ১২। চিরস্থায়ী তালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে না  
পারিবার কথা।  
পত্তনী তালুকের কথা।
- ১৩। পত্তনীদারের পেটাও বিলি করিবার ক্ষম-  
তার কথা।
- ১৪। পত্তনী তালুকের ভূস্বামিকারির হস্তান্তরক্রমে  
প্রাণীভার স্থানে আসিল চাহিবার স্বত্বের  
কথা।  
রেজিষ্টারী করিবার কথা।
- ১৫। ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী  
করিতে হইবার কথা।
- ১৬। খাজানার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারী-  
ক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজি-  
ষ্টারী করিবার কথা।

ধারা।

- ১৭। খাজানার ডিক্রী জারীক্ৰমে নীলাম দ্বারা  
কিন্ধা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে  
রেজিষ্টারী করিবার কথা।
- ১৮। রেজিষ্টারী না করিবার কালের কথা।
- ১৯। ভূস্বামিকারীকে রেজিষ্টারী করিতে বাধ্য করি-  
বার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার  
কথা।
- ২০। রেজিষ্টারী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূস্বামিকারীর  
প্রার্থনার কথা।
- ২১। ভূস্বামিকারীর রেজিষ্টারী বহীত লেখার নকল  
দিবার কথা।
- ২২। রেজিষ্টারী করণ সম্বন্ধে বিধিপ্রণয়ন করিতে  
পারিবার কথা।

## ৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমিভোগ করে  
তাঁহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ২৩। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অসু-  
বজের কথা।

## ৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।  
সাধারণ।

- ২৪। বর্তমান দখলীস্বত্ব চলিত থাকিবার কথা।
- ২৫। বাসেন্দা রায়তদের দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার  
কথা।
- ২৬। বাসেন্দা রায়ত শব্দের অর্থ।
- ২৭। গ্রাম ও মহাল শব্দের অর্থকরণের কথা।
- ২৮। ভূস্বামিকারী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে ভাঙার  
কালের কথা।
- ২৯। এজমালী মালিক ও ইজারাদারদের সম্বন্ধে বিশেষ  
বিধানের কথা।
- ৩০। খাশার জমী সংরক্ষণের কথা।
- ৩১। দখলীস্বত্বের অনুবন্ধের কথা।  
হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩২। দখলীস্বত্ব ইচ্ছাপূর্বক বিক্রয় করিলে ভূস্বা-  
মিকারির অগ্রাধিকার করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৩। ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূস্বামিকারীর  
অগ্রাধিকার করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৪। উদ্ধার করিবার স্বত্ব বর্জিত করা গেলে ভূস্বা-  
মিকারীর বন্ধকগ্রহীতার স্থান লইবার  
স্বত্বের কথা।
- ৩৫। দখলীস্বত্বদান বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩৬। পূর্ব কএক ধারার কার্যপক্ষে ভূস্বামিকারী  
শব্দের অর্থের কথা।  
কোর্ট বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।
- ৩৭। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়তেরা কোর্ট বিলি  
করে, তাঁহাদের তালুকদারের পরিবর্তিত  
হইবার কথা।
- ৩৮। মরণপাটীর কালের নিয়মের কথা।

খার।

খাজানা রক্ষিত কথা।

- ৩৯। উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথা।
- ৪০। মুদ্র রূপ খাজানা রক্ষিত বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৪১। রেজিষ্টারী করা চুক্তিরূপে খাজানা রক্ষিত করিবার কথা।
- ৪২। পুনরার বিলি করিবার বেলা খাজানা রক্ষিত কথা।
- ৪৩। মোকদ্দমার দ্বারা খাজানা রক্ষিত করিবার কথা।
- ৪৪। প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা রক্ষিত সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৫। মূল্য রক্ষিত হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষিত সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৬। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষিত বিষয়ক বিধি।
- ৪৭। বনোদ্ধারিত উৎপাদিকাশক্তিরূপে হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষিত সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৮। খাজানা রক্ষিত উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথা।
- ৪৯। ক্রমে খাজানা রক্ষিত করিবার আঙ্গা করিতে পারিবার কথা।
- ৫০। ক্রমাগত খাজানা রক্ষিত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।
- খাজানা কমাইবার কথা।
- ৫১। খাজানা কমাইবার কথা।
- মূল্যের অর্ধাৎ দরের তালিকার কথা।
- ৫২। প্রথমতঃ শস্যের মূল্যের তালিকার কথা।
- খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।
- ৫৩। শস্যরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।
- বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।
- ৫৪। বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

## ৩৪ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৫৫। এই অধ্যায় খাটিবার কথা।
- ৫৬। দখলীস্বত্বশূন্য রাইতের প্রথমস্থলীর খাজানার কথা।
- ৫৭। খাজানা রক্ষিত নিয়মের কথা।
- ৫৮। যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইতকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।
- ৫৯। পাট্টার নিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬০। খাজানা রক্ষিত দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬১। “দখল দেওয়া” শব্দের অর্থ।

## ৭ম অধ্যায়।

কোর্কী রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৬২। কোর্কী রাইতদের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।
- ৬৩। কোর্কী রাইতদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

খার।

## ৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

- ৬৪। খাজানা অবদারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।
- ৬৫। খাজানার পরিমাণ ও ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা।
- পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- ৬৬। পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- খাজানা দিবার কথা।
- ৬৭। খাজানার কিস্তির কথা।
- ৬৮। খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।
- ৬৯। টাকা যেভাবে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।
- কবজ ও হিসাবের কথা।
- ৭০। ভূম্যধিকারীকে টাকা দিলে প্রজার কবজ পাইবার সম্বন্ধের কথা।
- ৭১। বৎসরের শেষে প্রজার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি বা হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারের কথা।
- ৭২। কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অনুলিপি না রাখিলে দণ্ডের কথা।
- খাজানা আদায়ক করিবার কথা।
- ৭৩। রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আদায় করিবার দরখাস্তের কথা।
- ৭৪। যে খাজানা আদায় করা যায় রাজকীয় কর্মচারী তাহার রসীদ দিলে ঐ রসীদ দিচ্চ নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথা।
- ৭৫। আদায় পাইবার নোটিসের কথা।
- ৭৬। আদায়ী টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।
- বাকী খাজানার কথা।
- ৭৭। খাজানা হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রথম দায় হইবার কথা।
- ৭৮। যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।
- ৭৯। বাকী খাজানার ক্ষমতার কথা।
- ৮০। বৃত্তিসিদ্ধ কারণ বিলা খাজানা না দেওয়া গেলে কিম্বা অন্যরূপে প্রতিবাদির নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে হালিপুরণের আঙ্গা করিবার ক্ষমতার কথা।
- কদলী বা ভাউলী খাজানার কথা।
- ৮১। কদল বাচাই বা বিভাগ করিবার নিষিদ্ধ আঙ্গার কথা।
- ৮২। কর্মচারী নিযুক্ত করা গেলে কার্যখণ্ডানীর কথা।
- ৮৩। শস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

ধারা।

ভূম্যধিকারীর পরিবর্তন হইলে খাজানার  
দায়ের কথা।

- ৮৪। হস্তান্তরের নোটিস না পাঠিয়া পূর্ক ভূম্যধিকা-  
রীকে যে খাজানা দেওয়া যায় তজ্জন্য  
ভূম্যধিকারির স্বার্থগ্রহীতার নিকটে প্রচার  
দায়ী না হইবার কথা।  
আইনবিরুদ্ধ কর প্রত্যাখ্যান করা।
- ৮৫। আবণ্ডাব প্রত্যাখ্যান আইনবিরুদ্ধ হইবার  
কথা।
- ৮৬। দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রচার স্থানে  
ভূম্যধিকারী অন্যান্য করিয়া লইলে দণ্ডের  
কথা।

### ৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

- ৮৭। “উৎকর্ষসাধন” শব্দের অর্থ।
- ৮৮। অবধারিত করে ভূমি ভোগ করা গেলে উৎ-  
কর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।
- ৮৯। দখলীস্বত্বশিষ্ট খোঁত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন  
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯০। দখলীস্বত্বশূন্য খোঁত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন  
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯১। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করি-  
বার কথা।
- ৯২। উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করি-  
বার প্রার্থনার কথা।
- ৯৩। রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ  
দিতে হইবার কথা।
- ৯৪। যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়  
করিতে হইবে, তাহার কথা।  
ইন্তকা ও পরিভাগ করিবার কথা।
- ৯৫। ইন্তকা করিবার কথা।
- ৯৬। পরিভাগের কথা।  
খোঁতের অংশ করিবার কথা।
- ৯৭। খোঁতের অংশ হস্তান্তরযোগ্য না হইবার  
কথা।  
উচ্ছেদের কথা।
- ৯৮। ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না  
হইবার কথা।  
ভূমি মাপ করিবার কথা।
- ৯৯। ভূম্যধিকারির ভূমি মাপিবার স্বত্বের কথা।
- ১০০। প্রজা উপস্থিত হইয়া নীমা দেখাইয়া দিবে,  
আদালতের একজন আজ্ঞা করিতে পারি-  
বার কথা।
- ১০১। মাপের কড়ির কথা।  
কার্য্যাধ্যক্ষদের কথা।
- ১০২। কেন সম্ব্যধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যা-  
ধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ দর্শা-  
ইবার নিমিত্ত তাহাদের উপর আদেশ  
করিতে পারিবার কথা।
- ১০৩। কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ  
নিযুক্ত করণার্থ তাহাদিগকে আজ্ঞা দিতে  
পারিবার কথা।
- ১০৪। আজ্ঞা পালিত না হইলে কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত  
করিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

- ১০৫। পূর্ক দারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলে  
কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত  
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৬। কোর্ট অব ওয়ার্ডস নিয়মক ১৮৭৯ সালের আইন  
কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে  
খাটিবার কথা।
- ১০৭। কার্য্যাধ্যক্ষের প্রতি যে ২ বিধান বর্ত্তিবে  
তাহার কথা।
- ১০৮। সম্ব্যধিকারিগণকে কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার প্রত্যর্পণ  
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৯। বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

### ১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।  
স্বত্বের লিপির কথা।

- ১১০। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে  
পারিবার কথা।
- ১১১। যে ২ বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে  
তাহার কথা।
- ১১২। ভূম্যমির বা তালুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব  
কর্মচারীর বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে  
পারিবার কথা।
- ১১৩। লিপি প্রকাশ করিবার কথা।
- ১১৪। লিপির লেখাসম্বন্ধে বিবাদ হইলে কার্য্যা-  
প্রণালীর কথা।
- ১১৫। রাজস্ব কর্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপী-  
লের কথা।
- ১১৬। এই লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ না থাকে  
তাঁহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য  
হইবার কথা।  
খাজানা ধার্য্য হইবার বিধি।
- ১১৭। খাজানা ধার্য্য করণার্থ রাজস্ব কর্মচারীদের প্রতি  
আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ১১৮। খাজানা ধার্য্য করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।
- ১১৯। যে সময়ে খাজানার পরিবর্তন কলবৎ হইবে  
তাহার কথা।
- ১২০। ধার্য্যকরা খাজানা যত কাল অপরিবর্তিত থাকি-  
বে তাহার কথা।  
অতিরিক্ত বিধানের কথা।
- ১২১। এই অধ্যায়মত কার্য্যাধুতানে যে খরচ পড়ে  
তাহার কথা।
- ১২২। লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে অবধারিত  
খাজানাসম্বন্ধী অসুমান না খাটিবার কথা।

### ১১ম অধ্যায়।

তারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

- ১২৩। তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারি-  
বার কথা।
- ১২৪। তালিকায় যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।
- ১২৫। যে বিধি অসুসারে খাজানার হার ধার্য্য করিতে  
হইবে তাহার কথা।
- ১২৬। তালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।
- ১২৭। রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে  
পারিবার কথা।

খার।

- ১২৮। তালিকা উদ্ধৃতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষদের নিকট পাঠাইবার কথা।  
 ১২৯। তাহা হইলে রেভিনিউ বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।  
 ১৩০। চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তালিকা প্রকাশ করিবার কথা।  
 ১৩১। তালিকা যত কাল অবলম্বিত হইবে তাহার কথা।  
 ১৩২। তালিকা সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইবার কথা।  
 ১৩৩। তালিকা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা যেভাবে দিতে হইবে তাহার কথা।  
 ১৩৪। যেখানে তালিকা অবলম্বিত সেখানে খাজানার দ্বিগুণ মোকদ্দমার কথা।

### ১২শ অধ্যায়

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

- ১৩৫। ভূস্বামীর নিজ জমী অরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।  
 ১৩৬। ভূস্বামীর বা প্রচার প্রার্থনামতে নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্মচারীর ক্ষমতার কথা।  
 ১৩৭। নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্যপ্রণালীর কথা।  
 ১৩৮। ভূস্বামীর নিজ জমী লিখ্য করিবার বিধি।

### ১৩শ অধ্যায়

ক্রোক করিবার বিধি।

- ১৩৯। যে স্থলে ক্রোকের দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।  
 ১৪০। যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।  
 ১৪১। দরখাস্ত পাঠিলে কার্যপ্রণালীর কথা।  
 ১৪২। ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কথা।  
 ১৪৩। দাবীপত্র ও হিসাব জারী করিবার কথা।  
 ১৪৪। শস্যাদি কর্তন প্রভৃতি করিবার স্বত্বের কথা।  
 ১৪৫। দাবী শোধ করা না গেলে নীলামের ঘোষণা-পর প্রচার করিবার কথা।  
 ১৪৬। নীলাম হইবার স্থানের কথা।  
 ১৪৭। ক্ষেত্রস্থল্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।  
 ১৪৮। যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কথা।  
 ১৪৯। বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।  
 ১৫০। ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।  
 ১৫১। ক্রেতাকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।  
 ১৫২। নীলামের উৎপত্তিকাল যেভাবে প্রসঙ্গ করিতে হইবে তাহার কথা।  
 ১৫৩। কোনও কর্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।  
 ১৫৪। নীলামের পূর্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।  
 ১৫৫। পেটাও প্রজা আপন পাটানাতার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

খার।

- ১৫৬। উদ্ধৃতন ও অধস্তন সুবাদিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিরোধের কথা।  
 ১৫৭। যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।  
 ১৫৮। অন্যায় ক্রোকের নিবৃত্তি কতিপূরণের নোংরা-বার কথা।

### ১৪শ অধ্যায়

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

- ১৫৯। সুবাদিকারী ও প্রচার নোংরাবার বর্জ্য হইলে দেওয়ানী নোংরাবার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।  
 ১৬০। আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্যে বিচারার্থ-পত্রের কথা।  
 ১৬১। দায়ের বা মোকদ্দমার স্বীকৃত মোকদ্দমার হইবার কথা।  
 ১৬২। নোংরাবার বিশেষ রেজিস্ট্রারের কথা।  
 ১৬৩। খাজানার নোংরাবার কার্যপ্রণালীর কথা।  
 ১৬৪। তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যে টাকা দেয়া আছে স্বীকার করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।  
 ১৬৫। সুবাদিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।  
 ১৬৬। কিস্তিক্রমে টাকা দিবার বিধানের কথা।  
 ১৬৭। আদালতের রসীদ দিবার কথা।  
 ১৬৮। খাজানার নোংরাবার আদালতের কথা।  
 ১৬৯। খাজানার দ্বিগুণ ভিত্তি যে তারিখ অবধি চল-বৎ হইবে তাহার কথা।  
 ১৭০। সম্পত্তিদণ্ড হইবার প্রতিকারের কথা।  
 ১৭১। যে রায়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায়, অন্য ও বপনার্থে প্রস্তুত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের কথা।  
 ১৭২। উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্যে পরস্পরের দায়ের সম্পত্তি হইবার কথা।  
 ১৭৩। উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের ন্যায় খাজানা দাখিল করিতে পারিবার কথা।  
 ১৭৪। প্রজাস্বত্বের অনুবাদ নিরূপণ করিবার প্রাধিকার কথা।

### ১৫শ অধ্যায়

দাবী খাজানার নিমিত্তে ভিত্তিমত বিক্রয়ের বিধি।

- ১৭৫। দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতার কথা।  
 ১৭৬। সংরক্ষিত স্বার্থের কথা।  
 ১৭৭। “দায়” ও “রেজিস্ট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” শব্দের অর্থ।  
 ১৭৮। মোকদ্দমার নীলাম হইবার প্রার্থনাপত্রের কথা।  
 ১৭৯। নীলাম হইবার বিজ্ঞাপনসূচক ঘোষণাপত্রের কথা।  
 ১৮০। রেজিস্ট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বন্ধিত ভাণ্ডার বিক্রয়ের ও তাহার কালের কথা।  
 ১৮১। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ভাণ্ডার বিক্রয় করিবার ও তাহার কালের কথা।

ধারা।

- ১৮২। অবধারিত হারের বোতের প্রতি পূর্ব কএক ধারার বিধান বর্জিত কথ্য।
- ১৮৩। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার কলং কথ্য।
- ১৮৪। পূর্ব কএক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য-প্রণালীর কথ্য।
- ১৮৫। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত পূর্ব কএক ধারামতে তালুক বিক্রয়গণ্য কর এতদুপায়ে দায়ের ক্ষমতার কথ্য।
- ১৮৬। বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে হইবে অভিযুক্ত বিধির কথ্য।
- ১৮৭। খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই যোত জোক হইতে মুক্ত হইবার কথ্য।
- ১৮৮। নীলাম দিবারপার্থ আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোনও স্থলে উক্ত বোতের বন্ধনী ধন হইবার কথ্য।
- ১৮৯। অধিক্ত অংশ আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথ্য।
- ১৯০। নীলামে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীমত খাওকের ন্যে পারিবার কথ্য।
- ১৯১। দেওয়ানী মোকদ্দমার কাছা প্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারার কার্য না হইবার কথ্য।
- ১৯২। দায়স্থতিকারী কোনও সিদর্শনপত্র রেজি-স্ট্রী করিবার কথ্য।
- ১৯৩। জুয়াধিকারীকে দায়ের নোটিস দিবার কথ্য।

### ১৬শ অধ্যায়।

- বাকী খাজানার মিস্তি সরাসরী নীলামের বিধি।
- পত্তনী তালুক নীলামের কথ্য।
- ১৯৪। জুয়াধীর সরাসরী নীলাম দ্বারা পত্তনীদারের দ্বায়ে বাকী খাজানা আদায়ের কথ্য।
- ১৯৫। বৎসরের প্রারম্ভে নীলামের দরখাস্ত করিবার কথ্য।
- ১৯৬। নোটিস জারী করিবার কথ্য।
- ১৯৭। বৎসরের মাঝখানে নীলামের দরখাস্তের কথ্য।
- ১৯৮। তালুকদার তলবসম্বন্ধে আপত্তি করিলে কার্যপ্রণালীর কথ্য।
- ১৯৯। বাকী টাকা আদায়ও করা না গেলে তালুক নীলাম হইবার কথ্য।
- ২০০। নীলাম হইলে যেই নিয়ম মানিতে হইবে তাহার কথ্য।
- ২০১। নীলামের কার্য যেরূপে চালাইতে হইবে, তাহার কথ্য।
- ২০২। প্রতিদায়ের ব্যয়ের কথ্য।
- ২০৩। প্রতিদায়কে দখল দিবার কথ্য।
- ২০৪। নীলাম বন্ধ করিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আদায়ও করা টাকা আদায় করিবার কথ্য।
- ২০৫। নীলাম অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার কথ্য।
- ২০৬। নীলাম হওয়ার্তে যে ব্যক্তির স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে পারে তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথ্য।

ধারা।

- ২০৭। নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে হইবে তাহার কথ্য।
- ২০৮। রবিবার ও একত্র দিন বিষয়ক বিধানের কথ্য।
- অমান্য তালুক নীলামের কথ্য।
- ২০৯। অমান্য রেজিস্ট্রীকরী তালুক সম্বন্ধে এই অধ্যায় পরিবর্তিত হইয়া থাকিবার কথ্য।

### ১৭শ অধ্যায়।

- চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।
- ২১০। চুক্তির বিকল্পে যেই বিধান কলং হইবে তাহার কথ্য।
- ২১১। কারেনী মকররী পাঠের কথ্য।
- ২১২। কৃষিকার্যোপযোগী কলংের চুক্তির কথ্য।
- ২১৩। চর ও দেশাড়া জমীর কথ্য।
- ২১৪। উঠবন্দী ও চালহাণিলী প্রণালীর কথ্য।
- ২১৫। চাকরান তালুক সম্বন্ধে না থাকিবার কথ্য।
- ২১৬। বাস্তব চুক্তির কথ্য।
- ২১৭। দেশাচার সংরক্ষণের কথ্য।

### ১৮শ অধ্যায়।

- মিস্তি ও তালানি বিষয়ক বিধি।
- ২১৮। ৪ তকসীলমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্তের মিস্তিদের কথ্য।
- ২১৯। তারতবর্ষীয় মিস্তি বিষয়ক আইনের কিং-মেন এ মোকদ্দমা প্রকৃতিতে না থাকিবার কথ্য।

### ১৯শ অধ্যায়।

#### অতিরিক্ত বিধি।

- দণ্ডের কথ্য।
- ২২০। কলং বে-আইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথ্য।
- জুয়াধিকারীদের কর্মকারক ও অভিনিধিদের কথ্য।
- ২২১। জুয়াধিকারীর কর্মকারকদ্বারা কার্য করিবার কথ্য।
- ২২২। এজমা-ী জুয়াধিকারীদের একত্রে বা সাধারণ কর্মকারকের দ্বারা কার্য করিবার কথ্য।
- মালম কর্মচারীদের ক্ষমতার কথ্য।
- ২২৩। কর্মচারীদের কাছা প্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথ্য।
- ২২৪। বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্যপ্র-ণালীর কথ্য।
- কেই জিলার কিয়ৎকালীন বন্দোবস্ত থাকে তৎসম্বন্ধীয় বিধানের কথ্য।
- ২২৫। যে জিলার চরদারী বন্দোবস্ত হয় নাই, সেই জিলার যে ছুটি জোগ হয় তৎসম্বন্ধে না থাকিবার কথ্য।
- ২২৬। রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত হইলে খাজানা পরিবর্তন করিতে পারিবার কথ্য।
- হাসকর প্রকৃতি ব্যয়ের কথ্য।
- ২২৭। হাসকর ও বসকর প্রকৃতি ব্যয়ের কথ্য।
- বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথ্য।
- ২২৮। বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথ্য।

### তকসীল।

- প্রথম।—যেই আইন রহিত হইল।
- দ্বিতীয়।—১৮১৯ সালের ৮ আইনের হেতুবাদ হইতে উদ্ধৃত।
- তৃতীয়।—কলং ও হিসাবের পাঠ।
- চতুর্থ।—মিস্তি।

বঙ্গদেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি ।

বঙ্গদেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করা বিধিত; অতএব নিম্নলিখিত বিষয়ান করা যাইতেছে ।—

### ১ম অধ্যায়।

#### উপক্রমিকা ।

১ ধারা । (১) এট আইন “বঙ্গদেশের প্রজাসংক্রান্ত বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে ;

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবিত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয়

গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদর্থে যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে । অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে ।

(৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড ছাড়া এবং স্থানীয় ব্যাপ্তি ।

তৎকালে লেখা প্রদেশে বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তফসীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দিষ্ট তফসীলে লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীনে থাকিলে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্তিবে; এবং স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবিত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বর্তাইতে পারিবে ।

২ ধারা । (১) যে যে দেশে এই আইন তাপন বলে বর্তে, সেই সেই দেশে রহিত হইবার কথা । ইহার প্রথম তফসীলের নির্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল ।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে বর্তান যায়, তৎকালে এ সকল আইনের মধ্যে যে যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিয়দংশ মাত্র বর্তান গেলে, তদ্বোধে যে যে আইন এই অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে ।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত করা যায়, কোন আইনে বা দলীলে সেই আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা এই আইনের বা তদ্বিষয়ক এই আইনের অংশবিশেষের উল্লেখ জান করিয়া অর্থ করিতে হইবে ।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব প্রভৃতি পুনর্জীবিত হইবে না ।

৩ ধারা । বিষয় বিবেচনার অর্থধারণের কথা । বা পুঙ্খানুপুঙ্খ কথায় ভাবান্তর বোধ না করিলে এই আইনে,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মালিকানাধীন ভূমি ও লাংঘোজ ভূমি যে যে সাধারণ জমির প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই সেই রেজিস্ট্রারের কোন রেজিস্ট্রারে একই অফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, “বহাল” শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে ।

কিন্তু ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (১) প্রকরণের (গ) দফাতে কোন শাসন রেজিস্ট্রারী করা গেলে, তাহা এই লক্ষণের সম্মানার্থেই মতঃ বলিয়া গণ্য হইবে না ।

(২) “ভূম্যধিকারী বা জমিদার” শব্দে কোন মহালের মালিকস্বরূপ এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার নিকট ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দারী দিয়া বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দারী থাকিত, “প্রজা” শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির অধিষ্ঠিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, “ভূম্যধিকারী” শব্দে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা দখল নিমিত্ত আপন সুব্যবহারীতে মুদ্রা বা শস্য যোগে প্রজার বাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, “খাজানা” শব্দে তাহা বুঝাইবে ।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে “দেওয়া” “দিতে,” ও “দেওন” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, “অর্পণ করা,” “অর্পণ করিতে,” ও “অর্পণ করণ” ইত্যাদি বুঝাইবে ।

(৭) এক পাট্টাক্রমে বা এক প্রহাসন্যয়ের অধীনে কোন ভূম্যধিকারীর কোন প্রজা যে বা যেহ ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, “গোড” শব্দে তাহা বুঝাইবে ।

(৮) “বৃষি বৎসর” বলিতে দেখানে বাজালা সন চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফলগী বা জালী সন চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং দেখানে ক্রাবাকগাঁও অন্য কোন সন চলিত থাকে, সেখানে সেই সন বুঝাইবে ।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাজালা বেহার ও উড়িষ্যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” বলিতে তাহা বুঝাইবে ।

(১০) “কর্তৃত্ব” শব্দে ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ভিক্রী-ক্রীক্রে বিক্রয় ও বন্ধক ও দানও বুঝাইবে ।

(১১) “উত্তরাধিকার” শব্দে অকৃতচরমপত্র ও চরমপত্রাবারী অর্থাৎ উইল বিনা ও উইলমত উত্তর প্রকার উত্তরাধিকারই বুঝাইবে ।

(১২) কোন ব্যক্তি আপনাদি নাম লিখিতে না পারিতে চেরামহীকরিলে, “স্বাক্ষরিত” শব্দে “চেরামহী করা” বুঝাইবে । এই শব্দে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যক্তির নামের “মোহরান্বিত” ও বুঝাইবে ।

(১৩) “নির্দিষ্ট” শব্দে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট বুঝাইবে ।

(১৪) “কালেক্টর” শব্দে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এট আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারক বুঝাইবে ।

(১১) এট আইনের কোন বিধান “রাজস্ব কর্মচারী” শব্দ থাকিলে, স্থানীয় নবনির্মিত উক্ত বিধানমত রাজস্ব কর্মচারীর ক্ষমতাসূচীকে কার্য করিবার নিমিত্ত বেকর্মচারীকে নিযুক্ত করেন উক্ত শব্দে সেই কর্মচারী বুঝাইবে।

(১২) “পতনী তালুক” শব্দে এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের বর্ণিত প্রকারের তালুক বুঝায়, এবং সেত তফসীলের উল্লিখিত দরপতনী ও অন্যান্য তফসীল তালুক ও তালুকদার।

## ২য় অধ্যায়।

প্রজাদের জৈনী বিষয়ক বিধি।

প্রজাদের জৈনী বিষ- ৪ ধারা। এট আইনের  
য়ক কথা। কার্যপক্ষে নিম্নলিখিত কএক  
জৈনীর প্রজা থাকিলে, যথা,—

(১) তালুকদার, পেটাও তালুকদারেরা ইহার অন্তর্গত;

(২) রায়ত; এবং

(৩) কোফ রায়ত, অর্থাৎ, যে প্রজারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষরূপে রায়তের অধীনে জমি ভোগ করে;  
আর নিম্নলিখিত কএক জৈনীর রায়ত, যথা,—

(ক) যে রায়তেরা অবধারিত হারে জমি ভোগ করে,—যাহারা অবধারিত খাজনার কথা অবধারিত খাজনার হারে জমি ভোগ করে, এই কথার তাৎপর্য্যকে বুঝাইবে;

(খ) দখলীস্বত্বনিষ্ঠ রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়ত-দের ভোগকৃত ভূমিতে দখলীস্বত্ব আছে; এবং

(গ) দখলীস্বত্বসূচী রায়ত, অর্থাৎ যে রায়তদের প্রকৃপ দখলী স্বত্ব নাই।

৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার তালুকদার ও রায়ত কোন তালুকদারের হাশে  
শব্দে অর্থ। প্রাপ্ত হইয়াছেন, “তালুক-দার” বলিতে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যাহারা প্রকৃপ স্বত্ব পাঠিয়াছেন, তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদের ও যাহারা ৩৭ ধারামতে তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবেন সেই ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের, বা বেতনভোগী চাকরদ্বারা কিম্বা অংশী-দের সাহায্যে জমির চাষ করিবার নিমিত্ত জমি গ্রহণ করি-রাইছেন, “রায়ত” শব্দে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যে ব্যক্তির প্রকৃপে জমি গ্রহণ করেন তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদের ও ৩৭ ধারার নিয়ম-বিনে এই শব্দে বাচ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন জমীর বা তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে জমি ভোগ না করিলে, তাহাকে রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(৪) কোন প্রজা তালুকদার কি রায়ত, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দেশাচারের প্রতি;

(খ) যে রায়তেরা আপনাদের বোতের অর্ধেকের অধিক কোর্কী বিলি করে, তাহাদের সম্বন্ধীয় ৩৭ ধারার বিধানের প্রতি; এবং

(গ) প্রথম প্রাপ্তির সময়ে প্রজাস্বত্বের তাঁদের প্রতি, অর্থাৎ, যে স্বত্ব প্রাপ্তি আদায় করিবার বা জমি চাষ করিবার স্বত্ব ছিল, ইহার প্রতি।

(৫) কোন মোতের পরিমাণ ৩০০ বিঘার অধিক হইলে, এবং উহার সমস্ত বা নিরন্তর পেটাও বিলি করা গেলে, মোতের পরিমাণ ৩০০ বিঘার, তাহাৎ প্রজা তালুকদার দ্বারা জগ্গমান হইবে।

## ৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের স্বত্বীয় বিধি।

খাজানা রক্ষার কথা।

৬ ধারা। (১) চিত্তাহারী  
চিত্তাহারী বন্দোবস্তের সময়সিদ্ধি যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে, কোন বন্দোবস্তে তালুক খাজানা স্বত্ব হইতে পারিবার কথা।  
বন্দোবস্তের সময়সিদ্ধি যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে, নিম্নলিখিতরূপ প্রমাণ ব্যা-ত-রেকে তাহার খাজানা রক্ষি করা যাইতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) যে তালুকদারের অধীনে এই তালুক ভোগ করা যায়, তিনি দেশাচারক্রমে, কিম্বা যে যে নিয়মের অধীনে এই তালুক ভোগ কর তদনুসারে, তাহার খাজানা রক্ষি করিতে সম্মত হন, অথবা

(খ) এই তালুকদার আপনাদের খাজানা কমাইয়া লইয়া দাবীকৃত নজি খাজানা দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং জমি হইতে এই খাজানা তোলা যাইতে পারে।

(২) শিকস্তী চতুর্থাৎ কিম্বা রাজকীয় কার্ণার নিমিত্ত বা দেশানিদের নিমিত্ত জমি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনের বিধান-মতে জমি গহীত হইয়াছে কোন তালুকদারের খাজানা কমাইয়া দেওয়া গেলে, এই কমান এই ধারার নন্দীসূচী কমান বলিয়া গণ্য হইবে না।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন তালুকদারের  
তালুকদারের খাজানা রক্ষি করা যাইতে  
পারে, সেই স্থলে উভয় পক্ষের  
সীমার কথা।  
যদি কোন চুক্তি থাকিলে  
তাৎপর্য্যে এই খাজানা নিমিত্ত তালুকদারেরা  
ভোগ করেন, তাঁহারা দেশাচারানুসারে যে হারে খাজানা  
দেন সেত হার পূর্ণরূপে রক্ষি করা যাইতে পারিবে।

(২) যেখানে তালুকদার দেশাচারানুসারে হার লাঠি, সেই  
স্থলে উক্তরূপ চুক্তি যামরা আদালত বা তা উপযুক্ত ও  
মাধ্য জ্ঞান করেন, সেই সীমা পূর্ণরূপে খাজানা রক্ষি করা  
যাইতে পারিবে।

(৩) যখন উপযুক্ত ও মাধ্য হয়, ইহা নির্ণয় করি-  
বার সময়ে আদালত তালুকদারের মোট যত খাজানা  
পাঠিয়া হয়, তাহা হইতে খাজানা আদায় করিবার খরচ  
বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে তাহার শতকরা  
দশ ভাগের কম লভ্য দিবেন না, এবং নিম্নলিখিত  
বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(ক) যে অবস্থায় তালুকদারের স্বত্ব হয়, যথা, তালুকদার  
অন্তর্গত জমি কিম্বা তাহার অধিকাংশ তালুকদারের  
কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্বাধিকারীদের দ্বারা বা খরচে  
প্রথম চাষ করা হইয়াছিল কি না;

(খ) তালুকদার বা তদীয় স্বার্থগত পূর্বাধিকারী  
কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন কি না;

(গ) আদায় করিবার খরচ ও বৃদ্ধি।



(৪) উক্ত তালুকদার আপন তালুকের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আপন মতল করিলে, অথবা ঐ ভূমির কোন অংশ খাজানায়ুক্ত করিয়া বা উপকারার্থ সামান্য খাজানার দিলে, ঐ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিসাব করিয়া পূর্বোক্ত মোট খাজানার মতো ধরিবে।

৮ ধারা। যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সেই স্থলেপূর্ব ধারামতে যে বৃদ্ধিত খাজানা ধার্য করা যায়, তাহা পূর্বদেয় খাজানার হিস্তপের অধিক হইবে না।

৯ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে একবারে খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা। তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে, খাজানা বৃদ্ধি ক্রমে২ করা যাইবে, অর্থাৎ যাবৎ খাজানা বৃদ্ধির উচ্চ সীমায় উপস্থিত হওয়া না যায়, পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমে২ বৎসর বৎসর খাজানা বৃদ্ধি হইবে।

১০ ধারা। কোন তালুকদারের খাজানা আদালত দ্বারা কিম্বা চুক্তিক্রমে বৃদ্ধি করা গেলে, যে তারিখে বৃদ্ধি করা যায়, আদালত সেই তারিখের পর মল বৎসর মধ্যে ঐ খাজানা আরবৃদ্ধি করিবেন না।

তালুকের অন্যান্য অনুবঙ্গের কথা।

১১ ধারা। এতদ্ব্যতীত চিরস্থায়ী তালুক, রেজিষ্টারী করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধানের নিয়মাদিনে, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারিবে।

১২ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারী এই উত্তরের মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্তক্রমে এই আইনের বিধানসম্মত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে উক্ত তালুকদারকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এইরূপ হেতু বিনা উক্ত তালুকদারকে তদীয় ভূম্যধিকারী উচ্ছেদ করিবেন না।

১৩ ধারা। পত্তনী তালুকদার এই আইনের বিধান পত্তনীদারের পেট ও বিনিয়োগ আপনায় তালুকের ন্যস্ত করিবার ক্ষমতার অধিকার কোন অংশের অন্তর্গত নহে।

৪ ধারা। (১) ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্রী জারীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা পত্তনী তালুক হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী খাজানা দিবার ও তালুকের অন্যান্য নিয়ম পালন করিবার সম্বন্ধে উক্ত তালুকের অর্ধ বৎসরের

সরের খাজানা পরিমিত মাত্রার জামিন হস্তান্তরকমে প্রীতিভার নিকট চাহিতে পারিবেন।

(২) ডিক্রীজারীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, যদি ভূম্যধিকারী এই ধারামতে ক্রেতার স্থানে জামিন চাহেন, এবং চাহিবার তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে ঐ জামিন না দেওয়া হয়, তবে যত দিন জামিন দেওয়া না হয়, তত দিন ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকমে প্রীতিভার বাদ রাখিয়া উক্ত তালুক ক্রোক করিয়া মতল করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামত ক্রোক থাকিবার কালে ভূম্যধিকারী পেট ও তালুকদার কিম্বা ব্যয়ভদের স্থানে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইতে ক্রোক করিবার খরচ, আদায়ের খরচ, ও আপনায় পাওনা খাজানা কাটিয়া লওয়া অবশিষ্ট টাকা ক্রেতার পক্ষে ন্যায্য স্বরূপ রাখিবেন।

(৪) এরূপে যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে ক্রোকের খরচ, আদায়ের খরচ এবং ভূম্যধিকারির প্রাপ্য খাজানা দিতে না কুলাইলে, যত টাকা বাকি হয় ততদ্বারা ক্রেতা দায়ী থাকিবেন, এবং ভূম্যধিকারী তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত তাহার বিকল্পে কার্ধ্যাভ্যুত্থান করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে কোন হস্তান্তরকমে প্রীতিভার জামিন দিবার প্রস্তাব করেন ভূম্যধিকারী তাহা অগ্রাহ্য করিলে, হস্তান্তরকমে গৃহীত অগ্রাহ্য করিবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে উক্ত জামিন গ্রহণার্থ ভূম্যধিকারির প্রতি আদেশস্বত্বক আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং আদালত প্রত্যাহিত জামিন উপযুক্ত বলিয়া বুঝিলে এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা না বুঝিলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত কোন আদায় উপর আপীল চলিবে না।

রেজিষ্টারী করিবার কথা।

১৫ ধারা। (১) ডিক্রীজারীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর বা উক্ত তালুকের উত্তরাধিকার ঘটিলে, হস্তান্তরকর্তা ও হস্তান্তরকমে প্রীতিভার একত্র কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর নিকটে যদি প্রার্থনা করেন, এবং প্রার্থন পক্ষাতিরিক্টি ফী দেন, তবে ভূম্যধিকারী পত্তনী তালুক হইলে পূর্ব ধারার বিধান মানিয়া উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবেন।

কিন্তু কোন তালুকের খাজানা বাকী থাকিলে, ভূম্যধিকারী যদি উচিত বোধ করেন, তবে তাহার হস্তান্তর রেজিষ্টারী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত প্রার্থনাপত্রে যে কী দিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে, যথা,—

(ক) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে হইলে, উক্ত তালুকের বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা কী দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ কোন কী এক টাকার কম কিম্বা এক শত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে না হইলে, দুই টাকা কী দিতে হইবে।

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কায্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতিব কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবে; এবং তিনি তাঁহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শতাঁকার অসম্মতিকৃত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তৎ টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী ভাস্কর উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীক্রমে অন্য ডিক্রীক্রমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কায্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১৩ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্বকৃত্তার প্রতি

খাজানার ডিক্রীক্রমে অন্য ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টারী করিবার কথা।

এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব সাধারণ নির্দিষ্ট রেজিষ্টারী করণের কী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ১২ ধারামতে বিধিক্রমে আর যে কী নির্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অদ্বিগ্নে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করণেবন।

নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিষ্টারী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিষ্টারী করণের কী পাওনা দিয়াছে, এবং রেজিষ্টারী করা হইলে চাহিদামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কায্য করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী ভাস্কর উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী এতদপে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও, ও কোন কী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিষ্টারী করিবেন।

খাজানার ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টারী করিবার কথা।

আদেশ করা না গেলেও, ও কোন কী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিষ্টারী করিবেন।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী ভাস্করের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিষ্টারী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরক্রমে ও হস্তান্তরক্রমে এইভাবে হস্তান্তর করিবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

রেজিষ্টারী বা করিবার কলের কথা।

হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী ভাস্করের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিষ্টারী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরক্রমে ও হস্তান্তরক্রমে এইভাবে হস্তান্তর করিবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিষ্টারী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামতে বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী ভাস্করের স্বত্ববান হন, তিনি ভাস্করদ্বারা স্বরূপ তাহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কায্যসূচী দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) পূর্বক এক ধারামতে ভূম্যধিকারী ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্টারী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা।

যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাঁহা রেজিষ্টারী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরক্রমে বা হস্তান্তরক্রমে প্রাপ্ত কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্বক রেজিষ্টারী করাটওয়ার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাকা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যায় পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। এই নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কোন রেজিষ্টারী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবার আদেশস্বরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবার দায় কল হইবে।

(৪) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার দ্বারা আজ্ঞা উচিত নোহইবে মনে করিলে সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, পূর্বক এক ধারামতে যাক রেজিষ্টারী হইবার যোগ্য এরূপ

হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটবার পর তৎ মাসের মধ্যে যদি রেজিষ্টারী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত কী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাকা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিষ্টারী করা হইবে না ও তাঁহারা বা তিনি কী দিবেন না নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে প্রাপ্ত কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত কী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবার দায় কল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে কী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রী ভূম্য বলবৎ হইবে।

(২) পূর্বে উল্লিখিত উপস্থাপিত কার্য দেখান গেলে, আমাদের কোন আশঙ্কা করিতে অধিকার করিবে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার যোগ্য আশঙ্কা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আশঙ্কা করিতে পারিবেন।

২১ ধারা। পূর্বক এক ধারায়হে কোন ডালুকের হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করা গেলে, যে ব্যক্তির প্রতি বা যাকার দ্বারা উক্ত ডালুক বা ভাগার কোন অংশ হস্তান্তর করা যায়, তিনি কিয়া স্থল বিশেষে উক্ত ডালুকের উত্তরাধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তি রেজিষ্টরী বহীতে উক্ত ডালুক সংক্রান্ত যে কথা লেখা থাকে, তাহার সত্য খান নকল সময়ে ২ চাহেন, ভূমাধিকারীর স্থানে যথার্থ নকল বলিয়া ভূমাধিকারীর স্বাক্ষরযুক্ত ততখান নকল পাঠিতে পারিবেন ; কিন্তু সময়ে ২ এতদর্থের স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক আশার অনুমতি বা এক টাকার অনধিক যে কী ধাণ্য করেন, এরূপ প্রত্যেক খণ্ড নকলের জন্য তিনি ভূমাধিকারীকে সেই কী দিবেন।

২২ ধারা। (১) পূর্বে কএক ধারায়তে যে সকল  
রেজিস্ট্রারী বচী রাগিতে হইবে,  
যেজিস্ট্রারী করণ সম্বন্ধে  
বিধাখনয়ন করিতে পারি-  
বার কথা।  
সকল রেজিস্ট্রারী বচীর পাঠ নির্দেশ করিতে পারিবেন,  
এবং সাধারণতঃ রেজিস্ট্রারী করিবার সম্বন্ধে যে কাগ-  
জপালী অবশ্যস্থিৎ হইবে তাহা নিরূপণ করিতে  
পারিবেন।

(২) (১) প্রকরণদ্বয় কোম বিধি প্রণয়ন কালে  
জান্নীর গবর্ণমেন্ট এই বিধান করিতে পারিবে, যে উক্ত  
বিধি প্রণয়ন হইলে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে  
পারিবে।

## ৪র্থ অধ্যায় ।

অদ্বৈতারিত করে যে রাসভেরা ছুঁমি তোম  
করে তাহাদেব্র মধুকীর দিখি ।

২৩ ধারা। অবধারিত খাজানার বা অবধারিত  
খাজানার কারে যে রায়ত ভূমি  
অবধারিত কারে ভূমি  
ভোগ করিবার অনুমতি  
করা।  
(ক) কোন জালুকদারের  
যে২ বিন্যাসের নিঃস্বাধীন  
খানিতে হয়, তাহারও আপন যোতের বস্তাধার ও  
উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই২ বিধানের নিঃস্বাধীন খানিতে  
হইবে, এবং

(খ) ভাষার সাহিত্য তদন্তী প্রাধিকারীর যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্তক্রমে এই আইনসম্মত যে নিয়ম তত্ত্ব করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, সে সেই নিয়ম তত্ত্ব করিয়াছে, এই হেতু তত্ত্ব অন্য কারণে তদন্তী প্রাধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবে না।

৫ম অধ্যায় ।

मथलीमृदुविनिष्ठे रात्रकन्दे मधुकोर विधि ।  
माधुकोर ।

২৪ শাখা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের  
বর্তমান মণলীষত্বে অব্যাহতি পূর্বে আসনের বসে  
চলিত থাকিবার কথা। কিম্বা দেশাচারক্রমে কিম্বা  
প্রকারান্তরে কোন ভূমিতে যে  
রাষদের মণলীষত্ব থাকে, এই আইন প্রচলিত হইলে  
সেই রাষদের উক্ত ভূমিতে মণলীষত্ব থাকিবে।

২৬ ধারা। (১) কোন গ্রামের বা মহাপুর  
বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা  
মহাপুরে রায়তস্বরূপ যে সকল  
ভূমি ভোগ করে, সেই সকল  
ভূমিতে সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত  
হইবে।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সম্বন্ধ পর্যা্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২৬ ধারা। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার অব-  
বাসেই বাস্তব ক্ষেত্রে যের পূর্বে বা পরে যদি কোন  
ব্যক্তি জবাবদার বাৎসর কাল  
অর্থ।

কোন গ্রামের বা মহালের  
অনুপস্থিত জমীদারদের পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে  
ভোগ করিয়া থাকে, তবে এই বাকি উক্ত কাল অতীত  
হইলে পর এ গ্রামের বা মহালের বাসিন্দা রায়ত  
হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি এই আইনমত কোন কাঁধাঠাঠানে ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে, কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ নিপত্তীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কাগ্যপত্রকেই ব্যক্তির ও সে সে ভূমিস্বিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূমিস্বিকারীর মধ্যে এষ্ট অনুমান হইবে যে, সে এই ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে, তাঁর তির্য সময়ে তির্য হইলেও, এই ধারার কাৰ্য্যক্ষেত্র এই ব্যক্তি ক্রমাগত কোন আশ্রয় বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তি রায়ত্বরূপে যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, ঐখ্যোক্ত ব্যক্তি এই শর্তার কাগজপত্রে সেই জমী রায়ত্বরূপে ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন জমী ছুই বা তদধিক অংশীদার বায়তী যোত্মরূপ ভোগ করিলে, এই যাত্রার কাৰ্য্যপক্ষে ঐ জমী এরূপ এতোক অংশীদার প্রায়ত্মরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

( ৩ ) কোন ব্যক্তি কোন ঐশ্বর বা মহালে বহুকাল  
 ব্রাহ্মত্বরূপ জমী ভোগ করে, তত কাল ও তাহার পর  
 এক বৎসর উক্ত ঐশ্বরের বা মহালের বালেন্দ্র্য ব্রাহ্মত্ব  
 থাকিবে।

(৭) যদি কোন ব্যক্তি ১৬ ধারামতে পুনরায় ভূমির মালিকপা, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এক ও মহাল শব্দের ২৭ ধারা। এই অধ্যায়ের অর্থকরণের কথা। পূর্বে এক ধারার কাৰ্য্যপক্ষে,

(ক) গ্রাম শব্দে রাজস্বসংক্রান্ত ভরীপের গ্রামের মানচিত্রে একই বহিঃসীমার মধ্যে যে স্থান ধরা যার সেই স্থান বুঝাইবে এবং যদি মানচিত্রে চাইতে দেখা যায় যে বাহিরের কোন স্থান এ গ্রামের অংশ, তবে তাহাও বুঝাইবে; ও ঐরূপ মানচিত্র প্রস্তুত না হইয়া থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে স্বার্থবিশিষ্ট সকল ব্যক্তিকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন, ঐরূপ নোটিস দিয়া স্থানীয় তদন্ত লটলে পর এতদন্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কোন কাৰ্য্যকারক যে স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থান বুঝাইবে।

(খ) যে স্থলে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে ১৮৭৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিনসাবদি এক বা অধিক বাটওয়ারা হওয়াতে দুই বা তদধিক মহাল সন্নিবিষ্ট, সেই স্থলে ঐরূপ বাটওয়ারা না হইলেও সকল যে মহালের অংশস্বরূপ হইত, সেই বুল মহালের অন্তর্গত স্থান একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে।

২৮ ধারা। দখলী স্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের ভূম্যধিকারী ভূম্যধিকারী দখলী-কারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে এ রায়তের স্বার্থ প্রাপ্ত হইলে, দখলী স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে; কিন্তু এই ধারার কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

২৯ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করিলে, এ ভূমিতে ভূমালী বা ভালুকনাস্বরূপ ভাওয়ার একমালী স্বার্থ আছে বলিয়া কেবল এই কারণে তাহার উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবার বাধা হইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি খাজানার উজারদারস্বরূপ কোন ভূমি ভোগ করিলে এ ভোগসভ্যত্ব তৎসম্বন্ধে এই ধারামতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইলে পর সেই ভূমি উজারা নইয়া ভোগ করিলে, এ দখলী স্বত্ব চালাইবে না।

৩০ ধারা। ভূমালীর নিজ জমী বলিয়া বঙ্গদেশে ধারার জমী সংরক্ষণের খামার, নিজ বা নিজস্বোক্ত নামে এবং বেহারে জেরাড, নিজ, সেত বা কামাত নামে যে ভূমি খ্যাত, কএক সনের মিয়াদী পাট্টাক্রমে কিম্বা সম বন্দন পাট্টাক্রমে সেই ভূমি ভোগ করা গেলে, এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলী স্বত্ব জন্মিবে না।

৩১ ধারা। কোন ভূমি দখলী স্বত্বের অনুষঙ্গের সম্বন্ধে কোন রায়তের দখলী কথা। স্বত্ব থাকিলে, নিম্নলিখিত বিধানগুলি বহিঃস্থ, অর্থাৎ,

(ক) বাহাতে ভূমি প্রজামহাসংক্রান্ত কার্যের

অনুপযোগী না হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, কিন্তু দেশাচারের বিরুদ্ধে রূপ কাটিতে পারিবেন না।

(খ) তিনি এই আইনের বিধানমতে ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

(গ) তিনি উপযুক্ত ও ন্যায্য হারে খাজানাদিবেশ

(ঘ) (১) বাহাতে ভূমি প্রজামহাসংক্রান্ত কার্যের অনুপযোগী হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিগাছেন, অথবা

(২) তিনি এই আইনের বিধানমতে এরূপ এক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন যাহা ভঙ্গ হইলে, তদীয় ভূম্যধিকারির সহিত তাহার যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্তানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে;

এই ক্ষেত্রে ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার যে ডিক্রী হয়, সেই ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে উক্ত ভূমি চাইতে তাহার ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

(ঙ) তিনি এই আইন অনুসারে আপন যৌত ইচ্ছা করিতে পারিবেন।

(চ) এই আইনক্রমে ভূম্যধিকারির যে সকল স্বত্ব রক্ষিত হইল, তাহা মানিয়া দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের ভূমিগত স্বার্থ, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা য উইলক্রমে দান করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইলক্রমে দান করা যাইতে পারিবে।

(ছ) তিনি এই আইনের বিধান মানিয়া উক্ত ভূমি বা তাহার কোন অংশ ভোগ করি বিলি করিতে পারিবেন।

(জ) তাহার ভূমিগত স্বার্থসম্বন্ধে তিনি উইল না করিয়া মরিলে অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় তাহার উত্তরাধিকার যটিবে; কিন্তু তিনি যে দায়ভাগ ব্যবহার করেন সেই ব্যবস্থামতেও কোন স্থলে তাহার অন্য সম্পত্তি রাজার প্রাত বর্তে, সেই স্থলে তাহার দখলী স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

চলন্তুর দ্বিধের নিয়মের কথা।

৩২ ধারা। (১) রায়তের দখলী স্বত্ব ইচ্ছাপূর্বক দখলী স্বত্ব বিক্রয় করিলে ভূম্যধিকারির অধিকার অধিকার করিবার স্বত্ব থাকিবে।

(২) অগ্রে ক্রয় করিবার যে স্বত্ব ভূম্যধিকারীর আছে, তদনুসারে কর্তব্য করিতে তাঁহাকে সমর্থ করিবার নিমিত্ত, রায়ত ভূম্যধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট তাঁর দখলী স্বত্ব বিক্রয় করিবার কপলা করিলে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদন্থে যে আদালত বা কাৰ্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কাৰ্য্যকারকের আদেশে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করণার্থ আপন অতিশ্রমে লিখিত নোটিস দাখিল করিবেন। যে ব্যক্তির নিকট যে শর্তে তিনি উক্ত স্বত্ব বিক্রয় করিতে চাহেন এবং উক্ত স্বত্ব কি (যদি কোন) দায়বদ্ধ থাকে এ নোটিসে তাহা লিখিবেন, এবং যে তারিখে নোটিস দাখিল করেন সেই তারিখ অবধি হয় সত্তাৎ গত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করা বদ্ধ রাখিবেন।

(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে বিক্রিতে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারেই নোটিস অবিলম্বে ভূমালিকার উপর জারী করাইবেন।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি তর সপ্তাহের মধ্যে ভূমালিকারী রায়তের স্থানে দখলীস্বত্ব জয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূমালিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যেই স্বত্ব জয় করা যাইবে, অথবা উৎসাহী মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত জয় সপ্তাহের মধ্যে ভূমালিকারী ও রায়তের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য প্রার্থ্য করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূমালিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্তৃক স্থায়ী হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত জয় এই স্বত্ব বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় এই মূল্যে উক্ত ভূমালিকারীর নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি জয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূমালিকারী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূমালিকারীর বিরুদ্ধে এই বিক্রয় বাতিল হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে রাজস্বের গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিগি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে স্বত্বজয় আসেসর উপস্থিত বেঞ্চ করেন, এই ধারামত দখলীস্বত্বের মূল্য স্থায়ী করিবার নিমিত্ত তৎ জন আসেসর সঙ্গে লড়িতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি এই বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আসেসরের যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে দখলী স্বত্ব লীলাম ডিক্রীজারীক্রমে লীলাম হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি হইলে ভূমালিকারী কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন অথবা এক ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা ও তদুপরে এক জন ভূমালিকারী হন, তবে এই ডাক ভূমালিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করা গেল ভূমালিকারীর বন্ধকগ্রহীতার স্থানস্থল্যের বন্ধক কথা। থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূমালিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূমালিকারী উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা সেকন্ডমার বাদিকে দিবে, ভূমালিকারীকে বাদীর স্থানে দত্তারমান হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিবেন এবং ভূমালিকারীর অনুমুখে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূমালিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও সেকন্ডমার বাদী থাকিলে, যেরূপ কল হইত সেইরূপ কল হইবে।

৩৫ ধারা। (১) রেজিস্ট্রারী করা নিদর্শনপত্রক্রমে দখলী স্বত্বদানবিষয়ে দান করা না গেলে, ভূমিগত নিয়মের কথা। দখলীস্বত্বদান ভূমালিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিস্ট্রারী করণের নোটিস ভূমালিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট জী দেওয়া না গেলে, রেজিস্ট্রারী করণের কর্তৃপক্ষ এরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিস্ট্রারী করিবেন না।

(৩) এরূপ কোন দান রেজিস্ট্রারী করা গেলে, রেজিস্ট্রারী করণের কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রারী করণের নোটিস ভূমালিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমান কর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিন্যাসবিষয়ে নির্বিকল্প সপক্ষের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খা উদে না।

৩৬ ধারা। পূর্বে চারি ধারার কাগজে ভূমালিকারী পূর্বে এক ধারার শব্দে কেবল কাগজে ভূমালিকারী (ক) যে ভূমালিকারীর অবাবহিত পক্ষের অর্ধের কথা। অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূমালিকারীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী ভালুকদারের অবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী ভালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন ভালুকদারের অবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু এরূপসময়ে আবশ্যক হইলে, উক্ত ভালুকদার ভূমালিকারী বা কোন চিরস্থায়ী ভালুকদারের অবাবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূমালিকারী কিম্বা স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী ভালুকদারের স্থান এই ধারার কাগজে ভূমালিকারীর স্বত্বক্রমে ক্রয় করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হন।

কোর্কা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে ঘোড়ের যে অংশ কোর্কা বিলি রায়তের কোর্কা বিলি করে, তাঁহা তদীয় ঘোড়ের অর্ধেকের অধিক হইলে, ভালুকদারের পরিবর্তিত হইবার দারমের রেজিস্ট্রারী করিবার নিমিত্ত যে কোন আদালত বিধি-বদ্ধ হয়, সেই আইনমতে এই রায়ত ভালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রারে আপনাকে রেজিস্ট্রারী করাইলে, এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী ভালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

নিমিত্ত (ক) বরস চেতুক, ত্রিদেশক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, চর্রটনাক্রমে, কিম্বা টেননিক বা গাহবা চাকরীতে বা তীর্থ-বাজায় বাওয়াতে ক্রিয়াকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকার, যে কোন ব্যক্তি চাব করিতে অক্ষম হইয়া আপনায় অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন-

নার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্সি বিলি করে, তাহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বলে তালুকদারে পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যেও শর্তে ও যেও নিয়মাবলীতে তাহার খাজানা রুজি করতে পারিত, সেইও শর্তে ও সেইও নিয়মাবলীতে তাহার খাজানা রুজি করতে পারিবে।

১০ ধারা।—এই ধারার বলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারে পরিবর্তিত হয়, তাহার যোতের কোর্সি বিলি করা অংশ ঐ যোতের অধিকারের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রায়তে পরিবর্তিত হয় না।

১১ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপন যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্সি বিলি করিলে, ঐরূপ বিলি করিবার দরপাটী সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রায়ত বরসচেতুক, জ্বালোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা দৈনিক বা গাওঁস্থান তাকরীতে কিম্বা ভৌখ্যাত্মিক বাওরীতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চাষ করিতে অক্ষম হইলে, আপনাদেব অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্সি বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে দরপাটী দেওয়া গেল, এই ধারার কাৰ্য্যক্ষেত্র এই আইন প্রচলিত হইবার সময়সীমা সাতবৎসরকাল গণনা করা যাইবে।

খাজানা রুজির কথা।

১২ ধারা। যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের সম্বন্ধে যে খাজানাদিতে হয়, তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান হইবে।

১৩ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রারূপ (নগদী) খাজানা দিলে, তাহার খাজানা এই আইনের বিধানমতে না হইলে, প্রকারান্তরে রুজি করা যাইবে না।

১৪ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যে মুদ্রাক্রম খাজানা দিতে হয়, তাহা রেজিস্ট্রী করা চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাবলীতে রাজি করা যাইতে পারিবে।—

(ক) খাজানা একরূপে রুজি করিতে হইবে না যে, তাহা রায়তের পূর্বদেব খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হইবে।

(খ) চুক্তিপত্র অনুসারে সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা বাধ্য করিয়া দিতে হইবে।

(গ) বন্ধিত খাজানা পূর্ব বা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার দুই আনার অধিক হইলে, চুক্তিপত্র অনুসারে সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা বাধ্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি ঐ আইনের বিধানমতে ও রায়ত তাহা করিতে সক্ষম ও সগত ও তাহার মত বুঝে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃত্ব এই ধারামতে চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে এইরূপ কথা জামিয়া হইবে না।

১৫ ধারা। (১) যে জন্য মুদ্রাক্রম খাজানা দিয়া পুনরায় বিলি করিবার পূর্বে কোন প্রমাণ পূর্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে আনের বাইরে খাজানা বা মতালের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসেন্দা রায়তকে দিলে করা গেল, খাজানা রুজি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব প্রমাণ যে খাজানা দিতে, উক্ত রায়ত ঐ জন্য জন্য তদপেক্ষা উক্ত খাজানা দিতে বাধ্য হইবে না।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বধারার বিধান বহির্ভবে।

১৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রা মোকদ্দমা দ্বারা খাজানা দিয়া যে যোত ভোগ করে, সেই যোতের ভূস্বত্বকারী এই আইনের বিধানমতে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু দ্বারা খাজানা রুজি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে না, যথা,—

(ক) দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ লেচ প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইখানে বা চলিত বাজারে প্রচলিত খাজানার গড় মূল্য রুজি হইয়াছে।

(গ) ভূস্বত্বকারির দ্বারা বা তাহার পরে যে উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বনাদ্বারা বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৭ ধারা। প্রচলিত হারের সম্বন্ধে খাজানা দেওয়া প্রচলিত হার বহির্ভবে হয়, এই হেতু দিয়া খাজানা জমা রুজি করিয়া দিয়া রুজির দাওয়া করা গেল, (ক) বন্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার আট আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনায় স্থানীয় তনয় বাহিরে থেকে খাজানার প্রচলিত হার সর্বোৎকর্ষকরূপে জমা যাইতে না পারে, তবে তদার্থে বিধি করিয়া স্থানীয় গণপঞ্চায়েত যে রাজস্ব কর্মচারীকে ক্ষমতা দেন, তাহা দেওয়ানী মোকদ্দমার কাছাকাছি বিবরণ আইনের ২৭ অধ্যায়মতে স্থানীয় তনয় দেওয়া হইলে আদালত এইরূপ আদালত করিতে পারিবে না।

(গ) কোন রাস্তার যেখানে খাজানা দিতে হইবে, এই ধারামতে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, যদি ইহা প্রমাণ না হয়, হার নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচারক্রমে জাতি বিচার করা হয়, তবে তাহার জাতি-বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশাচারক্রমে কোন প্রকারের রাস্তার অতিকূল হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে, তবে দেশাচার অনুসারে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিতে হইলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু যত টাকা খাজানা রুদ্ধি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনাধীন লইতে হইবে না।

৪৫ ধারা। মূল্য রুদ্ধি হেতু পরিসীমা খাজানা রুদ্ধির দাওয়া করা গেলে,—

মূল্য রুদ্ধি হেতু পরিসীমা খাজানা রুদ্ধিসম্বন্ধীয় বিধি। (ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সমরী হারে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য, অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্যকর বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত নিম্নলিখিত দেখিবেন।

(খ) আদালত এক্ষেপে খাজানা রুদ্ধি করিবেন না যে, বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা ঢাকার চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মাবলীতে ও ৪৮ ধারার নিয়মাবলীতে সাবেক খাজানার সহিত বর্দ্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

৪৬ ধারা। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু পরিসীমা খাজানা রুদ্ধির দাওয়া করা গেলে,—

(ক) এত আইন অনুসারে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গেলে, আদালত খাজানা রুদ্ধি দিবেন না।

(খ) যে পরিমাণে খাজানা রুদ্ধি করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনদ্বারা যতদূর ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পাড়িয়াছে;

(৩) এ উৎকর্ষসাধন কাঁচা লাগিয়াছে হইলে, তাহা করিতে কত খরচ পাড়ে, এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উক্তের খাজানা দিবার বিরূপ শক্তি আছে।

(গ) আদালত নিয়মাবলীতে ডিক্রী করিতে পারিবেন, এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক কল লা ফিলিলে, ডিক্রী পুনঃপ্রলোচনা ও পুনর্বিবেচনা সাপেক্ষ রূপিতে পারিবেন।

বনাজনিত উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হেতু পরিসীমা খাজানা রুদ্ধিসম্বন্ধীয় বিধি।

৪৭ ধারা। বনাজনিত উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হেতু পরিসীমা খাজানা রুদ্ধির দাওয়া করা গেলে,

(ক) যে রুদ্ধি কিংকালীম বা নৈমিত্তিক মাত্র, আদালত তাহা বিবেচনা করিবেন না।

(খ) বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা ঢাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

(গ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজানা রুদ্ধি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা এক্ষেপে রুদ্ধি করিবেন না, যাহাতে ভূমির উৎপাদনের নিমিত্ত রুদ্ধির মূল্যের অর্ধেকের অধিক ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয়।

৪৮ ধারা। যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার অনুপযুক্ত বা অন্যরূপ বোধ হয়, আদালত কোন মোকদ্দমায় এক্ষেপে খাজানা রুদ্ধির ডিক্রী দিবেন না।

৪৯ ধারা। যে আদালত খাজানার রুদ্ধির ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে খাজানা রুদ্ধি করিলে যে পূর্ণ পরিমাণে অব্যবহিত করিতে লম্বা ডিক্রী প্রদান করিলে পারিবার কথা।

রাষ্ট্রের কষ্ট হইবে, তবে তাহা জালিতে পারিবেন যে এই রুদ্ধি ক্রমে করা যাইবে, অর্থাৎ, যত দূর খাজানা রুদ্ধি করিবার ডিক্রী হয়, বৎসরক্রমে খাজানা রুদ্ধি করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসরে ততদূর রুদ্ধি করা যাইবে।

৫০ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে, এই-হেতু পরিসীমা, কিংবা মূল্য রুদ্ধি হেতু পরিসীমা খাজানা রুদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কথা।

গেলে, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী পনের বৎসরের মধ্যে ১৮৩ সালের মাঝ মাসের ২ তারিখের পর চুক্তিক্রমে এই যোত্রের খাজানা রুদ্ধি করা গিয়া থাকে, কিংবা যদি উক্ত পনের বৎসরের মধ্যে ৫০ পার্সেন্টে খাজানার রূপ পরিবর্তন করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিংবা এই আইন দ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে পূর্বোক্ত কোন হেতু বা তত্বলা কোন হেতু পরিসীমা খাজানা রুদ্ধি করিবার কথা দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে এই মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

(২) এই ধারার কোন নথ্যাক্রমে দেওয়ারী মোকদ্দমার কার্গা প্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭৩ ধারার বিধানের কোন বিষয় হইবে না।

খাজানা কমাইবার কথা।

৫১ ধারা। (১) মুজারিফ খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন দখলী অধিকারীকে রাস্তা খাজানা কমাইবার নিম্নলিখিত হেতু সাংগা আপ-কথা।

নার খাজানা কমাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং যোত্রের ভদ্রী কম হইয়া গেলে, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানের তল ছাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না, অর্থাৎ;

(ক) যোঁতের ভনী বায়তের দোণ বাতিরেকে বালি ভনী হইয়া বা ঐরূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটয়া হারি-রূপে অপব্যক্তি হইয়া গিয়াছে, কিম্বা।

(খ) ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

(২) এই ধারামতে কোন যৌকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, আশীলভ যত দূর উপযুক্ত বা মায়া বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমায়ার আশ্রয় করিতে পারিবেন।

মূল্যের অর্থ্যৎ দরের তালিকার কথা।

৫২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ের যে যে স্থান নির্দেশ করেন, সেই স্থানে যে প্রধান খাদ্য শস্য অম্মো, প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থে বৎসরের যে বা যে সময় ধায়া করেন, সেই বা সেই সময়ের সেই শস্যের কমলের সময়ের বাজার দরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত তাহা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ পাইলে, ঐ গবর্ণমেন্ট অতীত যে কাল উপযুক্ত বোধ করেন, সেই কাল পূর্বে কোন স্থানের ঐরূপ মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) উক্ত মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ড কর্তৃক অম্মে নিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৪) ঐরূপ কোন মূল্যের তালিকা উপরূপে প্রকাশ করা গেলে, উহা যে সময় সম্বন্ধীয় হয়, সে সময় উক্ত স্থানে প্রচলিত মূল্যের সম্বন্ধে এই অধ্যায়নত কোন আনুষ্ঠানিক কার্যো দিক্কাত প্রমাণ হইবে।

(৫) কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে কোন মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার ১৫ দিন পূর্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের মধ্যে মচরাচর মোটিল যেক্রমে প্রকাশ করা যায়, সেইক্রমে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে ঐ তালিকার দিক্কা কালেক্টর সাহেবের নিকট লামায়া কোন আপত্তি নলে, তিনি তাহা ঐ তালিকার সহিত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

৫৩ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত মাল্যরূপে দেয়খাজানা কোন যোঁতের নিমিত্ত শস্য-রূপে কিম্বা শস্যের কিয়দংশের আনুষ্ঠানিক মূল্য পরিয়া কিম্বা শস্যভেদে তিস্রঃ হারে অথবা তিস্রঃপরিমাণে এইরূপ এক প্রণালীতে ও কিয়ৎপরিমাণে অন্য প্রণালীতে খাজানা দিলে, রাইয়ত বা তদীয় ভূম্যধিকারী ঐ খাজানা মুদ্রারূপে খাজানায় পরিণতি হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) এই প্রার্থনা কালেক্টর সাহেবের বা মহকুমার কর্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধ্যায়নতে যে কোন কর্মচারী খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তাহার নিকট, কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ কমতা-প্রাপ্ত অন্য কোন কর্মচারীর নিকট, করা যাইতে পারিবে।

(৩) ঐ প্রার্থনাপত্র পাঠিলে যত টাকা মুদ্রারূপে খাজানা দিতে হইবে, উক্ত কর্মচারী উহা নির্ণয় করিতে পারিবেন এবং এই আশ্রয় করিবেন। যে, রাইয়ত শস্যরূপে বা পূর্ণোদ্রূপে অন্য প্রকারে আপনায় খাজানা লামায়া ঐরূপ নির্ণীত টাকা দিবেন।

(৪) উহা নির্ণয় করিবার সময়ে উক্ত কর্মচারী এবং বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তের নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তক্রপ সুব্যাখিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও  
(খ) পূর্বে দখলীস্বত্বের ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাঠিয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

(৫) ঐ আশ্রয় লিখিয়া করিতে হইবে, এবং উহা যেহেতু পরিয় করা যায়, ও যে সময়াবধি উহা ফলবৎ হইবে, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে; এবং রাইয়ত কর্মচারীরা অন্য যেহেতু আশ্রয় করেন, তাহার উপর যে প্রকারে আপাল হইতে পারে, ঐ আশ্রয় উপরও সেই প্রকারে আপাল হইতে পারে।

(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত কর্মচারী হেতু নিমিত্ত কারণ প্রাথনা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা, কথা।

৫৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ের মন্ত্রিগতাবস্থিত বিধি করিবার ক্ষমতার ঐরূপ গবর্ণর জেনরল সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যেকর্মচারীরা ৫২ ধারামত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন, তাহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি;

(খ) কোন স্থানে এই অধ্যায়ের কার্যপক্ষে কোন-কোন খাদ্য শস্য প্রধান শস্য বালিয়া গণ্য হইবে, ইহা স্থির করিবার বিধি; এবং

(গ) ৪১ ও ৪২ ধারামতে যে কার্যকারকেরা চুক্তি রেজিস্ট্রী করেন, তাহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি।

## ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্ব শূন্য রাইয়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫৫ ধারা। যে রাইয়তদের দখলীস্বত্ব না থাকে, ও এই অধ্যায় পাঠিবার এই আইনে বাহাদের উল্লেখ আছে, এই অধ্যায় তাহাদের সম্বন্ধে পাঠিবে।



৫৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাহাকে দখল দিবার সময়ে তাহার সহিত ভূম্যধিকারীর যে খাজানার নিয়ম হয়, তাহার সেই খাজানা দিতে হইবে।

৫৭ ধারা। রেজিষ্টারী করা নিয়মপত্র কিম্বা ৬০ ধারা-খাজানা বৃদ্ধি নিয়মের কথা। মত নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৫৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে নিম্ন-লিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারবে, প্রকারান্তরে নহে।—  
(ক) সে বাকী খাজানা দেয় না, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রায়ত ভূমি এইরূপে ব্যবহার করিতেছে, যাহাতে উহা প্রজাস্বত্বস্বত্বীয় কার্যের অনুপযোগী হয়, অথবা সে এই আইনসম্মত এরূপ কোন নিয়মভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ করিলে তাহার ও উদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিষ্টারী করা পাটাক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাটায় মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ৬০ ধারামতে ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজানা ধার্য হইয়াছে, উক্ত রায়ত সেই খাজানা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে, কিম্বা ঐ খাজানা দিয়া যে মিয়াদ পর্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে অভ্যস্ত, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

৫৯ ধারা। মিয়াদ অতীত হইবার অন্তরে হয় মাস থাকিতে, রায়তের উপর উঠিয়া বাহ্যার নোটিস জারী করা না গেলে, পাটায় মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া

কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ কারবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার হয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৬০ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী বর্জিত খাজানা দিবার নিয়মপত্র রায়তের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে

অস্বীকার না করিলে, খাজানা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রায়তের উপর জারী করিবার নিমিত্ত এতদর্থে

স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যে আদালত বা কার্যকারকে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্যকারক অবিলম্বে নির্দিষ্ট প্রকারে ঐ রায়তের উপর তাহা জারী করাইবেন; এবং তাহা ঐ রূপে জারী করা গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রায়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রায়ত যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র ফলবৎ হইবে।

(৪) কোন রায়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে উহা ঐ রূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক উহা উক্ত রূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রায়ত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ যোক্তের যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচাবৎসর কাল ঐ খাজানা দিয়া আপন যোত দখল করিয়া থাকিলে, স্বত্ববান থাকিবেন; কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে পূর্বকারার লিখিত নিয়মানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐরূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও উজ্জপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত রায়তেরা 'পড়ে' যে খাজানা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু মারেক খাজানার উপর টাকার আটআনার অধিক বৃদ্ধি দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, যে কৃষি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি উহা ফলবৎ হইবে।

৬১ ধারা। কোন রায়তের দখলে ভূমি থাকিলে, ঐ "দখল দেওয়া" লব্ধের দখল চলিবার নিমিত্ত পাটায় লিখিয়া দেওয়া গেলে, যদিও তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাটায় এই মর্মের কথা লেখা থাকে, তথাপি এই

অধারের কার্যপক্ষে ঐ পাটাক্রমে তাহাকে দখল  
হে ওয়া গেল বলিয়া জান করা যাইবে না।

### ৭ম অধ্যায়।

কোর্কা রায়তনের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬২ ধারা। মুজাররুণ খাজানা দিয়া যে কোন কোর্কা

কোর্কা রায়তের নামে রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার  
যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, সে  
খাজানা দিয়া দেওয়া গেল, শতকরা পঞ্চাশ  
টাকার, ও

(ক) রেজিষ্টারী করা পাটী বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্কা  
রায়তের দেয় খাজানা দেওয়া গেল, শতকরা পঞ্চাশ  
টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার অধিক  
খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না,।

৬৩ ধারা। কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে

কোর্কা রায়তবিশেষে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার  
উদ্দেশ্যে করিবার নিয়মের এক্ষণে কোন কোর্কা রায়তের  
কথা। উপর উঠিয়া যাইবার নিষিদ্ধ

মোটন জারী করা না গেলে পর, তদীয় ভূমিকারী  
তাহাকে উদ্দেশ্য করিতে পারিবেন না।

### ৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

৬৪ ধারা। (১) কোন তালুকদার বা রায়ত ও

খাজানা অবধারিত তাঁহার স্বাধীনতা পূর্বাধিকারীরা  
খাজানার সম্বন্ধে বিধি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্যাবধি  
ও অনুমানের কথা। বাহার পরিবর্তন হয় নাই এরূপ  
খাজানার বা খাজানার হারে

ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্তন  
হইয়াছে এই হেতু বিনা ঐ খাজানা বা খাজানার হার  
হুজি হইতে পারিবে না।

(২) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বাধীনতা  
পূর্বাধিকারীরা বাহা মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য  
উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিশ্ববৎসর মধ্যে  
পরিবর্তিত হয় নাই এরূপ খাজানার বা খাজানার হারে  
ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনসমত কোন  
মোকদ্দমার বা আনুষ্ঠানিক কার্যে ইহার প্রমাণ হইলে,  
যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে  
যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্যাবধি ঐ খাজানার বা খাজা-  
নার হারে তাঁহারা উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ  
থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানার বা অব-  
ধারিত খাজানার হারে প্রজ্ঞাপন বা কোন প্রকার  
প্রজ্ঞাপন থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা  
তৎক্রমে নির্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্বে রেজিষ্টারী  
করিতে হইবে, তবে ঐ স্থানে যে কোন প্রজ্ঞাপন বা স্থল  
বিশেষে উক্ত প্রকার যে কোন প্রজ্ঞাপন রেজিষ্টারী করা  
হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ঐ তারিখের পর পূর্বোক্ত অনুমান  
থাকিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপন্নের অবধারিত  
অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য খাজানাস্বরূপ দিয়া  
থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর  
বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়া কিম্বা রায়ত ও ভূমিকারী  
উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত খাজানার পরিবর্তে অবধা-  
রিত টাকা খাজানাস্বরূপ ধার্য করা গিয়াছে বলিয়া  
কেবল এই কারণে ঐ খাজানা বা খাজানার হার  
পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া জান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে  
কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা  
গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত মিশাইয়া এক যোত  
করা গেলে, রায়তের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার  
কার্য হইবার কোন বিঘ্ন হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিম্বা  
ভূমিকারীর ইচ্ছামতে প্রজ্ঞাপন শেষ হইতে পারিলে,  
এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্তিবে না।

৬৫ ধারা। কোন প্রকার খাজানার পরিমাণসম্বন্ধে

কিম্বা কোন কৃষি বৎসরে খাজানার পরিমাণ ও  
ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে সে যে নিয়মে ভূমিভোগ  
করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ  
অনুমানের কথা। উদ্ভূত হইলে, অব্যবহিত পূর্ব-  
বর্তী কৃষি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যে নিয়মে সে ভূমি  
ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শন না গেলে, সেই  
খাজানা দিয়া সেই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করে  
এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রকার

পরিমাণ পরিবর্তন (ক) পূর্বে যৎপরিমাণ  
হইলে খাজানার পরি- ভূমির জন্য খাজানা দিয়াছেন,  
বর্তনের কথা। বাগ করিয়া তদধিক বত ভূমি  
থাকা প্রমাণ হয়, তত ভূমির জন্য তাঁহার অতিরিক্ত  
খাজানা দিতে হইবে, এবং

(খ) শিকড়ীক্রমে বা প্রকারান্তরে যোতের পরিমাণ  
কম হইলে, উক্ত প্রকার খাজানা কমাইতে স্বত্বান  
হইবেন; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে নত ভূমি পৈবস্তীক্রমে  
বা প্রকারান্তরে তাঁহার যোতে যোজিত হইয়াছিল, এবং  
এরূপ যোগ হওয়াতে খাজানা হুজি করা যায় নাই,  
তবে এই বিধি থাকিবে না।

(২) খাজানার যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা  
নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকট সেই প্রকারের  
ও তৎরূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই প্রকারের  
প্রকারের যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং  
তালুকদারের বেলা তিনি আপনার তালুকের খাজানা  
সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্ববান তৎপ্রতি দৃষ্টি  
রাখিবেন।

(৩) যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের যত ভাগ শটে,  
তাহা পূর্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়,  
খাজানার যত টাকা কমাইতে হইবে, তাহা পূর্বকালের  
খাজানার সেই অংশ হইবে, কিম্বা নত ভূমির বার্ষিক  
মূল্যের সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরি-  
মাণ ভাগ হয়, তাহা যোতের পূর্ব পরিমাণের যে অংশ  
খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্বকালের  
খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা ।

৬৭ ধারা। ( ১ ) ভালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যে রূপ নিয়ম থাকে, খাজানার কিস্তির কথা। তদ্রূপ কিস্তিরূপে তদ্রূপ তারিখে ভালুকদারের দেয় মুদ্রারূপ খাজানা দেওয়া যাইবে; নিয়ম না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিরূপে ও তারিখে দেওয়া যাইবে; এবং নিয়ম কিম্বা দেশাচার না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদৰ্থে কোন স্থানের নিমিত্ত যে কিস্তি ও তারিখ নির্দিষ্ট করেন, সেই কিস্তিরূপে সেই তারিখে দেওয়া যাইবে।

( ২ ) কোন রায়তের বা কোর্পা রায়তের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে বার্ষিক খাজানার অংশস্বরূপ যে কিস্তি ও বৎসরে চারির অনধিক যে তারিখ নির্দেশ করেন, সেই কিস্তিরূপে ও সেই তারিখে সেই খাজানা নিয়মক্রমে কিম্বা নিয়ম না থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দিষ্ট হয়, সেই বিধির বিধানানুসারে দেওয়া যাইবে।

( ৩ ) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রচলিত দেশাচার, কলনের সময় এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

( ৪ ) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে কলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে অন্তত তিন মাস থাকিতে নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে।

৬৮ ধারা। ( ১ ) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দেয় খাজানা দিবাস সময় হইবার পূর্বে প্রজা এই কিস্তির টাকা দিবেন।

( ২ ) এই আইনমতে যে স্থলে প্রজা আপন খাজানা আদায় করিতে পারে, সেই স্থল ছাড়া ভূম্যধিকারীর আদায় কাছারীতে কিম্বা তদৰ্থে ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রজাকে পোস্টাল মনিঅর্ডারক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

( ৩ ) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা ৩০ পূর্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৯ ধারা। ( ১ ) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে টাকা যেভাবে জমা দিতে হইবে, তাহার উহা জমা দিতে চাওঁন, তাহা নির্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে এই টাকা জমা দিতে হইবে।

( ২ ) প্রজা এরূপ কোন নির্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা দিতে পারিবেন।

কবজ ও হিসাবের কথা ।

৭০ ধারা। ( ১ ) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজানার হিসাবে টাকা দিলে যত টাকা দেন, উক্ত ভূম্যধিকারীর আক্ষরিত তত বার স্বয়ং কথা।

টাকার লিখিত কবজ উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাৎ পাইতে তাঁহার স্বত্ব আছে। ( ২ ) ভূম্যধিকারী উক্ত কবজের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

( ৩ ) এই আইনের ৩৪ তফসীলে কবজের যে পাঠ দেওয়া গেল, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রজার মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যে বিশেষ কথা লিখিত থাকে, কবজ ও অনুলিপিতে সেই বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

( ৪ ) যে প্রত্যেক কবজ সারতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত দর্শন না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ দক্ষ-তিগত বলিয়া অনুমান হইবে।

৭১ ধারা। ( ১ ) কৃষি বৎসরের শেষ পর্যন্ত প্রজার যত খাজানা দিতে হইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভূম্যধিকারী স্বীকার করিলে, এই বৎসর অবসান হইবার তিন মাসের মধ্যে এই প্রজা বিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারীর আক্ষরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কবজ পাইবার অধিকারী হইবেন।

( ২ ) ভূম্যধিকারী এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারিখানা কী দিলে এই বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের ততীয় তফসীলের পাঠে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রজার মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যে বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎসমস্ত লিখিত হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারী হইবেন।

( ৩ ) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাতেও এরূপ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

৭২ ধারা। ( ১ ) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূম্যধিকারী তাঁহাকে ৭০ ধারার নিম্নলিখিত বিশেষ কথা সম্বলিত কবজ দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজানা দিবার তারিখ অবধি

হয় মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অধিক আদায়ত বা তা উচিত বোধ করেন সেইরূপ মণের টাক উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার লিখিত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) যদি ভূম্যধিকারী প্রজার দাওয়াতে ৭১ ধারার নির্দিষ্ট কোন বৎসরের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্ররূপ কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উণেকা করেন, তবে যে বৎসরের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজা ভূম্যধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদালত গুণ টাকা উচিত বোধ করেন, তত দেওয়ার টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজা পরবর্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে নৌক-দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী উক্ত কোন ধারার আদেশ-নত কবজের বা বিবরণপত্রের অনুলিপি বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আদায় করিবার কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্ন লিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রাজকীয় কার্যালয়ে  
খাজানা আদায় করি-  
বার দরখাস্তের কথা।

(ক) যে স্থলে প্রজা খাজানার  
নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব  
কবেন এবং ভূম্যধিকারী তাহা  
লইতে বা তজ্জনা কবজ দিতে

অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজা  
এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার খাজানা  
যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিদ্বেষ বশতঃ তাহা  
লইতে বা তদ্বিত্ত কবজ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সচাংশীদারদিগকে সংস্কৃ-  
তাবে দিতে হয়, এবং প্রজা তদ্বিত্ত সচাংশীদারদের  
সংস্কৃত কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি  
তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া  
থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার  
স্বত্বাধিকারী এবিষয়ে প্রজার প্রকৃত সন্দেহ থাকে;  
সেই স্থলে

যেত যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত  
এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে যে কর্মচারীকে  
নিযুক্ত করেন, প্রজা তৎকালীন পাওনা সমুদয় টাকা  
তাঁহার আকিসে আদায় করিবার অনুমতি পাইবার  
নিমিত্ত লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে দরখাস্ত করা যায়, ঐ দরখাস্তে  
তাঁহার বর্ণনা থাকিবে এবং (ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষ-  
বার খাজানা দেওয়া হয়, তাঁহার নাম, ও একগে যে বা  
যে ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের  
নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন,  
অথবা নোকদমার রূতান্ত তিনি অস্বীকার না জানিলে, যিনি  
জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাঁহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং  
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে বিধিক্রমে আট আনার  
অনধিক যে কী দিবার আজ্ঞা করেন, সেই কী তৎসঙ্গে  
পাঠাইতে হইবে।

৭৪ ধারা। (১) যে কর্মচারীর নিকট পূর্বধারা-

যে খাজানা আদায়  
করা যায় রাজকীয় কর্ম-  
চারী তাহার রসীদ দিলে  
ঐ রসীদ নিষ্কৃতিপত্র  
হইবার কথা।

নত দরখাস্ত করা যায় যদি  
তাঁহার বোধ হয় যে দরখাস্ত-  
কারী উক্ত ধারাবতে খাজানা  
আদায় করিবার অধিকারী,  
তবে খাজানা লইয়া তদ্বিত্ত  
আপন সরকারী মোহরযুক্ত

রসীদ দিবেন।

(২) উক্ত কর্মচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা  
লইবার পূর্বে, পূর্বধারার আদেশনত বর্ণনায় যে ব্যক্তি  
স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারাবতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা  
প্রজার দেয় যে খাজানা পূর্বোক্তরূপে আদায় করা  
যায় তৎসম্বন্ধে নিষ্কৃতিপত্ররূপ কার্যকর হইবে। উক্ত  
খাজানা

পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির  
নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যাঁহাকে  
খাজানা দিতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে  
সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংস্কৃতাভাবে  
সচাংশীদারেরা, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে খাজানা  
পাইবার স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই  
প্রকারে ও সেই পরিমাণে উক্ত রসীদ কার্যকর হইবে।

৭৫ ধারা। (১) যে কর্মচারী আদায় লন তিনি  
তাঁহা প্রাপ্ত হইবার নোটিস  
আদায় পাইবার  
নোটিসের কথা।  
আপন আকিসের কোন মুদ্রা-  
কাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া  
দিবেন। ঐ নোটিসে সমুদয় প্রয়োজনীয় রূতান্তের বর্ণনা  
থাকিবে।

(২) পূর্বোক্তমতে যে তারিখে নোটিস লাগাইয়া  
দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে  
পরবর্তী ধারাবতে আদায়ের টাকা কাহাকেও দেওয়া  
না গেলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার  
দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কর্মচারী বিশ্বাস  
করিবার কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিনা  
ধরচায় আদায় পাইবার নোটিস লাগী করাইবেন।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্মচারীর  
বিবেচনায় আদায়ের টাকা  
আদায় টাকা দিবার  
পাইবার অধিকারী বলিয়া  
বা কিরাইয়া দিবার কথা।  
বোধ হয়, তিনি তাহাকে ঐ  
টাকা দিতে পারিবেন, অথবা উচিত যেরূপ করিলে যে  
ব্যক্তির এরূপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী  
আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে  
পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আদেশ করিলে, পোষ্টাল  
মনিঅর্ডার করিয়া ঐ টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আদায় করা যায় সেই  
তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্বে এই  
ধারাবতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আদায়-  
কারী প্রার্থনা করেন ও যে কর্মচারীর নিকট খাজানা  
আদায় করা যায় তাঁহার দত্ত রসীদ কিরাইয়া দেন, তবে  
দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবে আজ্ঞা না থা-  
কিলে আদায় টাকা আদায়কারীকে কিরাইয়া  
দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব এক ধারাবতে আদায় গ্রহণকারী  
কোন কর্মচারী যাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের  
পক্ষে ন্যূনতম আর্থিক ক্ষতি তেট সেক্রেটারী সাহেবের

বিকল্পে কিম্বা গবর্ণমেন্টের কোন কর্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করা যাইবে না ; কিন্তু এই ধারামতে ঐরূপ কোন আদালতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় ঐ টাকা পাইবার অধিকারী কোন ব্যক্তির তাঁহার স্থানে ঐ টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন কথাক্রমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

খাজানা হস্তান্তরযোগ্য  
যোক্তের প্রথম দায় হইবার  
কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তান্তরযোগ্য যোক্তের খাজানা উক্ত প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

(২) ভূম্যধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাইয়া ঐ ডিক্রী জারীকরে প্রজার স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থ নীলাম করিলে, উক্ত প্রজার স্থানে ভূম্যধিকারির যে খাজানা পাওনা থাকে, উক্ত নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে ভূম্যধিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূম্যধিকারীর যে দাবী থাকে, এই স্বত্বক্রমে তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন যোক্ত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যে-  
যে যোক্ত হস্তান্তর করা  
যাইতে না পারে সেই  
যোক্ত হইতে উচ্ছেদ  
করিবার কথা।

যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যে-  
খানে বাজানার সন চলিত থাকে  
সেখানে ঐ সনের শেষে, কিম্বা  
যেখানে কসলী বা আমলী সন  
চলিত থাকে সেখানে জ্যেষ্ঠ

সালের শেষে বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ভূম্যধিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন হুক্তির শর্তক্রমে উক্ত প্রজাকে বাকী খাজানা নিষিদ্ধ উচ্ছেদ করিতে স্বত্বান হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ কোন মোকদ্দমার বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও ভূপরিমিত সুদ পাওনা হইলে ঐ সুদ নির্দিষ্ট থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্ধ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনরুন্মোচন হোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচা আদালতে দেওয়া গেলে, ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৯ ধারা। বাকী খাজানার সুদের হার ধার্য্য করিবার  
বাকী খাজানার সুদের  
কথা।

সময়ে আদালত প্রচলিত প্রণালী  
ও পদ্ধতির মধ্যে কোন

নিয়ম হইয়া থাকিলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু যে কৃষি বৎসরে বাকী পড়ে, সেই বৎসরের অবসানাবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ বৎসর শতকরা বার টাকা হারে সুদের ডিক্রী দিবেন।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিষিদ্ধ  
আদালত কোন মোকদ্দমার বাদি  
ব্যক্তিগণের কারণ বিনা  
খাজানার দেওয়া গেলে  
কিম্বা অন্যরূপে প্রতি-  
বাদির নামে খাজানার  
মোকদ্দমা করা গেলে,  
হানিপুরণের আদায়  
করিবার ক্ষমতার কথা।

যত টাকা খাজানার ডিক্রী হয় তাহার শতকরা ২৫ টাকার অনধিক যত হানিপুরণ উপযুক্ত বোধ করেন বাদির তত হানিপুরণের টাকা পাইবার আদায় করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে হানিপুরণের আদায় হইলে, সুদের ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিষিদ্ধ আদালত কোন মোকদ্দমার যদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী ব্যক্তিগণ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, তবে বাদী যে মোট টাকার দাওয়া করে তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক বত টাকা আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপুরণ-স্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আদায় করিতে পারিবেন।

কসলী বা ভাণ্ডারী খাজানার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন যাচাই বা বিভাগ  
কসল যাচাই বা  
বিভাগ করিবার নিষিদ্ধ  
আজ্ঞার কথা।

করিয়া খাজানা লওয়া যায়,  
(ক) সেই স্থলে যাচাই  
বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত  
সময়ে যদি ভূম্যধিকারী বা  
প্রজা স্বয়ং বা কর্মকারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উৎপেক্ষা করেন, কিম্বা

(খ) উৎপন্ন কসলের পরিমাণ বা মূল্য বা বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,  
তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং কালেক্টর খরচ বলিয়া যত টাকা দিবার আদায় করেন উক্ত পক্ষ সেই টাকা আদায় করিলে, ঐ কসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিষিদ্ধ যে কর্মচারিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মতে ঐরূপ আদায় করিলে শাস্তিভঙ্গ নিবারণিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব ঐরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আদায় করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই ধারামতে কোন আদায় করিলে, যাবৎ যাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবৎ আদায়দ্বারা কসল হস্তান্তর করা নিষেধ করিতে পারিবেন।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্ব ধারামতে কোন  
কর্মচারী নিযুক্ত করা  
গেলে, কার্যপ্রণালীর  
কথা।

কর্মচারীকে নিযুক্ত করিলে,  
আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্ম-  
চারীর প্রতি এই আদায় করিতে  
পারিবেন যে তিনি অন্য কোন  
ব্যক্তিগণকে আদায়স্বরূপ আপনার সহিত লন এবং আদায়স্বরূপ লওয়া গেলে উক্ত আদায়স্বরের সংখ্যা, যোগ্যতা ও নির্ধারিত প্রণালী সম্বন্ধে এবং যাচাই বা বিভাগ করণ কালে যে কার্যপ্রণালী অবলম্বন

করিতে চাইবে তৎসমুদয়ে তাঁহাকে আদেশ দিতে পারিবেন; এবং উক্ত কর্মচারীসেই আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবেন।

(১) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিবান পূর্বে যে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাউন তাহার নোটি ভূমিকারীকে ও প্রজাকে দিবেন, কিন্তু ভূমিকারী বা প্রজা নিজে বা কর্মচারীকদারা উপস্থিত না হইলে, তখন এক তরফা কাম্যাপুঠান করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিলে, আপন কাম্যাপুঠানের রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

(৩) কালেক্টর উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উভয় পক্ষকে তাহাদের কথা শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন ক্ষমতা আবশ্যক বোধ করিলে সেই ক্ষমতায় পর উক্ত রিপোর্টে উপরমে আজ্ঞা ন্যায় বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিবেন।

(৪) কালেক্টর উচিত বোধ করিলে, পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতের নিকট নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্তরূপ নিয়ম সাপেক্ষ থাকিয়া, তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইলে ও ডিক্রী ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে।

(৫) উক্ত কর্মচারী যাচাই কর্তব্য মানাবন্দী করিলে, মানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে রক্ষিত হইবে।

৮৩ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল যাচাই করিয়া খাজানা পনের মধ্য সময়ে লওয়া গেলে, সমস্ত ফসল মধ্যমরাধিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, যাবৎ উক্ত বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত ফসল লব্ধে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় স্থলেই ভূমিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ বাতিরেকে প্রজা ভূমিকারীর নিয়মিত কালে ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবান বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ এক্ষেত্রে ফসলের কোন অংশ ছানাস্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা ফসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ এক্ষেত্রে ছানাস্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবান বাধা হয়, তবে শাসন সংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের সমা সর্বাধিক পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই হয়, ফসল তত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূমিকারীর পরিবর্তন হইলে খাজানার দায়ের কথা।

৮৪ ধারা। (১) কোন প্রজার ভূমিকারীর স্বার্থ

হস্তান্তর করা গেলে, হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা পাওনা হয়, তাহা যে ভূমিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই ভূমিকারীকে দেওয়া গেলে, যাহা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা প্রজাকে হস্তান্তর হইবার নোটিস না দিয়া থাকেন, তবে ঐ প্রজা উক্ত খাজানার নিমিত্ত হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার নিকট দায়ী হইবে না।

(২) যে ভূমিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাঁহাকে একাধিক প্রজা খাজানা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা নিম্নলিখিত প্রকারে প্রজাদের নিকট এক সাধারণ নোটিস প্রচার করেন, তাহা এই ধারার কার্য্যক্ষে উপযুক্ত নোটিস হইবে।

আইনবিরুদ্ধ কর প্রভৃতির কথা।

৮৫ ধারা। প্রকৃত খাজানার অতিরিক্ত আদায়।

আদায়ের প্রকৃতি হইবার কথা। আইনবিরুদ্ধ হইবে, এবং এরূপ কর দায়ের সমুদয় লুপ্ত ও নির্যাস গণিত হইবে।

৮৬ ধারা। প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রমে না

হইলে, আইনমতে যে খাজানা দেয়, তদতিরিক্ত প্রজার দানে কোন টাকা বা তাহার ভূমির উৎপাদনের কোন অংশ ভূমিকারী ন্যায় করিয়া গ্রহণ করিলে, উক্ত প্রজা এরূপ যত্ন

করিবার তারিখ অবধি ভয় মাসের মধ্যে এক্ষেপ্ত গৃহীত টাকার বা উৎপাদন মূল্যের অতিরিক্ত পাঁচ শত টাকার অনধিক আদায়িত লক্ষ্যরূপে যত টাকা উদ্ভূত হইয়া থাকেন, তত টাকা, কিন্তু যাহা এরূপে অনায়াস করিয়া লওয়া যায়, তাহার পরিমাণের বা মূল্যের বিত্তন পাঁচ শত টাকার অধিক হইবে, সেই পরিমাণের বা মূল্যের বিত্তনের অধিক টাকা ভূমিকারীর নিকট পাওনার নিমিত্ত যৌক্তিক উপস্থিত করিতে পারিবেন।

## ৯ম অধ্যায়।

ভূমিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

৮৭ ধারা। (১) এই আইনের কার্য্যক্ষে কোন "উৎকর্ষ সাধন" শব্দের "উৎকর্ষ সাধন" শব্দ ব্যবহৃত হইলে অর্থ।

যে কোন কার্য্য দ্বারা যোতের জমাই মূল্য বৃদ্ধি হয়, বা তা উক্ত যোতের উপযোগী এবং উহা যে উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে সমস্ত, এবং যাহা যোতের উপর করা না গেলেও সাধারণস্বাক্ষর উহার উপকারার্থ করা যায়, কিনা করিবার পর সাধারণস্বাক্ষর ঐ যোতের উপকারজনক করা যায়, সেই কার্য্য বুঝাইবে।

(২) বিপরীত দর্শন না গেল, সম্মিলিত কার্য-  
গুলি এই ধারার সম্মানসূচক উৎকর্ষ সাধন বলিয়া অনু-  
মান হইবে,—

(ক) কৃষিকার্যের নিমিত্ত কৃষিকার্যে নিযুক্ত  
সম্মানের ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জলসঞ্চয়, যোগান  
বা বিতরণ করণার্থ কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্যার্থে ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যে  
পতিত ভূমি আবাদ করা বাইতে পারে, তাহার জল-  
নিঃসরণ কিম্বা নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধার করণ,  
কিম্বা জলপ্রাধান্ত হইতে রক্ষা করণ, কিম্বা জলপ্রাধান্ত  
কর বা অন্য হানি নিবারণ;

(ঘ) কৃষিকার্যার্থে ভূমির আবাদ বা পরিষ্কার করণ  
কিম্বা তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন;

(ঙ) পুষ্করিণী কোন পান্য নুতন করিয়া বা পান-  
্যের করা, অথবা তাহার পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন  
করা; ও

(চ) আবশ্যক নাহিহইলে যত্ন সহিত রায় ও তদীয়  
পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নিশ্চাণ।

(৩) কিন্তু সত্ত্বে কোন যোতে যে কার্য করেন,  
তদ্বারা স্বীয় ভূমিধিকারীর মতামতের বা তাহাদের মূল্য  
বিশেষরূপে কম হইয়া পড়িলে, ঐ কার্য এই আইনের  
অধীনস্থ উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

১৮ ধারা। রায়ত অবধারিত থাকিলে কিম্বা অব-  
ধারিত হইলে ভূমি-ধারিত পান্যদাতার হাথে  
কোন করা গেলে উৎকর্ষ-  
সাধন করিবার যত্নের  
কথা।  
কোন উৎকর্ষসাধন করিতে  
তাঁহাকে ভূমিধিকারীস্বরূপ বাধা দিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) কোন রায়তের যোতে তাহার  
দখলীস্বত্ব থাকিলে, রায়ত বা  
ভূমিধিকারী যোতে উৎকর্ষ-  
সাধন করিতে সম্মত আছেন,  
কিম্বা রায়ত বা ভূমি-  
ধিকারীস্বরূপ উক্ত যোত  
সম্মত উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধা দিতে  
পারিবেন না।

(২) যদি রায়ত ও ভূমিধিকারী উভয়েই একই  
উৎকর্ষসাধন করিতে চাহেন, তবে উক্ত ভূমিধিকারীর  
অধীন অন্য এক বা অধিক যোত তদ্বারা স্পষ্ট না  
হইলে, রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্রস্বত্ব  
থাকিবে।

(৩) রায়ত ও তাহার ভূমিধিকারীর মধ্যে

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বসম্বন্ধে, কিম্বা

(খ) কোন বিশেষকার্য উৎকর্ষসাধন কিম্বা, এতৎ-  
সম্বন্ধে বিবাদ উদ্ভিত হইলে,

কোর্টের সাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই  
বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, এবং তাহার  
নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

২০ ধারা। (১) দখলীস্বত্বশ্রম্য কোন রায়ত  
আপনার ও স্বীয় পরিবারের  
সম্মত উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত আবশ্যক বাচিবের  
করিবার যত্নের কথা। যত্ন সহিত উপযুক্ত বাসগৃহ  
প্রস্তুত করিতে পারিবেন, কিন্তু  
উক্ত যোতে কিম্বা পশ্চাৎলিখিত বিধানমতে না হইলে  
আপনার যোতসম্মত স্বীয় ভূমিধিকারীর অুমতি না  
লইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন না।

(২) স্বীয় ভূমিধিকারীর অুমতির প্রয়োজন না  
থাকিলে, যে দখলীস্বত্বশ্রম্য রায়ত আপন যোত  
সম্মত উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন তিনি উক্ত  
উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে  
ঐ উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত ভূমিধিকারীর প্রতি  
আবেদন করিয়া তাঁহাকে অনুমোদনপত্র দিতে বা দেওয়া-  
হইতে পারিবেন, এবং ভূমিধিকারী ঐ অনুমোদন পান্য  
করিতে অক্ষম হইলে, বা অশেপক্ষ করিলে, আপন ঐ  
উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

২১ ধারা। (১) কোন ভূমিধিকারী আদ্যমতে  
সে উৎকর্ষসাধন করেন, কিম্বা  
ভূমিধিকারীর উৎকর্ষ-  
সাধন রেজিস্ট্রী করি-  
বার কথা।  
যাঙ্গী আইনমতে তাহার খরচে  
করা যায়, কিম্বা যাঙ্গী কারতে  
তিনি প্রত্যেকে সাফায়া করি-  
য়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গণপরিষদের  
নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজি-  
স্ট্রী করাইতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গণপরিষদে বিধিক্রমে যেকোন আবেদন  
করেন, প্রার্থনাপত্র সেরূপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও  
তাঁহাতে সেরূপ সন্ধান থাকিবে, ও সেই প্রকারে  
স্থানীয় তদন্তের দ্বারা বা অন্যোপায়ে তাহার সত্যতা  
নির্ণয় করা যাইবে।

(৩) যে কর্মচারী প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হন, তিনি,  
(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে উৎকর্ষ  
সাধন হইলে, এই আইন প্রচলিত হইবার সম্ভাব্য,  
(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষ-  
সাধন হইলে, উক্ত কার্য সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি,  
১২ মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে, তাহা  
অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

২২ ধারা। (১) কোন যোতের ভূমিধিকারী বা প্রজা  
উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন  
এম লিপিবদ্ধ করিবার  
প্রার্থনার কথা।  
তৎসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন  
করা যায় তাহার প্রমাণ লিপি-  
বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে,  
কোন রাজস্ব কর্মচারীর নিকট  
প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি তিনি  
এরূপ বিবেচনা না করেন যে, ঐ প্রার্থনা করিবার  
যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা এরূপ দেখা না যায় যে,  
ঐ বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তাধীনে বহি-  
রাছে, তবে উক্ত কর্মচারী উক্ত পত্রের সম্মত প্রমাণ  
লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা  
গেলে, ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে কিম্বা তাহাদের  
অধীন দায়াদার ব্যক্তিদের মধ্যে পরে যে কোন  
আনুষ্ঠানিক কার্য হয়, তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ  
মধ্যে গ্রহণ হইতে পারিবে।

১৩ ধারা। (১) যে কোন রায়তকে তদীয় যোত  
হইতে উচ্ছেদ করা যায়, সেই  
রায়তকে উৎকর্ষসাধন-  
ের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ  
দিতে হইবার কথা।

রায়তকে উৎকর্ষসাধন করি-  
য়া উচ্ছেদ করা যাইবে না।

(২) কোন ভাণ্ডারী কোন রায়তকে উচ্ছেদ করি-  
বার ক্ষমতা নাই। যদিও তাহার ক্ষমতা  
রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়,  
তবে এই ক্ষতিপূরণের টাকা নিকপণ করিবে, এবং  
রায়তের এই টাকা পাঠবার নিয়মাদীনে উচ্ছেদ করিবার  
ক্ষমতা নাই।

(৩) যেখানে কোন বিশেষ সুবিধা পাঠাইবে বলিয়া  
রায়ত ক্ষতিপূরণবিনা উৎকর্ষসাধন করিয়া চুকি করিয়া,  
বা পাট্টা লগা তদন্তের উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন,  
এবং উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই স্থলে এই ধারা-  
তে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাঠবার দায়িত্ব  
করা যাইতে পারিবে না।

(৪) ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ১ তারিখ ও এই  
আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষ-  
সাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে  
বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই ধারামতে যে  
ক্ষতিপূরণের আদায় করিতে হইবে, সেই ক্ষতিপূরণের  
পরিমাণ নির্ণয় স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যত জন আসেসর  
উপযুক্ত বোধ করেন, তত জন আসেসর আপন সঙ্গে  
লইবার নিমিত্ত আদালতের প্রতি আদায় করিয়া এবং  
আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্ভর্য্য-প্রণালী স্থির করিয়া  
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সনদের রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন  
দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৪ ধারা। (১) উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত পূর্বে ধারা-  
মতে যে ক্ষতিপূরণ দিবার  
বে বিধিক্রমে ক্ষতি-  
পূরণের পরিমাণ নির্ণয়  
করিতে হইবে, তাহার  
কথা।

(ক) যোতের জমিই মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপন্ন  
মূল্য উৎকর্ষসাধন দ্বারা যে পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে,  
সেই পরিমাণের প্রতি ;

(খ) উৎকর্ষসাধনের অবস্থার প্রতি ও তাহার  
কল যত কাল স্থায়ী হইবে, তদানুসারে তাহার প্রতি ;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পরিমাণ ও মূল-  
ধন লাগে তৎপ্রতি ;

(ঘ) এই উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে ভূমিকার  
কোনরূপে খাজানা হ্রাস বা ক্ষতি করিলে বা রায়তকে  
অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, তৎপ্রতি ; এবং

(ঙ) ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করা গেল, কিম্বা  
অসেচিত ভূমি সোচত ভূমিতে পরিণত করা গেল,  
রায়ত বর্তমান অবস্থিত খাজানার উৎকর্ষসাধনের লাভ  
ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হইলে, ভূমি-  
মিকারী ও রায়ত উচিত বোধ করিল, এইরূপ সম্মতি  
দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণরূপে ভূমিযোগে প্রদত্ত না  
হইবে। উহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অন্য কোনরূপে  
প্রদত্ত হইবে।

ইচ্ছা ও পরিভাগ করিবার কথা।

১৫ ধারা। (১) কোন রায়ত পাট্টা বা অন্য  
ইচ্ছা করিবার কথা। নিয়মপত্রক্রমে অবশ্যিক  
কালে নিমিত্ত বাধ্য না  
থাকিলে, কোন কৃষি বৎসরের শেষে আপন যোতের  
স্বত্ব ও স্বার্থ ইচ্ছা করিতে পারিবে।

(২) কিন্তু ইচ্ছা করিলেও যদি সে ইচ্ছা করিবার  
অন্যান্য ভিন্ন মাস থাকিতে ইচ্ছা করিবার আপন  
অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস আপন ভূমিকারীকে  
না দিয়া থাকে, তবে ইচ্ছা করিবার তারিখের পরবর্ত্তী  
কৃষি বৎসরের নিমিত্ত এই রায়ত উক্ত যোতের খাজানা  
দিতে দায়ী থাকিবে।

(৩) নিম্নলিখিত স্থলে যাবৎ বিপরীত দর্শন  
না যায়, উক্ত নোটিস এরূপে দেওয়া হইয়াছিল, এই  
ধারার কাৰ্য্যপক্ষে আদালত এই অনুমান করিবেন,  
অর্থাৎ,

(ক) যদি রায়ত ইচ্ছা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি  
বৎসরে সেই ভূমিকারীর স্থানে সেই গ্রামে নতুন  
যোত লয় ;

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইচ্ছা করা হয়, সেই  
বৎসর শেষ হইবার অন্তর ভিন্ন মাস থাকিতে যদি  
রায়ত ইচ্ছা করা যোত যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামে  
কার বস না করে ;

(গ) যদি ইচ্ছা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের  
কোন সময়ে ভূমিকারী নিজে অন্য কোন একতাকে  
এ যোত বা উত্তর কোন অংশ জমা করিয়া দেন কিম্বা  
চাষ করেন।

(৪) রায়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোত বা  
তাহার কোন অংশ যে আদালতে বিচার্য্য স্থানে  
থাকে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিস জারী করা হইতে  
পারিবে।

(৫) কোন রায়ত আপন যোত ইচ্ছা করিলে  
ভূমিকারী ও যোতে প্রবেশ করিয়া উহা অন্য কোন  
একতাকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ  
লইতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূমিকারীকে  
পরিভাগের কথা। নোটিস না দিয়া ও খাজানা  
বেশন দেয়া হয়, তাহা দিবার  
বান্ধাবস্ত্র না করিয়া যদি আপন বাটী ভাগ করে, ও  
নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে আপন যোত আর  
চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষি বৎসরে এরূপ ভাগ  
করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর  
অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূমিকারী এই  
যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন একতাকে জমা  
করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ  
লইতে পারিবেন।



(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন মোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিদিক্রমে যে প্রকারে আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পণ্ডিত্ত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন মোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা, দখলী দস্তখ্বা রায়ত হইলে, ছয় মাস অতীত না হওয়া পর্যন্ত ঐ রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্ত নাযা বোধ করেন, সেই শর্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যোতের অংশ কবিবার কথা।

৯৭ ধারা। যে প্রজার যোত হস্তান্তরযোগ্য। এই যোতের অংশ হস্তান্তর-যোগ্য না হইবার কথা।  
আইনের কোন কথাক্রমে সেই প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা আপনাতঃ যোতের অন্তর্ভুক্ত ভূমির ক্রিয়াদংশমাত্র একপে হস্তান্তর বা উইল করিতে পারিবেন না, যাহাতে হস্তান্তর বা উইলক্রমে অধীতা ঐ অংশ পূর্বক যোতস্বরূপ উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ভোগ করিতে পারেন।

উচ্ছেদের কথা।

৯৮ ধারা। ডিক্রী জারীকমে না হইলে কোন ডিক্রী জারীকমে না প্রজাকে উদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ না হইবার উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

৯৯ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী এই ধারার ও, কোন ভূম্যধিকারীর ভূমি চুক্তি থাকিলে, তাহার বিধান মানিয়া অরণ কিম্বা এতদর্থে উহার স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন মহালের বা তাহাদের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিবে। তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপনারতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে এত নিয়ম খাটিবে না, যথা—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকস্তী টেবল্টী চেতুক বৎসর পর্যন্ত নির্ধারিত হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে বৎসর চারের ভূমির পরিমাণ পরিবর্তিত হইতে পারে, এবং দেয় খাজানা চারের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্য প্রকারে পরিদায়ক হন, এবং যদি দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ বৎসর শেষ মাপের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে, ঐ মাপ এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বেই হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী পূর্বধারামতে যে ভূমি মাপ করিতে পারেন তাহা মাপ করিতে চাহিলে, ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে মেও-রানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রজা উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির মাপ দেখাইয়া দিবে।

(২) যদি প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে কাঁচা করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রজার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির মাপ ও মাপের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, পরিগৃহ্য বলিয়া অনুমান হইবে।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন মোকদ্দমায় বা আনু-মাপের কষ্টের কথা।  
উক্তিক কাগজে কোন মেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কর্ম-কারীর আজ্ঞাক্রমে ভূমির যে মাপ হয়, তাহা যে মাপে কঠিনত এক দিঘাতে ১৪,৫০০ বর্গ ফুট হয়, সেই গবর্ণ-মেন্টের মাপ অনুসারে হইবে।

(২) উভয় পক্ষের স্বত্ব ভিন্নরূপ কোন স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, গবর্ণমেন্টের মাপ উক্ত মোক-দ্দমার কাগজপত্রে স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বাগে মাপদণ্ড ব্যবহৃত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট স্থানীয় ডায়েরী লেখার পর তাহা নির্দেশ করিয়া বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে নির্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্য্যাদাক্ষেপের কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তাহাদের সহাধিকারিগণ কারিগণ যদি তাহার কার্য্য-এক জন সাধারণ কার্য্য-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একমত না হন, তৎকালে নিযুক্ত করিবেন না এবং সেহ কারণে ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাহাদের উপর আদেশ করিতে পারি-  
(ক) সাধারণের অন্তর্বিধা  
নিম্না  
বর কথা।

(খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কালেক্টরের এবং (খ) চিহ্নিত স্থলে ঐ মহালে বা তাহাদের যাহার কোন স্বার্থ থাকে, একজন কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে একজন সাধারণ কার্য্যাদাক্ষেপ নিযুক্ত করিবেন না, ইহার কারণ দর্শাইবার আদেশস্বক নোটিস তাঁহাদের সকলের উপর জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা তাহাদের সহাধিকারী যে স্বার্থের দায়িত্ব করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ তাঁহাদের দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহাধিকারী হইলে তাহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিস্ট্রারী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

১০৩ ধারা। যদি পূর্বে ধারামত নোটিস জারী হইবার কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করণার্থ তাঁহাদিগকে আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

পরে এক মাসের মধ্যে উক্ত সভা-ধিকারিগণ পূর্বোক্ত করণ কারণ দেখাইতে না পারিলে, তবে জিলার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে একজন সাধারণ কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; এবং ঐ আজ্ঞা দিবার পূর্বে যে কোন সভাপ্রতীক উপস্থিত হন না, ঐ আজ্ঞার নকল তাঁহার উপস্থিতি জারী করা যাইবে।

১০৪ ধারা। পূর্বে ধারামত আজ্ঞা হইবার পর এক আজ্ঞা পালিত না হইলে কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

উক্ত আজ্ঞা জারী হইবার পালনে, উক্ত সভাপ্রতীক হইবার পর প্রকৃত সময়ের মধ্যে যাদৃশ স্তর নীচের একজন সাধারণ কার্যাব্যাহক নিযুক্ত না করেন, এই জিলা জজ সাহেবের অস্বাভাবিক নিষিদ্ধ এই নিয়মের অঙ্গীকার দেন, তবে মুকামিল সময়ের মধ্যে সদস্যসঙ্কট হইলে বস্ত হইবার পূর্বাভাস আছে, জিলা জজ সাহেবকে ইহা বুঝা যায়।

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস উক্ত মহালের বা তালুকের কার্যাব্যাহকতা ভার লইতে সম্মত হন সেই স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা ঐ মহালের বা তালুকের কার্যাব্যাহকতা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; কিংবা

(খ) যে কোন স্থলে একজন কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১০৫ ধারা। কোন স্থানের অমর্গত যে সকল মহালের ও তালুকের নিষিদ্ধ পূর্বে ধারার (খ) প্রকরণমতে এক জন কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করা আদেশ করা হয়, সেই সকল মহালের ও তালুকের কার্যাব্যাহকতা করণার্থ উক্ত স্থানের নিষিদ্ধ

বন্দোবস্তের অধীন লেটেস্ট একজন বা এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং কোন ব্যক্তিকে প্রকরণে নিযুক্ত করা গেলে, জিলা জজ সাহেব উক্ত প্রকরণমতে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু কোন মহাল বা তালুকে যদি জজ সাহেব সহধিকারিগণের এক জনকে কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করা উচিত দেখেন, তবে এই বিধি খাটিবে না।

১০৬ ধারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস

কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্যাব্যাহকতায় লক্ষ্য রাখিবার কথা।

বিধান দ্বারা সম্পত্তির কাৰ্য্যাব্যাহকতা সম্পর্কিত হয়, সেই সমস্ত বিধান উক্ত কার্যাব্যাহকতা লক্ষ্যে খাটিবে।

১০৭ ধারা। (১) জিলার জজ সাহেব সময়ে যেরূপ আদেশ করেন, ১০৪ ধারার (খ) প্রকরণমতে নিযুক্ত কার্যাব্যাহক পারিষদিকরূপে সেইরূপ অবস্থারিত যেমন

কিন্তু কার্যাব্যাহকরূপে তিনি যে টাকা আদায় করেন, সেই টাকার সেইরূপ শতকরা প্রাপ্ত হইবেন।

(২) জিলার জজ সাহেব যেহেতু জামিন দিবার আদেশ করেন, উক্ত কার্যাব্যাহক ব্যাবিদি আপনায় কর্তব্য সম্পাদন করিবার সেইরূপ জামিন দিবেন।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, সহধিকারীরা সংসদ-ভাবে যে সকল ক্ষমতাবিশিষ্ট কার্য করিতে পারিবেন, তিনি জিলা জজ সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে কার্যাব্যাহকতা নিমিত্ত সেই সকল ক্ষমতাবিশিষ্ট কার্য করিতে পারিবেন, এবং সহধিকারীরা প্রকৃত কোন ক্ষমতাবিশিষ্ট কার্য করিবেন না।

(৪) তিনি জিলা জজ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাহাকে লভা লভ্য কার্য করিবেন ও তাহা বচন করিয়া দিবেন।

(৫) তিনি রীতিমত হিসাব রাখিবেন, এবং সহধিকারীদিগকে বা তাঁহাদের কোন জনকে উক্ত হিসাব দেখিতে ও তথ্য নথি লভ্যে দিবেন।

(৬) উক্ত জিলার জজ সাহেব যে সময়ের ও যে পাঠ্য আজ্ঞা করেন, তিনি সেই সময়ে ও সেই পাঠ্যে আপনায় হিসাব গাস করিবেন।

(৭) ভূস্বামীরা ১১২ ধারামতে যে কোন প্রার্থনা করিতে পারিবেন, তিনি সেই প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(৮) জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাহাকে পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।

১০৮ ধারা। কোন মহাল বা তালুক কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্যাব্যাহকতায় দেন সাধিকারিগণকে কার্যাব্যাহকতা গ্রহণ করিয়া গেলে, কিন্তু ১০৪ ধারামতে উল্লিখিত একজন কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করা গেলে,

যদি জিলার জজ সাহেবের এইরূপ হুদোদ জন্মে, যে সাধিকারিগণের অধিষ্ঠা বা ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি বিনা সাধিকারিদের দ্বারা কার্যাব্যাহকতা চলিবে, তবে তিনি যে কোন সময়ে সাধিকারিদিগকে উক্ত মহালের বা তালুকের কার্যাব্যাহকতা ভার প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

১০৯ ধারা। হাই কোর্ট সময় পূর্ব এক ধারামত কার্যাব্যাহকদের ক্ষমতা ও কর্তব্য কল্পে নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা রাখিবে।

## ১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজনার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

স্বত্বের লিপির কথা।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন স্থলে

স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

এরূপ অসুমতি গ্রহণ না করিয়া এইরূপ আজ্ঞা করিলে পারিবে, যে সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারী কর্তৃক কোন স্থানের সমুদয় প্রজাদের বা কোন প্রকার প্রজাদের স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করা যাইবে।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে স্বত্বসম্পাদিত জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অসুমতি পূর্বে গ্রহণ না করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে ভূম্যধিকারী কিম্বা ভূম্যধিকারীদের বা প্রজাদের অনেকাংশ লোকে উক্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করেন, এবং খরচ দিবার নিষিদ্ধ স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশমত টাকা আদায় করেন, সেই স্থলে ;

(খ) যে স্থলে এরূপ লিপি প্রস্তুত করিলে, সাধারণতঃ প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে বিরোধ বিবাদ আছে, বা হইবার সম্ভাবনা, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ হইতে পারে, সেই স্থলে ; এবং

(গ) যে স্থলে গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস তাহার মালিক বা কার্ধ্যাধিকার, এরূপ কোন মহালের বা ভাণ্ডারের মধ্যে উক্ত স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই স্থলে।

(৩) এই ধারামতে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজকীয় গেজেটে দেওয়া গেলে, তাহাই উক্ত আজ্ঞা স্বাধীকৃত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১১ ধারা। পূর্বে ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে

যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞার তাহার কথা।

নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতকগুলি ভাষায় থাকিতে পারিবে, অর্থাৎ,—

(ক) প্রত্যেক প্রজার নাম ;

(খ) তিনি যে প্রকার প্রজা, অর্থাৎ, তিনি ভাণ্ডার দার কি অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারি রায়ত কি দখলীস্বত্বনিশিষ্ট রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত কি কোর্কা রায়ত ;

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও গীমা ;

(ঘ) উদীয় ভূম্যধিকারির নাম ;

(ঙ) দেয় খাজানা ;

(চ) চুক্তিরূপে কি আদালতের আক্রমণে কি প্রকারান্তরে হউক যে প্রকারে উক্ত খাজানা ধাৰ্য্য হইয়া থাকে তাহা।

(ছ) খাজানা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া থাকিলে, যে সময়ে ও/বে ক্রমে হ্রাস হয় তাহা।

(জ) কোন বিশেষ নিয়মে প্রজা ভূমি ভোগ করিলে তাহা।

১১২ ধারা। ভূম্যধী বা ভাণ্ডার প্রার্থনা করিলে

ভূম্যধীর বা ভাণ্ডার প্রার্থনায় যে প্রার্থনায় যে রাজস্ব কর্মচারীর বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

ও যত টাকা খরচ দিবার আদেশ হয় তাহা আদায় করিলে, এতদ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধি মানিয়া ও ভাণ্ডারের কোন রাজস্ব কর্মচারী কোন বখাল

বা ভাণ্ডার না তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে পূর্বে ধারার নিষিদ্ধ বিশেষ কথা নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবে।

১১৩ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী এই লিপি সম্পূর্ণ

লিপি প্রকাশ করিবার ক্রমে যে প্রকারে ও যত কাল প্রকাশ করিবার আদেশ দেন,

সেই প্রকারে ও ততকাল এই লিপির পাণ্ডুলেখা এই স্থানে প্রকাশ করা হইবে, এবং উক্ত কালমধ্যে এই লিপির কোন লেখা সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবে।

(২) উক্ত কাল অতীত হইলে, রাজস্ব কর্মচারী উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করিয়া ফেলিবে ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিদিক্রমে যে প্রকারে প্রকাশ করিবার আদেশ করেন, সেই প্রকারে উহা এই স্থানে প্রকাশ করা হইবে ; এবং উক্ত লিপি যে এই অধ্যায়মতে যথাবিধি প্রস্তুত করা গিয়াছে এরূপ প্রকাশ করণই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১৪ ধারা। পূর্বে ধারামতে উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে

লিপি লেখা সম্বন্ধে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন বিবাদ হইলে কাহা সময়ে রাজস্ব কর্মচারী প্রণালীর কথা।

প্রস্তাব করিলে বা লিখিলে যদি তাহার শুদ্ধতাসম্বন্ধে বিবাদ উদ্ভিত হয়, তবে রাজস্ব কর্মচারী এই বিবাদ গ্রহণ করিয়া নিষ্পত্তি করিবে, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার যে কার্য প্রণালী নিষিদ্ধ আছে, এই আদেশমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া উক্ত কার্যপক্ষে সেই কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিবে, এবং তাহার নিষ্পত্তি ডিক্রার দ্বারা বলবৎ হইবে।

১১৫ ধারা। (১) পূর্বে ধারামতে রাজস্ব কর্মচারী

দেয় নিষ্পত্তির উপর আপীল করিবার নিষিদ্ধ স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এক বা একাধিক বারিক বিশেষ অজবালির নিয়ুক্ত করিবে।

রাজস্ব কর্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীল করিবার কথা।

(২) পূর্বে ধারামতে রাজস্ব কর্মচারীর নিষ্পত্তির উপর বিশেষ অজবালি নিকট আপীল হইতে পারিবে ; এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহা উক্ত আপীলসম্বন্ধে যতদূর পাটিতে পারে পাটিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ অজবালি কোর্টের অধীন আদালত হইলে যে রূপ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিম্নাধীনে তাহার নিষ্পত্তির উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

১১৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিপি প্রস্তুত করা যায় তাহাতে যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে ও যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, ইহা পৃথক করিয়া নির্দেশ করিতে হইবে।

(২) উক্ত লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

খাজানা ধাৰ্য্য হইবার বিধি।

১১৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে উচিত বোধ করিলে, পঞ্চাঙ্গিখিত কোন স্থলে এইরূপ আদেশস্বত্ব আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত সমুদয় প্রজার বা কোন প্রজার প্রজার খাজানা, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদৰ্থে সময়ে২ যে রাজস্ব কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন, তাহাদের দ্বারা ধাৰ্য্য হইবে।

কিন্তু এইরূপ আজ্ঞা করা বাস্তবিক, স্থানীয় তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এইরূপ হুঁদৌর না জন্মিলে, উক্ত গবর্ণমেন্টে এইরূপ আজ্ঞা করিবেন না।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ,

(ক) যে কোন স্থলে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিতে এই অধ্যায়মতে কোন রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি আদেশ করা যায়, এবং

(খ) যে স্থলে কোন স্থান সম্বন্ধে রাজস্ব ধাৰ্য্য হইতেছে।

(৩) এই ধারামতে রাজস্বীয় গেজেটে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, উক্ত বিজ্ঞাপনই উক্ত আজ্ঞা যথাগতি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং কোন আজ্ঞা এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা যতকাল এইরূপে বিজ্ঞাপিত আজ্ঞাক্রমে রহিত না হয়, ততকাল প্রবল থাকিবে।

(৪) কোন প্রজাদের সম্বন্ধে এই ধারামতে আজ্ঞা প্রবল থাকিতে, কোন দেওয়ানী আদালত এই আইন-মতে উক্ত প্রজাদের কাহারও খাজানা রান্ধি বা কম করিবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

১১৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কর্মচারী এই অধ্যায়-মতে খাজানা ধাৰ্য্য করিবার কার্যপ্রণালীর কথা।

(২) (১) প্রকরণমতে লিপিতে উক্ত কর্মচারী কোন কথা লিখিয়া থাকিলে বা লিখিবার প্রস্তাব করিলে, তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে, পঞ্চাঙ্গিখিত বিধানমতে জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন সময়ে বিবাদ উত্থিত হইলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার বিধান থাকিবে।

(৩) যে ভাস্করের খাজানা পরিবর্তিত হইতে পারে সেই ভাস্কর হইলে, কিম্বা মথলীস্বত্ববিশিষ্ট রাজস্বের বোত হইলে, ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে উক্ত কর্মচারী তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধাৰ্য্য করিবেন।

(৪) যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় এই কার্যের নিষিদ্ধ তিনি বর্তমান খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন, এবং খাজানা ধাৰ্য্য করিবার নিষিদ্ধ দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ এই আইনে যে সকল বিধি নির্দিষ্ট হইল, তৎপ্রতি স্মৃতি রাখিবেন।

(৫) (৩) ও (৪) প্রকরণমতে সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত কর্মচারী, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিবেন এবং এইরূপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্যে তাঁহার নিষ্পত্তি দ্বিতীয় ভুল্য চলবে হইবে।

(৬) এইরূপ প্রত্যেক নিষ্পত্তির উপর ১১৫ ধারামতে নিযুক্ত বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে। তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু তাহা এই নিয়মের অধীন থাকিবে যে, এই ধারার (২) প্রকরণমতে দ্বিতীয় আপীলে যদি হাই কোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা বহিরা কোন যোতের খাজানা ধাৰ্য্য হই-রাছে, তদ্বশ্যে কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট এই যোতের নিমিত্ত নূতন খাজানা ধাৰ্য্য করতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ধাৰ্য্য করিবার পূর্বে একই জমাবন্দীর মধ্যে সেই প্রজার অন্যান্য যোতের যেরূপ খাজানা এই ধারামতে নির্ণীত বা ধাৰ্য্য হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া চলিবেন।

(৭) রাজস্ব কর্মচারী যে সকল বিশেষ কথা লিখিতে ও যে খাজানা ধাৰ্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন, সেই সকল বিশেষ কথা ও খাজানা লিখিলে ও ধাৰ্য্য করিলে, তিনি এক বা একাধিক জমাবন্দীর পাত্রে লেখা প্রস্তুত করিবেন। তিনি যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করেন ও খাজানা ধাৰ্য্য করিলে বর্তমান খাজানা ধাৰ্য্য করেন তাহা উক্ত জমাবন্দীতে দেখাইতে হইবে।

(৮) জমাবন্দী ১১৩ ধারার মর্মানুযায়ী লিপি হইলে, ১১৩ ধারা তৎসম্বন্ধে যেরূপ খাতিত, এই ধারামতে প্রত্যেক জমাবন্দী সম্বন্ধেও সেইরূপ খাতিত এবং এই ধারা (১) প্রকরণমতে এইরূপ কোন জমাবন্দীতে যে সকল কথা লেখা যায় তৎসম্বন্ধে ১১৬ ধারা খাতিবে।

১১৯ ধারা। পূর্ব ধারামতে কোন খাজানা পরি-বর্তন করা গেলে, জমাবন্দী যে সময়ে খাজানার পরিবর্তন কলবে হইবে তাহার কথা।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারার (৩) প্রকরণমতে কোন যোতের খাজানার টাক ধাৰ্য্য করাইবার নিষিদ্ধ কোন ভূম্যধিকারীর প্রার্থনা করিবার ক্ষমতা থাকিলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন কিম্বা যোতের পরিমাণ পরিবর্তন হেতুক

না হইলে এই অধ্যায়মতে বোঝের যে খাজানা নির্ণীত বা শাস্য হয়, তাহা অশাস্যকী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি পনের বৎসর কাল মধ্যে রুদ্ধি করা যাইবে না।

অতিরিক্ত বিধানের কথা।

১১১ ধারা। একজন ভূম্যধিকারীর, কিম্বা অনেক ভূম্যধিকারীর ও প্রজার প্রাধিকার্যে, কিম্বা প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে গুরুতর বিবাদ নিষ্পত্তি বা নিবারণ করিবার

এই অধ্যায়মত কার্য্য-  
নুষ্ঠানে যে খরচ পড়ে  
তাহার কথা।

উদ্দেশ্যে, এই অধ্যায়মতে কোন আজ্ঞা করা গেলে, কেবল এই অধ্যায়ের বিধান মফল করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্মচারীর আশ্রিত রাজকীয় কর্মসম্পাদিত উক্ত বিধান সকল কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তাহাদের বেতনের যে অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সমন্বয়ে শাস্য করেন, সেই অংশ সম্বন্ধে উক্ত বিধান কোন স্থানে মফল করিতে গবর্ণমেন্টের যে সমুদয় খরচ পড়ে, তাহা এই স্থানের যে ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের খাজানা এই অংশ সম্বন্ধে শাস্য বা নির্ণীত হয়, তাহার স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক স্থলে সমুদয় ভাবগতিক বিবেচনায় প্রকৃত কার্য্যক্রমমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ কার্য্যক্রমমতে দিগেন, এবং কোন ব্যক্তির ঐরূপ খরচের যে হারহাতিমত অংশ দিতে হয়, তাহা তাহার দেনা বাকী রাজস্বের ন্যায় তাহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

১১২ ধারা। কোন প্রজাসত্ত্ব সম্বন্ধে ১১১ ধারার

লিপি প্রস্তুত হইয়া  
বাগিলে, অবশ্যি তাহা  
জানা মধ্যস্থিত অনুমান  
না থাকিবার কথা।

## ১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

১২০ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় গেজেটে

তালিকা প্রস্তুত করি-  
বার আদেশ দিতে পারি-  
বার কথা।

স্থানের জন্য এইরূপ একটা তালিকা প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিতে পারি বন, যাহাতে উক্ত স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে দখলীশ্বত্বাধিষ্ঠিত রাষ্ট্রের দেয় খাজানার হার দেখান যাইবে।

তালিকার বাণী লেখা  
থাকবে তাহার কথা।

১২১ ধারা। উক্ত তালিকার  
এই এই কথা লেখা থাকিবে,  
যথা,

(ক) ভূমির প্রকৃতি, অবস্থান, জলসেচনের উপায় ও তদুপায় অসামান্য বিষয় বিবেচনায় যে কএক শ্রেণীর ভূমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাজানার হার শাস্য করা আশঙ্ক্যক হয় তাহা; এবং

(খ) ঐরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমি যে দখলীশ্বত্ব বিধিষ্ট রাষ্ট্রের তাগ করে, উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে তাহাদের দেয় খাজানার হার।

১২২ ধারা। ১২১ ধারা-  
যে বিধি অনুসারে  
খাজানার হার শাস্য  
করিতে হইবে তাহার  
কথা।

(ক) তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত শ্রেণীর ভূমির জন্য দখলীশ্বত্বাধিষ্ঠিত রাষ্ট্রের তাগ শাস্য হইবে যে হারে খাজানা দিয়া থাকে, তৎপ্রতি;

(খ) যে সময়ে হার শাস্য হয় সেই সময়ে ঐ স্থানে প্রচলিত বাজারে প্রদান্য খাদ্য শস্যের গড় মূল্য ছিল, অথবা উক্ত সময় কিম্বা সেই সময়ের গড় মূল্য সহজে জানা যাইতে না পারিলে, অন্য যে সময় উপ-  
নার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্য্যকর বোধ হয়, সেই সময়ে যে গড় মূল্য ছিল, তাহার প্রতি;

(গ) যে সময়ে তালিকা প্রস্তুত করা যায় সেই সময়ে ঐ স্থানে বা চর্চিত বাজারে প্রদান্য খাদ্য শস্যের গড় মূল্য থাকে তাহার প্রতি; এবং

(ঘ) নিম্নলিখিত বিধির প্রতি, অর্থাৎ, যদি প্রদান্য খাদ্য শস্যের গড় মূল্য রুদ্ধিভুক্ত কোন শ্রেণীর ভূমির খাজানার হার রুদ্ধি করা যায়, তবে পূর্ব গড় মূল্যের প্রতি বৃদ্ধি গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পুরাতন হারের সহিত নূতন হারের তদনুপাত উক্তর অনুপাত থাকিবে না, এই বিধির প্রতি।

কিম্বা কোন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত শাস্য করা হার বর্তমান হার অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

১২৩ ধারা। উক্ত রাজস্ব কর্মচারী এই তালিকা প্রস্তুত  
তালিকার স্থানীয়  
প্রকাশ করণের কথা।

১২৪ ধারা। তালিকার কোন লেখাসম্বন্ধে কোন ব্যক্তির  
আপত্তি থাকিলে তিনি ঐরূপ  
রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি  
নিষ্পত্তি করিতে পারি-  
বার কথা।

১২৫ ধারা। উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আপত্তি  
তালিকা উক্ত মাস  
কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠা-  
ইবার কথা।

খণ্ডের কমিশনার সাহেবের  
দ্বারা রেজিস্ট্রি গোঁড়ে উক্ত তালিকা অনুমোদনের  
নিমিত্ত পাঠাইবেন, এবং তৎসঙ্গে আপনার কার্য্যবিবরণ,  
প্রত্যেক বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহার ছেতু  
লিখিত রিপোর্ট ও যে আপত্তির দরখাস্ত পাওয়া  
গিয়া থাকে তাহাও পাঠাইবেন।

১২৯ ধারা। রেবিনিউ বোর্ড যে প্রকারে উচিত

ভাষা হইলে রেবিনিউ বোর্ডের কার্যক্রমাদি কথ্য।

বোর্ড করেন, পূর্ব ধারামতে প্রেরিত তালিকা সেই প্রকারে সংশোধন করিতে পারিবেন এবং তৎসঙ্গে যে কোন আপত্তি পাঠান যায় বা পরে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশঃ অংশঃ করিতে পারিবেন, অথবা অতিরিক্ত অনুসন্ধানের নিমিত্ত মোকদ্দমা কিরাদারা দিতে পারিবেন।

১৩০ ধারা। বোর্ড কর্তৃক তালিকা অনুমোদন

কৃত হইলে, উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রেরিত হইবে। উক্ত গবর্ণমেন্ট

যে কোন লিখিত আপত্তি প্রাপ্ত হইলে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে পর, যে কোন রূপে উচিত বোধ করেন, উক্ত সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ করিলে এইরূপ আদেশাদিতে পারিবেন, যে উক্ত তালিকা বা সংশোধিত তালিকা যে স্থানে বর্ত্তিবে সেই স্থানের সিন্ডিকেট সহিত রাজকীয় মোতেটে প্রকাশ করা যাইবে।

১৩১ ধারা। কোন স্থান সংক্রান্ত তালিকা পূর্ব

তালিকা যত কাল প্রকাশ করণীয় সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে, এবং

প্রকাশ করিবার সংক্ষেপে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট গবর্ণমেন্টের বংশধর অমূল্য বা ত্রিশ বৎসরের ভূমিকার সমস্ত মূল্য প্রবল থাকিবার আদেশ করেন, তত কাল প্রবল থাকিবে।

১৩২ ধারা। ১৩০ ধারামতে তালিকা প্রকাশ করা

তালিকা নিম্নোক্ত প্রণালী হইয়া থাকিবে।

হইবে, অর্থাৎ,—

(১) তালিকা প্রস্তুত করিবার কাগজ এই আইন অনুসারে বর্ণান্বিত করা হইয়াছে; এবং

(২) এই আদেশ প্রকাশের বিধান না থাকিলে, প্রত্যেক প্রেরিত ভূমির নিমিত্ত তালিকার যেখান দুটি হয়, তাহা উক্ত তালিকা যে স্থানে বর্ত্তিবে, সেই স্থানের অন্তর্গত এই প্রেরিত ভূমির জন্য দখলীস্বত্ববিধি রায়তদের মধ্য উপযুক্ত ও ন্যায্য হইবে।

১৩৩ ধারা। কোন স্থানের নিমিত্ত হারের তালিকা-

মাত্র প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্মচারীরা আপনাদের সরকারী কর্মসম্পাদিত উক্ত প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন তাহাদের বেতনের যে রূপ

অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে নিরূপণ করেন, সেইরূপ অংশ সময়ে এই তালিকা প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেন্টের যে খরচ পড়ে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে যে রূপ হারহারীমতে দিত্ত করিয়া দেন, সেইরূপ হারহারীমতে উক্ত স্থানের দখলীস্বত্ববিধি রায়তেরা ও ভূমিকারীরা দিবেন; এবং কোন ব্যক্তির উক্ত খরচের হারহারীমতে যে অংশ দিতে হইবে, তাহা তাহার দেনা বাকী ভূমির

রাজস্বের ম্যার তাঁহার দানে আদায় করা বাইতে পারিবে।

১৩৪ ধারা। পূর্ব কএক ধারামতে কোন স্থানে কোন

বৈধানে তালিকা প্রবল থাকিবে, উক্ত স্থানের অন্তর্গত যে যোত কোন দখলীস্বত্ববিধি রায়ত মুক্ত-রূপে থাকিবে, তাহা ভোগ হবে,

সেই বোর্ডের ভূমিকারী তৎকালে দের থাকিবে। এই বর্ণিত রীতি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যে তালিকার নির্দিষ্ট হারে যে থাকিবে দের তাহা তৎকালে কম। তাহা হইলে আদালত তালিকার নির্দিষ্ট হারানুসারে থাকিবে রীতি করিবেন। কিন্তু

এ—রায়ত কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারী ভূমি ভোগ করিতে আরম্ভ করিবার পরে ভূমিতে বা ভূমিসমূহে যে পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, ভূমি-নিমিত্ত যদি বোর্ডের অন্তর্গত কোন ভূমির থাকিবে এই ধারামতে উক্ত হারে ধার্য করিতে হয়, এবং উক্ত পরিবর্তন না ঘটিলে যদি তাহা এই ধারামতে নিম্নতর হারে ধার্য করা যায়, তবে নিম্নলিখিত বিধি থাকিবে, যথা—

(ক) যদি কেবল রায়তের বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারীর পরিশ্রমে বা খরচে এই পরিবর্তন ঘটয়া থাকে, তবে আদালত নিম্নতর হারে এই ভূমির থাকিবে ধার্য করিবেন;

(খ) যদি অংশতঃ ভূমিকারীর কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারীর পরিশ্রমে বা খরচে, এবং অংশতঃ রায়তের কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারীর পরিশ্রমে বা খরচে এই পরিবর্তন ঘটয়া থাকে, তবে আদালত মোকদ্দমার সমুদয় তথ্যগতিক বিবেচনার ফলে উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, উক্ত হার ও ন্যায় হারের মধ্যবর্তী রূপে হারে উক্ত ভূমির থাকিবে ধার্য করিবেন; এবং

(গ) ভূমিকারীর বা রায়তের কিম্বা তাহাদের পাঁচা ও স্বার্থগত পূর্বাধিকারীর পরিশ্রমে বা খরচে উক্ত পরিবর্তন ঘটয়াছে, যদি ইহার প্রমাণ না হয়, তবে আদালত উক্ত হার ও নিম্নতর হারের অন্তর্বর্ত্তী হারের মধ্যে যোগ করিয়া সেই হারে উক্ত ভূমির থাকিবে ধার্য করিবেন।

২য়—এই ধারামতে যে হার থাকে, চুক্তি বা মেনা-টারক্রমে কিম্বা কোন ন্যায্য কারণে রায়ত তৎকালে নিম্নতর হারে ভোগ করিবার অধিকারী ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আদালত নিম্নতর হারে থাকিবে ধার্য করিবেন।

৩য়—এই ধারামতে থাকিবে রীতি যে সকল ডিক্রী হয়, তৎপ্রতি ৪৯ ধারা বর্ত্তিবে; এবং থাকিবে প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই হেতু কিম্বা মূল্যবদ্ধি হেতু যদিও অধ্যায়মতে থাকিবে রীতি মোকদ্দমা হইলে যে রূপ হইত, সেইরূপ এই ধারামতে সমুদয় থাকিবে রীতি মোকদ্দমার প্রতি ৫০ ধারা বর্ত্তিবে।

উদাহরণ।

(ক) কোমর প্রকারের ভূমির জন্য তালিকার এইরূপ হার লিখিত আছে,—

হুণ হইতে ভূমিতে জনশেখ করা

গেলে

একর প্রতি ৪ টাকা।  
একর জনশেখ করা বা গেলে... একর প্রতি ২ টাকা।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাহক জমীদার, বসরাব, চক্রে ও দীঘ বাধের বোড, এই প্রকারের ভূমি। এই বোডের অন্তর্গত কুণ হইতে ভাণ্ডাতে জলসেচন হয়।

জমীদারের বোডের কুণ পুরাতন, প্রজন্মকালীন পূর্ন হইতে আছে। বসরাবের বোডের কুণ প্রজন্মকালীন হইবার পর ভূমিধিকারী প্রস্তুত করাইয়াছেন। চক্রে বোডের কুণ আরও প্রস্তুত করাইয়াছেন। দীঘবাধের বোডের কুণ ভূমিধিকারী ও বাহক প্রত্যেক পরিজন ও মানবশ্রমের কিয়দংশ দিয়া প্রস্তুত করাইয়াছেন। জামদ ও বসরাবের বোডের খাজানা একর প্রতি ৯২ টাকা হারে, চক্রে বোডের খাজানা একর প্রতি ২৮ টাকা হারে, এবং দীঘবাধের বোডের খাজানা ২৮ টাকা ও ৪৮ টাকা এই উভয়ের সমাবর্তী যে যার ক্রম ভোগ উপযুক্ত ও ব্যাঘ্য বিবেচনা করেন, সেই হারে বাধ্য করিতে হইবে।

(খ) কোষ এক প্রকারের ভূমির নিশ্চিত ভাগিদার যে হার নিশ্চিত আছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপ :-

কোষ মদীর পাখা হইতে উক্ত ভূমিতে

জল সেচন করা গেলে ... একর প্রতি ৪৮ টাকা  
এইরূপে জল সেচন করা না গেলে ... একর প্রতি ২৮ টাকা

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাহক জমীদার ও বানবের বোডের ভূমি উক্ত প্রকারের, এবং ভাণ্ডাতে চল্লিশ বৎসর পূর্বে এইরূপ জল সেচন করা হইত না, কিন্তু এই সময়ে সিকটস্ একটা মদীর সন্ধি পরিবর্তন হওয়াতে এই বোডের পার্শ্ব দ্বারা একটা মদী পাওয়া গিয়াছে। জমীদার ও বসরাবের আশঙ্কার বোড দখল করিতেছেন, বানব দ্বারা বসরাব হারা, জমীদার বোডের খাজানা ২৮ টাকা হারে এবং বানবের বোডের খাজানা ৪৮ টাকা হারে বাধ্য করিতে হইবে।

## ১২শ অধ্যায়।

ভূমিধিকারী নিজে নিজে নিশ্চিত করিবার বিধি।

১৩৫ ধারা। জমীদার গবর্ণমেন্ট সময়ে এইরূপ আদেশ-

ভূমিধিকারী নিজে নিজে  
ভূমি ও নিশ্চিত  
করিবার আদেশ দিতে জা-  
মীদার গবর্ণমেন্টের কক্ষের  
কথা।

স্বত্ব আদায় করিতে পারিবেন  
যে, কোন নিশ্চিত স্থানে ১০  
ধারার মধ্যস্থিত ভূমিধিকারী  
নিজে নিজে নিশ্চিত করে সকল জমী  
পক্ষে, কোন রাজস্ব কর্মচারী  
তাহা ভরণ করিয়া নিশ্চিত  
করেন।

১৩৬ ধারা। ভূমিধিকারী নিজে নিজে নিশ্চিত জমী

ভূমিধিকারী আদেশ প্রা-  
র্থনাদে নিজে নিজে  
কথা নিশ্চিত করিতে  
রাজস্ব কর্মচারীর কব-  
তার কথা।

কথিত হইলে, উক্ত জমীদার ভূমি-  
ধিকারী কোন প্রকার প্রার্থনা-  
বোধ ও খরচের ব্যয় টাকা প্রা-  
প্যক হই, তিনি সেই টাকা  
আদায় করিলে, কোন রাজস্ব  
কর্মচারী এতদর্থে স্থানীয় গব-  
র্ণমেন্টের কাছে

বোঝাইয়া দিবে, সেই বিধি মানিয়া ও  
ভদ্রমুখ্যের উক্ত জমী ভূমিধিকারী নিজে নিজে নিশ্চিত  
নির্ণয় করিয়া নিশ্চিত করিতে পারিবেন।

১৩৭ ধারা। কোন রাজস্ব কর্মচারী পূর্বে দুই ধারার

নিজে নিজে নিশ্চিত  
করিবার কার্যপ্রণালীর  
কথা।

কোন ধারামতে কার্যাদ্যুষ্ঠান  
করিলে, ১১৩, ১১৪, ১১৫ ও ১১৬  
ধারার বিধান বর্তিবে।

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম-

ভূমিধিকারী নিজে নিজে  
নির্ণয় করিবার বিধি।

চারী নিশ্চিত জমী ভূমি-  
ধিকারী নিজে নিজে নিশ্চিত

বদ্ধ করিবেন।—

(১) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজ যোত  
বা খামার নিশ্চিত ভূমিধিকারী নিজে আশ্রয় সরঞ্জাম  
দ্বারা বা আশ্রয় চাকর দ্বারা বা দেওনভোগী মজুর দ্বারা  
এই আইন বিধিবদ্ধ ভূমিধিকারীকে পূর্বে ক্রমাগত  
বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই  
জমী, এবং

(২) যে আবাদী জমী প্রাথমিকভাবে ভূমিধিকারী  
খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজ যোত বা কাষাতি জমী  
বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(৩) অন্য কোন জমী ভূমিধিকারী নিজে নিজে নিশ্চিত  
করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে,  
উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮০ সালের  
মার্চ মাসের ১ তারিখের পূর্বে ভূমিধিকারী নিজে নিজে নিশ্চিত  
বিশেষ করিয়া এই জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না  
এই কথা প্রতি স্মৃতি রাখিবেন; কিন্তু যাবৎ বিপরীত  
দর্শন না যায়, তাহা উক্ত জমী ভূমিধিকারী নিজে নিজে  
নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৪) জমী ভূমিধিকারী নিজে নিজে নিশ্চিত, এবিষয়ে  
দেশাচারী আদালতে কোন প্রস্তাব উত্থিত হইলে, রাজস্ব  
কর্মচারীর কাগজপত্রাদি প্রদর্শন করিয়া এই ধারার  
যে বিধি নিশ্চিত হইল, উক্ত আদালত তাৎক্ষণিক স্মৃতি  
রাখিবেন।

## ১৩শ অধ্যায়।

কোক করিবার বিধি।

১৩৯ ধারা। কোন ধারতের বা কোর্সি ধারতের

যে ২ বৎসর কোর্সের  
দখল করা বাহতে  
পরিবে ভাষার কথা।

ভূমিধিকারী বা খামার  
পাওয়া হইলে, ও এক বৎসরে  
অধিক কাল পাওয়া হইয়া না  
যাকিলে, এবং তৎকালী ভূমি-  
ধিকারী কোন জমী দখল  
পাউল, উক্ত ভূমিধিকারী  
আইনমতে অন্য যে প্রতিকার  
পাউল পারেন, তদতি-  
রক দেশাচারী আদালতে  
দখল দাখিল করিয়া এই  
প্রার্থনা করিতে পারিবেন।  
যে উক্ত আদালত এই কৃ-  
ষকের দখলে রাখা আছে,

(ক) এরূপ যে কোন লম্বা বা ভূমির অন্য উৎপন্ন  
ই যোতে কাটা বা ভোলা না হইয়া থাকে, ও

(খ) এরূপ যে কোন লম্বা বা ভূমির অন্য উৎপন্ন  
উক্ত যোতে অধিষ্ঠিত, এবং কাটা বা ভোলা গিয়া  
যোতে বা লম্বা স্থিতির স্থানে, কিবা (কেন্দ্রেই হউক  
বা বাহ্যতেই হউক) লম্বা মাড়াই প্রকৃতি করিবার  
স্থানে  
রাখা হইয়াছে,

তাহা কোক করিয়া উক্ত বাকী খাজানা আদায়  
করেন।

কিন্তু

(১) জমি রেজিস্ট্রারী করণ বিধির ১৮১৬  
সালের আইনমত অর্থকর ভূমিধিকারী  
বা কার্যপ্রণালীর কথা ভূমিধিকারী  
বদ্ধকর্মচারীর নাম ও যে

(৩) দাবীপত্র ও হিসাব শাখা কইলে যে ব্যক্তির উপর ভারী করিতে হইবে, নিজ তাঁহাকেই সেওয়া বাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তির উপর ভারী করিতে হইবে সেই ব্যক্তি পলাইলে বা গোপনে থাকিলে, কিম্বা অন্য কারণে তাঁহাকে পাওয়া বাইতে না পারিলে, তখন সচরাচর যে বাণীতে বাস করেন সে বাণীর বহির্ভায়ে উক্ত কর্মচারী উক্ত দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল লিপাইয়া দিবেন।



১৪৪ খার। (১) এই খারিতে ক্রোক করিলে তাহাতে কান শস্যাদি কাটিতে বা তুলিতে বা গোলাজাত করিতে কিম্বা তাঁরা উপযুক্ত-রূপে রক্ষা করণার্থ অন্য যে কোন কাঁচা করা যাবশ্যক হয়, তাহা করিতে কোন ব্যক্তি বাহা হইবে না।

(২) যে ব্যক্তির পুঁদোক কাঁচা করিবার অথবা যথাকালে সেই ব্যক্তির ক্রটি হইলে, ক্রোককারী কন্সচারী ক্রোক করিতে পারেন বা অন্যগুণী-লসাদ গাশিলে কাটাওবেন বা সংগ্রহ করাইবেন, এবং গোলা এড়িতে যে স্থান উপর্যে সতরাং বাহ্যিক হয়, তৎপরে কিম্বা বিক্রয় করা কোন স্থানস্থিত স্থানে এই কসল প্রভৃতি সংগ্রহ করি। রাখিবেন, কিম্বা তাহা উপযুক্তরূপে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য যাহা কিছু আবশ্যিকতার তাহা করিবেন।

(৩) উক্ত স্থলেই ক্রোককৃত সম্পত্তি ক্রোককারী কন্সচারীর জিম্মায় কিম্বা তিনি এতদপর্বে অন্য যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, এই ব্যক্তির জিম্মায় থাকিবে।

১৪৫ খার। (১) ক্রোক করিবার সমুদয় খরচা দাবী শোধ করা না গেলে নীলামের ঘোষণা-পত্র প্রচার করিবার কথা।  
সমস্ত দাবীর টাকা অবিলম্বে শোধ করা না গেলে, সম্পত্তি ক্রোককারী কন্সচারী ঘোষণা-পত্র প্রচার করিবেন। তাহাতে ক্রোককৃত সম্পত্তির বিশেষ রক্ষা এবং যে দাবীর জন্য উক্ত ক্রোক করা যায়, তাহা লেখা বাহবে, এবং এত সম্ভাব্য দেওয়া যাইবে। যে তিনি ক্রোক করিবার পর দিন দিনের কম না হয় কিম্বা সাত দিনের অধিক না হয়, এরূপ কোন নির্দিষ্ট দিনে কোন স্থানে ক্রোককৃত সম্পত্তি প্রকাশ্যে নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

কিন্তু ক্রোককৃত শস্যের বা অন্যের তাব বিবেচনার তাহা সন্ধিত করিয়া রাখা সাহায্যে পারিলে 'কল সন্ধিত' না হইয়া থাকিলে, নীলামের দিন এরূপ খাফা করিতে হইবে যাহাতে এই দিনের পূর্বে এই শস্যাদি সন্ধিত করণার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়।

(২) যে ভূমির দাবী খাজানার দাওয়া হয়, সেই ভূমি যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামের কোন মুজরাদ্দা স্থানে এই ঘোষণাপত্র লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

১৪৬ খার। ক্রোক করা জব্দ যেখানে থাকে সেই স্থানে নীলাম করা যাইবে, কিম্বা যদি ক্রোককারী কন্সচারীর এরূপ মত হয়, যে নিকটস্থ সাধারণের সম্মানগমনের স্থানে নীলাম হইলে, অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে নীলাম হইবে।

১৪৭ খার। (১) যে সকল কসলের বা উৎপন্ন জম্মাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।  
ক্রোককৃত শস্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।  
তুলিয়া সন্ধিত করণার্থ প্রস্তুত করিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইবে না।

(২) যে সকল কসলের বা উৎপন্ন জম্মাদি তাব বিবেচনার তাহা সন্ধিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না, সেই সকল কসল প্রভৃতি কাটিবার বা তুলিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে; এবং ক্রেতা নিজে কিম্বা এতদপর্বে তাহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া এই কসল প্রভৃতির রক্ষা করিতে ও তাহা কাটিতে বা তুলিতে গেলে, বাহা কিছু আবশ্যক হয়, তাহা করিতে আবদার হইবে না।

১৪৮ খার। নীলামকারক কন্সচারী বাহা পরা-বর্ষসিদ্ধ জান করেন, তৎপরে যে একরে বিক্রয় এক বা আধক লাটে উক্ত করিতে হইবে তাহার সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে; এবং ক্রোক ও নীলাম করিবার খরচা সমস্ত দাবীর টাকা উক্ত সম্পত্তির কসলংশ বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, তৎকালে অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৪৯ খার। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে, যদি বিক্রয় সন্ধিত রাখি-  
নীলামকারক কন্সচারীর বিবে-  
চনার তাহার ন্যায্য মূল্য ডাক না হয়, এবং এই সম্পত্তির মালিক অথবা তাহার পক্ষে কাঁচা করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পরদিন পয্যন্ত কিম্বা নীলামের স্থানে কাঁচা হওয়া থাকিলে, পরবর্তী ছাটের দিন পয্যন্ত নীলাম সন্ধিত রাখিবার আর্থনা করেন, তবে উক্ত দিন পয্যন্ত নীলাম বন্ধ থাকিবে, এবং সেই দিন উক্ত সম্পত্তির নিমিত্ত যে কোন মূল্য ডাক উঠে না কেন বিক্রয় কাঁচা সম্পূর্ণ করা যাইবে।

১৫০ খার। প্রত্যেক লাটের মূল্য নীলামের সময়ে, ক্রেতার টাকা দেবার কিম্বা নীলামকারক কন্সচারী তাহা তৎপরে যত শীঘ্র দিবার আদেশ করেন, দেওয়া যাইবে; এবং এরূপে টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি পুনর্বার নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

১৫১ খার। সমস্ত ক্রেতার টাকা দেওয়া গেলে, ক্রেতাকে সর্টিফিকেট নীলামকারক কন্সচারী দেওয়া যাইবে তাহার ক্রেতাকে এক সর্টিফিকেট দিবে। ক্রেতা যে সম্পত্তি ক্রয় করিলেন, এবং যে মূল্য দিলেন, এই সর্টিফিকেটে তাহা লেখা থাকিবে।

১৫২ খার। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে নীলামের উৎপন্ন টাকা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে টাকা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে বেরপে প্রয়োগ করিতে নীলামকারক কন্সচারী ক্রোকের হইবে তাহার কথা।  
ও নীলামের খরচ দিবে।  
এতদপর্বে স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে বিধি প্রণয়ন করিবেন, সেই বিধির নির্দিষ্ট খরচের দ্বারা প্রায়শঃ উক্ত খরচ দ্বারা যাইবে।

(২) যে দাবী খাজানার জন্যে ক্রোক হয়, নীলামের দিন পয্যন্ত তাহার মূল্য সমস্ত সেই দাবী খাজানা শোধ করিতে অবশিষ্ট টাকা প্রয়োগ করা যাইবে; এবং কিছু উত্তর থাকিলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হয় সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

১৫০ খান্না। এই আইনবলে সম্পত্তি মৌল্যকারক  
কর্মচারীসিগকে এবং ঊনাত্তের  
মিবুত্ব দা অধীন সকল বাস্তবিক  
মিরেধ করা যাইতেছে, যে

মোমায করা কোন মঙ্গলিত্ব নিজে বা অন্যের দ্বারা ক্রম  
করিয়েন না ।

১৫৪ পাতা । ( ১ ) এই অধ্যায়সভা জ্যোত করিবার  
পরে এবং জ্যোত করা সম্পা-  
ত্তির নীলার হইবার পূর্বে  
কোন সময়ে যদি বাঁকীদার  
কোনো কারণে মৃত্যুবরণ করেন

মানিক বাকীশাহ না হইলেন তিনি, যে আশানুভব জোকের  
আজ্ঞা মেন, সেই আশানুভব কিম্বা জোককারী কর্ম-  
চারীর হস্তে ১৪৩ ধারাবাহে জারী করা দাবীপত্রের  
নির্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র জারী করা গেলেন পরে যে  
সকল ধরজা পড়িয়া থাকে, তাহা আদানও করেন, তবে  
উক্ত আশানুভব কিম্বা হল বিশেষে উক্ত কর্মচারী তাহার  
বৃসদী দিবেন, এবং ঐ জোক তৎক্ষণাত্ উঠাইয়া লওয়া  
বাহিবে ।

(২) ক্রোককারী কর্মচারী এরূপ আবাদত পারিলে,  
তঁহা তৎক্ষণাৎ উক্ত আবাদতে দিবেন।

(৩) খিন বাঁকোনার নহেন, ক্রোক করা সম্পত্তির  
একপ বাসিন্দকে এই বাঁকোনাতে রাসীদ দেওয়া গেলে, যে  
বাঁকো খাজানার মিস্ত্রি ক্রোক করা যায়, সেই বাঁকো  
খাজানার জন্য গরবস্তী কোন দাওয়া হইতে তিনি  
সম্পত্তির উপস্থিতি পাইবেন।

(৪) ফ্রোক করা সম্পত্তির মালিক ফ্রোকের বৈধতার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা হানি পূরণ পাইবার লাওয়া করিবার মরখাস্তকারীর বিকল্পে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারারভে আশ্রয়িত করিবার তারিখ আগ পর্যন্ত এক মাস গত হইলে পর আদালত ফ্রোকের মরখাস্তকারীকে আশ্রয়িতী টাকার হইতে তাঁহার পাইবো টাকা দিবে।

(৫) কোন অস্থান এজা এই খারানতে টাক  
আমানত করিলে, জুয়ারিকারী তাহা নষ্টাভেন বলির  
কেনন এই কারণে তিনি তাহার এজার যোগে বা তাহার  
কোন অংশ পেটোও বলি করিতে সম্মতি দিগাহেন  
বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

১৫৫ হারি। (১)

পেটাত এলা আগন  
পাটোবাভার কথ্য যে  
টাকা দেব, ভাষা বাজনা  
নইতে হাতিরা নইতে  
পারিবার কথা।

উদ্ধতন এভার কট হেতুক  
কোন অবস্থান এভার সম্প্রতি  
এই অধারবতে বৈধতা  
কোক করা যায়, তিনি পূর্ব  
হারাবতে কোন টাকা দিলে  
টাহার নিজ কুশাধিকারী

খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া নইতে পারিবেন এবং সেট কুম্ভাধিকারী বা কীদার না হইলে, তিনি তাঁহার নিজ কুম্ভাধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে প্রথমে উক্ত টাকা কাটিয়া নইতে পারিবেন; এবং বাব বা কীদার পক্ষীয় না পক্ষহে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

(২) কোন অজ্ঞান এজা পূর্ব ধারাবতে কোন টাকা দিলে, এই ধারাবতে উক টাকার যে কোন অংশ কাটিয়া লন বাই, বাকীদানের স্থানে তাহা আদার করণার্থ উদ্ধার যে মোকদ্দম। শ্রিবার বদ্য আছে, এই শ্রিবার কোন কথাক্রমে সেই বদ্যের বিস্তৃ হইবে না।

১৫৬ ধারা। জুনি পেটাই বিলি করা গেলে, যদি  
উর্দ্ধতন ও অধস্তন একই সম্পত্তিক্রোককারী উর্দ্ধ-  
তন ও অধস্তন জুমাধিকারীর  
জুমাধিকারীর শব্দের মধ্যে এই অর্থায়নভে  
বিরোধের কথা। বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে  
উর্দ্ধতন জুমাধিকারীর শব্দ প্রবল হইবে।

:৫৭খার। এই অধারমতে নত ক্রোকের আশা  
 যে সম্পত্তি আটক এবং ক্রোকের বিষয়ীভূত  
 আছে তাহা ক্রোক করি সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় কর-  
 বার কথা। গার্হ কোম দেওয়ানী আদা-

মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, ক্রোড়ের আঁজা প্রবল হইবে; কিন্তু উক্ত আঁজাক্রমে ঐ গম্পত্তি নীলায় করা গেলে, নীলামের উৎপন্ন উৎকর্ষটাকা যে আঁজানত আঁটন বা বিক্রয় করিবার আঁজা দেন, সেই আঁজানতের অনুবর্তি বিনা ১৫২ ধারান্নে উক্ত গম্পত্তির মালিককে দেওয়া যাইবে না।

১৪৮ খার্ডা। এই অখার্ডমতে: কান মেওয়ারী আদালত  
অন্য়ারকোডের বিমিত  
কতিপূরণের যোকদমা  
কথা।  
যে কোন আদেশ করেন, তাহার  
উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু  
যেহলে ১৪৯ খার্ডমতে মরখাত  
করিবার অহুমতি নাই সেই  
হলে ১৪০ খার্ডমতে মরখাত হওয়াতে যাতার সম্পত্তি  
কোক করা গিরাতে, সেট ব্যক্তি মরখাতকারীর বিরুদ্ধে  
কতিপূরণ পাহার যোকদমা উপহিত করিতে পারি-  
বে।

১৪শ অধ্যায়।

विचार मन्त्रालय कार्यधनानो विवरक विधि ।

১৯০। (১) হাই কোর্ট সম্বন্ধে স্থানীয় পদ-  
 ত্যাগকারী ও প্রচার  
 মোকদ্দমার বহু ক্ষেত্রে  
 হইলে রেজিস্ট্রারী মোক.  
 দ্বারা কার্যপ্রণালী বি-  
 বরণক আছেন পণি.  
 বর্ধিত করিবার কয়ডার  
 কথা।

যেক্টর অনুমানরূপে এট.  
 রূপ আদেশদৃষ্টক বিধি প্রণয়ন  
 করিতে পারিবেন যে, দেওয়ানী  
 মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিব-  
 রণক আইনের বিশেষ কোন অংশ  
 ত্যাগকারী ও প্রচার নথ্যে  
 ত্যাগকারী ও প্রচার বলিত

কোন যৌক্তিকতার প্রতি কিম্বা ইচ্ছা বিশেষ কোন জ্ঞানের যৌক্তিকতার প্রতি বর্ন্তিবে না, কিম্বা বিধির নিষ্কিষ্ট পরিবর্তন সহকারে বর্ন্তিবে।

(২) এক্ষণে প্রণীত বিধির নিয়মাবলীতে এবং এই আইনের অধীনে বিধানের নিয়মাবলীতে, মেজারী বোকদ্বার কার্যাধীনা বিয়ক আইন এক্ষণে মকল বোকদ্বার প্রতি বর্জিবে।

১১০ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পঞ্চদশের মধ্যে  
 আইনমত আনুষ্ঠানিক  
 কার্যে বিচারাধিপত্যের  
 কথা।  
 হুমায়ুনিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ  
 থাকে, তাহার মতল পাঠবার  
 মোকদ্দমা প্রেরণ করিতে বে  
 দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা  
 থাকে, প্রজা ও হুমায়ুনিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

উপস্থিত হয়, তাঁহার হেতু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-  
প্রণালী বিষয়ক আইনের কার্যপক্ষে সেই দেওয়ানী  
আদালতের বিচারাত্মক স্থানের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে  
বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদা-  
লত ভূমিকাদারী বা প্রজার প্রার্থনামতে আত্ম করিতে  
কমতাপন্ন হইলে, এই যোতের দখল পাইবার মোকদ্দমা  
পুছন করিতে যে আদালতের কমতা থাকে, সেই আদা-  
লতে প্রার্থনা করিতে হইবে।

১১১ ধারা। কোন ভূমিকাদারী যে কোন ন্যায়ব-  
্যারের বা গোমস্তার বা গোমস্তা ভূমিকাদারী আ-  
বীড়িত মোস্তার হইবার করিত কমতাপত্রক্রমে এত-  
কথা। নর্ধে কমতা প্রাপ্ত হন, তিনি  
এরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার  
কার্যপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক  
আইনের অর্থমতে উক্ত ভূমিকাদারী বীড়িত মোস্তার  
বলিয়া গণ্য হইবে। যে আদালতে মোকদ্দমা উপ-  
স্থিত করিতে হইবে, বা উপস্থিত থাকে, সেই আদালত-  
তের বিচারাত্মক স্থানের মধ্যে উক্ত ভূমিকাদারী উপ-  
স্থিত থাকিলেও এইরূপ হইবে।

১১২ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী  
মোকদ্দমার বিশেষ মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক  
আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত বিশেষ রূতাব উক্ত ধারা  
নির্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমা রেজিস্টারে না লিপিবদ্ধ  
বিশেষ এক রেজিস্টারে লিখিতে হইবে। স্থানীয় সর্ব-  
যেট এতদর্থে সন্যস্ত যে পাঠ নিদেশ করেন, সেই পাঠ  
প্রত্যেক দেওয়ানী আদালতে এই বিশেষ রেজিস্টার  
রাখিবেন।

১১৩ ধারা। খাজানা আদায়  
খাজানার মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীর কথা। কর্তার মোকদ্দমার দ্বিমূল্যবিত্ত  
বিধি থাকিবে।—

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক  
আইনের ১২১ অবধি ১২৭ পর্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও  
৩০৫ ধারা ও ৩২০ অবধি ৩২৫ পর্যন্ত ধারা এরূপ  
কোন মোকদ্দমার থাকিবে না।

(খ) আবেদনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-  
প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ কথা  
অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান ও মাপ ও  
পরিমাপ ও নীমা লিখিতে হইবে, অথবা বাদী পরিমাণ  
বা নীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্তে চিনিবার  
উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

(গ) কেবল তিনু বাধা করিবার নিমিত্ত সমন  
যেও উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, এরূপ  
প্রত্যেক মোকদ্দমার মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির  
নিমিত্ত সমন দেওয়া হইবে।

(ঘ) প্রতিবাদীর উপস্থিতিতে সমন আদায় করিতে হইলে,  
যদি আদালত আদেশ করেন তবে অন্য কোন একাধিক  
আদায় করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্তে প্রতিবাদীর  
নামে নিরোপনা দিয়া ও ভারতবর্ষীয় ডাকঘর বিষয়ক  
১৮৬৬ সালের আইনের ৩৭ ধারায় রেজিস্টারী করিয়া  
পত্রদ্বারা ডাকযোগে সমন পাঠাইয়া তাহা আদায় করা  
হইতে পারিবে।

(৩) আদালতের অনুমতি বিধা বর্ণনাপত্র দাখিল  
করা হইবে না।

(৪) আদালতের অনুমতি প্রাপ্ত বা না প্রাপ্ত, দেও-  
য়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১৬  
ধারার মোকদ্দমার মোকদ্দমা লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি  
নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা থাকিবে।

(৫) বাকীখাজানার নিমিত্ত উদ্দেশ্য করিবার  
ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে  
ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে এই ডিক্রী জারী  
করিবার আদায় দিতে পারিবেন।

(৬) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আই-  
নের ২৩০ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন  
ভূমিকাদারী বাকী খাজানার যে ডিক্রী পান সেই ডিক্রী  
বাকী প্রত্যাহার করিয়া দেওয়া যায়, তাহার প্রতি ভূমি-  
দারের ভূমিগত স্বার্থ বক্ষিমা না থাকিলে তিনি এই  
ডিক্রী আদায় করিবার প্রার্থনা করিবেন না।

১০৪ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে  
খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে  
ভূমির বাকির দিকট  
যে টাকা দেয়া আছে  
স্বীকার করা যায়, তাহা  
আদালতে দিবার কথা। টাকা পাইয়া আছে, কিন্তু উত্তর  
দেয় যে বাকীর দিকট নছে,  
ভূমির কোন বাকির দিকট এই  
খাজানা দিতে হইবে, তবে  
আদালত যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে এরূপ দেয়া  
বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ এই উত্তর গ্রহণ  
করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ  
করিবেন।

(২) এরূপে টাকা দেওয়া গেলে, আদালত এই টাকা  
দিবার মোটের অবিলম্বে এই ভূমির বাকির উপর জারী  
করাইবেন।

(৩) এই ভূমির বাকির মোটের প্রাপ্ত হইবার ভিন্ন  
যাহের মধ্যে বাকীর বাকির মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া  
এই টাকা প্রদান বিষয়ে করণার্থ আদায় না পাইলে, বাকীর  
প্রার্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া  
হইবে।

(৪) বাকীকে (৩) প্রকরণমতে যে টাকা দেওয়া যায়,  
তাহার স্থানে তাহা পাইবার ক্ষমতা কোন বাকির থাকিলে,  
এই ধারার কোন কথাক্রমে এই ক্ষমতা বিস্তৃত হইবে না।

১০৫ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে, খাজা-  
নাব্যবস্থার পাত্রে খাজানার বাবদ তাহার স্থানে বাকীর  
বলিয়া স্বীকৃত টাকা টাকা পাইয়া আছে, কিন্তু উত্তর  
আদালতে দিবার কথা। দেয় যে পাইয়া টাকা অপেক্ষা  
অধিক টাকার পাত্রে হইয়াছে,  
তবে আদালত, যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে এরূপ দেয়া  
বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ এই উত্তর গ্রহণ  
করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ  
করিবেন।

১০৬ ধারা। পূর্ব হই ধারার কোন ধারামতে কোন  
কিন্তুক্রমে টাকা প্রতিবাদী আদালতে টাকা  
দিবার বিধানের কথা। দিতে দায়ী হইলে, যদি আদা-  
লত বিবেচনা করেন যে এই  
টাকা কিন্তুক্রমে দিবার আদায় করিবার উপযুক্ত হেতু  
আছে, তবে আদালত যে কিন্তুর টাকা দিবার আদেশ  
করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার  
উত্তর গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৬৭ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন আদালতের বসীল আদালতে টাকা বিবাহ করা।

রসীল বিবাহ; এবং বসীল বা ফলবিভাগের তুল্য বাজি বসীল দিল, তাহাতে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে উক্ত বাকী খাজনার নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ হইত, ঐরূপে যে রসীল দেওয়া যায়, তাহাতেও সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে নিষিদ্ধ হইবে।

১৬৮ ধারা। কোন স্থলে ডিক্রীতে বা আদালতের বিচারে বা অন্য কোন উপায়ে কোন ভূমির অধিকারীকে ভূমিগত কোন অংশ সংরক্ষিত রাখা হইলে, তাহা

কোন প্রকারে কিম্বা কোন প্রকার খাজনা দিয়া বা পরিবর্তন করিবার অধিকার কোন প্রকারে নিষিদ্ধ না হইলে;

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডালতুল জজ কিম্বা সর্ভিমন্ত্রী জজ ডিক্রী বা আদালত দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশত টাকার অধিক না হয়, কিম্বা

(খ) যে স্থলে এই ধারামতে চূড়ান্ত বিচারবি-পক্ষকে কাগ্য করিতে স্থানীয় গবর্নমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচার সম্পর্কিত কাগ্য-কারক ডিক্রী বা আদালত দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশত টাকার অধিক না হয়,

সেই স্থলে খাজনা পাওয়ার নিষিদ্ধ ভূমি-কারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, এই মোকদ্দমার প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আদালত হয়, তাহার উপর আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে উক্ত বিচারসম্পর্কিত কাগ্য-কারকের আদেশমতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কাগ্য করিয়াছেন, কিম্বা তাহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কাগ্য করিতে ক্ষতি করিয়া-ছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতানুসারে কাগ্য করিতে দিয়া বোঝাইদীর্ঘতে না গুরুতর অনিয়মসহকারে কাগ্য করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আদালত দেন এই ধারা থাকে, কোন মোকদ্দমায় পূর্বেকর্তব্য কোন বিচার-সম্পর্কিত কাগ্যকারক তদ্রূপ ডিক্রী বা আদালত দিলে, জিলার জজ সাহেব এ মোকদ্দমার নথী ফলব করিতে পারিবেন; এবং এরূপ আদালত উচিত বোধ করিলে করিতে পারিবেন।

১৬৯ ধারা। ভূমি বৎসরের প্রথম আটমাস মধ্যে যে খাজনার দিক্রী কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেই মোকদ্দমার এই আইন-বৎসরে তাহার কথা। তবে খাজনার দিক্রী করিবার দিক্রী হইলে, সামান্যতঃ পর-বর্তী ভূমি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা কলবৎ হইবে এবং ভূমি বৎসরের শেষ চারি মাসে যে কোন মোক-দ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে এরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সামান্যতঃ আগামী ভূমি বৎসরের পরবর্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি কলবৎ হইবে। কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী কলবৎ হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পরেও সেই তারিখ নির্দিষ্ট করিতে এই ধারার কোন কথাই আদালতের বাহা হইবে না।

১৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা এরূপে ভূমি ব্যবহার করিয়াছে, যাতে তাহা প্রজা-সম্পত্তি দত্ত হইবার অধিকারীকে তাহার অধিকার-প্রতিকারের কথা।

শেগী হয়, কিম্বা এরূপ কোন নিয়ম প্রচলিত করিয়াছে, যাতে তাহা হইলে, ভূমি-কারীর সচিব তাহার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির লক্ষ অনুসারে তাহার উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই প্রকৃতি করিয়া কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে স্থানি বা নিয়ম তদ্রূপে, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি ভূমি-কারী এই প্রতিকার করিবার নিষিদ্ধ প্রজাকে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত স্থানি বা নিয়ম তদ্রূপে বৃত্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজা বৃত্তিসিদ্ধ সম্বন্ধে যে আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে নতুন নতুন।

(২) এরূপ কোন মোকদ্দমার ভূমি-কারীর অসু-কূলে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে স্থানি বা নিয়মতন্ত্র প্রজা বৃত্তিসিদ্ধ হইলে বসীলকে যে স্থানপূরণ দেয় হয়, তাহার টাকা পরিধান এবং আদালতের বিবেচনার উক্ত স্থানি বা নিয়মতন্ত্র প্রতিকারযোগ্য কি না এই কথা প্রকাশ থাকবে, এবং প্রতিবাদী যে সময়ের মধ্যে এই টাকা বসীলকে নিতে পারিবেন, ও উক্ত স্থানি বা নিয়ম-তন্ত্র প্রতিকারযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, যে সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন, তদ্রূপ ডিক্রীতে সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে আদালত যে সময় নির্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়ের বাহ্যে করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সম-যের বা (সম্মতভাবে) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি প্রতি-বাদী ডিক্রীর লিখিত প্রাপ্তির টাকা দেন, এবং স্থানি বা নিয়মতন্ত্র প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের অধোদক্ষত সেই স্থানি বা নিয়মতন্ত্র প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

১৭১ ধারা। যে প্রজার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা হইতে

উচ্ছেদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে যে সময়সীমাকে উচ্ছেদ করা যায়, সম্যক বর্ণনাব্যে প্রকৃত ভূমি লব্ধতা হইলে তাহার কথা।

(ক) উক্ত প্রকরণে এই মোকদ্দমার অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপ-নার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে সম্যক বর্ণন বা বোপন করিয়া থাকিলে, তিনি ভূমি-কারীর ইচ্ছানুসারে, তদ্রূপ সম্যক বর্ণনা ও সংগ্রহ করবার এই ভূমি লব্ধতা রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন, নয় উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদালত এই লব্ধতা দ্বারা ভূমি-কারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রায়ত আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে আপন বোডের অন্তর্গত কোন ভূমি বর্ণনাব্যে প্রকৃত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে সম্যক বর্ণন বা বোপন না করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদালতমতে উক্ত ভূমি প্রকৃত করিতে

তাহার যে পরিজন ও মূলধন লাগিয়াছে, তাহার মূল্য ও এই মূল্যের বৃদ্ধিসিদ্ধ হয় তিনি উক্ত ভূমিধিকারীর নামে পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূমিধিকারী কোন রাষ্ট্রের উচ্ছেদ নিষিদ্ধ আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রাষ্ট্র হানীর রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই দ্বারাও উক্ত ভূমি মঞ্চের রাধিতে কিম্বা তজ্জন্য টাকা পাইতে স্বত্বাধীন হইবেন না।

(ঘ) কোন ভূমিধিকারী এই দ্বারাও কোন রাষ্ট্রকে কোন ভূমি মঞ্চের রাধিতে দিলে, যত কাল তিনি মঞ্চের রাধিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি ব্যবহার ও মঞ্চসকলার্থ উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালত বেক্ষণ খাজানা বৃদ্ধিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রাষ্ট্র এই ভূমিধিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবেন।

১৭২ ধারা। (১) উচ্ছেদ পরিবার সমুদয় মৌক-  
দ্বার ও আনুষ্ঠানিক কার্যে

উচ্ছেদ পরিবার আনু-  
ষ্ঠানিক কার্যে পরিবারের  
নামের নিষ্পত্তি হইবার  
কথা।

এই আইনসমূহে প্রজা ও ভূমি-  
ধিকারী বলিয়া প্রজার বিরুদ্ধে  
ভূমিধিকারীর কিম্বা ভূমিধিকা-  
রীর বিরুদ্ধে প্রজার যে সকল  
লাগুনা থাকে, আদালত তাহার অনুসন্ধান লইয়া  
নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা  
বলিয়া প্রজাকে ভূমিধিকারীর যে টাকা দিতে হয়, সেই  
টাকা ভূমিধিকারী বলিয়া ভূমিধিকারীকে প্রজার যে  
টাকা দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উচ্ছেদের ডিক্রী  
বা আজ্ঞা হইলে, ও এই অতিরিক্ত টাকা দিবার সম্বন্ধে  
ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া  
থাকিলে, যে সময়ের মধ্যে উক্ত আদালতে দিতে হইবে,  
উক্ত ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া  
গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিবেন; এবং

উক্ত টাকা এরূপে দেওয়া না গেলে, আদালত  
প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে অস্বীকার করিবেন।

১৭৩ ধারা। বাকী কোন অস্বীকারপ্রবণকারীকে

উচ্ছেদ পরিবারের বিরুদ্ধে আ-  
দালতের ন্যায় খাজানা  
দাওয়া করিতে পারিবার  
কথা।

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আ-  
দালতের ন্যায় খাজানা  
দাওয়া করিতে পারিবার  
কথা।

১৭৪ ধারা। (১) প্রজার ভোগকৃত ভূমির মূল্য  
কিরিয়া পাইবার বোকদ্বা

প্রজার ভোগকৃত ভূমির  
মূল্য কিরিয়া পাইবার  
বোকদ্বা

নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে  
আদালতের থাকে, সেই আদা-  
লত ভূমিধিকারীর বা প্রজার  
প্রার্থনামতে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ  
করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান,  
পরিমাণ ও সীমা;

(খ) তিনি যে জমীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি ভাঙ্গু-  
দার কি অবস্থারিত হারে ভূমি ভোগকারী রাষ্ট্র কি  
মঞ্চলীস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্র কি মঞ্চলীস্বত্বশূন্য রাষ্ট্র কি  
কোফী রাষ্ট্র, এবং ভাঙ্গুদার হইলে, তাহার খাজানা  
বৃদ্ধি করা যাওতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাহার  
যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনার ইচ্ছার মধ্যে কোন  
বিষয় হানীর তদন্ত বিনা সম্ভাবজনকরূপে নিরূপণ করা  
যাইতে না পারে, তবে আদালত এই আজ্ঞা করিতে  
পারিবেন যে, হানীর পর্বনমেন্টে বিধিক্রমে যে রাজস্ব  
কর্তৃপক্ষকে আদেশ করেন, তিনি মেওয়ারী বোকদ-  
দার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়বধি  
হানীর তদন্ত পান।

(৩) এই দ্বারাও কোন প্রার্থনার উপর যে আজ্ঞা  
করা যায়, তাহা ডিক্রীর ভূমি কলবৎ হইবে ও তাহার  
উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে।

### ১৫শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার বি মত ডিক্রীতে বিক্রয়ের বিধি।

১৭৫ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য বোত তাহার বাকী

খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে  
দার অনিচ্ছা করণ  
বিক্রয় করা গেলে “সংরক্ষিত  
মহাজে জেতার নামের  
স্বার্থ” বলিয়া এই অধ্যায়ে  
ক্ষমতা কথা।

যেই স্বার্থ নির্দেশ করা গেল  
সেইই স্বার্থ বলিয়া এবং “দার” বলিয়া এই অধ্যায়ে  
যেই স্বার্থ নির্দেশ করা গেল, তাহা অনিচ্ছা করিবার  
ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, জেতা এ বোত গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু (ক) তদর্থে পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেল  
সেই স্থল না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমত রেজিস্ট্রী  
করা ও বিজ্ঞাপিত দার এরূপে অসিদ্ধ করা যাইবে না;

(খ) অনিচ্ছা করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যা-  
য়ের আদেশমতে কাঁচা করিতে হইবে।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত

সংরক্ষিত স্বার্থের কথা। স্বার্থগুলি এই অধ্যায়ের অর্থ-  
মত সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়া গণ্য  
হইবে।—

(ক) যে কোন পেটাও ভাঙ্গু চিরস্থায়ী বন্দো-  
বস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাও ভাঙ্গু কোন চলিত ভিন্ন-  
কালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত  
বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত অবস্থারিত খাজানা দারী  
ভাঙ্গু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কাঁচাখানা, কিম্বা  
অন্যরূপ স্থায়ী ইমারতাদি নির্মিত হইয়াছে, কিম্বা  
স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুকুরাদি, খাল, তজ্জালয়, শুল্কাল  
বা গোরস্থান করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাট্টাই স্বত্ব;

(ঘ) মঞ্চলী স্বত্ব;

( ৬ ) যে সময়ে স্বত্বদেওয়ান যায়, সেই সময়ে খাজনা বাধ্য ও ব্যক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন ভায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব ; এবং

( ৮ ) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে যোত বিক্রয় হয় সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বসূরী যাহা স্মৃতি করিতে প্রজাকে স্পষ্ট বাণী লিখিয়া অনু-মতি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বত্ব না স্বার্থ।

১৭৭ ধারা। এই অধ্যায়ের কাৰ্য্যপক্ষে,

( ক ) কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে “দায়” ও “রেজি-  
ষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” শব্দের অর্থ।  
প্রজা আপন গোতের উপর  
কিম্বা আপন স্বার্থ সঙ্কোচ  
করিয়া যে কোন দাওয়া, পেটী ও প্রজাস্বত্ব, স্বাক্ষর-  
ভোগস্বত্ব বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ স্মৃতি করিয়া থাকেন,  
ও যাহা পূর্ব ধারার অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাহা  
বুঝাইবে।

( খ ) দেশবাসী খাজানার ডিক্রী জারীকালে  
যে যোত বিক্রয় হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই যোত  
সম্বন্ধে “রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” এই শব্দ  
ব্যবহৃত হইলে, রেজিষ্ট্রী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের  
আইনমতে যে কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্ট্রী করা  
গিয়াছে, এবং যাহার নকল বা কী খাজানা পাওনা  
হইবার পূর্বে অতীত তিন মাস থাকিতে পক্ষান্ত্রিখিত  
বিধানমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা গিয়াছে, সেই  
নিদর্শনপত্রক্রমে যে কোন দায় স্মৃতি করা হইয়া থাকে,  
সেই দায় বুঝাইবে।

১৭৮ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের বা কী  
খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী  
মোকদ্দমার কাৰ্য্যপণালী বিষয়ক  
আইনের ২০৫ ধারামতে ডিক্রী জারীকালে উক্ত  
যোত ক্রোক ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, উক্ত  
যোতের বাকি খাজানার বর্ণনাপত্র ও উক্ত যোত চির-  
স্থায়ী তালুক হইলে, তৎ অধ্যায়মতে সংরক্ষিত রেজিষ্ট্রীর  
যে অংশ এই তালুক সম্বন্ধীয় হয়, সেই অংশের নকল  
দাখিল করিবেন।

১৭৯ ধারা। ( ১ ) পূর্ব ধারামত কোন প্রার্থনা-  
পত্রক্রমে কোন যোতের নীলাম  
হইবার আশঙ্কা হইলে, দে-  
ওয়ানী মোকদ্দমার কাৰ্য্যপণালী  
বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারা-  
মতে যে ঘোষণাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে উক্ত ধারার  
উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দেশ করিবার  
অতিরিক্ত এই কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

( ক ) তালুক হইলে, যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে  
যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কুলায়, তবে উক্ত  
তালুক প্রথমে রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত  
নীলামে চড়ান যাইবে, এবং উক্ত দায়সম্বলিত ডিক্রীত  
হইবে; নতুবা ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন  
দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক  
নীলাম করা যাইবে, এই দিনের মোটিল স্থাতি দিতে  
হইবে; এবং

( খ ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হইলে, সমুদয় দায়  
অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোত ডিক্রীত হইবে।

( ২ ) উক্ত আইনের ২৮৯ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে  
এ ঘোষণা করা যাইবে। তদ্বিষয় স্থানীয় গবর্ণমেন্ট  
এতদর্শে সময়ে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই  
প্রকারে উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

১৮০ ধারা। ( ১ ) কোন তালুক নীলাম হইবার  
বিজ্ঞাপন পূর্ব ধারামতে দেওয়া  
গেলে, উহা রেজিষ্ট্রী করা ও  
বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে  
চড়ান যাইবে, এবং নীলামের  
খরচা সমেত ডিক্রী ও খরচার  
টাকা দিতে যাহাতে কুলায়, তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত  
তালুক এরূপ দায়সম্বলিত বিক্রয় করা যাইবে।

( ২ ) এই ধারামত নীলামখরিদার উক্ত তালুকের  
উপর রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ভিন্ন যে কোন  
দায় থাকে, তাহা ১৮২ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ  
করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮১ ধারা। ( ১ ) পূর্ব ধারামতে যে কোন তালুক  
নীলামে চড়ান যায়, তদ্বিমিত্ত  
যত টাকা পরগান্ত ডাক হয়,  
তাহাতে পূর্বোক্ত ডিক্রীর ও  
খরচার টাকা দিতে যদি না  
কুলায়, এবং তজ্জন্য যদি  
ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই  
তালুক বিক্রয় করিতে চাচেন, তবে নীলামকারী কর্ম-  
চারী নীলাম স্থগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার  
কাৰ্য্যপণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে নূতন  
ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান  
হইবে, যে নীলাম স্থগিত করিবার অধিক্ত অবাধি পনের  
দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, এই  
ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমু-  
দয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক  
নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয়  
দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে  
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

১৮২ ধারা। ( ১ ) পূর্ব ধারামতে যে কোন তালুক  
নীলামে চড়ান যায়, তদ্বিমিত্ত  
যত টাকা পরগান্ত ডাক হয়,  
তাহাতে পূর্বোক্ত ডিক্রীর ও  
খরচার টাকা দিতে যদি না  
কুলায়, এবং তজ্জন্য যদি  
ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই  
তালুক বিক্রয় করিতে চাচেন, তবে নীলামকারী কর্ম-  
চারী নীলাম স্থগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার  
কাৰ্য্যপণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে নূতন  
ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান  
হইবে, যে নীলাম স্থগিত করিবার অধিক্ত অবাধি পনের  
দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, এই  
ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমু-  
দয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক  
নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয়  
দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে  
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

( ২ ) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার  
নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত তালুকের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে  
পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮২ ধারা। ( ১ ) পূর্ব ধারামতে যে কোন তালুক  
নীলামে চড়ান যায়, তদ্বিমিত্ত  
যত টাকা পরগান্ত ডাক হয়,  
তাহাতে পূর্বোক্ত ডিক্রীর ও  
খরচার টাকা দিতে যদি না  
কুলায়, এবং তজ্জন্য যদি  
ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই  
তালুক বিক্রয় করিতে চাচেন, তবে নীলামকারী কর্ম-  
চারী নীলাম স্থগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার  
কাৰ্য্যপণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে নূতন  
ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান  
হইবে, যে নীলাম স্থগিত করিবার অধিক্ত অবাধি পনের  
দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, এই  
ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমু-  
দয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক  
নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয়  
দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে  
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

( ২ ) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার  
নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত তালুকের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে  
পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮৩ ধারা। ( ১ ) পূর্ব ধারামতে যে কোন তালুক  
নীলামে চড়ান যায়, তদ্বিমিত্ত  
যত টাকা পরগান্ত ডাক হয়,  
তাহাতে পূর্বোক্ত ডিক্রীর ও  
খরচার টাকা দিতে যদি না  
কুলায়, এবং তজ্জন্য যদি  
ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই  
তালুক বিক্রয় করিতে চাচেন, তবে নীলামকারী কর্ম-  
চারী নীলাম স্থগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার  
কাৰ্য্যপণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে নূতন  
ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান  
হইবে, যে নীলাম স্থগিত করিবার অধিক্ত অবাধি পনের  
দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, এই  
ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমু-  
দয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক  
নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয়  
দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে  
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

( ২ ) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার  
নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে  
পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮৪ ধারা। (১) কোন ধরিতার পূর্ব কএক

পূর্ব কএক ধারামতে  
দায় অসিদ্ধকরিবার কার্য  
প্রণালীর কথা।

ধারামতে কোন দায় অসিদ্ধ  
করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া

এ দায় অসিদ্ধ করিতে চাছিলে,

তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত  
দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের  
মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত দিয়া এই  
প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর এই  
দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মন্তব্য মোটামুটি দায়-  
ধারীর উপর আরী করিবেন।

(২) এতদর্থে রেভিনিউ বোর্ড যে কী ধার্য করেন,  
উক্ত মোটামুটি আরী করিবার নিমিত্ত সেই কী এরূপ  
প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন মোটামুটি আরী করিবার দরখাস্ত এই  
ধারার নিষিদ্ধমতে কোন কালেক্টরের নিকট করা গেলে,  
তিনি তদনুসারে মোটামুটি আরী করাইবেন, এবং যে  
তারিখে এই মোটামুটি আরী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত  
দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়ে রাজকীয়

দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোত  
পূর্ব কএক ধারামতে  
ভালুক বলিয়া গণ্য হয়  
এরূপ আত্মা দিবার কথ-  
তার কথা।

গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই  
আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে

কোন স্থানের অন্তর্গত দখলী-  
স্বত্ববিশিষ্ট যোতের কিস্তি  
বিশেষ কোন প্রণালীর দখলী-  
স্বত্ববিশিষ্ট যোতের দেনা

খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে,  
সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত নীলামে  
চড়াইবার পূর্বে রেজিস্ট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়-  
সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং এরূপ বিজ্ঞাপন  
দিয়া উক্তরূপ কোন আত্মা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আত্মা প্রবল  
থাকিলে, এই স্থানের অন্তর্গত সমুদয় দখলী স্বত্ববিশিষ্ট  
যোত কিস্তি, স্বত্ববিশেষ, উক্ত বিশেষ প্রণালীর দখলী-  
স্বত্ববিশিষ্ট যোত এই অধ্যায়ের পূর্ব কএক ধারামতে  
নীলামের কাছাপক্ষে সর্বস্বভাবে ভালুকের ন্যায়  
গণ্য হইবে।

১৮৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে বিক্রয়োৎপন্ন

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা  
লইয়া রাখা করিতে হইবে  
তদ্বিষয়ক বিধির কথা।

টাকা প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী  
মোকদ্দমার কাছা প্রণালীবিশ-  
য়ক আইনের ২৯৫ ধারার  
নিষিদ্ধ বিধির পরিবর্তে নিম্ন-

লিখিত বিধি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) এ যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে  
খণ্ডে ছিল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খণ্ডের টাকা  
দেওয়া যাইবে।

(খ) তাহার পর যে ডিক্রী আরী করাতে নীলাম  
হয়, সেই ডিক্রীক্রমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়,  
তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উত্তর থাকিলে,  
মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের  
তারিখ পর্যন্ত তিন মৌকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার  
তারিখ অবধি হয় মাসের অনধিক কাল পর্যন্ত উক্ত যোত

সম্বন্ধে যে কোন খাজানা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া  
থাকে, এই উত্তর টাকা হইতে তাঁহাকে সেই খাজানা  
দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও  
উত্তর থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণাবধি দুই মাস  
অতীত হইলে, ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে  
দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীমত খাতক (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া  
ডিক্রীদারের কোন টাকা পাঠবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ  
উত্থাপন করিলে, আদালত এই বিবাদের নিষ্পত্তি করি-  
বেন, এবং এই নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

১৮৭ ধারা। (১) কোন যোতের দেনা বাকী

থাকা সময়ে ডিক্রী

টাকা আদালতে দেওয়া

গেলেই কিবা ডিক্রীদার

শোধ হইয়াছে বীকার

করিলেই, যোত জোক

হইতে মুক্ত হইবার কথা।

খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে এই

যোত জোক করা গেলে, তৎ-

সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার

কাস্য প্রণালী বিষয়ক আইনের

২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্যন্ত ধারা

খাটিবে না।

(২) এরূপ কোন ডিক্রীজারীক্রমে কোন যোত  
নীলাম হইবার আত্মা করা গেলে, যদি নীলাম ধরিতা-  
রের ডাক গ্রাহ্য হইবার পূর্বে ডিক্রীমত খরচা ও  
নীলাম করিবার খরচা সময়ে ডিক্রীর টাকা আদালতে  
দেওয়া না যায়, কিস্তি আদালতের বাহিরে ডিক্রীর টাকা  
শোধ করা হইয়াছে, এই তেতু দেখাইয়া যদি ডিক্রীদার  
উক্ত যোত মুক্ত করণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত  
যোত জোক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম করা গেলে,  
এ নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে  
কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথা-  
ক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে কোন যোত

নীলাম নিবারণার্থ

আদালতে টাকা দেওয়া

গেলে, তাহা কোন ক্ষেত্রে

উক্ত যোতের বন্ধকী ঋণ

হইবার কথা।

নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দে-

ওয়া যায়, সেই যোতে যদি

কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে

যাহা এরূপ নীলাম হইলে

অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে

তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ

আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে,

(ক) এরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা শতকরা

১২২ টাকা সুদ সহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং

তৎক্ষণাত উক্ত যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া

জ্ঞান হইবে;

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজানার দায় হাফা উক্ত

যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা

অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ পাওনা সুদসমেত শোধ করা

না হয়, তাবৎ তিনি বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ উক্ত যোতের

দখল লইতে ও উক্ত দখলে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) এরূপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন এডিকার

পাঠবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার

বিঘ্ন হইবে না।

১৮৯ ধারা। বাকীদার উক্তন প্রচার বিকল্পে ডিকী-  
অধস্তন প্রজা আদালতে  
টাকা মিলে তাহা খাজানা  
হইতে কাটিয়া লইতে  
পারিবার কথা।

আরীক্রমে এই অধ্যায়মতে  
কোন যোত নীলাম হইবার  
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং  
নীলাম হইলে যে অধস্তন  
প্রজার স্বার্থ অনিষ্ট হইতে  
পারে, সেই অধস্তন প্রজা নীলাম নিষারণার্থ আদালতে  
টাকা মিলে, তাহার নিমিত্ত আইনে অন্য যে প্রতি-  
কারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাহার নিজ ভূমিকা-  
রীকে তাহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি  
এরূপে প্রস্তুত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া  
লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূমিকারী বাকীদার না  
হইলে, তিনিও এরূপে তাহার নিজ ভূমিকারীকে দেয়  
খাজানা হইতে এরূপ কর্তৃত্ব টাকা কাটিয়া লইতে  
পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পঞ্চাশ না পছন্দ  
হইবে এইরূপ চলিবে।

১৯০ ধারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-  
নীলাম ডিকীদারের  
ভা কতে পারিবার ও  
ডিকীমত থাককের না  
পারিবার কথা।  
প্রাণী বিষয়ক আইনের ২৯৪  
ধারার প্রকారান্তরের বিধান  
থাকিলেও, যে ডিকীআরীক্রমে  
এই অধ্যায়মতে কোন যোত  
নীলাম হয়, সেই ডিকীদার  
আদালতের অস্থতি বিনা এ যোত ভা কিতে বা ক্রয়  
করিতে পারিবেন।

(২) এরূপে যে যোত নীলাম হয়, ডিকীমত থাকক  
তাহা ভা কিলেন না বা ক্রয় করিবেন না।

১৯১ ধারা। দেওয়ানী  
মোকদ্দমার কার্যপ্রাণী বিষ-  
য়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারা  
এই অধ্যায়মতে কোন নীলাম  
সম্বন্ধে থাকিবে না।

১৯২ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক  
১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ  
ভাগে প্রকারান্তরের বিধান  
থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন  
যোতের উপর বাহাতে দায়  
স্বত্তি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত  
হইবার সময়ের পূর্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং  
উক্ত রেজিস্ট্রী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিস্ট্রী  
করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত  
হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কার্য-  
কারকের নিকট রেজিস্ট্রী করণার্থ উপস্থিত করা যায়,  
তবে তাহা উক্ত আইনমতে রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্ত  
গৃহীত হইবে।

১৯৩ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রচার  
সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রক্রমে  
উক্ত যোতের উপর কোন দায়  
স্বত্তি হয়, কোন কার্যকারক এই  
আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র  
রেজিস্ট্রী করিলে, উক্ত প্রচার প্রার্থনামতে কিম্বা যে  
প্রতির অধিকৃত এই দায় স্বত্তি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনা-  
মতে এবং স্থানীয় গবর্নমেন্ট এতদ্বারা যে ক্ষী ধার্য  
করেন, তাহা তাহার স্থানে পাইলেন, ভারতবর্ষীয় রেজিস্ট্রী

করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম ভাগে সন  
আরী করিবার যে প্রাণী নির্দিষ্ট আছে, সেই প্রাণীতে  
ভূমিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল আরী  
করাইয়া তাহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবেন।

### ১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।

পতনী তালুক নীলামের কথা।

১৯৪ ধারা। নিজ ভূমিকারী স্থানে প্রাপ্ত পতনী  
তালুকের পাওনা খাজানা  
দিতে কতি হইলে, ভূমিকারী  
আইনমতে অন্য যে প্রতিকার  
পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত  
এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত  
কএক ধারার যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত তালুকের  
সরাসরী নীলাম হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে  
পারিবেন।

১৯৫ ধারা। (১) বৈশাখ মাসের ১ম দিনে,  
বৎসরের প্রারম্ভে অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা  
নীলামের দরখাস্ত করি-  
বার কথা।  
বাকী হয়, তাহার পরবৎস-  
রের প্রারম্ভে, ভূমিকারী কালে-  
উরের নিকট দরখাস্ত দিতে  
পারিবেন। পূর্বে ধারার যে ২ তালুকের উল্লেখ হইল,  
তাণ্ডার সমুদয় বা কোন তালুক সম্বন্ধে অতীত বৎসরের  
কিসাবে ভূমিকারীর যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, এ  
দরখাস্তে তাহা নির্দেশ করিতে হইবে।

(২) তাহা হইলে এ দরখাস্ত কালেক্টরী কাছারীর  
কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও  
তৎপক্ষে এই নোটিস থাকিবে যে, যে টাকার দাওয়া  
হয়, তাহা জ্যৈষ্ঠ মাসের ১ তারিখের পূর্বে দেওয়া  
না গেলে, বাকীদারদের তালুক এ টাকা শোধ  
করণার্থ উক্ত তারিখে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা  
যাইবে।

(৩) ভূমিকারী এরূপ আর এক খান নোটিস আপন  
সদর কাছারীতে লাগাইয়া দিবেন, এবং স্থলবিণেয়ে  
নোটিসের যে অংশ থাকে, সেই অংশের নকল বা উক্ত  
লিপি পাঠাইয়া যে কাছারীতে এ তালুকের প্রধান কাষ-  
চলে, সেই কাছারীতে কিম্বা বাকীদারের তালুকের  
অনীতে যে প্রধান নগর বা গ্রাম থাকে, তথায় উক্তরূপে  
প্রচার করাইবেন।

(৪) এই ধারামতে যে ২ নিয়ম নির্দিষ্ট হইল,  
তাহার পালন নিমিত্ত কেবল ভূমিকারী দায়ী থাকিবেন।

১৯৬ ধারা। (১) বৎসরমতে যে নোটিস পাঠাইবার  
আজ্ঞা হইল, তাহা এতদন  
নোটিস আরী করিবার  
পেরায় যাইয়া আরী করিবে।  
এ পেরাদ্য তদ্বিমিত্ত উক্ত  
বাকীদারের কিম্বা তাণ্ডার কাষাধিকার রসীদ লইয়া  
আসিবে; অথবা উহা পাইতে না পারিলে, এ নোটিস  
এ স্থানে আনিয়া প্রচার করা হইয়াছে, ইহার নীচ-  
স্বরূপ তদ্বিকটবর্তী স্থানবাসী তিনজন হাজতর  
লোকের স্বাক্ষর লইয়া আসিবে।



(২) উক্ত আশ্রমের লোকের স্বাক্ষররূপ ভাণ্ডারী নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার করিলে, উক্ত পোয়াদী নিকটস্থ মুনসেফের আফিসে কিম্বা মুনসেফ-এ থাকিলে, নিকটস্থ পোলীস থানায় যাইবে, এবং ঐ নোটিস যে যথাবিধি প্রচারিত হইয়াছে, এ বিষয়ে তথ্য প্রমাণপূর্বক শপথ করিবেন। এই মর্মে এক সার্টিফিকেটে উক্ত কাছারীকে স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া ঐ পোয়াদীকে দিবেন।

(৩) উক্ত রণীদের বা সাক্ষার মর্ম্ম বুনিয়াদি দেখা যায় যে, ঐশাখ নামের ১৫ তারিখের পূর্বে কোন সময়ে নোটিস প্রচার করা হইয়াছে, তবে নির্দিষ্ট তারিখে নীলাম চালাইবার পক্ষে উছাই যথেষ্ট হইবে।

১৯৭ খার। বৎসরের মাঝখানে কার্তিক মাসের ১ তারিখে ভূস্বামী আশ্রম বৎসরের মাঝখানে নী- মাসের শেষপয়াস্ত চলিত মনের নামের দরখাস্তের কথা। খাজনার হিসাবে যে বাকী টাকা পাওনা থাকে, তাহার বর্ণনাপত্র সহিত ঐরূপ দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং বাকীদারদের তালুক বিক্রয় হইবার কথা উক্তরূপে প্রচার করা হইতে পারিবেন। যত টাকা বাকী থাকিবার ইস্তাহার দেওয়া যায়, যদি অগ্রহণ্য মাসের ১ তারিখের পূর্বে তৎসময় দেওয়া না যায়, অথবা কার্তিক মাসের তলবসময়ে ঐ টাকার মধ্যে এত দেওয়া না হয়, যাতে উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্তিক মাসের শেষ দিন পর্যন্ত কিস্তিদানী অনুসারে ভূস্বামীর যেট তলবের চারি আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম হইবে।

১৯৮ খার। (১) কোন তালুকদারের নিকট বাকী খাজনা পাওনা আছে বলিয়া তালুকদার ও মুনসেফের আশ্রম করিলে কাছারীকে জানাইবে। কথিত হইলে, তৎসময়ে পূর্ব এক ধারামতে নোটিস দেওয়া গেলে, উক্ত তালুক নীলামের নিমিত্ত ঐ নোটিসে যে তারিখ ধার্য থাকে, সেই তারিখের পূর্বে কোন সময়ে তালুকদার তলবের সমস্ত বা কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত দিতে পারিবেন।

(২) কালেক্টর (১) প্রকৃত-মতে দরখাস্ত পাঠিলে, ভূস্বামীর নিকট সমন দিবেন, তাহাতে সমনের নির্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম কেন স্থগিত রাখা যাইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন তলবের টাকা কমান যাইবে না, ইহার কারণ দেখাইতে ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে; এবং কালেক্টর সাধা হইলে উভয় পক্ষের কথা কিম্বা তথ্যগোঁহা হার উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের কথা শুনিবেন, ও তাঁহাদের মতো যে বিষয়ের বিবাদ থাকে, নীলামের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তাহার সমাধান করিবেন।

(৩) নীলামের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে যদি কালেক্টর ঐরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর দাওয়া হয়, তাহার কোন অংশই পাওনা নাই, তবে তিনি ভূস্বামীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন।

(৪) যদি উক্ত সময়ের পূর্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর দাওয়া হয়, তাহার অংশ বিশেষ পাওনা নাই, তবে তিনি তদনুসারে তলব কমাইয়া দিবেন; এবং

তাঁহার নিষ্পত্তি এই অধ্যায়মত কাছারীদ্বারা পক্ষে চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সকল স্থলের বিধান (৩) ও (৪) প্রকরণে নাই, সেই সকল স্থলে তালুকদারের দরখাস্ত নামঞ্জুর করা যাইবে; কিন্তু নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে তাঁহার যে স্বত্ব থাকে, ঐরূপ নামঞ্জুর করাতে সেই স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৯৯ খার। পূর্ব ধারার বিধানের স্থল না হইলে, যে বাকী টাকা আশ্রমত তালুক সম্বন্ধে পূর্ব এক ধারায় করা না গেলে তালুক মতে নোটিস দেওয়া গিয়াছে, নীলাম হইবার কথা। সেই তালুক নোটিসের নির্দিষ্ট তারিখে নীলাম করা যাইবে;

কিন্তু পূর্ব দিনের সূর্যাস্ত হইবার পূর্বে তলবের টাকা অথবা পূর্ব ধারামতে ঐ টাকা কমান গেলে, সেই কমান টাকা ভূমালিকারীকে দিবার নিমিত্ত বাকীদার বা অন্য কোন ব্যক্তি কালেক্টরী কাছারীতে আশ্রমত করিলে, নীলাম হইবে না।

২০০ খার। (১) পূর্ব কাছারীতে যে নোটিস নীলাম হইলে, যে লাগাইয়া দেওয়া যায়, নীলামের সময়ে তাহা না থাকিলে, ফেলিতে নিষেধ মানিতে হইবে, চাইবে, এবং লাগাইয়া নোটিসে তাহার কথা। হইবে, এবং লেখা থাকে, সেই কমানুসারে পরে টাকা যাইবে।

(২) যে প্রত্যেক লাট সম্বন্ধে ইস্তাহার দেওয়া যায় তাহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্যন্ত যে টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিশেষ বর্ণনাপত্রের সহিত ও মফঃসলে যে নোটিস প্রচার করিবার আদেশ দেওয়া যায়, তাহার রসিদ বা সার্টিফিকেট সহিত ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায়, যাবৎ তাহা দোখমান দেওয়া না হয় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের বাকী থাকি নিষেধ করা না হয় এবং যাবৎ নোটিস দিবার রসিদ পাঠ করা না হয়, তাবৎ কোন লাট নীলামে চড়ান যাইবে না। যে প্রত্যেক লাটের নীলাম হয়, তৎসময়ে স্বতন্ত্র রুবকারী করিয়া সেই রুবকারীতে এই সকল নিষেধ পাতিত হইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্তিক মাসের প্রথম দিনে যে দরখাস্ত দেওয়া যায়, সেই দরখাস্তমতে নীলাম হইলে, নীলামের তারিখ পর্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিস্তিবন্দীও দাখিল করিতে হইবে; এবং ইহা নির্ণয় করা না গেলে, নীলাম হইবে না।

(৫) এইরূপে যে সকল কাগপত্র দেখাইতে হইবে, তাহার শুদ্ধতা ও অমল্যতা সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবেন; এবং যে কাছারীক নীলাম করেন, তিনি নীলাম ন্যায্য ও প্রকাশ্যরূপে হওয়া ছাড়া এবং তাহার উপদেশার্থে এই অধ্যায়ে যে বিধি নির্দেশ করা গেল তাহা পালিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দায়ী থাকিবেন না।

২০১ খার। (১) এই নীলামের কার্য যে-রূপে চালাইতে হইবে তাহার কথা। অধ্যায়মতে তালুক সমস্ত নীলাম সরকারী কাছারীতে হইবে।

(২) যে ব্যক্তির সর্বাধিক উক্ত ডাক হয়, তিনি তাঁহার বিক্রেতা কর্তৃক বাইবে, এবং বাণীদার হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যে ডাকিতে পারিবেন।

(৩) লাইটের ডাক যত্ন সহকারে ক্রয়ের টাকার শতকরা ১৫ টাকা দিতে হইবে।

(৪) যে কায়াকার নীলামের কার্য চালান, তাঁহার হস্তাক্ষরে বাবৎ প্রত্যয় না অথবা যে, যত টাকা আদান করিতে হইবে তাহা তদন্থে হাতে আদান কিম্বা চুক্তি হস্তার মধ্যে দাখিল করা হইবে, তাবৎ তিনি কোন ডাক গ্রাহ্য করিতে কিম্বা যিনি ডাকের এরূপ কোন ব্যক্তির নামে কোন লাইট ফেলিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৫) নীলাম হইবার পর দুই হস্তার মধ্যে শতকরা পনের টাকা নগদ দেওয়া না গেলে কিম্বা তত্বলা মূল্যের পূর্ণমূল্যে নিকারী দাখিল করা না গেলে, উক্ত লাইট ঐ দিনেই পুনরায় নীলাম করা যাইবে।

(৬) ক্রয়ের টাকার অবশিষ্টাংশ অষ্টম দিবসের দুই প্রহরের মধ্যে দেওয়া না গেলে, জিলার সদর বাণী-মের বাজারে টেডরা দিয়া নীলাম ঘোষণা করিয়া পর দিনে অর্থাৎ প্রথম নীলাম অগ্নি নবম দিবসে পুনরায় নীলাম হইবার নোটিশ দেওয়া যাইবে।

(৭) তাহা হইলে উক্ত লাইট প্রথম খরিদারের হস্তে নির্দিষ্ট সময়ে পুনরায় নীলাম করা যাইবে। প্রথম খরিদার শতকরা পনের টাকা হিসাবে অগ্রিম যে টাকা দিয়া লেন তাহা ৭৫ হইবে এবং দ্বিতীয় বার নীলাম করিয়া যে টাকা সংগ্রহ হয় তাহা পূন নীলামের টাকার অপেক্ষা বড় টাকা কম হয় তাহা টাকার অর্ধেক দাখিল করিবেন। দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী করিবার যে প্রণালী আছে, সেই প্রণালী-মতে ঐ কম টাকার আদায় করা যাইবে।

(৮) আদানত করা যে টাকা দত্ত হয়, তাহা হইবে নীলামের শতকরা দেওয়া যাইবে; এবং যাহা হস্তান্তর থাকে তাহা নগদ হইতে অথবা দেওয়া যাইবে।

২০২ খার। (১) এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের খরিদারের ক্রয়ের সমস্ত টাকা দিলে, কালেক্টর তাঁহাকে ঐ টাকা দিবার সার্টিফিকেট দিবেন।

(২) তাহা হইলে ডালুকের কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্ণাধিকারীদের মধ্যে কে কিম্বা তাঁহার বা তাঁহাদের ভদ্রীশ কোন দাওয়ানীর ঐ ডালুকের উপর য সকল দায়, দায়ী, পেটো প্রজাতক, স্বাক্ষরভোগ স্বত্ব এবং অন্যান্য স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি পারিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ করণার্থ ১৮৪ খারার ৫৫ প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালীমতে অসিদ্ধ করিবার সমস্তা সন্থিত খরিদার উক্ত ডালুকে গ্রাহ্য হইবেন। অন্তর্লিখিত কএকটি স্বত্বসমূহে এই বিধি থাকিবে :-

(ক) দখলী স্বত্ব;

(খ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে যখন ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিধিতে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায়, সেও স্বত্ব; কিম্বা

(গ) যে লিখিত নিশানপত্রমতে ডালুকের সৃষ্টি হয়, তাহাতে স্পষ্ট থাকে যে কনডা প্রদত্ত হয়, সেই কনডাক্রমে সন্নিবেশ কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

২০৩ খার। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের খরিদার ডালুকের পূর্ণাধিকার সমস্তা সন্থিত খরিদারকে দখল দিবার ক্রিকেট পাউন্ডে, এবং ৩য় কথা।

অধ্যায়মতে তাঁহার প্রতি ডালুক হস্তান্তর হইবার কথা বৈধিগত করা গেলে, তাঁহাকে ডালুক দখল দিবার নিমিত্ত তিনি কালেক্টরের সন্থিত গ্রাহ্য করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কালেক্টর তাঁহাকে ডালুকের দখল দেওয়াইবেন; এবং ডিক্রী-জারীক্রমে নীলাম হইলে যে দেওয়ানী আদালত খরিদারকে দখল দেন, সেই আদালতের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে কনডা আর্পিত হইয়াছে, কালেক্টর সেই সেই কনডা অনুসারে কার্য করিবেন।

২০৪ খার। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুক নীলাম হইবার ইচ্ছা করিয়া দেওয়া গেলে নীলাম বন্ধ করিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আদানত করা টাকা আদায় করিবার কথা। এবং তিনি নীলাম নিবারণার্থ

১৯২ খারামতে আশ্রয় টাকার কালেক্টরী কার্যক্রমে আদানত করেন। তবে ১৮৮ খারার বিধান পরিবে; এবং যদি ঐ ব্যক্তি ডালুকদারের সমস্ত প্রজা হল, তবে ১৫ অধ্যায়মতে যে যে নীলাম হইবার বিজ্ঞপন দেওয়া যায়, উক্ত ডালুক সেই মোকদ্দম হইল এবং নীলাম নিবারণার্থ উক্ত টাকার আদালতে বেওয়া গেলে, ১৮৯ খারার বিধান গুরুত্বপূর্ণ নথিতে, সেইরূপে বসিবে।

২০৫ খার। (১) এই অধ্যায়ের বিধানের আশ্রয়ে কোন ডালুক নীলাম করা গেলে নীলাম অসিদ্ধ করি- কিছু উক্ত নীলাম ঐ কল বা মোকদ্দমার কথা। বিধানক্রমে সিদ্ধ না হইলে,

তাহাতে যে কোন ব্যক্তি সন্থিত প্রজা হল, তিনি নীলাম অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ও তাহাতে তাঁহার যে যানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাউন্ডার নিমিত্ত, যে চূড়ান্তী গ্রাহ্য-মতে নীলাম হয় তাঁহার বিক্রেতা মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারবেন।

(২) ডালুকের খরিদারকে মোকদ্দমার এক পক্ষ করিতে হইবে; এবং নীলাম অসিদ্ধ হইলে তাঁহার যে কোন হানি হয়, অথবা তিনি উক্ত মোকদ্দমায় ভূমীর স্বত্ব কতিপূরণ পাউন্ডার অধিকারী হইবেন।

২০৬ খার। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুক বিক্রয় করা গেলে, ঐ ডালুকে যে কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা খরিদার ২০২ খারামতে অসিদ্ধ করিতে পারেন, তিনি নীলাম হইয়া তাঁহার যে হানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাউন্ডার নিমিত্ত নীলামের তারিখ অবধি দুই মাসের মধ্যে বাণীদারের বিক্রেতা মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কিন্তু বানীদারের অধস্তন কোন প্রকার স্থানে নীলামের সময়ে কোন বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, এই প্রণালী এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত নীলামের নীলামের উৎপন্ন টাকা উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্নলিখিত বাহা ২ করিতে লিখিতমতে কাঁচা করিতে হইবে, তাহার কথা। হইবে, যথা,—

(ক) এই অধারের বিধান কলবৎ করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত গেরেস্তা রাখা আবশ্যক হয়, তাহার খরচ কুলিবার নিমিত্ত শতকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্নমেন্টের হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইয়াছে তাহা (সুদসমেত ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল খরচ পড়িয়াছে তাহা সমেত) ইহার পর কুশাধিকারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকরণের নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে পর উক্ত থাকিলে, যে কায্যাকারক নীলাম কাঁচা চালান, তিনি তাহা অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় পাঠাইবেন। ২০৬ ধারায় যাহারা ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পান, তাহাদের দাওয়া শোধ করিবার নিমিত্ত এই উক্ত টাকা নীলামের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত খাজানাখানায় আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালের মধ্যে এই ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যাবৎ এই সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাহা উক্ত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উক্ত টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়, তাহা হইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারামতে বানীদারের বিক্ষেপ ডিক্রী হইয়া থাকিলে, এই ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উক্ত টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে দিতে না কুলাইলে, যাহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারদের মধ্যে এই টাকা হার-হারীমতে বন্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) উক্ত উক্ত টাকার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা বানীদারকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (গ) প্রকরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোন ব্যক্তির তাহাতে স্বার্থ থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিবর্তে যাহার সুদ চলে, এরূপ গবর্নমেন্ট সিক্যুরিটী রাখিয়া উক্ত টাকা সমস্ত কিম্বা তাহার কোন অংশ কিরাইয়া লইতে পারিবেন। শেষ যে গবর্নমেন্ট গেজেট পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিক্রীকটের বা প্রিন্সিপলের হার দেখা যায়, সেই হারে উক্ত সিক্যুরিটী লওয়া যাইবে।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দিষ্ট কোন দিন রবিবার বা বঙ্গের দিন হইলে, রবিবার ও বঙ্গের দিন এইরূপে বিধান করা যাইবে। এই অধ্যায়মতে যাকি কিছু করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকে, তাহা তাহার পরদিন রবিবার বা বঙ্গের দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অধ্যায় তালুক নীলামের কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব কএক ধারামতে যে সকল তালুক নীলাম করা যাইতে পারে, তন্মিত্ত কোন তালুক সরকারী রেজিষ্টারে অধ্যায় পরিবর্তিত হইয়া রেজিষ্টারী করিবার বিধান আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিধিক্রমে সময়ে-সময়ে পরিবর্তন নির্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে এই সকল ধারা উক্তরূপে রেজিষ্টারী করা তালুক সম্বন্ধে থাকিবে।

### ১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও ঘোষণার বিষয়ক বিধি।

২১০ ধারা। প্রকারান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্নলিখিত বিধিতে যে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে এই আইন-বিধান কলবৎ হইবে, তেঁর বিধান কলবৎ হইবে, তাহার কথা। যথা,—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অস্ত্রবল।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা ও কমাঁহার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে দখলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে কুশাধিকারীর বা প্রকার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দিষ্ট হেতু বিনা দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোণা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) যোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রকার খাজানা কমাঁহার স্বত্ব (১৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তদনু-ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীকরণে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রকারকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

২১১ ধারা। যে স্থানের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে কুশাধিকারী ও প্রকারে দখলী পাট্টার আর মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে কারে দখলী দখলী পাট্টা দিতে কুশাধিকারীর বাধ্য হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ আদেশ করিতে হইবে না।

২১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পড়িত  
কৃষিকার্যোগণযোগীকরণ-ভূমি কৃষিকার্যোগণযোগীকরণ-  
নের চুক্তির কথা। পার্শ্ব কোন চুক্তির ব্যাঘাত  
হইবে না।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরে কণা  
থাকিলেও, যে প্রকারের জমী  
চর ও দেয়াড়া জমীর চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত  
কথা। অর্থাৎ সামান্যতঃ বন্যা দ্বারা  
যে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ  
সামান্য হইতে পারে, যে রায়ত সেই ভূমি ভোগ করে,  
সেই রায়ত তাহা ক্রমাগত বার বৎসর ভোগ না করিলে  
ঐ ভূমিতে দখলী স্বত্ব লাভ করিবে না, এবং যাবৎ ঐ  
দখলী স্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহার ও ভূমিধিকারীর  
মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয়, তাহার যোতের নিমিত্ত  
সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(২) কিন্তু ভূমিধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে  
আদালত নির্দেশ করিতে পারিবে যে কোন জমী এই  
ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য  
হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত  
জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

২১৪ ধারা। “উঠদক্ষী” প্রাণী ও “তাল তাসিলী”  
প্রাণী নামে খ্যাত প্রাণী-  
উঠদক্ষী ও তালতাসিলী মতে কোন ভূমি ভোগ করা  
প্রাণীর কথা। গেলে, দেশাচারানুগত বা  
প্রকারান্তরে যে সকল নিয়মে  
ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে  
সহী সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথার কোন যাতি-  
চাকরান তালুক সম্বন্ধে ওয়ালী বা অন্য চাকরান তালু-  
ক কোন অনুসঙ্গের ব্যাঘাত  
হইবে না। বিশেষতঃ এই আইন  
বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে যে চাকরান তালুক হস্তান্তর  
করিতে বা উইলক্রমে দান করিতে পারা যাইত না, তাহা  
হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব প্রদত্ত  
হইবে না।

২১৬ ধারা। কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোতের  
অংশ না হইয়া বাস্তুভূমি  
ব'র ভূমির কথা। ভোগ করিলে, ঐ বাস্তুভূমির  
প্রজাপতির অনুসঙ্গ দেশাচার  
দ্বারা নিয়মিত হইবে।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত  
স্বত্ব এই আইনের বিধানের  
সহিত অনঙ্গত না হইলে অথবা  
এই আইনের বিধানক্রমে  
শেষতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্তিত বা  
বিত্ত না হইলে, এই আইনের কোন কথার তাহার কোন  
ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

কোর্কা রায়ত কোনও অবস্থায় দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হয় এই দেশা-  
চার এই আইনের বিধানের সহিত অনঙ্গত নহে, এবং এই আই-  
নের বিধান দ্বারা শেষতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরি-  
বর্তিত বা বহিত করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোন  
স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম  
হইবে না।

## ১৮শ অধ্যায়।

মিরাদ বা ভাঙ্গা বিবয়ক বিধি।

২১৮ ধারা। (১) এই আইনের ৪র্থ ডকুমেন্টের  
নির্দিষ্ট মোকদ্দমা, আপীল এবং  
৪ ডকুমেন্ট মোক-  
দ্দমা, আপীল এবং  
প্রার্থনা বা দরখাস্তের  
এই ডকুমেন্টের নির্দিষ্ট সময়ের  
মধ্যে উপস্থিত করিতে ও করিতে  
হইবে; এবং প্রকৃত মিরাদ  
কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদ্দমা বা আপীল  
উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা  
যায়, তাহা মিরাদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না তোলা  
গেলেও অপ্রাচ্য হইবে।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত  
পূর্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দর-  
খাস্ত উপস্থিত করিলে মিরাদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত  
বার্ত্ত হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোক-  
দ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার  
স্বত্ব পুনরুজ্জীবিত হইবে না।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষের  
মিরাদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের  
আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা  
২১৮ ধারার লিখিত মোকদ্দমা  
বা প্রার্থনা সম্বন্ধে খাটিবে না।

## ১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য  
কসমে যে আইনক্রমে যে কোন আইন যৎকালে বলবৎ  
হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের থাকে, সেই আইন অনুসারে  
কথা। না হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

(ক) কোন প্রজার যোতের কসল ক্রোক করে  
কিম্বা ক্রোক করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে ক্রোক করা  
যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিয়মিত-  
রূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বল-  
পূর্বক বা গোপনে হানাহানির করে, কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন  
যোতের কসল কাটিতে, সংগ্রহ করতে, সঞ্চিত কা-  
তেন, হানাহানির করে, কিম্বা প্রকারান্তরে তাহা লহরা কা-  
তেন বাধা দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে,

তবে তিনি ভারতবর্ষী-মণ্ডলীর আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা হইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণের লিখিত কোন কাহা করিতে সচায়তা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধ-ভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা হইবে।

ভূমিধিকারীদের কর্মকারক ও প্রতিনিবেদনকথা।

২২১ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্তৃপক্ষের নিকটে এই আইনমতে

ভূমিধিকারীর কর্মকারক কোন ভূমিধিকারীর উপস্থিত দ্বারা কাহা করিবার কথা। হইবার, প্রার্থনা করিবার বা কোন কাহা করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ একা রাস্তারের আশা না করলে, ভূমিধিকারীর স্বাক্ষরিত কর্মতাপত্ররূপে একদধে কর্মতাপ্রাপ্ত ভূমিধিকারীর কর্মকারকও এই সকল কর্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে যে প্রত্যেক নোটিস ভূমিধিকারীর উপর জারী করবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, তাহার পরীক্ষার করিতে বা তাহা লইতে পুঙ্খানুপুঙ্খ কর্মতাপ্রাপ্ত ভূমিধিকারীর কর্মকারকের উপর জারী করা গেলে, তিন্থা তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিম্ন ভূমিধিকারীর উপর তাহা জারী করা যাইত কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া যাইত, তাহা হইলে বেদগ ফল হইত, এই আইনের কাহাওকে সেইরূপ ফল হইবে।

(৩) কর্মকারক নিয়োগ করিবার কিম্বা তাহা কর্মতাপ্রাপ্ত দিবার নিদর্শনপত্র তাড়া যে প্রত্যেক দলীল এই আইনের আদেশমতে ভূমিধিকারীর কর্তৃক স্বাক্ষরিত বা সর্টিফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যিক, তাহা একদধে কর্মতাপ্রাপ্ত ও দীর্ঘ পোল কর্মকারকের দ্বারা স্বাক্ষরিত বা সর্টিফিকেটযুক্ত হইতে পারিবে।

২২২ ধারা। উই বা ভূমিক ব্যক্তি প্রকরণী ভূমি

একজন ভূমিধিকারী-দেব একদধে বা সাধারণ কর্মকারকের দ্বারা কাহা করিবার কথা।

করিবেন কিম্বা তাহাদের উত্তরে বা সকলের পক্ষে কর্মকরিতে কর্মতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকারক করিবেন।

রাজস্ব কর্মচারীদের কর্মতার কথা।

২২৩ ধারা। রাজস্ব কর্মচারীদের উপর এই আইনের

কর্মচারীদের কাহা-প্রণালী ও কর্মতা সহ-কীয় বধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

করণার্থ স্থানীয় গণমন্ডে সময়ে রাজস্বের গেজেটে প্রকাশিত দিয়া এই আইনসম্মত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং তে বিধি দ্বারা প্রকরণ কোন কর্মচারী

(ক) মোকদ্দমার বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন কর্মতারূপে কাহা করিতে পারেন প্রকরণ কোন কর্মতা, ও

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার কর্মতা, ও

(গ) জমীর শক্তি বৃদ্ধি দিবার নিমিত্ত কোন ভূমির কর্মতা করিবার ও কাহিয়ার ও উপর শাস্যাদি ওজন করিবার কর্মতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিধির কথা।

২২৪ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে বিধি প্রণয়ন প্রকাশ ও দৃষ্টকরিবার কাহা প্রণালীর কথা।

(২) স্থানীয় গণমন্ডের বা তাহা নোটিস প্রণীত বিধি হইবে, উক্ত গণমন্ডের বা কোর্টের বিবেচনায় সম্প্রদায়িক ব্যক্তিগকে সম্মান দিবার পক্ষে বাস্তব উপযুক্ত নোটিস হয়, সেই প্রকারে এই বিধি প্রকাশ করা হইবে; অন্য কোন কর্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইবে, তাহা নিম্নিত প্রকারে প্রকাশ কর যাইবে। কিন্তু প্রকরণ প্রত্যেক পাণ্ডে যা রাজস্বের গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডালাখার সচিব একজন নোটিস প্রকাশ করিবে। প্রকাশ করণের তারিখের পর এক মাস অতীত হইবার পূর্বে না হয়, উক্ত পাণ্ডালাখা প্রকরণ যে তারিখে বা যে তারিখের পর বিবেচনা করিবে দেখা হইবে, এই নোটিসে সেই তারিখ নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৪) এই নিম্নিত তারিখের পূর্বে উক্ত পাণ্ডালাখা সহজে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করিবে, উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন বিধি রাজস্বের গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, এই প্রকাশ পরগই উক্ত বিধি যথার্থই প্রণীত হইবার সিদ্ধান্ত প্রদান হইবে।

যে বিধির কিয়তালীন প্রকাশিত থাকে তাহা

২২৫ ধারা। যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কখন প্রণীত হইবে, তাহা মোকদ্দমার অন্তর্গত ভূমি পের মহালের মধ্যে থাকিলে, এই আইনের কোন কাহাও, রাজস্বের বিধি-কালীন বন্দোবস্তের বিধান ফুরাওলে, প্রকাশিত হইবার কথা।

হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ গণমন্ডের

তাহা চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিবার, বা বন্দোবস্ত দৃঢ় করিবার ক্ষমতা পাইয়া বন্দোবস্তী কার্যাবলীতে যথোপযথো বন্দোবস্তের নিয়ম অতীত হইবার পর অবধারিত হইবে খাজানা দিয়া ভোগ করিবার স্বত্ব স্পষ্ট থাকিবে স্বীকার করিয়া থাকিলে, অতঃপর কথা।

২২৬ ধারা। যাহা চিরন্তন বন্দোবস্তী ভূমির অন্তর্গত নহে, এরূপ কোন ভূমি বিনা খাজানার কিম্বা অবধারিত খাজানায় ভোগ করিবার স্বত্ব এই ভূমির মালিককে দেওয়া গেল বলিয়া জ্ঞানিত-কারী পাঠা দিলে কিম্বা অন্য কোন চুক্তি করিলে, এবং পাঠা বা চুক্তি বলবৎ থাকিতে

(ক) ভূমির রাজস্ব উক্ত ভূমির সম্বন্ধে প্রথম দেয় হইলে, কিম্বা

(খ) তৎসম্বন্ধে ভূমির রাজস্ব পূর্বে দেয় হইয়া থাকিলে ভূমির রাজস্বের মূল্য বন্দোবস্ত করা গেল।

উক্তর পক্ষে যথোপযুক্ত প্রমাণস্বত্বের কথা সত্ত্বেও, কোন রাজস্ব কর্মচারী ভূমিগিরির বা প্রচার প্রাধিকারের আধিকারে এই আইনের বিধান অনুসারে উক্ত ভূমির উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য করিতে পারিবেন।

মালিকের প্রতীতি স্বত্বের কথা।

২২৭ ধারা। বাকী খাজানা আদায় করণার্থ যেকোন মাসের এই আইনের যে সকল বিধান থাকিবে, কোন মালিক, মালিক, জমিদার প্রভৃতি যত্ন সহজে বাধ্য কিম্বা দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, তাহা আদায় করিবার মোকদ্দমার বত দূর সম্ভব সেই সকল বিধান থাকিবে।

বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

২২৮ ধারা। এই আইনের কোন কথা—

(ক) এই আইনের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া যে কোন আইন রক্ষিত করা হয় নাই, সেটি আইনের নির্দিষ্ট বন্দোবস্ত কার্যকারকদের ক্ষমতার ও ক্ষমতার,

(গ) গবর্ণমেন্টের মহালের কিম্বা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বা রাজস্ব কর্তৃপক্ষের অধিকৃত মহালের খাজানা আদায়ের কার্য প্রণালীর বিধান করণার্থ কোন আইনের,

(ঘ) মালিকজারী মহালের বাট ওয়ারী সংক্রান্ত কোন আইনের, কিম্বা

(ঙ) এই আইনের দ্বারা স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ অসু-মানীয়ভাবে যে বিশেষ বা স্থানীয় অন্য আইন রক্ষিত করা না যায়, তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

## প্রথম তফসীল।

(২ ধারা দেখ।)

যে আইন রক্ষিত হইল।  
বঙ্গদেশে প্রচলিত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রক্ষিত করা গেল।
১৭২০ সালের ৮ আইন।	সুবেজান বাজলা ও বেহার ও উড়িষ্যা সমস্ত জমিদার ও জমিদারদের প্রতীতি ভূমি- বিবরণিদিগের সচিব সরকার- ের মালিকজারী অর্থে দপ- সন বন্দোবস্তের বিষয়ের যে সকল আইন ইংরেজী ১৭৮২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ও ২৫ নবেম্বর এবং ইংরেজী ১৭৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ও তাহার পর যে তারিখে নির্দিষ্ট হই- য়াছে তাহার পরিবর্তে পরি- কর ও প্রবর্ত করিবার আইন।	১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ ধারা।
১৮০৫ সালের ১২ আইন।	এই আইনে যেদিনোপূর্ব জলদ্রুত পটীশপূর্ব, কমান্ডারের ও বন্দী পদগন্য সূত্রকটক জিলার বন্দোবস্ত ও সরকারী রাজস্ব আদায় করণার্থ আইন	৭ ধারা।
১৮১২ সালের ৫ আইন।	ভূমির মালিকজারী ডফনীলের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এই আইনে চলন আছে তাহার কোন দাঁড়া প্রত্যাখ্যান ও পরিবার নিমিত্ত আইন	১, ৩, ৪, ২০ ও ২১ ধারা।
১৮১২ সালের ১৮ আইন।	ইংরেজী ১৮১২ সালের ৫ আই- নের ২ ধারার মধ্য স্পষ্ট ও বিবরণ করিয়া লিখিত ও ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৩ ও ৪ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের ৩ ও ৪ ধারা রদ ও রক্ষিত কবি- বার ও এই সকল ধারার লিখিত দাঁড়া সকলো পরিবর্তে মূল দাঁড়া নির্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত আইন।	যেদূর সম্ভব এবং ২ ও ৩ ধারা।
১৮১৯ সালের ৮ আইন।	কোন অধিকার লিখিত হইবে ও তৎসম্পর্কীয় কার্যাবলী সমস্ত হওনের কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিত ও জমিদারদিগের ও পতনী ভূমিকদার ও গবর্ণমেন্টের পক্ষে যে বিবরণের ও জমিদারের বাকীর নিমিত্ত বীমা হওনের নকশা নির্দিষ্ট করনের ও তাহার প্রকার ও নিয়মের বিবরণের ও বাজলা দেশের জমিদারদিগের ও ভূমিকদারদিগের ও জমীনের দাঁড়ার মধ্যে পূর্বে নির্দি- ষ্ট কোন দাঁড়া তাৎপর্য স্পষ্ট করণের ও তাহার কোন দাঁড়া প্রবর্তনের নিমিত্ত আইন	সম্পূর্ণ আইন।

সংলগ্ন নথ্য।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর সম্ভব করা গেল।
১৮২০ সালের ১ আইন।	যদি জমীদারের বাকী ভাড়া তা- লুকদানের ক্ষেত্রে ও সে নিষেধে জমীদার ও লুকনীলম করাইবার ক্ষমতা পাবে, তবে সেই নীলম ইজো ১৮১৯ সালের ৮ আইনের নীলমের মতে করা যাবে নিষেধে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮২৫ সালের ১১ আইন।	১২২২ এর কি কোন নথী কি ল মুক্ত স্থান ভাড়া করণ প্রযুক্তি কৃষি পাওয়া যায় সেই কৃষির দাওয়ার নিষেধ যেহেতু সেতে দৃষ্টি রাখা করিতে হবেক সেইহেতু প্রকাশ করা যাবে নিষেধে আইন।	১২২২ এর ১ প্র- করণে "এবং এতদ্বারা জমি যত কোন প্রধান মহীলকারের পেটীর কোন মহীলকারের দখলের জু- ঝিতে সংলগ্ন হয়" এই কথা মুছে করনের শেষ পর্ব।

বঙ্গদেশের ব্যক্তিগত প্রদত্ত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিধরের আইন।	বস্তুর বহিত করা গেল।
১৮৩২ সালের ৬ আইন।	১৮১২ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ কোর্টইউনিয়ন বা জারী নীর অ. বীন বজ্রদেশের মধ্যে খাজানা আদায় করণের আইন সংশোধন করণের আইন) সংশোধন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৫ সালের ৮ আইন।	আগমপত্রের কিয়ৎ প্রাপ্তি দেশীচাঁদের বলে যেহেণ্টা ডালুক বিলম্বস্বরূপ কি প্র- কাণ্ডেরে হস্তান্তরিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধীয় বাকী খাজানা আদায় অবশেষলক্ষে তৎ বিলম্ব করণের ব্যবস্থা সংশোধনার্থ আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৭ সালের ৪ আইন।	ম্যগ্রিস জারিজিওরসম্প্রদেয় জীবিত লেটেনেণ্ট গবর্নর সাহে বের প্রদত্ত ১৮৩২ সালে ৬ জাইনের ব্যাখ্যা ও সং- শোধন করণের এবং কোন বিচার লিখ করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৯ সালের ৮ আইন।	কৃষাধিকারী ও প্রচার মহোদয়ে মোকদ্দমা তত্ত্ব হার কার্য- প্রণালী সংশোধন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭২ সালের ৮ আইন।	বঙ্গোবস্তু কার্যকারকদের ক- মিটি নিয়ন্ত্রিত ও নিয়ন্ত্রিত করণের বিধিত আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

ବନ୍ଧୁମିତ୍ରାଧିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପ ଗର୍ବର ଭେଦର ନାହିଁବେର  
ଏଣିକି ଆମେ ।

সাল ও নম্বর।	যে বিধেয়ের আইন।	বড়দুর্গ বহিষ্ করণে।
১৮৫০ সালের ২৫ আইন।	১৮১১ সালের ৮ আইন ও ১৮৬৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে কৃষির নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বারনার টাকা লংকাতে জর করণের আইন।	যে পর্যন্ত র ক্ষিত হরনাই সেই পর্যন্ত।
১৮৫০ সালের ৫০ আইন।	বাক্সলদেশে পড়নী ভালুকের নীলামের নিয়িতে যে দাঁ- ড়ার আংশ্যক আছে তাহা শুধরিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫০ সালের ৩ আইন।	নীলজমাদীর বাকী বিবয়ের সহায়নী যোগদান এবং প- ড়নী ভালুক ও দিক্রবোপ্য অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং খাজানা বিবয়ের সহা- য়ী ডিক্রীজারী করণার্থে কৃষির নীল মের বিবির আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫১ সালের ১০ আইন।	কোর্ট উইলিয়ম ডাক্তারানীর অ- ধীন বাজলাদেশে খাজানা আদায় করিবার আইন সং- শোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗମାନ ।

[ ୩ (୧୬) ଧାରା: ଦେଖ । ]

১৮১১ নং নলের ৮ আইনের হেতুগান হইতে উদ্ধৃত।

“দশমশালা বন্দোবস্তের তালুকদারেরা আপনাদিগের ইচ্ছায়া ইত্যাদি দিতে উচ্ছারুপ কমতা আছে দেখিয়া নতুন করাদানের সৃষ্টি করিয়াছে ও প্রথমতঃ তাহা বন্ধিবার প্রজ্ঞার জমিদারীতে প্রকাশ হইয়াছে এক্ষণে অন্য স্থানেও হইতেছে ও এ অধিকারের প্রকাশ এই যে জমিদার কোন ব্যক্তিকে ইন্তুমরারি জনীতে তালুক দেয় ও তাহার মুনফা যে ব্যক্তি তাণী লয় তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারিদিগের পাওনা সপ্তকালের নিমিত্তে পরিষা দেয় ও তালুকদারের স্থানে মাল জমিন ও ফেলাস জামিন লওয়া ও না লওয়ার কমতা আপত্তি রাখে কেন না যদি তালুকদারকে জামিন দেওন হইতে মাক করে তবে তাহার পরে ঐ তালুক বিক্রয়াদির দ্বারা যে ব্যক্তির হাতে যার সে এড়াহতে পারে না বরং তাহার স্থানে লগতে পারে ও ইহা এইজন্যকার রে-এস-জ-অর্থাৎ চলনমতে জানা গেল।

“তাঁহার দস্তাবেজেতে মিয়নের মধ্যে ইঙ্গ লেখ থাকে যে বাকী পাড়িলে সে নিমিত্তে জমীদার তাঁহা বিদে করাইতে পারিলেক ও যদি দিহরের পণ বাকীর সংখ্যা গত তত না হয় তবে বাহা বাকী থাকে তাহা তালুকদারের শিরে থাকিবেক সে সে নিমিত্তে তাঁহার মাল আদওয়াল বিক্রয় করিতে পারবে।

“এ সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারকে পত্তন তালুক বলে ও তাহা লগুনিয়া আমেরক মোক এই সকল নিয়ম ও নির্দেশে তাহা অন্যতর মোককে দেয় ও তাহার দর পত্তনীদার কহলার ও পুরপত্তনীদার অন্যেরে দেয় ও ক্রমে এইমত। ও ইহার নিগের প্রত্যেকের দস্তাবেজ এক বজদনে হয়।”

ভক্তির ভকতীস — কবজ ও হিঙ্গাবের পাঠ ।

( ৭০ ও ৭১ খারী দেখ । )

কবজের পাঠ ।

- ১। নম্বর \_\_\_\_\_
- ২। সাল \_\_\_\_\_
- ৩। গ্রন্থের নাম \_\_\_\_\_ খণ্ড \_\_\_\_\_
- ৪। প্রকার নাম \_\_\_\_\_
- ৫। ভাষার বোজের বিবরণ ( পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি ) \_\_\_\_\_

নগরী বিধা \_\_\_\_\_ টাকা \_\_\_\_\_

ভাণ্ডারী বিধা \_\_\_\_\_ মণ \_\_\_\_\_ বা টাকা \_\_\_\_\_

সারের { বসকর \_\_\_\_\_ টাকা ।  
জলকর \_\_\_\_\_ টাকা ।  
কলকর \_\_\_\_\_ টাকা ।

গবর্ণমেন্টের কর ... { পঞ্চম  
পূর্তকার্যের কর

- ৬। বাহার মারলতে দেওয়া গেল \_\_\_\_\_
- ৭। দিবার তারিখ \_\_\_\_\_
- ৮। যত টাকা দেওয়া গেল ( পূর্তে বিবরণ ) \_\_\_\_\_ টাকা
- ৯। দুয়ানীর বা অন্যতর প্রাপ্ত কর্তারকের মারকর \_\_\_\_\_

বকসম্পর্কের প্রজ্ঞাপন বিবরণ ১৮৮৪ সালের আইনের ১৯ খারার বিধানানুযায়ী বিধান আছে ।—

“ ৩৯ খার । ( ১ ) কোন প্রকার খাজনার হিসাবে কোন টাকা মিলে, যে বৎসরে কিম্বা যে বৎসরের যে কিজিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে তাঁহা বেরপে জমা দিতে হইবে জাকার কথা । পারিবেল এবং অন্তস্তসারে এই টাকা জমা দিতে হইবে । ”

“ ( ২ ) প্রকার প্রকরণ কোন নির্দেশ না করিলে, দুয়ানিকারী যে বৎসরের যে কিজি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিজির হিসাবে এই টাকা জমা দিতে পারিবেল । ”

কবজের পাঠ ।

- ১। নম্বর \_\_\_\_\_
- ২। সাল \_\_\_\_\_
- ৩। গ্রন্থের নাম \_\_\_\_\_ খণ্ড \_\_\_\_\_
- ৪। প্রকার নাম \_\_\_\_\_
- ৫। ভাষার বোজের বিবরণ ( পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি ) \_\_\_\_\_

নগরী বিধা \_\_\_\_\_ টাকা \_\_\_\_\_

ভাণ্ডারী বিধা \_\_\_\_\_ মণ \_\_\_\_\_ বা টাকা \_\_\_\_\_

সারের { বসকর \_\_\_\_\_ টাকা ।  
জলকর \_\_\_\_\_ টাকা ।  
কলকর \_\_\_\_\_ টাকা ।

গবর্ণমেন্টের কর ... { পঞ্চম  
পূর্তকার্যের কর

- ৬। বাহার মারলতে দেওয়া গেল \_\_\_\_\_
- ৭। দিবার তারিখ \_\_\_\_\_
- ৮। যত টাকা দেওয়া গেল ( পূর্তে বিবরণ ) \_\_\_\_\_ টাকা
- ৯। দুয়ানীর বা অন্যতর প্রাপ্ত কর্তারকের মারকর \_\_\_\_\_



[illegible][illegible]

# हिजाब आठ ।

সংখ্যা	বিবরণ	মাস	তারিখ	মন্তব্য
১।	সাল	১।	১।	১।
২।	প্রজার নাম	২।	২।	২।
৩।	যৌতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)	৩।	৩।	৩।
৪।	বৎসরের তালিকা	৪।	৪।	৪।
৫।	পূর্ববৎসরের বাকী (বকেয়া)	৫।	৫।	৫।
৬।	মোট তালিকা (হাল ও বকেয়া)	৬।	৬।	৬।
৭।	প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল	৭।	৭।	৭।
৮।	শস্য দেওয়া গেল	৮।	৮।	৮।
৯।	বৎসরের শেষে বাকী	৯।	৯।	৯।
১০।	ভূস্বামীর স্বাক্ষর	১০।	১০।	১০।

## চতুর্থ ভূকসীল।

মিরাদ।

( ২১৮ ধারা দেখ। )

১ খণ্ড।—মৌকদ্দমা।

মৌকদ্দমার বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
১। যে নিয়ম সংক্রান্ত এক ল্পাষ্ট বিধানাঙ্ক চুক্তি আছে যে ঐ নিয়মভঙ্গের দণ্ডস্বরূপ উচ্ছেদ করা যাইবে, সেই নিয়মভঙ্গ হেতু তালুকদার বা রায়-ভুক্ত উচ্ছেদ করিবার যেকদ্দমা।	এক বৎসর	নিয়মভঙ্গের তারিখ অবধি।
২। বাকী খাজানা আদায়ের মৌকদ্দমা— (ক) ৩৩ ধারামতে ঐ খো- তের খাজানার নিমিত্ত আমানত করিবার পক্ষে বাকী পড়িয়া থাকিলে।	ছয় মাস	আমানতের তারিখ অবধি।
(খ) ফলাফলে	তিন বৎসর	বাকী লাগুন যেহেতু স্থানে চলিত আছে সেই স্থানে বাকী লাগুন শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অ- বধি এবং আমলী ও কসলী সম যেহেতু স্থানে চলিত আছে সেইহেতু স্থানে জৈষ্ঠ মাসের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি।
৩। বাদী দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তস্বরূপ ভূমি দাওয়া করিলে, উক্ত ভূমির দখল কিংবা পাইবার মৌকদ্দমা।	তিন বৎসর	বে-দখল হইবার তারিখ অবধি।

## ২ খণ্ড।—আপীল।

আপীলের বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
৪। এই আইনমত কোন জিকী বা আজার উপর জিলার জজ বা বিশেষ জজ সাহেবের আদা- লতে আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রী কি আজার উপর আপীল হয় তার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমত কাল- ক্টরের কোন আজার উপর কমিশ্যনর সাহে- বের নিকট আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে আজার উপর আ- পীল হয় তার তারিখ অবধি

## ৩ খণ্ড।—প্রার্থনাপত্র।

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
৬। যে স্থলে ডিক্রীমত খা- তক ছিল বা বলে ডিক্রী জাদী হইতে দেন নাই সেই স্থলভিত্তি এই আইন- মত কিংবা এই আইন- মত রহিত করা কোন আইনমত ডিক্রী বা আজার করিবার প্রা- র্থনাপত্র ; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে সুদ জমে তাহা বাদে কিংবা ঐ ডিক্রী জারী করিবার খরচা সমেত ৫০০২ শতের অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়।	তিন বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আ- জার তারিখ অ- বধি ; কিংবা (২) আপীল করা গেলে, আপীল আদালতের হুজুর ডিক্রীর বা আজার তারিখ অবধি কিংবা (৩) বিচারনমালো- চনা করা গেলে, নমালোচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি।

### ভিন্ন ভিন্ন মত ।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেট কমিটির অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্ট হইতে আমার মত ভিন্ন ।

১৮৮৩ সালের ১১ নবেম্বর অবধি কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৪ সালের ১৩ মার্চ উহার কার্য শেষ হয় । প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার মাত্র কমিটির অধিবেশন হইত । কোন বিষয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভ্যদের ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে সংবাদ দিতে হইত । ২৬ জানুয়ারি তারিখে স্থির হয় যে সপ্তাহে তিন দিন ২ টা অবধি ৫ ১/২ পর্যন্ত কমিটির অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্বে দিন সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে । অধিবেশনের দিন প্রাতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরগণের নিকট প্রেরিত হইত । এইরূপ নূতন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটির হাতে অনেক কার্য থাকিছিল ও সময়টা গমনের সময়ও উপস্থিত প্রায় হইয়াছিল । এই বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের নিজেরা যে অনুবিধা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ করিলেও এবং তাঁহারা এত কার্য সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতাম না । এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের অভিযোগের প্রতিই অবগাহ করা হইয়াছিল । আমার মত অবস্থার লোকের প্রতি আরও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না । ইহাতে যে কেবল মেম্বরদিগের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বাদানুবাদ তাহার প্রতিও অবিচার হইয়াছিল । আমি কর্তব্য বিবেচনায় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ কোনোপন্থায়ক হয় নাই । ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কমিটির নিকট যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অবস্থায় যত দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্ত গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসায় অত্যন্ত ত্বর করা হইয়াছিল । এরূপ ত্বর অপরিহার্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই ।

মন্ত্রিসভার বিধি অনুসারে কমিটির এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় কাজের কথা বিষয়ে সাক্ষীর এজাহার প্রণেয় কর্মতা থাকিলে ভাল হইত । কমিটি যে এই কর্মতার আবশ্যিকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । পদ্ধতিসিদ্ধ না হইলেও, মান্যবর জীবিত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের পরামর্শমতে পেটাও বিলি সম্বন্ধে কমিটিতে কয়েকজন বহুদলী জমিদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল ।

কমিটির হস্তে পড়িয়া পাণ্ডুলিপির অনেক গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে । কিন্তু উহার মূল মূল অপরিবর্তিত রহিয়াছে । কোনও বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপিতে খেরপ ছিল তদপেক্ষা জমিদারদিগের অবস্থা অবিকতর মন্দ করা হইয়াছে । কয়েকটি ক্ষুদ্র বিষয়ে জমিদার ও রায়ত উভয়ের প্রতিই অপকর্পাতে সুবিচার করা হইয়াছে । বর্তমান আইনে যেসকল আদালত আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্তী ভূমাধিকারীগণের বিলক্ষণই লাভ হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ভূমিকর্ষক, যাহার জন্য কমিটি এত চিন্তিত তাঁহা প্রকাশ করিয়াছেন, আমার তর হয় যে কলে তাহার অবস্থা বর্তমান অপেক্ষা মন্দ দাঁড়াইবে । আমি এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং তজ্জন্য এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথায় প্রবেশ করিব না ।

এই পাণ্ডুলিপির বিক্ষেপে আমার আপত্তির প্রধান কারণ এইঃ—

১ম।—ইহা বর্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী । ইহা একটিকে কতকগুলি স্বত্ব অপহরণ করিতেছে ও অপরাধকে উক্ত আইনের ব্যতিকারী কতকগুলি স্বত্ব প্রদান করিতেছে । ২য়।—ইহাতে রেগুলেশন আইন সমূহের যেরূপ ব্যাখ্যা কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং প্রমাণরহিত ঘটনা ও বিবরণ সমূহকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে । ৩য়।—খাজানা আদায় ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্যপ্রণালীর সরলতাপাদনরূপে যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্বারা সুসিদ্ধ হইবে না । ৪র্থ।—ইহাতে ভূমাধিকারী ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বিবাদ ও বিলম্বাদ উৎপাদিত হইবার ও মোকদ্দমার মোকদ্দমার দেশ প্রারিত করিবার সম্ভাবনা । তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের হানি হইবে । ৫ম।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক প্রজাকে কৃষান (কৃষিঅসম্পন্ন) করিয়া তুলবে । ৬ষ্ঠ।—জমিদার ও প্রজার চুক্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ার ও জমিদারী কার্যনির্বাহ ও রায়তদের কার্য সম্বন্ধে আদালত ও রাজস্বসংক্রান্ত কার্যকারককে মধ্যস্থ ও জিজ্ঞাসার স্থল করার, ইহাতে কৃষকসম্প্রদায়ের উন্নতির নিদানভূত আত্মনির্ভর শক্তিকে অকর্মণ্য করা হইবে, ও উহার মেরুদণ্ড বিচ্ছিন্ন করা হইবে, অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অবাধ কার্যের বাধা করা হইবে, গবর্নমেন্টের পিতৃহানীর জাব বন্ধমূল করা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিষ্টের উৎপাদন করা হইবে । গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেট কমিটি যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একটীরাও খণ্ডন হয় নাই ।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমার যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি ইহার অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিব এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না । আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল মূল ও কএকটি প্রধান বিশেষ স্থলের আলোচনা করিতে চাহি ।

## তালুকদার ।

যাহারা এক্ষণে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই হুঃন জেণীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যথা, ( ১ম ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে সকল রায়ত তাহাদের যোতের অর্দ্ধেকের অধিক অংশ কোর্সা বিলি করে ( ৩৭ ধারা ), এবং ( ২য় ) যে সকল রায়তের যোতের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং যাহাদের যোতের সমস্ত বা কিয়দংশ কোর্সা বিলি করা আছে । এরূপ ভুলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজ্ঞাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে ( ৫ ধারা ৫ প্রকরণ ) । প্রথমোক্ত ব্যক্তি নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে । খাজানার দায়িত্ব তিন তালুকদার পদের সমস্ত আনুষঙ্গিক স্বত্ব তাহাতে বর্জিত । শেষোক্ত জেণীর প্রজ্ঞা তালুকদারদিগের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হইবে । প্রথম জেণী সম্বন্ধে কোন বিচারে যে দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব ও ক্রোকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্সা বিলি করিয়াছেন বলিয়া প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না । ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোতের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আমার মতে আরো অন্যাশ হইয়াছে । তালুকদারের পদবীর কতগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজ্ঞার নাই । এই সকল অধিকারের জন্য সাধারণতঃ জমীদারকে বিলক্ষণ দুপয়সা দেওয়া হয় । প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য চিরস্থায়ী যোত, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহার খাজনার হার স্থলভ হইবে, ও উহা প্রত্যেক স্বত্ব ও ক্রোকের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে । ব্যবহা-পক সভার হুকুম অনুসারে ১০০ বিঘার যোতদারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা এদেশের প্রাচীন ও বর্তমান ভূমি-সংক্রান্ত আইনের অনুযায়ী বলিয়া নিশ্চয়ই কেহ তর্ক করিতে পারেন না । এই বিষয়ে ভূস্বামী জেণীর স্বত্বের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে ।

তালুকদারদিগের খাজনার দ্বিগুণ, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে নীলাম্বরীদার আদায় করিবে, তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে । “ যক্ষঃসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজনার হার তাহারই মত অন্য ভূমির খাজনার হারেতে ধরা গেলে সে তালুকদারের জমার বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতাবতী ভূমির উৎপাদনের মুখে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের নানকর ও তালুক ভূমির তহমীলের খরচা মত উচিত হয় তাহা মিনাহ হইয়া যাহা বাকী থাকে তাহা এই যক্ষঃসলী তালুকদারের জমা ঠাহরিনেক ” । ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের খাজনার দ্বিগুণ সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই । কিন্তু আদালতের মীমাংসা অনুসারে নিকট-বর্ত্তি তৎসদৃশ তালুকদার অধিকারী কতক প্রদেশ চলিত হারের সীমা পর্য্যন্ত অথবা যে স্থলে চলিত হার সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদায়ের খরচা বাদ দিয়া মোট আদায়ের শতকরা দশ টাকা অতিক্রম করিয়া না যায় এরূপ সীমা পর্য্যন্ত রক্ষা করা যাইতে পারে (ফীল্ড সাহেবের ডাফ্‌জেন্ট দেখ) । আদালতের এই মীমাংসা এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্তন ও অনেক করা হইয়াছে, যথা, “ চলিত হারের ” পরি-বর্ত্তে “ দেশাচারোগত হার ” লেখা হইয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রণয়নযোগ্য নির্ণয় করা অপেক্ষা অধিক কঠিন । আদালতের মীমাংসায় তালুকদারের লাভ আদায়ের শতকরা দশ টাকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাহার লাভ শতকরা ১০২ টাকার ন্যূন হইবে না । এই শতকরা দশ টাকা আবার আদায়ের মধ্যে । আদায় বলিতে গেলে আমার মতে প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়ের টাকা বুঝায় । সে আদায়ের শতকরা দশ টাকা তালুকদারের লাভ নহে, মোট জমাইতে কেবল খরচা নহে আবার তাহার উপর আদায়ের বুকিও বাদ দিলে যাহা অব-শিষ্ট থাকে তাহার শতকরা দশ টাকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ ন্যূন হইবে না । এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের বুকির জন্য বাদ পড়ে একথা আজিও আমার কর্ণগোচর হয় নাই । পবলিক ওয়ার্ক সেস ও রোড সেসের হিসাবে প্রজ্ঞাদের নিকট হইতে অনান্যায়ী টাকার জন্য জমীদার শতকরা কিছুমাত্র বাদ পান না । অথচ সে টাকা দেওয়ার দায়ী তাহার নহেন । তাহার বিনা বেতনে গবর্ণমে-ন্টের জন্য টাকা আদায় করেন মাত্র । এইরূপে দুষ্ট হইবে যে বর্ত্তমান আইনমতে তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে উহাদের অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল । কিন্তু এখনও সব হয় নাই । বর্ত্তমান আইন অনুসারে তালুকদারের খাজনা যুক্তিসঙ্গতরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহাদের খাজনা পূর্ববর্ত্তী খাজনা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্জিত করা যাইতে পারিবে না । বর্ত্তমান আইন অনুসারে যাহা রক্ষা হইবে তাহা একবারেই দিতে হইবে ; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে ক্রমে ক্রমে রক্ষা হইবে এবং সমস্ত রক্ষা পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে ; বর্ত্তমান আইন অনুসারে খাজনা রক্ষার কালের সীমা নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে । শেষোক্ত তিনটি বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহাদের দুষ্ট হইবে যে, যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং দাক্ষণ সূর্যাস্ত আইনমতে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের জন্য দায়ী, তাহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই ; কিন্তু যে তালুকদারকে লোকে কোন কাজের শর বলিয়া জানে তাহার প্রতি কত মনো প্রদর্শন করা হইয়াছে । পেটাও বিল হত্যার করার এ উপায় কখনই প্রশস্ত নহে ।

## অবস্থারিত হারের রায়ত ।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনে সর্ব্ব প্রথমে এই মর্মেণের একটি আইনদ্বারা অনুমান সন্নিবেশিত হয় যে, কোন যৌকদ্দস্য আরম্ভ হইবার বিংশত বৎসর পূর্বে অবধি যদি কোন প্রজ্ঞার খাজনা অপরিবর্ত্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সেই হারে খাজনা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

( ৫ ) কোন জমী দুই বা তদধিক অংশীদার রায়তী গোত্বরূপে ভোগ করিলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়ত্বরূপে ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

( ৬ ) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে যতকাল রায়ত্বরূপে জমী ভোগ করে, ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

( ৭ ) যদি কোন রায়ত ২৬ ধারামতে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আমার নিবেদন এই যে, এই সমস্ত বিধান জীবিত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের সীমান্সার অতিরিক্ত। ২৫ ধারার ( ২ ) প্রকরণে যেরূপ বিহিত হইয়াছে কোন স্থলেই সেরূপ দখলের সময় বার বৎসর হইতে কমান জীবিত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় নহে; এবং কোন স্থলেই বিকল্প প্রমাণ না দিতে পারিলে প্রত্যেক রায়তকেই দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে মত প্রদান করেন নাই। দৃষ্ট হইবে যে জীবিত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় এই যে “বাসেন্দা রায়ত” দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্বে উক্ত ২৬ ধারার সকলে “বাস” কে দখলীস্বত্ব উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ জীবিত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব, দুই বা তদধিক অংশীদারের দখলকে তাহাদের প্রত্যেকের দখলীস্বত্ব উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন নাই যে যদি বাসেন্দা রায়ত তাহার যোত ছাড়িয়া দেয় ও খাজানা না দেয় তথাপি তাহাকে তৎপরবর্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়াই উক্ত স্বত্বের অপরিহার্য্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শেষতঃ জীবিত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাই যে যদি কোন রায়ত একবার ভূমি পরিভাগ করে এবং পরে ক্ষতিপূরণ দিয়া আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে, তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তথাপি সে বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব জীবিত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের সীমান্সার অতিরিক্ত এবং ন্যতিক্রম জমীদারের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ।

দৃষ্ট হইবে যে রায়তরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তির সেট ভূমিতে যদি ভূস্বামী বা তালুকদাররূপে একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার দখলীস্বত্বের উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং ইজারাদার হইলেও পরে সে যে জমীর ইজারা লইয়াছে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব লোপ পাইবে না। কিন্তু ভূমাদিকারী যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাতে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে (২৮ ধারা)। তালুকদারকে ও ইজারাদারকে যে স্বত্ব প্রদান করা হইল, কোন নিয়মে তাহা ভূমাদিকারীকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পারিষ্কার করিয়া রাখিতে পারিলাম না। তালুকদারও চিরস্থায়ী স্বত্ববান হইতে পারেন। কেবল মাত্র জমীদার জমীদার হইয়াছেন এই অপরাধে খরিদারের যে সাধারণ স্বত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা আশ্চর্য্য ও বুদ্ধির অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাহসসপূর্ণক রেবেনউ বোর্ডের প্রধান মেম্বর জীবিত এচ, এল, ডাল্মিয়ার সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাঙ্গালার ডাল্মিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চতরের প্রাণনিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সম্মানের সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। তিনি বলেন “কোন নির্দিষ্ট ভূমিতে দখলীস্বত্বদ্বারা খাতি কতকগুলি স্বত্ব পৃথিবীর যে কেহ রাখা অনোপায়ে অর্জন করিতে ও ভোগ করিয়া আনিতে পারে, কেবল এক ব্যক্তি পারে না। দূরবর্তী কৃষিকর্ম্মবর্জ্জিত যে কোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পার্শ্ববর্তী মহালের জমীদার, যদি জমী তালুক ভুক্ত হয় তাহা হইলে মহালের জমীদার বাসেন্দাই হইবে, অকৃপণতাই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক অন্য বাসেন্দা তালুকদার, এ জমী সর্ব্বনিম্নবর্তী যে পেটোও তালুকের অন্তর্ভূত তত্পরিমিত যে কোন তালুকের অপিকারী এরূপ স্বত্ব অর্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সর্ব্বশেষে তাহার উপর উক্ত স্বত্ব বর্জ্জিত হইলে তাহার নিকট ক্ষয় করিলেও ইহা ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূমাদিকারী অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে “যে এক বা বহু ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমিভোগ করে,” অথবা ১৪ দফার শেষের দিকে জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে বা “যে ভূস্বামীর চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমিভোগ করে”। এই মন্তব্যের যথার্থতা এত বিশদ যে আমার আর ইহার টীকা টিপ্পনী করা আবশ্যিক বোধ হয় না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তর ও অগ্রক্রম স্বত্ব।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় এর তত্ত্ব করিয়া বিচার করা হইয়াছে। অতএব আমি ইহার বিকল্পে উর্কাবলীর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানেন। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে জমীদার ও রায়ত উভয়েরই অনিষ্ট হইবে। জমীদারের একটী মূল্যবান স্বত্ব অন্যায়রূপে ছাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহাদের মহালে শত্রুশক্তির লোকের প্রবেশ দ্বার মুক্ত হইবে। রায়তের যেরূপ অবস্থা তাহাতে যে যোতের উপর তাহাদের প্রাণাধীন নির্ভর করে তাহা অল্প দিবসের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহারা মজুরের অবস্থার উপনীত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই বল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই বল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট যখন প্রথমে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব করেন, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয়ে মত

প্রদানার্থ ত্রিটিষ ইণ্ডিয়ান আসোনিয়েশনকে আহ্বান করা হয় এবং উক্ত আসোনিয়েশন খাজানার ডিক্রীর টাকা শোধ করণার্থ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় আইনসম্মত করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ দেন জমীদার এই উপায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত একবার বিক্রয় হইল তাহা হস্তান্তরযোগ্য তালুক হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কার্যতঃ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ সেক্রেটারী রেনল্ডস সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

“ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কিঞ্চিৎপরিমাণে অনিচ্ছাপূর্বকই আপোষ বিক্রয় বা অন্য নিয়মক্রমে দখলীস্বত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উত্থায়া লইতেছেন। রেবিনিউ বোর্ডের পত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুসংখ্যক লোকের মতঃ এই প্রস্তাবের অনুকূল এবং ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সুবিধিতে পারিয়াছেন যে সময়ে সময়ে যেরূপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেরূপ মন্দ কল উৎপন্ন হইত না, এবং বাহাদুরের ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অতিশয় নর্য এরূপ লোকের হস্তেও ভূমি হস্তান্তরিত হইয়া আসিত না। তাহার বিধান এই যে এরূপ হস্তান্তরস্বত্ব দ্বারা জমীদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমীদার শ্রেণী সাধারণতঃ হস্তান্তর ক্ষমতা প্রদানের অভ্যন্তর বিরোধী; এবং মস্তি সভাধিষ্ঠিত ঐযুত গবর্নর জেনরল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা করার ঐচ্ছিত্য বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই অন্য পাণ্ডুলিপিতে জমীদারের অনুমতিক্রমে আদালতের ডিক্রীজারীমতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় সিদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে। ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিধান এই যে এবিষয়ে কোন আপত্তি হইবে না।”

তাহার পর বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের মত পরিবর্তন ঘটয়াছে এবং জমীদারেরা ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব ছাড়িয়া দিতেছিলেন তাহা রূখা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রক্রমস্বত্ব বিষয়ক একটা নিয়মের অধীনে ব্যাপক ও একান্তসিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছুই নাই যাঁহাতে সর্বগুণী ভূমিাবসারী বা দাঁওঅস্থায়ী লোকের জমীদারের ক্ষতি করিয়া ভূমি ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করিতে পারে। জমীদারকে যে পূর্বক্রয়ের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আবার তর হয় যে কার্যকালে তাহা সারবস্ত না হইয়া ছায়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমীদার যে জমীর চুম্বাসী ও বাহা আইন অনুসারে কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার অন্য তাঁহার মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর অন্যান্য খরিদারের সঙ্গে ডাকাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্মুখে রায়তের সঙ্গে তাঁহার না বলিয়া উঠে তাহা হইলে তাঁহাকে খরচাস্ত করিয়া শালিগীর অন্য আদালতকে আনাহিতে হইবে এবং আদালত বিচারে যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দেন তাঁহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমীদারের অনেকসংখ্যক রায়ত বিরোধী হয় ও তাহাদের যোত বিক্রয় করিবে বলিয়া তর দেখায়, তাহা হইলে জমীদারের যদি সমস্ত যোত কিনিবার মত তাঁহারতরা টাকা না থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত যোত দুইমল লোকের মধ্যে হওয়া কোনক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতএব রায়তদের অভিপ্রায় মন্দ হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাহার কার্যতঃ জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে। এস্থলে আর একটা বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। জমীদারকে খরচাপত্র করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়মপালন করিয়া মূল্যসম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু রায়ত সে জমীদার সাহায্য করে, কারণ ৩২ ধারার ৪ প্রকরণে বলে যে যখন জমীদার রায়তকে মূল্য গ্রহণ করিতে বলেন ‘রায়ত হয় ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে নিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উক্ত ভূমিধিকারীর নিমিত্ত ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।’ অতএব জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়তের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্বক্রয়ের স্বত্ব যদিও কার্যতঃ সম্পূর্ণরূপে অসার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আবার কোশল করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়তকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্বক্রমস্বত্বের নিয়ম তালুকদারের প্রতি বর্জিত নহে ও যে সকল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যোতের অধিকারের অধিক কোর্কা বিলি করে অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত রাখিয়া তাহার ত্রিভাগ কোর্কা বিলি করে, তাহার তালুকদাররূপে পরিণত হইয়াছে।

#### খাজানা বৃদ্ধি।

তালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধির কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমীদারের ক্ষতি করিয়া তাহা-দিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের যে সুখের অবস্থা হইয়াছে তাহা চিত্রাঙ্গী বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে কখনই হয় না। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমি বলিতে চাহি যে এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধি করা একপ্রকার হীনত হইয়া উঠিয়াছে, এবং এই সম্বন্ধে জমীদারদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইলে ব্যবস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাও সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে নমিটী যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে জমীদারদিগের প্রতি সুবিচার নাই হইয়া এখন যে অবস্থা আছে সেই অবস্থা বহুমূল হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্তমান আইন অনুসারে জমীদার ও রায়তের, আদালতের নীহের খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হইয়াছে। ইহাতে বিধান আছে যে, যেখানে ইচ্ছামত বন্দোবস্ত হইবে সে স্থলে চারি আনার অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকায় দুই আনার অধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ গাতি বৎসর সময়ের জন্য এবং টাকায় দুই আনার অধিক ও চারি আনার অধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ পনের বৎসর সময়ের জন্য বৃদ্ধি হইবে। আদালতের বাহিরে

হইবে। ১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাস করার সময় এরূপ অনুমানের যতই প্রয়োজন হইয়া থাকুক না কেন, এখন যেসে প্রয়োজন নাই একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রায়তদিগের বুদ্ধি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে ছাপান দাখিলা দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য ১৮৫৯ সালে তাহাদিগকে খাজানা রদ্ধির দায় হইতে রক্ষা করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল, এক্ষণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমিদারের সর্বস্বাধীন হইয়াছে। মান্যবর জীযুত রেনল্ডস সাহেব খাজানা কমিশ্যনের পাণ্ডুলিপিসমূহে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহার সকলেই বলিয়াছেন যে “ইহা দ্বারা জমিদারের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে” এবং “নীলাম খরিদারের পক্ষে ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, কারণ অনেক স্থলে সে পূর্ববর্তী জমিদারের জমিদারী কাগজপত্রের দখল পায় না।” জীযুত রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছেন যে পূর্ণির কালে তাঁর বিশেষ দক্ষতা সহকারে এইমত সমর্থন করিয়াছেন, কারণ উক্ত কালে তাঁর বিশ্বাস এই যে “সমস্ত বন্দোবস্ত এমন মহাল অতি অস্পষ্ট আছে, এই অনুমান দ্বারা যাহার ভুলোপস্থিতের ক্ষতি করা হয় নাই।” এই অনুমান প্রথা একবারে রহিত না করিয়া জীযুত রেনল্ডস সাহেব অনুপ্রোধ করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্ব-বর্তী বিংশতি বৎসর সমান হারে খাজানা প্রদানের প্রমাণ দেওয়া হইলে এই অনুমানের কার্যসীমাবদ্ধ হওয়ার উচিত। তিনি নীলাম খরিদারদের সপক্ষে আরও এই সুবিধা করিয়া দিত চাহিয়া ছিলেন যে এই অনুমান তাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুপ্রোধ করার সময় জীযুত রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছিলেন যে “ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে কার্য করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮৫৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাতে তাহার কি কল দাঁড়াইয়াছে প্রধানতঃ তদ্বিষয়েরই বিবেচনা করা উচিত।” এ অনুমান দ্বারা কি জমিদারের পক্ষ হইতে কোন অসঙ্গত দাবী সাধারণতঃ নিরস্ত করা হইয়াছে; না ন্যায়ানুসারে প্রকারে যেরূপ অবস্থায় থাকিবার স্বত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থলে আদালতে এই অনুমানের কথা উত্থাপিত হইয়া সকল হইয়াছে, তাহার অধিকাংশস্থলেই যে প্রকার যোত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৩৩ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, গাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগ করিয়া আসিতেছে, কেবলমাত্র তাহাদেরই অন্য অভিপ্রেত অধিকার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থই এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, যেখানে এই নিয়ম পরিবর্তিত করিবার প্রস্তাব এক্ষণে হইল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

জীযুত রেনল্ডস সাহেব তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু তথাপি তাহার মত পূর্বেও যেমত ন্যায় ও বিচার সঙ্গত ছিল এখনও ভেদনাই আছে। এই মতের উপর নির্ভর করিয়া জীযুত রেনল্ডস সাহেব পূর্বে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আমি তদনুযায়ী আইন সংশোধনের কথা উত্থাপন করি। কিন্তু কামতীর অধিকাংশমতায় আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই, ইহা অপেক্ষা আরও পরিবর্তিত করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, উহাতে উপস্থিত পাণ্ডুলিপি পাগড়ওয়ার তারিখের পূর্বে হইতে এই বিংশতি বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভা তাহাও গ্রাহ্য করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিতে নির্দিষ্ট হারে ভূমি ভোগের আনুমানিক নিম্নলিখিত স্বত্বসমূহের উল্লেখ আছে।

১১ ধারা।— অবধারিত খাজানায় বা অবধারিত খাজানার হারে যে রায়ত ভূমি ভোগ করে,

(ক) কোন ভালুকদারের যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হয়, তাহারও আপন যোতের মহান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূমিধিকারীর যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্তমতে এই আইন সত্ত্বেও যে নিয়ম তৎক্ষণে তাহাকে উল্লেখ করা যাইতে পারে, সে সেই নিয়ম তৎক্ষণে কমিয়াছে, এই হেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূমিধিকারী তাহাকে উল্লেখ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সহিত পূর্বোক্ত বিংশতি বৎসর সম্বন্ধীয় অনুমান একত্র করিলে, আমার মনে সভাই এই ধারণা হয় যে, তাহা দ্বারা অনুমানের ফল পাইতে অধিকারী হউক আর নাই হউক প্রকারে আপনাদিগকে অবধারিত হারবারী রায়ত বলিয়া প্রকাশ করিতে প্ররোচিত হইবে, এবং এইরূপ জমিদারকে তাহার যথার্থ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জমিদার সক্ষম হইলেও মোকদ্দমার খরচাত্তর ও জালাতন না হইয়া আপন স্বত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অনুমানের এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত করার ব্যবস্থাপক সভার অতিপ্রায় এই ছিল যে, তাহা দ্বারা যে সকল জমিদারের কিছুতেই সঙ্কোচনাট তাহারা যেম আপন ইচ্ছামতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমিভোগকারী রায়তদিগের খাজানা না বাড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু আজও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক যাপটে সমস্ত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে মোকদ্দমাদার বা চিরস্থায়ী ভালুকদাররূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমিদারের প্রতি এই বিধানের ফল আশ্চর্যরূপে পৃথক হইবে। যে স্থলে জমিদার মোকদ্দমা করিতে অনিচ্ছা, সহিষ্ণুতা এবং দয়াপ্রসূক্ত বিনয়বৎসর পরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করেন নাই, তাহার যে রায়তেরা যতপূর্বক দাখিলা গুলি রক্ষা করিয়াছে তাহারা অনারামেই আপনাদের দাবী প্রমাণ করিয়া দিবে। অপরদিকে যে জমিদার কখনও এরূপ আস্থা ও সদয়তাব প্রদর্শন করেন নাই এবং সময়েই খাজানা বৃদ্ধি করিয়া প্রজাকে জ্বালাতন করিতে ও উত্কলিত করিতে সঙ্কুচিত হন নাট, তাহার নিশ্চয়ই বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। ফল এই হইবে যে ভাল জমিদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমিদারের লাভ হইবে।



## দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ।

সকলেই জানেন যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন হইতেই বর্তমান কালের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের উৎপত্তি । কিন্তু আমি এবিষয়ের বাদানুবাদ পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না । দ্বাদশ বৎসরের নিয়ম ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া নাড়া চাড়া করা নাগা বা বিচার মত নহে । এবিষয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে জমীদার ইচ্ছা করিলে রায়তকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার দখলীস্বত্ব উৎপাদনের বাধা করিতে পারেন । সকলেই স্বীকার করেন যে এরূপ প্রথা বাজালায় প্রচলিত নাই । কিন্তু জীযুৎ ফেট সেক্রেটারী সাহেব, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অধিকারের সপক্ষে আপন মত দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । তাঁহার অভিপ্রায় যে এইরূপ বিধান হয় “কোন বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি অধিকার করে অথবা যাহার জন্য খাজানা দেয় তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব অধিবে, যে নিজে অথবা যাহার পূর্ব পুরুষ কোন গ্রাম বা মহালে ১০ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রায়ত হইবে ” । আমি এই বিধান যে স্ববিচারসম্মত তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না । একজন লোক যে দিন স্বত্ব ভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বার বৎসর ধরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আনিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণে বশতঃই সমস্ত মহাল মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অথবা বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত রায়ত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্বমান হইবে, এনিয়ম যে নির্দোষ এবং বিচারসম্মত এরূপ আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না । যদি দেশের কোন অংশে জমিদার রায়তকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সম্মতরূপেই কার্য করিয়াছেন, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না । কোন বাদসাদার যদি তাহাদি আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তাহাদি ঘটনা হইবে তাহার পূর্বেই দেনাদারের নামে নালিশ করে, সে অন্যায় করিয়াছে মনে করাও যেরূপ স্বাভাবিক এরূপ জমিদার ভ্রমায় করিয়াছেন বলাও ১০ক সেইরূপ । যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা একান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে গুরুতর দণ্ড বিধান দ্বারা এরূপ কাছের শাস্তি বিধান করিলে আমার মতে ভাল হইত । কিন্তু কমিটি স্থির করিলেন যে যখন মহাসমিতির জীযুৎ ফেট সেক্রেটারী সাহেব এবিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরাবলম্বন করিতে তাঁহার সমর্থ নহেন । কিন্তু এতাল আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটি জীযুৎ ফেট সেক্রেটারীর বীমাংসায় যাচা বসেন তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । প্রথম পাণ্ডুলিখিতে বাসেন্দা রায়তের অবস্থা সঙ্গক্ষে নিম্নলিখিত বিধান ছিল ।—

৪৫ ধারা ।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে, তবে বিপরীত ভাবের চুক্তি থাকিলেও এবং এককাল মধ্যে ভিন্ন২ সময়ে সেট ব্যক্তি যে ভূমি এক্ষণে ভোগ করে তাহা ভিন্ন২ হইলেও ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

## আবার

৪৭ ধারা ।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮০ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, বিপরীত ভাবের চুক্তি সবেও যৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

বাজালা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটি বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধীয় মত বিলক্ষণরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং উহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন । যথা:—

১৫ ধারা ।—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে ।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত ১৮৮০ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অবদি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

২৬ ধারা ।—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তরূপে পাত্রাক্রমে বা একারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্যানুষ্ঠানে ইচ্ছা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূমি অধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূমি অধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে ।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন২ হইলেও, এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামের বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্যপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে অসীমতার উপর বিষয় আকস্মিক আরোপ করা হইল। যে স্থলে যৌকদ্দম হারা খাজানা রক্ষি করিবার চেষ্টা হয়, সে স্থলে যে সকল কারণে খাজানা রক্ষির জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইত্তেরা নিকট সেই প্রকারের ও তদ্রূপ শ্রমিকবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত হারত উদগেলা করা হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রদান প্রদান খাদ্য শস্যের গড়মূল্য রক্ষি হইয়াছে।

(গ) জমাধিকারীর দ্বারা বা তাহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রাইত্তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রক্ষি হইয়াছে।

(ঘ) রাইত্তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি অন্য দ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

আমি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত সারনাথলীতে খাজানা রক্ষি সমস্যাপূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ “এচলিতহার” পরিষ্কার বুঝা যায় না এবং এখন এ বিষয়ে যে সকল সমস্যা ও গোলযোগ আছে তাহার কিছুই দূর হয় নাই। এটি বিষয় বিশদ করার জন্যে চেষ্টা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট তাহার বিরোধী হন। আমার ভর এই যে দ্বিতীয় কাবল সলীক বসিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ গবর্ণমেন্ট কর্মকারকেরা যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু সাজ বিশ্রাস করা যায় না, ইংল্যান্ড নিয়ন্ত্রণ ও গড় মূল্য নিয়ন্ত্রণার্থ বিশ্রাসযোগ্য এমন পাওয়া যে নিত্যমু মুকুটিন, বিশেষ “সেই স্থানে বা চলিত বাজারে”, কমিটী তাহা অসীমতার করিতে পারেন না। চলিত বাজার কে নির্ণয় করিয়া দিবে? পরে যে সকল শর্ত উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তৃতীয় কারণ কায্যতঃ অকিঞ্চিৎকর বসিয়া প্রতিপন্ন হইবে। চতুর্থ কারণ অনুসারে যদি সুন্দররূপেও কায্য হয়, তথাপি উহা কদাচ তখন প্রয়োগে আসিবে।

যে সকল নিয়মে রাজস্ব কায্যকারক কর্তৃক খাজানা রক্ষি সম্বন্ধে তদারক হইবার বিধান আছে, তাহাতে কায্যতঃ সমস্ত বাণিজ্যই রাজস্ব কায্যকারকের বিবেচনায়ত সম্পন্ন হইবে। উদাহরণ, এচলিত হার নির্ণয়নায় রাজস্বকায্যকারকের উপর তৎকালে তদারকের উপদেশ আছে; কিন্তু এক শত্ৰু ধরিয়া এচলিত হার নির্ণয় করিবেন তাহার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। ফল এই হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন কায্যকারক ভিন্ন ভিন্ন স্তোত্রিতে কায্য করিবেন। মূল্য রক্ষিহেতুক খাজানা রক্ষি করিবার এটি নিষাদ আছে।—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আত্মক্রেমে নিয়মিত সময়সূত্রে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায় আদালত উৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং যৌকদ্দম উপস্থিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া নায্য ও কায্যকার বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা রক্ষি করিবেন না যে বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি-আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ-বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মাবলীতে ও ৪৮ ধারার নিয়মাবলীতে সাবেক খাজানার সহিত বর্জিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

এই সকল বিধান অনুসারে কায্যকরণ বিষয়ে মূল্যের তালিকার উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু আমি পূর্বোক্ত বলিয়াছি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কমিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকার উপর কিছুমাত্র বিশ্রাস করিতে পারা যায় না। গোলাসে উক্তবিবরণ সংগ্রহ করে এবং গোলাসে যে আবরণের বড় সতর্ক হইবে তাহার আশা করা যায় না। প্রায় সর্বদাই থেকে ও খুজা বিক্রয়ের দর মিশ্রিত থাকার উহা হইতে ন্যায্যরূপ গড় হিসাব করা যায় না সে কথা না খরিলেও কোল দায়িত্ববিশিষ্ট নেতৃত্বের তাহার পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয় না। যদি বিশেষ বড়পূর্বক তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, (একথা শুদ্ধ ভবিষ্যৎ তালিকার প্রতিই বলিবে)—এই সকল তালিকা বিচারালয়ে প্রকৃষ্ট ও সিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আমার এই প্রশ্ন আসিতেছে—পুণ্য মূল্যের তালিকা কিরূপে প্রস্তুত হইবে?

আমি দেখিতে হইবে যে সমস্ত শস্যের মূল্য বাজারের চাউলের এ ২ বেসারে ভুট্টা, যব ও গমের মূল্য পরি-ণত করিতে হইবে। প্রদান প্রদান শস্যের ন্যায়োন্মেষ করার ভর স্থানীয় গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পিত হইল। উক্ত গবর্ণমেন্ট বিবেচনায়ত সময়ে তিরস্ক শস্যের দাম উন্মেষ করিতে পারেন। তামাক, ইক্ষু, তুঁত, আদু, পাট প্রভৃতি মূল্যবান উৎপন্ন প্রবৃত্তি বিষয়ে কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডের টাইমল কমিউশন আকৃষ্ট যে মূল মূল্যে প্রথিত এ নিয়মও সেই স্বরাষ্ট্রযাত্রী। কিন্তু আমি সাহস করিয়া নিবেদন করিতে পারি যে বিলাতের টাইমের সহিত বাজারের খাজানার কোন মৌসাদৃশ্য নাই; কারণ প্রথমোক্ত কন-লের নির্দিষ্ট অর্থাৎ দশম অংশ, আর শেষোক্ত উৎপন্নের অংশ মূলক হইলেও একদে পুরাতন নিরিখ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী টাইমের কখন রক্ষি হয় না; কিন্তু আইনেই বাজারের টাকার দের

খাজানা রুজিগোণ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যে মূল নুত্র টাইমকে সুদ্রায় পরিণত করার সময় সুবিচার সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হয়, টাকার দের খাজানা রুজি বিষয়ে সেই মূল নুত্র কি প্রকৃতি ও সুবিচার সঙ্গত হইবে? আমি যতদূর বুঝিতে পারি, বর্তমান আইনমতে এই নুত্র ধরিত্তা কার্য করা যেরূপ কঠিন পরেও তাহা অপেক্ষা কোনমতেই সহজ হইবে না। ভূস্বামিকারী কর্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানারুজিসম্বন্ধেও বিশেষ বিধি দ্বারা কার্যক্ষেত্র এক সঙ্কীর্ণ করা চইয়াছে যে আমার ভয় হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণবশতঃ রুজির আত্মা দিব্যর সময় আদালতের সে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ১৮৮৩ সালের বলে যে আদালত দেখিবেন ঐ ভূমি উক্তর হারে খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অসিদ্ধিত, তখন কোন্‌ বুজিমান্‌ জমীদার উৎকর্ষসাধন করিতে আগ্রহ করিবে? টাকা দিয়া তাহাতে লাভ হইবে কি না ঠিক বুঝিতে না পারিলে কেহই টাকা বাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটি কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সহিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পত্র লেখালেখি দ্বারা পূর্বে স্থির হইয়াছিল যে কোন স্তানেই বর্তমান খাজানা দিবার অধিক রুজি হইতে পারিবে না এবং একবার রুজি হইলে তাহা দশ বৎসর বলবৎ থাকিবে। প্রথমকার পাণ্ডুলিপিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্তমান গবর্নমেন্টের পরামর্শমতে উক্ত নিয়মটি পরিবর্তিত চইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেখানে প্রচলিত হার অপেক্ষা স্তানতা বশতঃ রুজির চেষ্ঠা হয় সেখানে খাজানা টাকার স্ফাটিলতার অথবা শত করা পঞ্চাশ টাকার অধিক রুজি হইবে না, এবং যে স্থলে মূল রুজি বশতঃ খাজানা রুজির চেষ্ঠা হয় সে স্থলে বর্জিত খাজানা পূর্বতন খাজানা হইতে টাকার চারিআনা অথবা শত করা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা রুজি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্নমেন্টের নীতিগো কখনই চূড়ান্ত হয় না। জমীদারেরা যতটুকু অধিক ছাড়িয়া দিতেছেন ততই তাঁহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে, যে স্থলে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্তমান খাজানার স্তানতা বশতঃ রুজি করিবার চেষ্ঠা হয় সে স্থলে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের নীমা পর্যন্ত বর্জিত হওয়াই উচিত। কেন যে এরূপ স্থলেও শত-করা পঞ্চাশ টাকা উদ্ধৃতন সীমা নির্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। আবার যে স্থলে মূল রুজি বশতঃ খাজানা রুজির জন্য চেষ্ঠা করা হয় এবং অনুপাত ধরিত্তা রুজি দিতে হইবে, সে স্থলে শতকরা পঁচিশ টাকা উদ্ধৃতন সীমা নির্দেশ করা সুবিচারসঙ্গত নহে।

শস্যে দেয় খাজানা টাকার পরিবর্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ বাকালী অপেক্ষা বেগারেরই অধিক খাটে; এবং আমার বান্যবর সহযোগী মহিমান্বিত ছাত্রভদ্রার মতীরালা নিমন্তরঃ এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলেও চলে। যাহাই হউক আমার কথা এই, যে মূল নুত্র ধরিত্তা পরিবর্তনকার্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তদ্বারা বর্তমান খাজানা কম হইবারই সম্ভাবনা। ঐ দুইটি নুত্র এই—

(ক) দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়েতেরা নিকটই সেই প্রকারের ও তজন্য সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির সমিতি গড়ে যে সুত্ররূপ খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে ভূস্বামিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাট্টা থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এখানে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উৎখািত হইয়াছিল, তখন বর্তমান খাজানা কমান হইবে না, এইরূপ স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

দখলী স্বত্বশূন্য রায়েত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন ১৮৫৯ সালের ১০ আর্টিকল এ উক্তর মতেই দখলী স্বত্বশূন্য রায়েতের সহিত কারবারে জমীদারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা চইয়াছিল। দখলী স্বত্বহীন প্রজা ইচ্ছানীন প্রজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূস্বামিকারী ও দখলী স্বত্বহীন প্রজার সম্বন্ধ বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইতেছে। যদি দখলী স্বত্বহীন প্রজা কোনমতে একখণ্ড ভূমির উপর এক বুড়া বীজ হড়াইবার যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার দখলী স্বত্বলাভ বন্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্বে যেরূপ বলিয়াছি বাসেফা রায়েত সম্বন্ধে যে আইনসম্মত অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ কল লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আদিবে তখন জমিদারের সহিত তাহার যেরূপ খাজানা দিব্যর কথা থাকিবে সে তাহাই দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিস্ট্রারী করা নিয়মপত্র ব্যতীত খাজানা রুজি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমিদার রায়েতকে এরূপ নিয়মপত্র দিতে গাইবেন সে উহা অস্বীকার করিতে পারে। তাহা হইলে জমিদারকে প্রজা দূর করিবার জন্য যৌকদমা কর্ত্ত্ব করিতে বাধ্য হইতে চইবে। আদালত তখন ঐ যেতের কি খাজানা প্রকৃতি ও সুবিচারসঙ্গত তাহা স্থির করিয়া দিবেন, এবং আদালতের হুকুমত জমিদার প্রজাকে পাঁচবৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য হইবেন; এবং যদি এই পাট্টার বিরাম অতীত হইবার পূর্বেই রায়েতের দখলী স্বত্ব অথবা তাহা হইলে সে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট প্রজার সমস্ত স্বত্বও অধিকার পাইতে স্বত্বাধীন হইবে। এইরূপে দখলী স্বত্বহীন প্রজা নাম যাহেই পর্যাবসিত হইবে। এই প্রকার রায়েতের সহিত আপনাতঃ ইচ্ছানবত কারবার করিবার জমীদারের এক্ষণে যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমীদারকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে পাঁচ বৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য করা হইল। এখানে আমার বলা উচিত যে বিচারাবধীন পাট্টা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণহেতুকই প্রজার উদ্বেগের কতিপয়ন সম্বন্ধীয়

উৎকর্ষসাধন অধ্যায়ে ভূমাবিকারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিবরে যে, পদ্বিবস্তন প্রবর্তিত করা হইয়াছে তাহা না বর্তমান আইনের অনুযায়ী না দেশাচারের অনুযায়ী। বর্তমান সময়ে ভূমাবিকারীরাই আর ভূমির উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে তাহারী ভূমাবিকারীর সম্মতি ও অনুমোদন লইয়া করিয়া থাকে। কিন্তু এই অধ্যায়ে বসিতেছে যে (১) যে রায়ত অবস্থারিত খানাদার ভবিষ্যৎ

করে সে আপন বোত সম্বন্ধে কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে ভূমিকারী তাহাকে বাণ্য দিতে পারিবেন না। (২) যে স্থলে রায়তের দখলীস্বত্ব আছে সে স্থলে সেই ভূমিকারীর অধীনে অন্য এক বা তদধিক বোত সম্বন্ধে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রায়তের উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্র স্বত্ব থাকিবে। (৩) যে স্থলে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন বোতের কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা করে সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা করিয়া দিবার জন্য ভূমিকারীর উপর এক নোটস দিবে। যদি ভূমিকারী তাহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিবেন অথবা অমনোযোগ করেন তাহা হইলে রায়ত নিজেই উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে। এই বিধান সমুহের মর্ম এই যে উহাতে ভূমিকারীর ভূমায় স্বত্ব অস্বীকার করিয়া ভূমিতে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব কাহার এবিষয়ের মীমাংসাকার কালেক্টরের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি রায়তকে কসির উৎকর্ষসাধন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া রাজনীতিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রথম কক্ষে ভূমিকারীকেই উক্ত উৎকর্ষসাধনের ভার দেওয়া উচিত। অর্থ নীতি-মতে দেখিতে গেলে ভূমিকারীর আনন্দ মূলধন থাকায় তিনিই উৎকর্ষসাধনে অধিকতর সমর্থ। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল না। তিনি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, খাজানা রক্ষি করিয়া তাহার মুনাকা তুলিয়া লইবেন ও আপনও তাহাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ খাজানার দ্বিগুণ দেওয়া না দেওয়া আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আদালত যদি দেখেন যে ঐ ভূমি খাজানা রক্ষি দিতে সমর্থ তবেই রক্ষির আদেশ করিবেন। আমার আশঙ্কা হয় এই সকল নিয়মের অপরিণতি ফল এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একেবারে বন্ধ হইয়া পড়িবে। রাষ্ট্রের উৎকর্ষসাধন করিবার সাধনা নষ্ট তাহাদের দিকট উৎকর্ষসাধনের আশা করা, এ সকলের সাধারণ আছে তাহাদের প্রতিবন্ধক দেওয়া যে ক্রিপণ পাকা রাজনীতি তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা, আশীর্ষক প্রভৃতির জন্য ভূমি গ্রহণ বিষয়ে ভূমিকারীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই। আমাকে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের সংশোধন চেষ্টা দেখিতে হইল।

অবিত্ত সম্পত্তির হস্তাবধারণ।

পাণ্ডুলিপিতে জিলার অজকে সমতা দেওয়া হইয়াছে যে কালেক্টর অথবা স্বার্থবান যে কোন ব্যক্তি, ভূমিতে জাহার স্বত্ব না থাকিলেও, আবেদন করিলে যদি তাহার যৌন হয় যে (ক) সাধারণের অনুরোধ বা ব (খ) ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বের দাবি হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা, কোন সমাল বা জালকের সহায়িকারীমিগকে তাহার উদ্ভাবনার্থের স্বত্বইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। আমি শেষ বিষয়ের কথাই প্রথমে বলিব। সহায়িকারীগণের মধ্যে বিবাদ থাকিলে অথবা সাধারণ কার্যাব্যাহক না থাকিলে রায়তদিগের কষ্ট ও বিরক্তি হইতে পারে এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু কর্তা খাজানা আদালতের বিধান করিয়া এ কস্যবিধার প্রতিবিধান করিয়াছেন। ৭৩ ধারার (গ) প্রকরণে বলে যে যে স্থলে অনেকগুলি অংশীদারকে একযোগে খাজানা দিতে হয় এবং তাহা-দিগের পক্ষ হইতে খাজানা গ্রহণের অমতি বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকায় প্রজা তাঁহার অন্য উক্ত সহায়িকারীদিগের একযোগে এসীদ পাইতে না পারে সে স্থলে উক্ত প্রজা খাজানা আদালত করিয়া দিতে পারিবে। আরও যদি সহায়িকারীরা একযোগে অথবা সাধারণ পক্ষ, যাহাদের দ্বারা দরখাস্ত বা মোকদ্দমা করিয়া করে তাহা হইলে সহায়িকারীরা জোঁকের দরখাস্ত অথবা বঞ্চিত খাজানার জন্য মোকদ্দমা করতে পারিবেন। এছাড়া দৃষ্ট হইতে যে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা অবিত্তক নগরের রায়তদিগের সমস্ত যুক্তিযুক্ত কষ্টের কারণ সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে। অবিত্তক ভাবে কোন সমালের হস্তাবধারণ হইলে সাধারণের যে কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমি পরিকাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। দৃষ্টান্তরূপ বলিতেছি, যদি সহায়িকারীরা রাজস্ব দিতে ক্রটি করে, তাহাদের দ্বারা নীলাম হইতে পারিবে। যদি তাহারা আইন অতিক্রম করে অথবা সরকারী আদেশমত কার্য করিতে অপরায়ণ হয়, তাহা হইলে তাহাদের দায়িত্বের কথা বঙ্গদেশের রেজিষ্টারী বিষয়ক আইনের কার্য দৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে এবং তাহাদের শাস্তিও হইতে পারে। এজন্য কালেক্টর অথবা জল সাধারণের কস্যবিধা হইতেছে মনে করিলেই সহায়িকারীরা আপন সম্পত্তির উদ্ভাবধারণ হইতে কেমই বঞ্চিত হইবেন, পরিকার বৃদ্ধা যার না। আমার নিবেদন এই যে যেসকল কারণের কথমই অস্তিত্ব নাই, তাহারই তান করিয়া ভূমায়ী ও দলীদিগের সম্পত্তির উদ্ভাবধারণের ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া, উহাদিগের পরিজন ও উৎকর্ষসাধনের উত্তেজক কারণ অপনোদন করা প্রকৃষ্ট রাজনীতির একান্ত বিরোধী।

### স্বত্বের লিপি, খাজানার বন্দোবস্ত, হারের তালিকা, ও ভূমায়ীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করণ।

হার ও বর্গের যে সকল ভাগে নির্দিষ্ট সংখ্যক বৎসরান্তে ভূমির বন্দোবস্ত হয় তাহার অনুমাণ যে তাহা ভূমির ব্যবস্থা হইয়া থাকে, উপরি উক্ত বিষয় সম্পর্কীয় অশায়গুলিও সেই ভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব ও স্বার্থ প্রায়ঃ উত্তররূপে নির্দিষ্ট আছে, এবং এই অব্যাহত সমালের বিষয় সম্বন্ধে যে যে স্থলে প্রজা ও ভূমিকারীতে বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলে সম্পর্কবিশিষ্ট সম্প্রদায়ের নিজ নিজ স্বার্থের উপর আইনের কার্য নির্ভর করিতে দেওয়াই সংজ্ঞানসম্মত। কিন্তু এই সকল অধ্যায়ের মর্ম এই যে, একদিকে ভূমিকারী ও প্রজা উভয়কেই তাহাদের ভাষা বিকিত উপায় অবলম্বন করিতে সায়ীমতা দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে নিজের ইচ্ছামত সেই উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল অধ্যায়ে যে সকল বিধান আছে তাহাদের কার্য চলিতে আরম্ভ হইলে, আমার ভরসা হয় যে দেশ মোকদ্দমা সাগরে ডুবিয়া যাইবে, ভূমিকারী ও প্রজার কুপ্ররতি সমূহ উত্তেজিত হইবে, মিথ্যা সাঙ্খ্য ও জাল করণের দ্বারা একাগ্ররূপে উদ্ঘাটিত হইবে, অধীনস্থ আদালারী অপেক্ষরূপে অত্যন্ত অবলা হইয়া যাইবে,

এবং কৃষিজীবির ক্ষতি, ব্যয় ও বিপদের সাগরে পতিত হইবে। রাজস্ববিষয়ক জরীপে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিল। যখন লোকের নিজেই এই সকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করিবে, তখন ইহা দেখিয়া লওয়া তাহাদেরই কাজ, কিন্তু লোকের কোনরূপ আবেদন ব্যতিরেকে কেন যে গবর্ণমেন্টে যাইয়া দেশের লোকের উপরি উক্ত অনিষ্ট সাধন করিবেন আমি তাহার যুক্তিযুক্ত ও সিদ্ধ কার্য দেখিতে পাউতেছি না। আগামী দুই তিন পুরুষ মধ্যে উদ্দিষ্ট কার্য সমাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিয়া পূর্বোক্ত লিখিত ক্ষত বৃদ্ধিত হইতে থাকিবে। যে স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত বা সরাসরী বিক্রয়ে নীলাম খরিদার নিজের অবগতির জন্য জমাবন্দীর কাগজ পায় না, স্বত্বের লিপি শুদ্ধ যদি সেই স্থলের জন্য প্রস্তুত হয়; যেস্থলে রায়তেরা ধর্মঘট করিয়া খাজানা দিতে অস্বীকার করে এবং যে স্থলে রায়তদের কর্তৃক অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থলের জন্য খাজানার বন্দোবস্ত হয়; যেস্থলে জমিদারেরা নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থলের জন্যই জমিদারের নিজ জমীর রেজিস্ট্রী করা হয়; সেই সকল স্থলে পক্ষগণের দরখাস্তমত উহা লম্বা ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের হস্তে জমীর বিবেচনার ভার দিয়া এই সকল অধ্যাত্মের লক্ষ্য বিষয় বেরূপ বিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহার দেরপ কোন আবশ্যকতাই নাই এবং ইহা দ্বারা এত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত স্বার্থের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। হারের তালিকা সম্বন্ধে এই বলি যাং তে পারি যে, এবিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থলেই উহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, অর্থশাস্ত্রমত ও সামাজিক কারণ বশতঃ একই গ্রামের মধ্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যে নমুনার হার বা এক সমান হার বা পূর্বে বাহ্যক পরগনা হার বলিত কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্যে তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। প্রজা ও ভূমালিকারী কাহারই একাধা দ্বারা কিছুমাত্র উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূমালিকারী এবং প্রজার উপর দিয়া তাহার পরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ভূমালিকারী ও প্রজা কোনরূপ আবেদন না করিলেও স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় বিধান সকল বলবৎ করিবার খরচ ভূমালিকারী ও প্রজার ঘাড়ে চাপান হইবে। যে কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে ভূমিবিষয়ক প্রণয়ন উপকার অপেক্ষা অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তাহার জন্য ভূমির উপর নুতন কর বসান হইবে।

খামার নামে অভিহিত ভূমালিকারীর নিজ জমীলিপি বন্ধ করণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে নির্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহা দ্বারা সমস্ত পতিত ভূমি লক্ষণবহির্ভূত করা হইয়াছে। ১৩৮ খারার বলে,

১৩৮ খারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূমালিকারী নিজ জমী বলিয়া লিপি বন্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজঘোত বা কানাত বলিয়া ভূমালী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী; এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রাচ্যাত্মকরূপে ভূমালীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজঘোত বা কানাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূমালীর নিজ জমী বলিয়া লিপি বন্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূমালীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া এই জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কিনা, এই কথায় প্রতিদৃষ্টি রাখিবেন। কিন্তু যাবৎ বিগ-রীত দর্শন না যায়, তাৎসং উক্ত জমী ভূমালীর নিজ জমী নহে, এই রূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূমালীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম-চারীদের কার্য পদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই খারার যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৭২০ সালের ৮ আইনের ৩৭ খারার খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৭২০ সালের ৮ আইনের ৩৭ খারা। আনবেক যে সুবে বেহারের মধ্যে মালিকানা জমীন এবং সুবে বাঙ্গালা ও মোদনপুরের জমিদার ও তালুকদার ও অন্য ভূমালিকারীদের নিজের নামকার ও খামার ও নিজ ঘোত ও গররহ ভূমি উপরের লিখিত [সাধারণ রাজস্ব হইতে লাভেরাজ ভূমির বহিকরণ] দাড়া সকলের বাহির আছে, ইত্যাদি।

আইনের ভাবার সহিত পাণ্ডুলিপি তাহা তুলনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে পুরাতন আইনানুসারে জমী-দারের খামার জমীতে ক্রমাগত বার বৎসর ধরিয়া চাষ করার শর্ত নির্দিষ্ট ছিল না। পতিত ভূমিসম্বন্ধে একথা সকলেই জানে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকল্পে খাজনা দাখ্য করার জমিদারের যে অপরিহায্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই পূরণার্থ উহা জমিদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

কোঁক।

খাজানা আদায়ের সম্বন্ধে কোঁকর আইনের সহায়তা প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় ও কার্যকর বলিয়া সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস। আমি জানি যেহাতে ইহার সাহায্যে অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। বর্তমান কোঁক আই-নের সার এই যে ইহা দ্বারা শীঘ্র ও অব্যর্থপ্রণালী হয়, কিন্তু ভূমালিকারীর শিরে সমস্ত দায়িত্ব নর্পিত থাকে; ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে তাহাকে বিলক্ষণ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডুলিপি অনুসারে কোঁক আদালতের

কার্য করিতে হইবে, তাঁহার প্রতিপদে শাস্তি প্রদানের বিবেচনায় নিয়ম আছে, আদালতের হুকুম জারী হইবার সময় হইতে বাট হইতে শস্য অন্যত্র নীত হইয়া গিয়াছে। ইহার কার্য প্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা কার্য আর শীঘ্র প্রতীকার পাওয়া অসম্ভব। সত্বর প্রতীকারই ক্রোড় আইনের মর্ম্ম বশত উচিত। আবার ক্রোক করিতে গেলে ভূমি অধিকারীর এর ব্যয় করিতে ও এত বিরুদ্ধ হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আমার এইরূপ বোধ হইতেছে যে এই পাণ্ডুলিপিতে যেতদূর ক্রোড় আইনের বিধান হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হইয়া থাকিবে; এবং তাহাতে এক্ষণে শীঘ্র খাজানা আদায় করিবার বিষয়ে অসীমদায়ের যে একমাত্র সুবিধা আছে, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

### আদালতের কার্য প্রণালী।

গবর্ণমেন্টে যে খাজানা আদায়ের প্রণালীর সরলতাপাদন করিবেন বলিয়া পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমার বারং বলিবার প্রয়োজন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অধি আদায় পৰ্যন্ত এবিষয়ে আপনাদের কর্তব্য গবর্ণমেন্টে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আর উপস্থিত পাণ্ডুলিপির প্রথম সূচনী হইতে খাজানা আদায় প্রণালীর সরলতাপাদন ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বাদামুবাংদের সময় কমিটিও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই সকল বাদামুবাংদের কল কার্যতঃ আদায়গকে নিরাশ করিয়াছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।

(১) পত্তনী কার্য প্রণালী (২) গবর্ণমেন্ট ও রাষ্ট্রপালিত মহালে এক্ষণে যে কার্য প্রণালী চলে তাহা ও

(৩) বর্তমান কার্য প্রণালীর পরিবর্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাকী খাজানার জন্য মোকদ্দমা কল্প করিতে হইলে জমীদার বা খাজানাগ্রহীতা অংশীদারী বাকীর কাগজ, দাখিলার মুড়ি প্রভৃতি আবশ্যিক কাগজ দাখিল করিয়া এবং আবশ্যকমত প্রমাণ দিয়া আপাততঃ মোকদ্দমা খাড়া করিবেন।

তাঁহার পর আদালত সমন বাহির করিবেন। সমন জারী হইলে জারী হয় নাই বলিয়া সদরাতর যে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত মর্ম্মের একটি বিধান ক তে পরামর্শ দিই—

“সাধারণতঃ সমন যে ব্যক্তির নামে হয় নিজ তাঁহাকে দিয়া অথবা রেজিষ্টারী চিঠি দ্বারা পাঠাইয়া জারী করা হইবে। যদি কোন কারণ বশতঃ নিম্ন প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে গ্রামে ঐ ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে উক্ত ব্যক্তির নবতঃ বাসস্থানে অথবা তাহার পাঁচ মাইলের মধ্যে উহা লটকাইয়া দিতে হইবে। ঐ ভূমির মালিকাদ্বারা, অথবা যে ভূমির জন্য বাকী খাজানা পাওনা, তথায় অথবা তহুপরিস্থিত অন্য কোন সদর জায়গায় অথবা গ্রামের চৌকি বা চৌপালে, অথবা যে গ্রামে ঐ ভূমি অবস্থিত তাহার অন্য কোন মুকাদ্দাসীন লটকাইয়া দিয়া নোটিশ জারী করা যাইতে পারে। যেখানে বসন হয় গ্রামের চৌকিদার, গ্রামের মওল, না হয় গ্রামের দুইজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী, নাহয় গ্রাম সব-রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে জারী হইবার সাক্ষ্য লইতে হইবে।”

অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক মূলেই উপরি উক্ত কার্য প্রণালীর অন্ততঃ দুইটি অবলম্বন করিতে হইবে। এক্ষণে মতর্কতার সহিত কার্য করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমার এক তরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্বিচার বা পুনরাবদোলনের যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

সমনে, এক্ষণে এক নোটিশ থাকিবে যে যদি জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে দাবীর টাকার জন্য আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ জারীর তহুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাদীকে নির্দিষ্ট দিনের নোটিশ দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিবসে তাহার এজাহার হইবে সেই দিবসে তাহার সমস্ত দলীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং সাক্ষী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎক্ষণাৎ নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উত্তর পক্ষের সমক্ষে সেই দিনই ইস্তিমায়া করিবেন; এবং মোকদ্দমার শ্রবণ ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন বাধ্য করিয়া দিবেন। ঐ দিন প্রতিবাদীর এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, ডালুকদার বা দখলী যত্নবিশিষ্ট রায়ত হয়, তাহা হইলে ডিক্রী জারীকালে তাহার ডালুক বা যোত বিক্রয় হইবে। যদি সে দখলত্ব না রায়ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আদায় করিয়া না দিলে আপীল গ্রাহ্য হইবে না। খাজানাগ্রহীতা রীতিমত প্রতিবাদা বিনে আদালতের টাকা বাহির করিয়া লইবার অসুবিধা প্রাপ্ত হইবেন।

কমিটিতে আমার অনেক মহানারী সত্বোধীর আমার পরামর্শমত উপায়ে সমস্যাক্রান্তি আছে বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য, যে অধিকাংশ সভা আমার মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্যপদ্ধতি অস্পষ্ট ও সরলতর নহি। অতীতকালে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের বাধা না থাকে তাহার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমার সমন জারীকরণকার্য ও এই কার্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনযুক্তি কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

বাহাই হউক, কমিটি নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার ভূম্যধিকারীর স্বত্বযুক্তি কোন কথায় উপস্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে তাহা মতদূর সাধা পরিহার করণার্থে আমরা ১৯৪ ধারার একটি গুরুতর পরিবর্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এই খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বযুক্তি যে কথায় লইয়া দিবে তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উপস্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে প্রকৃষ্টে টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার মোটিব এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; এই তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আদালত পাইলে বাদীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষেত্রে অনেক মতে যে রায়ত আপন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করে আদালতে তাহার কথা অগ্রহান হইলে, সে রায়তের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, এইটি প্রকাশ করিলে প্রতিকারের পথ আরও অধিক পরিমাণে পরিষ্কার হইল, আমি ইহা কমিটিকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। কমিটি যে পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে চক্রের মধ্যে চক্রে, বাকী খাজানার মোকদ্দমার বা স্বত্বের মোকদ্দমা, বর্জিত হইবে মাত্র; খাজানা আদার সহজ হওয়া দূরে থাকুক উহার বিশুদ্ধ বিলম্ব পড়িয়া যাইবে।

বিচারের সাধারণতঃ যে কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আবশ্যক হইলে সে প্রণালীর পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা কমিটি হাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার ধারণা হয় এরূপ করাও যাহা, এবিষয়ের মীমাংসার ভার পরিহার করাও তাহাই। যে ব্যবস্থাপক সভা কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিভঙ্গ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার বিচারের শীঘ্র সম্পাদনের জন্য উহার পরিবর্তন করিতে স মর্থ।

আমার ভরসা আছে যখন আগামী নবেম্বরে কমিটির অধিবেশন হইবে, তখন সভ্যেরা খাজানা আদায়ের বর্তমান কার্যপ্রণালীকে সরল ও অধিক পরিমাণে কার্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা এই থাকাই ভূম্যধিকারীদিগের বিশেষ কষ্টের কারণ এবং ইহা না থাকিতেই রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের দাবির টাকা দিতে অনেক সময়ে তাঁহারা বিলম্ব ক্ষতিগ্রস্ত হন। যদি খাজানার আইন সম্বন্ধে কোনবিধয়ে সকলের মত এক হয়, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে তখনও যদি ভূম্যধিকারীদিগকে তাঁহাদের মতার্থ পাওনা আদায়ের বিশেষ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে বিলম্ব নিশ্চয় হইবে।

#### চুক্তির স্বাধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কাগজে বহিত করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় চুক্তির বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটি তাহা এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।—

- (ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)
- (খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুশঙ্গ।
- (গ) ৫১ ধারামতে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমান্ডার দাওয়া করিবার স্বত্ব।
- (ঘ) ৫৩ ধারামতে দখলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।
- (ঙ) নির্দিষ্ট হেতু তির দখলী স্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্টার রায়তকে উদ্ভেদন করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা)
- (চ) গোতের ভূমি কমিটি যাহাতে প্রজার খাজানা কমান্ডার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।
- (ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উচ্চতর ক্ষতি পূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯১ ধারা)।
- (জ) ভিক্রীকারী ক্রমে না হইলে, উদ্ভেদন বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাণ্ডুলিপি উপস্থাপনের সময় আমি যে সমস্ত প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি এই অবনতির প্রস্তাবের বিলম্ব প্রতীতি করিয়াছিলাম, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন সমুহে যে কেবল চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে এরূপ নহে, প্রকাশ্যভাবে উহার উল্লেখ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেও ঠিক তাহা করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনার বাড়ী, ঘর, ক্ষেত্র



খোদা বিক্রয় বা বন্ধন দিবার সময়, তাহার ক্ষেত্রে উপর বিক্রয় করিবার সময়, মজুর নিয়োগ করিবার সময় এবং জীবনের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় সহস্র অন্য কার্য্য করিবার সময় স্বাধীন বলিয়া গণ্য হয়, কেবল আপন ভূমাদিকারীর সহিত চুক্তি করিবার সময় তাহাকে কোন অসমর্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনরায় বিবেচনা করিতে বলি।

#### দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী এই উভয়ের মধ্যে বিচারবিধিতা বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুগোচর, রাজস্ব কর্মচারীর উপর যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় স্পষ্টই এই যে তারতবর্ষের উত্তরাংশে যেকোন সব একসময় করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং বাহাদুরী ঐ অঞ্চলে মূলধনের কার্য্য আর বন্ধ হইয়াছে এবং পরিপ্রেক্ষিতে প্রসবন শুকাইয়া আসিয়াছে, বাজার ও ভূমিদানোস্তের সেই প্রণালী প্রবর্তিত করা হইল, আমারত এই বোধ। কিন্তু আমি ভ্রমণ করি যে আমার বোধ ভ্রান্ত্যক বলিয়া প্রমাণ হইবে। শসো দেয় খাজানা মুদ্রারূপে পরিবর্তনই হউক, স্বত্বের লিপি অথবা খাজানার বন্দোবস্তই হউক, হারের তালিকা প্রস্তুত বিষয়েই হউক, ভূমাদিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির তত্ত্বাবধানেই হউক, কতিমত মাণের কাটি নির্দেশ করণেই হউক, মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করণেই হউক, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হউক, আমি যে বিষয়ই দেখিতে যাই দেখি যে রাজস্ব কর্মচারীকেই স্থিরবিন্দু করা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপিগণ অট্টালিকার অধিকাংশ সেই স্থিরবিন্দু উপর নির্ভর করিতেছে। যদি রাজস্ব কর্মচারীকে কার্য্য-নির্বাহক অথবা শাসনকার্য্য সম্বন্ধীয় কার্য্যকরক করা হইত, তাহা হইলে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এ বিষয়ে বিলক্ষণ আপত্তি আছে। যে প্রণালীতে বিচারসম্বন্ধীয় কার্য্যকরকে শাসনকার্য্যনির্বাহক গবর্ণমেন্টের ইজিতমতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের যত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছুতেই নয়। এই বিষয়ে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় আইনের হেতুবাদে লর্ড কর্ণওয়ালিস যে উদার ও সমীচীনমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“যে ভূমিরাজস্বের ও তাহার উত্তরের বিষয় সরকারের সহিত ভূমাদিকারীদিগের যেবাণীমুদ্রা এবং বাণ্ডীতীয় ভূমাদিকারী ও তাহাদিগের প্রজাবর্গের সঙ্গে যে সকল দাওয়াও বিরোধের মোকদ্দমা আদালতের মাল আদালতে উপস্থিত হইত তাহা ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাহারাজের মতে মাল আদালতে বসিয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন ও তাহাদিগের কৃত নিষ্পত্তি সমস্ত মোকদ্দমার আপীল বোর্ড রেবিনিউতে ও তথা হইতে জিযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুরে মালের কোম্পেন্সে হয় এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহসীল কালেক্টর সাহেবদিগের জিমা থাকিলে মাল আদালতের পেরেস্তার দীক্ষা-মান এই সকল কারণ দৃষ্টে এই ক্ষণে ভূমাদিকারীদিগের সম্পর্কে সরকারের দত্ত যে সকল হুকুম অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে স্বত্ব আছে তাহা স্থিরতার বিষয়ে নিতান্তই যন্থির রাখিবেন না কারণ এত যে মাল আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা কখন বিকল্পমতে ও কখন যথার্থ ক্রমে ও কখন উভয়ের একত্রে একতরফা বিনা প্রজিত্রীতে নিষ্পত্তি হইত এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহসীলের কার্য্যের নিরবকাশেও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই যথস্থি থাকিত। আর ইহাও সুন্দর জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে ভূমির রাজস্ব দাওয়া ও তহসীলের মোকদ্দমার আইনের অন্যথায় ভুল হইলে অন্যায় প্রস্তাবের আশা ভরসা স্থান ছিল না যে বিপদ হইতে যে পীড়া পাইয়া থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বসিয়া যে ছুফ মেন তাহাতে যে অন্যায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারে দেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে তহসীলের কার্য্যের বাহুল্য অন্য ভূমাদিকারীদিগের সহিত তাহাদিগের তাবের প্রজা বর্গের বিবাদেও যথার্থ বিচার হতে পারিত না অতএব চাঁসের আধিক্যন্য উচিত যে উপরের লিখিত সমস্ত উদ্যোগ ছাড়া ভূমির অধিকারি ও তৎসম্বন্ধিত সকল স্বত্বের টেহদা কারণ উদ্যোগান্তর করা যায়। দেশাধিপতির কর্তব্য এই যে আধিকারীদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অন্যথা করণের শক্তি ভাগ করেন এবং মালতের সমস্ত কার্য্যের কর্তৃত্বের কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি পা থাকে এবং যে কালে সরকারের পাওনা মালজারীর আপত্তি উপস্থিত হয় তাহা যে সকল আদালতের অঙ্গ সাহেবদিগের যে একত্রে আদালতের শাসন সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে জিযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কোম্পেন্সের হজুরের আইনের মতে উপস্থিত করিবার বোধ্য হইলে কাহার যে তাহাতে কোনক্রমে অঙ্গ সাহেবদিগের স্বত্বাবধারের বিষয় না থাকে বরং সরকারের সহিত ভূমাদিকারীদিগের ও ভূমাদিকারী প্রভৃতির সঙ্গে তাহাদিগের তাবের প্রজাবর্গাদির বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি যথার্থক্রমে ও বিনা পক্ষপাতে করিতে মনোনিবেশ রাখেন এবং ইহাও কর্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের আপনাদিগের অর্পিত বাবৎ কর্মের বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার অপর আদালতে দেন এবং সরকারের প্রকৃত প্রাপ্তব্য ছাড়া তাহার স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা ঐ হজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত হায়ে উপস্থিত হইবার যোগ্য হন। এমত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূমাদিকারীদিগের স্বত্বের অন্যথা কিম্বা ভূমির মর্যাদার হানি হইতে পারে তাহা না হইতে পারিবে অন্য সমস্ত বস্তু হইতে ভূমির অধিকারিও কতক হস্তবাক এবং যে চাঁসের অধিকো সকলের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য্য অতিশয় হয় ভবিষ্যৎ সকল লোকই শ্রম ও চেষ্টা ব্যাখ্যচিত করিবেন।”

১৭৯৩ সালে গবর্ণমেন্ট যে সকল উদ্যোগের প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৭ সালে যখনও অধিক পাঠে পড়ানো হইল।

তদনন্তর এই পাতুলিপিতে পড়ানো আইনের সম্বন্ধে আপত্তি করেন। একপ করিবার যে কারণ নাই তাহা নহে। উদ্যোগের বড় এই যে গড় পত্রিকাটি বঙ্গের ধর্ম্মের। এই আইনের প্রত্যেক কথা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এক প্রকার অর্থ লাভ করিয়াছে ও সেই অর্থই চলিয়া আসিতেছে; অমোদিত, পণ্ডিত, আদালত ও আমলা সকলেই উচ্চ বৈশিষ্ট্য; উদ্যোগ ভাষার আধুনিকত্ব সম্প্রদায় করিতে গেলে বাইট বঙ্গের অতিরিক্ত কালের স্মৃতি ও পরম্পরাগত কথা লোপ হইবে, অতএব তাহা না দিলে ভাল, এই বচনানুসারে পড়ানো আইনের ব্যক্তি ও ব্যাখ্যা সেভাবে আছে সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত। আরও এই বক্তার অনুমোদন করি এবং আশা করি যে পড়ানো অধ্যায় এই পাতুলিপির ব্যক্তি ও পরিচয় দেওয়া হয়।

যে সকল পুস্তক ধারিয়া এই পাতুলিপি প্রকাশিত হইতে পারে উপর আশা প্রদান প্রদান আপত্তিক্রমে জানিতাড়াডাডী লিখিয়া ফেলিয়া। বিশেষবিষয় সম্বন্ধে আপত্তি করিবার সময় আশা নাই। আগামী সময়ে যখন ক্রিটিক অধিবেশন হইবে, তখন আইন সেই সকল আপত্তি উত্থাপিত করিব বাসনা রহিল।

১৮৮৬ সাল ১৪ মার্চ।

কৃষ্ণনাথ গাল।

প্রত্যাহিত প্রজাপ্রভৃতির পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেট কমিটির অধিকাংশ সভার সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন মতের মন্তব্যাদি।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বর্ণন আছে যে, যে রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন ভাণ্ডারকার যোগে বিধানের নিয়মাদীন থাকেন, যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাদীন থাকবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূমিাদিকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্তক্রমে এত যে নিয়ম তল করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে সেই নিয়ম তল করিলেও উচ্ছেদের দাবী হইবে।

যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে তাহার যোত সম্বন্ধে সাধারণ মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি ভূমীর ব্যক্তিকে নিজ যোত হস্তান্তর করে, তাহা হইলে ভূমিাদিকারী অগ্রেকের করিতে অসমর্থ হইবেন ;

(খ) যদি সে নিজ জমী এরূপে ব্যবহার করে যে উণ প্রজাপ্রভৃতির কাঁধের সম্পূর্ণরূপে অমুণযোগী হয় তাহা হইলেও মখলীস্বত্ব উচ্ছেদের দাবী হইবে না।

কমিটির অধিকাংশ সভার মত এই যে, যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের খাজানা অবধারিত, তাহার অনুযায়ী সাধারণ মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অনুবল হইতে স্বতন্ত্র হইবে। এবিসরে আমার মত অনুরূপ।

যদি একস্থলে ভূমিাদিকারীকে অগ্রেকের স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর স্থলেও তাহাকে স্বত্ব দেওয়া উচিত; যদি একস্থলে ভূমিকে প্রকার কাঁধের অমুণয়ক করার রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় অপরস্থলেও সে উচ্ছেদের দাবী হইবে।

একস্থলে এরূপ হইবার অনুকূলে যত তর্ক উপস্থাপিত করা যায়, অন্য স্থলেও তাহা সমানরূপে খাটবে।

আমার বোধ হইতেছে অগ্রেকের স্বত্ব সহস্রদীর আইনের শাখা। যেহেতু পূর্বে ক্রয়র স্বত্বের দাবী করিলে, উক্তর ব্যবস্থা দেশান্তরিত হইয়া থাকে।

আমার নোংরা যে কোন ব্যক্তি ভূমিাদিকারীর অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে মখলীস্বত্ব খণ্ডিত করিতে পারে, তাহার শাস্ত হইতে ভূমিাদিকারীকে আশ্রয়কার উপায় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এই সর্বপ্রথম ইংরাজী আইন অনুসারে পূর্বেকালের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানের সাংঘাতিক হইল।

একস্থলে শত্রুপক্ষের ক্রোড়া ভূমিাদিকারীকে যেমন ভরসিক অসুবিধায় কেলিতে পারে, অপর স্থলেও সেইরূপ; কেত্র মত করা সম্বন্ধেও সেইরূপ। একস্থলে তাহার পক্ষে এই স্বত্ব বেত্রণ অনর্থক হইবে অপর স্থলেও সেইরূপ অনর্থক হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সহিত যোগ হইলে কল এই হইবে, ভূমিাদিকারী উৎসাহ যাইবে।

যখনই ভূমিাদিকারী পূর্বেকালের স্বত্ব অনুসারে কাঁধ্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব খাড়া করা হইবে।

যখনই কোন রায়ত অবধারিত হারের যোত বলিয়া আপন যোত হস্তান্তর করিতে থাকেন অথবা যদিও ভূমিাদিকারী পূর্বেকালের করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরপ্রতীক পূর্বেই পূর্বেকাল স্বত্বের তর করিয়া যখনই আটমের চক্ষে খুলি দিবার চেষ্টা করে, তখনই ভূমিাদিকারীকে বাধ্য হইয়া হস্তান্তরে আপত্তি করিতে হইবে। কারণ তর আছে যেহেতু তিনি তৎকালীন আপত্তি না করেন, তাহা হইলে সেই লোকেরই হস্তান্তরপ্রতীক অবধারিত হারে চিরদিনের জন্য ভূমি ভোগের স্বত্ব স্বীকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটি আমার সংশোধন গ্রহণ করিবার উপায় দেখিতে পাঠতেন এবং এই অধ্যায়ের কাঁধ্য বোঝরা পাঠাদীন যোতে অথবা যে সকল রায়তের স্বত্ব আদালতের ডিক্রীদ্বারা লিখিত হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যদিও ভূমিাদিকারীদের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যন করা হইত না, তথাপি অসুখান খাড়া করিয়া আইনের চক্ষে খুলি প্রদান করিবার চেষ্টার লোককে উৎসাহ দেওয়ার যে হাসিনর কল উৎপন্ন হইবে তাহার পরিহার করা যাইতে পারিবে।

২। ৫ম অধ্যায়—কোকা বিলির নিয়ম।

কোকাবিল সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিটি অধিকাংশ সভার মত হইতে সকল বিষয়ে আমার মত বিভিন্ন।

কোকাবিল বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশ্যে কোকাবিল সম্বন্ধে বাধ্যজনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যিকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে, যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোকাবিল করে তাহাকে ভাণ্ডারকাররূপে পরিণত করিলে ভূমিাদিকারীদের বিশিষ্ট স্বত্বের হানি হইবে।

আমার বিশ্বাস এই যে, কতকটা মধ্যমীয়াবিশিষ্ট ব্যবসায়ের ক্ষমতা বিশেষতঃ রায়তদিগের মধ্যে অতি কম। অর্থাৎ বাবদের রায়তদিগকে রক্ষা করার জন্য, এই প্রণালীকে অব্যাহত রাখাটাই আমার আবশ্যিকতা আছে।

কোর্টা বিলির ক্ষমতা রায়তের পক্ষে একান্ত আবশ্যিক। বোধ হয় হস্তান্তরের ক্ষমতা অপেক্ষা ইহা তাহার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রায়ত হঠাৎ মেরার জড়াইয়া পড়িলে তৎকালে সে সেই দাবী হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

যে সকল ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থে অন্য কোন উপায়ে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহারা ভূমি অর্জন করিতে পারে।

উক্ত আটমঞ্চ ১। এতদিন কোর্টা বিলি সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধাজনক নিয়ম ছিল না। আর বড়ই কেন বাধাজনক নিয়ম হউক না, কখনই কোর্টা বিলি পরিষৃত হইবে না।

যতদিন পর্যন্ত, যে সকল লোকের ভূমি আছে তাহাদের অপেক্ষা দরিদ্র আর এক শ্রেণীর লোক ভূমি পাঠবার জন্য তাঁঁ করিয়া থাকিবে, ততদিন সাধারণতঃ একপে ভূমি ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা ভালরূপ ব্যবহার করিতে পাবে এবং এক শ্রেণীর লোক থাকিবে, যতদিন ফলভোগ বন্ধ হইতে কোর্টা পাঠার বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে লক্ষিত করিয়া না দেওয়া হইবে, ততদিন কোর্টা বিলি চলিতে থাকিবে।

কোর্টা পাঠার দিগকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং এখনও যখন সময় আছে এপ্রণালীকে কোন না কোন রূপে তত্ত্বাবধানে আনিতে হইবে।

এ বিষয় লীজুট একতরফে গবর্নমেন্টের গোচরে আনিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে ইহার বীভৎশ পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

#### ৩। যে অধ্যায়—খাজানা রুজি।

সিলেটে কমিটির নিকট বিশেষভাবে আমার যে প্রস্তাবিত পাতুলিপি প্রেরণ হইয়াছিল, তাহার প্রধান অঙ্গুষ্ঠার বর্জিত খাজানা ভূমি চত্বরে মোট উৎসর প্রধান পল্লের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্বচরের উপর টাকার চরখানা পণ্যস্ত বর্জিত খাজানা প্রাপ্তির জন্য ভূমিকারী প্রকার সহিত যত ও ন্যেয়ান্ত করিয়া লইতে পারিতেন।

আমি ভাবা যে হয় প্রথম চরখানা নিম্নলিখিত হার অপেক্ষা কম এই কারণে, প্রকার দ্বারা না হইয়া ভূমির উৎসাদিনী শক্তি বর্জিত হইয়াছে এই কারণে, চিরস্থায়ীরূপে মূল্যের বৃদ্ধি করিতে এই কারণে মোকদ্দমা করিয়া ভূমিকারী খাজানা বাড়িয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার এই নিয়ম মানিতে হইত যে বর্জিত খাজানা উৎসর প্রধান পল্লের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন স্থানে পূনরুন খাজানার বিধানের অধিক না হয়।

উচ্চাধিকার খাজানা রুজি ও মোকদ্দমা করিয়া খাজানা রুজি উৎসর স্থলেই বর্জিত খাজানা মূল বৎসরের মত ঠিক থাকিবার কথা ছিল। সিলেটে কমিটির সংশোধিত পাতুলিপি অঙ্গুষ্ঠারে চুক্তিবদ্ধ খাজানা-রুজি কোন স্থলেই টাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

হু আনার কম বা দু আনা পর্যন্ত হইলে উৎসর সাত বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে, দু আনার অধিক হইলে পনের বৎসর পর্যন্ত।

কোন বোতের খাজানা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণবশতঃ আদালতের সাহায্যে খাজানা রুজি হইলে উৎসর পূনরুন হারের উপর শতকরা পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে, এবং মূল্যের চিরস্থায়ী বৃদ্ধিবশতঃ হইলে শতকরা পঁচিশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে।

যে স্থলে কোন মোকদ্দমার দোষগুণ দেখিয়া বিচার হয়, তাহাতে বৃদ্ধি হউক আর নাই হউক, হার পনের বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উৎসর স্থল পঞ্চমাংশরূপ সীমা পরিষৃত হইয়াছে।

আমি স্বীকার করি আইনমত খাজানা রুজি করা বর্তমান আইনের অপেক্ষা অনেক সহজ ব্যাপার হইয়াছে, কিন্তু আমার নিম্নোক্তভাবে নিবেদন এই যে, সীমা নির্দেশ করা অসম্ভব সকলেই এত কথা স্বীকার করিয়া খাজানা রুজির সীমা পরিষৃত করা হইয়াছে, বলিয়া সীমা লঙ্ঘন ও সময় বৃদ্ধি করিয়া কাস্টারী আধিকারপন্থা খাজানা রুজির উপর যে বাধা জনকানন স্থাপন করা আবশ্যিক বিবেচনা করিতেছেন, তাহাত উপযুক্ত কারণ নাই।

ইহা অবশ্যই ধর্ম্মীয় লইতে হইবে যে, যে প্রকারদিগকে বোত ভোগ করিবার স্বত্ব স্বায়ীরূপে দেওয়া হইয়াছে তাহারা যখন জানে যে, ভূমিকারী আদালতে গেলেই অনেক উচ্চহারে ডিক্রী পাইতে পারেন, তখন তাহারা আদালতের বাহিরে অন্যরাসেই খাজানা রুজি দিতে স্বীকৃত হইবে।

ভূমিকারী ও প্রজা নিজ নিজ যে সকল বিষয়ে অনেকাংশে উৎসাহিত বা বাধা করিয়া লইতে পারে, যে প্রণালীতে সেই সকল বিষয়ের অন্য তাহাদিগকে আদালতে পাঠাইয়া দেয় নানি সে রাজনীতি অনুশোধন করি না।

ইচ্ছাপূর্বক খাজানা রুজিৎনে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক ছিল যে চুক্তিযত খাজানা রুজিৎ রেজিষ্টরী করা করার পরে দ্বারা কবিত্তে হইবে এবং ইচ্ছা দেখিতে হইবে যে প্রমাণ ভাঙাতে স্বীকৃত হইতে গিয়া স্বাধীনভাবে কাণ্ড করিয়াছে।

টাকার একটা নীমা নির্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল। সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত।

উত্তর ফলেট পঞ্চদশ বৎসর সীমা নির্দেশ করার কুমারিকারী উপহার যত পাওয়া হয় তাহার এক কড়াও জমার কবিত্ত লইতে চাহিবেন না। আদালত করা করিবার কোন পথ রাখি নাই।

এখানে কবিত্তের প্রতি সুবিচারের জন্য একথা বলা আবশ্যক যে মিঃ টক স্থানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্প হারে যৌত ভোগ করণ হেতু খাজানা রুজিৎ যে প্রচলিত নীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লওয়া কেবল মাত্র আমাবত্ত আভ্যাস ছিল। কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় আদালতের বিবেচনার উপর কেলিয়া রাখিলেই ভাল হইত।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া খাজানা রুজিৎ করিয়া দিবার কনভা আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। এ উত্তর বিষয়ের আদালতের হস্ত পদ বহুল না করাট উচিত ছিল।

৪। ৮ম অধ্যায়ঃ—মখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অস্ত্রের কথা।

৬৪ ধার। (১) } রিহায়া বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রায়তের খাজানা পরিবর্তিত হয়  
৬৫ " (২) } নাই, চিরকালের জন্য সেই খাজানার সেই রায়ত ভূমি ভোগ করিতে  
৬৬ " (৩) } পারিবে অধমতীর এত সময়।

দ্বিতীয়টির মর্ম এই যে, যিকোনু প্রমাণ না পাওয়া গেলে যে রায়ত যেকোনু উপস্থিত রিহায়া পূর্ববর্তী বিশ বৎসর ধরিয়া এক খাজানার ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ঐ খাজানার ভোগ করিয়া আসিতেছে এই অনুমান হইবে।

তৃতীয়টি দ্বারা এ নিয়ম সুস্পষ্টরূপে পরিপূর্ণ খাজানাভোগে খাটবে।

এই পাণ্ডুলিপি উপর অন্যান্য কাগজের সহিত আমি বেঙ্গল্য দাখিল করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই সকল ধারার বিধান পাণ্ডুলিপিতে তৎকালে যেরূপ ছিল তাহা বড়তে আমার তিরস্কৃত লিখিয়া রাখিয়া ছিলাম এক্ষণে যেসকল পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্তনমাত্র, সারতঃ কিছুই নহে।

কমিসীতে এই বিষয় বাদুবাংদের সময় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এষ্ট সকল কথা কোন গুণীত হইয়াছিল তৎসমর্থনার্থ একটুও ব্যক্তি বা চেষ্ঠা করা হয় নাই; উহা দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তের অভিক্রম করা হইয়াছে, এ উক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় নাই। এবং এমন কোন কথাও বলা হয় নাই তাহাতে আমি আমার মন্তব্য যে যত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত হই।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে উহা রাখিবার ওজর এই যে উহা বর্তমান আইন, বর্তমান আইন পরিবর্তনার্থ কমিসীকে প্রস্তুত করিতে পারে এমন কোন যুক্তিপূর্ণ পত্র প্রদর্শিত হয় নাই এবং কখন কখন করিয়া ও কি কি শর্তে রায়তকে ভূমির মখল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূমিকারাবীর পক্ষে যত কঠিন রায়তের পক্ষে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণ করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন।

আমরা মেনাথ্রাদিলিয়ার যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুমানিক আইনাবলীর কখনই এমন অভিপ্রায় ছিল না যে মোকররীদার ও ইন্সপেক্টরদের ভিন্ন অন্য কোন রায়ত অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে চির দিনের জন্য ভূমি ভোগ করে।

মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে কোন জেনী যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল আইনের কখনই এরূপ অভিপ্রায় ছিল না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটা জেনীর সৃষ্টি করিয়া জমিদারদিগের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিতে এবং রায়তগণকে চিরদিনের জন্য অবধারিত খাজানার ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণ করিয়া ভূস্বামীদিগকে আপন আপন মহালে বাৎসরিক রুজিৎভোগী করিয়া তুলিয়াছে।

কোন নির্দিষ্ট তারিখের পরিবর্তে মোকদ্দমা করু হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রকাশ করার ইচ্ছা দ্বারা ক্রমাগতই মৃতদেহ অমায়িত্য দিতেছে।

এ অধিকার অত্যন্ত অস্বাভাবিক, ভবিষ্যতে এ অধিকার অর্জন করা রায়তের স্বার্থ, এবং ইহার অর্জনে বাধা দেওয়া জমিদারের স্বার্থ, অতএব ইহা বর্তমান আকারে পাণ্ডুলিপিতে সরিষণিত করার, উত্তরের স্বার্থেরই বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। তাহাতে ক্রমাগতই বিবাদ বাধিতেছে।

আমি ১৮৫৯ সালের ১০ আইন (বিশিষ্ট করা) সুবিচারসম্বন্ধে হয় নাও স্বীকার করিলেও বর্তমান আইনের কাণ্ড চলন দ্বারা যে সকল স্বত্ব জন্মিয়াছে তাহা উচ্ছেদ করাও অসম্ভব ও কঠিন হইবে স্বীকার করি।

যে সকল রায়ত এইরূপে স্বত্ব অর্জন করিয়া তেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ অবিচার না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কাণ্ড চলিবে, এক্ষণকার ন্যায় মোকদ্দমা করু করিবার ২০ বৎসর পূর্বে হইতে নহে। আমার বিনীত ভাবে নিবেদন এই যে, যদি কমিসী আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, যে সকল রায়ত অবধারিত হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জনকরিতা ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব স্থির থাকিত এবং "ভবীদারদিগের প্রতিও প্রথম কিস্তি সুবিচার প্রদত্ত হইত। ভবিষ্যতে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব নির্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে স্বীকার করা যায় ; অতীত কালের আইন দ্বারা রায়ভের যে সকল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে অথবা নিজের অসাদৃশ্যতা ও নিজের কার্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রদানের জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাঠ করা হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে শিথিল ভাবে আইন করার দোষে ভূম্যধিকারী যে সকল স্বত্বে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা সুবিচারসঙ্গত।

অতীত কালে তিনি গালাগালে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করা যদি একান্ত অসম্ভব হয়, ভবিষ্যতে তাহাতে ইংগর রক্ষা হয় তাহাও অস্বতঃ করা উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তমতে কেবল মাত্র মোকররীদার ও ইন্তসরারদার অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পায়, দখলীস্বত্ববিধিষ্ট রায়ত তাহা পায় নাই।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে অবধারিত হারে বা খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের দাবী করিলে দশ-সাল বন্দোবস্তের বার বৎসর পূর্বে পর্য্যন্ত তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে বাধ্য হইতে হইত। অন্যথা তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যাহা কিছু আছে তাহার উপর উহার স্বত্ব নির্ভর করিত না, কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্বে অমীনারের কার্যের উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকর্ষকেরা তিন জাতীতে বিভক্ত ছিল। মোকররীদার বা ভান্দুদার বাসেন্দা রায়ত, ইহাদের দীর্ঘকাল দখলজন্ম স্বত্ব অর্জিয়াছিল, আর পাইকন্ত রায়ত বা ইচ্ছাদীন প্রজা। ১৬ বৎসরের মধ্যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই সর্ব প্রথম পাইকন্ত রায়তকে দখলীস্বত্ব দিবার চেষ্টা করা হয় : অন্ততঃ তাহাদের বেলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তে এখন কোন কথা পাওয়া যায় না যাহার উপর তাহাদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং ভূম্যধিকারীকে অনুমান থওনের আজ্ঞা করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রদানের তার রায়ভের উপর নিক্ষেপ করা কৰ্ত্তব্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে খাজানা দেওয়া সম্বন্ধে যত রায়ভের দখলীস্বত্ব ছিল সকলের উপরই একপ্রকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হার দিবে আশা করা হইত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাঠের সম্বন্ধে যত কাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া কিসের জন্য এই আইনে এই সকল বিধান নিবদ্ধ হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৫৭ সালে যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় তাহাতে "যে সকল বংশীয়ক্রমিক রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাহারা এই হারে পাট্টা পাইতে স্বত্ববান হইবে" লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে যে ২০ বৎসরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখই নাই।

যদি ১৮৫৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদানের তার আজও দাবিকারি রায়ভের উপরই অর্পিত থাকিত।

উক্ত খসড়া আইনের যত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জীবুত স্তোজ সাহেবই রায়ভের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় বাদানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে উক্ত স্বত্ব এই উচ্চতর ও সুগমতর যুক্তির উপর স্থাপিত যে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অমীনারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রজার পক্ষে অস্থায়ী, এরূপ একতরফা বন্দোবস্ত নহে" কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ও ১০ ধারার বিধান হইতেই এইরূপ অনুমান করার তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। এই সকল দ্বারা খুলিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে প্রথমতঃ ভান্দুদার স্বত্বকার ও দ্বিতীয়তঃ কার্য চলন হইতে বেহার মুক্ত হইয়াছিল।

আমরা নিবেদন এই যে, যদি কেবল মাএ বর্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূম্যধিকারীর বিক্ষেপে বর্তমান আইন রক্ষা করি, তাহা হইলে রায়ভের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থলে বেরূপ গিয়াছি সেকণ বর্তমান আইন ছাড়াইয়া বাওয়া কোলমতই উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বলি হয় যে অনুমান থওন করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যত সহজ, রায়ভের পক্ষে অসম্ভবান্ত করা তত সহজ নহে, ইহার সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূম্যধিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাহার কোন জবোবই নাহ। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক রায়ভের পক্ষে ভূম্যধিকারীর হস্তাকর প্রদান করা অতি সহজ, কিন্তু ভূম্যধিকারীর পক্ষে যে সকল নোংরা লিখিতে জানে না তাহাদের দেওয়া দলীল প্রদান করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। বড় পুরান আইন আছে সন্দেশই ভূম্যধিকারীর পক্ষে রায়ভের অনুরূপে দলীল লিখিয়া দেওয়া অবশ্য কৰ্ত্তব্য বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন লোকই ভূম্যধিকারীর অনুরূপে দলীল লিখিয়া দেওয়া রায়ভের পক্ষে অবশ্য কৰ্ত্তব্য করিয়া দেয় নাই।

বর্তমান আইনে যেখানে বরাবর টাকার খাজানা দেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থানের জন্যই বিধান আছে, কিন্তু উপাধিও পাণ্ডুলিপিতে আর এক পদ অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, এই নিয়ম সুজ্ঞানপে পরিণত খাজানায়ও বাটাইবার অভিপ্রায় হইয়াছে।

যদিও কমিটীতে আমিই একাকী এই বিষয়ে ভিন্নমত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত বাস্তবীয় হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিক্ষেপে প্রত্যবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমাদের বড় দূর বিধিবদ্ধ করা উচিত আমরা এবিধে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর গিয়া পড়িয়াছি ।  
এককরণ বিধিবদ্ধ করাও বাহা আর যেসকল রায়ত নসো খাজানা দিত ও এককণে টাকার খাজানা  
দেয়, তাহাদিগকে তবিষাতে অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিতোগের স্বত্ব দেওয়াও  
ঠিক তাহাই ।

বর্তমান আইনেই ত এই সকল বিধান ভূম্যধিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, তবিষাতে উহা  
আর মশগুল অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে ।

মথম পাট্টা কবুলিয়ত পরস্পর দেওয়া আর আবশ্যক বহিল না, তখন রায়ত থাকে তবিষাতে তাহাই হইবে ।  
স্বত্বের লিপি প্রস্তুতকরণ ও হারের বন্দোবস্ত করণের অধার অমুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের উপর  
যে সকল কমতা অপিত হইয়াছে তাহা তবিষাতে অত্যন্ত কার্যকর হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল  
বিধান অপরিবর্তিত থাকিলে আদালত সকল মোকদ্দমায় মোকদ্দমার প্রাতি হইয়া বাইবে ও জরী  
দারেরা উৎসন্ন বাইবে ।

তবিষাতে যে সকল খাজানা মুদ্রারূপে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান সীমাবদ্ধ করিয়া এবং যে  
তারিখ হইতে অমুখানের কাল গননা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের  
কুকলের অপ্পত্তা সাধন করা যাইতে পারে ।

হস্তান্তর ও অগ্রসর সংক্রান্ত এককরণের উপর এই সকল বিধানের কার্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

৫। ৯ম অধ্যায়।—যোতের হস্তান্তর বিভাগ ।

পাণ্ডুলিপিতে বলে যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট বোত তবিষাতে হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং পূর্ণ বোতই হস্তান্তর  
যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া বাধ্য কার্য্যই করা হইয়াছে ।

কোন যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর বিক্রেতা অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে ।

এত দিন পর্য্যন্ত হস্তান্তর করণের স্বত্ব মখলীস্বত্ববিশিষ্ট বোতের অমুসারে মধ্যে ছিল না । অসংখ্য স্থলে আদা-  
লত ভূমিতোগের স্বত্ব ক্রীত হইলেও ভূম্যধিকারীর ইচ্ছার বিক্রেতা হস্তান্তরগ্রহীতাকে তাহা প্রদান  
করিতে অস্বীকার করিয়াছেন । হস্তান্তরগ্রহীতার স্বত্বের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, যে  
এগ্রসরের প্রতি জিলাতেই মখলীস্বত্ব ইচ্ছামত বিক্রয় হইতেছে ও আদালতের ডিক্রীমত বিক্রয়  
হইতেছে ।

কোন জিলায় ইহা এরূপ অবধারিত হইয়াছে, আইনসিদ্ধ হইলেও ইহা এত বহুল পরিমাণে চলিতেছে,  
যে দেশাচার এককণে আইনকে অতিক্রম করিয়াছে ।

আইনবিরুদ্ধ হইলে ও দেশাচাররূপে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেন্টে ইহাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে  
বাধ্য হইতেছেন ।

এককণে পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর  
ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধ হইলে আইনাবিরুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে ।

যোতের কিয়দংশ হস্তান্তর আইনসম্মত করার ফল মন্দ হইবে । ভূম্যধিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের  
পক্ষে আরও মন্দ হইবে । কিন্তু রায়তের ন্যায্য ভূম্যধিকারীর বিক্রেতা অসিদ্ধ এবং তাহার নিজের  
বিক্রেতা সিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রমে এমন একটা অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে এককণে গবর্ণমেন্টে যে  
কার্য্যপ্রণালীর মিন্দা করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসম্মত বলিয়া  
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন ।

ভূম্যধিকারীর বিক্রেতা অসিদ্ধ ও রায়তের বিক্রেতা সিদ্ধ হইতে দেওয়ার রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধা  
হইবে না, কেবলমাত্র যোতের বাজার দর অত্যন্ত কমিয়া যাইবে ।

রায়তের যেমন টানাটানি হইবে ভূম্যধিকারীর বিক্রেতা ইহা অসিদ্ধ এই কারণ বশতঃ হয়ত সে অর্ধেক নসো  
তাহার যোতের একে খণ্ড বিক্রয় করিতে থাকিবে ।

রায়তের খণ্ডঃ বোত বিক্রয় বন্ধ করার তিন উপায় আছে, যথা,—

যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েরই বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা ।

ভূম্যধিকারীকে এইরূপ হস্তান্তর উক্ত অংশের ইচ্ছা বলিয়া গণ্য করিতে অমুদতি দেওয়া ।

ভূম্যধিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত অমুসারে বেরূপ শর্ত তদ করিলে তাহাকে  
সেই বোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে এরূপ শর্ত তদ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা ।

শ্বেদোক্তী অত্যন্ত কার্য্যকর বলিয়া আনি উহারই অমুকূলে যুক্তিবিস্তার করিয়াছিলাম ।

৬। ১০ম অধ্যায় ।

এই অধ্যায় অমুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে ভূম্যধিকারীর অমুরোধে, বহুসংখ্যক রায়তের অমুরোধে, অথবা  
বিবাদ নিষারণের জন্য নতুন মহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারেন ।

এই অধ্যায় বেরূপ আছে তদমুসারে মহালের অযাবন্দী দ্বারা বা নিষ্কর করার পর তাহা পনের বৎসর সময়ের  
জন্য ঠিক থাকিবে । কিন্তু কিছুতেই ভূম্যধিকারীর খাজানা বৃদ্ধি করিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না ।

১। যেস্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করেন ও বৃদ্ধির অমুদতি হয়, তখন ইহা থাকিবে ।

২। যেস্থলে আবেদন অগ্রাহ হয়, তখন ইহা থাকিবে ।

৩। যেহলে ভূস্বামিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন নাই, তথায় ইহা খাটিবে।

৪। যেহলে ক্রয়সংখ্যক রায়তের অনুমোদন বন্দোবস্ত হইল, তথায় ইহা খাটিবে।

৫। ইহাতে যেসকল রায়ত দরখাস্তের পক্ষ নহে এরূপ সকল রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে হয় জমী-দার বাধ্য হইবেন, না হয়, পনের বৎসর বৃদ্ধি করিতে অনস্বর্থ হইয়া থাকিবেন।

৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বশূন্য উভয়প্রকার রায়তের পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহার এই কল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

৭। ইহাতে রায়তদের যেসকল স্বত্ব নাই তাহা অর্জন করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী করিতে তাহাদিগকে প্ররূতি দিবে। ইহার এমিক ওমিক হইতে দিবে না।

পাণ্ডুলিপিতে ভেরূপ সময় ছিল তাহাই থাকা উচিত অর্থাৎ দশ বৎসর হওয়া উচিত।

যে সকল স্থলে ভূস্বামিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানা সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে, এই অধ্যায় সেই সকল স্থলেই খাটি উচিত।

ইহার দ্বারা দখলীস্বত্বহীন রায়তের দখলীস্বত্ব অর্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। দিলে একটা অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয় অধ্যায় অন্তর্ভুক্তির বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে।

৭। ১৭শ অধ্যায়—দায়।

অবশ্যে যে বিষয়ে আমি কবিত্বের সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত ভিন্ন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি, তাহা ব্যবসাদারের পক্ষে এবং রায়তের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশ যে যখন বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী অনুসারে কোন তালুক বিক্রয় হয়, তখন প্রথমতঃ উহা রেজিষ্টারী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত দায়মুক্ত করিয়া বিক্রীত হইতে দিতেছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যে ব্যক্তি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী থাকিবার দায়েরা করে, পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে পাওনা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং তদ্বারা প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া আপন ঋণ রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই ঋণ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তালুকদার ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কবিত্বের এইরূপ বিবেচনা। আমি এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিতোণী রায়তেরা তালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীন হওয়ার, যোকদ-দার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি তোণের অনুমান খাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় লানজুর করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিষয়ে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, দেবাদারের, বা কেতার কাহার কর্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, কে ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্ত্তিবে, কেবল মাত্র একমংশে বর্ত্তিবে না, ইহাই প্রকাশ করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিষয়ে রক্ষা না করার, তাহার বাজার মন্ত্রের ক্ষতি করা হইয়াছে। যে স্থলে সে অংশ নুদে টাকা ধার করিতে পারিত, সে স্থলে তাহাকে অধিক ক্ষতি দিতে হইবে।

টি, এম, গিবস।



প্রস্তাবিত প্রজ্ঞাপত্রবিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটির মতামত  
সভার সিদ্ধান্তহইতে ভিন্নমতের মতবালিপি।

পাণ্ডুলিপির বিধানসকল একত্রে যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে, সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ সভ্যের ন্যায় আমিও সাধারণতঃ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ; কিন্তু আমার একথা বলা আবশ্যক যে আমার বিবেচনার কয়েকটি বিষয়ে প্রস্তাব স্বার্থ উপযুক্তরূপে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাণ্ডুলিপিতে খাজানার ক্ষির যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্বে যে নিয়মে উৎপন্ন প্রবোর মূল্যের ক্ষির প্রমাণের আদর্শতা ছিল, তাহার পরিবর্তে কেবলমাত্র দরক্ষি প্রযুক্ত রক্ষি প্রস্তাব করার আরও সুবিধা হইয়াছে। ভূমিকারীরা এই বিষয়ে অনেক সুবিধা করিয়া দিলেও মূল পাণ্ডুলিপির ৭৫ (ঘ) \* ধারার শাসননীতি তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। রায়তের দেয় খাজনার হার প্রচলিত হার অপেক্ষা ন্যূন এই কথা খাজনার ক্ষির একটি ছেতু বলিয়া রাখা হইয়াছে ; এবং বাসেন্দা রায়ত ভিন্ন অন্য রায়তকে যখন প্রথম ভূমির দখল দেওয়া হয়, তখন ভূমিকারী কত খাজনার দাবী করিবেন পাণ্ডুলিপিতে তাহার কোন সীমা নির্দেশ করা হয় নাই, বাসেন্দা রায়তের সম্বন্ধেও ভূমিকারী পূর্বতন খাজনার শতকরা পঁচিশ টাকা রক্ষি দাবী করিতে পারেন। প্রজ্ঞা ৩মী না ছাড়িয়া যতদূর পর্যন্ত খাজনা রক্ষি দিতে পারে তাহার চরম সীমা পর্যন্ত খাজনা বাড়াইয়া লইতে পারেন এমন বিষয় শক্তি এই সকল ধারার ভূমিকারীর হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। কারণ, কৃষিযোগ্য নিশ্চয়ই কোন না শেন সময়ের ভূমিকারীর হাতে পড়িবে এবং যখন ভূমি এই সকল শোভ দিলে করিবার সময় অবশ্যে মত ইচ্ছা খাজনা লইতে পারেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে প্রচলিত হার ক্রমেই বাড়িয়া যাউবে, এবং এই হার দ্বারা যে কেবল বৃত্তন বনাম রায়ত-দিগেরই খাজনা নিয়মিত হইবে এরূপ নহে, সাধারণ প্রজ্ঞা সম্প্রদায় মাঠেরই খাজনা নিয়মিত হইবে। এই কারণ বশতঃ প্রচলিত হার খাজনা রক্ষির কারণ বলিয়া রাখায় ভবিষ্যতে বিনয়ন বিপদ বহুবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় এবং উক্ত পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া লওয়া হয় মেনিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

এইরূপ আনার বিবেচনার যন্ত্রণে ভূমিকারী শস্যরূপে দেয় খাজনা স্বতন্ত্র খাজনায় পরিণত করিবার আবেদন কারন সেখানে প্রস্তাব স্বার্থ সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫৩ ধারায় উপযুক্তরূপে রক্ষিত হয় নাই। এই ধারায় এইরূপ বিধান থাকি উচিত যে, প্রথমতঃ কোন স্থলেই মুদ্রারূপ খাজনা ভূমিকারীর পথকর বিটনে জে মোড়ের যে খাজনার উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে না। বিতীয়তঃ, ভূমিকারী দশবৎসর ধরিতা দে খাজনা লইয়া আসিতেছেন তাহার মত মূল্য ধরিতা যদি মুদ্রারূপ খাজনা দিব হয়, তাহা হইলে চাষকায়ের সমস্ত ঝুঁকি প্রজ্ঞা গ্রহণ করে এবিবেচনায় তাহা চততে বিলম্বন বাস দেওয়া উচিত। প্রজ্ঞা ৩য় কমিশ্যন যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট যে পাণ্ডুলিপি অর্পণ করেন, তাহাতে এসপ বাকি দিবার বিধান করা হইয়াছিল।

আমার বোধ হয় পরিভাগ করণ বিষয়ক পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারায় যেরূপে কথা প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে আমার বোধ হয় অপব্যবহারের দ্বার বিলম্বরূপে উন্মোচিত হইবার সম্ভাবনা। যখন রায়ত পরিভাগ করিয়াছে এই ক্ষত্রে তাহাকে তাহার বোত হইতে বহিষ্ঠ করা হয়, তখন তাহাকে দখল পুনঃপ্রাপ্তির জন্য মোকদ্দমা কর্ত্তু করিবার ক্ষমতা দেওয়ার ফল জতি অংশই হইবে। যদি এই ধারার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে উহার কাগালেম দখলীস্বত্বশূন্য, রায়তের দখলন্ত মোতে সীমাবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট মোতে উক্ত বিস্তার করার জতি অংশম্বরূপ কারণ নাই, কারণ এত সকল স্থলে বাকী খাজনার নির্দিষ্ট যোত বিক্রয়ের ক্ষমতা দ্বারা ভূমিকারীর খাজনা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৬৩ সাল ১৭ মার্চ।

এচ. জে. রেনল্ড্‌স।

\* এই প্রস্তাবে প্রকাশ করে যে, "রায়তেরা ফসলের সময় যে মূল্যে বিক্রয় করে সেই মূল্য ধরিতা প্রধান শস্যবোনে ভূমির মত উৎপাদনের আনুমানিক মত বার্ষিক মূল্য মত হয়, বর্জিত খাজনা কোন স্থলে তাহার শতকরাংশের অধিক হইবে না।"

প্রস্তাবিত বঙ্গদেশীয় প্রজাসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেট কমিটির অধিকাংশ  
ব্যক্তি যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে ভিন্নমতাকলিপি ।

পাণ্ডুলিপির মূলমন্ত্র ।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার ভিন্নমত এই প্রণয়িত হইয়াছে যে, বঙ্গদেশের ভূমিসংক্রান্ত  
আইন এক্ষণে যেরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এই পাণ্ডুলিপি পর দ্বার  
১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞাপ-  
নীর ২১ অক্ষর ।  
তদপেক্ষা দৃঢ়তর, ন্যায্যতর, কিম্বা অধিকতর সন্তোষজনক ভিত্তির উপর  
স্থাপিত হইতেছে না এবং ইহাতে দুর্বৎসর গচ্ছ করিতে গচ্ছন এরূপ সঙ্কতি-  
পর কৃষকদের হস্তে ভূমির চাষকাণ্ড রক্ষিত হইবে না, অথবা ধনসঞ্চয়, বিশুদ্ধ-  
তার মুদ্ররূপ রক্ষি ও কোন কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত উৎকর্ষসাধনের উন্নতি বিষয়ে সত্যতা হইবে না । আর যে  
অভিপ্রায়েই লড হার্ডিংটন সাহেবের মতে এইরূপ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করণের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায়,  
এই পাণ্ডুলিপিতে কেবল যে সেইরূপ অভিপ্রায় সাধন হইতেছে না এরূপ নহে, ইহাতে বঙ্গদেশের প্রাচীন দেশাচার  
ও বর্তমান আইন হইতেও অধিক দূরে ও সম্পূর্ণরূপ নূতন পথে যাইতে হই-  
তেছে । উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার সংস্কার বশতঃ এরূপ  
প্রণালী অবলম্বন করা পরামর্শনিক্তনহে বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন ।

ভূমিস্বিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত বর্তমান আইন কিং মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্ট পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব  
করেন, ইহা বুঝা যায় কঠিন দেখিতেছি । অভিপ্রায় ও হেতুর যে বর্ণনা পত্র প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যুক্তিগত  
সভার নিকট পাঠাইবার রীতি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৪৯ সালের ১০ আইন যদিও উপকার করিয়াছে  
স্বীকার করা যায়, তথাপি কোনও গুরুতর বিষয়ে উহা এতদূর নিম্নলিখিত হইয়াছে যে বেচারে প্রতিযোগিতার  
অভাবহারে রাইতদের স্থানে খাজানী লওয়া হইয়াছে ও জমিদারের কর্তৃক অত্যাচার ঘটয়াছে, এবং পূর্বে খাজানার  
জমিদারেরা আইনমতে যে খাজানা রক্ষি করিবার অধিকারী, সেই খাজানা বন্ধি পাইতে পারেন নাই, এবং আপন  
বৈধ খাজানা আদায় করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে । ইহা হইতে আমরা এই কথা সংগ্রহ  
করিতে পারি, একপক্ষে রাইতদের রক্ষা করা ও অপর পক্ষে জমিদারদের বৈধ খাজানা আদায় করিবার ও তাহা  
আইনমতে রক্ষি করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপির প্রধান উদ্দেশ্য ।

জীবিত ইলবার্ট সাহেব যেরূপ বলেন, ১৮৪৯ সালের ১০ আইনের ফল প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ হইয়াছে  
ইহা যদি দেখান যাইতে পারে ( কিন্তু আমি বেচার সম্বন্ধে নির্বন্ধসহকারে একথা অস্বীকার করি, এবং আমি  
এতলে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি যে, ইহার কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই ) তাহা হইলে প্রস্তাবিত পাণ্ডু-  
লিপির নামে যে উদ্দেশ্য আছে বলিয়া দেখা যায়, আমি পূর্বে বলিয়াছি, সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ  
যে ন্যায্য উপায় অবলম্বিত হইত, কোন ভূমিস্বিকারী বা রাইত ভৎসন্যে কোন আপত্তি করিতে পারিতেন না;  
এবং জমিদারদের নানা আবেদনপত্রের কোনখানীতেই এই সকল বিষয়ে যে কিছুমাত্র আপত্তি উপস্থাপিত হইয়াছে  
ইহা আমি দেখিতেছি না ।

পাণ্ডুলিপিতে যদি এই সকল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে সর্বপ্রকারে ভাল হইত, কিন্তু  
এই সকল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া গিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অত্যন্ত বিপ্লবজনকতাবের প্রকরণপরস্পর  
সম্মিলিত হইয়াছে, তাহাতে দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত স্বত্বের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে, ও ভূমিস্বিকারীদের  
মনে বহু পরিমাণে অশান্তি ও অস্থিরতা জন্মিয়াছে । সভ্য বটে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এমন কথা কখন বলেন নাই  
যে, তাঁহারা ভূমিস্বিকারীগণকে তাঁহাদের নিষ্কারিত স্বত্ব বর্ধিত করিতে চাহেন । প্রকৃত তাঁহারা নিরত  
নির্দোষ করিয়াছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিস্বিকারীগণকে যে নিষ্কারিত স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূরক  
দেওয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপে সেই স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহেন না । কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি বিবেচিত  
হইলে, তাহ্যতঃ এই নির্দোষ বাস্তব্য করা হইবে ।

কতিপূরণ না দিয়া এক প্রণীতে তদীয় নিষ্কারিত স্বত্ব বর্ধিত করিয়া অন্য প্রণীতে সেই স্বত্ব দেওয়া  
যাহার উদ্দেশ্য এরূপ ব্যবস্থা আমার বিবেচনায় অদ্যাপি ভারতবর্ষে বিবিধ হইয়াছে, এবং আমি বিবেচনা করি  
যে এরূপ ব্যবস্থা কখনও বিধিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই । এরূপ মত ইংলণ্ডে কোনও উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তি  
সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইবার পূর্বে এরূপ কোন মতের কথা শুনা যায়  
নাই এবং ইংলণ্ডেও অত্যন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এবিষয়ে দিলক্ষণ মতভেদ আছে ।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট যদিও একথা কখনও সরকারী কাগজপত্র বলেন নাই যে,  
তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রক্ষিত করিতে চাহেন ; এবং যদিও স্টেট সেক্রেটারী সাহেব তাঁহার পক্ষে বিশেষরূপে  
স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহাতে সমাজের কোন প্রণীর নিষ্কারিত স্বত্বের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা  
তিনি তদ্রূপ ব্যবস্থাপনের বিরোধী, তথাপি খাজানী সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি হইতে যত অসম্ভাব ও  
অস্থিরতা জন্মিয়াছে, লোকের স্বত্বসম্পর্কীয় কোন পাণ্ডুলিপি হইতে ভারতবর্ষে পূর্বে কখনও তত জন্মে নাই ।  
মনে এইরূপ ভাব জন্মিবার কারণ এই যে যদিও গবর্ণমেন্ট মুখে এইরূপ কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রস্তাবিত পাণ্ডু-  
লিপির অধিকাংশ প্রকরণই বিপ্লবজনক এবং আমরা যে স্বত্বাধীনে ব্যবস্থাপনকাণ্ড করি বলিয়া অনুমান কর,  
সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেই স্বত্বের বিলক্ষণ । আমি যে ভাবে উল্লেখ করিতেছি, ১৮৮৪ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এক স্মারকলিপি প্রকাশ করায়, সেই ভাব সম্প্রতি অত্যন্ত বর্ধিত ও বলবৎ হইয়াছে ।

আমি এই স্মারকলিপি হইতে একটি অংশ নিরে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে যে মূলমন্ত্র অঙ্কিত আছে, তাহাতে আমার বোধ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তাহার মনে ইসহজে অবিশ্বাস ও অন্তর্ভাব জন্মিত পারে। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

“ এই নিমিত্ত শ্রীযুত সেক্রেটারী গবর্নর সাহেব বিবেচনা করেন যে, যদিও \* \* \* আপনার পক্ষে ইতিহাস থাকা ভাল তথাপি এই প্রণেয় নিষ্পত্তি ঐতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা \* \* \* বর্তমানের প্রয়োজনের কথা উপর অধিক নির্ভর করে। এখন তিনি এই পাণ্ডুলিপিতে যে সকল প্রস্তাব আছে তাহার ঐতিহাসিক সমর্থন অপেক্ষা কার্যকর ভাবে প্রতি অধিক-তর মনোযোগ দিয়াছেন। ”

জমিদারস্বরূপ আমাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধ হয় যেন দৃষ্টি না করিয়া শ্রীযুত সেক্রেটারী গবর্নর সাহেব এমুলে ভাবতঃ ধরিয়া লইয়াছেন যে আমাদের স্বত্ব, ও আমি অনুমান করি রায়ভদ্রের স্বত্বও, ঐতিহাসিক গবেষণার কুজ্বাটিকায় সম্পদে দৃষ্ট হয়, সুতরাং ঐ সকল স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল বর্তমান অভাব কথিত হয়, তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাচা ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের অতীত ঐতিহাসিকানুসারে প্রণীত নহে, কোন বর্তমান স্থানীয় গবর্নমেন্টের মতানুসারে প্রণীত। এই হেতুতে বোধ হয় তিনি কেহও যাচা বর্তমান প্রয়োজন জ্ঞান করেন তদনুসারে গঠিত মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং জমিদারদের নির্দ্ধারিত স্বত্বে অবহেলা করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে, আমরা জমিদারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিতে যাহাদের অত্যন্ত অধিক স্বার্থ আছে, আমরা তদ্রূপ এক প্রণী; এবং স্বভাবতঃ আমাদের স্বত্ববিষয়ে কেবল যে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান লওয়া উচিত এরূপ নহে, এই স্বত্বরক্ষা করাও উচিত।

কেহও বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক যুক্তিরজন্যও স্বীকার করি না, যে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব জমদারদের স্বার্থের বিরুদ্ধ। যদি তাহাই হয়, সাহসপূর্বক এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, এবং ভূম্যধিকারীদিগকে “ উপদ্রব অন্য ক্ষতি পূরণ ” দিয়া তাঁহাদিগকে স্বত্ব ভাগ করিবার আজ্ঞা করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের গত সেক্রেটারী সাহেবের যে পত্রে ভূম্যধিকারীদের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রণেয় ভাল করিয়া বিচার করা হয় নাই এখন বোধ হইতেছে, এবং যাঁহাতে সিলেটে কমিশ্যার বিবেচনা কালে বিবেচ্য গুরুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, সেট পত্র যে অপক্ষপাত অনুসন্ধানের ফল বলিয়া উক্ত কমিশ্যার সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং চীফ জুডিস সাহেব যে সুন্দর মন্তব্যলিপিতে এবিষয়ের সমুদয় আইন সম্পর্কীয় ভাবের সম্পূর্ণরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহা যে অনান্য সরকারী কাগজপত্রের সহিত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা জমিদারদের সম্বন্ধে কোন ক্রমে ন্যায্য বলা যায় না।

এই পাণ্ডুলিপি খাজানার কমিশ্যারের হস্ত হইতে যখন বহিষ্ঠ হইয়াছে তখনই বরাবর জমিদারেরা দলবদ্ধ ভাবে ইহার সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছেন। বেচার ও বঙ্গদেশের, প্রায় প্রত্যেক জিলায় সভা হইয়াছিল। এই সকল সভার পাণ্ডুলিপি বিপ্লবজনক প্রকরণগুলির উপর মোহারোপ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণতঃ এইরূপ হইয়াছিল, যে পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান দেশাচার ও দেশের ভূমি সংক্রান্ত পণ্ডিত আইনের উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। গত মার্চ মাসে যখন রাজা শিবপ্রসাদ মস্তিসভায় বলেন যে “ এরূপ পাণ্ডুলিপি বিমিশ্র হইলে লোকের বিশ্বাস ও প্রত্যয় বিচলিত হইবে ” তখন তিনি ভূম্যধিকারীদের মনের ভাব পরিস্ফুটনরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

এই দফার মধ্যে আমি কেবল আর এই কয়েকটি কথা বলিতে চাই যে, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভদ্রের সহিত যে দিন কোন নূন জমীদার বন্দোবস্ত হয় সেই দিনই তাঁহাদিগকে দখলীস্বত্ব দিবার প্রস্তাব, জমিদারদিগকে ভুল সুবিধা করিয়া না দিয়া স্বাধীন চুক্তির স্বত্ব সম্বন্ধে রায়ভদ্রের অধিকৃত প্রথম এইবার নিষেধাত্মক নিয়ম স্থাপনের প্রস্তাব, এবং ভূম্যধিকারীকে খাজানার দ্বিগুণ আরো সুবিধা করিয়া দেওয়া যে পাণ্ডুলিপির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সেট পাণ্ডুলিপিতে প্রথম এইবার শক্তরূপে পঁচিশ টাকা খাজানার দ্বিগুণ করিবার প্রস্তাব, এই পাণ্ডুলিপির এই সকল সাধারণ সূত্র কেবল যে দেশের স্বীকৃত আইন ও দেশাচার হইতে অনর্থক তিরপথে বাওয়া হইতেছে এরূপ নহে, জমিদারদের নির্দ্ধারিত স্বত্বও অঙ্গ করা হইতেছে, জমিদারদের বিশেষ এইরূপ জ্ঞান করুন। একটি প্রণী বসিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গদেশের ও বেচারের জমিদারেরা শ্রীশ্রী মহারানীর ভারতবর্ষীয় প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত রাজতন্ত্র এবং ইংরাজ গবর্নমেন্টের কথা ঠিক এই প্রসিদ্ধির উপর প্রত্যয় স্থাপন করিয়া তাঁহারা সর্বদা বিশ্বাস করিয়াছেন যে কোন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত স্বত্বে বঞ্চিত করিতে চিন্তা তাঁহাদের বখার বদির হইতে চাহিবেন না অথবা ইচ্ছা মনেও করিবেন না।

এরূপ অবস্থায় যাচা হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট এরূপ এক সরকারি স্মারকলিপি প্রকাশ করায় জমিদারদের স্বভাবতঃ আশঙ্কা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট গত সেক্রেটারী সাহেবের পত্রে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত অবলম্বন করিবার পূর্বে জমিদারদের স্বত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন নাই।

আমি অজ্ঞানতা করিতে চাই, জমিদারেরা এখন কি কাজ করিয়াছেন তাহাতে তাহারা এইরূপ ব্যবহারের সোধ্য হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট তাঁহাদিগকে যেরূপ অর্থগুণ, ও বিবেক শূন্য জ্ঞান করেন তাঁহারা কি বাস্তবিক সেটরূপ অর্থগুণ ও বিবেক শূন্য? যদি তাহাই হয়, তবে ইহার প্রমাণ দেখাইবার রত্নস্ত কোথায়? জমিদারের নিকট কি এমন কোন দ্বিত্বীতি বিষয়ক বিবরণ আছে যাঁহাতে দেখান যায় যে প্রতি দ্বাদশবৎসরে

প্রজাদের ভূমি পরিবর্তন করা বঙ্গদেশের জমিদারদের সাধারণ রীতি ও এরূপ কোন দ্বিত্বরীতি ঘটত বিবরণ আছে কি যাগাতে দেখান যায় যে দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের প্রতি এতই অত্যাচার হইয়া থাকে, যে উক্ত জমিদারের ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত জমিদারের ক্ষতিপূরণ দিবার মত প্রস্তাব করা নাযায়গুণত হয়, যদিও এইমত এদেশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নূতন ও প্রাচীন আইন প্রণেতার ইচ্ছার কথা বর্ণিতও তাহে নাই? বঙ্গগত ইচ্ছার কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেহারে প্রতিযোগিতার অভ্যুত্থানে থাকিলে এখন ও অত্যাচার এক সাধারণ, যে উক্ত জমিদারদের স্বত্ব নষ্ট করা আবশ্যিক?

অনেক রাজকর্মচারীর মত প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের উল্লিখিতপত্রের যে রূপ বর্ণনা আছে, জমিদারেরা বাস্তবিক সেইরূপ অত্যাচারী ইহা দেখাইবার দ্বিত্বরীতি ঘটত বিবরণ প্রাচীন বা একেবারে প্রকাশিত হয় নাই। আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এখন কোন পুরাতন আইন কি আছে যাগাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেশাচারমতে প্রাচীর সমুদয় জমীদার রায়তদের দখলীস্বত্ব থাকিত এবং জমিদারেরা নিজে যে ভূমি চাষ করিতেন তাহির কোন ভূমিতে তাঁহাদের ভূস্বামীর স্বত্ব ছিল না।

সিপেই কমিটীর হস্ত হইতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি যে আকারে বাহির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় যে বিবরণে আচার মতভেদ ঘটিয়াছে, এক্ষণে তিস্ত দলমতে অধিকতর বিস্তারিত করিয়া সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

খাজানা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপির বাদনুবাদে আশুপ্ত সরকারী কাগজপত্রে একথা নিরত প্রকাশ পাওয়া যায়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারদিগকে বা রায়তদিগকে যে স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্বক নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয় তাহার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এবিষয়ে জমিদার ও রায়ত ও গবর্ণমেন্ট সব লেই একমত। এক্ষণে এই প্রস্তাবের নিষ্পত্তি করিতে হইবে এই লক্ষ্য পূত্র কি? কিন্তু এবিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, যদিও আমি বুঝিতে পারি না যে, এইরূপ সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কেনন করিয়া কোন মতভেদ ঘটিতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের ভাষা অতি পরিষ্কার, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে জমিদারেরা প্রকৃতপক্ষে “ভূমির মালিক” এবং কেহ কেহ যে রূপ কল্পনা করেন বোধ হয় গবর্ণমেন্ট খাজানা-সংগ্রাহক মাত্র নহেন।

আরো কেহ কেহ আছেন যাঁহারা ইচ্ছা ও ছাড়াইয়া যান ও বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের পূর্বে জমিদার প্রণী ছিল না, এই সময়ের পূর্বে তাঁহারা কেবল গবর্ণমেন্টের খাজানা আদায় করিতেন। এই সকল কথাই উত্তরস্বরূপ আমি ইচ্ছা করি প্রকাশ করিবার দ্বিত্বরীতি ছুই যদিও সম্প্রদায় দিল্লীর। মুসলমান সম্রাটেরা বেহারের ভূমি অতি প্রাচীন রাজবংশকে এই সময় দিয়াছিলেন। এই ভূমিদের মধ্যে এক খান ভোজপুরের বা ভোমরাঁর রাজবংশকে ও অন্য খান হারতনার রাজবংশকে দেন; ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, অন্ততঃ বেহারের কোন জমিদার বংশ কেবল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ছিল এরূপ নহে, চারতর্কের কোন স্থানে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট স্থাপনের পূর্বেও ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কমে জমিদারদের প্রতি যে স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এই বিষয়ের আইন হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় দেখিতে পাওয়াইছে না। এই অংশটি এই রূপ।—

“দ্বিত্বসভাধিকৃতি জমিদার গবর্ণমেন্টের জেনারেল সাফেব জমিদারদিগকে জমীদারীস্বত্বের অন্যান্য প্রকৃত স্বত্বাদিগকে এই সংবাদ দিতেছেন যে তাঁহারা যে জমি দিতে করাব করিয়াছেন, তাহাতে কোন পরিবর্তন করা যাইবে না, কিন্তু তাঁহারা ও তাঁহাদের ওয়ারিশান ও আইনমত উত্তরাধিকারীরা আপনং মতল এই জমি দিয়া চিরকাল ভোগদখল করিতে পারিবেন। জমিদার গবর্ণমেন্ট জেনারেল সাফেব জমিদার জমি দিতেছেন যে ভূমি মালিকেরা সরকারী জমি চিরকালের নিমিত্ত অবধারিত হওয়ায় তাঁহাদের যে উপকার হইল তাহা বুঝিয়া এইরূপ নিশ্চয় প্রদানে আপনাদের ভূমি চাষ করিতে যত্ন করিবেন যে নিজের উৎকৃষ্ট কাষাধিকার ও পরি-শ্রমেণ ফল কেবল নিজেই ভোগ করিবেন। বিলব বা ওজর না করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দেওয়া ও আপনাদের সান্নিধ্য ভোগ করার ও বাসভোগের প্রতি সততা ও মনোভা সহকারে ব্যবহার করা জমিদারেরা: সকল সময়ে নিভাও কর্তব্য কর্ম এবং এক্ষণে যে সকল আঁজা করা গেল, তাহা হইতে তাঁহারা যে উপকার প্রাপ্ত হইবেন উক্ত এই সকল কথ ব্যতীত পালন করা তাঁহাদের পক্ষে কঠোর প্রয়োজনীয় হইয়াছে।”

সার জন শোর সাহেব তাঁহাদের সমুদয়লিপিতে এইরূপ লিখিয়াছেন।—

“অধি জমিদারদিগকে ভূমির মালিক বা স্বামী জ্ঞান করি। তাঁহারা আপনং স্বার্থে ব্যবস্থানুসারে উত্তরাধিকারী স্বত্ব এই ভূমির স্বত্ব প্রাপ্ত হন, এবং আইনমত উত্তরাধিকারী থাকিলে, রাজা নায্যরূপে তাঁহাদিগকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিতে পারেন না কিম্বা উত্তরাধিকার পরিবর্তন করিতে পারেন না। বিক্রয় বা বন্ধকক্রমে ভূমি লইয়া কার্য করিবার অধিকার এই মূল নীতি হইতে উদ্ধৃত, এবং আশা দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবার পূর্বে এই অধিকারমতে জমিদারেরা কাব্য করিতেন।”

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত প্রণেতা লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সার জন শোরের এইরূপ মত, এবং তাঁহারা উভয়েই দৃঢ়তা সহকারে জমিদারদিগকে “ভূমির মালিক” বলেন। আবার যে সেলোফ নর, পিট সাহেবও এই সকলমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পোর্ট অব কম্বোলের সভাপতি জি. উ. উ. সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পত্র লিখিয়া বলেন।—

“অধি ইহা নিভাও আবশ্যিক বিবেচনা করিবার যে, বোর্ড অব কম্বোল হইতে এই ব্যবস্থা উদ্ধৃত হওয়া উচিত, আর এরূপ উত্তর ও বিবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিবেচনা কালে পিট সাহেবকে আমায় অংশী করিতে যত্ন করা উচিত। এই নির্দিষ্ট তিনি যত্ন আমায় সহিত উল্লেখ্য দশ দিন বন্ধ থাকিয়া দেবল এই কার্যের প্রতি যথোযোগ দিতে সক্ষম হইলেন। এই সময়ের অনেক

কাপেকাল চার্লস ষাট সাহেব আশাদের সঙ্গে ছিলেন। সমুদর বিষয় পুঁজানুপুঁজরূপে যোগাযোগপূর্বক বিবেচনা করিয়া পি সাহেব সম্পূর্ণরূপে আশাদিগের সহিত একমত হইলেন, দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। এই নিমিত্ত আশাদের বেরণ খরচা হই-  
রাছিল, তদনুসারে বিআপনী স্থির করিয়া কোট অব ডিবেন্ডবন্ডের নিকট পাঠাইলাম। "

রায়ভদ্রের স্বত্বসম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে তাহাদিগকে যে স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হই-  
তেছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাহারা যে স্বত্বভোগ করিত, সেট স্বত্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, বস্তুতঃ  
বখার্ব কথা বলিতে গেলে, ভূমিতে তাহাদের কোন মালিকীস্বত্ব ছিল না। তাহারা আপন স্বত্ব হস্তান্তর  
করিতে পারিত না, এবং আইনে এমন কিছু নাই, যাহাতে দেখায় যে, জমিদারের সম্মতি বিনা অবদারিত হারে  
রায়ভদ্রের ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্ব্যতীত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, বঙ্গ-  
দেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী যে চাউল, গম বা অন্য সস্তা খাদ্য শস্যকে কেবল মাত্র "প্রধান শস্য" বলিয়া  
সংজ্ঞাতি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার মূল্য দ্বারা খাদ্যাদির হার নির্ণয়িত হইত।

আমি এখনে এই বিষয়ে সার জন শোরের লেখা চাইতে একটী অংশ উদ্ধৃত করিব।—

"কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়ভদ্রা বহুতাল দখল করিলে, ভূমিতে দখলীস্বত্বশ্রুতি হইত তাহাদিগকে উঠাইয়া  
দেওয়া যাইতে পারেনা। কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাহারা ভূমি বিক্রয় করিবার, কিম্বা বন্ধক দিবার অধিকারপ্রাপ্ত হইয়া, স্বতরাং এই পরি-  
মানে উক্ত স্বত্ব মালিকীস্বত্ব হইতে স্বতন্ত্র। যথেষ্টাচার্য্যী রাজার অধীন অন্যান্য স্বত্বের ন্যায় এই স্বত্বও অনিশ্চিত। জমিদার-  
দের স্থানে জোর করিয়া বন্ধি লওয়া গেল রায়ভদ্রের স্থানে এই বন্ধি চাহিবার স্বত্বক্রমে তাহারা কার্য্য করিয়াছেন। ভূমি  
মালিককে কেবল জমিদারদের প্রতি ন্যস্ত আছে, ইহা যদি আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে রায়ভদ্রা এই স্বত্ব ভূমিীর স্থানে প্রাপ্ত  
না হইলে, রায়ভদ্রের অনুকূলে আমরা এইরূপ কোন স্বত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

"বঙ্গদেশের যে কোন জিলায় বিধি লঙ্ঘন করিয়া জনারি খাদ্যাদি গ্রহণ করা হয়, তদ্বার ভূমির খাজানা জানা হারানুসারে  
নির্য্যস্ত হইয়াছে, এবং কোনই জিলায় প্রত্যেক গ্রামের স্বত্ব হার আছে। বিধি প্রতি ভূমির উৎপন্ন হইয়া এই সকল হার দ্বিগুণ হয়।  
কোন ভূমিতে বৎসবে দুই কসল, কোন ভূমিতে তিন কসল জম্মে। তুতগাছ, পাঁচ, ভাষাক ও আঁধ প্রভৃতি অধিকতর লাভজনক  
জন্ম হইলে, সেই পরিমাণে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয়। এই সকল হার ভূমি বাপ করিয়া অবশ্য দ্বিগুণ করা হইয়া থাকিবে। এবং  
চৌড়ল মলের বন্দোবস্ত এই সকল হারের দুগুণ হইতে পারে। কালক্রমে এই আসলের উপর আবণ্ডার বোণ করা হয়, পরে মূল্য  
নির্দ্ধারণের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়। পবন বেরূপ বাপ হইয়াছে, তদনুসারে হার তেন হইয়াছে। অন্য বাপ করিলে সাধারণতঃ  
কিঞ্চিৎ বৃদ্ধির সহিত চলিত হার দৃঢ় করা হয়।"

এই স্থলে প্রধান শস্য বলিতে কেবল চাউল, গম ও অন্য সস্তা খাদ্য শস্য বুঝিতে হইবে, প্রধান শস্য শব্দের  
এইরূপ অর্থ করা হয় না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যাইতেছে যে তৎকালে তাঁহা, তুত প্রভৃতি অধিকতর মূল্যবান  
উৎপন্ন ব্যবহার মূল্য বিবেচনাধীনে লওয়া হইত।

এই বিষয় সমাপ্ত করিবার পূর্বে আমি আর একজন উচ্চ বর্ত্তপক্ষের লেখা চাইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিলাম।  
তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই জীবিত ছিলেন। আমি লর্ড মেটকালসের উল্লেখ করিতেছি।  
ইহা সুবিদিত যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসাকারী ছিলেন না। আমি নিম্নে যে স্থল উদ্ধৃত করিলাম, তাহা  
হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কিন্তু তাহার মত এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা জমিদারদিগকে ভূমিতে মালিকী-  
স্বত্ব দেওয়া হয়।—

"আমরা আইনেরদ্বারা যে সকল ভূমিীর সৃষ্টি করিয়াছি, অর্থাৎ তাহাদের সপক্ষ নহি, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি  
বিবেচনা করি, তাহাদিগকে সৃষ্টি করা একটা বিষয়প্রাপ্তি হইয়াছে ও তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু তাহাদিগকে সৃষ্টি  
করিয়া ও তাহাদিগকে ভূমিী বলিয়া নির্দেশ করিয়া আইন বিবেচনা করি আশা গবর্ণমেন্টের রাজস্ব রক্ষাকরণভিত্তক যে সকল  
মালিকী স্বত্ব দিবার ক্ষমতা আমাদের ছিল, অর্থাৎ, যে সকল স্বত্ব পূর্বে কাহারও ছিল না, সেই সকল আমরা তাহাদিগকে দিয়াছি।  
পূর্বে হইতে অন্যের যে সাম্রাজ্য ছিল, আমাদের নুতন সৃষ্ট ভূমিীদিগকে দিবার নিমিত্ত সেই সাম্রাজ্য নষ্ট করিবার স্বত্ব আমাদের  
ছিল না। বাহ্য পূর্বে অন্যের ছিল এরূপ একটা ক্ষেত্রও তাহাদিগকে আইনমতে বা বাধ্যতাপ্রাপ্ত দিতে আমাদের ক্ষমতা ছিল না।  
কিন্তু তাহাদের জমিদারী স্বত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেন্টের যে স্বত্ব ছিল, তাহাদিগকে সেই স্বত্ব দিতে আমাদের ক্ষমতা ছিল না।  
এবং স্থায়ী বন্দোবস্তক্রমে বাহ্যতে অন্যের সাম্রাজ্য বা দখল ছিল না, সেই সকল ভূমিতে ও আমরা সম্পূর্ণ সাম্রাজ্য প্রদান করিয়াছিলাম।  
এই রূপ করিতে পুরাতন চাহীমালিক ও দখলদারদের যে সকল স্বত্ব ছিল, যদিও আমরা সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিতে স্বত্বপ্রাপ্ত ও  
বাধ্য ও যদিও উহা রক্ষা না করিতে আমাদের আপনা, আপনি লক্ষিত হওয়া উচিত, তথাপি আমাদের এই ভূমিীর নিজ  
স্বত্ব বলিয়া যে ভূমি নির্দেশ করা গিয়াছে, সেই ভূমিতে তিনি যে চাহী বসাইয়াছেন, সেই চাহী ও ভূমিী পরস্পর যে  
নির্য্যস্ত করিয়াছেন, সেই নির্য্যস্ত করিয়া আমাদের মনোবৃত্ত অন্য নির্য্যস্ত নির্দেশ করিবার নিমিত্ত তাহাদের ব্যবস্থা হইতে  
আমাদের কোন স্বত্ব নাই। \* \* \* \* \* আমি আইনমত ভূমিীকে তাহার সমুদয় ব্যাধ্য স্বত্ব দিতে চাই। আমরা যখন  
ভূমিীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তখন তাহারা যে কেবল রাজস্বের শতকরা কিয়দংশ পাইবার অধিকারী থাকিবেন, তখন এরূপ  
অতিপ্রায় থাকা সম্ভবে না। এরূপ অতিপ্রায় ছিল যে, তাহারা প্রকৃত ভূমিী হইবেন এবং যে স্থলে অন্যের পূর্বস্বত্ব বিরাজ  
হয়, সেই স্থলে তাহারা ভূমিী আছেন ও তাহাদের ভূমিী থাকি উচিত। কিন্তু যখন অন্যের স্বত্বের পরিচয় ক্ষমতা, অর্থাৎ  
আইনমত ক্ষমতা আমাদের ছিল না, তখন এই সকল স্বত্বের কিছুই আমরা ভূমিীদিগকে দিই নাই; এবং আমাদের সৃষ্ট ভূমিী-  
দের বিরুদ্ধে পুরাতন ভূমিীদিগকে ও স্থায়ীস্বত্বভোগাধিকারীদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য।"

আইনমত এই রূপ বিবাদীর প্রশ্ন সম্বন্ধে চাই কোর্টের অঙ্গদের, আডবোকেট জেনারল সাহেবের ও গবর্ণ-  
মেন্টের অন্য আইন সংক্রান্ত কর্মচারীদের এবং দেশের প্রধান আইন ব্যবসায়ীদের মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল  
হইত। কিন্তু যে সকল সরকারী কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যেরূপ স্থিতিরীতি বিষয়ে, উক্ত এই  
বিষয়েও বিশেষরূপ সম্বাদাভাব দেখিতে পাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের একটা প্রধান দাঁড়াইবার স্থল,  
এবং এই বিষয়েও আইন সংক্রান্ত যে সর্বোৎকৃষ্ট মত পাওয়া যাইতে পারে, নিম্নেই কবিতার তাহা পাওয়া  
নির্ভর্য্য আবশ্যক ছিল। কিন্তু এরূপ কোনমত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপির ৩য় অধ্যায় ।—ভানুকদারদের সম্বন্ধীয় বিবি ।

ভানুকদারেরা রায়তি স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র ভূমিগত মালিকী স্বার্থের একাংশমাত্র নিবদ্ধ । প্রকৃত ভানুকদারদের জন্য এক্ষণে ব্যবস্থা করিবার আশিষ্টোদয় বিশেষ প্রয়োজন দেখি না । তাঁহাদের স্বত্ব যথোচিত পরিমাণে নিশ্চিত ; এবং একটি জমীদারপত্তীর্ণ অস্থিতঃ আপনাদের স্বার্থের প্রতিদুষ্টি রাখিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম । ভানুক ও পেটীও ভানুক সম্বন্ধে ১৮৩৯ সালের বঙ্গীয় আইনের বিধান ব্রীতিমত পূর্ণপ্রদান করণ আশিষ্টোদয় পারিভাষিক ; কিন্তু এই বিষয়ে মূল ব্যবস্থার পরিবর্তনের উপযুক্ত কারণ বানানো তা বুলিতে পারিবে না । আমার মতে সমস্ত তৃতীয় অধ্যায়টি নুতন করিয়া লেখা উচিত, ১৮৩৯ সালের আইনের বিধান অখণ্ডাকারে রাখা উচিত এবং বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত ১৮৬৯ সালের আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি শুধু তুলিয়া লওয়া উচিত ।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন কোন রায়তকে ( অর্থাৎ যাঁহারা কোর্সী মিলিকরে ও যাঁহাদের দখলে একমত বিচার অধিক জমা থাকে তাঁহাদিগকে ) ভানুকদারের পদে, মাফাং বা পরম্পরাভাবে উন্নীত করার, আমার মান্যবর সহযোগীর বিস্তারিত ব্যাখ্যামতে মূল ব্যবস্থা ষড়ৈ পরিবর্তনের অনায়াসতা অত্যন্ত দুষ্কি হইয়াছে ।

পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায় ।—যে রায়তেরা অবধারিত হাণ্ডে ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিবি ।

ভূমির উপর গবর্ণমেন্টের নুতন কর নির্ধারণ অবধি বাকী থাকানা আদায়ের সুবিধা করা ভূম্যধিকারীরা যত কেন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকুন না, এবং নিম্নলিখিত খাজানা হুজুর সঞ্চয়ে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া প্রণীতিবিশেষের ভূম্যধিকারীরা যত কেন অভ্যর্থনায়ক ভাষা ককন না, আমি বলিতে পারি বঙ্গদেশের ও বেঙ্গলের জমীদারেরা এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপেক্ষা তাঁহারা বরং বর্তমান অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতেও সম্মত । কিন্তু যদি আইন পরিবর্তন করিতে হয় তবে ইহা ন্যায্য ও বিচারসিদ্ধ যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের নুতন যে যেবিধানে উচ্চতম কর্তৃপক্ষেরা বীকন করিয়াছেন জমীদারদের অন্যত্র কতি হইয়াছে, সেই সেই বিধান পরিবর্তিত বা রহিত করা উচিত । খাজানার একরূপ হারে দিগ বৎসর ভোগ করিলে প্রজার অনুকূলে যে অনুমান হয় তাহার উদ্দেশ্য এক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে বলা বাইতে পারে ; কারণ যে কোন প্রজার উহার প্রাপ্ত দৃষ্টি থাকে, সে গত পঁচিশ বৎসর পরিত্যাগ করিয়া লইতে ও তাহার রক্ষাকরণার্থ যত্ন করিতে সুযোগ পাইয়াছে । অন্য কোন কথা না থাকিলেও একরূপ হওয়াতে যত কাল একরূপ খাজানা দিলে

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৩৩ ধারা দেখ ।

সামান্য জীবুত রেনল্ডস সাহেব ১৮৮১ সালের ১৮ মে তারিখের আপন মত ব্যাপিগত যেমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, মান্যবর রায় বাহাদুর তাঁহার লিখিত ভিন্নমতে পূর্বেকৃত তৎপতি যোগে আকর্ষণ করিয়াছেন । যেমিনিউ বোর্ডের পদজ্যেষ্ঠ মেম্বর ও খাজানা

বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংশোধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের বিশেষ্টার ১ বালাঘের ১৮১ ও ১৮২ পৃষ্ঠা ।

আছে কিন্তু বাহার প্রতিপোষণার্থ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে না, কেবল তাহাই সাব্যস্ত না করিয়া অধিগতন হলে নুতন স্বত্ব সৃষ্টি হইয়াছে” মান্যবর জীবুত রেনল্ডস সাহেব এত যে হেতু উত্থাপন করেন কোন

বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংশোধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের বিশেষ্টার ২ বালাঘের ৪৬০ পৃষ্ঠা ।

যে তাহা করিয়াই জীবুত ডাম্পিয়র সাহেব অনুমান ঘটত শর্তাটি রক্ষণের দোষ দিয়াছেন এমন নহে, তিনি সাধারণ রাজনীতি ষড়ি এই চেতনাবিশিষ্ট হইয়াছেন যে, “বলপূর্বক নীলাম দ্বারা বিদেশী বিক্রেতার নিকট হইতে পেন খরিদার কোন মতাল পাইলে অধিকাংশ হলেই খরিদার জমীদারী কাগজপত্র পাঠতেপারে না বলিয়া উক্ত অনুমান দ্বারা কার্যতঃ উচ্চতম নিষেধ করা হয় যে, কোন প্রজা খাজানা পরিবর্তন দিলে বিনা বৎসর ভূমি ভোগ করিলে অবধারিত হারে চিরস্থায়ী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে ।” জীবুত ডাম্পিয়র সাহেব সাধারণ রাজনীতি ষড়ি হেতু খরিদা এইরূপ আর একটা যুক্তি দিয়াছেন যে, “চুপ করিয়া থাকিলে আপনাদের স্বত্ব পাঁচের চতুর্থাংশ হয়” এই ভয়ে উক্ত বিধানহেতুক ভূম্যধিকারীদের বিগ বৎসর অন্তর খাজানা হুজুর করিবার যৌকদম্য উপস্থিত করিতে হয় ।

পাণ্ডুলিপির ৫ম অধ্যায় ।—দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিবি ।

এইবিষয়ের বিচার করিতে প্ররক্ত হইলে, প্রকৃত চাষী ও মনোবর্তী প্রজা এই উভয়ের মধ্যে যে অসাম্য প্রভেদ আছে, ইহা আপনাদের মনে রাখা আবশ্যক । যাঁহাতে কৃষকের গম্বুজি হুজুর হয়, তাঁহাতে জাতীয় সমৃদ্ধির ও সমাধা হয় । কিন্তু চাষীকে মিল্পীভন করিয়া মনোবর্তী প্রজা যাঁহা আদায় করিতে পারেন, তাঁহারা ই উপর তাঁহার গম্বুজি নির্ভর করে । সুতরাং মনোবর্তী প্রজা সবারের অনাংশ্যক অতঃরূপ এবং তিনি থাকিতে কেবল অবস্থাপন ও অসুবিধা হুজুর হয় । প্রাচীন দেশাচার কিম্বা পূর্ব কালের সরকারী কাগজপত্রে যে কিছু দয়া দেখান হয়, তাঁহা কেবল ভূমির চাষীদের প্রতি দেখান হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা কৃষিকার্যের নিবৃত্ত ভূমি দখল করিয়া ক্ষুদ্র কুস্বামী হইয়া বসেন, ও আপনাদের সীমাবদ্ধ কাঠ্যক্ষেত্রে জমীদারীপ্রণালীর যত কিছু দোষ ও

অপব্যবহার সম্ভব, অসমুদয়িত শ্রমসংগ্রহ দেখাষ্টয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ইরূপ দয়া দেখান হয় না। যদি আইনের লৌকিক পারবর্জন ক্রমে হয়, তবে আমাদের কৃষিপ্রণালী হইতে এই শ্রমীর লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; কারণ “দুর্ব্বাসব সহ্য করিও লক্ষ্য, এরূপ যে সন্দেহিত কৃষকদল” স্মৃতি পরিবর্তন ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎসাহিত সম্বন্ধে এই শ্রমীর লোকেরাও রহস্তম প্রভাবক। কোন বিশেষ ফল কোর্পা লি সম্বন্ধেইতে দিবার আশ্রয়তা স্বীকার করিতে আমি বিশেষ সম্মত নাহি, কিন্তু সেই সীমার বাহিরে আমি যাইতে চাহি না। যে সকল স্থলে কৃষিকার্য্যার্থ ভূমির দখল দেওয়া যায়, সেই সকল স্থলে প্রজা নিষ বা বেতমভোগী মজুরের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমির চাষ করিবেন, দখলীপত্বে এইরূপ নিষ্পত্তি নথ্য থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই এবং বাসেন্দা রায়ত ছাড়া অন্য কাহাকেও এইরূপে দখল করিয়া দিবার অনুমতি দিতে চাহি না। আমি কর্ম্মীতে যে সংশোধনের প্রস্তাব করি, তদ্বাধ্যে দুইটী এই বিষয় সম্বন্ধীয় ছিল। প্রথমোক্ত সংশোধন প্রভৃতির বেশা সমুদয় যোত কোর্পা বিলি করিবার অনুমতি দান স্বতন্ত্র সংশোধননী বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকৃত বাসেন্দা কৃষকে এইরূপ হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে, এই সম্বন্ধে অন্য সংশোধননী গ্রাহ্য হয় না।

এই কথার উত্তর প্রমাণ আছে যে কোর্পা বিলি করায় কৃষকে সর্জনশ হইয়াছে, এবং কৃষিসংক্রান্ত অন্যান্য

The Zemindari Settlement of Bengal নামক স্পষ্টরূপে জমিদারদের বিরুদ্ধে সংকলিত পুস্তকের ১ বালায়ের ৩৫৭-৬০, ৬৮ ও ৯ পৃষ্ঠার ইহার একটী সন্দর্ভ উদাহরণ দৃষ্ট হইবে, তাহাতে অনেক সরকারী ও বেসরকারী লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে।

যদিও গোলযোগ সম্বন্ধে মধ্যস্থতী প্রজার সর্বাপেক্ষা দায়ী এবং যে রায়ত জমিদারের অব্যবহিত অধীনে আছে, তাহার অবস্থা কোর্পা বা কলারত রায়তের অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অবস্থায় দখলীপত্ববিশিষ্ট রায়তের দলকেও ভালুকদার ও খাজানায়গ্রহীতার পক্ষে উন্নীত করিলে, এবং কৃষক দ্বারা অন্য লোকদিগকে দখলক্রমে বা প্রকারান্তরে দখলীপত্ব লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিলে, বর্ত্তমান অসুবিধা অনর্থক বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র। রায়ত কোন একখণ্ড ভূমিতে দখলীপত্ব লাভ করিতে না পারে, এই নিমিত্ত যে জমিদার তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক একতমী হইতে অন্য জমীতে চালান করে (আমি বলি এরূপ রীতি থাকার প্রমাণ নাই), সেইরূপ জমিদারের স্বেচ্ছাচার হইতে রায়তকে রক্ষা করা

আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া মিলিত করিয়া রায়তের অনুকূলে এই অনুমান সৃষ্টি করিতে চাহেন যে যেহেতু এক্ষণে তাহার ভূমি ভোগ করিতেছে, তাহার অবশ্যই ১২ বৎসর প্রভৃতি ভোগ করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান কৃষিসংক্রান্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থার বিকল্প; কারণ যাহার উপর জমিদারদের কোন ক্ষমতা নাই, এরূপ নানা ষেতুবশতঃ ভূমির দখল দিনে দিনে পরিবর্তন হইতেছে। এই প্রদেশে বৃহৎ নদীতীরস্থিত ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নিয়ত শিকড়ী ও পরশুী বটিতেছে; এই প্রদেশের সীমান্ত স্থানে সর্বত্র অনায়াসে জল কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের প্রক্রিয়া চলিতেছে; মধ্যস্থত জিনা সমূহে ভূমির উপর লৌক সংখ্যার চাপবশতঃ পতিত ও বাসকর জমীর উপর চাষের আক্রমণ হইয়াছে ও প্রচলিত হইতেছে; এরূপ বহুসংখ্যক পাঠকন্ত কৃষক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ যাহারা কোন বিশেষ স্থানে বাধ্যবাধী না থাকিয়া সকল দিকে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে। অনেকস্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম হওয়াতে ও অন্য উৎসুক হেতুতে পুরাতন রায়তের ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের যোত হস্তান্তর করে; এই সকল কথার প্রতি উক্ত অনুমানে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইহা কি বলা যাইতে পারে যে, একজন অপক্ষপাতী ও যুক্তিযুক্ত বিচারক, মোকদ্দমার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ না পাওয়া, প্রজা অন্য কোন ভূমি ভোগ করিতেছে, কেবল ইহা হইতে (এইরূপ অনুমান করিতে আপনাকে বাধ্য বিবেচনা করা দূরে থাকুক,) এইরূপ অনুমান করিতে পারিতেন যে উক্ত প্রজা উক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড কিম্বা অন্ততঃ তাহার ত্রিগুণের গড় বার বৎসর দখল করিয়াছে?

সকল রায়তের দখলীপত্ব আছে, এই প্রস্তাবিত অনুমান সম্বন্ধে, আমি এখানে একটি স্থলের উল্লেখ করিব, যে স্থলে রায়তের দখলীপত্ব না থাকিলেও জমিদারের বা ঠিকাদারের পক্ষে এরূপ অনুমান খণ্ডন করা আমি প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি।—

১ম।—গবর্ণমেন্টের রাজস্বের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক নীলাম করা গেলে, সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যে স্থলে ভূম্যধিকারী দখল পান, সেই সেই স্থলে যে দখলীদার জমিদারের সম্পত্তি এইরূপে ক্রয় করা যায় সেই জমিদার আরই স্বত্বাধীনঃ ক্রেতার শক্তি হইয়া দাঁড়ায় ও পূর্ব্ব সনের কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করে। এরূপ স্থলে জমিদার করূপে উক্ত অনুমান খণ্ডন করিলেন?

২য়।—যে স্থলে এক মাল দুই কিম্বা তদধিক পত্তনীদার বা ঠিকাদারকে বিলি করিয়া দেওয়া যায় সেই স্থলে এই মালদার অন্য পত্তনীদার ঠিকা জমিতে রায়ত যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে না, এই অনুমান একজন পত্তনীদার বিরূপে খণ্ডন করিবে?

কোন দখলীপত্ববিশিষ্ট রায়তের মোতা পরিমাণ এক গজ মাত্র হইলেও, সে মৃত্তক জমি লইলে, যে দিন তাহার মতি এই সময় বন্দী হইবে, সেই দিন তাহার দখলীপত্বপ্রাপ্ত হইবে, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে একজন রায়তের জবাব হইতে হইতেছে। একজন রায়ত কুর এক খণ্ড ভূমি চাষ করিতে পারে বলিয়াই সে বৃহৎ ভূখণ্ড চাষ করিতে পারিবে ইহা বুঝিই নাই। সে কেবল কোর্পা বিলি বা বক্রয় করিবার নিমিত্ত ভূমি লইতে পারে।

জমিদার “খবাল” শব্দ প্রত্যয় অনির্দিষ্ট। বহুসংখ্যক একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বুঝাইতে পারে, অথবা দেশের বৃহৎখণ্ড বুঝাইতে পারে। “আব” শব্দ অধিকতর স্বেচ্ছাচারের। আনন্দ নির্দিষ্ট সীমা আছে ও উহাতে অবশেষে মান বুঝায়।

দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিবার ও তাঁহা অগ্রে ক্রয় করিবার অধিকার কথা।

ইহা অতি স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, এ দেশের জমি সংক্রান্ত প্রাচীন ব্যবস্থাক্রমে, কোন রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী

৩০ "ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রাষ্ট্রেরা বহু কাল দখল ক্রমে জমিতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া বাইতে পারে না, কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাহারা কৃষি বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না।" শোর সাহেবের ১৭৮০ সালের ২৮ জুনের মন্তব্যালিপি; হারিংটন সাহেবের Analysis নামক পুস্তকের ৩৭ বাল্যের ৪০৪ পৃষ্ঠা।

উক্ত বা মণ্ডলিক, রাষ্ট্রীয় পায়ত স্বার্থ বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা ছিল না। \* দেশাচারক্রমে না হইলে ভূস্বামীরা চক্ষুর বিক্ষেপে দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করা যাইতে পারে না এই কথা বলিয়া ব্যবস্থাপকরা ও নিবাহপতিরা এই নিয়ম মান্য করিয়াছেন। গদগমেন্টের পক্ষের কথা এই বলিয়া বোধ হয় যে দেশাচার

সকল চলিতেছে, কিন্তু যে স্বাক্ষরীণ ও বিবরণে দেখাই দেওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক প্রাসঙ্গিক নহে, কারণ তাহাতে দেখান না কত দূর হস্তান্তর হইয়া পূর্বে বা পরে জমিদার সম্মতি দিয়াছেন।

এপ্রকারে কোন দেশাচারে এরূপ প্রসঙ্গ হইবে যে, সকল জমীদার ও স্বার্থেব সন্তোষ অশাস্ত্রা ইহা বিচারানয়ে প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হওয়া উচিত নহে। আর (১ম) হস্তান্তরযোগ্যতা সর্বত্র সীকৃত হয়, ইহার বিশেষ ও উপযুক্ত স্থান না থাকায়, এবং (২য়) দেশাচার প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচলিত ও প্রবল আছে, তাহার প্রমাণ দিতে খরচাদির অক্ষমতা হেতু দেখানো আদালতে অবিচার ঘটবার বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত না থাকায়, সর্বত্র হস্তান্তরযোগ্যতার বিধান করা অন্যায় বলিয়া আমি বিবেচনা করি। এক্ষণে যেরূপ কল্পনা হইতেছে, তদনুসারে সর্বত্র দখলীস্বত্ব বিস্তার করা গেলে, জুয়াঘী ও প্রায় সমস্ত উত্তরেই অপকার হইবে; কারণ, যে সকল শাসক ও মৈত্র্যবাপন রায়ভদ্রগকে রাখা জুয়াঘীর স্বার্থ, আপন জমিতে তাহাদিগকে রাখিবার ক্ষমতা হইতে আর তীক্ষ্ণ থাকিতেছে না, এবং যে মতাজনেরা বা মৈত্র্যবাপী জমীদারেরা রায়ভদ্রের স্বত্ব ক্রয় করিতে পারে ও তাহাদের জমিতে ভিন্ন জমীর লোক বসাইয়: প্রাণে বিবাহ, মোকদ্দমা ও সর্বনাশ উপস্থিত করিতে পারে, সেই মতাজন বা জমিদারদের দ্বারা রায়ভদ্রের উচ্ছেদ হইবার দার উন্মোচিত হইতেছে।

আমি বলিতে চাচ্ছি যে, এদেশের যে প্রাচীন দেশাচারক্রমে এরূপ ঘোড় হস্তান্তর করিতে পারা গাঠন না তাহাতে প্রাচীন সমাজের নির্দিষ্টতা ও মঙ্গল তথ্যে বিশেষরূপে সম্ভাবনা ছিল, কারণ, এই সমাজে গাঠনের স্বার্থ ছিল না, তাহাদের তথ্য বলপূর্বক প্রবেশ করা এবং সাধারণতঃ এই সমাজের ও জুয়াঘীদের বিরুদ্ধে স্বার্থ স্থাপন করিয়া প্রাণের শান্তি ও সমৃদ্ধি নষ্ট করা এই দেশাচারবলে বহুপরিমাণে নিবাহিত হইত।

মজিনাপণের আরম্ভের মধ্যে হস্তান্তরকরণস্বত্ব সীকৃত হওয়াযে যে অনিষ্টজনক ফল করিয়াছে; এবং সেমহা-জনদের হাণ্ডে সাঁওতালদের পড়ে, প্রমাণতঃ গাঠনের অত্যাচারহেতুক সাঁওতালদের মধ্যে যে শান্তিভর ঘটে আমার মতের প্রতিপোষনার্থ আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে, আমার নিজ ও অন্যের ভবিষ্যতের রায়ভদ্রগকে বর্জ্য ও অন্য ভূমিাবলারীদের কণার উপর সেলা যে ইহার আভাবিক ফল হইবে, তাহাকে আমি গণ্য করিতে চাই।

সত্য বটে, হৃদয় হস্তান্তরস্বত্বদানের ক্ষতিপূরণস্বরূপ জুয়াঘীকে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যাহা জুয়াঘীর নিজের আছে, তিনি কেন তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন? অগ্রে ক্রয় করিবার প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধ স্বত্বে জুয়াঘীর অস্পষ্ট উপকার হইবে, এবং আমি প্রস্তাব করি যে, এইস্বত্ব যদি দেওয়াই হয়, তবে উত্তরাধিকার ক্রমে না হইয়া রাখতী স্বত্বে যে প্রত্যেক হস্তান্তর হয়, তাহা তেই এই স্বত্ব বর্তীষ্টয়া ইহা অধিকতর কার্যকর করা উচিত; এবং "তালুক" সম্বন্ধেও উক্ত স্বত্ব বর্তীষ্টতে পারিলে স্বার্থপ্রাপ্তদের স্বার্থলোপ করিয়া একটি স্বত্ব কার্যকর বস্তুর বিধান করা হইবে, ইচ্ছািত সকল পক্ষের বিশেষ মঙ্গল। অগ্রে ক্রয় করিবার অসীম স্বত্বাধীনে, গাঠন তাহার নিকট বিক্রয় করিবার স্বত্ব অপেক্ষা প্রকৃত-বাসেন্দা কৃষকদের নিকট স্থায়ী ভাবে বিক্রয় বরং আমার নিকট উৎকৃষ্টতর বোধ হয়। কেহও অস্বাভাবিক করেন যে, দখলীস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য হইলে বেচারের নীলকরদের উপকার হইবে; কিন্তু আমি তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক লোককে জানি, বাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরোধী, এবং বঙ্গদেশের নীলকরণ সম্পূর্ণরূপে ইহার বিরোধী।

খাজানা মুদ্রারূপে পরিবর্তন করণ।

এই বিষয় বিবেচনা করার সময় আমি এই কথা অধম বলিতে ইচ্ছা করি যে আমার মতালে তাঁহা বা সমাজে খাজানা দেওয়ার রীতি নহে; এবং আমার এমন বিবেচনাও হয় না যে উহা মুদ্রারূপে খাজানা দেওয়ার নামে এই সকল অঞ্চলে জমিদার বা কৃষকের উপযোগী হইবে। কিন্তু বেচারে এমন অনেক স্থান আছে যথায় তাওলাই চলিত ও টাকার খাজানা কদাচ কখন দেওয়া যায়। এই সকল স্থানের অবস্থা ভিন্নপ্রকার, এবং এই বিষয়ে যেরূপ কল্পনা হইতেছে তদ্রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন যদি সহসা প্রবর্তিত করা যায়, তাহা হইলে সকল জমীদারই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এরূপ বিষয়ে সময়ের উপর নির্ভর করাই উচিত, অতীত কালের অভিজ্ঞতার দৃষ্ট হইতেছে যে, সত্যতা ও সমৃদ্ধির কারণে উন্নতির সঙ্গে সমাজে দেয় খাজানা প্রকারে প্রায়ই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। অতএব হঠাৎ সম্পূর্ণরূপে এরূপ পরিবর্তন প্রবর্তিত করা আমার দেশের বিষয় নহি।

এবিষয়ে আমার নিজের বড় একটা ক্ষতিবুদ্ধি লাগে। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে বেচারের জমীদারদের প্রতিদিশি স্বরূপ আমি তাঁহাদের মত প্রকাশ করি। আমার বিবেচনায় এই সকল মত বিশেষ বিবেচনযোগ্য।



শস্যরূপে খাজানা দেওয়ার রীতিই নিঃশেষে খাজানা দিবার আদম উপায় ; এবং বেহারের অনেক অংশে উহা যে আজিও বলিষ্ঠ হইয়াছে তাহার কারণ এই যে লোকের নর্তমান অবস্থার উহাতে নানা প্রকারে সুবিধা হয় এবং সকলেই জানে এদেশের লোক পুরাণ রীতি অনুসারে কার্য্য করিতেও অধিক ভাল বাসে । আকবরের প্রধান হিন্দু রাজস্ব সচিব রাজা জোড়বল রায়তের খাজানা ঘোটে উৎপন্নের একতৃতীয়াংশ বলিয়া নির্দেশ করেন । আত্মীয় রুজি করিয়া অর্ধেক করিয়া তুলেন । জমিদারেরা বিচালির মূল্য নিদ্ধারণ অত্যন্ত হুঙ্কর বিবেচনা করিয়া শস্যরূপ উৎপন্নের ১৫ বোলভাগের মাত্র ভাগ খাজানা অবধারিত করেন এবং বিচালির সমস্ত মূল্য রায়তকে প্রদান করেন ।

বেখানে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনের কোন উপায় নাই, সেখানে অজন্মার সময় উৎপন্ন যতই কম হউক না কেন উহার এক অংশ রক্ষা করাই কৃষকের পক্ষে স্পষ্টই সুবিধা । আর একদিক দেখিতে গেলে যে একজন এক সমান মুদ্রারূপ খাজানা দিতে বাধ্য, সময়ে সময়ে তাহার সমস্ত উৎপন্নের মূল্য ভূম্যধিকারীর অবধারিত টাকার দাবীর সমান হয় না । এইরূপ বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, যে কৃষক খাজানা শস্যে দেয় সে, যে মুদ্রারূপ খাজানা দেয়, তাহার অপেক্ষা ভার্ভিক সহ্য করিতে অধিক সমর্থ ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন বৎসর লও যাঁহাতে শস্য একেবারেই জন্মে নাই । তাওলীয়ার আপন ভূম্যধিকারীকে সে বৎসর কিছুই দিবে না, যেকতু তাহার সহিত ভাগ হয় এমন শস্যই নাই । কিন্তু শস্য উৎপন্ন হউক আর না হউক । মুদ্রারূপ খাজানাদাতা সম্পূর্ণ বৎসরের খাজানা দিতে বাধ্য, তাহাকে হয় যে সময়ে তাহার বাধ্যতাসম্মত অত্যন্ত কম সেই সময়ে জলা সুদে টাকা ধার করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয়, ভূম্যধিকারী শোকদ্ভবা কজুকরিলে তাহার খরচা ও সুদ দিতে হইবে । অতএব শস্যরূপে দেয় খাজানা পরিবর্তনের বিধান বাস্তবীর নহে, কারণ উহাতে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক সম্প্রদায়কে অত্যন্ত কষ্টে ফেলিবার সম্ভাবনা ।

খাজানার দাবীর সময় সাধারণতঃ কসলের সময়ের সঙ্গে এক চওয়ার মতরাতরও দৃষ্ট হয়, যে সকল কৃষক মুদ্রারূপে খাজানা দেয়, অনেকস্থলে, যদিও এরূপ স্থল অতি বিরল, তাহাঙ্গিকে অতি অস্পৃশ্যে শস্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয় । এরূপ সময়ে তাওলী প্রজাকে কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকারই করিতে হয় না ।

আবার অনেক স্থলে বড় বড় চর আছে, তাহার প্রতি কসলেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বিলক্ষণ হ্রাস রুজি হয় । এরূপ স্থলে জমিদার ও রায়ত উভয়ের পক্ষেই তাওলী প্রথার খাজানার বন্দোবস্ত করার সুবিধা ও সুবিচার হয় ।

আরও তাওলী প্রথানুসারে বন্দোবস্ত জমীদার রায়তের সহিত ভাগ করার প্রত্যবসরই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, পরিধান, ও উৎপন্নের মূল্য রুজির কল পাটয়া থাকেন । যদি হ্রাস চর ও বড় চরের সে ক্ষতি ভাগ করিয়া লইতে হয় । একথা কোন পক্ষেরই বিশেষ অনুরোধের বিশেষ কারণ থাকে না এবং জমিদারেরও খাজানা রুজির শোকদ্ভবা কজু করিবার বিশেষ আশংকতাও থাকে না ।

এই পর্য্যন্ত মুদ্রারূপে পরিবর্তন সম্বন্ধে গেল । এই পরিবর্তন কার্য্যে পরিণত হইয়া দেখিলে রাজস্ব কর্তৃপক্ষেরই মুদ্রারূপে দেয় খাজানা অবধারিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পাণ্ডুলিপিতে বিধান আছে যে এরূপ বন্দোবস্তের সময় তিনি লিকটহ স্থানে প্রচলিত মুদ্রারূপ খাজানা দেখিয়া ও গত দশ বৎসরে জমিদার প্রকৃতপক্ষে যে খাজানা পাইয়াছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া কার্য্য করিবেন । এই সকল নিয়ম অত্যন্ত জালপা, এবং আমরা সকলেই জানি যে প্রকৃত প্রস্তাবে চিরকাল কৃষকারীর মত অত্যন্ত ভিন্ন । আবার বিবেচনায় এরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে তাহার নিজ মতলবমত মীমাংসার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এসকল বিষয় ভূম্যধিকারী ও প্রজার ব্যক্তিগত চুক্তি ও পরস্পরের সম্মতি অনুসারে হইলেই ভাল হয় । জমিদারের পক্ষহইতে একথাও বলা হইয়া থাকে যে শস্যরূপে খাজানা লওয়াই জমিদারের পক্ষে লাভ, কারণ রায়তের ন্যায্য তাহাকে কসলের সময়েই বিক্রয় করিতে হয় না । তিনি শস্য কিছু দিন ধরিয়া রাখিয়া কসলের সময় বাজারে না পাঠাইয়া বৎসরের যে সময়ে শস্যের মূল্য অধিক হয় এরূপ সময়েই অনেক সুবিধা করিয়া শস্য বিক্রয় করিতে পারেন । সুতরাং এইরূপ খাজানার পরিবর্তনে কাঙ্ক্ষিত জমিদারের আর কদান হইবে, আবার বোধ হয় না যে এরূপ করা গবর্নমেন্টের স্বার্থ অতি প্রায় ।

আবার তরসা আছে যে আমি শীঘ্রই এবিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি স্থিতিরীতি সঠিক সংবাদ দিতে পারিব । এই গুলি এখনও আমি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই । এই সম্বন্ধে আর এক কথা আছে । রায়তের দাবীর জন্য তাহা প্রকাশ করা উচিত, সে কথাই এই ।—যে স্থলে তাওলী প্রথা প্রচলিত আছে সে স্থলে জলসেচন কার্য্যের জন্য আবশ্যক পুর বীধ সকল জমিদারকে নিজের খসচের কা করিতে হয়, যদিও সাধারণ সম্বন্ধে গ্রামত ইহার উপকার লাভ করে, তথাপি তাহাকে এসম্বন্ধে গোমরূপ খরচার দায়ী হইতে হয় না । কিন্তু যেস্থলে টাকার খাজানা দিতে হয়, সেস্থলে জমিদার যদি জলসেচন কার্য্য দ্বারা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি রুজি করেন, রায়তকে খাজানা রুজি দিতে হয় এবং স্থানীয় প্রথা অনুসারে আশা করা যায় যে বর্জনান ধুর বীধ প্রভৃতি যেখানেও রাখার খরচ জমিদারকে ও তাহাকে অংশ অনুসারে দিতে হইবে ।

## খাজানা হুকি।

এই বিষয়ে ও খাজানা আদার বিষয়ে জমিদারদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পরামর্শদিগ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে কেবল তিনটি কারণ দশতঃ আদালতের দ্বারা খাজানা হুকি করার অধুনা আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, রায়তের দায় বা পরিচয় বাজীত উৎপন্নের মূল্য অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হুকি হইয়াছে। সকলে স্বীকার করিবেন যে এই দ্বয় ধরিয়া হুকি দেওয়া ন্যায্য, কিন্তু কার্যকালে দৃষ্ট হইয়াছে যে এরূপ “হুকি” আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা হুকি এক প্রকার বন্ধই হইয়াছে। এই জন্য জমিদার দ্বারাও চুক্তি দ্বারা খাজানা হুকি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অসুবিধাসহা বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও কোনক্রমেই সহজ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমিদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা যে হুকি পাঠিতে পারেন না, তাহা নিতে রায়তেরা নিতান্ত অসম্মত।

বাণাহুক, যে অবস্থি গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রত্যেক জিলার খাদ্য শস্যের সাপ্তাহিকমূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন তদনুযায়ী মূল্য হুকি আদার উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যহুকির চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমিদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমান আইনের শব্দরচনা সাধারণতঃ হুকিত হয় এবং এক্ষণে খাজানা হুকির কারণ যেরূপ নিম্নবন্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্মে প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ কল্পনা করা হইয়াছে অনেকদূর তত্ত্বের অন্য কারণেও ভূমির উৎকর্ষসাধন হইতে পারে। এরূপ স্থল অতি বিরল ও হ্রস্ব প্রমাণ করা দুষ্কর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এই হুকি সম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র মূল্য খাদ্য শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা আদার মধ্যে উচিত নহে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্তন হইলে জমিদারেরা তাঁহার উপকার লাভ করিবে, একথা সমস্ত পুরাণ আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সার জন শেয়ার সাংকেব বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বেও এইরূপ দেশাচার প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়েও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপ খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার যে কেবল খাদ্য শস্যের উৎপন্ন নির্ণয় করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, ডামাক, পান এবং অন্যান্য প্রকার শস্যও বাচাই করা হয়। অন্যান্য জিলাতেও যে সকল জমীতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল জমীতে অধিক মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের খাজানার হার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব এই বিধানে আবার “নূতন করিয়া পুরাতন আইন ও দেশের সর্ববাদিসম্মত দেশাচার পরিচয় করিয়া যাওয়া হইল।”

বিধানীর স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজানার ন্যায্য ও উপযুক্ত হার দিবার যে ভার ছিল তাহার উপর আর এরূপ কিছু বেশী করিবার আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া না এবং খাজানাহুকির হার সীম বদ্ধ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া না। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতকে যেরূপ অসুসঙ্গীন লগতে হইত, তাহাতে কোন্ হার ন্যায্য ও উপযুক্ত হইবে আদালতে তাহা জাদিবার বিলম্ব সুবিধা হইত। এই জন্য ইহার ক্ষমতা হ্রাস করার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং উচ্চতর হার দেওয়া উচিত আদালতের ক্ষমতা এই বিশিষ্ট অধিকার টাকায় চারিজনার উচ্চতর হার দেওয়া বদ্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

যদিও খাজানাহুকি সম্বন্ধে আদার বক্তব্য এই যে, এরূপ স্থলে কোন্ বিচারে স্বাধীনভাবে চুক্তি পরিহার করা হইল, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। যতদূর বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা হুকি পাওয়া জমিদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে ভবিষ্যৎ বিবাদের অন্য কোনরূপ দ্বিধা থাকিবে এবং রায়ত যে চুক্তি পূর্বেই স্বাক্ষর করিয়াছে কবুলিয়াৎ রেজিস্টারী করার সময় তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্বন্ধে গোলাযোগ উত্থাপনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

পাণ্ডুলিপির ২ম অধ্যায়।—এজমালী সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

মন্ত্রিসভার উত্থাপিত আদার পাণ্ডুলিপির অতিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনার ২৭ দফা হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ সকল হইতে আমি আনিতে পারিয়াছি যে লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কার্যাধ্যক্ষ নিয়োগের বিধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনের ক্রিয়ামংশ ১৮৭৪ সালে রহিত করার বর্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারা অনুসারে কার্য করা হুকি হইয়াছে বলিয়া এবিষয়ে আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরাণ আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আছে ও যেস্থলে এরূপ এজমালী ভূস্বামির ব্যবহারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেস্থলে ঐ সম্পত্তির অন্য কার্যাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষমতা গবর্ণমেন্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন কৌজদারী মোকদ্দমার কার্যাধীনালী বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার অনেক পূর্বে পাস হইয়াছিল। উক্ত কার্যাধীনালীবিষয়ক আইনে শান্তিভঙ্গ গুরুতর কৌজদারী অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব শান্তিভঙ্গ এককালে কৌজদারী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭৪ সালে এই সকল আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কার্যাধীনালী পুনরুজ্জীবিত করার পূর্বে, সরকারী কার্যকারকেরা ও অভিযোজ্যগণ প্রকৃতপক্ষে গতদূর ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনের সহায়তা গ্রহণ করিতেন এবং তাহার কি বা কল হইয়াছে এবিষয় অসুসঙ্গীন করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কমিটিতে একটা নির্দিষ্ট প্রশ্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উত্তর পাইয়াছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অসুসঙ্গীন করা বাইবে এবং

অসামান্য এবিধে আর আমি কিছুই শুনি না। আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে যখন একটা আইন অপ্রচলিত বলিয়া ঘণাবিহিত একাত্রে রহিত করা হইল, তখন উহা পুনরুজ্জীবিত করণের প্রস্তাব করার পূর্বে ইহার স্থিতিরীতি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আবশ্যিক। আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাবের পূর্বে কেবল মাত্র অসুখান বা সাধারণ সংস্কারের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। উত্তমরূপে প্রমাণ করা ও জেণীভুক্ত করা ঘটনাবলিই কেবল আইন প্রণয়ন সাধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

আমি এই কথা না বলিয়া এবিষয় ভাগ করিয়া যাঁতে পারিতেছি না যে, দিয়ার ও সামান্যদের বহুল প্রচারের সহিত রাষ্ট্রদিগের উপকারার্থ গবর্নমেন্টের পিতৃহানীর ভাব রক্ষা করার কোন অবশ্যকতা নাই। অতএব যদি এই সকল বিধান পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়, তাহা হইলে মহাল ও তালুকদার ভূস্বামিগণ এমন কি পাণ্ডুলিপির সঙ্গে নতুন তালুকদারগণ ও ভাগদারদের সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার আপীলশূন্য ভাবে জিলায় জজের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই অসম্মত হইবেন। এরূপ হলে অত সাহেবের ভুল সিদ্ধান্ত করার সম্ভাবনা কি এত অল্প যে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে? অথবা অতস্বরূপ তাঁহার অন্যান্য যে নানা মৌকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং যাঁহাতে আইনে তাঁহার বিচার চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া হাই কোর্টে আপীলের দিমান করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আজ্ঞা দ্বারা যেরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, এখানে কি তদপেক্ষা কম অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

যখন এই বিষয়েই বলিতেছি তখন আমি বোধ হয় একথা বলিতে পারি যে তত্ত্বাবধানের ব্যয় ও তত্ত্বাবধারকের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কোন স্থলেই তত্ত্বাবধানের খরচ মহালের মোট আয়ের শতকরা ১২ টাকার অধিক হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে কোন কোন স্থানে গবর্নমেন্টের অধীন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানের ব্যয় মোট আয়ের শতকরা ২০ টাকার অধিক হইয়াছে।

“দেশখণ্ডে দেশখণ্ডে হার ভিন্ন ভিন্ন, রাজশাহী ও কুচবিহারে শতকরা ১৫ টানা হইতে (এই সকল স্থলে তত্ত্বাবধান প্রণীতির পুনঃ গঠনের জন্য বিশেষরূপে বলা হইয়াছে এবং সেইরূপ কার্যও আরম্ভ হইয়াছে) উড়িষ্যায় শতকরা ৫.১ টানা [বঙ্গদেশের বার্ষিক বিজ্ঞাপনী, ১৮৭৯-৮০ সাল, ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা]”।

এতদ্বারা আমি এই মর্মে আর এক প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে সকল বা অসুখান একজন ভূস্বামী আবেদন না করিলে শাস্তিভঙ্গ হইতে কাছাকাছ নিযুক্ত করা হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করার কারণ এই যে আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে এরূপ নিয়ম স্থাপিত না করিলে আমাদের নিশ্চয়ই দেখা উচিত যে সমস্ত এজমালী মহালে ও যেখানে বাঁহতেরা জমিদারকে দিবস্ত করিবার জন্য শাস্তিভঙ্গ অপরাধে মৌজদারী মৌকদ্দমা কর্তৃক করিয়া হারিয়া গিয়াছে সেই সকল স্থলে প্রজাতি এজমালী কাছাকাছ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে। এরূপ বিষয়ে দেওয়ানী আদালত অপেক্ষা ফৌজদারী আদালত সুীকরূপে কার্য্য করিতে পারে, কারণ শাস্তিভঙ্গ নিবারণার্থ ফৌজদারী আদালতের উপর যেরূপ ক্ষমতা দেওয়া আছে তাহা দেওয়ানী আদালতের উপর এক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দিয়া : প্রস্তাব হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কাব্যাকর।

সিলেটে কনিষ্ঠে আমার তৃতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে কাছাকাছ সমস্ত এজমালী ভূস্বামীদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনমতে খাজানা কম করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না। আমার মত এই যে, আমে কাছাকাছদের স্বার্থ কিয়ৎকালের মিত্রিত যাত্র, যে গবর্নমেন্ট কাছাকাছর উহার তত্ত্বাবধান করিবেন তাঁহার কার্য্য এক অধিক যে এবিষয়ের তত্ত্বাবধানে মনোযোগ দিবার তাঁহার যথেষ্ট সময় থাকিবে না। সুতরাং প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে রাষ্ট্রের খাজানা কমাইয়া দিয়া জমিদারকে বাৎসরিক আয় হইতে বঞ্চিত করিবার ও উক্ত রাষ্ট্রদিগের নিকট কমিশ্বন স্বরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করিবার পক্ষে কাছাকাছদের চমৎকার সুবিধা হইবে। কেবল আমার মত যে এরূপ তাহা নহে, যাঁহারা কিঞ্চিৎ গত করিয়া এবিষয় আলোচনা করিয়াছেন, ভূমিসম্পত্তির তত্ত্বাবধানে যাঁহাদের কিছুমাত্র অতিজ্ঞতা আছে এবং যাঁহারা এবিষয়ে রাষ্ট্রপুঙ্খ-দিগের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল না, তাঁহারাও আমার সহিত একমত হইবেন। এরূপস্থলে গবর্নমেন্ট কিরূপ লোকের মধ্য হইতে কাছাকাছ সংগ্রহ করিতে পারেন? এরূপ চাকরীর যেরূপ বেতন তাহাতে গবর্নমেন্ট যে জেনী হইতে আমীন ও পুলিশ ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করেন সেই জেনীহইতেই কাছাকাছ নিযুক্ত করিবেন। আর কে না জানে যে আমীন ও পুলিশ ইনস্পেক্টরই এদেশের একটা প্রধান বালি? এরূপ চাকরীতে যেরূপ অল্প বেতন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গবর্নমেন্ট কাছাকাছ করিবার জন্য উক্ত জেনীর দেশীয় ভ্রমলোক পাইবেন এরূপ ভরসা একেবারেই নাই। সাধারণতঃ এজমালী ভূস্বামীদের আর অতি অল্প; আর আমি কালি শাস্তিভঙ্গ অপরাধের ফৌজদারী দণ্ড এত অধিক যে গবর্নমেন্ট যে বহুসংখ্যক মহালের জন্য এক জন কাছাকাছ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপযুক্তরূপে অধিক পরিমাণে বেতন দিবেন এবং সর্বদা বিধানী লোক নিযুক্ত হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

কাছাকাছের ক্ষমতা ও তাঁহার সেরেস্তার খরচ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন বিষয়ে আমি যে সকল জমিদারের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মত যে এরূপ নিয়ম প্রণয়ন আবশ্যিক। কিন্তু এ বিষয়ে আমি যত প্রস্তাবই করিয়াছি, সিলেটে কনিষ্ঠে তাহার এই মাত্র উত্তর পাইয়াছি যে হাই কোর্টকে এ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন-নার্থ অনুমোদন করা হইবে। কিন্তু আমরা জমিদার, আমরা বলি যে কাছাকাছের ক্ষমতা অনির্দিষ্ট থাকা উচিত নহে এবং ব্যবস্থাপকসভার স্পষ্টরূপে তাহা নির্ণয় করিয়া দেওয়া উচিত। যদি সভ্য সভ্যই এরূপ বিবেচনা বরা

হইরা থাকে যেহাি কোর্ট বাবস্থাপক সভা হইতে এবিষয়ে অধিক অভিজ্ঞ, তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রতিজ্ঞা পূর্বক নিশ্চয়রূপে জমিদারদিগকে প্রদত্ত আইনসম্বন্ধে স্বত্ব স্বত্বকারী ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় সকলে হাই কোর্টের সঙ্গে মতপ্রাণ করা হয় নাই কেন ?

পাণ্ডুলিপি ১২ অধ্যায় ।—স্বত্বের লিপি ।

বলা হইয়াছে যে কোন কোন মহালে জমিদারেরা উপযুক্ত কাগজপত্র রাখেন না । যদি এই রূপ হয়, তাহা হইলে এরূপ জমিদারীতে জরীপ ও স্বত্বের ভালরূপ লিপি আবশ্যক হইতে পারে । কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল মহালে কাগজপত্র নির্দোষ এবং যেখানে সম্পর্ক বিশিষ্ট সকল লোকেরই তাহাদের যেরূপ কাগজপত্র আছে তাহাতে সন্তুষ্টি, সেখানেও কেন যে জমিদার ও প্রজাকে জরীপের হান্ধাম সহ্য করিতে হইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না ।

সাপের প্রাচীন প্রণালীমতে সকল জমিদারই নিরবিচ্ছিন্ন সময়ান্তরে তাহাদের মহালের সাপকরেরন এবং তাহাদের এক প্রকার না এক প্রকারের ঘোঁটা ঘোঁটা সাপের কাগজ আছে ; অনেক আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন, ইহারা যে আপন মহালের কেবল সাপ করেন তাহা নহে, গবর্ণমেন্ট মহালের যেরূপ নকশা প্রস্তুত হয় প্রায় সেইরূপেই নকশা প্রস্তুত করিয়া রাখেন । তাহাদের কাগজপত্রে রাসতের যোতের সুক্ষ্ম পরিমাণ ও ঠিক আরগা ও জমীর গুন ও দের খাজানার হার দেখাইয়া দেয় ।

অতি অস্পষ্ট থাকে জমিদার আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন । তাহারা প্রত্যেক রাসতকে তাহার ক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ ইতানি দুখাতির নিবা খাত বসিতে তাহাঙ্গিকে স্বাক্ষর করাইয়া লন । জমিদারের পক্ষে ইহা বড় সহজ ব্যাপার নহে । খান মনোনে গবর্ণমেন্ট বন্দোবস্ত কাগজ কারকের গেরূপ হাজির করণের কমতা আছে, তাহার সে কমতা নাই ; সুতরাং তাহাকে বিস্তর দায় করিতে হয় ও সুতরাং তাহার কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না ।

এরূপ অবস্থায় কি বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত ঘোঁটা জরীপ করার আবশ্যকতা আছে ? অন্ততঃ যে সকল জমিদারির নির্দোষ কাগজপত্র আছে তাহাঙ্গিকে আমার বিবেচনায় অব্যাহতি দেওয়া উচিত ।

আমার প্রস্তাব এই যে যদি জরীপ করিতে হয় যেসকল গ্রামে জমিদার ও রাসত উভয়েই জরীপ হওয়া ইচ্ছা করে এমন সব গ্রামেই উহাতে হাত দেওয়া উচিত ; কি নিচারা যে তাহারা চুচ্ছা করনা তাহাদের গিরেও জরীপের খরচা চাপান তর আমি তাহা বুঝিতে পারিনা । জরীপে তাহাদের উপকার না হইরা অনন্ত মামলা মোকদ্দমার উৎপত্তি হইবে ।

১৮৭৬ সালে জমিদারদিগকে স্বত্ব রেজিষ্টারী করিতে বাধ্য করার জন্য আইন পাস হয় । ইহাতে যে কি পরিমাণে মোকদ্দমার উৎপত্তি হয় তাহা আমরা সকলেই জানি । যেসকল লোকের কিছুমাত্র স্বত্ব ছিল না তাহারা ও কোন না কোন রূপে স্বত্ব সাব্যস্ত করাইবার জন্য অগ্রসর হইল, তাহার ফল এই হইয়াছে যে যদিও এই আইন পাস হওয়ার পর আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক মোকদ্দমার এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই । এমন অনেক জমিদার আছেন তাহাদের সম্পত্তিতে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট স্বত্ব থাকিলেও এরূপ মোকদ্দমার দুস্পরিহার্য চিন্তার উপর অনর্থক অনেক খরচপত্র করিতে হইয়াছে ।

জমিদারেরা সমস্ত অধিবাসীর শতকরা এক জন ও নহে, তাহাদের স্বত্ব রেজিষ্টারী করিতে গিয়াই এই হইল ।

যদি এত অস্পষ্ট থাকে লোকের স্বত্ব রেজিষ্টারী করিতে আট বৎসর কালও অস্পষ্ট সময় বলিয়া গণ্য হইল, তাহা হইলে প্রকার স্বত্ব রেজিষ্টারী করিতে কি তাহার দশগুন অধিক সময় লাগিবে না ? বাজালা ও বেহারের প্রায় সমস্ত অধিবাসীত প্রজা । এবিষয়ে গেরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন তাহাতে যে দীর্ঘ সময় লাগিবে এই সমস্ত সময় ধরিয়া মোকদ্দমা, ব্যয়, হরষণ ও চুক্তিস্তায় কি সকল প্রণীর লোকেরই ক্ষতি হইবে না ?

এই সকল কারণে আমার বোধ হয়, যে সকল গ্রামে সম্পর্কবিশিষ্টলোকে গবর্ণমেন্টের নিকট জরীপের প্রার্থনা করে তন্নিম্ন অন্য গ্রামে জরীপ প্রবর্তিত করা আবশ্যিক ।

জমিদারের রেজিষ্টারী ।—খামার বা নিজজমী ।

আমার সুযোগ্য সহযোগী রাস কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাহার মতভেদপ্রকাশকালে এরূপ দক্ষতা সহকারে এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাহাতে আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই । আমি কেবলমাত্র বলিব যে এবিষয়ে তাহার সহিত আমার মত সম্পূর্ণরূপে এক ।

পাণ্ডুলিপি ১৩ অধ্যায় ।—ক্রোক ও খাজানা আদায় ।

দারিদ্রিক হইতে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে খাজানা আদায়ের পক্ষে এখন অধিবাসদিগের যে উপায় আছে তাহা অপেক্ষা শীঘ্রকর ও অব্যর্থ উপায় হওয়া আবশ্যক এবং যে স্থলে প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া খাজানা দেওয়া বন্ধ করে সে স্থলে বর্তমান আইন সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর । সার্ব ক্ষেয়স কেরাউরের ন্যায় প্রধান প্রাধানিক ব্যক্তিও যে সকল মহালে “খাজানা দিব না” বলিয়া চীৎকার একবার উঠে, তথায় জমিদারের বিজ্ঞাটের কথা স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের গত আনুয়ারী মাসের মন্তব্যলিপিতেও এরূপ এবিজ্ঞাটের কথা স্বীকার করা হইয়াছে ।

এই অন্য আশ্রয় (জমিদারবর্গ) স্বভাবতঃই ভরসা করিয়াছিলেন যে এই উদ্দেশ্যে আদায়দিগকে খাজানা আদায়ের পক্ষে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে । কিন্তু তাহারা এবিষয়ে অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি, এবং যদি এই পাণ্ডুলিপি এখন যে ভাবে আছে এই ভাবেই পাস হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা আদায়ের অবস্থা

খারাপ হইয়া পড়িবে। কারণ আমাদের আইনসভা খাজানা আদায়ের সরাসরি ও ব্যবস্থার উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কার্যতঃ যে কোন একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচারসম্মত ও ব্যবস্থার কার্যপ্রণালী আমাদের এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বর্তমান আইনে বিধান আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহাদে বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিস জারী করিয়া শস্য ফ্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্তী যে সকল স্থানের প্রজাবর্গের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ রাজত্বের অধীন নহে এবং এমন্য সহজেই ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারবিপত্ত্য অতিক্রম করিতে পারে এবং পুর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিয়ার নত বিত্তীয় যে সকল বিত্তীয় ভূখণ্ডের প্রজারা অর্জ যাবাবর অবস্থার থাকে এবং এক কলনের অধিক কান এক জারগার বান করে না, তদ্বার এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিলম্বে বিস্তর হানি হয়। যদি রায়তের খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাতিবামাত্র ফ্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু কল কাটিয়া ফেলিয়া মাত্র তাহার ঐ দিনের সমস্ত আদ ত্যাগ করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে তবিশেষে ভূম্যধিকারীগণের প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যক এবং শস্য আদালতের সহায়তা ভিন্ন ফ্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কক্ষচারীরা ফ্রোক করণার্থ সেইস্থানে পহুঁছিবীর পূর্বে রায়তকে কল কাটিয়া লইয়া পলারন করিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে। এরূপ কার্যপ্রণালীতে যে জমিদারের উপর কেবল কোটকী ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার অন্য সুতন ও অতিরিক্ত খরচার ভার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও কল এই হইবে যে এই যে সকল অর্জ যাবাবর প্রকাশ্য কর্তন হইবা মাত্র আদ ত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিবার জমিদারের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা কল কাটাই তাহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়তের বিক্ষেপে মোকদ্দমা করিতে হইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমার বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অভ্যন্ত আবশ্যক, বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে জমিদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, সিলেট কমিটির হাত দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকারে বাহির হইল যে এরূপ করা হইবে থাকুক এখনও যে কষ্ট আছে তাহা বর্জিত করা হইয়াছে এবং এখন যে একটু উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে ইহা আমার অভ্যন্ত আশ্চর্য বোধ হয়।

জমিদারেরাই তাহাদের অংশের গবর্ণমেন্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহারাই রায়তের নিকট ঐ রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। তাহার। যে শুদ্ধ গবর্ণমেন্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংগ্রহী তাহাদিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের দেয় কোন কোন গবর্ণমেন্টের কর আদায় করিতে হইতেছে, এবং যদি গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবধারিত দিবসের সুবিধাগুলির পূর্বে তাহার। গবর্ণমেন্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার। সরাসরি নীলামের দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিদূরিত হইবে। অথচ গবর্ণমেন্টকে দিতে এক দিনের অনাধ্য হইলে তাহার জন্য এত শুকতর শাস্তি অবশ্য ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিশ্চয়রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

একদমে আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে; বর্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া ভূস্বামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আইনসম্মত খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার নিজের কিছুমাত্র দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষগণের সম্পত্তি বিক্রীত ও সে উহা হইতে বহিস্কৃত হইতে পারে। অথচ আমি পূর্বে দেখাইয়া দিয়াছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বর্জিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ায় বড় বড় মহাল দিক্রীত হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের আবশ্যকতা ও সুবিচার বিষয়ে আমার এক মুহূর্তের জন্যও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই, আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে গবর্ণমেন্ট যখন নিজের হস্তে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন, তখন জমিদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করার জমিদারের। গবর্ণমেন্টের সুবিচারের অর্থাৎ হইয়াছে বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজেদের মত বিশেষ আইন রাখার, গবর্ণমেন্টে নিজেই খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অকার্যকরতা স্বীকার করেন; আর যদি গবর্ণমেন্টের পক্ষে এইরূপ নিয়মই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ নিয়ম আমাদের পক্ষেও প্রয়োজন। আমার একান্ত ভরসা যে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে বিশেষ যত্নোযোগের সহিত এবিষয়ের পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য, কারণ ইহাতে বেহারস্থ জমিদারবর্গের অধিকাংশেরই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

১৭শ অধ্যায়।—চুক্তির স্বাধীনতা।

জমিদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অধুনা বর্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টার আদি সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্তমান চুক্তি খণ্ডন করা হয়, তখন গবর্ণমেন্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিকারীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেন্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসম্মত করিয়া এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি হইতে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে বলা হয়, তাহার কিছুটা প্রমাণ প্রদেখান হয় নাই; অথবা জমীদারেরা যে এইরূপ চুক্তির অবধা ব্যবহারদ্বারা অসম্মান কৃষক-কুলের ক্ষতি করিয়াছেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই। অতএব যতদূর এরূপ অনিষ্ট যে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, এবিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততদূর পরস্পরের সম্মতি ক্রমে ও গবর্ণমেন্টের অনুমোদন অনুসারে বর্তমান যে সম্প্রদায় দ্বারা উপাধি উৎপন্ন হইয়াছে, যেন তাহার এরূপ ভয়ানক ভাঙাচুরা করা না হয়।

জমীদার ও রায়তের মধ্যে যত চুক্তি হইয়াছে তাহার সমস্তই রায়তের ক্ষতি হইতেছে এই সিদ্ধান্তটা যদিও লিখিত প্রমাণিত ব্যবস্থাপনকার্য্য আরও হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ- কারণ অনেক স্থলে চুক্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপেই রায়তের সুবিধা হয়। রায়ত জমীদারের কথামত কাজ করার অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়। এরূপ চুক্তিতে সম্ভবতঃ কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু তথাপি এগুলিও বন্ধ করা হইবে।

উপসংহার কালে এই সিলেক্ট কমিটীর বীমাংসার আবার যে বিশেষ আপত্তি আছে, তাহা আমি নিম্নবন্ধ করিতে ইচ্ছা করি; কারণ আবার বিবেচনার এরূপ গুরুতর বিষয়ে বাধ্যতায় দাখ্য সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায়, আবার এরূপ উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই।

যে সকল কারণের কথা বলা হইল, যাহার জন্য কেবল যে গবর্ণমেন্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ভূমিবিষয়ের ক্ষতি করণরূপ উৎকট উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যিক তাহা নহে, বাহার জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আইনের অবতারণা করা হইল যে গবর্ণমেন্টের আইনের সভাসদ উহা উত্থাপিত করার সময় নিজেই স্বীকার করিলেন যে ইহাতে যে বর্তমান কৃষক শ্রেণীর উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাহাদের লোপ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা রক্ষিত নহে এরূপ এক নূতন কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইবার ও আবার তৎকালীন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা উৎপাদিত অনিষ্ট সমূহের প্রতিকারার্থ আর এক বার সমস্ত দেশটাকে আন্দোলন ও কয়েক নিমজ্জিত করিতে হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারণের অন্তিম সম্বন্ধে আমি - দেব দিকট গরিষ্ঠাঃ প্রণাম দেওয়া উচিত ছিল।

আমি নির্বন্ধ সহকারে বলিতে চাহি যে যদি ভূমিাধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ নির্ণয় ও তৎবিষয়ের পূর্বাবস্থা করণার্থ পাণ্ডুলিপি আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এই পাণ্ডুলিপি এরূপ ভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে ও এরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে যে ভবিষ্যতে কোনযোগ উৎপন্ন না করিয়া চিরকালের বড় এবিষয় বীমাংসা করিয়া দেয়।

আরও আমার বক্ত এই যে অধিকাংশ বিষয়ে প্রমাণ গ্রহণ ব্যতিরেকে সিলেক্ট কমিটিতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণবৃত্ত বিচার করা অসম্ভব হইয়াছিল। প্রমাণ না দেওয়ার এবং ছিটিকিত বিষয়ক সম্বন্ধ সংবাদ আদ্যাদির দিকট না দেওয়ার, ও এই সকল সংবাদের পরীক্ষা না হওয়ার, আমদের বানানুবাদ সন্তোষজনক হয় নাই এবং যে বীমাংসার উপনীত হওয়া, গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে।

১৮৮৪ সাল ১ জানুয়ারি।

স্বাক্ষর।

সনদের অনুবাদ।



স্বাক্ষর বোঝার বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত আদ্যাদি, আরগীরদার, জোড়ী কার্য্যকারক ও নিয়ন্ত্রণ বিধিত হউন। সমস্ত লোক যাহার আত্মকারী সেই বাদশাহের আত্মকর্তা উক্ত বেহার পুত্র অন্তর্গত মুন্সের সরকারের ধরমপুর পরগনা ও ত্রিভুজ সরকারের দেহাত পরগনা আনুযায়িক ইমান রসূদ প্রভৃতি স্বতন্ত্র সহিত রাজা মধু সিংহকে দৃঢ়তর করিয়া দেওয়া গেল। ( রাজা মধু সিংহের জমীদারী উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রাপ্ত হওয়ার, উহা এরূপ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল ) নিয়ন্ত্রকের কারণদ্বারা ও কার্য্যকারকগণ এই রাজাকে তাঁহার রাজত্ব যতদিন থাকে চিরস্থায়ী জমীদার স্বীকার করে, তাঁহাকে জমীদারী সূত্রে বজার রাখে তাহার সমস্ত তলবে টাকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজত্ব ও রায়তের হিতৈষী হন তবে ইহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করে, ইহা আবশ্যিক। আরও এই মহারাজা সনদের অনুগামী হইয়া তাহার ইহার আত্মসুনার ঠিক ঠিক কার্য্য করিবে এবং বৎসরান্তর নবীকৃত সনদ দাখিল করার জন্য আত্মসম্মতি করিবে না।

অভিষেকের ৪০ বৎসরের ২৯ শাওর।

ডি. ফিটজপাট্রিক,  
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,  
Bengali Translator.





# গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 20, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে।

## CONTENTS.

	PAGE.	নিবন্ধ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	বাই।
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	471—491	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৪৭১—৪৯১
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	বাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	বাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	5—6	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	৫—৬
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	বাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	বাই।
PART VIII.—Advertisements ...	479—488	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি ...	৪৭৯—৪৮৮
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	বাই।

## PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।



## ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1997 A.

**GENERAL.**—*The 3rd April 1884.*—Mr. J. C. Veasey, Officiating Magistrate and Collector, Moorshedabad, is appointed to act, until further orders, in the second grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 23rd ultimo.

*The 30th April 1884.*—Mr. C. A. W. Fordyce, Officiating Sub-Deputy Collector, Khoorda, Pooree, is appointed to be a Special Deputy Collector under the Board of Revenue for acquiring land for the Kairbad-Roopnarainpore Railway.

Mr. Fordyce is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in the Burdwan district.

Moulvie Abdool Jubber, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th May, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Baboo Bunkoo Behari Buxee, Sub-Deputy Collector, Pakour, Southal Pergunnahs, is allowed leave for 21 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 22nd March 1884.

*The 1st May 1884.*—Mr. L. J. R. Brace, Curator of the Herbarium of the Royal Botanical Gardens, Calcutta, is appointed to have charge of the Royal Botanical Gardens, in addition to his own duties, during the absence, on leave, of Dr. G. King, or until further orders.

Mr. J. Gamuie, Head Gardener of the Government Cinchona Cultivation, Darjeeling, is appointed to have charge of the Cinchona Plantation, in addition to his own duties, during the absence, on leave, of Dr. G. King, or until further orders.

Mr. B. Dé, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

Baboo Bonomali Paramanick, Temporary Sub-Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, is allowed leave for 2 months and 11 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Rajoni Kanto Mookerjee is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Satkhira in the district of Khoolna, during the absence, on leave, of Baboo Bonomali Paramanick, or until further orders.

Baboo Dwarka Nath Mookerjee, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Mozufferpore, on leave; is posted to the sudder station of the district of Shahabad.

Baboo Rakhal Das Haldar, Manager of the Chota Nagpore Estate, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code.

*The 5th May 1884.*—The undermentioned officers reported their departure from India, on furlough, on the 20th April 1884:—

Mr. R. M. Waller.

[ Mr. H. A. D. Phillips.

Baboo Shital Nath Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is allowed leave for four days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 5th February last.

Baboo Shital Nath Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, on leave, is transferred to Jessore, and is posted to the sudder station of that district.

Mr. G. M. Goodricke, Deputy Collector of Calcutta and Superintendent of Excise Revenue, is allowed leave, on private affairs, for six months, under section 130, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

[*Government Gazette, 20th May 1884.*]

বঙ্গদেশের জি.ইউ.সি. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

১৯১৭ A সন্থর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—মুর্শিদাবাদের একটি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জি.ইউ.সি. সি, বীণে সাহেব গত মাসের ২৩ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন।—পুরীর অন্তর্গত খুর্দার একটি সব-ডেপুটী কালেক্টর জি.ইউ.সি. এ, ডবলিউ কর্ডাইস সাহেব সুরাবাদ-রপনারায়ণপুর রেলওয়ের নিমিত্ত জুমি গ্রহণার্থে রেভিনিউ বোর্ডের আজ্ঞানীমে বিশেষ ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জি.ইউ.সি. কর্ডাইস সাহেব বর্তমান জিসায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের কন্মতা পাইলেন।

পাটনার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.ইউ.সি. মৌলবী আবদুল জব্বার ১০ মে অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় মতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত পাকুড়ের সব-ডেপুটী কালেক্টর জি.ইউ.সি. বাবু বক্রিচাঁদী বকশী ১৮৮৪ সালের ১০ মার্চের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় মতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—ডাক্তর জি.ইউ.সি. কিং সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার রয়ল বটানিকাল উদ্যানের হর্বেব্রিরমের কিউরেটর জি.ইউ.সি. এল. হে. আর্, ব্রেস সাহেব আপন কর্মসূচিরিক্ত রয়ল বটানিকাল উদ্যানের কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তর জি.ইউ.সি. কিং সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মার্জিনলিঙ্গ গবর্নমেন্টের সিনকোনা চাষের প্রণালী গার্ডনর জি.ইউ.সি. গ্যাংমাই সাহেব আপন কর্মসূচিরিক্ত সিনকোনা আবাদের কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

জুগলীর একটি জাইটে-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.ইউ.সি. বি. ডে সাহেব উক্ত জিলার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের কন্মতা পাইলেন।

খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জি.ইউ.সি. বাবু বনমালী পরামানিক অন্যের প্রতি কন্মের ভারপর্ণ করিবার তারিখ অবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারায় মতে দুই মাস এগার দিনের ছুটি পাইলেন।

জি.ইউ.সি. বাবু বনমালী পরামানিকের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জি.ইউ.সি. বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় খুলনা জিলার অন্তর্গত সাতক্ষীরার সব-ডেপুটী কালেক্টরের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটি প্রাপ্ত মাধবপুরের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.ইউ.সি. বাবু হারকানাথ মুখোপাধ্যায় শাহাবাদ জিলার সদর ঘোকায়ে অবস্থাপিত হইলেন।

ছোটনাগপুর ডিস্ট্রিক্টের কাঁচাধাক জি.ইউ.সি. বাবু রাধানন্দ হালদার সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় মতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—নিম্নলিখিত কার্যকারকদের নিম্নিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ২০ আশ্বিনে ভারতবর্ষ চইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।—

জি.ইউ.সি. আর, এম, ওয়ালর সাহেব। | জি.ইউ.সি. এচ, এ, ডি, কিলিগ সাহেব।

বলেশ্বর ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.ইউ.সি. শীতলনাথ বসু গত নবেম্বর মাসের ৫ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় মতে চারি দিনের ছুটি পাইলেন।

ছুটিপ্রাপ্ত বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.ইউ.সি. বাবু শীতলনাথ বসু বালেশ্বর জিলার প্রেরিত হুজুরা মেই জিলার সদর ঘোকায়ে অবস্থাপিত হইলেন।

কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টর ও আদালতী রাজেশ্বর সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি.ইউ.সি. এম, ওড্রিক সাহেব এই মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩০ ধারায় মতে নিজ কার্যের নিমিত্ত দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

Mr. R. C. Sterndale, Vice-Chairman of the Suburban Municipality, Calcutta, is appointed to act as a Deputy Collector in Calcutta, and as Superintendent of Excise Revenue, under section 32 of Act VII (B.C.) of 1878, in the following places, that is to say :—

- (1) In the district of Calcutta ;
- (2) In so much of the district of the 24-Pergunnahs as is within the jurisdiction of the Commissioner of Police, Calcutta ; and
- (3) In so much of the district of Hooghly as is comprised within the limits of the Municipality of Howrah.

Mr. Sterndale is also appointed to act as a Collector of Stamp Revenue, Calcutta, under section 3 of Act I of 1879, and as a Collector under section 3 of the Bengal License Tax Act, II of 1880, in Calcutta.

Mr. Sterndale will act in the said appointments during the absence, on leave, of Mr. G. M. Goodricke, or until further orders.

*The 7th May 1884.*—Mr. J. Scobell Armstrong, Collector of Customs, Calcutta, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 21st instant.

Mr. F. R. S. Collier, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Serampore, Hooghly, is appointed to act as collector of Customs, Calcutta, during the absence, on leave, of Mr. J. Scobell Armstrong, or until further orders.

Mr. F. A. Slack, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Contai, Midnapore, is appointed to have charge of the Serampore sub-division of the Hooghly district, during the absence, on deputation, of Mr. F. R. S. Collier, or until further orders.

Moulvie Abdul Kadir, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Narail, Jessore, on leave, is appointed to have charge of the Contai sub-division of the Midnapore district, during the absence, on deputation, of Mr. F. A. Slack, or until further orders.

*The 12th May 1884* — Baboo Upendra Chandra Mookerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is posted to the sudder station of the district of Burdwan.

This cancels the order of the 29th ultimo, posting Baboo Upendra Chandra Mookerjee to the sudder station of the district of Purneah.

**POLICE.**—*The 24th April 1884.*—Mr. C. Raban, Officiating District Superintendent of Police, Khoolna, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 3rd May next, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

*The 28th April 1884.*—Colonel H. E. Waller, District Superintendent of Police, Durbhunga, is promoted to the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Colonel C. T. Hitchins, deceased.

Mr. W. W. Daly, Commandant of Frontier Police, Assam, on leave, is promoted to the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Colonel H. E. Waller.

Mr. D. W. Ritchie, District Superintendent of Police, Furreedpore, is promoted to the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. W. W. Daly.

Mr. C. P. Crouch, Commandant of Frontier Police, Assam, is promoted to the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. D. W. Ritchie.

Mr. W. F. Smith, Officiating District Superintendent of Police, Chittagong, is appointed to be a District Superintendent of Police of the fifth grade, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. C. P. Crouch.

[*Government Gazette, 20th May 1884.*]

কলিকাতা শাশীনগর মুনিসিপালিটির প্রতিনিধি সভাপতি জীযুত আর, সি, স্টার্ডেল সাহেব কলিকাতার ডেপুটি কালেক্টরের ও নিম্নলিখিত সকল স্থানে ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৩২ ধারামতে আবকারী রাজস্বের সুপারিটেণ্ডেণ্টের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

( ১ ) কলিকাতা জিলায় ;

( ২ ) ১৪ পরগণা জিলায় যে অংশ কলিকাতার পোলীস কমিশনের বিচারাপ্রদেশের মধ্যে আছে সেই অংশে ;

( ৩ ) হুগলী জিলায় যে অংশ হাওড়া মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে আছে সেই অংশে ।

জীযুত স্টার্ডেল সাহেব ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতার ইন্সপেক্টর রাজস্বের কালেক্টর ও এন বঙ্গদেশের লাইসেন্স ওয়াইন বিধায়ক ১৮৮০ সালের ২ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতার কালেক্টরের কন্ম করিতেও নিযুক্ত হইলেন ।

জীযুত জি, এম ডব্লিউ সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় জীযুত স্টার্ডেল সাহেব এই পদের কন্ম করিবেন ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।—কলিকাতার কন্মের কালেক্টর জীযুত জে, স্কোভল অফিস্ট্রি সাহেব দিবিলা কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই সালের ২১ তারিখ অবধি তিন সালের ছুটি পাইলেন ।

জীযুত জে, স্কোভল অফিস্ট্রি সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হুগলী অঞ্চল ও শ্রীরামপুরে একটি আইটে মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত এফ, আর, এম, কলিয়ার সাহেব কলিকাতার কন্মের কালেক্টরের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজকাপোপলক্ষে জীযুত এফ, আর, এম, কলিয়ার সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেনোপুরের অঞ্চল ও কাতার একটি আইটে মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত এফ, এ, স্কোভল সাহেব হুগলী জিলায় অঞ্চল ও শ্রীরামপুর মহকুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজকাপোপলক্ষে জীযুত এফ, এ, স্কোভল সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেনোপুরের অঞ্চল ও ডাইলের ছুটি প্রাপ্ত ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত মৌলবী আবদুল কাদের মেনোপুর জিলায় অঞ্চল ও শ্রীরামপুর মহকুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১২ মে ।—একটি ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত বাবু উপেন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়কে পূর্ণিয়া জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৯ তারিখের আজ্ঞা রচিত করা গেল ।

জীযুত বাবু উপেন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়কে পূর্ণিয়া জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৯ তারিখের আজ্ঞা রচিত করা গেল ।

পোলীস বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৪ এপ্রিল ।—খুলনার পোলীসের একটি ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্ট জীযুত সি, স্কোভল সাহেব আগামী মে মাসের ৩ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি দিবিলা কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন সালের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৮ এপ্রিল ।—কর্নেল সি, টি, হিচিন্স সাহেবের মৃত্যু হওয়ার পরে হাওড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্ট কর্নেল জীযুত এচ, ই, ওয়ালার সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্টদের প্রথম প্রেরিত হইলেন ।

কর্নেল জীযুত এচ, ই, ওয়ালার সাহেবের পরিবর্তে ছুটি প্রাপ্ত আসামের সীমান্ত স্থানের পোলীসের কমান্ডার জীযুত ডব্লিউ, ডব্লিউ, ডব্লিউ সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্টদের দ্বিতীয় প্রেরিত হইলেন ।

জীযুত ডব্লিউ, ডব্লিউ, ডব্লিউ সাহেবের পরিবর্তে আসামের সীমান্ত স্থানের পোলীসের কমান্ডার জীযুত সি, সি, সি সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্টদের তৃতীয় প্রেরিত হইলেন ।

জীযুত ডব্লিউ, ডব্লিউ, ডব্লিউ সাহেবের পরিবর্তে আসামের সীমান্ত স্থানের পোলীসের কমান্ডার জীযুত সি, সি, সি সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্টদের চতুর্থ প্রেরিত হইলেন ।

জীযুত সি, সি, সি সাহেবের পরিবর্তে চট্টগ্রামের পোলীসের একটি ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্ট জীযুত ডব্লিউ, এ, সি, সি সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের পঞ্চম প্রেরিত ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে । ]

Mr. H. S. Schurr, Temporary Assistant Superintendent of Police, of the first grade, is confirmed in that grade, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. W. F. Smith.

Mr. J. T. Rivett-Carnac, Assistant Superintendent of Police, Assam, is promoted temporarily to the first grade of Assistant Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. H. S. Schurr.

Mr. J. C. Stack, Temporary Assistant Superintendent of Police of the second grade, is confirmed in that grade, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. H. S. Schurr.

Mr. H. C. Clogston, Assistant Superintendent of Police, Mymensingh, is promoted temporarily to the second grade of Assistant Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. J. C. Stack.

REGISTRATION.—*The 1st May 1884.*—Moulvie Syed Abdur Raub, Special Sub-Registrar of Jessore, on probation, is confirmed in that appointment.

EDUCATION.—*The 30th April 1884.*—Baboo Akhoy Kumar Mookerjee, Head Master of the Rungpore Zillah School, is appointed a member of, and Secretary to, the District School Committee of Rungpore, *vice* Baboo Khetter Mohun Mitra, who has left the district.

*The 5th May 1884.*—The following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Howrah :—

Surgeon-Major J. G. Pilcher, Civil Surgeon, Howrah, *vice* Baboo Becharam Chatterjee, resigned.

Mr. S. F. Downing, Principal, Engineering College, Howrah, *vice* Mr. J. H. Reilly.

The Revd. A. L. Mitchell, Chaplain, Howrah, *vice* Kumar Bejoy Kissen Roy, deceased.

Pundit Mohesh Chunder Nyayaratna, c.i.e., Principal, Sanskrit College, Calcutta, *vice* Baboo Obhoy Churn Ghose, deceased.

Baboo Bunkim Chunder Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, *vice* Baboo Raj Kissen Mookerjee, deceased.

OPIMUM.—*The 30th April 1884.*—Mr. N. T. Ryves, Sub-Deputy Opium Agent, Hajee-pore, Mozufferpore, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st April 1884.

Mr. W. T. Ryves, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Chupra, is appointed to act as Sub-Deputy Opium Agent, Hajee-pore, Mozufferpore, during the absence, on leave, of Mr. N. T. Ryves, or until further orders.

*The 1st May 1884.*—Mr. W. L. L. Leed, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, is allowed leave for 2 months and 27 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 19th instant.

MEDICAL.—*The 2nd May 1884.*—Surgeon J. Moorhead, Civil Surgeon of Mymensingh, reported his departure from India, on furlough, on the afternoon of the 18th ultimo.

*The 5th May 1884.*—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the Bundipore Dispensary, in the district of Hooghly :—

Baboo Gris Chandra Chakrabutty.	Baboo Mohesh Chundra Ghatak.
„ Bani Madhub Ghattack.	„ Brojonoth Mittra.
„ Gris Chundra Roy.	„ Khetranoth Ghose.

[*Government Gazette, 20th May 1884.*]

শ্রীযুত ডবলউ, এক, শ্রীযুত সাহেবের পরিবার্ত্তে পোলীসের প্রথম শ্রেণীর ক্রিমিকালীন আসিফাণ্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে শ্রীযুত এচ, এস, শর, সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি সেই পদে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত এচ, এস, শর, সাহেবের পরিবার্ত্তে আসামের পোলীসের আসিফাণ্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে শ্রীযুত জে, টি, রিচেস্ট-কার্ণাক সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি ক্রিমিকালীন নিমিত্তে পোলীসের আসিফাণ্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত এচ, এস, শর, সাহেবের পরিবার্ত্তে পোলীসের দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রিমিকালীন আসিফাণ্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে শ্রীযুত জে, সি, ফ্রীক সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি সেই শ্রেণীতে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত জে, সি, ফ্রীক সাহেবের পরিবার্ত্তে ময়মনসিংহের পোলীসের আসিফাণ্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে শ্রীযুত এচ সি, ক্লগস্টন সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি ক্রিমিকালীন নিমিত্তে পোলীসের আসিফাণ্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১ মে ।—পত্রীকার্থ যশোরের বিশেষ সব-রেজিস্ট্রার শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ আবদুল রহমান সেই পদে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

শিক্ষা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৩০ তাশ্রিল ।—শ্রীযুত বাবু ফেরদৌস আলী বিহর রঙ্গপুর জিলাহইতে গমন করায় রঙ্গপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, রঙ্গপুর জিলা স্কুল কমিটির মেম্বর ও সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হাবড়া জিলার স্কুল কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত বাবু বেণারাম চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তাগ করাত হাবড়ার সিভিল চিকিৎসক সর্জন মেজর শ্রীযুত জে, জি, গিলের সাহেব ।

„ জে, এচ রাইলী সাহেবের পরিবার্ত্তে হাবড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুত এস, এক, ভোর্সিং সাহেব ।

কুমার বিজয়কৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু হওয়াতে হাবড়ার ধর্মোপদেশক পানরী শ্রীযুত এ, এল, মিচেল সাহেব ।

বাবু অন্তর্যাত্রণ ঘোষের মৃত্যু হওয়াতে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, পণ্ডিত শ্রীযুত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি, আই, ই, ।

বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়াতে হাবড়ার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু হিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

আকীল বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৩০ তাশ্রিল ।—মজফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের আকীনের সব-ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত এন, টি, রাইবস সাহেব সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিবির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ তাশ্রিল অধি এক মাসের ছুটি পাইলেন ।

শ্রীযুত এন, টি, রাইবস সাহেবের ছুটি প্রায়শ্চিন্ত্তিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাপারার আকীনের আসিফাণ্ট সব-ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত ডবলউ, সি, রাইবস সাহেব মজফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের আকীনের সব-ডেপুটী এজেন্টের কাম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১ মে ।—তেহতীর আকীনের আসিফাণ্ট সব-ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত ডবলউ, এল, এল, রীড সাহেব সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিবির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১৯ তারিখ অবধি দুই মাস সাভাইল মিমের ছুটি পাইলেন ।

চিকিৎসা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১ মে ।—ময়মনসিংহের সিভিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুত জে, মুরহেড সাহেব নিয়মিত ছুটি লহরা গত মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্নে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ভূগলী জিলার অন্তর্গত বদীপুরের শুধাংশের কার্খানিকারক কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।

„ „ বেণীমাধব ঘটক ।

„ „ গিরীশচন্দ্র রায় ।

শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র ঘটক ।

„ „ ব্রজনাথ মিত্র ।

„ „ ফেরদৌস ঘোষ ।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে । ]

*The 13th May 1884.*—Dr. K. D. Ghose, Civil Medical Officer, Khoorna, is appointed to act as Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Surgeon-Major K. P. Gupta, or until further orders.

**SANITATION.**—*The 28th April 1884.*—Assistant Surgeon Kally Prosunno Ghosal is appointed to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Neem Chand Gupta, or until further orders, with effect from the date on which he joined his appointment.

Assistant Surgeon Kally Prosunno Ghosal, Officiating Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, is appointed to be Superintendent of Vaccination, Southal Pergunnahs Circle.

This cancels the order of the 15th February last, appointing Assistant Surgeon Anand Chunder Mookerjee to be Superintendent of Vaccination, Southal Pergunnahs.

Assistant Surgeon Mohendro Nath Das, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Neem Chand Gupta, or until further orders.

**ZOOLOGICAL GARDENS.**—*The 2nd May 1884.*—Lieutenant-Colonel G. F. Graham is appointed to be a member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

*The 13th May 1884.*—Mr. C. H. Moore is appointed to be a member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

**MUNICIPAL.**—*The 4th May 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Rungpore Municipality of Dr. E. S. Brander, Civil Surgeon of the district, to be their Vice-Chairman.

*The 5th May 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Mozufferpore Municipality of Baboo Iswary Churn Mukerjee to be their Vice-Chairman.

Baboo Okhoy Coomar Sen, Personal Assistant to the Commissioner of Dacca, is appointed to be a Commissioner of the Dacca Municipality, *vice* Moulvie Obaidullah, resigned.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Chattra Municipality, in the district of Hazareebagh, of Baboo Mohendra Lal Ghose, Munsif, to be their Vice-Chairman.

*The 9th May 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the North Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Preonath Banerjee to be their Vice-Chairman.

**ROAD CESS.**—*The 5th May 1884.*—Mr. J. C. Williamson is appointed to be a member and Vice-Chairman of the Pooree District Road Committee.

Mr. Patrick Duff, Sub-Manager of Narediger, is appointed to be a member of the Soopole Branch Road Committee, in the district of Bhagulpore, *vice* Baboo Mohadeo Dutt, transferred.

The following gentlemen are appointed to be members of the Rajshahye District Road Committee :—

Baboo Jadoo Nundan Sen. | Mr E. A. Lang.

Munshi Tazimuddin, Rural Sub-Registrar, is appointed to be a member of the Julpore District Road Committee.

Moulvie Ersad Ali Khan Chowdry is appointed to be Vice-Chairman of the Nattore Branch Road Committee.

*The 5th May 1884.*—The following gentlemen are appointed to be members of the Balasore District Road Committee :—

Baboo Heramba Narayan Roy Mohasay. | Baboo Sreekant Kur.

Baboo Damodar Chowdhury.

The following gentlemen are re-appointed to be members of the above Committee :—

Lala Jadunath Roy.

Baboo Radharaman Das.

Rajah Shyamanand De.

„ Bhugwan Chunder Das.

[Government Gazette, 20th May 1884.]

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সর্জন মেজর জীৱত কে.পি. গুপ্তের জুগীপ্রসূক অনুপস্থিতি কালে অগ্নায়াবৎ অন্য আত্মা না হয়. খুলনার সিবিল ডিফেন্সক ডাক্তর জীৱত কে.ডি. ঘোষ, রাজধানীচক্রের টিকাদান কাংগের সুপারিটেন্ডেণ্টের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

আত্মরক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন।—আসিফাটে সর্জন জীৱত নিমটান গুপ্তের জুগী প্রসূক অনুপস্থিতি কালে অগ্নায়াবৎ অন্য আত্মা না হয়. আসিফাটে সর্জন জীৱত আশ্বিনের ঘোষাশ রাজধানী চক্রের টিকাদান কাংগের ডেপুটী সুপারিটেন্ডেণ্টের কর্ম এতৎনের তদ্বিধি অধি সেৱা কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজধানীচক্রের টিকাদান কাংগের একটি ডেপুটী সুপারিটেন্ডেণ্ট আসিফাটে সর্জন জীৱত কালী-এসম ঘোষাশ সীওতাল পাণ্ডা চক্রের টিকাদান কাংগের সুপারিটেন্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

আসিফাটে সর্জন জীৱত জামদজ্ঞ মুখে পাণ্ডারের সীওতাল গবর্ণমেন্ট টিকাদান কাংগের সুপারিটেন্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করণবিষয়ক গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের আত্মা এতৎদ্বারা রহিত করা গেল।

আসিফাটে সর্জন জীৱত নিমটান গুপ্তের জুগী প্রসূক অনুপস্থিতি কালে অগ্নায়াবৎ অন্য আত্মা না হয়. রাজধানীচক্রের অতিরিক্ত আসিফাটে সর্জন জীৱত মহেঞ্জনাথ দাম রাজধানী চক্রের টিকাদান কাংগের ডেপুটী সুপারিটেন্ডেণ্টের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পশুপক্ষা দি প্রদর্শনার্থ উদ্যান বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সেপ্টেম্বর ১৩ কর্ণেল জীৱত সি. এক, গ্রাহম সাহেব আলিপুরস্থ পশুপক্ষাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যানে কাংগা নিমটানের কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—জীৱত সি. এক, মুর সাহেব আলিপুরস্থ পশুপক্ষাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যানের কাংগা নির্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিশিপাল বিষয়ক।—১৮৮২ সাল ৪ মে।—রাজপুর মুনিশিপালিটীর কমিশ্যনরেরা জেলায় সিবিল ডিফেন্সক ডাক্তর জীৱত সি. এক, ব্রাহ্ম সাহেব কাংগারের প্রতিিনি সভাপতির পদে মনোনীত করায় জীৱত পেপ্টেনেট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—মজফরপুর মুনিশিপালিটীর কমিশ্যনরেরা জীৱত বাবু সৈয়দুল্লাহ মুখোপাধ্যায়কে কাংগারের প্রতিিনি সভাপতির পদে মনোনীত করায় জীৱত পেপ্টেনেট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

জীৱত মোলদী অফিসার কার্যচালায় চাকর কমিশ্যনর সাহেবের সকৌর আসিফাটে জীৱত বাবু অক্ষয়কুমার সেন. চ. কামুনিশিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

হাজারীবাগ জিলার অন্তর্গত চাঁতরা মুনিশিপালিটীর কমিশ্যনরেরা মুন্সেফ জীৱত বাবু মহেন্দ্রলাল ঘোষকে কাংগারের প্রতিিনি সভাপতির পদে মনোনীত করায় জীৱত পেপ্টেনেট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮২ সাল ১৩ মে।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত উত্তর ময়দমা মুনিশিপালিটীর কমিশ্যনরেরা জীৱত বাবু প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাংগারের প্রতিিনি সভাপতির পদে মনোনীত করায় জীৱত পেপ্টেনেট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পথকর বিষয়।—১৮৮৪ সাল ৫ মে।—জীৱত জে. সি. উলিয়ামস সাহেব পুরী জিলার পথ কমিটীর মেম্বর ও প্রতিিনি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীৱত বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত সাহেবের পদে ১৮৮৩ সালের কাংগারের অধীন কাংগার জীৱত পাট্রিক ডক সাহেব ভাণ্ডারপুর জিলার অন্তর্গত সুপারের কাংগারের কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজধানী চক্রের পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—  
জীৱত বাবু যতনন্দন সেন। | জীৱত হ. এ. ল্যাং সাহেব।

গ্রাম্য সব-রেজিষ্টার জীৱত মোলদী তবিজুদ্দীন মল্লাহীজি জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীৱত মোলদী রাসীদ আলি খাঁ চৌধুরী নাটোরের কাংগারের পথ কমিটীর প্রতিিনি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বালেশ্বর জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জীৱত বাবু হেরস নাথরণ রায় মহাশয়। | জীৱত বাবু ইকাল কর।  
জীৱত বাবু দামোদর চৌধুরী।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত কমিটীর মেম্বরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

জীৱত লালী বহু খাঁ রায়। | জীৱত বাবু রাধারমণ দাস।  
" " রাজা শ্যামানন্দ দে। | " " ভগবানচন্দ্র দাস।

[ গ.ন.মেম্ব. বেক্রেট। ১৮৮৪। ২০ মে। ]



The following notification is re-published from the *Assam Gazette*:—

No. 127.—*The 30th April 1884.*—Mr. J. J. S. Driberg, Officiating Deputy Commissioner, fourth grade, and Mr. B. G. Geidt, Officiating Assistant Commissioner, second grade, held the substantive appointments of first and second grade Assistant Commissioners, respectively, from the 1st August to the 6th November 1883, and reverted to the second and third grades of Assistant Commissioners on the 7th November 1883.

Mr. B. G. Geidt officiated in the first grade of Assistant Commissioners from the 1st August to the 6th November 1883, and reverted to Officiating Assistant Commissioner, second grade, on the 7th November 1883.

F. B. PEACOCK,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 29th April 1884.*—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers vested in him by section 180 of Act IX (B.C.) of 1880, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the District Road Committee of Mymensingh at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the publication of this notification.

#### *Bye-laws.*

I. Any one making or causing any obstruction, by means of buildings, huts, fences or otherwise, on any roadway or side-drain, or by tethering cattle upon, or so that they can stray upon any roadway or side-drain, or by leaving carts or cattle standing without a driver, so as to cause inconvenience or danger to the public or to any person, or by stacking straw or jute, or by exposing goods for sale, or by depositing rubbish or the like, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

II. Any one making or causing any obstruction in or to any waterway or drain or channel running alongside of any roadway, or in the immediate vicinity of any bridge or culvert, constructed or being constructed on any road cess road, so as to injure, or tend to injure, such structure or roadway, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

III. Any one cutting or damaging trees planted by, or under charge of, the Road Committee, or damaging fences on any roadway or its slope, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

IV. Any one committing a nuisance on any roadway, or in its immediate vicinity or in any side excavations or under any bridge, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 2.

V. Any one excavating a hole, pit, tank, or well without the permission of the District Engineer, within 15 feet from the bottom of any road slope, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which such hole pit, &c shall not be filled up after due notice given.

VI. Any one driving any vehicle, cattle, or elephant along any road during its construction, or until such time as it is declared open by the District Engineer by a public notice given in such manner as the Committee may prescribe, and any one taking an elephant over any wooden bridge, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

VII. During the course of repairing any district road or bridge it shall be lawful for the person in charge of such repairs to stop traffic from passing over such roadway as is undergoing repair, provided he leaves some portion of the roadway over which traffic can pass. Whoever wilfully disobeys any such order shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

VIII. Any one stepping jute in any roadside drain, the property of the Road Committee, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

IX. Whoever being in possession of, or having control over, any trees, bamboos or hedges overhanging or obstructing any road or side-drain or slopes, and being required to cut

[*Government Gazette, 20th May 1884.*]

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটহইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১২৭ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৩০ এপ্রিল।—চতুর্থ শ্রেণীর একটি ডেপুটী কমিশনার জীযুত জে. জে. এস. ডি. বের্গ সাহেব ও দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশনার জীযুত বি. জি. গেইট সাহেব ১৮৮৩ সালের ১ আগস্ট অর্থাৎ ৬ নবেম্বর পর্যন্ত ক্রমশঃ আসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থাবিগদ ধারণ করিয়া ১৮৮৩ সালের ৭ নবেম্বরে আসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পদে প্রত্যগমন করিলেন।

জীযুত বি. জি. গেইট সাহেব ১৮৮৩ সালের ১ আগস্ট অবধি ৬ নবেম্বর পর্যন্ত আসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিয়া ১৮৮৩ সালের ৭ নবেম্বরে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশনারের পদে প্রত্যগমন করিলেন।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৯ এপ্রিল।—সাঁধারনের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তানিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসূচক বিশদ কারণ দর্শান না গেল, জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ১৮০ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য করিয়া তিনি, গরমনসিংহ জিলার সত্তাগত পঞ্চ কমিটির প্রণীত নিম্ন লিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।—

#### উপবিধি।

১। কোন ব্যক্তি কোন পথের বা তৎপার্শ্বস্থ নর্দমার উপর কোটা কি ঢালা ঘর করিয়া কি বেড়া দিয়া কি প্রকারান্তরে কিম্বা গবাদি কোন পথে কি পার্শ্বস্থ নর্দমার বাধিয়া দিয়া অথবা যথা হইতে তথায় যাঁহতে পারে এমন স্থানে বাধিয়া দিয়া কিম্বা যাঁহতে সাঁধারনের বা কোন ব্যক্তির অধুনিধা বা বিশদ হইতে পারে এমন ভাবে গাঁড়ওয়ান বিনা গরুরাটী বা গবাদি পথে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া কিম্বা খড় কি পাট ঢালা করিয়া কিম্বা অন্য নিকৃষ্টার্থ রাখিয়া কিম্বা অজ্ঞানানি জমা করিয়া পথে বাধা করিলে বা জমাইলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ও যত দিন সেই অপরাধ হইতে থাকে তাহার দিন প্রতি ২৯ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

২। কোন ব্যক্তি কোন পথের পার্শ্বস্থ গাদি কোন জল পথের কি নর্দমার কি খালের বাধা কিম্বা পথ করের কোন পথে যে সেতু কি সাঁকো প্রস্তুত হইয়াছে কি হইতেছে সেই সাঁকোবীর কি পথের বাধা করিয়া বা বাধাতে তাহার বাধা হইতে পারে এমন ভাবে তাহার অতি নিকটবর্তী স্থানের বাধা করিলে বা জমাইলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ও যত দিন সেই অপরাধ করিতে থাকে তাহার দিন প্রতি ২৯ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৩। কোন ব্যক্তি পথ কমিটির রোপিত বা তৎপ্রাচীর গাছ কাটিলে বা তাহার ক্ষতি করিলে কিম্বা কোন পথের ধারের বা ঢালু স্থানের বেড়ার ক্ষতি করিলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি কোন পথে বা তাহার অতি নিকট স্থানে কিম্বা তৎপার্শ্বস্থ কোন ষাতে কিম্বা কোন সাঁকোর নীচে মলমূত্র ত্যাগ করিলে তাহার ২৯ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৫। কোন পথ প্রস্তুত করণ সময়ে কিম্বা কমিটির নির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক পথ খোলা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দেওয়া না গেলে, কোন ব্যক্তি সেই পথ দিয়া কোন যান কি গবাদি কি হস্তী চালাইলে তাহার, এবং কোন ব্যক্তি কার্তময় সাঁকোর উপর দিয়া হস্তী লইয়া গেলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬। জিলাব কোন বা সাঁকো মেরামত করিবার সময়ে, মেরামতকরণ কার্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত ব্যক্তি পথের গতদূর মেরামত করণ যাঁহতে তাহার উপর দিয়া বাগিজা জবা লইয়া যাওয়া বন্দ করিয়া দিতে পারিবেন, কিন্তু বাগিজা জবা লইয়া যাঁহবার জন্য ঐ পথের কিয়দংশ রাখিয়া দিবেন। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৭। কোন ব্যক্তি পথের পার্শ্বস্থ পথকমিটির কোন নর্দমার পাট ভিজাইয়া রাখিলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে, ও যত দিন সেই অপরাধ হইতে থাকে দিন প্রতি তাহার ২৯ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৮। কোন পথের বা তৎপার্শ্বস্থ নর্দমার বা ঢালু স্থানের উপর স্থলিয়া পড়া বা অবরোধকারি কোন গাছের কি বাঁশের কি বেড়ার দখলকারের কিম্বা তাহার উপর যাঁহার কর্তৃত্ব থাকে

[ গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে। ]

down or trim such trees, &c., or otherwise remove the obstruction, shall comply with such requisition within seventy-two hours. In default, it shall be lawful for the Road Committee to have the obstruction removed at the cost of the owner up to a maximum of Rs. 10 leviable as a fine.

X. Every driver of a carriage or cart, or every person in charge of cattle or elephants, must keep to his left while passing another vehicle or cattle or elephant moving in the opposite direction along any district road. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

XI. Every carriage plying between dusk and dawn shall carry two conspicuous lights, and every cart, palki or other vehicle and every elephant shall carry one conspicuous light. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 7th May 1884.*—It is hereby notified for general information that, under clause 2, section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor is pleased to declare the ferry working between Bahar on one side of the river Padma and Nobipura on the other, which was hitherto known by the name of Kuppunij ferry, in the district of Dacca, to be a public ferry.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### DECLARATION.

*The 2nd May 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Pooree Municipality for a public purpose, viz. for widening a road known as the Dolemandap road, in Dolemandapsahi, within the limits of the Pooree Municipality, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 gunta 5 biswas and 5 gundas of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the garden known as belonging to Gangadhar Mahapatra, bearing measurement No. 17; on the east by the Bhursung tree and the mud wall enclosing the garden known as belonging to the said Gangadhar Mahapatra, which bears measurement No. 18; on the south by the public road, and on the west by land bearing measurement No. 19, and known as belonging to Gopeenath Parihari, on which the house of Ram Swamsee stands.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### DECLARATION.

*The 5th May 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Naraingunge Municipality for a public purpose, viz. for a Mahomedan burial ground in the village of Paekpara, pergunnah Nasorat Shai, in the town of Naraingunge, Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 bigahs 9 cottahs 6 dhooors of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the Paekpara road; on the south by the houses of Amir, Khodabux, Nazim and Kazim Bhuiya; on the west by a ditch east of Arot Sordar's house; and on the east by the low land west of Nadar's house.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

তাঁহারা এতি এই গাঁছানি কাটিয়া কেলিবার কি স্থিতি নিবারণ কি প্রকাষান্তরে ঐ অবরোধক জব্দা স্থানান্তর করিবার আদেশ হইলে তিনি বাচাত্তর ঘণ্টার মধ্যে এই আদেশমতে কার্য্য করিবেন, না করিলে পঞ্চমিটী অত্যধিক ১০০ দশ টকা পর্য্যন্ত স্বামীর খরচে এই অবরোধক জব্দা স্থানান্তর করিয়া অর্থদণ্ডের ন্যায় সেই টাকা আদায় করিতে পারিবেন।

১০। ঘোড়ার বা গরুরগাড়ীর প্রত্যেক গাড়ওয়ান কিম্বা গবাদি বা হস্তী বা ঘোড়ার অস্থায়্য থাকে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি জিনার পথ দিয়া বাইবার সময়ে অন্য যান বা গবাদি বা হস্তী সম্মুখে আনিতেছে দেখিলে আপন বাস দিক্ দিয়া বাইবে। এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

১১। সূর্য্যাস্ত অবধি সূর্য্যোদয়ের মধ্য কোম সময়ে যে প্রত্যেক ঘোড়ার গাড়ী গমনাগমন করে তাহাতে দুই উজ্জ্বল আলো জালিয়া যাইবে, এবং প্রত্যেক গরুরগাড়ী কি পালকী কি অন্য যান ও প্রত্যেক হস্তী একটি উজ্জ্বল আলো জালিয়া যাইবে। এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে, জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ঢাকা জিলার অন্তর্গত পদ্মা নদীর এক পারে বাহার ও অন্য পারে নবিপুরার মধ্যে রূপগঞ্জের খেরাঘাট নামক যে খেরাঘাটে অদ্যাপি খেরা চলিতেছে সেই ঘাট ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণমতে সরকারী খেরাঘাট বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পুরী মুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত দোল-মণ্ডলশাহিতে দোলমণ্ডল নামে খ্যাত পথ পরিষ্কার করণার্থে পুরী মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কক্ষিতে হ্রাসাধিক ১৩৩ ৫ বিঘাস ৫ গণ্ডা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গজাধর মহাপাত্রের বাগান নামক মাণের ১৭৯২ বাগান, পূর্ব সীমা ভুরমঙ্গ গাছ, এবং উক্ত গজাধর মহাপাত্রের বাগান নামক বাগানের কাঁচা এটীর, তাহার মাণের নম্বর ১৮, দক্ষিণ সীমা সরকারী পথ এবং পশ্চিম সীমা গোপী-নাথ পাছাড়ির বলিয়া খ্যাত মাণের ১৯নং জমি, এই জমিতে রাম স্বামির বাড়ী আছে।

ইহাতে বাহাদুরের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ নগরস্থ নসরৎ-শাহী পরগণার পাইকপাড়া গ্রামে মুসলমানদের কবর স্থানের জন্যে নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কক্ষিতে হ্রাসাধিক ৪৪৪ কাঠা ৬ ধুর পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা পাইকপাড়ার পথ, দক্ষিণ সীমা আমির, খোদাবক্স, নাজিম ও কাজিম ভুট্টায়ের বাড়ী, পশ্চিম সীমা আরত সর্দারের বাড়ীর পূর্ব-দিকের গর্ত্ত এবং পূর্ব সীমা নাদারের বাড়ীর পশ্চিমদিকের নিম্ন জমি।

ইহাতে বাহাদুরের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

## DECLARATION.

*The 5th May 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Municipality for the Suburbs of Calcutta for a public purpose, viz. for the improvement of the Chukrobaria road, in Bhowanipur, Dihee Panchanogram, in the district of the 24-Pergunnahs, it is hereby notified that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 5½ cottahs of the standard measurement is required. The land is bounded on the north by holding No. 236G.; on the west by holding No. 236, sub-division J., division VI, Panchanogram; and on the south and east by the Chukrobaria road (north).

2. This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## DECLARATION.

*The 7th May 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Naraingunge Municipality for a public purpose, viz. for a Mahomedan burial ground in the village of Khanpur pergunnah Khijirpur, in the district of Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs 9 cottahs 3 dhoores of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the cultivated land of Misri Tanti; on the south by the Dacca road; on the west by the ditch east of Lal Mohon Bannia's homestead; and on the east by the beel and the ditch west of Heramon Kamar's homestead.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

Dated the 10th May 1884.

From—Bombay.

From—General Secretary.

To—Calcutta.

To—Bengal.

My telegram, 7th. Government of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against ports named.

A. P. MACDONNELL,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

Dated the 10th May 1884.

From—Bombay.

From—General Secretary.

To—Calcutta.

To—Bengal.

RESIDENT, Aden, telegraphs:—A telegram to the following effect has been received from Alexandria. Telegram begins:—Warn Perim to impose quarantine against India and Saigon, otherwise vessels from Perim are put in quarantine. Telegram ends. I have telegraphed as follows:—Perim was warned on 3rd, the first opportunity that offered. Telegram ends. Please make known that quarantine restrictions imposed at Aden are also enforced at Perim.

Dated 3rd May 1884.

To—Darjeeling.

To—Bengal.

From—Simla.

From—Home.

FOLLOWING telegram received from Secretary of State. Message begins:—Arrivals at the ports in Spain quarantined. Message ends.

A. P. MACDONNELL,  
*Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 7th May 1884.*—In the notification, dated the 9th August 1883, published at page 724, Part I of the *Calcutta Gazette* dated the 29th idem, the boundary between the districts of Sylhet and Hill Tipperah was by an oversight described as terminating at the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station. To rectify this mistake, the Lieutenant-Governor

[*Government Gazette*, 20th May 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—রাজকীর কার্ধ্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত ডিহি পঞ্চায়ত গ্রামের ভবানীপুরে চক্রবেড়িয়ার পথের উৎকর্ষ সাধনার্থে কলিকাতার শাখানগর মুন্সিফালিয়ার অর্থাৎ গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জিহুত লেন্ডেনেন্টে গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্ধ্যের নিমিত্তে কতিপয়ে ন্যূনাধিক ১০৥ পরিমিত এক খণ্ড ভূমি প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ২৩৬৫ বং যোত, পশ্চিম উত্তর সীমা পঞ্চায়ত গ্রামের ৬ খণ্ডের J উপখণ্ডের ২৩৬৫ বং যোত, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব সীমা চক্রবেড়িয়ার পথ (উত্তর)।

২। ইহাতে ঐহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—রাজকীর কার্ধ্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত খিজিরপুর পরগনার ঐশ্বর গ্রামে মুসলমানদের কবর স্থানের জন্যে সাধারণগণ মুন্সিফালিয়ার অর্থাৎ গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জিহুত লেন্ডেনেন্টে গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্ধ্যের নিমিত্তে কতিপয়ে ন্যূনাধিক ২৪ কাঠা ও দুই পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মির্জা তাঁতির কর্ণিভজনি, দক্ষিণ সীমা ঢাকার পথ, পশ্চিম সীমা লালমোহন বেনিয়ার বাগুর পূর্বদিকের গর্ত, এবং পূর্ব সীমা বিল ও হিরেমন কামারের বাগুর পশ্চিম দিকের গর্ত।

ইহাতে ঐহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশে,  
কলিকাতায়।

বোম্বাইর  
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

আমার ৭ তারিখের টেলিগ্রাম দেখ। যেহেতু বঙ্গদেশের নাম উল্লেখ করা গিয়াছে তাহিহেতু তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টে এসম B চিহ্নি ৫ নম্বর টাইম বিধি প্রবল করিবার অনুমতি নিম্নোক্ত।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশে,  
কলিকাতায়।

বোম্বাইর  
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

এমনকি রেসিডেন্ট সাহেব তাঁর যোগে এইরূপ খবর দিয়াছেন।—আলেকজান্ড্রা হইতে নিম্নলিখিত সর্ম্মের এক টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে।—“ভারতবর্ষ ও সেগনের বিরুদ্ধে কারান্টাইন ধাৰ্য্য করিতে হইবে বলিয়া পেরিমকে সাবধান করিয়া দাও; নতুবা পেরিম হইতে যে সকল জাহাজ আইসে, তাহা-নিগনে কারান্টাইনের নিয়মাধীন করা যাইবে।”—আমি নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম করিয়াছি।—“পেরিমকে ওয়া তারিখে প্রথম স্তযোগে সাবধান করা গিয়াছে”—ইহা জ্ঞাত করিবেন যে, এসম কারান্টাইনের যে সকল নিয়ম ধাৰ্য্য করা গিয়াছে, পেরিমে তাহাই প্রবল করা যার।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশে,  
দার্জিলিং

সিমলা হইতে  
যৌমতিপাটমেন্টের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ৩ মে।

জিহুত ডেট সেক্রেটারী সাহেবের স্থানে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে। স্পেনের বঙ্গের জাহাজ পহুছিলে কারান্টাইনের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে।

এ, পি, মাকডনেল

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—১৮৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গালী গবর্ণমেন্টে সেক্রেটারী দ্বিতীয় খণ্ডের ৭২৯ পৃষ্ঠার প্রকাশিত ১৮৮৩ সালের ৯ আগস্টের বিজ্ঞাপনে জিহুত ও পর্তুগীজ জিহুত জিলার মধ্যগত সীমা ভ্রমক্রমে হুজুড়া বা করনালির পাহাড় ফেনে শেখ হর বনিয়া লিখিত হইয়া

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ২০ মে।]

now declares that the following is the correct boundary between the districts of Sylhet and Hill Tipperah :—

The common boundary between Sylhet and Hill Tipperah commences westward at the Khueajuri nuddee, and from that river to Iktiarpur masonry pillar is as laid down on the Revenue Survey Maps of seasons 1860-61. Thence it extends eastward to a point on the Lungai river due west of the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station, as defined on the maps of seasons 1860-65, and marked on the ground by *pucca* pillars ordered by Government letter No. 1265, dated the 31st March 1865, from the Secretary to the Government of Bengal, to the Surveyor-General of India. Thence the Sylhet boundary beyond this river extends eastward to the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station, as defined on the Revenue Survey Maps of seasons 1860-65.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 8th May 1884.*—In supersession of the notification of the 19th April 1884, published in the Gazette of the 23rd idem, Part I, page 542, the Lieutenant-Governor is pleased, under section 35, Regulation VII of 1822, to vest canal officers of the Sone Circle of the rank of Executive Engineers and Assistant Engineers in charge of divisions or subdivisions with the powers of a Collector for the purposes specified in section 22, Regulation XII of 1817, i.e., of enabling them to require the attendance, &c., of putwaries and production of village papers in connection with canal assessments or canal rate collections.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 9th May 1884.*—Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, whose services were, in the notification dated the 17th September 1883, placed at the disposal of the Conservator of Forests for special duty, assumed charge of the Hazaribagh Forest Division from Mr. R. L. Heinig, Officiating Assistant Conservator of Forests, on the afternoon of the 29th December 1883.

The following postings of officers are sanctioned from the 1st April 1884, with effect from which date the forest charges hitherto known as the Palamow, Hazaribagh, and Singbhoom Forest Divisions are grouped together, and will form the Chota Nagpore Forest Division :—

Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, to the charge of the Chota Nagpore Forest Division, retaining charge of the Hazaribagh Forest Sub-Division of that Division.

Mr. C. A. G. Lillingston, Assistant Conservator of Forests, to the Palamow Sub-Division.

Mr. R. L. Heinig, Officiating Assistant Conservator of Forests, to the Singbhoom Sub-Division.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 12th May 1884.*—Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests of the fourth grade, in Bengal, is appointed to act in the third grade of Deputy Conservators, during the absence, on furlough, of Mr. A. J. Mein, Deputy Conservator of Forests of the third grade, in Assam, with effect from the date on which this officer availed himself of the one year's furlough granted to him by the Chief Commissioner of Assam.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 2nd May 1884.*—In continuation of the Notification dated the 28th March 1882, published in the *Calcutta Gazette* of the 29th idem (Part I, page 314), and in exercise of the powers vested in him by section 46 of Act XII of 1875, the Lieutenant-Governor is pleased to exempt all vessels entering the Port of Calcutta from the levy of port dues with effect from the 1st April 1884.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

[ *Government Gazette*, 20th May 1884.]

ছিল। জীবুত সেন্টেমেণ্টে গবর্নর সাহেব এই ভ্রম সংশোধনার্থে জিহট ও পর্বতীয় ত্রিপুরা জিলার মধ্যগত নিম্নলিখিত শুভ সীমা এইরূপে প্রকাশ করিলেন।—

জিহট ও পর্বতীয় ত্রিপুরার মধ্যগত সাধারণ সীমা খেজুরী নদীতে পশ্চিম মুখে আরম্ভ হইয়া ১৮৬০ ও ৬১ সালের রাজস্বের জরীপী কার্যের ৬২ সালের মানচিত্রে লিখিত ঐ নদী হইতে এক্টিয়ারপুরের পার্শ্বান্ত পর্য্যন্ত যায়। তথাহইতে ঐ সীমা ১৮৬০—৬৫ সালের মানচিত্রের নির্দিষ্ট ও তারতম্যবোধের সম্বন্ধের জেনারেল সাহেবের নিকট বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬২ সালের ৩১ মার্চের ১২৬৪ নং গবর্নমেন্টের পরামর্শসারে আদিত্য পার্শ্বান্ত দ্বারা জমিতে চিহ্নিত হইয়া ছত্রচুড়া বা করলা-নিরম পার্শ্বান্ত স্টেশনের খাড়া পশ্চিম লম্বাই নদীর তটের বিশেষ স্থান পর্য্যন্ত পূর্বমুখে যায়। তথা-হইতে ঐ নদীর ওদিকে জিহটের সীমা ১৮৬০—৬৫ সালের রাজস্বের জরীপী মানচিত্রের নির্দিষ্ট ছত্র-চুড়া বা করলানিরম পার্শ্বান্ত স্টেশন পর্য্যন্ত পূর্বমুখে যায়।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—খণ্ডের বা উপখণ্ডের কার্যের সম্যকতা ভারপ্রাপ্ত একসেকিটর ও আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রণীর সোনচক্রের খালেরকর্তৃপক্ষেরা ১৮৭৭ সালের ১২ আইনের ২২ ধারার নির্দিষ্ট কার্য-পক্ষে অর্থাৎপাটওয়ারীনের উপস্থিত প্রভৃতি হইবার ও খালের রেট ধার্যা বা খালের রেট আদায়করণ সংক্রান্ত আইনের কাগজপত্র দাখিল করিবার আদেশ করিতে পারেন এই নিমিত্তে জীবুত সেন্টেমেণ্টে গবর্নর সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৯ আগ্রিলের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪২৩ পৃষ্ঠার প্রকাশিত ঐ মাসের ১৯ তারিখের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া ১৮৭২ সালের ৭ আইনের ৩২ ধারামতে তাঁহাদিগকে কালেক্টরের ক্ষমতা দিলেন।

এ, পি, মাকডনেল

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—১৮৮৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখের বিজ্ঞাপন ক্রমে বিশেষ কার্যার্থে বন-রক্ষকের আজ্ঞাবীনে সংস্থাপিত ডেপুটী বনরক্ষক জীবুত এক, বি, মাক্সন সাহেব, একটিং আসিষ্টান্ট বনরক্ষক জীবুত আর, এল, হেনিং সাহেবের স্থানে ১৮৮৩ সালের ২৯ ডিসেম্বরের অপরাহ্নে হাজারী-বাগ বনখণ্ডের কর্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

কার্যকারকদের নিম্নলিখিত অবস্থাপন ১৮৮৪ সালের ১ আগ্রিল অবধি অযুযোজিত হইল, উক্ত তারিখ অবধি পালান্দো হাজারীবাগ ও সিংহচূম নামে এতাবৎ খ্যাত বনখণ্ড একত্র করিয়া হোট নাগ-পুর বনখণ্ড করা যাইবে।

ডেপুটী বনরক্ষক জীবুত এক, বি, মাক্সন সাহেব হোটনাগপুরের বন খণ্ডে অবস্থাপিত হইবেন উক্ত বন খণ্ডের অন্তর্গত হাজারীবাগ বন উপখণ্ডের কার্যভারও প্রাপ্ত থাকিবেন।

আসিষ্টান্ট বন রক্ষক জীবুত সি, এ, জি, লিলিংহাম সাহেব পালান্দো উপ খণ্ডের কার্যের ভার পাইবেন।

একটিং আসিষ্টান্ট বন রক্ষক জীবুত আর, এল, হেনিং সাহেব সিংহচূম উপ খণ্ডের কার্যভার প্রাপ্ত হইবেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—আসামের তৃতীয় প্রণীর ডেপুটী বনরক্ষক জীবুত এ, জে, যেন সাহেবের নিয়মিত ছুটিপ্রযুক্ত অযুগবিভিকালে অর্থাৎ আসামের প্রধান কমিশ্যনের সাহেবের দত্ত একবৎসরের নিয়মিত ছুটি এই কার্যকারক যেতারিখে গ্রহণ করেন তদবধি বঙ্গদেশে চতুর্থ প্রণীর ডেপুটী বনরক্ষক জীবুত এক, বি, মাক্সন সাহেব ডেপুটী বন রক্ষকদের তৃতীয় প্রণীতে কণ্ঠ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—১৮৮২ সালের আগ্রিল মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮৩ পৃষ্ঠার প্রকাশিত ১৮৮২ সালের ২৮ মার্চের বিজ্ঞাপনানুসারে এবং জীবুত সেন্টেমেণ্টে গবর্নর সাহেবের ক্রতি ১৮৭৭ সালের ১২ আইনের ৪৬ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্যকরিতা তিনি ১৮৮৪ সালের ১ আগ্রিল অবধি কলিকাতা বঙ্গের প্রবেশকার সকল আত্মজ বঙ্গীয় মাসুল দেওন হইতে মুক্ত করিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]



## JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1998 A.

*The 29th April 1884.*—Baboo Bungshi Dhur Rai, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Moorshedabad, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Chandī Das Ghose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

*The 30th April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Govindo Chunder Mookerjee of his appointment of Honorary Magistrate of the Serampore General Bench.

Baboo Kali Kumar Bose, Temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Shoshi Bhusnu Banerjee, deceased.

Baboo Hari Prosad Das, Temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kali Kumar Bose.

Baboo Mohendro Lal Gossami, Temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Hari Prosad Das.

Baboo Okhoy Coomar Mitra, Temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Mohendro Lal Gossami.

Baboo Uma Kant Chatterjee, Munsif of Mouvie Bazar, in the district of Sylhet, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs, during the absence, on deputation, of Mouvie Hafiz Abdul Kureem.

Baboo Sri Gopal Chatterjee, Munsif of Jhenidah, in the district of Jessore, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Uma Kant Chatterjee.

Baboo Kali Pada Mookerjee, Second Munsif of Habiganje, in the district of Sylhet, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Sri Gopal Chatterjee.

Baboo Khester Nath Dutt, Officiating Munsif of Jehanabad, Hooghly, is appointed temporarily to be a Munsif of the fourth grade, *vice* Baboo Kali Pada Mookerjee.

*The 1st May 1884.*—Baboo Ram Anugrah Narayan Singh, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The Lieutenant-Governor appoints Baboo Surja Kant Bhattacharjee to be an Honorary Magistrate for the Kharakpore Bench, in the district of Monghyr, and vests him with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Dwarka Nath Mookerjee, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

*The 2nd May 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Bonowary Lal Banerjee of his appointment of Honorary Magistrate of the Jehanabad General Bench, in the Hooghly district.

Under the authority vested in him by the final clause of section 357 of the Code of Criminal Procedure, Act X of 1882, the Lieutenant-Governor empowers Baboo Prasanna Kumar Dutta, Temporary Deputy Magistrate, Chittagong, to take down evidence in criminal cases in the English language.

The Lieutenant-Governor appoints Baboo Kalidas Das Gupta to be an Honorary Magistrate for the Bench at Choudoubari, Boda, in the Julpigoree district, and vests him with the powers of a Magistrate of the third class.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 12th May 1884.*—Baboo Koylsh Chandra Mozoomdar, Munsif of Bagrhat and Khoolna, in the district of Jessore, is allowed leave for 21 days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted him on the 3rd April 1884.

F. B. PRACOCK,  
Secretary to the Govt. of Bengal.

[Government Gazette, 20th May 1884.]

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট।

১৯১৮ A বছর।

১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।—মুন্সিফদারদের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত বাবু বংশীধর রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ময়মনসিংহের একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত বাবু চতীনাস ঘোষ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন।—জিযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জিরায়পুর জেনারেল বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদভাণ্ডার করণার্থে যে পত্র পাঠান জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

বাবু শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়াতে প্রথম শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ জিযুত বাবু কালীকৃষ্ণ বসু সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জিযুত বাবু কালীকৃষ্ণ বসুর পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ জিযুত বাবু হরিপ্রসাদ দাস সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জিযুত বাবু হরিপ্রসাদ দাসের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ জিযুত বাবু মহেন্দ্র-লাল গোস্বামী সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জিযুত বাবু মহেন্দ্রলাল গোস্বামীর পরিবর্তে চতুর্থ শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ জিযুত বাবু অক্ষয়কুমার মিত্র সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্যোপলক্ষে জিযুত মৌলবী হাজিজ আদতুল করিমের অনুপস্থিতি কালে জিহট জিলার অন্তর্গত মৌলবী বাজারের মুন্সেফ জিযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুন্সেফদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

জিযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে মালাহর জিলার অন্তর্গত মিনিবাহর মুন্সেফ জিযুত বাবু জিগোপাল চট্টোপাধ্যায় কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুন্সেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

জিযুত বাবু জিগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে জিহট জিলার অন্তর্গত হরিগঞ্জের দ্বিতীয় মুন্সেফ জিযুত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুন্সেফদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

জিযুত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে জগন্নাথ অন্তর্গত জাহানাবাদের একটি মুন্সেফ জিযুত বাবু ক্ষেত্রনাথ মণ্ড কিয়ৎকালের নিমিত্তে চতুর্থ শ্রেণীর মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—শাহাবাদের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত বাবু রামানুজচন্দ্র রায় লিঙ্গ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব জিযুত বাবু স্বরাকান্ত ভট্টাচার্যকে যুগের জিলার অন্তর্গত ধরমপুর বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিলেন।

শাহাবাদের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিযুত বাবু দারকানাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—জিযুত বাবু বনওয়ারী লাল বন্দ্যোপাধ্যায় জগন্নাথ জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ জেনারেল বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদভাণ্ডার করণার্থে যে পত্র পাঠান জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি কোজনারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আশ্বিনের ৩৫৭ ধারার শেষ প্রকরণমতে দত্ত ক্ষমতাক্রমে তিনি চট্টগ্রামের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট জিযুত বাবু প্রসন্নকুমার দত্তকে কোজনারী মোকদ্দমায় ইংরেজী ভাষায় সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার ক্ষমতা দিলেন।

জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব জিযুত বাবু কালিদাস গুপ্তকে জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত বোনার চন্দনবাড়ী বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিলেন।

মুন্সেফদের ছুটি।—১৮৮৪ সাল ১২ মে।—যশোর জিলার অন্তর্গত বাগেরহাট ও খুলনার মুন্সেফ জিযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার ১৮৮৪ সালের ৩ আশ্বিনে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত সিভিল কার্য-কারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে একুশ দিনের ছুটি পাইলেন।

এক, বি, পীকক,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

## PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

*The 13th May 1884.*

**No. 204.—Transfer.**—Mr. T. H. Clowes, Assistant Engineer, second grade, is transferred in the interests of the public service from the Brahmini-Byturni to the Mahanuddy Division.

**No. 205.—Notifications.**—Mr. G. Deuchars, Assistant Engineer, second grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, passed the colloquial examination in Hindustani on the 5th instant.

**No. 206.**—The undermentioned Engineers passed the colloquial examination in Hindustani on the 5th instant :—

Name.	Rank.
Mr. R. T. Faulkner ... ..	Assistant Engineer, second grade.
„ C. A. White ... ..	Ditto ditto.

**No. 207.—Promotion.**—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment of the Public Works Department :—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. C. Taylor ...	Assistant Engineer, first grade, on furlough.	Executive Engineer, fourth grade.	1st May 1883* ...	Permanent.
„ G. A. G. Shawe ...	Executive Engineer, fourth grade (temporary).	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ M. J. Monckton ...	Assistant Engineer, first grade (on deputation).	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ C. J. K. Watson...	Executive Engineer, fourth grade (temporary).	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ A. Monies ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ A. Hayes ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ A. E. Behrmann...	Ditto ...	Ditto ...	28th November 1883.	Ditto.

\* In supersession of the date published in Bengal Government Notification No. 111, dated 28th February 1884.

## IRRIGATION.

*The 13th May 1884.*

**No. 210.—Declaration.**—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of an embankment in connection with the reclamation of the Bullee Bheel, it is hereby declared that a piece of land about 1,844 feet long, and varying from 54 to 310 feet wide, measuring, more or less, 15 bigahs 3 cottahs and 11 chittacks, is required in the villages Koijoori and Gaborda on the west bank of the Jaliapara Khal, in the 24-Pergunnahs district, in pergunnahs Buran and Surferajpore respectively. It is bounded on the north by the said Jaliapara Khal; on the west by the village Koijoori, in estate No. 611, Dehi Boikari; on the south by the village Gaborda; and on the east by Boikari Baor.

It is also hereby declared that another strip of land, situated in village Kalilee, in pergunnah Hilki, on the east side of the Jaliapara Khal, in the district of Khoolna, is required for the same purpose. This strip of land is about 138 feet long, and varies in width from 32 to 74 feet, and measures, more or less, 11 cottahs and 8 chittacks in area. This land is bounded on the north, east, and south by the village Kalilee, and on the west by the Jaliapara Khal.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NAILL, Major, M.S.C.,  
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[Government Gazette, 20th May 1884.]

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে ।

২০৪ নম্বর ।—জানাহুরে প্রোবন ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর অসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ত্রিযুত টি, এচ, ক্রোস সাহেব রাজকাধোর স্থানের নিমিত্তে ব্রাক্সী-টেবলরিণী খণ্ড হঠাতে মহানদী খণ্ডে প্রেরিত হইলেন ।

২০৫ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—বার্ভানসী-কটক রেলওয়ে সড়কের দ্বিতীয় শ্রেণীর অসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ত্রিযুত জি, ডিউর্গাস সাহেব এষ্ট মাসের ৫ তারিখে চলিত হিন্দুস্তানী ভাষায় পরীক্ষা দীর্ণ হইলেন ।

২০৬ নম্বর ।—নিম্নলিখিত ইঞ্জিনিয়ারদের এষ্ট মাসের ৫ তারিখে চলিত হিন্দুস্তানী ভাষায় পরীক্ষা দীর্ণ হইলেন ।

নাম ।	পদ ।
ত্রিযুত ই. টি, ফলকনর সাহেব ...	দ্বিতীয় শ্রেণীর অসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ।
.. সি. এ, ওয়াটস সাহেব ...	এ

২০৭ নম্বর ।—পদরক্ষি ।—ত্রিযুত সেক্টেণ্টেণ্ট গবর্নর সাহেব পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার সিদ্ধিশ্রীয়ায় নিম্নলিখিত পদরক্ষি করিলেন ।

নাম ।	যে পদ হইতে ।	যে পদে ।	তারিখ ।	পদবৃদ্ধির ভাব ।
ত্রিযুত সি, টেলর সাহেব ...	নিয়মিত ছুটি প্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর অসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৩ সাল ১ মে	১৮৮৩ সাল ১ মে	স্থায়ী ।
.. জি. এ, জি. শা সাহেব	কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর এক-সেকিটির ইঞ্জিনিয়ার	এ	এ	এ
.. এন. জে, মক্টন সাহেব	রাজকাধোর প্রেরিত প্রথম শ্রেণীর অসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার	এ	এ	এ
.. সি. কে. কে. ওয়াটস সাহেব	কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর এক-সেকিটির ইঞ্জিনিয়ার	এ	এ	এ
.. এ. মনিস সাহেব	এ	এ	এ	এ
.. এ. হুস সাহেব	এ	এ	এ	এ
.. এ. ই, বেহরান সাহেব	এ	এ	১৮৮৩ সাল ২৮ নবেম্বর ।	এ

\* বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ১৮৮৪ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ১১১ নং দিআগলে প্রকাশিত তারিখ বহিত করিয়া ।

জলসেচন বিষয়ক ।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে ।

২১০ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—রাজকীয় কাধোর নিমিত্তে অর্থাৎ বাল্লিবিদের সংস্কার করণ সংক্রান্ত ষাধ প্রস্তুত করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কতক ভূমি লওয়া আদেশাক, বঙ্গদেশের ত্রিযুত লেপ্টেণ্টেণ্ট গবর্নর সাহেবের নিশ্চয় এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বেক্ত কাধোর নিমিত্ত ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত ক্রমান্বয়ে বুংগ ও সফরাজপুর পরগনার জেলে পাড়া খালের পশ্চিম তটস্থ কইজুরি ও গবোন্দী গ্রামে প্রায় ১৮৪৫ ফুট দীর্ঘ ও ৫৪ অবধি ৩১০ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১৫৩১/২ চতাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা জেলে পাড়া খাল, পশ্চিম সীমা ৬১১ নং ই. টে ডিবি টেকারির কইজুরি গ্রাম, দক্ষিণ সীমা গবোন্দী গ্রাম এবং পূর্ব সীমা টেকারি বাগ ।

এতদ্বারা আরো প্রকাশ করা যাইতেছে যে, উক্ত কাধোর নিমিত্তে খুলনা জিলার অন্তর্গত জেলে-পাড়া খালের পূর্ব তটস্থ হিলকী পরগনার কাগিলী গ্রামে আর এক ভূমি খণ্ডের প্রয়োজন । উক্ত ভূমি প্রায় ১৩৮ ফুট দীর্ঘ ও ৩২ অবধি ৭৪ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১১১১ চতাক পরিমিত । এই ভূমির উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমা কাগিলী গ্রাম এবং পশ্চিম সীমা জেলেপাড়া খাল ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

জি, এক, ই, এগ, নীল, মেজর, এম, এল, সি,  
পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের হোটি সেক্রেটারী ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে ।]





# গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে ।

পঞ্চম খণ্ড ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ।

## বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

### ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

যন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের জ্যেষ্ঠ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন উক্ত মানাবর সাহেব ১৮৮৪ সালের ৪ আশ্বিন তারিখে অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮৪ সালের ২২ আশ্বিন তারিখে মাহমুদ-বর জ্যেষ্ঠ গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত এইরূপ সাধারণ অবগতি নিমিত্ত এতদ্বারা প্রচারিত হইল ।

### ১৮৮৪ সালের ৪ আইন ।

৩ ধারা। মুনিসিপালিটিতে ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটিতে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচের একাংশ বিহার নিমিত্ত উক্ত দুই মুনিসিপালিটির মুনিসিপল কমিশ্যনর-দিগকে ক্ষমতা দিবার আইন ।

৪ ধারা। মুনিসিপালিটির ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচের একাংশ মুনিসিপল কর হইতে দিবার বিধান করা বাঞ্ছনীয় ; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।

১ ধারা। এই আইন “হাবড়া ও শাখানগরের মুনিসিপল পোলীস বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন” বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারিবে ।

এই আইন হাবড়া মুনিসিপালিটিতে ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটিতে বাস্তবে ।

আর ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপল আইন যে তারিখে প্রবল হইবে, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে ।

২ ধারা। হাবড়া মুনিসিপালিটিতে ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটিতে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচ দিবার নিমিত্ত উক্ত দুই মুনিসিপালিটির মুনিসিপল কর এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে ।

৩ ধারা। উক্ত দুই মুনিসিপালিটিতে নিযুক্ত বা কর্মকারী সমুদয় পোলীস কর্মচারী ১৮৮১ সালের ৫ আইনের বিধানমতে, কিম্বা তদ্রূপ যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিধানমতে, নিযুক্ত হইবেন, এবং বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অধীন পোলীস সেরেস্তার একাংশ বলিয়া গণ্য হইবেন, ও উক্ত কোন আইনের বিধানের নিয়মাধীন থাকিবেন ।

৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে পাঠ নির্দেশ করেন সেই পাঠে পূর্বে প্রত্যেক মুনিসিপালিটির আয়বায়ের অনুমানপত্র তাহা প্রস্তুত করিবার পর বৎসরের অন্য প্রস্তুত করা যাইবে, এবং ঐ অনুমানপত্র যে বৎসরের লক্ষ্য হয় সেই বৎসরান্ত হইবার অন্তর তিন মাস পূর্বে তাহা মুনিসিপল কমিশ্যনরদের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে ।

৫ ধারা। হাবড়ার অনুমানপত্র পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট  
অনুমানপত্রে যাচাই  
লিখিতে হইবে ও তাহা  
কথা।  
সুপারিন্টেন্ডেন্টে গাওঁদা এবং  
কলিকাতার শাখানগরের অনু-  
মানপত্র কলিকাতা নগরের  
পোলীসের কমিশানর সাহেবের  
প্রস্তুত করিবেন; এবং উক্ত প্রত্যেক মুনিসিপালিটীতে  
যে পোলীস দল রাখিতে হইবে তাহার সংখ্যা, গঠন ও  
বেতন এই অনুমানপত্রে লিখিত হইবে।

৬ ধারা। মুনিসিপাল কমিশানরগণ সতঃগত হইয়া  
মাফিষ্ট্রেট সাহেবের  
ও প্রত্যেক কমিশানর  
সাহেবের নিকট কমিশান-  
নরদের অনুমানপত্র বি-  
বেচনা করিয়া দেখিয়া  
পাঠাইবার কথা।  
এই অনুমানপত্র বিবেচনা করিয়া  
মেখিলে পর এই সভায় তাঁহা  
যে কোন মন্য বা আপত্তি  
লিপিবদ্ধ করেন তৎসম্বন্ধে এই  
অনুমানপত্র খণ্ডের কমিশানর  
সাহেবের নিকট প্রেরণ নিমিত্ত  
জিলার মাফিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।  
কমিশানর সাহেব এই অনুমানপত্র স্থানীয় গবর্নমেন্টে  
পাঠাইবেন।

৭ ধারা। প্রকৃপে যে অনুমানপত্র প্রেরিত হইয়া স্থানীয়  
অনুমানপত্র নিম্নে  
নয় গবর্নমেন্টের দ্বারা  
করিতে হইবার কথা।  
গবর্নমেন্টে তাহা বিবেচনা করিয়া  
দেখিবেন, এবং তাহা বা তাহার  
কোন অংশ অনুমোদন বা পরি-  
বর্তন করিতে পারিবেন। এই  
অনুমানপত্রে পোলীসের যে শর্তের বিধান থাকে  
তাহার কত অংশ অনুমানপত্রের মাফিষ্ট্রেট মুনিসিপা-  
লিটীর দিতে হইবে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট ইহাও স্থির  
করিবেন।

কিন্তু প্রকৃপে যে শর্ত দিতে হইবে তাহা মুনিসিপা-  
লিটীর অনুমত মোকদ্দমের মোট মূল্যের অন্তরায় দুই  
টাকার অধিক হইবে না, ও স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনুমো-

দিত অনুমানপত্রের মোট টাকার চতুর্থাংশের অধিক  
হইবে না।

৮ ধারা। পূর্বে প্রকৃপে মুনিসিপালিটীর দিতে  
হইবে নহিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্ট  
প্রত্যেক মুনিসিপালি-  
টীসহকারে অংশ যেকৃপে  
নির্দিষ্ট ও দিতে হইবে  
তাহার কথা।  
যত টাকা স্থির করিয়া দেয়  
তাহা ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনি-  
সিপাল আইনের ৭৩ ধারামতে  
প্রস্তুত হইবে মুনিসিপাল অনু-  
মানপত্রে লিখিত হইবে, এবং স্থানীয় গবর্নমেন্ট যেরূপ  
প্রতি নিদেশ করেন সেটাই তারিখে ত্রেমাসিক কিস্তি-  
ক্রমে মুনিসিপাল ফণ্ড হইতে কমিশানরদের দিতে হইবে।

৯ ধারা। (কলিকাতার শাখানগরে পোলীসের  
সুবিধান করিবার) ১৮৮৬ সা-  
লার বঙ্গীয় আইন কলি-  
কাতার শাখানগরের পোলী-  
সাহেবের ক্ষমতা বক্ষা  
করিবার কথা।  
শক্তি কলিকাতা নগরের পো-  
লীস কমিশানর সাহেবের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, এই  
আইনের কোন কথায় তিনি সেই ক্ষমতা বা শক্তিতে  
বঞ্চিত হইবেন না।

আর উক্ত ১৮৮১ সালের ৫ আইনমতে পোলীসের  
ইন্সপেক্টর জেনরল সাহেবের প্রতি যে কোন ক্ষমতা  
ও শক্তি অর্পিত হইয়া থাকে, তিনি উক্ত শাখানগরের  
অনুর্গত পোলীসের উপর সেই ক্ষমতা ও শক্তি চালাইতে  
পারিবেন না।

সি, এচ, রাইচী.

সচিবপদে দায়িত্বভার

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,  
Bengali Translator.



# গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 20, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে।

## PART VIII. ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।  
উপবিভাগ প্রভৃতি।

### LAND ADVERTISEMENT.

### ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

নিলামের নোটিস।

এস্তেহারনায়া বাচাৰি কালেক্টরী জেলা ১৪ পরগনা।

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। জেলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ বিস্তারিত বাকী রানত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন যোতাবেক বাজলা সন ১২৯১ সাল ১২ আশ্বিন শুক্রবার এই জেলার কালেক্টরিতে বিনা ওজর নিলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রিল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরার জমা দায় হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কান্দনবাড়ীয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক

দারকানাথ রায় চৌধুরী ওগয়রহ সদর জমা ... ২৮৩৩ ১/২ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৯৩১ ১ দস্তি ১৩১১- আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে দারকানাথ রায় চৌধুরী ওগয়রহ নামে ৮১৪৭ দস্তি ১১১৫৮৮- আনার কতি সদর জমা ২৪৩১১০ টাকার তারিখ ১৯ ১২৯০ সালের কাং ফাগুন বিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬/২ টাকা বাকী হওয়া নিলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিং সদরমা বনভূগলি ওগয়রহ লিখিত

মালিক কৈবলানাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ২১১৬৮/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮৮৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবলানাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ১২ আনার কতি সদর জমা ২১১৬৮ টাকার তারিখ ১৯ ১২৯০ সালের কাং ফাগুন বিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭২৯ ১/২ টাকা বাকী হওয়া নিলামে ধরা গেল।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে। ]



১৪৭ নং পরগণে কলিকাতা কিং বেওতা ওগররহ লিখিত মালিক  
কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগররহ সদর জমা

... ৩৬৭৭ ১/১০ টাকা মতো

সন ১৮৫৯ সালের ১১ ইনের ১০ খারামতে ১১০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমা-  
লিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগররহ নামে ১১০ আনার কাঁচ সদর জমা ১৮৩৬৭১০ ১/১ টাকা তাহার  
সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার না হওয়াতে  
৭৫৬।৮৪ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিং পরগণে বালিয়া তরফ যজুবাণী ওগররহ লিখিত মালিক

আনন্দচন্দ্র ঘোষ ও গররহ সদর জমা যার পুলিশ খানাদারি ... ৮৭১৮৩ টাকা মতো

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ খারামতে ১/১১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট  
এজমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ নামে ১৮১১১ - আনার কাঁচ সদর জমা যার পুলিশ  
খানাদারি ৫৮১।১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের  
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার বাদে ১২।৮১০ টাকা বাকী হওয়া নিলামে ধরা গেল।

৪-৫-৪১.

C. C. STEVENS, Collector.

### জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ খারার বিধানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলার  
ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মণ্ডল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব  
এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আদার  
অনুসারে আদার হইবার বিধি আছে তাহা আদার নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে একাশা  
নিলামে নিঃবলণে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ এপ্রিল।

ডাকসীল।

তৌজর নম্বর।	খাস বেজুইয়ের নম্বর।	৩ বেজুইয়ের নম্বর।	নাম মহাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী কিং আমদারি ১৮৮৪।	কৈকিয়ত।
১৯৩৩	৭২	১৮৯	টামটা পুটীয়া জো- হার পং বরদাখাত হিং ১৮১০১—ক্রান্ত	গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেন্দ্র- চন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন রজ- নীকান্ত সেন।  জীমতী উমাতারা জং মৃত অরুণচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব।  জীমতী উমাতারা ওগুণী জং মৃত অরুণচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমো- হন সেন সাং দারডা পং বরদাখাত খানে খোজা।	১৭০৮	৫৩৪	একাশ থাকে যে এই মণ্ডলের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২০৯৩ টাকা বাধা হইয়াছে এই জমা খরিদারের ১২৯১ সন হইতে দিতে হইবে।
১৯৩৪	৭০	১৮৯	ভিলচিঠা জোয়ার পং বরদাখাত হিং ১৮১০১— ক্রান্ত।	দুর্গাচরণ দাস মজুমদার সাং নৈয়াইর পং জীতাইল, রামকির রায় সাং চান্দরাই একাশা আমিতাবাদ কাশীচন্দ্র দে সাং তথা জীমতী জীমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পং বিক্রমপুর, অগবজু দাস সাং তথা বজচন্দ্র দাস সাং তথা দারিকানাথ দাস সাং তথা।	৬৬৩৮৩	২০৬/১০	

7-5-84.

J. A. HOPKINS, Collector.

জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরি জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৯১ সালের ৬ আর্ষাচ রহস্যভিবার দিবসে হুগলির কালেক্টরি কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে উক্ত সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে।

মহালের নাম।	মহাল ও পরগ- নার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ডাইন।	বাকীর পরিমাণ।	টেকিয়ং।
৯	প্রথম শ্রেণী ইস্তাহারি বন্দ- বস্তী মহাল। দৌলতপুর পং পাড়া।	সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আলী- রাখা দিগর। বাদ গজাবর কর মোজা মিঠলা তৎ- সামিল পটী বাগান ডাঙ্গা ও গির- পাড়া রকম /১২। আনার সদর জমা বিঃ কুসুমকুমারী দাসী ১৫১০ বিঘা জমির জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আলী রাখা দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১১০২২ ৪২৫০ ৫১০ ৪৮৫০	১০৮৩৫৫২	১২২১।৫১ এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবে।
১০	রাধাকান্তবাটী পং পাড়া।	কহিমদী মিস্ত্রী দিগর ... বাদ কাজি আছালদী মিস্ত্রী ৫০৫১ বিঘা জমির জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী কহিমদী মিস্ত্রী দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৬২৪১।৫১১ ২৪৫০ ৫২৯৫।১১	৪৬।০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবে।
১১	দেবসুপুত্র পং ভুরগীট।	সেখ হাকিমদীন আহম্মদ দিগর সদর জমা। এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী রকম ১১/০ আনাকে ষোল আনা করিয়া তাহার রকম ৫৪ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১১০৮১ ২৪২৪।৬	৪২৯।৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
১২	মণ্ডলঘাট পং মণ্ডলঘাট।	জর্জাচরণ ... এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ৫১১/৪ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২২৩৭৮৫/৬ ৩৮০২।১	১২২৬৩২	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
১৩	সাঁখশালি পং বাগিচা।	মনোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনজার ইফেট গিরিজানাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম /১২ আনার সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১০১৪৮৮ ১০১৪৫/০	৫০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।

সংখ্যার নম্বর	মাঠ ও পর- গনার নাম।	বাঁকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ডাইন।	বাঁকীর পরিমাণ।	টেকিয়াং।
	প্রথম শ্রেণী ইস্লামাবাদ বন্দ- বস্তী মহাল।				
৫৫	চাঁপাছাটা পং পাড়া।	মহুনাথ ধলা দিগর ...	৫৮১১/১০	৩২১/০	
৫৬	ঐ ঐ ঐ	মহুনাথ ধলা দিগর ...	৬০৬১/১০	১১০১১/১০	
৫৯	মাথাশিউড়ি পং পাড়া।	সৈয়দ আবুল মজ্জার দিগর ... বান অংশীদার নন্দী রকম ১২৪৬ আনার সদর জমা এঃ উপাধ্যায় নন্দী দিগর রকম ১১৮১/১০ ১১৮১ আনা জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। সৈয়দ আবুল মজ্জার দিগর ... ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭০০৮/১০ ২১৪/০ ১১৮১/১০ ৪৮৮০	২৯৬৮/১০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৬২	ঐ রামজালাল পং মণ্ডলঘাট।	কানাইলাল শীল দিগর ... এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাথ লকের তরফে শরৎকুমারী দাসী রকম ৮৫ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১০৭৭৪৮২/১০ ২৭২৫১/১০	২৩৯/০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৬৭	ঐ গুড়বাড়ি পং চৌমুড়া।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র মোষ গুড়বাড়ি ও হরিদাসপুর ২ মেজায় মোলআনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২৬২৫৮/১০ ৬২০৮২	৪৭২৮২	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৬৯	ঐ মোহপুর পং বাঁলিয়া।	মেথ কান্দেবরকম দিগর ... এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাথ লকের তরফে শরৎকুমারী দাসী রকম ১১/ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১০৩৯১১/১০ ৫৮৪৫৮/১০	২০১০১/১০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
১১০	ঐ খালডু পং খালডু।	রাণী লালমণি দিগর ... বান লালমণি মিত্র ও নগেন্দ্র- বাল্য দাসী রকম ৮০ আনা সদর জমা উদয়চাঁদ সুখোপাধ্যায় রকম ১০ আনা সদর জমা বাজী প্রথমমণ্ডল রায় দাঁতাত্তর রকম ৮০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। রাণী লালমণি রকম ১০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১০৩৯১১/১০ ৭৭২০ ৬৫২/১০ ১০৮৮৮/১০ ২৭০১/১০ ৬৫২/১০	১৭১১/১০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।

কৃষিকেন্দ্র নং	বহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইন।	বাকীর পরিমাণ।	টেকিহু২১
১১৭	প্রথম শ্রেণী ই- ভূমির বন্দ- বস্তী মহল। রাউজাট পং খোশালপুর।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর ... বাম আনন্দময়ী দেবী একতিনটিটর ইষ্টেট হুন্দানমস্ত্র রায় রকম ১/০ আনা সদর জমা। হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিসমত লালি পুর ও বৈদ্যবাণী ও অতিরামবাণী তিন মোজার রকম ১/১০ আনা মধ্যে ১/০ আনা সদর জমা। প্রসাদদাস গোস্বামি রকম ১/১১ = আনার জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭২১/৩ ২২১৫০  ৮২০  ১৫১০ ৪৬০/০ ২৬৫১/১০		
১৪৩	৬ মল্লিকহাটী পং গৌর।	প্রসাদ দাস গোস্বামি দিগর ... বাম রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামি দিগর রকম ১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী প্রসাদদাস গোস্বামি দিগর রকম ৫০ আনা জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	২২৬৮/২ ৭৪২  ২২২৬/২	৩১০/০  ১৬৯/৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।  এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
১৫৯	৬ চাতরাবাদে পং বোর।	রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ... বাম বামাসুন্দরী দেবী রকম ১/১০ আনার সদর জমা। নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ১/১১ আনার সদর জমা। দিননাথ চৌধুরী রকম ১/২০/১০ আ- নার সদর জমা। অকালীল মুখোপাধ্যায় রকম ১/৮১৭ আনার সদর জমা। কালীকানন্দ পাল দিগর রকম ১৫৫০ গণ্ডা সদর জমা। লালজী চৌধুরী, বাম চাতরা বাসু- দেবপুর, বেলেড় ও মোজার রকম ১/৮১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭৪০১/৫ ১৪৯/০ ৬৬ ৫১৫০ ৮৮১/০ ৩১৫০ ১১৭৫০ ৫১৫২  ২২৫১/৫		
২০৩৪	মোদামি বন্দ- বস্ত। মুলতানপুরচর পং পাটমহল।	অমৃতলাল সেন দিগর ... বাম পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ১/০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৯০৯০ গোড়ক ৯১৯ ৪৬৪১/৬ ৪১৭৪১	৭৫/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।

সংখ্যার নম্বর।	মহাল ও পর্বগ- নার নাম।	বাঁকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ভাইদ।	বাঁকীর পরিমাণ।	টেকিরং।
২১৫৮	মোদামিবন্দবস্ত অপূর্বপুর চাক- রানপং সিংহুর	বাঁকী অমৃতলাল সেন দিগন্ত রকম ১১০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। মানিকলাল শীল নাগালগের তরফ শরতকুমারী দাসী দিগন্ত। বাদ কানাইলাল শীল রকম ১১/২ আনার জমা এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ৩৪ আনা জমা বিঃ। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৪৩৪১/৬ চৌড ফণ ৪১১৪১। ৬৫৬১/৫ ৩৯৩৫/০ ১৩১/০ ৫০৫০	২১১	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৩১৩৩	প্রথম জোনী ই- স্তম্ভারি বন্দ বস্তী মহাল। চুটীপুরের সা- মিল জমাব পূর্বপং চুটী- পুর।	বাঁকী মানিকলাল শীল নাগালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। যদুনাথ ঘোষ দিগন্ত ... এই মহালের মধ্যে পূর্ণেশ্বর দেব রায় ১০ আনাকে খোল আনা করিয়া ভাণ্ডার রকম ১/৬১১ = আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭০৬১/৮ ৪৮৫০	৪২১/০ ১১৫০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক। এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৩৬৩৭	এ জোঃ কুল পঃ চুটীপুর।	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিগন্ত ...	৫১০১/৭	৯২৫/৩	
৩৮৪৯	এ মামদপুর বাটক পং চুটীপুর।	যদুনাথ দে দিগন্ত ... এই মহালের মধ্যে কবিনাথ চন্দ্র নাগ রকম ১০ আনা জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৮২০৫/৮১১ ১৫৪১/০	৩৯৭/৬	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৩৯৯০	মোদামিবন্দবস্ত হাওড়ার পঃ গের।	বাঁকী লালনমণি দিগন্ত ... বাদ ব্রজনাথ জামানি রকম ১/ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭২৬/৮১ ২২৭/০		
৪০৮৬	প্রথম জোনী ই- স্তম্ভারি বন্দ- বস্ত মহাল। গোবিন্দপুর পং আনা দ।	বাঁকী বাণী লালনমণি দিগন্ত রকম ১১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। মানিকলাল শীল নাগালগের তরফ শরতকুমারী দাসী।	৪৯৯০/৮১ ১০৪০৭/৭	৬২১/৮০ ৩৫২৬/৯২	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
১৭৯১	মোদামিবন্দবস্ত গুণিগাড়াচর পং মণ্ডলঘাট।	কালিদাস দেব মেজেকার কান্দে গিরজানাথ রাই চৌধুরী দিগন্ত। এই মহালের মধ্যে রকম ১৮ আনার মালিক ভগ্ননাথ রাই সেন সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।  রকম ১/১০ আনার মালিক অমৃতনাথ সেন সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭১৫৭ ০০৬৭ ৭৬১/০	১৮ মাঠ কি- স্তুর বাঁকা ১০৪১/০ ১০ জামুয়ারি কীস্তুর বাঁকা ৮২১/৬ ১৯৩৫/৯ ২৮ মাঠ কীস্তুর। ২৬/৯ ১০ জামুয়ারি ১০০/৬ ৮৮১/০	এই অংশ ১৮৮৪ ২৪ মাঠ নিলাম হওয়ায় খরিদার কেবল বায়নার টাকা দিয়া অব- শিষ্ট টাকা বঃ দেওয়ার প্রব- নার টানা জ- করা গিয়াছে ও জ- মা এই প্রথমখরি- দারের দায়িত্বে ও ক্রিকে এই অংশ পুনরায় নিলাম হইবেক।

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনীয়া জেলায় নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ১৩ জুন বোতাবেক ১২৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরির কাছারিতে বিনা ওতরে একাধা নিলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পর- গনার নাম।	মালিকের নাম।	ঘোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের সদর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ কিস্তির বাকী।
৬	পরগনৈ আগর- পাড়া কিসমত আগরপাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৩৬২।৬	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুসারে অতঃপূর্ব হিসাবের ১ হি- স্যা মুন্সেফনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৬/ আনা।	১৩৫৬।২	৩।৩
২৮	পং হিলকি কিং কেড়াগাছ।	রাজমোহন রায় চৌধুরী দিগর।	৫৮৩।৪	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮৩।৪	১৭৩২।০৬
২৯	পং খলিসখালি কিং খালিসখালি	বৈলসকাধিনী দেবী দিগর।	৮৯৭।১১	২ ...	৮৯৭।১১	১৩০৬।১১
৩৪	পং হিলকি কিং গুরুপুর।	মহেশনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	১২৬।১৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন মোহন রকম ১২ গণ্ডা।	১২৬।০	৩৩।১১
৬৭	পং তালিপুর কিং তালিপুর।	গোবিন্দমোহন বসু দি- গর।	৫৩২।৬	১ হিস্যা ...	৪৭৪।১	১১৩।৪
৭২	পং দাতিয়া কিং দাতিয়া।	চন্দ্রনাথ রায় দিগর ...	৪৭৩২২।৬।	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৭৩২২।৬।	১২০৬।২১
১০৮	পং বুড়ুন কিং বাবুশিয়া।	মুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	৫১১৫।১	৩ হিস্যা মুন্সী আশা- বদৌন আহমদ রকম ১২২ গণ্ডা।	৫১১।০	৩৬।৫
১১১	পং বাজিতপুর কিং বাজিতপুর।	লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী দিগর।	২২২১।১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী রকম ১৮৬৫ দণ্ড।	৫৮২।৮	১১।৩
১২৫	পং বুড়ুন কিং বৈকাটি।	খানমনি চৌধুরী দিগর	৭১২।১১১	সম্পূর্ণ মহাল ...	৭১২।১১১	৩৬।৭৬
১২৭	পং তালুকা কিং তালুকা।	রাজনারায়ণ দিগর...	১৪৯৪৩৬।৮	১ হিস্যা মেহেরউল্লা চৌধুরী দিগর রকম ১৮৬।১১।১৫	৮৫৩।৮	২৫৬।৭।
১৫২	পং বুড়ুন কিং ভাউরিয়া।	মুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	২০৩২২।৩	২ হিস্যা বং ১০ আনা...	১০১৩১।২	৩৫।৬
১০২	পং মলই কি মলই।	পারভীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২২২।১১।	২ হিস্যা মহেশনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২২৭।৩	৮৭৬।৪
১৫৯	পং সর্পাঙ্গপু কিং রামজাঙ্গ।	ভুবনমোহন মজুমদার দিগর।	৫৪২৬।৮	১ হিস্যা ভুবনমোহন মজুমদার ৭।১০ আনা।	১০৭।০৫	৩১।০।
১৬৬	পং সুলতান কিং ১৬৫ নং লাট আম্বুনি রমজান নগর।	জহিরুদ্দিন সরদার দিগর	১৮৮৪।	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৪।	১৪০০।৩
১৯১	পং মলই কিং জাংকাঠি।	পারভীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	৮২০।১০	৪ হিস্যা রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর লাং লাভখিয়া।	৮২।৪	৩২।০।

Khoolna Collector's Office,

The 6th May 1884.

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে । ]

F. H. BARROW,

Offg. Collector.

## জেলা মুরশিদাবাদ ।

ইজারার দেওয়া গাইতেছে যে মন ১৮১৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারাবতে জেলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাফাস মন ১২২০ সালের মাফিকী ফালগুনের বাকী রাজস্ব আসার জন্য মন ১৮৮৫ সালের ২৪ জুন মোতাবেক মন ১২২১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার জেলা মুরশিদাবাদের কালেকটরী কাছারিতে একাংশ নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি মন ১৮৮৪ সাল ২-বিধ ১৭ খ্রিষ্টাব্দ ।

জেতার নং।	মাফাসের প্রকার।	ভেঁজার নং।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ভাণ্ডকার।	সদর জমা।	বৈকির্য।
১	প্রথম জেতার মাফাস	৪৪	ওরফ কালুয়া পাহাড়- বক পুর।	কৃষ্ণকিস্তর রায় কমলাকান্ত রায় গোপীকান্ত রায় প্রভা- বতী দাস। মাতা আদি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় নাবালগ।	৩২৪৪।৭৭	এই মহাল মধ্যে প্রভাবতী দাসী ও কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা বাটম কৃষ্ণকিস্তর রায় ও গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ১০ আনার বাকি সদর জমা ১৬৪৭।৪ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ৭১৬৮।০ টাকা।
২	ঐ	৪৪	ভরফ কালুয়া পাহাড় বক পুর।	ঐ	৩২৪৪।৭	এই মহাল মধ্যে প্রভাবতী দাসীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা ও কৃষ্ণকিস্তর রায় গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ১০ আনা বাটে কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনার বাকি সদর জমা ৮২৩।৭৭ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ৩৫৮।০/৩ টাকা।
৩	ঐ	৩৭	হুজাগোপালপুর পাহাড় পলানী।	রায় দেতাচাঁদ লাহারি বাহাদুর	...	রাজস্বর বাকী ৪৬০৭।১১ টাকার জন্য সদর মাফাস নিলাম হইবেক।
৪	ঐ	২২৩	কিম্বত মোজাপাড়া- ডুইশ পরগনে বার- বক সিংহ।	হিরানন্দ চৌধুরী দামলগ চৌধুরী অধিনীত মুন্সী বটুকনাথ মুন্সী হারামল গোবিন্দী।	৭৩৭১।১	সরকারি বাকী রাজস্ব ৪৫/১০ টাকার জন্য সদর মাফাস নিলাম হইবেক।

১	এ	২৩৩	ভরক পাটুদিয়াড় পরগণা রাজপুর।	১৩৭৫৮১	সরকারি বাকী রাজস্ব ৩৩১১৬৯ টাকা। মাহাল নিলাম হইবেক।
২	এ	২৭৩	কিশোর পরগণা ২০০ সিন্ধ ৭২২২২ ২০০ সিন্ধ ৭২২২২	২১০৪১৮১	এই মাহাল মধ্যে জৌলবি ভিন্নের রহমান রাজার নিধি বাকী বিবি হিরানীল রামনাগ চৌধুরী ও রাধা- বিন্দু চৌধুরী ও রামনাগ চৌধুরী ও মধবচন্দ্র চৌধুরী পুত্রক করিয়া লওয়া হয় ১/১১/২১। নীপ ৩ ডিলের কাত সদর ৪৪৭০ টাকা। তবে রামনাগ- পাল চৌধুরী পিগরের এজদানী অংশ ৬২২ গেজেট। নীপ ১৩ ডিলের কাত সদর ৪৪৭০ টাকা। নীপ ১৩ ডিলের কাত সদর ৪৪৭০ টাকা। বাকী রাজস্ব ১২৫৬৯ টাকা।
৩	এ	৪০৭	মৌজা রামনাগ ফতেদিংহ।	৬১৭৬৬	এই মাহাল মধ্যে সাতকড়ী ঘোষ মজুমদার নি কড়ী লওয়া হইল বাকী হিরানীল রামনাগ- রের এজদানী অংশ ৬২২ গেজেট। ১৩৭৫৮১ টাকা। নিলাম হইবেক বাকী রাজস্ব ১২৫৬৯ টাকা।



ক্রমিক নম্বর।	মহালের প্রকার।	ভৌগোলিক নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম ভান্ডার।	সদর জমা।	টেকিয়াত।
৮	এংশ জেলার মাহাল	৫৩৬	কিসমত পরগণেনদাহা- জাহাপুর পং সাহাজাপুর।	বিপিনবিহারি নবিনবিহারি কৃষ্ণকিশোর মুকুললাল রামচন্দ্র ভগদাসচন্দ্র বনওয়ারিলাল দীনচন্দ্র নলিনত- মোহন বৈদ্যনাথ শুকলাস লক্ষ্মনদাস গণেশচন্দ্র গঙ্গানারায়ণ কুলদাসদাস গোপেশ্বর সেন মনমসখী দাসা কামলাকান্ত মুখোপাধ্যায়।	৩৩৬৫/৭	এই মাহাল মধ্যে মনমসখী দাসার ও কামলাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ পং গোপেশ্বর সেন দিগবের একমালী অংশ ১১/১২ গোষ্ঠার কতিপয় জমা ২০৯৪/১০ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বর বাণী ৭২৬/১১।
৯	ঐ	৫৪১	কিসমত পরগণেনদাহা- খালী পরগণেনদাহা- খালী।	বীরচন্দ্র নন্দীয়াবিনয় চৌধুরি শ্যামসুন্দরী দাসা মোদামিনী দাসী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী গঙ্গাধর চৌধুরী অনন্তময়ী দাসী ব্রজময়ী চৌধুরাণী।	৬৬৭৬/২	এই মাহাল মধ্যে গঙ্গাধর বীরচন্দ্র চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ পং শ্যামসুন্দরী দাসা দিগবের এক- মালী অংশ ৬/১১/১০ কতিপয় জমা ৫৫৬/১১ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বর বাণী ১১৩ আনা।
১০	ঐ	৫০৮	ডিহি জাতাই পং সেরপুর।	চন্দ্রমহিনী দাসা থাকমণী দাসা জলি মাতা বিশেষ হোম প্রদত্তাথ হোম কার্তিকচন্দ্র হোম গোপীমু- ন্দরী দাসা।	৩৪২১/১- ১১ পুলিস ২৬/০৮ ৩৪৭২/৭	এই মাহাল মধ্যে থাকমণী দাসী দিগবের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১১০ আনা পং চন্দ্রমহিনী দাসার এক- মালী অংশ ১১০ আনার কতিপয় জমা ১৭২৬/১০ টাকা ও পুলিস ১০৮৪ টাকা নিলাম হইবেক। বাণী ... ৫৭৪/০ পুলিস ... ৩১০ ৫৭৭৮/১০
১১	ঐ	৫০৩	কিং পং উজিরাদা পং উজিরাদা	বৈতলোকানন রায় কটীকচন্দ্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য নরচন্দ্র ও বিক্রমদাস পং চৌধুরী গোলাপমণী দেবী অগস্ত্য পাঠক লক্ষ্মীমণী দেবী গোহুলচন্দ্র তেওয়ারী দ্বিতিকারী সেন গণেশলাল কৃষ্ণদাস রায়।	১১৮৩/৬	এই মাহাল মধ্যে দ্বিতিকারী সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১২৬৭ দ্বিতিকারী সেনের জমা ৪৭৮/১০ টাকা নিলাম হইবেক বাণী ২৮৭ টাকা।

১২	ঐ	৫৭০	মৌজা এং পুস্তক কুলবাড়ীয়া।	ভরস্কিনী ওরফে লুটুনিগাসী পক্ষে মামেলের কামিনী সুন্দরীলাসী কৈলাসনাথ সিংহরায় পরেশনাথ সিংহ রায় স্বরূপলাল চৌধুরী চন্দ্রমোহন চৌধুরী মুক্তকেনী চৌধুরাণী রঘুনাথ মুক্তকী পাতালমণী চৌধুরাণী চাকচক্ষ বসু উমেশচন্দ্র মিত্র হাসানী চৌধুরাণী মাতা আলি দাশরথী ও সত্যচরণ রায় চৌধুরী নাবা- নগ পরেশনাথ চৌধুরী ললিতমোহন রায় চৌধুরী কামিনীকুমারী চৌধুরাণী মনমোহন চৌধুরী প্রেম- লাল।	১০৬:১১/১২	এই মামলায় মধ্যে হারানী চৌধুরাণী অলিমতা দাশ- রথী সত্যচরণ গ্রাং চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১১ গোঁড়া বামে চাকচক্ষ বসু রিগের এডমালী অংশ ৬৭:৯ গোঁড়াকান্ত সন্নয় জমা ৯৯১৬/৫ টাকা মিলান হইবেক। বাকী ... ১১০ পাই।
১৩	দ্বিতীয় প্রের মামলা	৫৮৮	চরণগাণী পং সমস- থালী	বন্দবন্তদার দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় নাথালগের আলি মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী রামলাল রায় সীতানাথ রায় রাধেশ্বর রায়।	৭৩৭/১	রাজস্বর-বাকী। :৮৬:১০ টাকার জন্য সমুদয় মামলা মিলান হই- বেক।
১৪	প্রথম প্রের মামলা	২৭৪০	কিং ভরক হোঁসন- পুর পং আসদ নগর	লোকনাথ রায় ষারিকানাথ রায় ও ষারিকানাথ ষাঐ...	১১৫৬/৯ ১০৫৬/৯	১২২০ সালের দাং অগ্রহারণ তুলেব রাজস্বর বাকী ১৫২৮ টাকার জন্য সমুদয় মামলা মিলান হইবেক।
১৫	ঐ	২৭৭৯	ভরক কাগডি পাড়া পং আসদ নগর	রামলাল ষাঐ	১০৪৯১/৫	১২২০ সালের দাং মালগু:নর রাজস্বর বাকী ৮১২৬/৬ টাকার জন্য সমুদয় মামলা মিলান হইবেক।

BENGAPORE,  
The 13th May 1884

J. C. V. EASBY,  
Offg. Collector.

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যস্থতী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালজুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আদালতের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তথা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সাল ২১ মে ১৮৮৯ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছাড়িতে বিনী ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮০। ৭ এপ্রিল।

নং ডেজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	মদব জমা।	বাকী।	তৈকিয়ৎ।
১৬ নং	৭২ নশিকজীয়াল জমিদারি হিসাব। ১০ আনা ময় বেজাবতী ওজলুক ১৮৮৯ সালে ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি- জামোহন চৌধুরী গয়- রহ।	৭১২৭৯	৮২২৭৯	একমালি মহাল নিলাম হইবেক।
এ	এ ১৮৭১। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনা কান্দা (২৮৯) কাগ হিসাব।	জানন্দচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ।	১৫৬০	০	০
এ	এ এ কি চান্দীনা কান্দা হিসাব (১০০) কাগ। তিল। তপে বনভাঙ্গাখাল।	জয়চন্দ্র চক্রবর্তী গয়রহ ...	৫০	০	০
১১৬ নং	৩৭ বেওয়াঙ্গালানী হিসাব ৪০ আনা ১৮৮৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি হিসাব।	দীননাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র দায় চৌধুরী গয়রহ।	১২৭১৫০	৪২৫০	একমালি মহাল নিলাম হইবেক।
এ	এ ১৮৮৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে বনভাঙ্গাখাল গয়রহ ৩৩ মোজার ১০ আনা হিসাব।	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫০/৩	০	০
এ	এ এ ...	প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী ...	১৪১৫০/৩	০	০
এ	এ এ ...	হরকাননাথ চক্রবর্তী ...	৩৫১৫০/৩	০	০
এ	এ এ ...	বৈল্যমচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৫১৫০/৩	০	০
তপে হাকরাদি।					
১১৭ নং	পাএন্দারগ হিসাব ৬/৬০০ কাপ্তী ১৮৮৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে একমালি।	মহিমচন্দ্র দায় চৌধুরী দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	১৩৩৩৫০	১২০/৮	একমালি অংশ নিলাম হই বেক।
এ	এ ১৮৮৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটী ওজা ১০ আনা নগর হাকরাদি ১৮১১ গড়া	জগদ্বিকেশ্বর আচার্য্য চৌ- ধুরী নাবালগ।	২৯৫০০	০	০
এ	এ চাকলে পাটী ওজা ১০ গড়া ও নগর হাকরাদি ১৮১১ গড়া ও বীর মজুরি ৫০০ আনা। তপে সীংগা দরজিবাঙ্গাল মোতালাক ১৮১১ নং জমিদারি। তপে হাকরাদি।	বিক্রিশোর দায় চৌধুরী। চেয়দ আবদুরা অগাসপদে জামিনা জাকব খান।	১১৬৫০ ২১৭৩৫০	০ ১২০/০	০ সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হই বেক।
১১৮ নং	৩৭ ইকরাম দত্ত গয়রহ ১৮৮৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি।	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৩৩৯৫০/৪	০	০
এ	এ ১৮৮৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিসাব ৫১০ আনা।	বিশ্বেশ্বরী দাস।	২৫০৫০/০	৪০০	খারিজ হিসাব নিলাম।
এ	এ ১৮৮৯ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	রামকিশোর গজোপাধ্যায় গয়রহ।	১০০৪১০/৭	০	০

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাঁকী।	কৈকিয়ৎ।
-------------	-----------	------------	----------	--------	----------

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

৫০৭১ নং	ভগে রণভাওয়াল। চর চারিপাড়া। সুবর্ণপুর ওরফে কাথারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ।	৭৪৭৫১০ পাই	১১১১০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হই- বেক।
৫০৮৫ নং	পং মন্বনগিৎ বীল ভলঙ্গী ...	শ্রীমতী হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৫৮৩৭	২০১১০	৩
৫১৭২ নং	পং হুশেনলাচী চর ভেলুখানারি ...	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭২৭	২২৭৭	৩
৫২৭৯ নং	পবগনে পুখরিয়া চাণাবাংগা।	বামসমী দেবী চৌধুরী পতিব নাম দুর্গাপ্রসাদ বাঁ ও মণিবাণী শরভসুন্দরী দেবী গয়রহ।	৫২১৮৫০ মালিকানা ৬১৮৭	১৪২৫১০ মালিকানা ১০৭৭	৩

G. E. MANISTY,

Offg. Collector.

তিনা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

উক্ত দ্বিতীয় জমাতে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মমানুসারে নিম্নলিখিত তালুকা ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি স্থগিত পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাজালা ও আদায় রোজ নোমবার জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ২০১ মোতাবেক ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহাল নওয়াবাদ।

নং নং নং	নং নং নং	নাম ভালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাঁকী			মন্তব্য।
				রাজস্ব।	সেম।	রাজস্ব	সেম	মোট	
৭৭৩	১৩১ ২০৫৭৮	গায়েন সীতেশ্বরী। মোজ নওয়াবাদগর নিঃ অখিল ভালুক রণু দেবী।	চন্দ্র রায় গং।	৮২০৫৮৮	১৪৮১১৬	৩৩৪৮	৪২১১০	৩৮৩১০	সম্পূর্ণ ভালুক নিলাম হই- বেক।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3rd May 1884.

[গবর্ণমেন্ট স্টেফট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

C. A. SAMUELS,

Offg. Collector.



কালেক্টরী জেলা রংপুর।

বাঁকীর ফর্দ সম ১২৯০ সাল বাঁকীলাই লাগাএদ কিস্তী ফালগুন মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএদ কিস্তী ফেব্রুয়ারি ভদ্রবের ১৮ মঃচ্ স্বর্ধ্যান্ত পযান্ত এবং তদপরে ভিন্ন ভিন্ন জেলার কালেক্টরীর হস্তী দ্বারা আদায় হইয়া যাহা বাঁকী আছে তাহা ১৮৮৪। ১১ জুন মোতাবেক বাঁকীলা ১২৯১ সাল ৮ আশ্বিন শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নিলাম হইবেক, ইতি।

ক্রমিক নং।	মহালের নাম ও পরগণা।	মালিক।	সদর জমা।	বাঁকীর পরি- মাণ।	মন্তব্য।
৫৭	বড়বাঁকী ও গয়রহমৌজা চাকলে কাছারি হাট।	শ্যামসুন্দর দাস, বাঁমাল্লুস্বামী দাসী, ঈশ্বরমোহন চাকি ভারামণি দাসী, চন্দ্র গোবিন্দ দাস,	৫১৫১১০	১৭১০	বাঁমাল্লুস্বামী দাসী ১১৮৫০৯ পাঁচ সদর জমার অংশ ভাড়া পুথক হিসাব আছে ওহ বাড়ি অপরাপর অংশ বাঁকী।
১০৭	গায়নগর মৌজা চাকলে কাছারি হাট	মোদামিনী দাসী	১০৪১৫১১	৪২০১০৪	
২২১	খোদা য়ুরাঙ্গপুর ও গয়রহ মৌজা পং পরগণা	জনকীবরত সেন, আছবা বেগম, রাহতমোহা চাকের খাজুর, ও ছবিয়ল আশম তালুল চে সেন চৌধুরী ওক ডোমা মিক্রা ও পুলা মিক্রা।	২৪৩২৫১০১১	৫০০১০৮	বাঁকী জনকীবরত সেন নেবহারি ১০০ আশম অংশ পং দেওয়া গেল। ভাড়া ন- তন্ত্র হিসাব খোলা গিয়াছে।
২২৩	খামাব কুরমা ও গয়রহ পং পরগণা	শ্যাম এনাংতুল চৌধুরী জতিমোহা চৌধুরী মহম্মদ নেমঃমুদ্দিন খাঁ চৌধুরী।	২১০৪৫১১	১৮২ ১০	খাজে এনাংতুল চৌধুরী বীর বিলম্ব ১ মঃচে হিসাব পুথক তাহা সদর জমা ১০০০ ১৬ পাঁচ মঃ আশম বাঁকী অপরাপর অংশ বাঁকী।
২৪৯	চক হুগাঁপুর ও গয়রহ মৌজা পং পরগণা।	খঃপ্রমোদ বিবি চৌধুরানী এনাংতুল মিক্রা সাদিক নী বিবি চৌধুরানী, এনাং তুল চৌধুরী মুসিহমোঃ বিবি জতন বিবি চৌধুর- ানী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ইলেক্ট্রোনিয় লাক্ষী মোঃনজার নেহালমুদ্দিন মহম্মদ নেহালমুদ্দিন মহম্মদ নেহালমুদ্দিন মহম্মদ চৌধুরী, আশমমোহা বিবি সয়ং ও তালউচ পক্ষে আবদুললতিক চৌধুরী নাবালগ।	১৮ ২৫১৮	১৪ ১৮	গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধীনের অংশ হাটার সদর জমা ৪০১/৮ পাঁচ ও হাটার পুথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ- ধানে অপরাপর অংশ বাঁকী।
৫১৭	আদিগাঁও পং	চন্দ্রশিখর রায়, গোপাল- চন্দ্র রায়, রাজলক্ষ্মী চৌধুরানী, ইশানচন্দ্র চৌ- ধুরী, ইচ্ছামতী চৌধুরানী ইলেক্ট্রোনিয় লাক্ষী মোঃনজার পক্ষে কোড়ম চন্দ্র কিশোর রায় নাবা- লগ, কামারী চৌধুরানী কুড়ানু সরকার।	৫২৮১৫১১	২০৫১০২	কুড়ানু সরকারের নিলং ১০ ভিন্ন আনা এই অংশ বাঁকী

RUNGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

H. J. NEWBERRY,

Offg. Collector.

বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

জেলা দিনাজপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারাবশীর্ষে জেলা দিনাজপুরের যথাবর্তী বিমূলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারী এবং অবশ্য দাওয়া চলিত অর্থ এবং আট্টের অনুসারে বাকী বাকস্বের মায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় বিষয় ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে এ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছাড়িতে বিধা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমিদারী ওয়া মহাল।

নম্বর ভৌজিঃ।	নাম মহাল ও পরিগণনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী-কন্য নীলাম হইবেক।	মন্তব্য।
১০০ নং	মৌজে চারখণ্ড, গরুর পুরগমে গীল চর।	কাত্যায়নী দেবী। জয়কিশোর চৌধুরী প্রতি।	১৬৯১৮৬৮	৯৯৯৮১	পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
১০১ নং	মৌজে চৌলতপুর গরুর পুরগমে রাজমগুর।	জয়কমল চৌধুরী, জয়কমলী চৌধুরী রানী উচ্চ পক্ষে সোহমলাল চৌধুরী প্রতি।	৪৬৬০১১১	৪৮০১৮	এই মহালের মধ্যে কালকোষ চৌধুরীর ৯০ আনা অংশ যাহার ৪৮২১/০ আনা সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩ ধারা দ্বারা পৃথক আছে তাহা বাদে বাকী ৮০ আনা অংশ যাহার ৮০৭৭৮১/১ পাই সদর জমা হয় এ অংশমালী অংশ বাকী পড়ায় তাঁহা নীলাম হইবেক।
১০২ নং	মৌজে গোলন্দাজ পুরগমে চর- গমে বোম্বাড়া।	দীনবাহু মজুমদার ও গোলাকমল মজুমদার প্রতি।	৬৭৯৬১৮৮	২৪১১৭	মৌজে কেল্লা ও গোলাকপুর বাদে এই মহালের গোলাকমল মজুমদারের ৮০ কান্তী অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারায় পৃথক হইয়া ৫১৩৬৫ পাই সদর জমা দিয়া আছে এ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৪১১১	এ মত দীনবাহু মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকায় ৮০ কান্তী অংশের ৫১৩ ৫ পাই জমা দিয়া আছে এ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৪১১৩	এ মত কালীমুন্সী দ্বারা ৮০ কান্তী অংশ পৃথক হিসাব হই- য়া ৫১৩৬৫ পাই জমা দিয়া আছে এ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
১০৩ নং	মৌজে দাউদপুর গরুর পুরগমে গীল চর।	চন্দ্রকান্ত সরকার কলকান্ত সরকার প্রতি।	৬৪৮৮১১১	১৪৭৭	পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
১০৪ নং	মৌজে দাউদপুর গরুর পুরগমে গীল চর।	চন্দ্রকান্ত চৌধুরী	৬৬৮১১১১	৪৬৪৭	পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE,

The 6th May 1884.

[Government Gazette, 20th May 1884.]

A. C. TITE,

Offg Collector.

### Government Cinchona Febrifuge.

**T**HIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

### গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স টীন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০।।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ২।০ বার আনা, ডাকমাশুল দিতে হইবে।

### জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হুতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। বাহার দান্য বান্ধে না, এরূপ সাগান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থ্যাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪। টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২। টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ১০ বার আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

### The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

\*. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at Present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtolah Street, Calcutta.

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮। ৪। ২০ মে। ]



## FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Bardwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিওফিসে প্রাপ্য বিক্রয়ার্থে আছে।

বঙ্গদেশের ল্যান্ড-লর্ড ও টেন্যান্টের আইনের সংক্ষেপে লিখিত একখানার ডিষ্টিক্ট ও সেশন্স জাজ ও বেঙ্গল-কমিশনারের মন্ত্র, ডাবল, ওয়ারেনের অফিসে মি. এ. ডি. ফিল্ড, এম. এ. ও এল. এল. ডি., সার্ভিসের প্রবীণ একজন লর্ড ওয়ারেনের অফিসের সার্কেলের সার্বজনীন প্রদেশের কুমারিকারী ও প্রচারিতব্যক আইন সংক্রান্ত।

একখানার পুস্তকের মূল্য ৫ পীচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিওফিসের অফিসে একখানার পুস্তক মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া প্রাপ্য পাঠ্যবস্তুর ১০ পীচ খানার পাঠ্যবস্তুর।

সময়—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া সাইতে পারে।

## NOTICE.

*The 21st February 1883.*—The subscription to, and postage for, the *Bengal Gazette* will hereforward be at the following rates, payable in advance:—

<i>For the Mofussil.</i>		Rs. A. P.			
Entire Gazette	...	...	10	0	0 per annum.
Postage	...	...	2	8	0 ..
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal					
...	...	...	4	0	0 ..
Postage	...	...	1	0	0 ..
For a single copy—					
Entire Gazette	...	...	0	4	0
Postage	...	...	0	1	0
Parts III, IV, V, and VI	...	...	0	1	0 for 4 sheets or under
					with an additional
					charge of 1 anna for
					every 4 sheets in excess
					of 4.
Postage	...	...	0	1	0

*For Calcutta.*

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

*Offy. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.*

[*Government Gazette, 20th May 1884.*]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ কেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত  
 হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মুকঃসম্পদ ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	১৫/১২	১৫২
ডাকমাশুল	...	"	২১।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড ( যাচাই ও হাউজিং ও বন্দ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আর্টন ও জাঠনের পাছুনিপি থাকে )	...	"	৪২
ডাকমাশুল	...	"	১২
সম্পূর্ণ এক খণ্ড গেজেটের মূল্য	...		১০
ডাকমাশুল	...		১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড ( প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার বা তাহার দুই বা ততোধিক পৃষ্ঠার মূল্য )	...		১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার প্রতি আন এক আনা ।
ডাকমাশুল	...		১০

কলিকাতায় ।

স্বাক্ষরিত হয়, মুদ্রিত হয়, সনদীন মূল্য, কলিকাতায় কেম্বল ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ই, এম. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একাডিমি ছোট্ট সেক্রেটারী ।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BORTON,

*Under-Secretary to the Govt. of Bengal.*

The 12th December 1882

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisements.—	1 annas per line.

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ২০ মে ]

## বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাভিরিক্ত এই মন্তব্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানার কোন কর্ম করাইতে চাহিলে ত্রিমিস্ত্র নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইন্টিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডব্লিউ, বল্টন,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইন্টিহার প্রকাশ করিবার হার এইঃ—				টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা এক বার প্রকাশ করণের	...	...	...	২০২
আধ পৃষ্ঠা " " "	...	...	...	১০২
কখনই ইন্টিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক বার পৃষ্ঠা	...	...	...	১০

## বিজ্ঞাপন।

রাজকার্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিন্গ ফিল্ড টৌনহালের হাতায়স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, বাকার স্প্রিন্গ কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 20th May 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল স্ক্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্যে প্রিন্ট ও ডিউইন মরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



# গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY MAY 27, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

## CONTENTS.

	PAGE.	নিবন্ধ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	61—63	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্বারক, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	১১—১৩
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	493—537	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্বারক, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৪৯৩—৫৩৭
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	বাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	বাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	বাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	বাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনত্র ...	বাই।
PART VIII.—Advertisements ...	499—530	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি ...	৪৯৯—৫৩০
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিমিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	বাই।

## PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্বারক, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

## HOME DEPARTMENT.

## NOTIFICATIONS.—ESTABLISHMENTS.

*Simla, the 16th May 1884.*

No. 112.—Mr. A. C. Mangles is permitted to resign Her Majesty's Bengal Civil Service, with effect from the 25th May 1884.

## JUDICIAL.

*The 14th May 1884.*

No. 670.—The Honourable W. F. McDonell, C.S., V.C., a Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, has obtained privilege leave for three months, with effect from the 15th June next, or from any subsequent date on which he may avail himself of the same.

*The 15th May 1884.*

No. 673.—Under the provisions of section 3 of Act XXVI of 1881 (The Negotiable Instruments Act, 1881), the Governor-General-in-Council has been pleased to appoint Moulvie Ali Kassim Khan, Rural Sub-Registrar of Lukhisera in the district of Monghyr, to perform the functions of a Notary Public under that Act.

A. MACKENZIE,  
*Secy. to the Govt. of India.*

## PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

## NOTIFICATION.

*The 12th May 1884.*

No. 116.—Mr. H. Bell, Superintending Engineer, Class 'II, Railway Branch, is appointed Engineer-in-Chief and Officiating Manager of the Tirhoot State Railway, with effect from the afternoon of the 2nd of April 1884.

W. S. TREVOR, Col. R.E.,  
*Secy. to the Govt. of India.*

হোম ডিপার্টমেন্ট।

সিরিশতা বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৬ মে।

১১২ নম্বর।—ঐযুত এ. সি. মাকডেনস সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৫ মে অবধি ঐক্সিমতীর বঙ্গদেশের সিলিস স্কিস ডাগ করিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

জুডিশিয়াল।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।

৬৭০ নম্বর।—বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের জজ মান্যবর ঐযুত ডবলিউ. এফ. মাকডেনস সাহেব. সি, এস, ও বি, সি, আগামি জুন মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি এংল,করেন তদবধি তিন মাসের অসুখের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।

৬৭৩ নম্বর।—মন্ত্রিসভাবিধিষ্ঠিত ঐযুত গবর্নর জেনরল সাহেব জেয় প্রিন্সিপাল নির্দেশনাপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের ১১ আগস্টের ৩ ধারার বিধানমতে মুজের জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরাইর আমা সব-রেজি-টার ঐযুত মৌলবী আলি কাসিম খাঁকে উক্ত আইনমতে নোটারি পাবলিকের ক্ষমতাক্রমে কায়া করিতে নিযুক্ত করিলেন।

এ. মাকোঞ্জি.

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।

১১৬ নম্বর।—রেলওয়ে শাখায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ঐযুত এচ. বেল সাহেব ১৮৮৪ সালের ২ অপ্রিলের অপরাহ্ন অবধি ত্রিভুত টেট রেলওয়ের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের ৩ একটা কায়াধাখের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডবলিউ. এম. ট্রেবর, কর্নেল, আর, ই,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।





# গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 27, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

## PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নিক্কারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।



## ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2003A.

**GENERAL.**—*The 50th April 1884.*—Mr. J. A. Hopkins, Officiating Magistrate and Collector, Tipperah, is allowed special leave for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th June next.

Mr. H. G. Cooke, Officiating Magistrate and Collector, Noakholly, is appointed to act as Magistrate and Collector of Tipperah, during the absence, on deputation, of Mr. F. Jones, or until further orders.

*The 5th May 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. R. Macdonald of his commission as Lieutenant in the Northern Bengal State Railway Volunteer Rifle Corps.

*The 6th May 1884.*—Mr. L. R. Forbes, Officiating Deputy Commissioner of the Sonthal Pergunnahs, is vested with the powers of a Settlement Officer under Regulation III of 1872.

*The 10th May 1884.*—Baboo Hursahoy Sing, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on special duty, Patna and Gya, is allowed leave, for three weeks, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

The following officers reported their departure from India, on furlough, on the dates mentioned opposite their names:—

Mr. W. M. Clay ... 11th April 1884. | Mr. A. W. B. Power ... 25th April 1884.

Mr. P. H. O'Brien, Assistant Magistrate and Collector, Bogra, is transferred to the district of Nuddea, and is posted to the sudder station of that district.

*The 13th May 1884.*—Mr. E. R. Middleton, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, reported his departure from India, on furlough, on the 25th April 1884.

Mr. F. H. Barrow, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the first grade, is confirmed in that grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. J. Kelleher.

Mr. Barrow will continue to act as Magistrate and Collector of Koolna until further orders.

Mr. C. A. Wilkins, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, on leave, is confirmed in that grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. F. H. Barrow.

The order of the 18th March last, published in the *Calcutta Gazette* of the 19th idem, appointing Mr. C. A. S. Bedford to act as Deputy Commissioner of the Chittagong Hill Tracts, is cancelled.

Mr. J. A. Bourdillon, Inspector-General of Registration, has been granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for six months.

Baboo Srinath Chatterjee, Sub-Deputy Collector, Buxar, Shahabad, is transferred temporarily to the Blahooah sub-division of that district.

*The 17th May 1884.*—Baboo Bhogoban Chunder Bose is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Mymensingh, during the absence, on leave, of Baboo Petumber Banerjee, or until further orders.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

**বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।**

১০০৩ A নম্বর ।

সাঁধারন ।—১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন ।—ত্রিপুরার একটিং মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত জে, এ. ইপকিন্স সাহেব সিভিল কার্যাকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৬১ ধারামতে আগামি জুন মাসের ২০ তারিখ অবধি ছয় মাসের বিশেষ ছুটি পাইলেন ।

রাষ্ট্রকার্যোপালক্ষে জীয়ুত এফ. জোন্স সাহেবের অনুশাস্তিকালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, মওয়াখালীর একটিং মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত এচ. জি. কুর সাহেব ত্রিপুরার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—জীয়ুত এ. আর. মাজিস্ট্রেট সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের টেট রেল-ওয়ের বলন্টিয়র রাইকলমলের লেপ্টেনেন্ট সুরুল স্বীয় কমিশান ভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৬ মে ।—সাঁওতাল পরগনার একটিং ডেপুটী কমিশানর জীয়ুত এন. আর. ফর্কস সাহেব ১৮৭২ সালের ৩ আইনমতে বন্দেরস্তর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১০ মে ।—পাটনা ও গয়ায় বিশেষ কার্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু হরমোয় সিংহ যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যাকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন সপ্তাহের ছুটি পাইলেন ।

নিম্নলিখিত কার্যাকারকেরা নিয়মিত ছুটি লইয়া আপন২ মাসের পান্থলিখিত তারিখে তারতবর্ষ হইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন ।—

জীয়ুত ডবলিউ. এম. ক্রে সাহেব, ১৮৮৪  
সালের ১১ আশ্বিন ।

জীয়ুত এ. ডবলিউ. বি. পোয়র সাহেব, ১৮৮৪  
সালের ২৫ আশ্বিন ।

বগুড়ার অসিস্টেট মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত পি. এচ. ওয়াইন সাহেব নদীয়া জিলার প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মৌকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে ।—মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত ই. আর. মিলটন সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৫ আশ্বিনে তারতবর্ষ হইতে স্বায় গমনের রিপোর্ট করেন ।

জীয়ুত জে. কলেচর সাহেবের পরিবর্তে প্রথম শ্রেণীর কিয়েকালীন জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত এফ. এচ. বারো সাহেব গত মাচ্চ মাসের ২৯ তারিখ অবধি সেই পদে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

জীয়ুত বারো সাহেব যাবৎ অন্য আত্মা না হয় মুন্সীর মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে থাকিবেন ।

জীয়ুত এফ. এচ. বারো সাহেবের পরিবর্তে ছুটিপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়েকালীন জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত সি. এ. উইলকিন্স সাহেব গত মাচ্চ মাসের ২৯ তারিখ অবধি সেই শ্রেণীতে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

চট্টগ্রামের পরিত্যগী প্রদেশের ডেপুটি কমিশানর কর্ম করণার্থে জীয়ুত সি. এ. এস. বেডফোর্ড সাহেব কিয়েকালীন কয়েক বিধির গত মাচ্চ মাসের ৮ তারিখের যে আত্মা এই মাসের ২৯ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা রহিত করা গেল ।

তারতবর্ষের পক্ষে মহিম্বর জীয়ুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব রেজেক্টরী করণ কার্যের ইনস্পেক্টর জেনরল জীয়ুত জে. এ. ব্রিডিং সাহেবকে আর ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি দিয়াছেন ।

সাঁধারন অস্থগত বঙ্গের সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু জীনাথ চট্টোপাধ্যায় কিয়েকালীন নিমিত্তে এই জিলার অন্তর্গত ভূরূপা মহকুমায় প্রেরিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে ।—জীয়ুত বাবু দীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছুটি প্রযুক্ত অনুশাস্তিকালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয় জীয়ুত বাবু ভগবান চন্দ্র বসু নয়নবাগানের সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে । ]

**POLICE.**—*The 5th May 1884.*—Mr. H. N. Harris, District Superintendent of Police, Lohardugga, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 19th instant.

Mr. T. G. Charles, District Superintendent of Police, Jessore, is transferred to Lohardugga.

Mr. W. H. Cornish, District Superintendent of Police, Noakholly, is transferred to Jessore.

Mr. H. S. Schurr, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as District Superintendent of Police, Noakholly, until further orders.

*The 6th May 1884.*—Mr. E. Muspratt, Officiating Assistant Superintendent of Police, Burdwan, is allowed leave for two days, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 9th January last.

The orders of the 19th March last, appointing Mr. W. D. Pratt, A. E. C. Bolst, and R. F. H. Pughe to act, until further orders, in the second, third and fourth grades of District Superintendents of Police, respectively, will have effect from the 2nd February 1884.

*The 9th May 1884.*—The services of Mr. V. W. Bertolsen, District Superintendent of Police, Mymensingh, are placed at the disposal of the Government of India, in the Home Department. This cancels the order of the 21st March last, placing the services of Mr. W. Campbell, District Superintendent of Police, Singbhoom, temporarily at the disposal of that department.

Mr. H. M. Reily, District Superintendent of Police, Moorshedabad, is transferred to Mymensingh.

Mr. T. C. Orr, Assistant Superintendent of Police, Serampore, is appointed to act as District Superintendent of Police, Moorshedabad, until further orders.

Mr. G. D. Graham, Assistant Superintendent of Police, on leave, is appointed to act as District Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, during the absence, on leave, of Mr. W. D. Pratt, or until further orders.

Baboo Gopal Hari Mullick, Assistant Superintendent of Police, Midnapore, is appointed to act as District Superintendent of Police of that district, during the absence, on deputation, of Mr. O. S. Stack, or until further orders.

Mr. H. E. O. Paget, Assistant Superintendent of Police, Shahabad, is appointed to act as District Superintendent of Police, Khoolna, during the absence, on leave, of Mr. C. Raban, or until further orders.

Mr. E. Muspratt, Officiating Assistant Superintendent of Police, Burdwan, is transferred to Shahabad.

Mr. A. R. Anley, Officiating Assistant Superintendent of Police, Dinagepore, is transferred to Cuttack.

*The 12th May 1884.*—Mr. J. Cowie, Officiating Assistant Superintendent of Police, is posted to the Burdwan district, with effect from the date on which he joined that district.

*The 19th May 1884.*—Lieutenant-Colonel W. W. Hume, District Superintendent of Police, Julpigorce, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Colonel H. E. Waller, promoted.

Mr. R. H. G. Irvine, District Superintendent of Police, Dinagepore, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Lieutenant-Colonel W. W. Hume.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ মে।—লোহারডগার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড এচ, এস, হারিস সাহেব সিবিল কার্গাকারদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১৯ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

বশোহরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড টি, জি, চার্লস সাহেব লোহারডগার প্রেরিত হইলেন।

নওরাখালীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড ডবলিউ, এচ, কর্ণিস সাহেব বশোহরে প্রেরিত হইলেন।

২৪ পরগনার পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড এচ, এস, শর সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় নওরাখালীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।—বর্দ্ধমানের পোলীসের একটিং আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড ই, মস্তুটি সাহেব গত জাম্বুয়ারি মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্গাকারদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারার ২ প্রকরণমতে দুই দিনের ছুটি পাইলেন।

জ্যুড ডবলিউ, ডি, প্রাট ও এ, ই, সি, বোলকট এবং আর, এস, এচ, পিউ সাহেবকে যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় কুমারপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের দায়িত্ব। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীমতে কৰ্ম করণার্থে নিযুক্ত করণবিষয়ক গত মার্চ মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞা ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি অবধি ফলবৎ হইবে।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—ময়মনসিংহের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড বি, ডবলিউ, বটেলসেন সাহেব হোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাবিনে সংস্থাপিত হইলেন।

সিংভূমের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড ডবলিউ, কাশেম সাহেবকে কিয়ৎকালের নিমিত্তে উক্ত ডিপার্টমেন্টে সংস্থাপন করণ বিষয়ক গত মার্চ মাসের ২১ তারিখের আজ্ঞা এতদ্বারা বাহিত করা গেল।

মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড এচ, এস, রাইলী সাহেব ময়মনসিংহে প্রেরিত হইলেন।

আঁমপুতের পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড টি, সি, আর, সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জ্যুড ডবলিউ, ডি, প্রাট সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছুটি প্রাপ্ত পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড জি, ডি, গ্রাহম সাহেব ২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্যোপলক্ষে জ্যুড ও, এস, ফীক সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেদিনীপুরের পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড বাবু গোপালহরি মল্লিক উক্ত জিলার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জ্যুড সি, রেবান সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শাহাবাদের পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড এচ, ই, সি, পাগেট সাহেব খুলনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের পোলীসের একটিং আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড ই, মস্তুটি সাহেব শাহাবাদে প্রেরিত হইলেন।

দিনাজপুরের পোলীসের একটিং আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড এ, আর, আনলী সাহেব কটকে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮২ সাল ১২ মে।—পোলীসের একটিং আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টে জ্যুড জে, কোইসাহেব বর্দ্ধমান জিলার কৰ্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সেই জিলার অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—কর্ণেল জ্যুড এচ, ই, ওয়ালর সাহেবের পদবৃদ্ধি হওয়াতে অলপাইগুলির পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট লেণ্টেনেন্ট কর্নেল জ্যুড ডবলিউ, ডবলিউ, হিউম সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি পুলিশের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের প্রথম শ্রেণীমতে কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

লেণ্টেনেন্ট কর্নেল জ্যুড ডবলিউ, ডবলিউ, হিউম সাহেবের পরিবর্তে দিনাজপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জ্যুড আর, এচ, জি, অদ্দিন সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে । ]

Mr. J. B. Goad, District Superintendent of Police, Hazaribagh, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. R. H. G. Irvine.

Mr. W. R. Green, District Superintendent of Police, Hooghly, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. J. B. Goad.

Mr. W. B. Maxwell, District Superintendent of Police, Assam, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. C. Jennings, on leave.

Mr. C. A. Fisher, Commandant of Frontier Police, Assam, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. W. B. Maxwell.

Mr. H. W. J. Bamber, District Superintendent of Police, Rajshahye, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Lieutenant-Colonel W. L. N. Knyvett, on deputation.

Mr. J. Masters, District Superintendent of Police, Burdwan, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. H. W. J. Bamber.

Mr. A. V. Knyvett, Personal Assistant to the Inspector-General of Police, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. J. Masters.

Mr. F. A. Dawson, District Superintendent of Police, Bankoora, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. A. V. Knyvett.

Mr. W. H. Cornish, District Superintendent of Police, Jessore, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Colonel W. Gordon, on leave.

Mr. B. Rattray, District Superintendent of Police, Pubna, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Mr. W. H. Cornish.

Mr. H. V. H. Roberts, District Superintendent of Police, Tipperah, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Mr. B. Rattray.

**ECCLESIASTICAL.**—*The 5th May 1884.*—The Reverend Prem Chand Nath, Native Minister, Wesleyan Methodist Church, Calcutta, is authorized, under clause 5, section 5, Act XV of 1872, to grant certificates of marriage between Native Christians.

**REGISTRATION.**—*The 8th May 1884.*—Baboo Ashutosh Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is appointed to be also Sub-Registrar of the sudder subdivision of that district, with effect from the 14th April 1884, *vice* Baboo Mahendro Nath Mookerjee.

*The 12th May 1884.*—Baboo Hari Charan Gangooly is appointed to be Rural Sub-Registrar of Baduria, in the district of the 24-Pergunnahs.

**EDUCATION.**—*The 13th May 1884.*—Mr. H. H. Locke, Principal, School of Arts, Calcutta, has been granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for three months.

*The 14th May 1884.*—The services of Dr. George Watt, Professor of the Presidency College, lately employed on special duty in connection with the late Calcutta International Exhibition, were placed temporarily at the disposal of the Government of India, Revenue and Agricultural Department, with effect from the 5th May 1884.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

ক্রীযুত আর, এচ, জি, অর্কিন সাহেবের পরিবর্তে হাজারিবাগের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রীযুত জে, বি, গোল্ড সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রীযুত জে, বি, গোল্ড সাহেবের পরিবর্তে হুগলীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রীযুত ডবলিউ, আর, গ্রীন সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রীযুত সি. জেন্স সাহেব ছুটীলওয়াতে পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রীযুত ডবলিউ, বি, মাল্লওয়ার সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রীযুত ডবলিউ, বি, মাল্লওয়ার সাহেবের পরিবর্তে পাল্লার পোলীসের কমাণ্ডেন্ট ক্রীযুত সি, এ, ফিশার সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাউণ্ডহোপলকে স্টেপ্টেনেন্ট কর্নেল ক্রীযুত ডবলিউ, এল, হন. নিবেট সাহেবের পরিবর্তে রাজ-শাহীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রীযুত এচ. ডবলিউ. জে, বাবর সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রীযুত এচ. ডবলিউ, জে, বাবর সাহেবের পরিবর্তে বঙ্গমানেব পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রীযুত জে, মাক্স সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রীযুত জে, মাক্স সাহেবের পরিবর্তে পোলীসের ইন্স্পেক্টর-জেনরল সাহেবের স্বকীয় অফিস-ফোর্স ক্রীযুত এ, বি, নিবেট সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রীযুত এ, বি, নিবেট সাহেবের পরিবর্তে বাবুয়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রীযুত এফ, এ, ভাসন সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কর্নেল ক্রীযুত ডবলিউ, গর্ডন সাহেব ছুটীলওয়াতে যশোরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রীযুত ডবলিউ, এচ, কর্নিস সাহেব গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রীযুত ডবলিউ, এচ, কর্নিস সাহেবের পরিবর্তে পাবনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রীযুত বি, রাট্টে সাহেব গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রীযুত বি, রাট্টে সাহেবের পরিবর্তে ত্রিপুরার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্রীযুত এচ, বি, এচ, রবটস সাহেব গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ধর্মকাধ্যাসম্পর্কীয়।—১৮৮৪ সাল ৫ মে।—কলিকাতার ওয়েসলিয়ন মেথডিস্ট গির্জার ধর্মোপদেশক পাদরী ক্রীযুত প্রেমচাঁদ নাথ, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বি এদেশীয় ব্যক্তিদের বিবাহের সার্টিফিকেট দিতে ১৮৭২ সালের ১৫ আইনের ৫ ধারার ৫ প্রকরণমতে বিবাহের সার্টিফিকেট দিবার ক্ষমতা পাইলেন।

রেজিষ্ট্রারী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৮ মে।—ক্রীযুত বাবু মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে লোহারডগার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ক্রীযুত বাবু আশুতোষ গুপ্ত ১৮৮৪ সালের ১৪ অপ্রিল অবধি উক্ত জিলায় সদর মহকুমার সব-রেজিষ্ট্রারের পদেও নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—ক্রীযুত বাবু হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ২৪ পরগনা জিলায় অন্তর্গত বাহুড়িয়ার গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—ভারতবর্ষের পক্ষে মহিমুর ক্রীযুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব কলিকাতার আট স্কুলের প্রিন্সিপাল ক্রীযুত এচ, এচ, লক সাহেবকে আর তিন মাসের নিয়মিত ছুটি দিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—ভূতপূর্ব কলিকাতার অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী সংক্রান্ত বিশেষ কার্যে সম্প্রতি নিযুক্ত প্রেসিডেন্সী কালেক্টর অধ্যাপক ডাক্তর ক্রীযুত অর্জুনাচরণ সাহেব ১৮৮৪ সালের ৫ মে অবধি ক্রিয়াকালের জন্য রাজস্ব ও কৃষিকাধ্যাসম্পর্কীয় কার্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে। ]

*The 17th May 1884.*—Baboo Beni Madhub De, Head Master, Howrah, Zillah School, acted for one month in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Mr. H. Collio, on leave.

Baboo Chunder Mohun Mozoomdar, Head Master, Chittagong College, acted for one month in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Baboo Benimadhub De.

Baboo Bireswar Chatterjee, Additional Lecturer, Sanskrit College, acted for one month in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Baboo Chundra Mohun Mozoomdar.

Baboo Baikantha Nath Roy, Third Master, Dacca Collegiate School, acted for three months in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 11th December 1883, *vice* Baboo Brojendra Kumar Guha, on leave.

Baboo Srinath Dutta, Deputy Inspector of Schools, Manbhoom, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 10th April 1884, *vice* Baboo Kailas Chunder Sen, on leave.

Baboo Mathura Nath Chatterjee, Assistant Inspector of Schools, Bhagulpore Division, acted for three months in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Radha Nath Roy, on leave.

Baboo Srikrishna Chatterjee, Head Master, Bhagulpore Zillah School, acted for three months in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Mathura Nath Chatterjee.

Baboo Madhusudan Rao, while officiating for the Joint-Inspector of Schools, Orissa, acted for three months in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Srikrishna Chatterjee.

Baboo Hara Mohan Bhattacharjee, Deputy Inspector of Schools, Southal Pergunnahs, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 1st March 1884, during the absence, on leave, of Baboo Bhaban Mohun Nyogi, or until further orders.

Baboo Umabrosad De, Deputy Inspector of Schools, Bogra, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 1st March 1884, *vice* Baboo Hara Mohan Bhattacharjee.

Mr. A. S. Phillips, Head Master, Patna Collegiate School, is appointed to act in class I of the Bengal Subordinate Educational Service, during the absence, on leave, of Mr. A. J. C. Behrendt, or until further orders.

Baboo Abinash Chandra Chatterjee, Assistant Professor, Ravenshaw College, Cuttack, is appointed to act in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Mr. A. S. Phillips.

Baboo Rajkrishna Roy Chowdhuri, Deputy Inspector of Schools, Hooghly, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Abinash Chandra Chatterjee.

Baboo Soshi Bhusan Dutt, Lecturer, College Classes, Bethune Girls' School, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Rajkrishna Roy Chowdhuri.

Baboo Siv Narain Trevedi, Deputy Inspector of Schools, Gya, acted for one month and a half in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 2nd November 1883, *vice* Muushi Abdool Rohim, on leave.

Mr. S. Ager, Principal, Ravenshaw College, Cuttack, is appointed to officiate, until further orders, in class IV of the Bengal Educational Service, with effect from the 1st April 1884.

Baboo Dina Nath Sen, Joint-Inspector of Schools, Dacca Circle, is appointed to act in class I of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Mr. S. Ager.

[ *Government Gazette, 27th May 1884.* ]

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—শ্রীযুত এচ, কালী সাহেব দুটি লওয়াতে হাবডার জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু বনৌদ্যব দে ১৮৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু বনৌদ্যব দে পরিবর্তে চট্টগ্রাম কলেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু চন্দ্রনাথ মজুমদার ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত তৃতীয় শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রনাথ মজুমদারের পরিবর্তে সংক্রান্ত কালেক্টর অতিরিক্ত উপদেষ্টক শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর কুমার গুপ্ত দুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে ঢাকা কলেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু টেকচাঁদ ঠাকুর ১৮৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু টেকচাঁদ চন্দ্র সেন দুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে বানরুঘের স্কুল সন্মুখের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু জিলাদ মল্ল ১৮৮৪ সালের ১০ আশ্বিন অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রামনাথ ঠাকুর দুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে ভাগলপুর খণ্ডের স্কুল সন্মুখের আশিফাউল ইসলাম শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিন মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ভাগলপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু জিলাদ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের তৃতীয় শ্রেণীতে তিন মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু জিলাদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ ঠাকুর উড়িষ্যা স্কুল সন্মুখের এনটিং আফট-ইনস্পেক্টরের কর্ম করণালী ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে তিন মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু ভুবন মোহন নিয়োজিত দুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাটনার কলেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত এ, এস. ফিলিপস সাহেব বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু হরমোহন ভট্টাচার্যের পরিবর্তে বগুড়ার স্কুল সন্মুখের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু উমা প্রসাদ দে, ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এ, জে, সি বেংগেট সাহেবের দুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাটনার কলেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত এ, এস. ফিলিপস সাহেব বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এ, এস ফিলিপস সাহেবের পরিবর্তে কটকের রেবানশা কলেজের সহকারি অধ্যাপক শ্রীযুত বাবু অনিলাশঙ্ক চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু অনিলাশঙ্ক চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে হুগলীর স্কুল সন্মুখের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর পরিবর্তে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের কলেজ ক্লাসের উপদেষ্টক শ্রীযুত বাবু শশীভূষণ মল্ল বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মুনশী আবদুল রহিম দুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে গয়ার স্কুল সন্মুখের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ত্রিবেদী ১৮৮৩ সালের ২ নবেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে দেড় মাস কর্ম করিয়াছেন।

কটকের রেবানশা কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুত এস, এগর, সাহেব ১৮৮৪ সালের ১ আশ্বিন অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বঙ্গদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এস, এগর সাহেবের পরিবর্তে ঢাকা চক্রের স্কুল সন্মুখের জাইন্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু দীননাথ সেন বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে । ]



Baboo Mathura Nath Chatterjee, Assistant Inspector of Schools, Bhagulpore Division, is appointed to act in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Dina Nath Sen.

Baboo Chundra Mohun Mozoomdar, Head Master, Chittagong College, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Mathura Nath Chatterjee.

Baboo Bireswar Chatterjee, Lecturer, Sanskrit College, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Chandra Mohun Mozoomdar.

Mr. G. Bellett, Inspector of Schools Rajshahye Circle, reported his departure from India, on furlough, on the 24th March 1884.

**FORESTS.**—*The 13th May 1884.*—Mr. G. W. Strettell, Deputy Conservator of Forests Sunderbuns Division, is granted furlough for three months on medical certificate, with effect from the 8th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, is transferred from the Chittagong to the Sunderbuns Forest Division.

Mr. R. H. M. Ellis, Deputy Conservator of Forests, on furlough, is posted to the charge of the Chittagong Forest Division.

*The 17th May 1884.*—Mr. R. L. Heinig, Officiating Assistant Conservator of Forests, Singhbhum Forest sub-division, is allowed three months' privilege leave, under section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 15th May 1884, or any subsequent date on which he may avail himself of it.

Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, Chota Nagpore Forest Division, will hold charge of the Singhbhum Forest sub-division, in addition to his other duties, during the absence of Mr. Heinig, on leave, or until further orders.

**MEDICAL.**—*The 1st May 1884.*—Assistant Surgeon Grish Chunder Bhor, a Supernumerary at Beerbhoom, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Gopal Chunder Dey, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Medical Officer at the Sandheads, during the absence, on leave, of Mr. F. J. Murphy, or until further orders.

*The 7th May 1884.*—Assistant Surgeon Purna Chunder Purkait, a Supernumerary at Arrah, is appointed temporarily to have medical charge of the sub-division and dispensary at Diamond Harbour, in the district of the 24-Pergunnahs.

Surgeon W. Beatson, Officiating Resident Surgeon, Medical College Hospital, Calcutta, acted as First Resident Surgeon, Presidency General Hospital, from the 27th February to the 3rd March last, inclusive.

*The 9th May 1884.*—Surgeon-Major D. O'Connell Raye, Professor of Surgical and Descriptive Anatomy, Medical College, Calcutta, is appointed to act as Professor of Surgery in that institution and as First Surgeon to the College Hospital, during the absence, on leave, of Surgeon-Major K. McLeod, or until further orders.

Surgeon-Major J. O'Brien, Civil Surgeon of Tipperah, is appointed to act as Professor of Surgical and Descriptive Anatomy in the Medical College, Calcutta, and as Second Surgeon to the College Hospital, during the absence, on deputation, of Surgeon-Major D. O'Connell Raye, or until further orders.

Baboo Ghaneshyam Gupta, Munsif of Mudchpore, in the district of Bhagulpore, is appointed to be a member of the Committee for the management of the charitable dispensary at that place.

*The 10th May 1884.*—Surgeon-Major J. Wilson, Officiating Civil Surgeon of Maldah, is appointed to act as Civil Surgeon of Lohardugga, during the absence, on leave, of Dr. F. R. Swaine, or until further orders.

শ্রীযুত বাবু নীলনাথ সেনের পরিবর্তে ভাগলপুর খণ্ডের স্কুল সমূহের আসিস্ট্যান্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু মথুরা নাথ চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত বাবু মথুরা নাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে চট্টগ্রাম কালেক্টরের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন মজুমদার বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন মজুমদারের পরিবর্তে সংস্কৃত কালেক্টরের উপদেষ্টক শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজশাহী চক্রের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুত জি. বেংকট সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৪ মার্চ ভারতবর্ষ হইতে দ্বীপ গমনের রিপোর্ট করেন ।

বনবিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে ।—সুন্দর বনখণ্ডের ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত জি. ডবলিউ. ক্রিষ্টেন সাহেব ঐতিহাসিক ৮ তারিখ অবধি অথবা তারিখ পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি চিকিৎসকের সার্টিফিকেটক্রমে তিন মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন ।

একটিং ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত ডবলিউ. এম. গ্রিন সাহেব চট্টগ্রাম হইতে সুন্দর বন খণ্ডে প্রেরিত হইলেন ।

নিয়মিত ছুটী প্রাপ্ত ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত আর. এচ. এম. এলিস সাহেব চট্টগ্রাম বন খণ্ডের কর্মের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে ।—সিংহভূমির উপখণ্ডের একটিং সচকারি বনরক্ষক শ্রীযুত আর. এল. কেলিং সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৫ মে অথবা তারিখ পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কায্যকারীদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন ।

শ্রীযুত কেলিং সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, ছোট নাগপুর বন খণ্ডের ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত এফ. বি. মাস্টন সাহেব আপন অন্যান্য কর্মসম্বন্ধে সিংহভূমির উপখণ্ডের কাগজ ভার গ্রহণ করিবেন ।

চিকিৎসা ।—১৮৮৪ সাল ১ মে ।—দীরভূমির অতিরিক্ত আসিস্ট্যান্ট সার্জন শ্রীযুত গণেশচন্দ্র ভদ্র যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কায্যকারীদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন ।

শ্রীযুত এফ. জে. মর্চিস সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিস্ট্যান্ট সার্জন শ্রীযুত গোপালচন্দ্র দে, গঙ্গাসাগরের চিকিৎসকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।—আগতে অতিরিক্ত আসিস্ট্যান্ট সার্জন শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র পরমহিত কিয়ৎ কালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কল্যাণী মহকুমায় ও ঔষধালয়ের চিকিৎসা কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হস্পাতালের একটিং রেসিডেন্ট সার্জন, সার্জন শ্রীযুত ডবলিউ বীটন সাহেব গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৭ তারিখ অবধি মার্চ মাসের ৩ তারিখ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী জেনারেল হস্পাতালের প্রথম রেসিডেন্ট সার্জনের কর্ম করিয়াছেন ।

১৮৮৪ সাল ৯ মে ।—সার্জন মেজর শ্রীযুত কে. মাকলোড সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের ব্যবচ্ছেদ ও শারীরতত্ত্ব বিদ্যার অধ্যাপক সার্জন মেজর শ্রীযুত ডি. ও'কনেল সাহেব উক্ত কলেজে অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যার অধ্যাপকের ও কলেজ হস্পাতালের প্রথম সার্জনের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজকোলেজপক্ষে সার্জন মেজর শ্রীযুত ডি. ও'কনেল সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, হিপুরার সিভিল চিকিৎসক সার্জন মেজর শ্রীযুত জে. ওব্রাংন সাহেব কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে ব্যবচ্ছেদ ও শারীরতত্ত্ব বিদ্যার অধ্যাপকের এবং কলেজ হস্পাতালের দ্বিতীয় সার্জনের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত মধোপুরের মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু ঘনশ্যাম গুপ্ত সেই স্থানের দাওয়া ঔষধালয়ের কার্যাবলীকর কমিসীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১০ মে ।—ডাক্তর শ্রীযুত এফ. আর. খেন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মা না হয়, মালদহের একটিং সিভিল চিকিৎসক সার্জন মেজর শ্রীযুত জে. উইলসন সাহেব লোহারডগার সিভিল চিকিৎসকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

গিবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

*The 12th May 1884.*—Surgeon D. W. D. Comins, Civil Surgeon of Jessore, reported his departure from India, on furlough, on the 25th April 1884.

**VACCINATION.**—*The 6th May 1884.*—Surgeon W. Owen, Officiating Superintendent of Vaccination, Ranchi Circle, is allowed leave for two months and eighteen days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

*The 8th May 1884.*—Moulvie Tajamul Hossein, Deputy Superintendent of Vaccination, Darjeeling Circle, is allowed leave for two months and 20 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

**MUNICIPAL.**—*The 18th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Monghyr Municipality of Mr. G. Thomas to be their Vice-Chairman.

*The 20th April 1884.*—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Santipore Municipality, in the district of Nuddea:—

Baboo Gopi Churn Nundi.		Baboo Krishna Bihary Mookerjee,
„ Shurat Chunder Roy.		Pandit Madongopal Gossami.

The following gentlemen are also re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Haridas Roy.		Baboo Kasi Chunder Banerjee.
„ Ssiram Chunder Ganguli.		„ Modhu Shudan Pramanik.
Baboo Paramartha Ganguli.		

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Bankoora Municipality of Baboo Benode Behari Mandul to be their Vice-Chairman.

*The 4th May 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Tumlook Municipality, in the district of Midnapore, of Baboo Rajendra Lal Gupta to be their Vice-Chairman.

*The 9th May 1884.*—Moulvie Sahajohurul Hossen is appointed to be a Commissioner of the Rampore Beaulah Municipality, in the district of Rajshahye.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Chittagong Municipality of Dr. E. Sanders, Civil Surgeon, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Serajgunge Municipality, in the district of Pubna, of Baboo Poorno Chunder Mittra, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

Baboo Mohesh Chunder Dutt, Head Assistant to the Serajgunge Jute Company, Limited, is re-appointed to be a Commissioner of the Serajgunge Municipality, in the district of Pubna.

*The 11th May 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Joynagore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Ananda Chundra Ghose to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Bhupendra Narain Dutta.		Baboo Haridas Dutt.
Baboo Romanath Banerjee.		

[Government Gazette 27th May 1884.]

১৮৮৪ সাল ১২ মে ।—যশোরের সিভিল চিকিৎসক সর্জন জীযুত ডি, ডবলিউ, ডি, কমিংস সাহেব নিম্নলিখিত ছুটি লইয়া :—১৮৮৪ সালের ২৫ আশ্বিনে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন ।

টিকানান বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৯ মে ।—বাঁকি চক্রে টিকানান কার্যের একটিকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট সর্জন জীযুত ডবলিউ, ওয়েন সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারীদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস আঠার দিনের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৮ মে ।—মার্জিলিঙ্গ চক্রে টিকানান কার্যের ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত মৌলবী তজমল হুসেন যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারীদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস বিশ দিনের ছুটি পাইলেন ।

মুন্সিপাল বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন ।—মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা জীযুত জি, ডামস সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্যায় মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ২০ আশ্বিন ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নদীয়া জিলার অন্তর্গত শান্তিপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

জীযুত বাবু গোপীচরণ মল্লী ।

„ বাবু শরচ্চন্দ্র রায় ।

জীযুত বাবু কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায় ।

„ পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামী ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্যায় নিযুক্ত হইলেন ।—

জীযুত বাবু হরিদাস রায় ।

„ বাবু জীরাধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ।

জীযুত বাবু কাশীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

„ বাবু মধুসূদন শ্রামণিক ।

জীযুত বাবু পরমার্থ গঙ্গোপাধ্যায় ।

বাঁকড়া মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা জীযুত বাবু বিনোদবিহারী মণ্ডলকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৪ মে ।—মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত তমলুক মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা জীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ গুপ্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্যায় মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৯ মে ।—জীযুত মৌলবী সাহজাদুল হুসেন রাজশাহী জিলার অন্তর্গত রামপুর বোয়ালিয়া মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

চট্টগ্রাম মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা সিভিল চিকিৎসক ডাক্তর জীযুত ই, মাওস সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্যায় মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

পাবনা জিলার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্যায় মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

সীমাবদ্ধ সেরাজগঞ্জ জুট কোম্পানির চেভ আসিস্ট্যান্ট জীযুত বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত পাবনা জিলার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্যায় নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১১ মে ।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত জয়নগর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা জীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্যায় মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্যায় নিযুক্ত হইলেন ।—

জীযুত বাবু কুপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত ।

জীযুত বাবু হরিদাস দত্ত ।

জীযুত বাবু রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে । ]

*The 12th May 1884*—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Mozufferpore Municipality :—

Baboo Gourisankur Biswas, Deputy Magistrate and Deputy Collector.

Hazee Syud Mahomed Taki Khan.

Mr. H. Bell, Manager, Tirhoot State Railway.

Baboo Parmanund, Deputy Inspector of Schools.

Hafiz Syud Sadut Ali.

*The 13th May 1884*.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the South Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Nilmani Mittra to be their Vice-Chairman.

Baboo Nabin Chunder Banerjee is re-appointed to be a Commissioner of the North Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

*The 14th May 1884*.—Mr. E. G. Macleod, Barrister-at-Law, is appointed to be a Commissioner of the Kotechandpore Municipality, in the district of Jessore.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Modhubani Municipality, in the district of Durbhunga, of Baboo Judunath Sarkar, Sub-Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Curwa Municipality, in the district of Burdwan, of Baboo Brojendra Nath Sen to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Gya Municipality of Baboo Bhoop Sen Singh to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Darjeeling Municipality of Mr. E. A. Parsick, c.e., to be their Vice-Chairman.

*The 15th May 1884*.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Dacca Municipality of Dr. P. K. Roy, Professor, Dacca College, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Midnapore Municipality of Baboo Bipin Behary Dutt to be their Vice-Chairman.

**ROAD CESS.**—*The 11th May 1884*.—Baboo Shama Koomud Mookerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member and Vice-Chairman of the Rungpore District Road Committee, *vice* Mr. C. R. Marriott, transferred.

The Hon'ble Kumar Baikunthanath De is re-appointed to be Vice Chairman of the Balasore District Road Committee.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

*No. 9.*—*The 8th May 1884*.—Mr. H. Luttmann-Johnson, Deputy Commissioner, reported his return from furlough, at Bombay, in the afternoon of the 28th April 1884.

*No. 10.*—Mr. C. J. Lyall made over charge of the office of Judge and Commissioner, Assam Valley Districts, to Mr. H. Luttmann-Johnson, and availed himself of subsidiary leave, preparatory to furlough, in the afternoon of the 5th May 1884.

F. B. PEACOCK,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

১৮৮৪ সাল ১২ মে নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মজল্লারপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু গৌরীশঙ্কর দিখাস।

জীযুত হাজি সৈয়দ মহম্মদ তাকি খাঁ।

ত্রিভূত স্টেট রেলওয়ের কার্ধ্যাধ্যক্ষ জীযুত এচ, বেল সাহেব।

স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জীযুত পরমানন্দ বাবু।

জীযুত হাজি সৈয়দ সাদৎ আলি।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ দমনমার মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। জীযুত বাবু নীলমনি মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরার মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

জীযুত বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত উত্তর দমনমার মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনরার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—বারিষ্টার-আর্ট-লা জীযুত ই. জি. মাকলোড সাহেব যশোহর জিলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত মধুবনী মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। সব-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু যদুনাথ সরকারকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরার মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

বর্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটওয়া মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। জীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সেনকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরার মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

গয়া মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। জীযুত বাবু ভূপসেন গিহককে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরার মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

দার্জিলিং মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। জীযুত ই. এ পার্সিক সি. টি. সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—ঢাকা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। ঢাকা কালেক্টর অধ্যাপক ডাক্তার জীযুত পি, কে রায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

মেদিনীপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। জীযুত বাবু বিপিনবিহারী দত্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরার মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১১ মে।—জীযুত সি, আর, বেরিষ্ট সাহেব স্থানীয়ভাবে প্রেরিত হওয়াতে তৎপরিবর্তে একটী ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু শ্যামাকুমার মুখোপাধ্যায় রঙ্গপুর জিলার পথকমিটির মেম্বর ও প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রাবণ জীযুত কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে, বাঁলেখর জিলার পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরার নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আশাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

৯ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৮ মে।—ডেপুটী কমিশ্যনর জীযুত এচ, লটমান জনসন সাহেব নিয়মিত ছুটি হইতে ১৮৮৪ সালের ২৮ আগ্রিলের অপরাহ্নে বোম্বাইয়ে স্বীয় আত্মগমনের রিপোর্ট করিলেন।

১০ নম্বর।—জীযুত সি, জে, লায়ল সাহেব আশাম উপত্যকা জিলার জজের ও কমিশ্যনরের কমিশ্যর তাঁর জীযুত এচ, লটমান জনসন সাহেবের প্রতি অপর্ণ করিয়া নিয়মিত ছুটি গ্রহণার্থ প্রদ্রষ্ট হইবার জন্য ১৮৮৪ সালের ৫ বের অপরাহ্নে আনুষ্ঠানিক ছুটি গ্রহণ করিলেন।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে। ]

## NOTIFICATION.

*The 30th March 1884.*—It is hereby notified that, in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Naraingunge Municipality at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the Municipality.

COLMAN MACAULAY,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

## BYE-LAWS OF THE NARAINOUNGE MUNICIPALITY.

*For regulating the conduct of business at Meetings of the Commissioners.*

1. An Ordinary General Meeting of the Commissioners shall be held fortnightly.
2. All such meetings shall be convened by the Chairman or Vice-Chairman by notice to be served on each Commissioner, not later than three days preceding the day of the meeting.
3. In the event of the Chairman or Vice-Chairman determining to call an Extraordinary General Meeting, not less than two clear days' notice shall be given to the Commissioners of the day fixed for such Extraordinary General Meeting.
4. The Chairman, or in his absence Vice-Chairman, shall call a special meeting on a requisition signed by not less than three of the Commissioners.
5. Every notice convening a meeting shall be accompanied by a list of the business signed by the Chairman or Vice-Chairman to be brought forward at such meeting.
6. Any Commissioner wishing to bring forward any business shall give notice of such intention in writing to the Chairman a week before the meeting, when the Chairman or Vice-Chairman shall include such business in the list of the business to be laid before such meeting.
7. No business shall be considered or proposition received at any meeting, if it does not appear in the list of business, till after the business list is concluded.
8. At all Ordinary General Meetings the proceedings shall be commenced by the Secretary reading the minutes of the last Ordinary or Extraordinary General Meeting, with a view to ascertain if the resolutions passed at such meeting have been faithfully and accurately recorded in the words used by the mover of such resolution, or, if amendments thereto shall have been passed, in the words used by the mover of such duly passed amendments.
9. In the event of any Commissioner being of opinion that any such resolution has not been accurately recorded, it shall be competent to such Commissioner to state his opinion to that effect, and thereupon the Chairman shall decide, whether or no such resolution has been accurately recorded by reference to the original draft of such resolution written and signed by the mover, and if he finds the Minute to be inaccurate, he shall then and there make the necessary correction in the Minute Book, provided that no discussion as to the propriety or otherwise of such resolution shall be allowed.
10. The order in which the several subjects shall be discussed at a meeting shall be determined by the order in which they are mentioned in the Chairman's list.
11. On the Commissioners proceeding to the consideration of any subject, the Secretary shall first read to the Commissioners the letters and papers connected with such subject, and thereupon any Commissioner may make a proposition regarding such subject, and address the meeting prior to the question being put to the vote by the President, provided that such Commissioner shall confine his remarks to the subject under consideration.
12. Every proposition made shall be written out by the proposer, and signed by him.
13. Every proposition shall be seconded by one Commissioner who shall also sign or initial the draft proposition written by the proposer.
14. The Commissioner who first addresses the meeting shall be entitled to be heard first, and should more than one Commissioner address the meeting, the right of precedence shall be determined by the President.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মার্চ।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেল, যেহেতু লেন্টেনেন্টে গবর্নর সাহেবের আতি ১৮৭১ সালের বলীয় ৫ আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা-যুগারে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশ্যনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

কোলমান মেকলে,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটির উপবিধি।

কমিশ্যনরদের সভায় কার্য্য চালাইবার বিধান।

১। কমিশ্যনরদের নিয়মিত সাধারণ সভার পাক্ষিক অধিবেশন হইবে।

২। সভাধিবেশনের দিনের অন্তরান তিন দিন পূর্বে সভাপতি বা এতিনিধি-সভাপতি প্রত্যেক জন কমিশ্যনরের নামে নোটিস দিয়া সভাস্থান করিবেন।

৩। সভাপতি বা এতিনিধি-সভাপতি স্থলনিশেষে অতিরিক্ত সাধারণ সভাধিবেশন করাইতে চাহিলে, সেই অতিরিক্ত সাধারণ সভাধিবেশনের নিরূপিত দিনের সম্পূর্ণ দুই দিন পূর্বে কমিশ্যনর দিগকে নোটিস দিতে হইবে।

৪। সভাপতি কিম্বা তাঁহার অনুপস্থিতি কালে এতিনিধি-সভাপতি অন্তরান তিন জন কমিশ্যনরের স্বাক্ষরযুক্ত প্রস্তাবনক অনুসারে বিশেষ সভার আহ্বান করিবেন।

৫। সভায় যেহে কার্য্য উপস্থিত করা যাইবে সভাপতির বা এতিনিধি সভাপতির স্বাক্ষর যুক্ত তাহার নির্ধেপত্র সভাস্থানের প্রত্যেক নোটিসের সঙ্গে দেওয়া যাইবে।

৬। কোন কমিশ্যনর কোন কার্য্য উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিলে, সভাপতির নিকট এক সপ্তাহ পূর্বে উক্ত অতিপ্রায় থাকিবার লিখিত নোটিস দিবেন; তাহা হইলে সেই সভায় যেহে কার্য্য উপস্থিত করা যাইবে সভাপতি বা এতিনিধি সভাপতি তাহার নির্ধেপত্রের মধ্যে ঐ কার্য্য ধরিবেন।

৭। নির্ধেপত্রের লিখিত কার্য্য সমাপ্ত না হইলে কার্য্যের নির্ধেপত্রে যে কার্য্য বা প্রস্তাব ধরা যায় নাই কোন সভায় সেই কার্য্য বিবেচনা করা বা সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইবে না।

৮। গত নিয়মিত বা অতিরিক্ত সাধারণ সভায় নির্ধারণ স্থিরীকৃত হইয়া থাকিলে সেই নির্ধারণ প্রস্তাবকারির বাবদত শপথ কিম্বা তাহা সংশোধন করিয়া স্থির করা গেলে যিনি ঐ বিধিমতে গৃহীত সংশোধন করিবার প্রস্তাব করেন তাঁহার বাবদত শপথ অবিকল ও শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা গেল কি না ইহা নিশ্চয় জানিবার নিমিত্ত উক্ত সাধারণ সভায় কার্য্যবিবরণ পাঠ করিয়া নিয়মিত সকল সাধারণ সভার কার্য্যারম্ভ হইবে।

৯। উক্ত নির্ধারণ শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই কোন কমিশ্যনরের এমনত বোধ হইলে তিনি আপনায় সেই মত প্রকাশ করিতে পারিবেন, তাহা হইলে সভাপতি প্রস্তাবকারির লিখিত ও স্বাক্ষরিত সেই নির্ধারণের আদল পাণ্ডুলিপি দেখিয়া তাহা শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে কি না ইহার যীমাংস করিবেন। তাহা অশুদ্ধ দেখিলে তিনি তৎকালে সেই স্থানেই মিনিট বইতে তাহার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া দিবেন, কিন্তু সেই নির্ধারণের শুচিত্যানোচিত্য বিষয়ে বাসানুবাদ করিবার অনুমতি হইবে না।

১০। সভায় যে পর্য্যায়ক্রমে মান্য বিষয়ের বাসানুবাদ করিতে হইবে, সভাপতির নির্ধেপত্রের লিখিত পর্য্যায়ক্রমে তাহা স্থির করা যাইবে।

১১। কমিশ্যনরেরা কোন বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে সেক্রেটারী সেই বিষয় সংক্রান্ত পত্রাদি ও কাগজ পত্র প্রথমে পাঠ করিবেন ও সভাপতি মত জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে কোন কমিশ্যনর সভাকে সংশোধন করিয়া সেই বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু যে বিষয় বিবেচনাধীন থাকে উক্ত কমিশ্যনর তদ্বিহিত্ত কথ্য না কন।

১২। যে প্রত্যেক প্রস্তাব করা যায়, প্রস্তাবকর্তা তাহা লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

১৩। প্রত্যেক প্রস্তাব বিষয়ে কোন এক জন কমিশ্যনর সম্মতি দিয়া প্রস্তাবকর্তার লিখিত প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন বা আপন নামের আদ্যাক্ষর লিখিবেন।

১৪। যে কমিশ্যনর সভাকে প্রথমে সংশোধন করিয়া কহেন তাঁহারই কথা অগ্রাে শুন্য যাইবে। একের অধিক কমিশ্যনরেরা সভাকে সংশোধন করিয়া কহিলে কাহার কথা অগ্রাে শুন্য যাইবে সভাপতি ইহা নির্ণয় করিবেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]



15. Any Commissioner shall be at liberty to call the attention of the President to a point of order, even when a Commissioner is addressing the meeting.

16. Any Commissioner may propose an amendment to a proposition, to the effect that certain words in the proposition originally made be omitted therefrom, that certain words be substituted, or that certain words be added thereto, provided that such amendment be proposed when the subject is being discussed and the original proposition is still before the meeting.

17. On the discussion being concluded, in the event of several amendments having been proposed, the President shall put the last amendment to the vote first; if negatived, he shall put the second amendment, and then the first, and if all the amendments are lost, the original proposition shall be put to the vote.

18. No Commissioner shall be allowed to vote by proxy when he is unable to attend a meeting, or under any circumstances.

19. On a proposition being made and seconded, the President shall put the same to the vote.

20. Votes shall be taken by show of hands.

21. All votes shall be put by the President, first in the affirmative and then in the negative form.

22. Any Commissioner may decline to vote on any subject without assigning his reason for abstaining from voting.

23. Any Commissioner may, with the President's permission, make a proposition that a subject under consideration be postponed, or that the consideration of it be adjourned either to a fixed date or *sine die*.

24. It shall be competent to any Commissioner to move a resolution to the effect that the subject under consideration be referred to a committee, provided that such Commissioner shall also at the same time propose the names of the members of such committee.

25. It shall be competent to the members of any such committee appointed to vote at any general meeting on the subject reported on by such committee.

26. Should any Commissioner object to any part of a report submitted by such committee, such Commissioner shall be competent to make a proposition that the report be adopted, except with regard to the particular part objected to by him, or that such report be again referred to the committee, or that the report be entirely set aside.

27. A subject once finally disposed of by a resolution duly passed at a meeting shall not be re-opened at any subsequent meeting, unless at least three-fourths of the Commissioners present at a meeting, of which due notice has been given, consent that such subject shall be re-opened and re-considered, provided that resolutions adjourning the consideration of a subject may be re-considered at any meeting after the usual notice.

28. The minutes of the proceedings of all meetings shall show the names of the President and of all members attending, the words of every proposition and every amendment, and, in cases where votes are taken, the number of votes *pro* and *con*.

*For regulating the mode of collecting taxes.*

29. Every collecting officer shall be provided with a certificate of his authority to collect, and every such certificate shall bear the seal of the Municipality and the signature of the Chairman or Vice-Chairman. Every collecting officer at the time of demanding payment shall be bound to show this certificate if required.

30. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give the receipt for it.

*For regulating the conduct of persons employed by the Commissioners.*

31. All persons employed by the Commissioners, whose services may no longer be required, shall be liable to discharge after receipt of previous notice, or pay in advance for the period of one month, and no such person shall withdraw from the duties of his office without having given previous notice for the period of one month, on pain of forfeiture of one month's salary.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

১৫। কোন কমিশনার যৎকালীন সভাতে সংশোধন করিয়া কহিতেছেন তৎকালেও অন্য কমিশনার নিম্নবর্ণিতক্রমে প্রতি সভাপতির মনোনিবন্ধ করাইতে পারিবেন।

১৬। কোন কমিশনার মূল প্রস্তাবের কোন কথা ছাড়িতে কিম্বা কোন কথার পরিবর্তে কোন কথা দিতে হইবে কিম্বা কোন কথা সংযোগ করিতে হইবে বলিয়া কোন প্রস্তাব সংশোধনার্থে প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু কোন বিষয়ের বাণীবাদ হইবার ও মূল প্রস্তাব সভার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবার সময়ে সেই সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইবে।

১৭। নানা সংশোধনের প্রস্তাব হইয়া বাণীবাদ সমাপ্ত হইলে পর, সভাপতি প্রথমে শেষ সংশোধন বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাতে কাহারও মত পাওয়া না গেলে দ্বিতীয় ও তাহার পর প্রথম সংশোধন বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন। সমুদয় সংশোধন অকর্মণ্য হইলে মূল প্রস্তাব বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন।

১৮। কোন কমিশনার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিলে অথবা কোন ঘটনাবধি প্রতিনিধি দ্বারা মত জানাইবার অনুমতি পাইবেন না।

১৯। কোন প্রস্তাব করা গেলে ও তাহাতে অন্য কেহ সম্মতি দিলে সভাপতি তদ্বিমুখে মত জিজ্ঞাসা করিবেন।

২০। চতুস্তোত্রোলমপূর্বক মত জানাইতে হইবে।

২১। সভাপতি সমুদয় মত প্রথমে স্বার্থভাবে ও পরে মণ্ডার্থভাবে জিজ্ঞাসা করিবেন।

২২। কোন কমিশনার কোন বিষয়ে মত না দিবার যুক্তি না দিয়াও স্বীয় মত প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

২৩। কোন কমিশনার সভাপতির অনুমতিক্রমে, এই প্রস্তাব করিতে পারিবেন যে বিবেচনাধীন বিষয় স্থগিত থাকে, অথবা বিরূপিত অন্য দিন পর্য্যন্ত বা কোন দিন স্থির না করিয়া তাহার বিবেচনা করণ বন্ধ হয়।

২৪। কোন কমিশনার বিবেচনাধীন কোন বিষয় কমিটির প্রতি অর্পণ করিবার নির্ধারণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত কমিশনার তৎকালে সেই কমিটির মেম্বরের নামের ও প্রস্তাব করিবেন।

২৫। ঐরূপে নিযুক্ত উক্ত কোন কমিটির মেম্বরেরা সেই কমিটির রিপোর্ট করা বিষয়ে কোন সাক্ষাৎ সভায় মত জানাইতে পারিবেন।

২৬। উক্তকমিটি যে রিপোর্ট করেন তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে কোন কমিশনার আপত্তি করিলে তিনি বিশেষ যে অংশের সম্বন্ধে আপত্তি করিলেন তদ্বিমুখে উক্ত রিপোর্ট গ্রাহ্য করিবার কিম্বা সেই রিপোর্ট পুনর্নির্দেশ সেই কমিটির প্রতি অর্পণ করিবার কিম্বা সেই রিপোর্ট সর্বসত্তাভাবে অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

২৭। কোন সভায় বিধিতে গৃহীত নির্ধারণক্রমে কোন বিষয় একবার হুড়াওরূপে স্থগীত হইলে পর কোন সভায় তদ্বিমুখের আর বিবেচনা করা যাইবে না। কিন্তু উপযুক্তমতে নোটিস দিয়া সভা করিয়া সেই সভায় উপস্থিত চারিভাগের তিন ভাগ কমিশনারেরা সেই বিষয় পুনরুৎপাদন ও পুনর্বিবেচনা করিতে সম্মতি দিলে পুনরুৎপাদন ও পুনর্বিবেচনা করা যাইবে। পরন্তু কোন বিষয়ের বিবেচনা করণ স্থগিত করিবার নির্ধারণ নিয়মিত নোটিস দিবার পর কোন সভায় পুনর্বিবেচনা করা যাইতে পারিবে।

২৮। সকল সভার কার্যবিবরণলিপিতে সভাপতির ও সভায় উপস্থিত মেম্বরের নাম ও প্রত্যেক প্রস্তাবের ও প্রত্যেক সংশোধনের কথা ও ঘেহ হলে মত গ্রহণ হয়, লক্ষ ও বিপক্ষ মতের সংখ্যা লেখা থাকিবে।

টাক্স আদায় করিবার নিয়মের বিধান।

২৯। আদায় করিবার সময়সীমা প্রত্যেক কর্মকারক টাক্স আদায় করিবার ক্ষমতাসূচক সার্টিফিকেট পাইবেন ও প্রত্যেক সার্টিফিকেটে মুনিসিপালিটির মোহর ও সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির স্বাক্ষর থাকিবে। টাক্স আদায়কারি কার্যকারকের টাকা চাহিবার সময়ে কোন ব্যক্তি তাঁহার এই সার্টিফিকেট দেখাইবার আবেদন করিলে তাঁহাকে তাহা দেখাইতে হইবে।

৩০। আদায়কারি কর্মচারী কোন দাওয়ার টাকা পাইলে তাহার রসিদ দিবেন।

কমিশনারদের নিযুক্ত ব্যক্তিদের আচরণ বিষয়ক বিধি।

৩১। কমিশনারেরা ইচ্ছাদিগকে কর্ম দেন তাঁহাদের কর্মের আর এরোজন না থাকিলে এক ঘাস থাকিতে নোটিস দিয়া কিম্বা এক ঘাসের বেতন আগাম দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কোন কর্মকারক এক ঘাস থাকিতে নোটিস না দিয়া আপন পদের কর্ম ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না; গেলে তাঁহার এক ঘাসের বেতন কর্তন হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

32. All persons now holding, or who may hereafter be appointed to any office under the Commissioners, shall, when required to do so, furnish good security to such amount as the Commissioners may from time to time fix, and any person failing to furnish such security within reasonable time, or within such time as the Commissioners may appoint, shall be held to have thereby forfeited his appointment, and may be removed from office.

33. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.

*For the regulation and management of privies.*

34. Every owner or occupier of any house, land, or premises from which offensive matter is not removed by the said owner or occupier, shall give free access to the servants of the Municipality to such parts of his house, land, or premises where night-soil or filth is kept for the removal of such night-soil or filth within such hours as may have been fixed on by the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

35. Every person shall construct his privy above ground, and shall provide his privy or premises with a suitable moveable receptacle of metal or earthenware.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

36. No owner or occupier of any house, land, or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, or filth of any kind to flow or be discharged from such privy into any drain, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

37. No person shall throw, deposit, or discharge any night-soil, sewage, or the content of any drain, privy, or cesspool into any river, tank, khal, water-course, or receptacle for water, or dispose of the above-mentioned kinds of offensive matter in any other way than as the Municipal Commissioners may from time to time direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

38. No person shall carry night-soil through the streets otherwise than in a closely covered receptacle of such description and pattern as shall be required from time to time by the Municipal Commissioners, and between such hours as the Municipal Commissioners at meeting may from time to time direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

39. No night-man, sweeper, or other person carrying night-soil through the streets shall loiter or deposit any vessel containing night-soil on or by the side of any public road or street.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

40. No place shall be used for the collection of night-soil, or as a *tolla mehter's* depot, without a license from the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

41. In granting a license for a public latrine, the Commissioners may make such conditions as they think necessary for ensuring that it shall be kept in a clean and proper state, and for registering the persons employed in such latrine, &c., and may provide that if these conditions be violated the license may be withdrawn.

*For regulating burning ghauts and burying-grounds.*

42. No person shall bury or cause to be buried any corpse in any burial-ground, in a grave constructed of masonry in such manner that the top of the coffin, or the body when no coffin is used, shall be at a less depth than five feet from the surface of the ground.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

43. No person shall bury, or cause to be buried, in any burial-ground, any corpse in a grave not constructed of masonry which shall be less than six feet deep.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

44. No person shall build or dig, or cause to be built or dug, any grave in any burial-ground at a less distance than two feet from any other existing grave.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

৩২। ঘাঁহারা একপে কমিশ্যনরদের অধীন কোন পদে আছেন বা পক্ষাৎ নিযুক্ত হন, কমিশ্যনরদের সময়ের বস্তু টাকার জামিন নিৰ্দ্ধাৰ্য্য করেন, আদেশ হইলেই তাঁহাদের তত টাকার উক্ত জামিন দিতে হইবে। যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে অথবা কমিশ্যনরদের যে সময় নিৰ্দ্ধাৰ্য্য করেন কোন ব্যক্তি সেই সময়ের মধ্যে জামিন না দিলে তাঁহার সেই পদে থাকিবার আর অধিকার নাই জানিতে হইবে, ও তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে।

৩৩। কমিশ্যনরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্ত্তে লৈখিয়া করিলে, তাঁহার তাঁহার এক মাসের বেতনের অনধিক দণ্ড করিতে পারিবেন।

পাইখানার বিধান ও কার্য্যাব্যবস্থার কথা।

৩৪। কোন ঘরের কি ভূমির কি বাড়ীর স্বামী কি দখলকার তথা হইতে দুর্গজজনক বিষয় স্থানান্তর করাইয়া না দিলে, উক্ত ঘরের কি ভূমির কি বাড়ীর যে অংশে বিষ্ঠা বা ময়লা থাকে মুনিসিপল কমিশ্যনরদের নিৰ্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই অংশের সেই বিষ্ঠা বা ময়লা সরাইয়া ফেলিবার জন্য মুনিসিপালিটির চাকরদিগকে তথায় অবোধে যাইতে দিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৫। প্রত্যেক জন মাটির উপরি ভাগে আপনীর পাইখানা করিবেন ও ঘাণা সরাইয়া লয়। যাইতে পারে পাইখানার কি বাড়ীর মধ্যে কোন দাতুর কি মাটির এমন আধার রাখিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৬। কোন স্বামির কি দখলকারের ঘরের কি বাড়ীর কি ভূমির মধ্যে পাইখানা থাকিলে তিনি কোন নর্দমায়, জল প্রণালীতে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, নর্দে বা খাতে কিম্বা যাহাতে অকর্ম্মণ্য মরা জল দাঁড়ায় এত কোন স্থানে সেই পাইখনার বিষ্ঠা, মূত্র, কি কোন প্রকার ময়লা দ্রব্য যাইতে কি পড়িতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৭। কোন ব্যক্তি স্থিতির কি নর্দমায় ময়লা দ্রব্য কিম্বা কোন নর্দমায় কি পাইখানার কিম্বা কোন গলিজ কুণ্ডের দ্রব্য কোন নদীতে কি পুষ্করিণীতে কি খালে কি জল স্রোতে কি জলাধারে ফেলিবেন কি রাখিবেন কি পড়িতে দিবেন না, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দুর্গজজনক দ্রব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে বলিয়া মুনিসিপল কমিশ্যনরদের সময়ের আদেশ করেন তদ্বিধি অন্যরূপে কার্য্য করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৮। মুনিসিপল কমিশ্যনররা সময়ের দৃঢ়মতে বদ্ধ যে প্রকারের ও যে চণ্ডের আধারের অনুমতি করেন তদ্বিধি অন্য আধারে এবং সভাগত কমিশ্যনরদের সময়ের যে মন্তীর আদেশ করেন তদ্বিধি অন্য মন্তীর কোন ব্যক্তি রাস্তা দিয়া বিষ্ঠা লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৯। কোন মেতর, মাড়ার বা অন্য ব্যক্তি পথ দিয়া বিষ্ঠা লইয়া যাইবার সময় সরকারী কোন রাস্তায় বা পথে বা তৎপাথে বিষ্ঠাযুক্ত বিষ্ঠাপ্রদানমাইয়া রাখিবে না বা তাহা লইয়া বিলম্ব করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪০। মুনিসিপল কমিশ্যনরদের স্থানে লাইসেন্সপত্র না পাইলে কোন স্থান বিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া রাখিবার স্থানস্বরূপ কি টোলার মেতরের ডেপোস্বরূপ ব্যবহার করিতে হইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪১। কমিশ্যনরদের সরকারী পাইখানার লাইসেন্সপত্র দিবার সময়ে সেই পাইখানা পরিষ্কার ও উপযুক্ত অবস্থায় রাখিবার ও এই পাইখানা প্রভৃতিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে রেজিষ্টারী করিবার জন্য যে নিয়ম করা আদেশক বুঝেন তাহা করিতে পারিবেন এবং এই নিয়মও করিতে পারিবেন যে, এই নিয়ম লঙ্ঘন হইলে লাইসেন্সপত্র ফির ইয়া লওয়া যাইবে।

শবদাহ ঘাটের ও কবরস্থানের বিধানের কথা।

৪২। কোন ব্যক্তি গোরস্থানের পাকা কবরে কোন শব পুঁতিলে বা জলের উপরিভাগ কিম্বা বাজু না থাকিলে শবের উপরিভাগ যাহাতে মাটির নীচে পাঁচ ফুটের কম না থাকে এমন কবরে পুঁতিবেন কি পোতাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৩। কোন ব্যক্তি গোরস্থানের কাঁচা কবরে কোন শব পুঁতিলে কি পোতাইলে কবর ছয় ফুটের কম গভীর হইতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৪। কোন ব্যক্তি গোরস্থানে কোন কবর গাঁথিলে কি খুড়িলে কি গাঁথাইলে কি খনন করাইলে অন্য কবর হইতে দুই ফুটের কম দূরে তাহা করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

45. No person shall build or dig, or cause to be built or dug, a grave in any burial-place in any other line than that marked out by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

46. No grave once used shall be opened for the burial of another body without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

47. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse, or part thereof, to any burning ground, shall burn or cause the same to be burnt within two hours after its arrival at the said burning-ground.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

48. No person when burning, or causing to be burnt, any corpse, or part of a corpse, in any burning-ground, shall permit the same, or any part thereof, to remain without being completely reduced to ashes, or shall permit the clothes or other articles connected with the burning of such corpse to remain at or near such burning-ground, unless the same be completely reduced to ashes.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

49. No person shall remove or sell any clothes or other articles appertaining to a corpse, which may have been left at any burial-ground or burning ghaut.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

50. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway, unless it be decently covered and totally concealed from view.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

51. No person, while conveying any corpse, or part of a corpse, shall, except for the purpose of ordinary relief, deposit it on or near any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

52. Every corpse, or part of a corpse, that has been kept or used for the purpose of dissection, must be removed in a closed receptacle.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

#### *General Bye-laws.*

53. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance and discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5 ; the penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Re. 1 daily.

54. The Commissioners may give notice in writing to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct ; and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Rs. 2 until such requisition be complied with.

55. No person shall construct, or place over, or by the side of any public drain, any bridge, platform, building, or structure of any kind except by and with the written permission of the Commissioners, and in such manner as they shall direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 ; the penalty for continued infringement shall be a fine not exceeding Rs. 3 daily.

56. No person shall make a shop over any public drain, or in any way occupy any culvert, bridge, or platform which may have been placed over any public drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[ *Government Gazette, 27th May 1884.* ]

৪৫। কমিশনারেরা কবর স্থানে যে রেখার চিহ্ন দিয়া থাকেন কোন ব্যক্তি সেই রেখার টান না মানিয়া কবর গাঁথাইবেন কি খুঁড়িবেন না কি গাঁথাইবেন না কি খনন করাইবেন না।

এই বিধান লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৬। কবরে একটি শব দেওয়া গেলে পর কমিশনারদের অনুমতি বিনা অন্য শব দিবার জন্যে কবর খুলিতে হইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৭। কোন ব্যক্তি শবদাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিলে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে, সেই স্থানে আনিবার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবে কি করাইবে

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৮। কোন ব্যক্তি শবদাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ দাহ করিলে কি করাইলে, যতদূর সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ না করা যায় ততদূর তাহা কি তাহার কোন অংশ ভাগ করিতে দিবে না কি সেই শবদাহ করণ সম্পর্কে যে কাগজ কি অন্য দ্রব্য ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ না করা গেলে ঐ দাহ করিবার স্থানে কি তন্নিকটে পড়িয়া থাকিতে দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৯। শব সংক্রান্ত কোন বস্তু বা অন্য যে দ্রব্য কোন কবরস্থানে বা শবদাহের ঘাটে ভাগ করা যায় কোন ব্যক্তি তাহা স্থানান্তর বা বিক্রয় করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৭ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫০। কোন ব্যক্তি কোন শব কি শবের অংশ উপযুক্তমতে না ঢাকিয়া ও সাধারণের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাজপথ দিয়া লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫১। কোন ব্যক্তি শব বা শবের কোন অংশ বহন করিবার সময়ে নিয়মিতরূপে বিশ্রাম ভিন্ন অন্য ছেতুতে কোন রাজপথে বা তন্নিকটে নামাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫২। যে শব বা শবের যে অংশ ব্যবচ্ছেদ কার্যের নিমিত্ত রাখা গেল বা তৎকারণে ব্যবহৃত হইল তাহা বন্ধ আধারে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

সাধারণ উপবিধি।

৫৩। গ্রাম ঘরের কি গাঁথনীর ছাদের জল পড়িয়া যাঁহাতে রাজপথের লম্বা নর্দমার ছানি হয় কিম্বা ছানি হইবার সম্ভাবনা, কোন ব্যক্তি ঐ ঘরে কি গাঁথনীতে এমন নল কি জল যাঁহা দ্বারা ও নির্গত হইবার অন্য বিষয় বসাইবেন না কিম্বা অন্যকে বসাইতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড, নোটিস পাইলে পর লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দশ প্রতি ১৭ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৪। কোন ঘরের ছাদের জল এইক্ষণে যে দাঁ যে নল দিয়া পড়িয়া কোন পথের বা নর্দমার ছানি করিতেছে, কমিশনারেরা তৎক্ষণিক সাত দিনের মধ্যে তাঁহাদের আদেশমত ঐ নল তুলিয়া কেনিবার বা পরিবর্তন করিবার লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি ঐ নোটিসের লিখিতমত কর্ম করিতে ত্রুটি করিলে তাঁহার ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড ও ঐ আদেশমত কার্য যত দিন না করা যায় তাঁহার দিন প্রতি তাঁহার ২৭ দুই টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

৫৫। কোন ব্যক্তি কমিশনারদের লিখিত অনুমতি না পাইলে সরকারী কোন নর্দমার উপর কি তৎপার্শ্বে সাঁকো কি রোয়াক কি ঘর কিম্বা কোন প্রকারের গাঁথনী নিৰ্ম্মাণ করিবেন না। অনুমতি পাঠলেও তাঁহার যেকোনো আজ্ঞা করেন কেবল সেইরূপে গাঁথিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দশ প্রতি ৩৭ তিন টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন নর্দমার উপর দোকান করিবে না কিম্বা সরকারী নর্দমার উপর স্থাপিত কোন সাঁকো, পুল বা রোয়াক কোনরূপে দখল করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

57. If any house, wall, or other erection, or any part thereof, fall upon any public highway, or into any public drain, the owner of such house, wall, or erection shall remove it after notice within the time prescribed by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 ; the penalty for continued infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5 daily.

58. No person shall prepare any channel, or convey water by any channel, across any public thoroughfare, except in such manner as shall have been approved of by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 ; for continued infringement after notice, Rs. 2 daily.

59. No person shall steep in any tank, *khal*, or ditch within Municipal limits any jute, hemp, bamboos, or other vegetable matter.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20 ; penalty for continued infringement after notice, Rs. 2 daily.

60. The Commissioners may give notice in writing to the owner of any trees or shrubs overhanging any tank, and liable to foul the water thereof, to cut or trim the same in such a manner as that they should not overhang the tank.

Whoever fails to comply with such requisitions shall be liable to a fine which shall not exceed Rs. 10, and to a daily fine which shall not exceed Rs. 2 until such requisition be complied with.

61. No person shall, without the written permission of the Commissioners, set up any obstruction in any public *nullah* or water-course ; and the Commissioners may order the removal of any such obstruction.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 ; the penalty for continued infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 4 daily.

62. No person shall allow any pigs to be at large, or keep them otherwise than in closed styes.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

63. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners ; provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

64. No person shall allow any diseased or worn-out animal to stray into any highway or into any place whence such animal can escape into any highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

65. No person shall picket any animals, or collect carts, or form any encampment upon any public ground without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

66. No person shall tether or picket any animals in any road, or by the side of any drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

67. No person shall enlarge or deepen any existing tank or other excavation without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

[ *Government Gazette*, 27th May 1884. ]

৫৭। কোন ব্যক্তি দেওয়ান কি অন্য নীতিতে কি তাহার কোন ভাগ কোন রাজপথের কিম্বা সরকারী কোন নর্দমার পড়িয়া গেলে, মুনিসিপল কমিশ্যনরের নোটিস দিয়া যে সময় নির্দ্ধার্য করেন এই সময়ের কি দেওয়ানের কি নীতির স্বামী সেই সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিয়া লইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ৫০ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৮। কোন ব্যক্তি সাধারণের গমনাগমনের কোন পথ কাটিয়া নালা করিতে কি এই নালা দিয়া জন চালাইতে চাহিলে কমিশ্যনরের যেরূপে অনুমোদন করেন কেবল সেইরূপে তাহা করিতে পারিবেন, অন্য রূপে নয়।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ২০ টাকার দণ্ড।

৫৯। কোন ব্যক্তি মুনিসিপল সীমার অন্তর্গত কোন নদীতে কি খালে কি পুকুরিতে কি গর্তে পাট চাষ কি বাঁশ কিম্বা উদ্ভিদ অন্য জব্য তিসাইয়া রাখিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ২ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬০। কোন পুকুরির উপর কোন গাছ বা গুল্ম স্থানিয়া পড়াতে তাহার জল নষ্ট হইতে পারে বলিয়া কমিশ্যনরের এই গাছাদি যাহাতে পুকুরির উপর স্থানিয়া না থাকে এমতে তাহা কাটিবার বা ছাটিবার নিষিদ্ধ এই গাছাদির স্বামিকে লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন।

যিনি এই আদেশমত কর্ত্ত্ব করিতে ত্রুটি করেন তাহার ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড ও এই আদেশমত কার্য্য যতদিন না করা যায় দিন প্রতি তাহার ২০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬১। কমিশ্যনরের লিখিত অনুমতি না পাইলে কোন ব্যক্তি কোন নালায় কি জল পুনালীতে অবরোধক কোন বিষয় রাখিবেন না, রাখিলে কমিশ্যনরের সাধারণের স্বাস্থ্যকার নিমিত্তে সেই অবরোধক বিষয় স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ৫০ চারি টাকার অনধিক দণ্ড।

৬২। কোন ব্যক্তি শূকর আল্লা ছাড়িয়া দিবে না কিম্বা বন্ধ খোঁয়াড় ভিন্ন অন্য স্থানে রাখিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৩। কমিশ্যনরের যে স্থানের নির্দেশ করিয়াছেন তন্নিবন্ধি ব্যক্তি বিশেষের বাটার বহির্ভূত কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মল ত্যাগ করিবেন না। কিন্তু কমিশ্যনরের তরুণ স্থান স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৪। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথে না যে স্থান হইতে সরকারী পথে আসিতে পারে এমত স্থানে কোন কয় বা জীর্ণজন্তু ছাড়িয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৫। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অনুমতি না পাইলে সরকারী কোন ভূমিতে কোন জন্তু রাখিবেন না, কি গাড়ী সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন না কি তাম্বু ফেলিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৬। কোন ব্যক্তি কোন পথে কিম্বা কোন নর্দমার পাশে গবাদি বাঁধিয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৭। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অনুমতি বিনা এইরূপে পুকুরি আছে তাহা কি অন্য খাত বন্ধি বা গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০০ টাকার অনধিক দণ্ড।

[সর্বশেষটি গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]



68. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass from the margin of any public road, or from any public drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

69. No person shall remove from, or deposit earth, or any other substance in, or make any alteration whatever in, any public drain without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

70. The Commissioners may give notice in writing to the owner or occupier of any land within three days to trim or prune any hedges, and to cut and trim any trees overhanging any public drain, or any drain which is connected with any public drain. Any person who shall fail to comply with such requisition shall be liable to a fine not exceeding Rs. 20, and to a fine of Rs. 2 per day until the requisition be complied with.

71. Any person who shall, in contravention of any order passed under section 256 of the Act, make, renew, or thoroughly repair with grass, leaves, mats, or other inflammable materials the external roofs and walls of any hut or other building shall be liable to a fine not exceeding Rs. 20, and the Commissioners shall have power to order to be demolished any such hut or building, by giving notice in writing to such effect to the owner thereof; and any person who shall fail to comply with such notice within three days, shall be liable to a fine of Rs. 2 for each day during which he shall fail to comply with such requisition.

72. Any person required by the Act or by any Bye-law under it to take out a license shall produce and show his license when required to do so by any Commissioner or any person duly empowered by the Commissioners in writing to make such requisition.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

73. No person shall wash or cleanse, or cause to be washed or cleansed, in any public street, line or thoroughfare, or in, upon, or by the side of any tank, reservoir, aqueduct, well, cistern, conduit or other waterworks belonging to the Commissioners and provided by them for the domestic use of the inhabitants of the town, any vehicle, cart, dog, carriage, horse or any other animal.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

74. No person shall wash or cleanse, or cause to be washed or cleansed, in any public street, line or thoroughfare, or in, upon, or by the side of any tank, reservoir, aqueduct, well, cistern, conduit, standpipe or other waterworks belonging to the Commissioners, and provided by them for the domestic use of the inhabitants of the town any wool, cloth or wearing apparel, or any utensil for cooking or other purposes, or leather or skins of any animal or any foul or offensive thing.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

75. No person suffering from any contagious disease shall bathe in any bathing place belonging to the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

*For regulating the disposal of offensive matter, rubbish, and dead bodies of animals.*

76. The Commissioners may from time to time order to be closed and appoint places for the deposit of the carcasses of animals, and any person who shall deposit, or cause to be deposited, the carcass of any animal, in any place other than may have been appointed by the Commissioners, or in any place which they may have ordered to be closed, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 50.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

৬৮। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের ধার হইতে কিম্বা সরকারী কোন নদীমা হইতে ঘাসের চাপড়া বা ঘাস কাটিতে না কিম্বা মাটি তুলিবে না কি ঘাস তুলিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৯। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের অনুমতি বিনা কোন নদীমা হইতে মাটি লইবেন না কিম্বা মাটি বা অন্য দ্রব্য ভাছাতে কেলিবেন না, অথবা ভাছার অন্য কোনরূপ পরিবর্তন করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭০। সরকারী কোন নদীমার উপর কিম্বা সরকারী কোন নদীমার সঙ্গে সংযুক্ত কোন নদীমার উপর তুলিয়া পড়া কোন বেড়া ছাটিবার ও কোন গাছ কাটিবার ও ছাটিবার নিষিদ্ধ কমিশ্যনরদের কোন ভূমির স্বামী কি দখলকারকে লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই আদেশমত কার্য করিতে ত্রুটি করিলে তাহার ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ও যত দিন সেই আদেশমত কার্য না করেন তাহার দিন প্রতি দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৭১। কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ২৫৬ ধারামতে প্রচারিত কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কোন চাল, ঘরের বা অন্য ঘরের চাল কি বেড়া খড়, পাতা, সরসাকিম্বা আশুজ্বলনশীল অন্য দ্রব্য দিয়া করে কি পুনরায় সূতন করিয়া করে কি সম্পূর্ণরূপে মেরামৎ করে, তাহার ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে; এবং কমিশ্যনরদের উক্ত চাল বা অন্য ঘরের স্বামিকে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলাইবার লিখিত নোটিস দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি তিন দিনের মধ্যে ঐ নোটিসের লিখিত-মত কার্য করিতে ত্রুটি করিলে যত দিন উক্ত আদেশমত কার্য না করেন তাহার দিন প্রতি তাহার ২০ টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

৭২। উক্ত আইন কি উক্ত আইনমতে প্রণীত কোন উপবিধিমতে কোন ব্যক্তির প্রতি লাইসেন্স লইবার আদেশ হইলে, তিনি কোন কমিশ্যনরের আদেশমতে কিম্বা কমিশ্যনরদের লিখিয়া উপযুক্তমতে যাহাকে সমতা দেন তাহার আদেশমতে লাইসেন্সপত্র আনিয়া দেখাইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৩। সরকারী কোন রাস্তায়, গলিপথে কি সাধারণের গমনাগমনের পথে কিম্বা কমিশ্যনরদের যে পুষ্করিণী কি জলাশয় কি মুহুরী কি কূপ কি জলাধার কি জলনালা কি জলের অন্য কার্য নগরবাসিনের গৃহ কার্যের নিমিত্ত করিয়া দেন তাহাতে কি তাহার উপরে কি তাহার ধারে কোন ঘান, গরুর গাড়ী, কুকুর ঘোড়ার গাড়ী, ঘোড়া কি অন্য কোন জন্তুর বা ধুইবেন কি ধোয়াইবেন না, কিম্বা পরিষ্কার করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৪। সরকারী কোন রাস্তায় কি গলিপথে কি সাধারণের গমনাগমনের পথে কিম্বা কমিশ্যনরদের যে পুষ্করিণী কি জলাশয় কি মুহুরী কি কূপ কি জলাধার কি জলনালা কি দাঁড়া কল কি জলের অন্য কার্য নগরবাসিনের গৃহ কার্যের নিমিত্ত করিয়া দেন তাহাতে কি তাহার উপরে কি তাহার ধারে কোন ব্যক্তি পশুর কি কাপড় কি পরিধেয় বস্ত্র কিম্বা বস্ত্রের কি অন্য উচ্ছৃঙ্খল বাগন কি চক্ষ কি কোন জন্তুর ছাল কিম্বা অন্য অপরিষ্কার কি দুর্গন্ধজনক বিষয় ধুইবেন কি পরিষ্কার করিবেন না কিম্বা ধোয়াইবেন কি পরিষ্কার করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৫। সংক্রামক কোন রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের অধিকৃত কোন স্থানের স্থানে স্নান করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

দুর্গন্ধদ্রব্য ও জঞ্জাল ও মরা জন্তু স্থানান্তর করিবার বিধান।

৭৬। কমিশ্যনরদের সময়ে ২৪ ঘণ্টা জন্তু ফেলিবার স্থান বন্দ ও নিরূপণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কমিশ্যনরদের মরা জন্তু ফেলিবার নিমিত্ত যে স্থান নিরূপণ করেন তদ্বিত্তি অন্য স্থানে কিম্বা যে স্থান বন্দ করেন সেই স্থানে কোন ব্যক্তি কোন মরাজন্তু ফেলিলে বা ফেলাইলে, তাহার ৫০৭ পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

[সর্বশেষ সংশোধন ১৮৮৪। ২৭ মে।]

77. No person shall throw or place, or permit his servants to throw or place, on any road or street any broken glass, broken bottles, or crockery, but such rubbish may be placed directly on the conservancy carts.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

78. No owner or occupier of land shall allow the same to be made filthy by the systematic deposit thereon of any dirt, dung, bones, night-soil, or other offensive matter. Provided that no prosecution under this bye-law shall be instituted against an absentee owner or occupier, until notice giving 14 days to clean the land has been served on him.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

79. Every person within whose premises any animal may die shall, within two hours after its death, or if death occurs at night, within two hours after daylight, either remove at his own expense the carcass to such place as may be set apart by the Commissioners for the reception of such carcasses, or report its death to the Conservancy Overseer of the division within which such premises may be situated, and in such latter case shall pay the said overseer the expense of removing the carcass at such rate as the Commissioners may determine, and in cases where the said person is not the owner of the animal and the owner is known, the owner shall alone be responsible for the payment of such expense, and such expense shall be recoverable as a debt due to the Commissioners. No Overseer, when called upon, shall neglect to remove a carcass.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

80. No person shall deposit, or cause to be deposited, any carcass or part of a carcass in any other than such places as may from time to time be appointed by the Commissioners for the reception of such carcasses.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

*For regulating traffic in the streets.*

81. No person shall, without the permission of the Commissioners, take an elephant or camel along any public road within the limits of the Municipality, except by such route as shall be fixed for the purpose by the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

82. No person shall leave any cart or carriage on any public road.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20; penalty for continued infringement after notice, Rs. 10 daily.

83. No person shall let off any fire-balloons, fire-works, or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

84. No person shall fly kites on any public road.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

85. No person shall deposit for any purpose any article or thing on any road without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

86. Every carriage plying between dusk and dawn shall carry two conspicuous lights, and every cart shall carry one conspicuous light.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

87. Any driver of a cart conveying bamboos, timber, rails or other such materials, projecting more than three feet from either end of the cart, such cart not being in charge of one person at least besides the driver, shall be liable on conviction to a fine which shall not exceed Rs. 10.

[ Government Gazette, 27th May 1884.]

৭৭। কোন ব্যক্তি কোন রাস্তার বা পথে কাঁচ, বোতল কি ইতি কুড়ি তালি ফেলিবেন কি রাখিবেন না কিবা আপন চাকরাদগকে ফেলিতে কি রাখিতে দিবেন না। তদ্রূপ আবেজনা একেবারে ময়লা ফেলা গাড়ীতে দিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৮। ভূমির কোন স্বামী কি দখলকার আপন ভূমিতে কোন আবেজনা, গোবর, হাড়, বিষ্ঠা কি চূর্ণকৃত অন্নাদ্রব্য সর্বদা ফেলাটরা তাহা ময়লা করিতে দিবেন না। কিন্তু অনুমতিত স্বামির কি দখলকারের উপর চৌদ্দ দিনের মধ্যে এই ভূমি পবিত্র করার বিবরণ নোটিশ দেওয়া না গেলে এই উপবিধিতে উহার বিকল্পে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৯। কোন ব্যক্তির বাড়ীর মধ্যে জন্তু মরিলে, কমিশ্যনরের মরা জন্তু ফেলবার যে স্থান নিরূপণ করিয়া দেন, এই ব্যক্তি জন্তুর মরণের পর দুই ঘণ্টার মধ্যে, কিবা রাত্রিতে মরিলে প্রত্যাহার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে আপনাতর খরচে সেই মরা জন্তু সেই স্থানে পাঠাইবেন, অথবা উক্ত বাড়ী যে পল্লীর মধ্যে আছে সেই পল্লী পরিষ্কার রাখিবার ওবরসিয়রের নিকট এই জন্তুর মরণের রিপোর্ট করিবেন। শেষোক্ত স্থলে কমিশ্যনরের যে হার করেন এই ব্যক্তি ওবরসিয়রকে সেই হারে এই মরা জন্তু হানাতর করিবার খরচ দিবেন। এই মরা জন্তু এই বাড়ীর স্বামিরই না হইলে ও যাহার জন্তু ছিল ইহা জানা থাকিলে, সেই ব্যক্তিই এই খরচের দায়ী হইবেন, ও কমিশ্যনরের প্রাপ্য খণের মার্য উহার স্থানে এই খরচা আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। কোন ওবরসিয়রকে মরা জন্তু ফেলাইবার কথা জানাইলে তিনি তাহা ফেলাইয়া দিতে তৈখিলা করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮০। কমিশ্যনরের মরা জন্তু ফেলবার নিমিত্ত সময়েই যে স্থান নিরূপণ করিয়া দেন তন্নিম্ন কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মরা জন্তু বা জন্তুর কোন অংশ ফেলিবেন বা ফেলাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ টাকার অনধিক দণ্ড।

#### রাস্তার গাড়ী প্রভৃতি চালাওনের বিধান।

৮১। কমিশ্যনরের হস্তী কি উট লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে পথ নিরূপণ করেন তন্নিম্ন মুনিসিপালিটির অন্তর্গত কোন পথ দিয়া কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অনুমতি বিনা হস্তী কি উট লইয়া যাইবেন না। এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮২। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথে গরুর গাড়ী কি ঘোড়ার গাড়ী রাখিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড, নোটিশ পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৩। কোন ব্যক্তি মুনিসিপাল কমিশ্যনরের অনুমতি না পাইলে কিবা কমিশ্যনরের বিরুদ্ধে আদেশ করেন তন্নিম্ন অন্যরূপে রাস্তায় কি রাস্তার নিকটে অধির বেলুন কি আতশবাজী কি আগ্নেয় জন্তু ছুড়িবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৪। কোন ব্যক্তি সরকারী পথে ছুড়ি উড়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৫। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অনুমতি বিনা কোন পথে কোন অতিপ্রায়ে কোন অন্নাদ্রব্য বা জিনিস রাখিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৬। সূর্যাস্ত অবধি সূর্যোদয়ের মধ্যে কোন সময়ে যে প্রত্যেক ঘোড়গাড়ী গমনাগমন করে তাহার দুইটি পরিদৃশ্যমান আলো জ্বালিয়া যাইতে, ও প্রত্যেক গরুর গাড়ীর একটা পরিদৃশ্যমান আলো লইয়া যাইতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৭। বাশ, বাঁশতুরী কাঠ, রেল কিবা তদ্রূপ অন্য অন্নাদ্রব্য বাসাই গরুর গাড়ীর কোন গাড়ওয়ান গাড়ীর অংশ কি পক্ষাণ্ডাগে ভিন ফুটের অধিক বাহির হইয়া থাকা এই অন্নাদ্রব্য লইয়া গেলে গাড়ওয়ান ভিন্ন অন্ততঃ আর একজন লোক সেই গাড়ীর সঙ্গে না থাকা প্রমাণ হইলে এই গাড়ওয়ানের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[ পবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে। ]

88. Any night-man within that part of the Municipality to which the provisions of section 13, Act VI (B.C.) of 1878 may have been extended by the Commissioners, who shall be found performing any of the duties of a night-man without a license duly obtained from the Commissioners, shall be liable to a fine which shall not exceed Rs. 5 for every day that he may exercise such duties while unlicensed.

*Markets.*

89. No owner, occupier, or farmer of any market for the sale of butchers' meat, poultry, fish or vegetables, or of any slaughter-house within the limits of the Municipality of Narain-gunge, shall keep or allow the same to be kept in a filthy or unclean state.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20, and a daily fine of Rs. 5 till properly kept.

90. Every owner, occupier or farmer of any market or of any slaughter-house within the said limits, shall remove or cause to be removed, once in every twenty-four hours, any filth, putrefying or obnoxious matter that may have accumulated within such period.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20, and a daily fine of Rs. 5 until the work is done.

91. No resident, owner, occupier or farmer of any market within the said limits, or of any portion thereof, shall in any way obstruct, or allow to be obstructed, any of the lanes, walks, gangways or other thoroughfares within such market or bazar, by exposing for sale or accumulating, or allowing to be exposed for sale or accumulated, in any such lane, walk, gangway or thoroughfare, any package or packages or any other materials whatever.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 and a daily fine of Rs. 2.

92. Every owner, occupier or farmer of any market shall within fourteen days after he shall have received notice from the Commissioners so to do, provide such urinal or latrine as in the opinion of the Commissioners may be necessary for the cleanliness and health of the said market, and the site and construction of which shall be approved by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20 and a daily fine of Rs. 5.

93. No person resorting to a market and intending to satisfy a call of nature shall have recourse to any other place within the market for that purpose except the urinal or latrine provided under the preceding section.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

94. No owner, occupier or farmer of, or vendor in, any market or shop, shall sell or expose or permit to be exposed for sale, or admit into or permit to remain in any such market or shop, any noxious meat or fish or decomposed vegetable matter, but such owner, occupier or farmer shall, without any delay, cause such meat, fish or vegetable matter to be at once removed to a place to be notified to him by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

95. No owner, occupier or farmer of, or vendor in, any market or shop shall obstruct any person appointed by the Commissioners for that purpose from entering and inspecting any such premises at any time between sunrise and sunset.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

NOTIFICATION.

*The 8th May 1884.*—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, if no valid objections be raised within three weeks from this date, to approve of the following draft notification and rules.

DRAFT NOTIFICATION.

The Lieutenant-Governor is pleased to direct, under section 45 of the Indian Forest Act (VII of 1878), and in continuation of the notification of the 3rd November 1879, that the following shall be the areas, in the districts named, within which all unmarked wood and

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

৮৮। কমিশ্যনরেরা মুনিসিপালিটির যে অংশে ১৮৭৮ সালের বজীয়া আইনের ১৩ ধারার বিধান প্রচলিত করিয়াছেন, সেই অংশের মধ্যে কমিশ্যনরের দ্বারা উপযুক্তমতে লাইসেন্স না পাইয়া যেত-রের কৰ্ম্ম করিতেছে এমন কোন খেতরকে দেখা গেলে, সে লাইসেন্স না লইয়া যতদিন সেই কৰ্ম্ম করিতে থাকে তাহার দিন এতি তাহার ৫ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

বাজারের বিধি ।

৮৯। নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে কশাইখানার মাংস কি মুরগী প্রভৃতি কি মাছ কি শাক সবজী বিক্রয় করিবার কোন বাজারের কি কশাইখানার স্বামী কি দখলকার কি ইজারদার সেই স্থান গলিভ কি অপরিষ্কার অবস্থায় রাখিবেন না কি রাখিতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড এবং উপযুক্তমতে যতদিন না রাখা যায় তাহার দিন এতি ৫ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯০। উক্ত সীমার অন্তর্গত কোন বাজারে কি কশাইখানার চক্ষিশ ঘন্টার মধ্যে যে গলিভ কি পচা কি দুর্গন্ধজনক দ্রব্য জমে, এই বাজারের কি কশাইখানার স্বামী কি দখলকার কি ইজারদার তাহা চক্ষিশ ঘন্টা অন্তর একবার স্থানান্তর করিবেন কি করাইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ও যতদিন কার্য্য না করা যায় তাহার দিন এতি ৫ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯১। উক্ত সীমার অন্তর্গত কোন বাজারের বা তাহার কোন অংশের বাসেন্দা কি স্বামী কি দখলকার কি ইজারদার উক্ত বাজারের মধ্যগত কোন গলিপথে কি হাঁটিয়া যাইবার পথে কি গমনীয় পথে কি সাধারণের গমনীয় অন্য পথে বস্তাদি কি অন্য কোন দ্রব্য বিক্রয়ার্থে রাখিয়া বা জমা করিয়া কিম্বা বিক্রয়ার্থে রাখিতে বা জমা করিতে দিয়া এই পথ বন্ধ করিবেন কি করিতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ টাকার অনধিক দণ্ড, ও দিন এতি ২৭ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

৯২। বাজার পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যভাবে রাখিবার নিমিত্ত মৃত্তাভাগ করিবার যে স্থান বা পাইখানা কমিশ্যনরের বিবেচনায় আবশ্যিক হয়, কমিশ্যনরের কোন বাজারের স্বামিকে কি দখলকারকে কি ইজারদারকে তাহা প্রস্তুত করিয়া দিবার নোটিস দিলে পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে এই স্থান প্রভৃতির তাহা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। তাহা যে স্থানে করা যাইবে ও তাহার যেরূপ গঠন হইবে এই বিষয়ে কমিশ্যনরের অনুমোদনের অপেক্ষা থাকিবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ও দিন এতি ৫৭ পাঁচ টাকা দণ্ড।

৯৩। বাজারে গিয়া কোন ব্যক্তির মলমূত্র ভাগ করিবার ইচ্ছা হইলে তাহার পূর্ক্ধ ধারার বিধানমতে প্রস্তুত পাইখানা কি মূত্র ভাগ করিবার স্থান ভিন্ন বাজারের অন্য কোন স্থানে যাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯৪। মাংস কি মাছ দুর্গন্ধজনক হইলে কিম্বা শাক সবজী পচিয়া গেলে কোন বাজারের কি দোকানের স্বামী, কি দখলকার কি ইজারদার কি বিক্রেতা তাহা বিক্রয় করিবেন না কি বিক্রয়ার্থে দেখাইবেন না, কি দেখাইতে দিবেন না, অথবা বাজারে কি দোকানে আনিতে কি থাকিতে দিবেন না; কিন্তু কমিশ্যনরের যে স্থানের নোটিস প্রচার করিবেন সেই স্থানে অগোণেই এই মাংস কি মাছ কি শাক সবজী ফেলিয়া দিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯৫। কমিশ্যনরের কোন বাজারে কি দোকানে গিয়া পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে পূর্ক্ধের উন্নয় ও অন্ত হইবার মধ্য কোন সময়ে বাজারের কি দোকানের স্বামী কি দখলকার কি ইজারদার কি বিক্রেতা তাহার তথ্য গিয়া দেখিবার বাধা দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—সদারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, কতকগুলি ভারিখ অবদান মিল সমিতির মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ আপত্তি উপস্থিত করা না গেলে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনের ও বিধির পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।

জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারায়তে এবং ১৮৭৯ সালের ৩ নবেম্বরের বিজ্ঞাপনানুযায়ী এই আজ্ঞা করিলেন যে, পশ্চাৎ উক্ত জিলায় অন্তর্গত [গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

timber shall be the property of Government unless, and until, any person establishes his right and title thereto under the provisions of the said Act, and the rules made under it.

The following rivers in the districts of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong together with their tributaries, so far as they flow through British territory—

1. Fenny.	9. Sungoo.
2. Dhroong.	10. Dol oo.
3. Haldah.	11. Hangar.
4. Kalapania.	12. Tak, or Tonkawati.
5. Sartah.	13. Matamori, or Mamori.
6. Ishamatti.	14. Eadgong.
7. Karnafulli.	15. Bagkhali.
8. Sylock.	16. Rezoo.

provided that, under the last clause of the said section 45, all pieces of timber measuring less than six feet in length, and three feet in girth, shall be exempted from the provisions of the said section.

#### DRIFT TIMBER RULES OF THE CHITTAGONG DISTRICT AND OF THE CHITTAGONG HILL TRACTS.

1. *Drift timber may be salvaged by any person.*—All pieces of timber measuring over six feet in length and three feet in girth, and all bamboos when floating in rafts or tied together in bundles found adrift, beached, stranded, or sunk within the areas of the districts of Chittagong and the Chittagong Hill Tracts to which the provisions of section 45 of the Indian Forest Act, VII of 1878, have been extended by the Government notification dated

1884, may be salvaged by any person.

2. *Timber to be taken to drift depôt.*—The salvager shall deliver such timber and bamboos to the forest officer in charge of any duly notified drift timber depôt, or of any of the forest revenue stations which have been, or may hereafter be, notified, under the River Rules of the 17th October 1881, which said revenue stations shall be drift depôts under these rules. The drift depôts will be as follows, with effect from the 1st June 1884 :—

Name of river.	No.	Name and locality of depôt.
Fenny ...	1	Fenny revenue station at the Amlighat.
Dhroong ... {	2	Dhroong ditto.
	3	Patakcherry ditto.
	4	Haldah ditto.
Kalapania ...	5	Kalapania ditto.
Sartah ...	6	Sartah ditto.
Ishamatti ... {	7	Ishamatti ditto.
	8	Rajashat ditto.
	9	Sialbukka ditto.
Karnafulli ... {	10	Karnafulli ditto at Chandraghona thana.
	11	Ishamatti Mukh drift depôt (at the junction of the Karnafulli and Ishamatti).
	12	Kainchighat drift depôt (on the Kadalpur road).
Sylock ... {	13	Chittagong ditto (at Chittagong timber depôt).
	14	Sylock revenue station.
Sungoo ... {	15	Sungoo ditto.
	16	Dohazari drift depôt (at crossing of the Arakan road).
	17	Doloo Mukh ditto (at junction of Sungoo and Doloo rivers).
Doloo ...	18	Doloo revenue station.
Hangar ...	19	Hangar ditto.
Tak, or Tonkawati ...	20	Tonkawati ditto.
Matamori or Mamori {	21	Matamori ditto (at Manikpur village).
	22	Chakaria drift depôt (at Chakaria thana).
	23	Harbang ditto (at junction of the Matamori and Harbang).
Eadgong ...	24	Eadgong revenue station (at Bhomoriaghona village).
Bagkhali ...	25	Bagkhali ditto (at Ramoo thana).
Rezoo ...	26	Rezoo ditto.

যেহ স্থানের মধ্যে অচিহ্নিত কাঠের ও বাহাদুরী কাঠের উপর কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ও তদনুসারে প্রণীত বিধিানক্রমে আপন স্বত্ব ও অধিকার স্থাপন না করিলে তাঁহা গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি হইবে, সেই স্থান নিম্নলিখিত মত হইবে।

চট্টগ্রামের পার্শ্বতীয় প্রদেশ ও চট্টগ্রাম জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত নদী ও তৎসংশ্লিষ্ট নদী ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে দিয়া বত দূর পর্যন্ত যায় তত দূর।—

১। ফেনী।	৭। কনকুলী।	১২। ডাক বা ডোকাবতী।
২। গুল।	৮। মৈলোক।	১৩। মাতামুড়ি বা মামোবি
৩। হলদা।	৯। সঙ্গু।	১৪। ইদগোজ।
৪। কালাপানিয়া।	১০। দলু।	১৫। বাগখালি।
৫। সাত্তা।	১১। চৌর।	১৬। রেজু।
৬। ইচ্ছামতী।		

কিন্তু ছয় ফুটের কম লম্বা ও তিন ফুটের কম বেডের সকল বাহাদুরী কাঠখণ্ড উক্ত আইনের ৪৫ ধারার শেষ প্রকরণমতে উক্ত ধারার বিধান হইতে মুক্ত হইবে।

চট্টগ্রাম জিলায় ও চট্টগ্রামের পার্শ্বতীয় প্রদেশের ভাগিমায়া বাইরা বাহাদুরী কাঠ বিষয়ক বিধি।

১। ভাসমান বাহাদুরী কাঠ কোন ব্যক্তির রাধিতে পারিবার কথা।—চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পার্শ্বতীয় প্রদেশ জিলায় যেহ স্থানে তার ১০১ ধারার বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ অ আইনের ৪৫ ধারার বিধান ১৮৮০ সালের মার্চের তারিখের গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞাপনক্রমে প্রচলিত করা গিয়াছে সেই স্থানে লম্বা ছয় ফুটের ও বেড তিন ফুটের অধিক সকল বাহাদুরী কাঠ এবং খাড়কি এবং করিয়া বাঁধা সকল বাঁধা ভাগিয়া গেলে, বা কুল লাগিলে বা টেকিলে বা ডুবিয়া গেলে, কোন ব্যক্তি তাহা রক্ষা করিতে পারবেন।

২। বাহাদুরী কাঠ ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আজ্ঞার লইয়া যাইবার কথা।—উপরোক্ত মতে বিজ্ঞাপিত ভাসমান কাঠ রাধিবার কো। আজ্ঞার কথা ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের নদী বিষয়ক বিধিমাতে বনের যে কোন রাজস্ব টেনশন প্রকাশ করা গিয়াছে কি পরে প্রকাশ করা যাইবে তাঁহার কার্যের অধক্ষণে তাঁর প্রাপ্ত বনের কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষণ এই বাহাদুরী কাঠ ও বাঁধা গিবেল। এই বিধিমাতে উক্ত সকল রাজস্ব টেনশন ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আজ্ঞা হইবে। ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার এই আজ্ঞা হইবে,—

নদীর নাম।	নং।	আজ্ঞার নাম ও তাহা যে স্থানে আছেন।
ফেনী	১	অমলিঘাটে ফেনী রাজস্ব টেনশন।—
গুল	২	গুল
হলদা	৩	ফটকচেরি
কালাপানিয়া	৪	হলদা
সাত্তা	৫	বালাপানিয়া
	৬	সাত্তা
ইচ্ছামতী	৭	ইচ্ছামতী
	৮	মালনাট
	৯	শিয়ালবন্ধ
	১০	চন্দ্রঘোনা থানায় কনকুলী
কনকুলী	১১	(কনকুলী ও ইচ্ছামতীর সংযোগ স্থানে) ইচ্ছামতী মুখে ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আজ্ঞা।
	১২	(চৌদালপুর পথে) ককিঘাটে ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আজ্ঞা।
মৈলোক	১৩	(চট্টগ্রাম বাহাদুরী কাঠের আজ্ঞার) চট্টগ্রামে ভাসমান কাঠ রাধিবার আজ্ঞা।
	১৪	মৈলোক রাজস্ব টেনশন।
	১৫	সঙ্গু
সঙ্গু	১৬	(ভাগিকামপথ পার হইবার স্থানে) মোহাম্মদী ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাধিবার আজ্ঞা।
	১৭	(সঙ্গু ও দোলু নদীর সংযোগ স্থানে) দলু মুখ
দোলু	১৮	দোলু রাজস্ব টেনশন।
হাজার	১৯	হাজার
ডাক বা ডোকাবতী	২০	ডোকাবতী
মাতামুড়ি বা মামোবি	২১	(মাগিকপুর গ্রামে) মাতামুড়ি রাজস্ব টেনশন।
	২২	(চকরিয়া থানায়) চকরিয়া ভাসমান বাহাদুরী কাঠের আজ্ঞা।
ইদগোজ	২৩	(মাতামুড়ি ও হরবন্দর সংযোগ স্থানে) হরবন্দ
বাগখালি	২৪	(ডোকাবিয়া থানা গ্রামে) ইদগোজ রাজস্ব টেনশন।
	২৫	(রাধু থানায়) বাগখালি
রেজু	২৬	রেজু রাজস্ব টেনশন।



3. *Salvage fees.*—Any such person who shall have salved timber or bamboos as above enumerated under these rules, and taken the same to any drift timber depôt, shall be entitled to receive as salvage fees 50 per cent. of the value of such timber or bamboos calculated according to the table of values fixed for the time being under rule V of the Chittagong River Rules, published in the notification of the 17th October 1881, or such altered or amended notification as may hereafter be similarly published.

4. *Payments required when drift timber is shown to be the property of a claimant.*—No such timber or bamboos shall be delivered to any claimant who (under section 47 of the Forest Act) has been recognized to be the owner until, under section 50 of the said Act, such claimant shall have refunded to the forest officer the sum paid as salvage money, together with such other expenses as may be determined by the district forest officer.

5. *Salved timber, which may become vested in Government, to be sold by auction.*—All drift timber or bamboos salved under these rules, which may become vested in Government under section 48 of the Indian Forest Act, shall be sold by auction after two months from the expiry of the period fixed for the disposal of claims under section 46 of the said Act.

6. *Property marks.*—All property marks registered under rule VII of the Chittagong River Rules of the 17th October 1881 shall be held to be property marks establishing claim to drift timber salved under these rules.

7. *Penalty clause.*—Any person who shall infringe any provision of these rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

A. P. MACDONNELL,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### ERRATUM.

*The 13th May 1884*—In the notification, dated the 28th March 1884, published at page 506, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 9th ultimo, confirming the bye-law framed by the District Road Committee of Shahabad under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, for the words “trees or hedges obstructing, overhanging or overshadowing any road,” read “trees or hedges obstructing or overhanging any road.”

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### ERRATUM.

*The 14th May 1881.*—In the notification, dated the 24th ultimo, appointing certain gentlemen to be Commissioners of the Moheshpore Municipality, in the district of Jessore, published at page 585, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 7th instant, for “Baboo Gonesh Chunder Roy Chowdhry,” read “Baboo Gangesh Chundra Roy Chowdhry.”

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 9th May 1884.*—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the power conferred on him by section 1, Act IV (B.C.) of 1873, to extend the provisions of the said Act, so far as they relate to the registration of births, to the municipality of Bansberiah, in the district of Hooghly, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

৩। রক্ষার্থ ফীর কথা।—এই বিধিক্রমে যে ব্যক্তি পূর্বোক্তভাবে শাহাদুরী কাঠ ও বাঁশ রক্ষা করিয়া ভাসমান বাঁহাদুরী কাঠের আফ্রানলইয়া গিয়াছেন তিনি ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত চট্টগ্রামের নদী বিষয়ক বিধির ৫ ধারায় যেতে কিম্বা ইহার পর তৎকালে প্রকাশিত পরিবর্তিত ও সংশোধিত বিজ্ঞাপনক্রমে যে সময়ে যে মূল্য অবধারিত হয় তাহার টেবিল অনুসারে বাঁহাদুরী কাঠের ও বাঁশের মূল্য পরিয়া শতকরা ৫০ টাকার হিসাবে রক্ষার্থ ফী পাইবার স্বত্বান হইবে।

৪। ভাগমান বাঁহাদুরী কাঠ দাওয়াদারের সম্পত্তি দেখান গেলে টাকা দিবার আদেশের কথা।—বনবিষয়ক আইনের ৪৭ ধারামতে কোন দাওয়াদারকে স্থানী বনিয়া স্বীকার করা গেলে সেই দাওয়াদার উক্ত আইনের ৫০ ধারামতে রক্ষার্থ যত টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা স্বজ্ঞ ডিষ্ট্রিক্ট বনের কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট অন্যান্য খরচ যাবৎ না দেন তাবৎ তাঁহাকে উক্ত বাঁহাদুরী কাঠ বা বাঁশ দেওয়া যাইবে না।

৫। রক্ষা করা যে বাঁহাদুরী বাঁশ গবর্নমেন্টের প্রতি বর্ষে তাহা নীলামে বিক্রয় করিবার কথা।—এই বিধিতে ভাসমান যে সকল বাঁহাদুরী কাঠ বা বাঁশ ভারতবর্ষীয় বনবিষয়ক আইনের ৪৮ ধারামুসারে গবর্নমেন্টের প্রতি বর্ষে, উক্ত আইনের ৪৬ ধারামতে দাওয়াদার সম্পত্তি করণার্থে যে সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অতীত হইবার সময়াবধি দুই মাসের পর সেই সকল বাঁহাদুরী কাঠ বা বাঁশ নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

৬। সম্পত্তির চিহ্নের কথা।—১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের চট্টগ্রামের নদীবিষয়ক বিধির ৭ ধারামতে রেজিস্ট্রী করা সম্পত্তির চিহ্ন এই বিধিতে রক্ষা করা ভাসমান বাঁহাদুরী কাঠের উপর দাওয়াদার সম্পত্তির চিহ্ন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৭। দণ্ড বিষয়ক প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি এই বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার হয় মাসের অনধিক কাল কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

#### অশুদ্ধশোধন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে শাহাদুরী জিলার পথ কমিটির প্রণীত উপবিধি দৃঢ় করণার্থ ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চের যে বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১৫ আগ্রিলের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তাহাতে “কোন পথ অবরোধকারি বা তাহার উপর জুলিয়া পড়া বা তদাচ্ছাদনকারি কোন রক্ষের বা বেড়ার” এইর কথা পরিবর্তে “কোন পথ অবরোধকারি বা তাহার উপর জুলিয়া পড়া রক্ষ বা বেড়ার” এইর কথা পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

#### অশুদ্ধশোধন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—শোহর জিলার অন্তর্গত মহেশপুর মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পক্ষে কএক মহাশয়কে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৪ তারিখের যে বিজ্ঞাপন এই মাসের ১৩ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায় তাহাতে “জীযুত বাবু গণেশচন্দ্র রায় চৌধুরী” এই নামের পরিবর্তে “জীযুত বাবু গণেশচন্দ্র রায় চৌধুরী” পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, হুগলী জিলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া মুন্সিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া তিনি জয় রেজিস্ট্রী করণের সঙ্গে যে পয়সার সম্পর্ক রাখে সেই পয়সার উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুন্সিপালিটীতে প্রচলিত করিবার কামনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

## NOTIFICATION.

*The 11th May 1884.*—The following lists of Civil Hospital Assistants, serving in Bengal, who have passed the English qualification and professional examinations held on the 15th April 1884, are published for general information :—

*Names of Candidates who have passed the English Qualification Examination.*

NAMES.	Attached to—
Third Class, Kally Prasanno Sen	... Jail and Police Hospitals, Maldah.
Ditto, Jeyan Krishna Dutta	... Central Jail Hospital, Midnapore.
Ditto, Banka Behary Ghose	... Dispensary, Garbetta.
Ditto, Juggobuddhoo Gupta	... Police Hospital, Burdwan.
Ditto, Anundo Moy Sen	... Jail Hospital, Dinapore, officiating.
Ditto, Rojout Canto Ganguly	... Ditto, Ranchi.
Ditto, Kishub Chunder Mohapatro	... Central Irrigation Hospital, Cuttack.
Ditto, Chackrodhur Dass	... Police Hospital, Cuttack.
Ditto, Shib Chunder Sen Gupta	... Orissa Medical School, Cuttack.
Ditto, Dinoo Nath Banerjee	... Dispensary, Tickerpara.

*Names of Candidates who have passed the English Qualification Examination for higher pay.*

NAMES.	Attached to—
<i>Civil Hospital Assistants.</i>	
First class, Raj Coomarr Sen	... Jail Hospital Hooghly.
Second class, Kumode Behary Samanto	... Central Jail Hospital, Bhagulpore.
Ditto, Bhoobun Mohun Dutt	... Supernumerary, on leave.

*Names of Candidates who have passed the Professional Examination.*

NAMES	Attached to—	Date of declaration.	Class to which promoted.	Date of rank	Date of passing English qualification for the higher pay according to G. O. S. No. 94 of 7th October 1868 and No. 995 of 1873.	REMARKS
<i>Civil Hospital Assistants.</i>						
Second class, Mutty Lall Gupta.	Dispensary, Mub- gunge.	6th Nov. 1868	1st	15th April 1884		
Third class, Rojoui Kanta Guha	Jail Hospital, Ran- pore.	6th Sept. 1876	2nd	Ditto		
Third class, Kumode Behary Samanto	Central Jail Hospital, Bhagulpore.	22nd July 1875	2nd	Ditto	15th April 1884	Re-tested
Fourth class, Bhoobun Mohun Dutt.	Supernumerary	5th July 1873	2nd	Ditto	Ditto	Ditto.
Third class, Indro Narayan Banerjee	Police Hospital, Cal- cutta.	30th Jan. 1873	2nd	Ditto		

E. N. BAKER,

*Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.*

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ১১ মে।—১৮৮৩ সালের ১৫ আগস্ট ল ইংরেজি ভাষার ও চিকিৎসা ব্যবসায় সহকারী হে পরীক্ষা হয় তাহাতে, বঙ্গদেশে কর্মকারি যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স অফিসিটোরে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা-  
নের নামের নিম্নলিখিত নির্বচনপত্র সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করা গেল ।

ইংরেজী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নাম ।

নাম ।	যে স্থানে নিযুক্ত ।
তৃতীয় শ্রেণীর, জ্যেষ্ঠ কালীপ্রসন্ন মেন ...	মালদহের জেল ও পোন্টীম ইন্স্পাতালে ।
এ " জীবনরক্ষা দত্ত ...	মেদিনীপুরের সদর জেল ইন্স্পাতালে ।
এ " বঙ্কবিহারী ঘোষ ...	গড়বেড়ার জুয়খালয়ে ।
এ " অগস্ত্য গুপ্ত ...	বর্ধমানের পোন্টীম ইন্স্পাতালে ।
এ " আনন্দময় মেন ...	দিমাপুর জেল ইন্স্পাতালে । একটীং কর্মকারী ।
এ " রজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ...	রাধি এ ।
এ " কেশবচন্দ্র মহাপাত্র ...	কটকের সদর ইরিগেশন ইন্স্পাতালে ।
এ " চক্রধর দাস ...	কটকের পোন্টীম ইন্স্পাতালে ।
এ " শিবচন্দ্র মেন গুপ্ত ...	কটকের অন্তর্গত উড়িমার মেডিকাল স্কুলে ।
এ " দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	টিংকের পাড়া জুয়খালয়ে ।

উচ্চতর বেতনের নিমিত্তে ইংরেজী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নাম ।

নাম ।	যে স্থানে নিযুক্ত ।
সিভিল ইন্স্পাতাল অফিসিট ।	
প্রথম শ্রেণীর, জ্যেষ্ঠ কালীপ্রসন্ন মেন ...	ভগলীর জেল ইন্স্পাতালে ।
দ্বিতীয় শ্রেণীর, জ্যেষ্ঠ কুমুদ বিহারী মাস্ত ...	ভাগলপুরের সদর জেল ইন্স্পাতালে ।
এ এ " ভুবনমোহন দত্ত ...	ছুটীপ্রাপ্ত, অতিরিক্ত ।

চিকিৎসা ব্যবসায়ের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নাম ।

নাম ।	যে স্থানে নিযুক্ত ।	পদভার তাঁনিখ ।	বে শ্রেণী ভুক্ত হই- লেন ।	শ্রেণীর তারিখ ।	জ্যেষ্ঠ গবর্ণর জেমস ল সাহে- বের ১৮৬৮ সালের ৭ জুলাই বরের ২৪৫ নং ও ১৮৭৩ সালে ২২ নং আজ্ঞা নুসারে অধিকতর বেতনের নিমিত্ত ইংরেজি ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার তারিখ ।	মন্তব্য ।
সিভিল ইন্স্পাতাল অফিসিট ।						
দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্যেষ্ঠ কালীপ্রসন্ন মেন	ভাগলীর জেল ইন্স্পাতালে ।	১৮৬৮ সাল ১ নবেম্বর	প্রথম	১৮৮৪ সাল ১৫ আগস্ট ।	.....	...
তৃতীয় শ্রেণীর জ্যেষ্ঠ কালীপ্রসন্ন মেন	ভাগলীর জেল ইন্স্পাতালে ।	১৮৭৬ সাল ৬ সেপ্টেম্বর	দ্বিতীয়	এ	.....	...
তৃতীয় শ্রেণীর জ্যেষ্ঠ কালীপ্রসন্ন মেন	ভাগলীর জেল ইন্স্পাতালে ।	১৮৭৫ সাল ২২ জুলাই	দ্বিতীয়	এ	১৮৮৪ সাল ১৫ আগস্ট	পুনঃপরীক্ষিত
তৃতীয় শ্রেণীর জ্যেষ্ঠ কালীপ্রসন্ন মেন	ভাগলীর জেল ইন্স্পাতালে ।	১৮৭৩ সাল ৫ জুলাই	দ্বিতীয়	এ	এ	এ
তৃতীয় শ্রেণীর জ্যেষ্ঠ কালীপ্রসন্ন মেন	ভাগলীর জেল ইন্স্পাতালে ।	১৮৭৩ সাল ৫ জুলাই	দ্বিতীয়	এ	এ	এ
তৃতীয় শ্রেণীর জ্যেষ্ঠ কালীপ্রসন্ন মেন	ভাগলীর জেল ইন্স্পাতালে ।	১৮৭৩ সাল ৫ জুলাই	দ্বিতীয়	এ	এ	এ
তৃতীয় শ্রেণীর জ্যেষ্ঠ কালীপ্রসন্ন মেন	ভাগলীর জেল ইন্স্পাতালে ।	১৮৭৩ সাল ৫ জুলাই	দ্বিতীয়	এ	এ	এ

ই. এন. বেকার.

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

*The 12th May 1884.*—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B. C.) of 1880, to extend the provisions of the said Act to the Cuttack Municipality, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of publication of this notice in the *Calcutta Gazette*.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

*The 12th May 1884.*—Whereas a notification, dated the 28th February 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Act VI (B. C.) of 1878 to the Shahagunge mohulla of the Hooghly and Chinsurah Municipality, was published at page 419, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 5th March 1884, and whereas no objection has been raised to the proposed extension of the Act to the said mohulla, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 2 of the said Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Hooghly and Chinsurah Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor declares that, from the 1st April 1884, the Commissioners of the said municipality will maintain an establishment for the cleansing of all public and private latrines within the limits of the Shahagunge mohulla of that municipality.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

*The 15th May 1884.*—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B. C.) of 1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the Bali Municipality, in the district of Howrah, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the said municipality.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 2004 A.

*The 1st May 1884.*—Baboo Gobind Chunder Bose is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Sooree, *vice* Baboo Dwarka Nath Bhattacharjee.

*The 3rd May 1884.*—Mr. L. P. Shirres, Assistant Magistrate and Collector, Backergunge, is vested with powers under section 110 of the Code of Criminal Procedure.

*The 6th May 1884.*—Baboo Poresh Nath Banerjee, First Subordinate Judge of Bhagulpore and Judge of the Courts of Small Causes of Monghyr and Bhagulpore, is allowed leave for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Amrita Lal Pal, Second Subordinate Judge of Sarun, is appointed to act as First Subordinate Judge of Bhagulpore and Judge of the Courts of Small Causes of Monghyr and Bhagulpore, during the absence, on leave, of Baboo Poresh Nath Banerjee, or until further orders.

[*Government Gazette*, 27th May 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাঁধাবনের অগত্যাৰ্হে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতিবন্ধদেশে গোণীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান কটক মুনিমিপালিটিতে প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—হুগলী ও চুঁচড়া মুনিমিপালিটীর অন্তর্গত সাহাঙ্গ মহল্লায় ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় আইনের বিধান প্রণীত করণার্থে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৪ সালের গেজেট প্রসারিত ১৮ তারিখে এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ৫ মার্চের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ৪৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেল ও উক্ত মহল্লায় উক্ত আইন প্রচলিত করণের প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করি না যাওয়াতে সাঁধাবনের অগত্যাৰ্হে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্যাদি করিয়া এবং হুগলী ও চুঁচড়া মুনিমিপালিটীর সভাগত কমিট্যানবন্দের অনুরোধক্রমে তিনি এই আদেশ করিলেন যে উক্ত মুনিমিপালিটীর কমিট্যানবন্দের উক্ত মুনিমিপালিটীর অন্তর্গত সাহাঙ্গ মহল্লায় সাঁধাবর মধ্যে স্থিত সরকারী বা ব্যক্তি বিশেষের পাইখানা পরিষ্কার করণার্থে ১৮৮৪ সালের ১ আগ্রিল অবধি সিরিশতা রাখিবেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—সাঁধাবনের অগত্যাৰ্হে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, হাবড়া জিলার অন্তর্গত নীল মুনিমিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোণীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় আইনের ১ ধারানুসারে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুনিমিপালিটিতে প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

জুডিশ্যল ডিপার্টমেন্ট।

২০০৪ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—জীযুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্যের পরিবর্তে জীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু বীরভূম জিলার ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্য শ্রুতিভিত্তিক অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ৩ মে।—বাঁধরগঞ্জের অসিস্টেণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীযুত এল, সি, শিয়ারস সাহেব কোমদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।—ভাগলপুরের প্রথম সবার্ভিনেন্ট জজ এম এম মুন্সের ও ভাগলপুরের ছোট আদালতের জজ জীযুত বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জীযুত বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কাল অথবা যাহা অন্য আদালত হয়, সারনের দ্বিতীয় সবার্ভিনেন্ট জজ জীযুত বাবু অমৃত লাল পাল ভাগলপুরের প্রথম সবার্ভিনেন্ট জজের এবং মুন্সের ও ভাগলপুরের ছোট আদালতের জজের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ২৭ মে। ]

Baboo Ashutosh Gupta, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

*The 9th May 1884*—The gentlemen named below are appointed to be Honorary Magistrates for the Egra Bench, in the district of Midnapore, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class:—

Baboo Srinath Chundra Das Mohapatra. | Baboo Bhagabat Chundra Maiti.

Baboo Brojendra Nandan Das Mohapatra.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Ram Chunder Bose of his appointment of Honorary Magistrate of the Bench at Chundunbaree Boda, in the district of Julpigorce.

*The 12th May 1884*.—Mr. J. R. Hand, Deputy Magistrate, Shahabad, is vested with powers under sections 110 and 133 of the Code of Criminal Procedure.

Munshi Harihar Charan Lall, Munsif of Lohardugga, who exercises the powers of a Deputy Collector under Act I (B.C.) of 1879, is vested, under section 146 of that Act, with the power to receive plaints in suits under the said Act, when the cause of action arises within the local jurisdiction of his munsifi.

Baboo Aditya Charan Chakravarti, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Meherpore, during the absence, on leave, of Baboo Suresh Chundra Ghose, or until further orders.

*The 17th May 1884*.—Baboo Bhugwan Chunder Chuckerbutty, Subordinate Judge of Khoolna, is promoted to the first grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Mr. W. Wright, retired.

Baboo Kristo Chunder Chatterjee, First Subordinate Judge, 24-Pergunnahs, is promoted to the first grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Brojo Mohun Dutt, retired.

Baboo Matadin, First Subordinate Judge, Sarun, is promoted to the second grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Bhugwan Chunder Chuckerbutty.

Baboo Krishna Mohun Mookerjee, Officiating Subordinate Judge, Hooghly, is promoted to the second grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Kristo Chunder Chatterjee.

Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty, Temporary Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Matadin.

Baboo Kanai Lal Mookerjee, Temporary Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Krishna Mohun Mookerjee.

Baboo Juggobundhoo Gangooly, Officiating Subordinate Judge, Dinagepore, is appointed temporarily to be a Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, *vice* Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty.

Baboo Dwarka Nath Bhattacharjee, Officiating Additional Subordinate Judge, Tipperah, is appointed temporarily to be a Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, *vice* Baboo Kanai Lal Mookerjee.

F. B. PEACOCK,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 5th May 1884*.—Under section 2 of Act II (B.C.) of 1867 (an Act to provide for the punishment of public gambling and the keeping of common gaming-houses), the Lieutenant-Governor authorizes the extension of the provisions of the said Act to the limits of the Rungpore Municipality, in the district of Rungpore, with effect from the 1st June 1884.

F. B. PEACOCK,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

লোহারডগার একটীং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিহুত বাবু আশুতোষ গুপ্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের কমতা পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৯ মে ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বেমিনীপুর জিলার অন্তর্গত এড়া বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইরা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের কমতা পাইলেন ।

জিহুত বাবু ত্রিনাথচন্দ্র দাস মহাপাত্র । | জিহুত বাবু ভাগবতচন্দ্র মাইতি ।

জিহুত বাবু ব্রজেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র ।

জিহুত বাবু রামচন্দ্র বনু জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত চন্দনবাড়ী বোর্ড বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটরূপে স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ১২ মে ।—শাহাদাদের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট জিহুত জে. আর. হাও সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ও ১৩৩ ধারামতে কমতা পাইলেন ।

১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ১ আইনমতে ডেপুটী কালেক্টরের কমতাক্রমে কর্মকারী লোহারডগার মুন্সেফ জিহুত মুনশী হরিহরচরণ লাল স্বীয় মুন্সেফীর বিচারাপত্যের স্থানসীমার মধ্যে মোকদ্দমার হেতু উপস্থিত হইলে উক্ত আইনমত মোকদ্দমার আরজী গ্রহণ করিতে এই আইনের ১৪৬ ধারামতে কমতা পাইলেন ।

জিহুত বাবু সুরেশচন্দ্র ঘোষের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা বাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জিহুত বাবু অদ্বৈতচরণ চক্রবর্তী, বি, এল, নদীয়া জিলার মুন্সেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইরা সামান্যতঃ মেহেরপুরে অবস্থাপিত হইবেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে ।—জিহুত ডাবিউ, রাইট সাহেব কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে খুলনার সবর্ডিনেট জজ জিহুত বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্তী সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

জিহুত বাবু কৃষ্ণমোহন দত্ত কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে ২৪ পরগনার প্রথম সবর্ডিনেট জজ জিহুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

জিহুত বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিবর্তে সারনের প্রথম সবর্ডিনেট জজ জিহুত মাতাদিন বাবু সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

জিহুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে হুগলীর একটিং সবর্ডিনেট জজ জিহুত বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়, সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতে জজদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

জিহুত মাতাদিন বাবুর পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিরংকালীন সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ জিহুত বাবু মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন ।

জিহুত বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিরংকালীন সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ জিহুত বাবু কাণাইলাস মুখোপাধ্যায় সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন ।

জিহুত মাধবচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিবর্তে দিনাজপুরের একটিং সবর্ডিনেট জজ জিহুত বাবু জগদ্বনু গঙ্গোপাধ্যায়, কিরংকালের নিমিত্তে তৃতীয় শ্রেণীর সবর্ডিনেট জজের ও ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

জিহুত বাবু কাণাইলাস মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ত্রিপুরার একটিং আডিশনাল সবর্ডিনেট জজ জিহুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য কিরংকালের নিমিত্তে তৃতীয় শ্রেণীর সবর্ডিনেট জজের ও ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

এক, বি, পীকক,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

#### বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সামান্য দ্বাত্তকীড়ার ও সাধারণ দ্বাত্তগ্রহ রাখিবার দণ্ড বিধায়ক ১৮৬৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ২ ধারামতে উক্ত আইনের বিধান ১৮৮৪ সালের ১ খুলন জবদিরাজপুর জিলার অন্তর্গত রাজপুর মুন্সিপালিটীর সীমার মধ্যে প্রচলিত করিবার আদেশ করিলেন ।

এক, বি, পীকক,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।



## NOTIFICATION.

*The 8th May 1884.*—It is hereby notified that, under section 10 of Act I (B.C.) of 1869 (an Act for the prevention of cruelty to animals), and under section 3 of Act III (B.C.) of 1869 (an Act to enable police officers to arrest without warrant persons guilty of cruelty to animals), and under section 14 of Act VIII (B.C.) of 1880 (an Act to provide against the spreading of certain contagious and infectious diseases among horses), the Lieutenant-Governor is pleased to extend the provisions of the said three Acts to the limits and boundaries of the Port Commissioners on the Howrah side of the river Hooghly.

F. B. PEACOCK,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

## DECLARATION.

*The 28th April 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. as a site of the Nayazipore outpost building in the village of Kanspattee, appertaining to mouzah Sabiar, pergunnah Bhojepore, district of Shahabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 bigah 1½ cottahs 7½ dhoores bounded on the east by the field of Pitambar Bharti; on the west by the public road; on the north by the field of Pitambar Bharti; and on the south by the field of Ramghulam Bharti, is required within the aforesaid village of Kanspattee, appertaining to mouzah Sabiar, pergunnah Bhojepore.

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870.

F. B. PEACOCK,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

## DECLARATION.

*The 28th April 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the Motihari Jail, in the village of Motihari, tollah Balawoh, Tuppoh Madhwoh, pergunnah Majhawoh, zillah Chumpanun, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 acres and 7 poles, bounded on the north by Gooisohoy's land; on the west by the jail wall and road; on the south by the road leading to the jail, and on the east by the main road, is required within the aforesaid village of Motihari.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

F. B. PEACOCK,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

## PUBLIC WORKS DEPARTMENT - BENGAL.

*The 20th May 1884.*

No. 211.—*Leave.*—In continuation of notification No. 105 of the 25th February last Mr. J. Ramsay, Executive Engineer, first grade, Nagpore Railway Surveys, is granted by the Secretary of State a further extension of three months' leave on medical certificate, in continuation of the furlough granted him in notification No. 231 of the 18th June 1883.

## IRRIGATION.

*The 20th May 1884*

No. 213.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that additional land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the enlargement of the extension of the Arion Distributary, it is hereby declared that for the above purpose two strips of land running parallel to, and situate on, both banks of the said extension, and each measuring about 3,600 feet in length by 12½ feet in width, and aggregating an area of 2 acres and 11 poles of land, more or less, are required in the village of Belhari, pergunnah Bhojepore, in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব জন্মর প্রতি নৃশংস বাবতার নিবারণার্থ ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ১০ ধারামতে, এবং জন্মর প্রতি নির্দিষ্টাচারের অপরাধিগণকে বিনা পরওয়ানায় ধৃত করণার্থে পুলিশের কর্মকারকদিগকে ক্ষমতাদানার্থ ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ৩ ধারামতে এবং অশ্রুদের মধ্যে কোন২ লক্ষ্যসিদ্ধার্থী ও সংক্রামক রোগের সঞ্চার নিবারণের বিধান করণার্থ ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৪ ধারামতে উক্ত তিন আইনের বিধান লঙ্ঘনী নদীর হাবড়া পারের পোর্ট কমিশ্যনরদের সীমা সরহন্দে প্রচলিত করিলেন।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ অপ্রিল।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার সবিরায় মোজার সামিল কামপতী গ্রামে নয়াজপুর ফাঁড়ির কোটাঘরের জন্যে রাজকীয় অর্থ ব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক জমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত ভোজপুর পরগনার সবিরায় মোজার সামিল কামপতী গ্রামে ন্যূনাদিক ১১।৪ কাঠা ৭।১ ধূর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পূর্বসীমা পীগাছুর ভারতীর ক্ষেত, পশ্চিমসীমা রাজপথ, উত্তরসীমা পীতাম্বর ভারতীর ক্ষেত এবং দক্ষিণসীমা বামগোলাম ভারতীর ক্ষেত।

১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ অপ্রিল।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চাম্পারণ জিলার অন্তর্গত মাঝওয়া পরগনার শাখোল তপ্পার বলাও টোলার মতিহারীগ্রামে মতিহারী জেলের জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক জমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত মতিহারী গ্রামে ন্যূনাদিক ৩ একর ৭ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গুরুসহায়েয় জমি, পশ্চিম সীমা জেলের প্রাচীর ও পথ, দক্ষিণ সীমা জলে যাইবার পথ, এবং পূর্ব সীমা বড় রাস্তা।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওকস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।

২১১ নম্বর।—ছুটী।—গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫ তারিখের ১০২ নং বিজ্ঞাপনের অতিরিক্ত এই বিজ্ঞাপন। নাগপুর রেলওয় গারের প্রথম শ্রেণীর একসেকিটিন ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত জে. রামসে সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৮ জুনের ২৩১ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে নিয়মিত ছুটী পান তদতিরিক্ত শ্রীযুত জে. টেমসকেটরী সাহেব তাঁহাকে চিকিৎসকের সার্টিফিকেট ক্রমে আর তিন মাসের ছুটী দিয়াছেন।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

২১২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের অর্থাৎ এরিয়ন জল বিতরণার্থ নালাইর বর্জিতাংশের রক্ষি করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক জমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার বেলহরি গ্রামে দুই খণ্ড ভূমির প্রয়োজন, উক্ত ভূমি উক্ত বর্জিতাংশের উভয় ধারের সমান্তরালগামি ও উভয় ধারের দ্বিত ও প্রত্যেক খণ্ড ৩৬০০ ফুট। দীর্ঘ ও ১২।১ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ মোটে ন্যূনাদিক ২ একর ১১ পোল পরিমিত।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।

## LOCAL COMMUNICATIONS.

*The 20th May 1884.*

*No. 214.—Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government for a public purpose, viz. for constructing a road from Manshai to Bucktearpur, in the villages Munsee, Kootea, Saidpur, Bulhia, Konakoh, Badla, Dhanna, Basititol, Koopera, Malta, Salkooa, Mobarakpur, Goorga, Ganspora, and Bucktearpur, in the district of Monghyr, it is hereby declared that for the above purpose land on the north of the Ganges, measuring, more or less, 342 local bigahs or 646½ standard bigahs, is required in the above-mentioned villages.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern, and is issued in supersession of that, dated the 17th December 1883, which was published at page 1295 of the *Calcutta Gazette* of the 19th idem.

G. F. E. S. NEILL, *Major, M.S.C.,*  
*Under-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.*

স্থানীয় বস্ত্রাদি বিবরণক ।

১৮৮৪ সাল ২০ মে ।

২১৪ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মুজের জিনার অন্তর্গত মুলশী, কুটিয়া, মৈদপুর, বলহিয়া, কোমাকোহ, বাদলা, ধরা, বসিডিতোল, কুপেত্রা, মালতা, মালকুয়া, মবারকপুর, গুরগা, গাঁঙ্গোপারা ও বস্ত্রিয়াপুর গ্রামে মামশাই অবধি জিহ্মারপুর পর্য্যন্ত পথ করিবার জন্য গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জিহ্মত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সহবাস দেওয়া গেল । পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে গজামলীর উত্তরদিকে উক্ত সকল গ্রামে স্থানীয় মাটির ন্যূনতম ৩৪১/১ বিঘা অর্থাৎ কতিমতে ৬৪৬।১০ বিঘা ভূমির প্রয়োজন ।

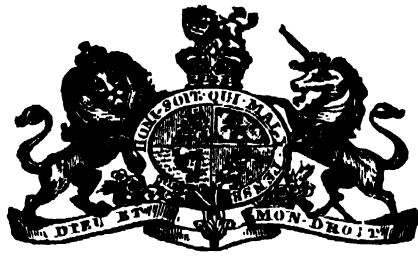
ইহাতে ষাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল, এবং ১৮৮৩ সালের ২৫ ডিসেম্বরের রাজসী গবর্ণমেন্টে গেজেটের ১২১৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই মাসের ১৭ তারিখের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল ।

ডি, এফ, ই, এল, নীল, মেডর, এম এল, লি,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।





# গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 27, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

PART VIII.  
ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।  
ইশতিহার প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এই ২ জিলাতে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব দুই সপ্তাহ

নং ।	জিলা ।	৮০ তোলায় সেরের হিসাবে													
		নং ।		নং ।		তাল চাউল ।		সামান্য চাউল ।		বহু ও বাজরা		চোলম ও খোরার ।			
		এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন

বঙ্গদেশ । পশ্চিমদিকস্থ জিলা ।

০	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১ বর্ডমান ...	৮	৮	৮	১১১	৬২	১০	১০৬	১০	১৮	৮	৮	১১৮	...	...	...	...
২ বীরভূম ...	১৬	১৭	১৮	৮	১২	১২	১৫	১৫	১২	১৭	১৭	১৮৬	...	...	...	...
৩ বীরভূম ...	১৭	১৬	১৫	...	...	...	১৮	১০	৮	১৫	১৬	১০	...	...	...	...
৪ মেদিবীপুর ...	...	১২	১৭	...	১৬	১৬	...	১৮	...	৮	...	১১৮	...	...	...	...
৫ হুগলী ...	১৭	১৭	১৫	...	...	...	৮	৮	১০	১৮	১৮	৮	...	...	...	...
৬ বাবুড়া ...	১৮	১৮	১৮	...	...	...	১২	১২	১৮	১০	১০	১১	...	...	...	...

মধ্যস্থলের জিলা ।

০	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১ কলিকাতা ...	১৬	১৬	১৬	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২ ২৪ পরগণা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩ মদীরা ...	১৬	১৬	১৬	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪ খুলনা ...	...	...	...	...	...	...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৫ বশোঁহর ...	১৮	১৬	১৮	...	...	...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৬ মুরশিদাবাদ ...	১৮	১৮	১৮	...	...	...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৭ মির্জাপুর ...	১৬	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৮ রাজশাহী ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৯ বঙ্গপুর ...	১৬	১৬	১৬	...	...	...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১০ বগুড়া ...	১৬	১৮	১৮	...	...	...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১১ গাবরা ...	১৮	১৮	১৮	...	...	...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১২ দার্জিলিং ...	...	...	৮	১০	১৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৩ জলপাইগুড়ি ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০

ক। বহুকায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই ২।—কালনা ১৮ সের, কাঁটওয়ার ১০ সের এবং রাণীগঞ্জে ১২০ সের।

খ। মকসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের অবধি ১৬ সের পর্যন্ত।

গ। মকসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের অবধি ১০/ সের পর্যন্ত।

ঘ। বহুকায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই ২।—জিরাপুতে ১০ সের, জাহানাবাদে ১০ সের।

যা১। এই ১।—বারাসত ও বশীরাতে ১০ সের, ও কল্যাণীতে ১০ সের।

ঙ। এই ১।—বেহেরপুরে ১০ সের, চুরাডায় ১০ সের, এবং রাণীগঞ্জে ১২০ সের।

অবধি তুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও আলানি কাঠ ও লবণ খুজরা বিক্রয়ের বাজার দর।

টাকার বড় পাওয়া যায় ।										৪০ সেরের মণের থোকে বিক্রয়ের দর।		জিলা ।
রাগী বা বাড়ওয়া ও চৌমা ।		অধের ।		ছোলা ।		আলানি কাঠ ।		লবণ		লবণ ।		
এই সস্তারের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তারের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সস্তারের দ্রিটন	এই সস্তারের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তারের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সস্তারের দ্রিটন	এই সস্তারের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তারের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সস্তারের দ্রিটন	এই সস্তারের দ্রিটন	ইহার পূর্ক সস্তারের দ্রিটন	গড় বৎসরের এই সস্তারের দ্রিটন	

বঙ্গদেশ।												পশ্চিমবঙ্গ জিলা।		
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৫৮	২৫৯	৩/০
...	...	...	১৭৬	১৮	৬	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৩৬০	৩৬০	৩৬৬
...	...	...	...	...	...	১২১	১৬	১৬	৮	৮	৮	৩৬৬	৩৬৬	৩৬৬
...	...	...	...	...	...	...	১৬	১৭	...	৩৬৬	৩৬৬	...	২৬০০	২৬০০
...	...	...	...	...	...	১৮	৮	১০	৩/	৮	৮	১০১/	১০১/	১০১/
...	...	...	...	...	...	৮	১০	১০	২/	২/	২/	১০	১০	১০

মধ্যপ্রদেশ জিলা।												কলিকাতা।		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৫০	২৫০	২৫০
...	...	...	...	...	...	১৭১	১৭১	১৭৬	২১০	২১০	২১০	১২৬/	১২৬/	১৩১/
...	...	...	...	...	...	১১১/২	১১১/২	১১০	...	...	...	১১০/২	১১০/২	১১০/২
...	...	...	...	...	...	১৫	১৬	১৫	৫/	৫/	৫/	১০১/	১০১/	১০১/
...	...	...	...	...	...	১১১	১১১	১১০	৩/	৩/	৩/	১০৬	১০৬	১০৬
...	...	...	...	...	...	১১০	১১০	১১৭	৩/	৩/	৩/	১০	১০	১০
...	...	...	...	...	...	১৫	১৫	১০১	৩/	৩/	৩/	১০১	১০১	১০১
...	...	...	...	...	...	১১৩	১১৩	১১৫	৬/	৬/	৬/	১২	১২	১২
...	...	...	...	...	...	১০১/	১০১/	১০৬	২৫০	২৫০	২৫০	১০৬	১০৬	১০৬
...	...	...	...	...	...	১১১/	১১১/	১১১	২১০	২১০	২১০	১১১	১১১	১১১
...	...	...	...	...	...	১১৮	১১৮	১৮	৫/	৫/	৫/	১২০	১২০	১২০
১২	১২	১০	১২	১৫	১৮	১০	১০	১০	৩/	৩/	৩/	৮	৮	৮
...	...	...	...	...	...	১৩	১৩	১৮	৩/৮	৩/৮	৩/৮	১২	১২	১২

চ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—মাতকাঁচায় ও বাগীরহাটে ১১ সের।

ছ। ... ১—খানিক ১২ সের বনগায় ১৩ সের মাগুরা ও নড়াইলে ১২ সের।

জ। ... ১—লালবাগে ১১ সের, জদিপুরে ১০১ সের ও কাম্বিতে ১২ সের।

ঝ। ... ১—নাটোয় ও নৌগাঁ ১২ সের।

ঞ। ... ১—নিলাকারিতে ১২ সের, কুড়িগ্রামে ১৩ সের ও গাইবান্ধায় ১৪ সের।

ট। শেরাজগঞ্জে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২৬ সের।

ঠ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—কশিয়াজে ৮ সের এবং শিলীগুড়িতে ১১ সের।

ড। ফালিকোটায়, লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।



নং।	১০ ভোলায় সেরের হিসাবে											
	নং।		বহ।		তাল চিউন		নাখাচা চিউন।		কু ও বাজরা।		চৌলখ ও কোয়ার।	
	জিস।											
বহর।	এই সজ্ঞাভেদে রিউন		ইহার পূর্ক সজ্ঞাভেদে রিউন		গত বৎসরের এই সজ্ঞাভেদে রিউন		এই সজ্ঞাভেদে রিউন		ইহার পূর্ক সজ্ঞাভেদে রিউন		গত বৎসরের এই সজ্ঞাভেদে রিউন	

## পূর্বদিকস্থ জিলা।

নং।	জিস।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮	চাকা ...	৭	৭	১৪	১৬	১৬	১২	১২	১২	১৫	১৫	১৪	১২	...	...	১১	...	১১
১৯	করীমপুর ...	১০	১১	১৪	৫৫	৫৫	৫৭	১২	১০	১৫	১৪	১২	...	...	...	...	...	...
২০	বাকরগঞ্জ ...	...	...	...	...	...	১৫	১৫	১২	১৮	১৮	১০	...	...	...	...	...	...
২১	ময়মনসিংহ	১০	১০	১০	...	...	১২	১০	১০	১৪	১৪	১০	...	...	...	...	...	...
২২	চট্টগ্রাম	১২	১২	...	...	...	১২	১২	১০	১৬	১৬	১২	...	...	...	...	...	...
২৩	বকরাখালী	...	...	...	...	...	১৬	১৬	১০	১৮	১৮	১০	...	...	...	...	...	...
২৪	ত্রিপুরা	১৪	১৪	১০	...	...	১০	১০	১০	১৬	১৬	১০	...	...	...	...	...	...
২৫	চট্টগ্রামের প- কর্তার প্রদেশ- ত্রিপুরা পর্যন্ত	...	...	...	...	...	১২	১২	১০	১০	১০	১০	...	...	...	...	...	...

## বেহার।

নং।	জিস।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
২৬	পাটনা ...	১০	১২	১১	১০	১৪	৫২	১২	১২	১৪	১০	১৪	১২	...	...	...	...	...
২৭	গয়া ...	১৬	১৭	১৬	১১	১৫	১০	১০	১২	১২	১২	১২	১৬	...	...	...	...	...
২৮	নাখাচা ...	৬	১২	১৭	১০	১২	১৪	১০	১০	১৪	১০	১০	১৭	১৪	১৪	১০	১০	৫০
২৯	দারভাঙ্গা ...	১৫	১৬	১৬	...	৫০	১৬	১০	১০	১৪	১০	১০	১৬	...	...	...	...	...
৩০	বাকরগঞ্জ ...	১৭	১৬	১৮	১০	৫০	১০	১০	১২	১০	১২	১২	১৭	...	...	...	...	...
৩১	সারণ ...	১৭	১৭	১৭	১২	১২	১৮	১৮	১০	১২	১২	১৮	...	...	...	১৫	১০	৫০
৩২	গোয়ারা ...	১৬	১৬	১৮	১২	১৫	১০	১০	১০	১২	১২	১৮	...	...	...	...	...	...
৩৩	মুন্সের ...	১২	১৬	১২	১২	১১	১০	১০	১০	১২	১২	১২	১৬	...	...	...	...	...
৩৪	ভাগলপুর ...	১৭	১৮	১৬	১২	১১	১৭	১২	১২	১৬	১০	১৬	১৬	...	...	...	...	...

ট। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—মাণিকগঞ্জে ১২ সের, নারায়ণগঞ্জে ১০ সের ও মুন্সীগঞ্জে ১০।১০ সের।  
 ন। —গোয়ালন্দ এবং মাদারীপুরে ১২ সের।  
 ত। —পটুয়াখালিতে ১০।১০ সের, পিরোজপুরে ১০ সের ও ভোলায় ১০ সের।  
 থ। —কিশোরিগঞ্জে ১০।১০ সের, আটয়ায় ১২ সের, মেজকোথায় ১২।১০ সের ও  
 জামালপুরে ১১ সের,

খ। কলকাতায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।

ন। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের অর্থাৎ ১০৫ সের পর্যন্ত।

প। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় ১২ সের, ও চাঁদপুরে ১২।১০ সের।



## ৮০ ভোটার সেরের হিসাবে

নং	জিলা।	গঘ।			বঘ।			ভাল চাউল			নাখায চাউল			কছু ও বাজরা।			গোলম ও জোয়ার।		
		এই সঙ্খ্যাতের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সঙ্খ্যাতের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সঙ্খ্যাতের রিটর্ন	এই সঙ্খ্যাতের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সঙ্খ্যাতের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সঙ্খ্যাতের রিটর্ন	এই সঙ্খ্যাতের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সঙ্খ্যাতের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সঙ্খ্যাতের রিটর্ন	এই সঙ্খ্যাতের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সঙ্খ্যাতের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সঙ্খ্যাতের রিটর্ন	এই সঙ্খ্যাতের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সঙ্খ্যাতের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সঙ্খ্যাতের রিটর্ন	এই সঙ্খ্যাতের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সঙ্খ্যাতের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সঙ্খ্যাতের রিটর্ন

## বেহার।

নং	পূর্ণনাম	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ
৩৫	পূর্ণনাম	১৬	১৬	১৭	...	...	...	১০	১০	১৬	১৪	১৪	১৭	...	...	...	...	...	...
৩৬	বালসহ	১১	১১	১৮	...	...	...	১১	১১	১৫	১৪	১৪	১৭	...	...	...	...	...	...
৩৭	সাঁওতাল পর- গমা।	১৫	১৬	১৬	...	...	...	১২	১০	১৬	১৫	১৬	১১	১২	...	...	...	...	...

## উড়িষ্যা।

নং	কটক	১৪	১২	১৭	...	...	...	১০	১০	১৪	১৪	১৭	১০	১০	১৪	১৪	১৭	১০	১০
৩৮	কটক	১৪	১২	১৭	...	...	...	১০	১০	১৪	১৪	১৭	১০	১০	১৪	১৪	১৭	১০	১০
৩৯	পূর্ণ*	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
৪০	বালসহ	১৬	১৮	১৪	১১	১১	...	১৬	১৬	১৬	১১	১১	১২	...	...	...	...	...	...

## চোট নাগপুর।

## দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্ট।

নং	চাকারোবাগ	১৪	১৪	১৬	১৬	১৫	...	১২	১০	১০	১৪	১৪	১৭	...	...	...	...	...	...
৪১	চাকারোবাগ	১৪	১৪	১৬	১৬	১৫	...	১২	১০	১০	১৪	১৪	১৭	...	...	...	...	...	...
৪২	লোহা ডগা	১৫	১৬	১৭	১৮	১০	১৪	১৪	১০	১৮	১৮	১৪	১৪	১৭	...	...	...	...	...
৪৩	সিংহভূম	১৮	১৮	১৪	১৪	১৪	১২	১০	১০	১২	১৪	১৪	১৬	...	...	...	...	...	...
৪৪	বাগভূম	১০	১৪	১৪	...	১৪	১০	১৪	১৬	১৮	১২	১০	১৭	...	...	...	...	...	...

\* রিটার্ন পাওরায় মায় চাঁচ।

† মকঃমলে সামাল, চাউলের খুজরা দর টাকায় ১১০১৬ সের অবধি ১২৬৮ সের পর্যন্ত।

ঘ২। মহকুমায় লবনের খুজরা দর টাকায় এই২।—কৃষ্ণগঞ্জে ১৯ সের, ও ময়ুরিয়া মহকুমায় অন্তর্গত রাণীগঞ্জে ১১ সের।  
 ঘ৩। ঐ ঐ ঐ—মোঘরে ১০ সের এবং গদার ১২ সের

কলিকাতা

১৮৮৪ সাল, ১৯ মে।

টাকার বত পাওয়া যায়।					৪০ সেরের ধানের থেকে বিক্রয়ের দর।	
রাসী বা মাকুওরা ও চীষা।	অমেরা।	ছোলা।	কালাবিজাত।	সবন।	সবন।	
এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন	এই সস্তাঘের রিটন
ইহার পূর্ক সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তাঘের রিটন
গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তাঘের রিটন

জিলা।

বেহার।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	পূর্ণনিয়া।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

উড়িষ্যা।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	কটক।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

ছোট লাগপুর।  
দক্ষিণ-পশ্চিমাকলের একেটী।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

য৪। ত্রুণ সহকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় ৮ সের।

য৫। চাঁচা ও বরক দিহা সহকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের।

য৬। টাকার লবণের খুজরা দর এই২।—রখুনাথপুরে ১২ সের বরবাজার ও গোবিন্দপুরে ১১ সের।

সাধারণের অবগত্যার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব

		৪০ সেরের															
ক্রমিক সংখ্যা	বঙ্গদেশ।	গম			ষট্			তাল চাউল			গায়াচা চাউল।			কয় ও বাজরা।			
		এই সঞ্জা-চের হিটন	ইহার পূর্বে সঞ্জা-চের হিটন	গত বৎসরের এই সঞ্জা-চের হিটন	এই সঞ্জা-চের হিটন	ইহার পূর্বে সঞ্জা-চের হিটন	গত বৎসরের এই সঞ্জা-চের হিটন	এই সঞ্জা-চের হিটন	ইহার পূর্বে সঞ্জা-চের হিটন	গত বৎসরের এই সঞ্জা-চের হিটন	এই সঞ্জা-চের হিটন	ইহার পূর্বে সঞ্জা-চের হিটন	গত বৎসরের এই সঞ্জা-চের হিটন	এই সঞ্জা-চের হিটন	ইহার পূর্বে সঞ্জা-চের হিটন	গত বৎসরের এই সঞ্জা-চের হিটন	
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	বালিকাতা ...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
২	শেরাজগঞ্জ ...	১১০	২০০	২১০	...	...	...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৩	টাকা ...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৪	বাগিয়নগঞ্জ ...	...	...	...	...	...	...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৫	চট্টগ্রাম ...	৩০০	৩০০	৩০০	...	...	...	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০
৬	পাটখা ...	১৫০০	১১০০	২০০	১১০	১১০	১০০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০
৭	বালেশ্বর ...	২১০	২১০	২১০	৩০০	৩০০	...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৮	পুরী ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
৯	কটক ...	২১০	১৫০	২০০	...	...	...	৩০০	৩০০	২১০	২১০	১৫০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০

সর্বত্র পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতা,  
১৮৮৪ সাল ২০ মে।

দুই সপ্তাহ অবধি তুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও আলানি কাঠ ও লবণ খোকে বিক্রয়ের বাজার দর।

বঙ্গের দর।

চৌসখ ও জোরার ।			রাগী বা বাড়ওয়ার। ও চৌখ।			জমের।			হোলা।			আলানি কাঠ।			লবণ ।			বন্দর।
এই সপ্তাহের রিটর্ন			ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন			গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন			এই সপ্তাহের রিটর্ন			ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন			গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন			
টাকা	নাংকা	টাকা	টাকা	নাংকা	টাকা	টাকা	নাংকা	টাকা	টাকা	নাংকা	টাকা	নাংকা	টাকা	নাংকা	টাকা	নাংকা		
২০	২২	...	...	...	...	...	...	...	২৬০	২৬০	২৬০	১/৬	১/৬	১৬০	২৬০	২৬০	কলিকাতা।	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২১০	২১০	২১০	...	...	...	৩৬০	৩৬০	শেরপুরগঞ্জ।	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৬০	২৬০	২৬০	১/৬	১/৬	১৬০	৩৬০	৩৬০	চাঁচা।	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২১০	২১০	২১০	১/৬	১/৬	১৬০	৩৬০	৩৬০	খারায়নগঞ্জ।	
...	...	...	...	...	...	...	...	৩৬০	৩৬০	৩৬০	৩৬০	১০	...	...	৩৬০	৩৬০	চট্টগ্রাম।	
...	...	...	...	...	...	১১/৬	১১/৬	১৬০	১৬০	১১/৬	১১/৬	১/৬	১/৬	১৬০	৩৬০	৩৬০	পাটনা।	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৬০	২৬০	২৬০	১/৬	১/৬	১৬০	৩৬০	৩৬০	বালেশ্বর।	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	পুরী।	
...	...	২১/৬	৩১/৬	১১/৬	...	...	...	...	১১/৬	১১/৬	১১/৬	১/৬	১/৬	১৬০	২৬০	২৬০	কটক।	

সাধারণের অবগত্যার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এস, বেকার,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

## LAND ADVERTISEMENT.

## ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারায় জানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৪৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকা ১৮৮৪ ইং ২৫ কেজরারি স্বর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পাবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ও আষাঢ় রোজ মোমবার জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহল নওয়াবাদ।

নম্বর সার্কেল	নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				রাজস্ব।	সেস।	রাজস্ব	সেস	মোট	
৭৭৩	৬৩১ ২৫৭৮	খানেন ফটীজুরি। মোজে কাঞ্চননগর তালুক রঘু দেবী।	নিং অখিল চন্দ্র রায় গং।	৮৯০৬৮	১৪৮১৬	৩৩৪	৪৯১১০	৩৮৩১০	সম্পূর্ণতালুকা নিলাম হ- ইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3rd May 1884.

C. A. SAMUELS,

Offg. Collector.

নিলামের নোটিস।

এস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জেলা ২৪ পরগনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। জেলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিল্লীর বাকী বাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৯১ সাল ১৪ আষাঢ় শুক্রবার ঐ জেলার কালেক্টরিতে বিনা ওজর নিলামে ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তুমুরারি জমা ধার্য হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাঞ্চনবাড়িয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক

দারকানাথ রায় চৌধুরী ওগয়রহ সদর জমা ... ২৮৩৩ ১/২ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৬/৫৭ ২ দস্তি ৮৪×১= আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে দারকানাথ রায়চৌধুরী ওগয়রহ নামে ৬/১৪৭ দস্তি ১১/১৫৬১৮৮- আনার কাত সদর জমা ২৪৩১৫০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন দিল্লী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬১/২ টাকা বাকী হওয়ার নিলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিং মদরসা বনজগলি ওগয়রহ লিখিত

মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ২১১৯৬৬/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৬০৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ১২ আনার কাত সদর জমা ২১১৯১১ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন দিল্লী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭২৯ ১১/২১ টাকা বাকী হওয়ার নিলামে ধরা গেল

[Government Gazette, 27th May 1884.]

১৪৭ নং পরগণে কলিকাতা কিং বেগতা ওগররহ লিখিত মালিক  
কৈবল্যনাথ বিখাস ওগররহ সদর জমা

... ৩৬৩৭ ১১/৯ টাকা মধ্য

সন ১৮৫২ সালের ১১ ইন্ডের ১০ খারামতে ১০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমা-  
লিতে কৈবল্যনাথ বিখাস ওগররহ নামে ১০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬৫১০ ১১ টাকা তাহার  
সন ১২২০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে  
৭৫১১৮৪ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিং পরগণে বালিয়া তরফ যছুবাটী ওগররহ লিখিত মালিক

আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ সদর জমা যার পুলিশ খানাদারি ... ৮৭১৫৬৩ টাকা মধ্য

সন ১৮৫২ সালের ১১ আটনের ১০ খারামতে ১/১১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট  
এজমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ নামে ১১/১১ - আনার কাত সদর জমা যার পুলিশ  
খানাদারি ৫৮১১ ১০ টাকা তাহার সন ১২২০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের  
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় বাদে ১২ ১০/১০ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৪-৫-৪৪.

C. C. STEVENS, Collector.

### জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫২ সালের ১১ আটনের ৬ খারাম বিধানানুসারে ইণ্ডা দ্বারা সকলকে জানান বাইতেছে যে জিলা  
ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলায় কাপেটের সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব  
এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন  
অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে প্রকাশ্য  
নিলামে নিবেশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ অপ্রিল।

তফসীল।

ভৌজির নম্বর।	খাল বেজাইয়ের নম্বর।	এ বেজাইয়ের নম্বর।	নাম মহাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী কিং আনুয়ারি ১৮৮৪।	কৈফিয়ত।
১৯৩০	৭২	১৮৯	টামটা পুটীয়া জো- য়ার পং বরদাখাত হিং ১১/১০১—ক্রান্ত	গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেশ- চন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন রজ- নীকান্ত সেন।  শ্রীমতী উমাতারা জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব।  শ্রীমতী উমাতারা গুণী জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমো- হন সেন সাং দারডা পং বরদাখাত থানে থোলা।	১৭০৮	৫৩৪	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২০৯৩ টাকা ধায়া হইয়াছে এই জমা খরিদারের ১২৯১ সন হইতে দিতে হইবে।
১৯৩১	৭০	১৮৯	তিলিঠা জোয়ার পং বরদাখাত হিং ১১/১০১— ক্রান্ত।	গীচরণ দাস মজুমদার সাং নৈয়াইর পং জীচাইল, রামকির রায় সাং চান্দরাই প্রকাশ্য আমিরাবাদ কাশীচন্দ্র দে সাং তথা শ্রীমতী শ্রীমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পং বিক্রমপুর, জগবন্ধু দাস সাং তথা বজ্রচন্দ্র দাস সাং তথা দ্বারিকানাথ দাস সাং তথা।	৬১৩৫৩	২০১/১০	

৭-৫-৪৪.

J. A. HOPKINS, Collector.

[গবর্ণমেন্ট সেক্রেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]



জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরি জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আক্টেম্বর ৬ খারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের আদালত বাতী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাতী রাজস্বের দ্বারা প্রচলিত আইনানুসারে আদালত হইবার বিধি আছে তাহা আদালত নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাতীনা ১২৯১ সালের ৬ আক্টোবর হুগলিবিহার দিবসে হুগলির কালেক্টরি কাছারিতে একাধা মিলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে।

মহালের নাম।	মহাল ও পরগ- নার নাম।	বাকীদার বালিকের নাম।	সদর জমা ডাইন।	বাকীর পরিমাণ।	টেকিরং।
১	প্রথম জাগী ইন্ডুরারি বন্দ- বস্তী মহাল। মৌলভপুর পরগ- না।	সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আজা- রাখা দিগর। বাদ গজাবদর কর মোজা মিডলা তৎ- সামিল পতী বাগান ডাঙ্গা ও মির- পাড়া রকম ১২১। আদালত সদর জমা বিঃ কুশুম্বুমারী দাসী ১৫১০ বিঘা জমির জমা এঃ ৫১০ ৪৮৫০	১১৩২৫২ ৪২৫৫০		
১০	রাধাকান্তবাটী পরগনা।	কহিমদী মিজী দিগর ... বাদ হাজি আছালদী মিজী ৪০৫১ বিঘা জমির জমা ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাকী কহিমদী মিজী দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৬২৪১১১১ ২৪৫৫০ ৫৯৯৫/১১	১২২১১১ ৪৬১/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাস হইবে।  এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাস হইবে।
২৯	বসন্তপুর পরগ- না।	সেখ হাকিমদী আছালদী দিগর সদর জমা। এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী রকম ১১/০ আদালত বোল আদালত করিয়া তাহার রকম ৫৪ আদালত সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১১০৮৫৭ ২৪২৪১/৬	৪২২১১/৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাস হইবেক।
৩৫	মণ্ডলবাট পরগ- না।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ... এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ৫১১৫৪ আদালত সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	২২৩৭৯৮৫/৮ ৩৫৮০৯/২	১২২৬৩৫২	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাস হইবেক।
৩৮	সাঁখখালি পরগ- না।	মনোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনেকার ইফেট গিরিজামাধ রায় চৌধুরী দিগর রকম ১২ আদালত সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১০১৪৮৮ ১০১৪৫/০	৫০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাস হইবেক।

সদর নং	মহাল ও পর- গনার নাম।	বাঁকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ডাইম।	বাঁকীর পরিমাণ।	টেকিরং।
৫৫	প্রথম শ্রেনী ইন্তমুরারি বন্দ- বস্তী মহাল। চাঁপাহাটি পং পাতুয়া।	গড়নাথ ধল্যা দিগর ...	৫৮১০/২	৩৫১০	
৫৬	এ এ	গড়নাথ ধল্যা দিগর ...	৬০৬১/২	৭১৩১১০	
৫৯	মাখালডিহি পং পাতুয়া	সৈয়দ আবুল মজ্জর দিগর ... বাদ অভয়াচরণ নন্দী রকম ১২৪৮ আমার সদর জমা এঃ উঃপক্ষমারায়ণ নন্দী দিগর রকম ... ২১৪/০ ১২৪৮ আনার জমা বিঃ ৪২৮০০ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। একী সৈয়দ আবুল মজ্জর দিগর ... ২২৪৮/১ ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭২২৫০১ ২১৪/০ ২১৪/০ ৪২৮০০	৩৮৪	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৬২	এ রায়চাঁদাল পং মণ্ডলবাড়ি।	কানাইলাল শীল দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাব লকের ভরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ৮৫ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১৯৩৭৪৫২। ২৭২৫১১/০	৯৩৯/০	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৬৭	এ গুহবাড়ি পং চৌমুহা।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র মোহন গুহবাড়ি ও হরিরামপুর ২ মোজায় ষোলআনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২৬৯৫৫৮ ৬৯২৮৯	৪৭২৮৯	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৭৯	এ সেরপুর পং বালিয়া।	মেধ কান্দেবরবকস দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাটানকের ভরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ১১/ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১০৩৯১১৮৯ ৫৮৪৫৮৫১।	২০১৩১১/৯	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক।
১১০	এ খালড় পং খালড়।	রাণী লালনমণি দিগর ... বাদ ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্র- বালা দাসী রকম ৫০ আনা সদর জমা উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম ১/০ আনা সদর জমা রাজা প্রথমনথ রায় বাহাদুর রকম ... ১২৯৮৫/১ ৯৭৪১০ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। একী রাণী লালনমণি রকম ১০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১০৩৯১১৮ ৭৭৯৩ ৬৪৯১০ ১২৯৮৫/১ ৯৭৪১০	১৭১১৮	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক।

সহকারী নং	মহাল ও পরগনার নাম।	বাঁকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ডাইন।	বাঁকীর পরিমাণ।	টেক্সিট
১১১	প্রথম শ্রেণী ই- সুমুরারি বন্দ- বস্তী মহল। রাজহাট পং খোশালপুর।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর ... বাদ আনন্দময়ী দেবী একজিকিউটর ইউকট বন্দাবনজ রায় রকম ১/০ আনা সদর জমা। হরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কিসমত নশিব পুর ও বৈদ্যবাটী ও অভিরামবাটী তিন মৌজার রকম ১/১০ আনার মধ্যে ১/০ আনা সদর জমা। প্রসাদদাস গোস্বামি রকম ১৬১১ = আনার জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাঁকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭২৬/৩ ২২৬৭/০ ৮২৬/০ :৫১১/০ ৪৬০১/০ ২৬০১১/১০	৩১০/০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
১১২	মল্লিকহাটী পং বোর।	প্রসাদ দাস গোস্বামি দিগর ... বাদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামি দিগর রকম ১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাঁকী প্রসাদদাস গোস্বামি দিগর রকম ৭০ আনা জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	২২৬৮/২ ৭৪২/১ ২২২৬/২	১৬৯১/৪	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
১১৩	চাঁতরাবাদে পং বোর।	রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ... বাদ রামানন্দরী দেবী রকম ১/১০ আনার সদর জমা। নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ১/১০ আনার সদর জমা। দিননথ চৌধুরী রকম ১/২১/০ আ- নার সদর জমা। আব্দুল মুখোপাধ্যায় রকম ১/৮১১ আনার সদর জমা। কালীকানন্দ পাল দিগর রকম ১/০৬১ গণ্ডা সদর জমা। লালজী চৌধুরী, বাদে চাঁতরা বাসু- দেবপুর, বেজুড় ও মৌজার রকম ১/৪১০ আনার সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাঁকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭৪০১/৫ ১৪৯১/০ ৬৬/১ ৫১৬/০ ৮৮১/০ ৩১৬/০ ১১৭৬/০ ৫১৪/১ ২২৫১১/৫	৭৬/০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
২০৩৪	মোদামি বন্দ- বস্ত। মুলতানপুর চর পং পাটখল।	অমৃতলাল েন দিগর ... বাদ পূর্বচন্দ্র রায় রকম ১/০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২২২০/০ রোডকণ্ড ২১২ ৪৬৪১/৬ রোড কণ্ড ৪১৬৪১		

সফাল ও পর্ব- নার নাম	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইন।	বাকীর পরিমাণ।	টেক্সিৎ।
মোদামিবন্দবস্ত	বাকী অমৃতলাল সেন দিগর রকম ১১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	২৬৪১/৬ রোড ফণ্ড ৪১১৪১।	২১।০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
২১৪৮ অনুর্কপুত্র চাক- রানপং সিংহ	মানিকলাল শীল নাংলগের তরফ শরতকুমারী দাসী দিগর। বাদ কানাইলাল শীল রকম ১১/২ আনার জমা এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ৩৪ আনা জমা বিঃ। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৬৫৬১/৫ ৩৯৩৮/০ ১৩১১/০ ৫২৫০/০	.	
প্রথম প্রেমী টে- জমারি বন্দ- বস্তী মতাল।	বাকী মানিকলাল শীল নাংলগের তরফ শরতকুমারী দাসী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১০/২৫	৪১১/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৩১৩৩ কুটীপুত্রের সা- খিল অমর- পুর পং ছুটী- পুর।	যতনাথ ঘোষ দিগর ... এই মহালের মধ্যে পূর্ণেশ্বর দেব রায় ১০ আনা কৈ যোন আনা করিয়া তার রকম ১/৬১১ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭০৬১/৮ ৫৮৮০/০	১৬৮০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৩৬৩৭ জোঁ কুল পং ছুটীপুর।	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিগর ...	৫১০১/৮৭	৯২৮০/৩	
৩৮৪৩ মামদপুরবাটকে পং ছুটীপুর।	যতনাথ দে দিগর ... এই মহালের মধ্যে অবিনাশচন্দ্র গাল রকম ৩০ আনা জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৮২৪৮/১১ ১৫৪১/০	৩৯/৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৩৯৯০ মোদামিবন্দবস্ত হাওড়ার পং বোর।	বাণী লালনমণি দিগর ... বাদ ব্রজনাথ জিনানি রকম ১/ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭২৬/৮১ ২২৭/০	.	
প্রথম প্রেমী ই- জমারি বন্দ- বস্তী মতাল।	বাকী বাণী লালনমণি দিগর রকম ১০০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৪৯৯০/৮১	৬২১/৮৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৪০৮৬ গোবিন্দপুর পং আহানাদ।	মানিকলাল শীল নাংলগের তরফ শরতকুমারী দাসী।	১০৪০৭/৭	৩৫২৬৮৯	
১৭৯১ গুণিগাড়াচর পং মওলঘাট।	কালিদাস দেব বেনেজার কান্টে- গিরিজানাথ রায় গোপুত্রী দিগর। এই মহালের মধ্যে রকম ১৮ আনার মালিক ভুগীনারায়ণ সেন সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭১৫৭ ৩০৬৭	১৮ মাঠ কি- স্তুর নাকা ১০৫১/৩ ১২ জামুয়ারি কীস্তুর ৮৯১/৬ ১৯৩৮/৯ ২৮ মাঠ কিস্তুর ২৬/৯ ১২ জামুয়ারি ২২/৯ ৮১/১০	এই অংশ ১৮৮৪। ২৮ মাঠ নিলাম তৎপরে খরিদার কেবল বায়নার টাকা দিয়া খা- শিষ্ট টাকা না দেওয়ার প্রব- নার টাকা অদ- করা গিয়াছে অ- না এ প্রথমখরি- দারের দায়িত্বে ও কিস্তিতে এই অংশ পুনরায় নিলাম হইবেক।
	রকম ১২ আনার মালিক অমৃতনাথ দেন সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭৬১/০		

## জেলা মুরশিদাবাদ।

ইজারার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৮১ সালের ১১ আইনের ৬ ধারারতে জেলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাফাজ সন ১২৯০ সালের লংকিণী কালগুরার বাকী রাজস্ব আদায় জন্য সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন বোডীকে সন ১২৯১ সালের ১১ আবার নজলবার জেলা মুরশিদাবাদের কালেকটরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সন তারিখ ১৭ আশ্বিন।

ক্রমিক সংখ্যা	মাফাজের প্রকার।	ভৌমিক নং।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ভাড়াদার।	সদর জমা।	কৈফিয়ত।
১	প্রথম শ্রেণীর মাফাজ	৪৪	তরফ কালুয়া পঃ বার- বক পুর।	কৃষ্ণকান্ত রায় কলীকান্ত রায় গোপীকান্ত রায় প্রভা- বতী দাস। মাতা অনি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় দাবালগ।	৩২২৪।৭৭	এই মহাল মধ্যে প্রভাবতী দাস। ও কলীকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১।০ আনা বাবেদ কৃষ্ণকান্ত রায় ও গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ১।০ আনার কাক সদর জমা ১৪৭।৪ টোকা নিলাম হইবেক। বাকী ৭১৬৬।০ টোকা।
২	ঐ	৪৪	তরফ কালুয়া পঃ বার বক পুর।	ঐ	৩২২৪।৭৭	এই মহাল মধ্যে প্রভাবতী দাসার পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১।০ আনা ও কৃষ্ণকান্ত রায় গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ১।০ আনা বাবেদ কলীকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১।০ আনার কাক সদর জমা ১২৩।৭ টোকা নিলাম হইবেক। বাকী ৩৫৮।০ টোকা।
৩	ঐ	৬৭	ভদ্রানোপালপুর পঃ পালী।	রায় দেভাবতী দাস রায় বাহাদুর	১১৪২।০	রাজস্বর বাকী ৪৬০৬।১ টাকার জন্য মুরশিদাবাদ নিলাম হইবেক।
৪	ঐ	২২৩	কিন্দ্রত বোজপাড়া- ডুইল পরগণা বার- বক সিংহ।	হিরাজাল চৌধুরী বামদাস চৌধুরী অধিনীতকার মুন্সুফী বটুকদাশ মুন্সুফী হাদাশম গোখানী।	৭২৯৭।১	সরকারি বাকী রাজস্ব ৪৫।০ টাকার জন্য মুরশিদাবাদ নিলাম হইবেক।



ক্রমিক নম্বর।	মহাশয়ের প্রকার।	তারিখ নম্বর।	নাম বহন ও পরিগণনা।	নাম ভাটিকার।	সদস্য সংখ্যা।	টিকাকর।
১	প্রথম শ্রেণীর : হাল	৪৩৬	কিনমত পরগণা- জাতিপুর পাং সীতাভাটপুর।	বিপিনবিহারি নরিনবিহারি কৃষ্ণকিশোর মুদুললাল রামচন্দ্র ভগদাসচন্দ্র বনওয়ার্লিন দীনচন্দ্র মলিত- দেবদাস বিজয়নাথ গুরুদাস নরমদাস গণেশচন্দ্র গজাননাচরণ কুলদাসপ্রদ গৌপেশ্বর মেন মনসখী দাসী কামদাকিন্দর মুখোপাধ্যায়।	৩৩৫৫৭	এই মহাল মধ্যে মনসখী দাসীর ও কামদাকিন্দর মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ দাঁড় গৌপেশ্বর মেন দিগবের একমালী অংশ ১১/১২ গৌড়ার কাত সদর জমা ২০৯৪/১০ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বের দ্বারা ৭২৬।১১।
২	ঐ	৪৩৭	কিনমত পরগণা- খালী পরগণা- খালী।	বীরচন্দ্র নদীয়াবিনয় চৌধুরি কামদাসমল্লী দাসী মোদামল্লী দাসী কৃষ্ণমল্লী দাসী গজাধর চৌধুরী অনন্তমল্লী দাসী ব্রহ্মমল্লী চৌধুরী।	১৬৭৭০২	এই মহাল মধ্যে গজাধর বীরচন্দ্র চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ দাঁড় কামদাসমল্লী দাসী দিগবের এক- মালী অংশ ৫/১১/১০ কাত সদর জমা ৫৫২।১১/১১ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বের দ্বারা ১১৩ আনা।
৩	ঐ	৪৩৮	ভিহা জাতিহই সেরপুর।	চন্দ্রমহিনী দাসী থাকনো দাসী জলি দাসী বিজয়ধর মোহ প্রাথম্যথ মোহ কান্তিকচন্দ্র মোহ গোপীমু- করী দাসী।	৩৪২১১/- ১১ পুলিস ২৬০৭ ৩৪৭২৯৭	এই মহাল মধ্যে থাকনো দাসী দিগবের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা দাঁড় চন্দ্রমহিনী দাসীর এক- মালী অংশ ১১ আনার কাত সদর জমা ১৭২৬/১০ টাকা ও পুলিস ১০৪ টাকা নিলাম হইবেক। বাটী ... ৫৭৪০ পুলিস ... ৩১০ ৫৭৭৭/১০
৪	ঐ	৪৩৯	কিং পাং ইজিরাগদ পাং উজিরাগদ	বৈলোন নাথ রাব কান্তিকচন্দ্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য নরচন্দ্র ও বিজয়দাস পাং চৌধুরী মোলোপাং মোহা জগজ্ঞ পানিক কলিমলী দেবী মোকুলচন্দ্র ভওয়ারী দ্বিতীয়নাথ মেন গণেশলাল কৃষ্ণপ্রদ দাসী।	১১৮৩/৬	এই মহাল মধ্যে দ্বিতীয়নাথ মেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০৫৩ দ্বিতীয়নাথ মেনের জমা ৪৭৭/১০ টাকা নিলাম হইবেক দ্বারা ২৮৭ টাকা।

১২	৬	৫৪০	মাজ এমনিপুর পং কলহাজীয়া।	১০৬/১১৮২	এই মাহাল মধ্যে হারানী চৌধুরানী অনিহা ৩৭ মাল- রখী সভাচরণ দ্বায় চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১১ গোঁড়া বাগে চাকিচক্স বসু নিগরের একমালী অংশ ৬৮:৯ গোওয়ারকাত সদর জমা ৯৯:৬৮/৫ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ... ১১০ পাঁহি।	৫৮
----	---	-----	------------------------------	----------	--	----

১৩	দ্বিতীয় মাহাল	৫৮৮	চরণগোপ পং সমস- খালী	৭০৭/১	রাজস্বর বাকী ১৮৬/১০ টাকা অন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।	( ৫১৭ )
----	----------------	-----	------------------------	-------	--	---------

১৪	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	২৭৫০	কিং তরফ হোঁচন- পুর পং আসন নগর	৬১৫৬/৯	১২২০ সালের লী২ অগ্রহায়ণ তুলসেব রাজস্বর বাকী রৌড়কণ্ড ১৫২৮ টাকা অন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক। ৬০৬	
১৫	৬	২৭৭৯	তরফ কানাই পাড়া পং আসন নগর	১৩৪৯/৫	১২২০ সালের লী২ ফালগুণের রাজস্বর বাকী ৮১১৬/৬ টাকার অন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।	

BERHAMPORE,  
The 13th May 1884

J. C. VASEY,  
Offg. Collector.



## জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনীয় জেলায় নিম্নলিখিত মতাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ কিংবাকারী বাকী রাখিয়া দিয়া অন্য আগানি ১৩ জুন যোতাবেক ১৯৯১ সালের ১০ অক্টোবর তারিখ সোমবার এই কালেক্টরির কাছারিতে বিনা ওচরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

ক্রমিক নং।	মতাল ও পত্র- গনার নাম।	মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের সদর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ কিস্তির বাকী।
৬	পংগনে আগর- পাড়া বিসমত আম পাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১১৬২/৯	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুসারে সত্ত্ব হিসাবে ১ হি- স্যা মংজেনাথ রায় চৌধুরী দিগর রবম ৬/ আনা।	১৩৫৬/২	৩/৩
২৮	পং হিলকি বিং কেডুগ ছি।	ব্রজমোহন বার চৌধুরী দিগর।	৫৮৩/৪	সম্পূর্ণ মতাল	৫৮৩/৪	১৭৩১/০৬
২৯	পং খলিসখালি বৈলসকাহিনী বিং খলিসখালি দিগর।	দেবী	৮২৭৫/১	২	৮২৭৫/১	১৩০৫/১
৩৪	পং হিলকি কংমংজেনাথ রায় চৌধুরী গঙ্গাপুর। দিগর।	১২১১/৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন মোহন বরম ১/১২ গড়া।	১২৮/০	৩৩/১৩	
৫৭	পং তালবপুর কিং তালবপুর।	গং বিন্দমোহন বসু দি- গর।	৫১২/৬	১ হিস্যা	৪৭৪/১	১১৩/৪
৭২	পং দাতিয়া কিং দাতিয়া।	চন্দ্র রায় দিগর ...	১৭৩১/৬	সম্পূর্ণ মতাল	১৭৩২/১৩	১২০৫/২১
১০৮	পং বুড়ুন কিং বাবুলিয়া।	গুণীচরণ লাহা দিগর ...	৫১১৫/১	৩ হিস্যা খুলনীয় আগা- বদান আনন্দ বরম ১/১২ গড়া।	৫১১/০	৩/৫
১১১	পং বাজিতপুর লোকনাথ ভক্ত কিং বাজিতপুর। দিগর।	চৌধুরী	২১২১/১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভক্ত চৌধুরী বরম ৮/১২ দিগর।	৫৮২/৮	১১/৩
১২৫	পং বুড়ুন কিং বাবুলিয়া।	খানমণি চৌধুরী দিগর	৭১২/১১	সম্পূর্ণ মতাল	৭১২/১১	১১/৬
১১৭	পং তালুকা কিং তালুকা।	সকুমার দাশ দিগর...	১১৯ ৩৫/৮	১ হিস্যা মেহেন্দ্ৰ চৌধুরী দিগর বরম ১/১২/১১	৮৫০/৮	২৭৬/৭
এ	এ	এ	এ	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারানুযায়ী সত্ত্ব হিসাবে ২১ হিস্যা বরম ৬/১২ তাল কৈলস চন্দ্র সরকার দিগর	২০/৭	৭/৮
১৩২	পং বুড়ুন কিং বাবুলিয়া।	গুণীচরণ লাহা দিগর ...	২০২২/৩	২ হিস্যা বরম ১/১২ আনা।	১০১১১/৯	১/৬
১৩২	পং মলই কি মলই।	পার্বতীনাথ বার চৌধুরী দিগর।	২২১৭২/১১	২ হিস্যা মংজেনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২১৭/৩	৮৭৬৫/৪
১৫২	পং মংজেনাথ কিং মংজেনাথ।	ভুবনমোহন মজুমদার দিগর।	৫৪২৫/৮	১ হিস্যা ভুবনমোহন মজুমদার ১/১০ আনা।	১৩৭/৫	১১/০/১
১৬৬	পং মজুমদার কিং ১১৫ নং লোট অম্বনি রমজান নগর।	জহিরদি সরকার দিগর	১৮৮৮	সম্পূর্ণ মতাল	১৮৮৮	১১০০/৩
১৯১	পং মলই কিং অম্বনি।	পার্বতীনাথ বার চৌধুরী দিগর।	৮০০/১০	৪ হিস্যা মংজেনাথ রায় চৌধুরী দিগর সাঁওতালিরা।	৮২/৭	৩/০/১

KHULNA COLLECTOR'S OFFICE, }  
The 6th May 1884.

F. H. BARROW,  
Offg. Collector.

বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

জেলা দিনাজপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা সনাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা দিনাজপুরের মহাবর্তী বিমুদিত মতাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারী এবং অধ্যক্ষ দ্বারা চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাখনের মারি আদার করা যাইতে পারে তাহা আদার বিমিত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিধা ওজরে ও প্রকাশ্য মীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম জেনারী ইন্তুয়ারি অধ্যক্ষ হওয়া মতাল।

নম্বর জেনারী।	নাম মতাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য মীলাম হইবেক।	মতব্য।
১৩০ নং	মৌজা চারখড়া গয়রহ পরগণা গীলাহাড়ী।	কাত্যায়নী দেবী জয়কিশোর চৌধুরী প্রভৃতি।	১১৯১৫৬৮	১৯৯৮	পুরা মতাল মীলাম হইবেক।
২৩৭ নং	মৌজা গৌলতপুর গয়রহ পরগণা র জয়গর।	ভবকম্বা চৌধুরী, জয়ধর চৌধুরী রাণী উচ্চি পক্ষে শেখমল চৌধুরী প্রভৃতি।	৪৬৬০/১১	৪৮০১৮	এই মতালের মধ্যে লালমোহন চৌধুরীর ৮০ আনা অংশ যাহার ৫৮২১/১০ আনা সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারা- নুসারে পৃথক আছে তাহা বাদে বাকী ৮৮০ আনা অংশ যাহার ৪০৭৭৮/১১ পাই সদর জমা হয় এ অংশ মীলাম হইবেক।
২৩৩ নং	মৌজা গোবিন্দ- পুর গয়রহ পর- গণা বোড়াবাড়ী।	দীননাথ মজুমদার ও গোলামকম্বা মজুমদার প্রভৃতি।	৬৭৯৩/১৩	২৫১৭	মৌজা কেন্দুল ও গোবিন্দপুর বাদে এই মতালের গোলামকম্বা মজুমদারের ৮ = ক্রান্তি অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারামত হিসাব পৃথক হইয়া ৫১৩৮৫ পাই সদর জমা হইয়া আছে এই অংশ বাকী পড়ার মীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১/১	এ মতাল দীননাথ মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকার ৮ = ক্রান্তি অংশের ৫১৩৮৫ পাই জমা হইয়া আছে এই অংশ বাকী পড়ার মীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১/৩	এ মতাল কালীজানুরী দেবীর ৮ = ক্রান্তি অংশ পৃথক হিসাব হই- য়া ৫১৩৮৫ পাই জমা হইয়া আছে এই অংশ বাকী পড়ার মীলাম হইবেক।
৩৭৬ নং	মৌজা দাউদপুর গয়রহ পরগণা গীলাহাড়ী।	চন্দ্রকান্ত সরকার রুদ্রকান্ত সরকার প্রভৃতি।	৬৫৮০/১১	১৫৭৭	পুরা মতাল মীলাম হইবেক।
৮৬১ নং	মৌজা বাজিরপুর গয়রহ পরগণা সমুদ্রা	ভাগিরথী চৌধুরাণী	৬৬৯১/১১	৪৬৪৭	পুরা মতাল মীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE,  
The 6th May 1884.

A. C. TUTE,  
Offg. Collector.

( ২২২ )

জিলা বিরভূম।

ভাঙ্গিলারি বিজয়ের ইস্তাহার জেলা বিরভূম।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১ ধারার বিধান অনুসারে ইতার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বিরভূমের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের অধীনে থাকিবে এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ৮ মার্চ নিবাসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে কাপায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিষিদ্ধ ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৫ আশ্বাঢ় শুকবার দিবসে প্রকাশ, নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২২ আগ্রিল।

ভূমিসীল

মহালের নাম।	পরিমাণ বর্গ মাইল।	পরগনা ও মহালের নাম।	মালিকগণের নাম।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	মন্তব্য।
প্রথম খোদা।	১৯৯৯	পাং ইজ্জাত-খু- রিয়া মামিল কুন্ডেডাসহিরা।	সৈয়দা/মহল্লা বিবি সাং আনখু/সৈয়দা মজদর হোসেন ও পাঁচু বিবি ও মেথ মাদার- বঙ্গ ও মেথ এলাহউল্লা সাং ঐ হুদাশচন্দ্র হোদা ও পঞ্চানন মোহ সাং পাঁচখুদী ও মজদর আহমদ নারায়ণের কলি আবদুল মাদার ওরফে তহ দিও সাং আনু- খুনা মেথ সরবেশ উল্লা সাং ঐ মেথ ফকির উল্লা ও আফেছা দিবি সাং ঐ সাজেন্দরহমান সাং বেড়গ্রাম ও পুরুনোহমচন্দ্র সাং উনদুগা ও রুজ্বী দাসা আলি আজ তরফে নারায়ণ পুত্র মনোমোহনচন্দ্র সাং ঐ মজদরহা বিবি সাং আনখুনা ও মাজদর রহমান সাং বেড়গ্রাম গোবিন্দপুর পাঁচু ও নিতাইনুদর পাঁচু ও ঐশ্বর চন্দ্র সাং উনদুগা রুজ্বী দাসা আলি আজ তরফে নারায়ণ পুত্র বিপিনদেহারি চন্দ্র সাং ঐ।	৫৬২৫৬৮ ইতার প্রথম হিসাব ২০ নং গোবিন্দপুর ও নিতাইনুদর পাঁচু ৩:৩১'৬১ বাঁদে ... ২৫৬৫৮'৬১	৩৭/২	একমালি অংশ সদর জমা ২৫৬৫৮'৬১ টাকা নিলাম হইবেক।
ঐ	৫১৯৯	পাং কুতবপুর মামিল কোণবপুর।	মালদাহুদারি দেব্যা সাং ডেজেরা ও যামনি দেব্যা আলি মাদরে শামসুন্ন সাং কার নারায়ণ সাং ঐ ভগবতী দেব্যা ও তারিণী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাং ঐ বিখেশ্বরী দেব্যা ও জগদেব্বরী দেব্যা সাং ঐ ও ইশানচন্দ্র রায় সাং সাওতা।	৭৫৮	৬০/৩	সোল আনা মহাল নিলাম হইবেক।
ঐ	৫৩৯৯	পাং সাহাপুর	রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তী বাবাহুর সাং হেতমপুর ও মহেশচন্দ্র মোদ ও দরালচন্দ্র মোদ কালচাঁদ মোদ সাং চুচড়া গণেশচন্দ্র মোদ সাং কতিয়া শান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ঐচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কালিপ্রদ মুখোপাধ্যায়ের কলি নিতাইনী দেব্যা ও জেনির রহমান।	৩৫২০৮৬ পাঁচ অংক হিঃ ২৪ নং রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তী বাবাহুর ৫৮১১'৬১০ ১৮৭ নং দরালচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র মোদ ৮৭১১'১২ ২৪৫৮'৭ ৩০০ ৫০৩/৫	৫০০/৪	একমালি সদর জমা ২০৩৬/৫ টাকা নিলাম হইবে।

ইহাধারা' সংবাদ সেওয়া যাইছে যে সন ১৮৮৮ সালের ৭ আগষ্ট ও ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ১১ অর্টিকুল ৬ ধারার মর্দ্যাসুসাংর সিনের লিখিত তালুকানি ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বর্গাস্ত পূর্বাত বার্কপারী রাস্তা ও বেডাছেহ ও পবলি ওখার্ক ছেই আদারের নিঃন্তে :১৮৮৫ ইং ৯ জুলাইতাবদেক :২২১ বাঙ্গালি ২৮ জ্যৈষ্ঠ ধোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাহারেতে বিনা ওজরে একশা নিলামে ধরা যাইদেক । ইতি সন ১৮৮৪ ইং তথিখ ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

**C. A. SAMPULLS, Offg. Collector, Chittagong.**

## কালেক্টরী জেলা রংপুর।

বাকীর কর্দ সন ১২৯০ সাল বাঙ্গালীর লাগাএদ কিস্তী কালগুন মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএদ কিস্তী ফেব্রুয়ারি তলবের ২৮ মার্চ স্বর্যাস্ত পর্যন্ত এবং তদপরে ভিন্ন ভিন্ন জেলার কালেক্টরীর হুকুমী দ্বারা আদার হুকুমী বাহী বাকী আছে তাহা ১৮৮৪। ২১ জুন মোতাবেক বাঙ্গালী ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নিলাম হইবেক, ইতি।

ভৌজির নম্বর।	মহালের নাম ও পরগনা।	মালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরি- মাণ।	মন্তব্য।
৫৭	বড়াবাকী ওগররমোজা চকলে কাজির হাট।	শ্যামকুমার দাস, বামীসুন্দরী দাসী। কুঞ্জমোহন চাকি ভার্মণি দাসী। চন্দ্র গোবিন্দ দাস,	৫১৫।১০	১৬।১০	বামীসুন্দরী দাসীর ১২৮৫০৯ পাউ সদর জমার অংশ তাহার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
১৩৭	রাধনগর মোজা চাকলে কাজির হাট	মৌদামিনী দাসী।	১৩৪১৫।১	৪২৮।১৪	
২২১	খোদা মুরাদপুর ওগররমোজা মোজা পং পএরাবন্দ।	জনকীবরত সেন, আছবা বেদম, বাহুতমেছা চাহের খাতুন, ও ছরিল আলম তানুল চৌসেন চৌধুরী এবং ডোমি মিয়া ও দুলা মিয়া।	২৫৩২৫।৫।	৫৩০।৮	বাবু জানকীবরত সেন- নের খারিদা ১০ আনা অংশ বাদ দেওয়া গেল। তাহার ব- ভুক্ত হিসাব খোলা গিয়াছে।
২২৩	খামার কুরলা ও গয়র পং পএরাবন্দ।	খাজে এনাএতুল্লা চৌধুরী জহিরমোছা চৌধুরী মহম্মদ নেজামুদ্দিন খা চৌধুরী।	২১০৫৫।১১	১৮২।১০	খাজে এনাএতুল্লা চৌধু- রীর বিশেষ ১ নম্বরে হিসাব পৃথক বাহার সদা জমা ১০২৬।১৬ পাই এই অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
২৪২	চক হুগাঁও ওগররমোজা মোজা পং সরহাট।	খাজে এনাএতুল্লা চৌধুরী এনাএতুল্লা মিয়া খাউয়, নী বিবি চৌধুরী, জিনা তুল্লা চৌধুরী খুসিয়ারমোছা বিবি জতন বিবি চৌধু- রাণী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ইলেক্যানাথ লাহিড়ী ম্যানেজার নেহালউদ্দিন, মহম্মদ নেজামউদ্দিন মহা- ম্মদ চৌধুরী, আমিরমোছা বিবি শরৎ ও জলউচ্ছ পক্ষে আবদুল্লাহ চৌধুরী নাবালগ।	১৮২২৫।৮	১৪।১৮	গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধীনে অংশ বাহার সদর জমা ৪৩১।১৬ পাউ ও বাহার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ- বানে অপরাপর অংশ বাকী।
৬১৭	আলিগাঁও পং	চন্দ্রশিখর রায়, গোপাল- চন্দ্র রায়, রাজলক্ষ্য চৌধুরী, ইশানচন্দ্র চৌ- ধুরী, ইচ্ছাময়ী চৌধুরী ইলেক্যানাথ লাহিড়ী ম্যানেজার পক্ষে কোঙর চন্দ্র কেশর রায় নাবা- লগ, ক্ষমামরী চৌধুরী কুড়ানু সরকার।	৫২৮১৫।১।	২০৫।৪	কুড়ানু সরকারের নিজাংশ ১০ তিন আনা এই অংশ বাকী।

RANGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

H. J. NAWBERY,

Offg. Collector.

[illegible]

BEERHOOB COLLECTORATE,  
The 17th May 1884.

**W. FIDDIAN,**  
*Offg. Collector.*

## বিজ্ঞাপন।

## জিলা পাবনা।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জিলা পাবনার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালাতের ১৮৮৩। ৮৪ সালের ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাকী রাজস্বেরদ্বারা প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধান আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোং ১২২১ সালের ১১ আশাঢ় মঙ্গলবার দিবসে পাবনার কালেক্টরির কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে নিরূপণে বিক্রয় হইবে ইতি ১৮৮৪। ৮ই মে।—

ক্র.সং- ভুক্তি	নাম মহাল ও পর- গনা।	নাম মালিক।	সদর অমার	বাকী।	বৃত্তব্য।
৬	ডিহি ফতেপুর পং ইশক শাহী	মমমোহিনী দেব্যা ও কালীশঙ্কর সা- ম্মাল প্রভৃতি	২৭২০।/০ পু: ৩৩/০	১৬	এই মহালের ১৮৫৯।১১ আইন- মত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে মমমোহিনী দেব্যার ২৫৫।/০ পু: ৩৭/০ আনা সদর অমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
৬	এ ...	এ ...	এ ...	২০০।।০ পু: ২৭	এই মহালের ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালীশঙ্কর সাম্মাল প্রভৃতির ৩৩১।।০ পু: ৩৬।০ আনা সদর অমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২০১	ডিহি হাটশীরা পং কাটারমহাল	গোলোক বিহারী গুহ প্রভৃতি	১১৬৪৫০ পু: ১১৫০	৩১।।০৬ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১ ও ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে গোলোকবিহারীগুহ প্রভৃতির ৩৪৬।/০ পু: ৩৫/০ আনা একমালী সদর অমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল এ বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৪২	কি: ধুবিল পং কাটারমহাল	রহিমদীন মুন্সী প্রভৃতি	৫৭১।/০	২১।।০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২৮৫	কিং জাবড় কোল পং শোনা বাজু	কালীনারায়ণ চৌ- ধুরী নৃত্যকালী দেব্যা প্রভৃতি	৭২৫৬৭ পু: ৮০।।০	৪৫।/০ ০	এই মহালের ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালীনারায়ণ চৌধুরীর, ২৮।/০ পু: ১।০ আনা সদর অমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৮৫	এ ...	এ ...	এ ...	১৫৫।/০ পু: ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১ ও ১৮৭৬ ।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে নৃত্যকালী দেব্যা প্রভৃতির ১৫৪৪৫।/০ আনা পু: ১৫।০ আনা এক মালী সদর অমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল এ বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাই- বেক ইতি।

C. W. BOLTON,  
Offg. Collector.

## জিলা চট্টগ্রাম।

বাকী খাজনার আদায়ের পত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সর্বদা দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে ঐরাণ, বাকী মালিকজারি এবং অন্যান্য দায়েরা চলিত আইন এবং আর্ডার অনুসারে বাকী রাজস্বের দায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখ এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছান্তিতে বিনা ওজরে ও একাশা নিলামে ধরা যাইবে। ইতি মন ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম শ্রেণীর কাএমি মহাল

বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে নিলাম হইবে।

নম্বর ভৌজ।	নম্বর মহাল।	নাম মহাল।	সদর অংক।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
২	২	ডরফ অযোধ্যারাম ...	৭২৩৮/০	১৮/০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।
১৭	৪১	ডরফ আবুল কজল	৬৪৩৮/৭	১৩২/০	ঐ ঐ
২৮	৫৪	ডরফ আমদৌরামকাং	৮৪৯১/৮	১৫৮/১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং রাসভক্ত রায় প্রভৃতির অংশের মঃ ১২৭১৮/৫ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
১৫৯	৮০৫	ডরফ দুলাভরাম, কডে- রাবাদ।	৮১৯৭	১৯৬/০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।
২২৭	১১৪৩	ডরফ মোজা হরিম বাং তৎ মজত রাম হাজারি :	৬৯২৮/০	১৮৭৮৪	ঐ ঐ
২৪০ ৩১৭	১২৪২ ১৮৯৪	ডরফ ইমাম বঙ্গ ... ডরফ মামুন মস- শায়ম।	৬৯৭১/৪ ৫৬০১/০	১৫০১১/৪ ২৭	ঐ ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং মনছর বিবির ১৩৫১১০ আনা জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
৫৩৩	২৫১২	ডরফ রাসভক্তকাং ...	৯১৮৮০/৭	১৬৮/৮	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১০নং পীড়া- স্বর কাং ৪৪৮৯ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৫৩৫	২৫৬৫	ডরফ রাসকিশোর কাং।	৮১৯/৭	১৩৭২	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৮নং অবশিষ্ট মালিকের ৮৩১/৮ জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৫৭১	২৯৩৪	ডরফ সাহিরাম কাং	৮২৬৮৩	১২১/১০	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে অবশিষ্ট মালিকানের ৭৪৫১/১১ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৬০৮	৩১২৫	ডরফ জিমসুরাম কাং	১৭৩৭৮০	১১/৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং আব- দুল্লা খাঁর ৭৮৯৮/৬ পাই সদর জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৬৩৫	৩৮৮০	ডরফ ওবেদুল্লা সেখ মাহাং ওছি সেখ মাহাংআলী।	৬৭৮১/০	১০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।

C. A. SAMUELS,  
Offg. Collector.



জিলা বর্জমান ।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বর্জমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকীদে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় এচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১ । ১৪ আষাঢ় দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে । সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ মে ।

তফসীল ।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমা ধার্য হওয়া মহাল ।

১৯ নং ভৌজীভুক্ত মহাল গিগগ্রাম পরগনে আসাতিঃ মজলকোট পূর্বস্থলী আউষ গ্রাম, কাটোয়া, মনেশ্বর ও গাজুড় মালিক শ্রী শ্রী অন্নপূর্ণার সেবাদ ভগবতিচরণ বন্দোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় তিনকড়ি দেবি জগজ মহেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নাবালগ মনমোহন হরিমোহন মনিমোহন, মনজমোহন, সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অলিঅছি মাভা হরমুন্দরী দেব্যা রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, সত্যজীবন ও সত্যমমন বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া পদ্মস্বচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া ডিঃ শ্রীরাহপুর ।

সদর জমা ৭৩১১।।/৬।।০ টাকা

বাকী ১১১।।/০।। টাকা ।

এই মহালে নিম্নলিখিত কয়েকটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

নবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২১৮।।/৭ টাকা পরমস্বচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২১৮।।/৭ টাকা রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ১২১৮।।/৭ টাকা সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় ১৮২৭।।/৫ টাকা নাবালগ মনমোহন হরিমোহন, মনিমোহন মনজমোহন সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অলিঅছি মাভা হরমুন্দরী দেব্যা ১২১৮।।/৭ টাকা ।

৬০ নং ভৌজীভুক্ত মহাল পলশনা দিগর পরগনে খেজা ডিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোরচন্দ্র ও নাবালগ মনিজ্ঞানারায়ণ চন্দ্র অলিঅছি ভ্রাতা ও আত্মপক্ষে স্বয়ং পক্ষমীনারায়ণ চন্দ্র, তৈত্রলোকা মাথচন্দ্র সাঃ শ্রীবাটী ডিঃ কাটোয়া হরেকাঁদ গোলেচা সাঃ আজিমগঞ্জ ডিঃ আশলপুর ভজহরিচন্দ্র ও বিদুর চরণ চন্দ্র, পরমস্বচন্দ্র ও নাবালগ আশুতোষ চন্দ্র জিহরিচন্দ্র চন্দ্রের অলিঅছি মাভা শ্রীমত্যা ভবতারিণী দাসা সাঃ শ্রীবাটী ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাঃ ঐ ।

সদর জমা ৭৪০৭।।/১১ টাকা

বাকী ৪৮।।/০ টাকা ।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রনামে ৯২৫/৬ টাকা সদর জমায় একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৮৮ নং ভৌজীভুক্ত মহাল মজকুরি পরগনে মজকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বর্জমান, ডিঃ মনেশ্বর ও ডিঃ গাজুড় মালিক ডোমনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বনোয়ারিলাল বন্দোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নিলমণি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারীদেব্যা, উমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পরানচন্দ্র চৌধুরী, মাতঙ্গিনী দেব্যা শারদাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী নিলমণি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেব্যা দুর্গাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃত্যকালী দেব্যা মুক্তাকেশী দেব্যা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেব্যা, প্রসন্নময়ী দেব্যা, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালিবিষ্ণুস্বাধারয় ও পশুভূষণ, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার চৌধুরী শ্রীনাথ চৌধুরী, রামানাথ চৌধুরী সাঃ চাণুদী ডিঃ কাটোয়া ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় সাঃ দীইহাট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাঃ সিকিপুর ডিঃ কাটোয়া দিননাথ চৌধুরী সাঃ চাণুদী ডিঃ কাটোয়া ।

সদর জমা ১১২১।।০ টাকা

বাকী ১৭ আনা ।

এই মহালে নবচন্দ্র ভট্টাচার্য নামে ৪৬৮৯ টাকা জমায় একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৫১৭৪ নং ভৌজীভুক্ত মহাল শালকুনী পরগনে বর্জমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক দেব আলিমমুল্লা সাঃ সীকারপুর কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় সাঃ শালকুনী ডিঃ সাহেবগঞ্জ অধিকেশ বন্দোপাধ্যায় নাবালগের অলিঅছি কল্যাণী দেব্যা সাঃ ঐ শ্রী শ্রী দুর্গা ঠাকুরানীর সেবাইত ঈশ্বরচন্দ্র রায়, গোষ্ঠাচাঁদ রায়, নিলমণি রায় সাঃ আরমচাঁদসাই ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবল হক সাঃ ডিবিজান মজলকোট ।

সদর জমা ১৬৯৩।।৫ টাকা ।

বাকী ২১৫৮।।/৫ টাকা ।

এই মহালে নিম্নলিখিত কএটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ঈশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র রায় ৩০৩৮।।/২।। টাকা ঈশ্বরচন্দ্র ও গোষ্ঠাচাঁদ রায় ১০৩৮।। টাকা ।

T. E. COXHEAD,  
Collector.

## INSOLVENCY NOTICES.

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of WALTER GRAY AND ANOTHER (ROBERT & CHARRIOL), Insolvents.

NOTICE is hereby given that Wednesday, the 4th day of June next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 1st day of September 1882 until the 30th day of April 1884, has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent, will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

*The like Notice.*—In the matter of KISSEN CHAND GOLECHHA, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1882 to 30th April 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

*The like Notice.*—In the matter of GIORGIE ANTONIO CONTI, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 16th November 1883 to 30th April 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

*The like Notice.*—In the matter of THOMAS JAMES CANNING, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 20th January 1881 to 30th April 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE }  
Calcutta, 20th May 1884.

A. B. MILLER.  
Official Assignee.  
(11—1)

### Government Cinchona Fœhrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

### গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত স্বরনাশক সিন্‌কোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর রাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কম্পচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি লগন মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স তিন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স তিন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড তিন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স তিন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স তিন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড তিন ২০।।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স তিনে ১।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড তিনে ২।।০ আট আনা, ডাকমান্দুল দিতে হইবে।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে। ]

### অন্নশাক দানাবাক্সা সিন্ধুকোনা ।

লাল সিন্ধুকোনা ছাল হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ । বাহ্যিক দানাবাক্সা, একপ সায়ানা অন্নশাক সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইহা কুণ্ডলাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী । কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কাঁধোর জন্য এবং একশালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪৯ টাকার এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন । সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্য এবং প্রথম প্রথম ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নি টেও ৩২৯ টাকার এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাওতে পারিবেন । ইহার অভিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক যাহুল লাগিবে ।

### The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24 ; packing and postage Re. 1-12.

\*. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

### FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিষ্টার-অট-লী ও ইঞ্জিনিয়ার বঙ্গদেশের সিবিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেজি-কমিশনের সেক্রেটারি, ইন্ডিয়ান টেম্পলের ত্রিযুক্ত সি. ডি. ফিল্ড, এম. এ. ও এল. এল. ডি. লাইডনের প্রণীত বঙ্গদেশের জমিদারী লেন্ডেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিবরক আইন সংহিতা ।

একই খানি পুস্তকের মূল্য ৫. পাঁচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিটের আকৌণ্ট্যান্টের নিকট একই খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন ।

দ্রষ্টব্য ।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে ।

[Government Gazette, 27th May 1884.]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	...	...	10	0	0	per annum.
Postage	...	...	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal						
...	...	...	4	0	0	„
Postage	...	...	1	0	0	„
For a single copy—						
Entire Gazette	...	...	0	4	0	
Postage	...	...	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	...	...	0	1	0	for 4 sheets or under
with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.						
Postage	...	...	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BARNER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমানুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে প্রদত্ত হইবে :—

মকসলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	...	১০৭
ডাকমানুল	...	...	২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড ( বাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে )			
...	...	...	৪৭
ডাকমানুল	...	...	১৭
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	...	...	১০
ডাকমানুল	...	...	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড ( প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার তাহার মূল্য সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য )			
...	...	...	১০
৪ পৃষ্ঠার উপর বহু অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক ২ আনা ।			
ডাকমানুল	...	...	১০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমানুল লাগিবে না ।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং ছোট সেক্রেটারী।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে । ]





# গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন

CONTENTS	PAGE.	বিবরণী।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India ...	65—67	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	১৫—৬৭
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	539—573	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৫৩৯—৫৭৩
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	NIL.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাহি।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	NIL.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাহি।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	7—10	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	৭—১০
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	NIL.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাহি।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	NIL.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্ট ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ আদেশপত্র ...	নাহি।
PART VIII.—Advertisements ...	531—560	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি ...	৫৩১—৫৬০
SUPPLEMENT ...	NIL.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	নাহি।

## PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

## INDIAN EMPIRE.

## NOTIFICATION.

*Simla, the 24th May 1884.*

**No. 151.E.**—Her Majesty the Queen and Empress of India has been pleased to appoint the undermentioned gentlemen, who by their services have merited the Royal favour, to be Companions of the Order of the Indian Empire :—

Alfred Woodley Croft, Esq., M. A., Director of Public Instruction, Bengal, late Member of the Education Commission.

Rai Kanhai Lal De, Bahadur, late Teacher of Chemistry and Medical Jurisprudence, Sealdah Campbell Medical School, Presidency Magistrate, and a Justice of the Peace of the Town of Calcutta.

Babu Durga Charn Laha, Presidency Magistrate, Calcutta, late Additional Member of the Council of His Excellency the Viceroy and Governor-General for making Laws and Regulations.

By order of the Grand Master,

C. GRANT,

*Secretary to the Order of the Indian Empire.*

## FOREIGN DEPARTMENT.

## NOTIFICATIONS.—POLITICAL.

*Simla, the 24th May 1884.*

**No. 1860I.**—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Kunwar Girija Nath Rai, adopted son of Maharani Srimati Sham Mohini, of Dinajpur, the title of “Maharaja,” as a personal distinction.

**No. 1861I.**—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Kunwar Udit Narain Singh Deo, Chief of Saraikala, the title of “Raja Bahadur” as a personal distinction.

**No. 1863I.**—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Babu Kedar Nath Kundu Chaudhari, of Mohiari, in the District of Howrah, the title of “Rai Bahadur,” as a personal distinction.

C. GRANT,

*Secy. to the Govt. of India.*

## ভারত সাম্রাজ্য।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মে।

১৫৮/৮ নম্বর।—নিম্নলিখিত যজ্ঞাণ্ডেরা আপনাদের কর্তৃত্বাব্যবস্থায় পাটনার সোণা  
কওয়ায় ভারতেশ্বরী ত্রিভুবনী মহারানী তাঁহাদিগকে ভারত সাম্রাজ্য সম্প্রদায়ের কমান্ডারদের পদে  
নিযুক্ত করিলেন।—

বঙ্গদেশে সাধারণের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের উন্নতির ও শিক্ষানুষ্ঠান কমিশনের ভূতপূর্ব  
মেশ্বর জীযুত আলফ্রেড উডলী ক্রফ্ট সাহেব, এম, এ।

শিৱালদহস্থ কাংগেল মেডিক্যাল স্কুলের কিম্বী ও চিকিৎসা সঙ্কল্পীয় ব্যবস্থা বিদ্যার ভূত পূর্ব  
শিক্ষক এবং প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট ও কলিকাতা নগরের শান্তিরক্ষার্থ জড়িত  
জীযুত রায় কাণাইলাল দে বাহাদুর।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট এবং আইন ও ব্যবস্থা প্রশাসনার্থ মহিমবর জীযুত  
রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেবের মন্ত্রণভার ভূত পূর্ব অতিরিক্ত মেশ্বর জীযুত  
বাবু দুর্গাচরণ লাহা।

জীযুত এণ্ড মাস্টার সাহেবের আদেশমতে,  
সি, এন্ট,

ভারত সাম্রাজ্য সম্প্রদায়ের সেক্রেটারী।

## করিন্ ডিপার্টমেন্ট।

বিজ্ঞাপন।—পোলিটিকাল।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মে।

১৮৬০/৮ নম্বর।—মহিমবর জীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব দিনাজপুরের মহারানী  
জীমতী শ্যামমোহনীর দত্তক পুত্র জীযুত কুমার গিরিজানাথ রায়ের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে  
“মহারাজা” উপাধি দান করিলেন।

১৮৬১/৮ নম্বর।—মহিমবর জীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব মহাশয়ের মর্দার  
জীযুত কুমার উদয় শ্যামরায় সিংহ দেবের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে “রাজাবাহাদুর” উপাধি দান  
করিলেন।

১৮৬৩/৮ নম্বর।—মহিমবর জীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব হাবড়া জিলার অন্তর্গত  
মহিমাবীর জীযুত বাবু কেশবনাথ কুণ্ডের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে “রায় বাহাদুর” উপাধি দান  
করিলেন।

সি, এন্ট,

ভারতেশ্বরী গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।







# গবর্ণমেন্ট গেজেট

---

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

---

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন।

---

## PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

১. দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

---

# ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2014A.

**GENERAL.**—*The 6th May 1884.*—Mr. C. H. Pillans is appointed to be a Captain in the Northern Bengal Volunteer Rifle Corps, *vice* Mr. F. T. Verner, resigned.

*The 13th May 1884.*—Baboo Prosunno Coomar Chuckerbutty is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Tumlook, in the district of Midnapore, during the absence, on leave, of Moulvi Sujat Ali Ahmed, or until further orders.

*The 16th May 1884.*—Mr. F. E. Piffard, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Rajmehal, Sonthal Pergunnahs, is allowed leave for three months, under section 128—1, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Baboo Akhoy Kumar Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Tipperah, is allowed leave for eight months, under section 131, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

*The 19th May 1884.*—Baboo Shib Chunder Nag, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Backergunge, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

The orders of the 1st instant, published in the *Calcutta Gazette* of the 14th idem, granting privilege leave to Baboo Bonomali Poramanick, Temporary Sub-Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, and appointing Baboo Rojoni Kanto Mookerjee to act as Sub-Deputy Collector of Satkhira, are cancelled.

*The 20th May 1884.*—Mr. J. F. Browne, c.s., reported his departure from India, on furlough, on the 1st instant.

Baboo Shoshi Sikar Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Perozepore, Backergunge is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Sreenath Gupta, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is appointed to have charge of the Perozepore sub-division of the Backergunge district, during the absence, on leave, of Baboo Shoshi Sikar Dutt, or until further orders.

*The 23rd May 1884.*—Mr. G. C. Kilby, Deputy Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, reported his departure from India, on furlough, on the 9th instant.

*The 26th May 1884.*—Mr. W. Kemble, Officiating Odium Agent, Behar, is confirmed in that appointment, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. A. C. Mangles, resigned.

Mr. F. Wyer, Officiating Magistrate and Collector, Dacca, is appointed to be a Magistrate and Collector of the first grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. W. Kemble.

Mr. H. Mosley, Magistrate and Collector, Moorshedabad, on leave, is appointed to be a Magistrate and Collector of the second grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. F. Wyer.

Mr. A. P. MacDonnell, Joint-Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a Magistrate and Collector of the third grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. H. Mosley. Mr. MacDonnell will continue to act, until further orders, as Secretary to the Government of Bengal in the Revenue and General Departments.

Mr. C. A. Wilkins, Joint-Magistrate and Deputy Collector, second grade, on leave, is promoted to the first grade of Joint-Magistrates and Deputy Collectors, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. A. P. MacDonnell.

Mr. F. H. B. Skrine, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, is confirmed in that grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. C. A. Wilkins. Mr. Skrine will continue to act as Magistrate and Deputy Collector of Howrah until further orders.

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

বঙ্গদেশের জীয়ুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

২০১৪ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ৬ মে।—জীয়ুক্ত এফ, টি, বর্নর সাহেব কর্ম ভাগ করাতে জীয়ুক্ত সি, এচ, পিলাজ সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের বল্টিয়ের রাইকল দলের কাণ্ডানের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—জীয়ুক্ত মৌলবী সুজাৎআলি আহম্মদের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীয়ুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ডবলুকের সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত রাজমহলের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুক্ত এফ, ই, পিফোর্ড সাহেব যে তারিখে ছুটি গৃহণ করেন তদবধি সিবিএল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮—১ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার বসু অনোর প্রতি কর্মের ভারপ্রাপ্ত করিবার তারিখ অবধি সিবিএল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩১ ধারামতে আট মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—বাথরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুক্ত বাবু শিবচন্দ্র নাগ উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতাপাইলেন।

খুলনার অন্তর্গত সাঁওতালীর কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুক্ত বাবু বনমালী পরামানিককে অনুগ্রহের ছুটি দেওন এবং জীয়ুক্ত বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়কে সাঁওতালীর সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক এই মাসের ১ তারিখের যে আজ্ঞা ২০ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা এতদ্বারা রহিত করা গেল।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—জীয়ুক্ত জে, এফ, ব্রোস্ সাহেব, সি, এস, নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ১ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

বাথরগঞ্জের অন্তর্গত নিরোজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুক্ত বাবু শশীশেখর দত্ত অনোর প্রতি কর্মের ভারপ্রাপ্ত করিবার তারিখ অবধি সিবিএল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জীয়ুক্ত বাবু শশীশেখর দত্তের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ঢাকার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুক্ত বাবু জ্ঞাননাথ গুপ্ত বাথরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুর মহকুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—রাজকীর মোকদ্দমার ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও প্রয়োজক জীয়ুক্ত জি. সি. কিপ্লি সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ৯ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।—জীয়ুক্ত এ, সি, মাকডেনল সাহেব কর্ম ভাগ করাতে মির্জাবের আকীনের একটিং এজেন্ট জীয়ুক্ত ডবলিউ, কেন্‌সল সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি মোহ পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ুক্ত ডবলিউ, কেন্‌সল সাহেবের পরিবর্তে ঢাকার একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুক্ত এফ, ওয়াইয়র সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ুক্ত এফ, ওয়াইয়র সাহেবের পরিবর্তে ছুটিপ্রাপ্ত মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুক্ত এচ, মোসলী সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ুক্ত এচ, মোসলী সাহেবের পরিবর্তে জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুক্ত এ, সি, মাকডেনল সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। জীয়ুক্ত মাকডেনল সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় রবিনিউ ও জেনরল ডিপার্টমেন্টে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারীর কর্ম করিতে থাকিবেন।

জীয়ুক্ত এ, সি, মাকডেনল সাহেবের পরিবর্তে ছুটিপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুক্ত সি, এ, উইলকিন্স সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

জীয়ুক্ত সি, এ, উইলকিন্স সাহেবের পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুক্ত এফ, এচ, বি, ক্রাফন সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি মেইশ্রেণীতে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন। জীয়ুক্ত ক্রাফন সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে থাকিবেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট: ১৮৮৪। ৩ জুন।]

Mr. C. J. O'Donnell, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Chittagong, is appointed temporarily to be a Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. F. H. B. Skrine.

**POLICE.**—*The 15th May 1884.*—The services of Mr. W. B. Waller, Temporary Assistant Superintendent of Police, on leave, are placed at the disposal of the Government of India, in the Home Department.

*The 16th May 1884.*—The following promotions are made to the first and second grades of Inspectors of Police:—

*To the First Grade,*

Mr. E. Gilbert.

*To the Second Grade.*

Baboo Peary Mohun Bose, temporary in the second grade, is confirmed in that grade.

Munshi Khadadad Khan.

Baboo Kuldip Narain.

„ Basunta Kumar Mitra.

„ Gobind Chandra Chakrabati to be temporary in the second grade, *vice* Baboo Peary Mohun Bose.

*The 20th May 1884.*—Mr. R. W. Keown, Temporary Assistant Superintendent of Police, Mozufferpore, is allowed leave for two months, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 12th June next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

**REGISTRATION.**—*The 14th May 1884.*—Moulvi Shah Mohamad Yaqub, Officiating Rural Sub-Registrar of Kharakpore, in the district of Monghyr, is confirmed in that appointment, *vice* Shah Eradut Hossain, resigned.

*The 16th May 1884.*—In supersession of the order of the 26th April last, published in the *Calcutta Gazette* of the 7th instant, Baboo Rajendra Nath Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, is appointed to be *ex-officio* Sub-Registrar of that district, with effect from the 21st idem, during the absence, on leave, of Pundit Debi Prosad, or until further orders.

**EDUCATION.**—*The 19th May 1884.*—Baboo Isser Chunder Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is appointed to be Secretary to the District School Committee of that district, *vice* Mr. E. G. Colvin.

**OPIMUM.**—*The 20th May 1884.*—Mr. F. J. R. Field, Assistant Sub-Deputy Opium Agent of Motihari, in the Behar Opium Agency, is allowed leave for six weeks, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 10th April 1884.

The following officers reported their departure from India, on furlough, on the 8th instant:—

Mr. A. Elliot.

| Mr. W. T. Ryves.

In modification of the orders of the 1st instant, published in the *Calcutta Gazette* of the 14th idem, Mr. W. L. L. Reed, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, is allowed leave for two months and twenty-five days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May 1884.

**MEDICAL.**—*The 13th May 1884.*—Assistant Surgeon Umesh Chunder Sen, a Supernumerary at Buxar, is appointed to have medical charge of the outpost of Demagiri, in the district of the Chittagong Hill Tracts.

*The 17th May 1884.*—Assistant Surgeon Mohendro Nath Dass, a Supernumerary at the Presidency, is appointed temporarily to have medical charge of the sub-division of, and the charitable dispensary at, Madaripore, in the district of Furrceepore.

[*Government Gazette*, 3rd June 1884.]

জীযুত এফ, এচ, বি, স্কাইম সাহেবের পরিবারে চট্টগ্রামের একটি আইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত সি, জে, ও, ডোলেম সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি কিয়ৎকালের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর আইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—ছুটী প্রাপ্ত পোলীসের কিয়ৎকালীন আসিষ্টান্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জীযুত ডবলিউ, বি, ওয়ালর সাহেব ছোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—পোলীসের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ইন্স্পেক্টরদের নিম্নলিখিত পদবৃদ্ধি করা গেল।—

প্রথম শ্রেণীতে  
জীযুত ই. গিলবর্ট সাহেব।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে

কিয়ৎকালীন দ্বিতীয় শ্রেণীর জীযুত বাবু পেরারীমোহন বসু দেই শ্রেণীতে হারীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত মুনশী খোদানন্দ খাঁ।

” বাবু কুলদীপ নারায়ণ।

” ” বসন্তকুমার মিত্র।

” ” পেরারীমোহন বসুর পরিবারে জীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী কিয়ৎকালের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—মজফরপুরের পোলীসের কিয়ৎকালীন আসিষ্টান্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জীযুত আর, ডবলিউ, কেডন সাহেব আগামি জুন মাসের ১৩ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে টী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩ ধারার ২ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—জীযুত শাহ ইরান্দ হুসেন কর্ম্ম ভাগ করাতে মুন্সের জিসার অন্তর্গত খরকপুরের একটি গ্রামা সব-রেজিস্ট্রার জীযুত মৌলবী শাহ মহম্মদ ইয়াকুব সেই পদে হারীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—গড় আশ্রিল মাসের ২৬ তারিখের যে আজ্ঞা এই মাসের ১৩ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। জীযুত পণ্ডিত দেবীপ্রসাদের ছুটী প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় সারনের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায় খ্যীর পদোপলক্ষে ৫ মাসের ২১ তারিখ অবধি উক্ত জিলার সব-রেজিস্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিসয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—জীযুত ই, জি, কলবিন সাহেবের পরিবারে ২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু দেবপ্রসাদ মিত্র, উক্ত জিলার ডিস্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

আকৌল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মে।—বিহারের আকৌলের এজেন্টের অন্তর্গত মহিষারীর আকৌলের আসিষ্টান্ট সব-ডেপুটী এজেন্ট জীযুত এফ, জে, আর, ফিলড সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ে ১২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১০ আশ্রিল অবধি ছয় সাপ্তাহের ছুটী পাইলেন।

নিম্নলিখিত কার্যকারকেরা নিয়মিত ছুটী লইয়া এই মাসের ৮ তারিখে ভারতবর্ষেইতে স্বংগমনের রিপোর্ট করেন।

জীযুত এ, এলিয়ট সাহেব।

। জীযুত ডবলিউ, টি, রাইবল সাহেব।

এই মাসের ১ তারিখের যে আজ্ঞা ২০ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। ভেহতার আকৌলের আসিষ্টান্ট সব-ডেপুটী এজেন্ট জীযুত ডবলিউ, এল, এল, রীড সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি দুই মাস পঁচিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—বঙ্গার অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জন জীযুত উমেশচন্দ্র সেন, চট্টগ্রামের পূর্বতীয় প্রদেশ জিলার অন্তর্গত দেমাগি কাঁড়ির চিকিৎসা কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জন জীযুত মহেন্দ্র নাথ দাস কিয়ৎ কালের জন্যে ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত মাদারীপুর মহকুমার ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের চিকিৎসা কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন। ]

This cancels the order of the 28th ultimo, appointing Assistant Surgeon Mohendro Nath Dass to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle.

*The 19th May 1884.*—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the Eden Sanitarium at Darjeeling :—

Mr. R. Harrison. | Mr. G. R. Clark.

*The 20th May 1884.*—Assistant Surgeon Nundo Lal Ghose, Teacher of Medicine and Midwifery, Temple Medical School, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

**VACCINATION.**—*The 20th May 1884.*—Assistant Surgeon Narendra Nath Gupta, Deputy Superintendent of Vaccination, Darjeeling Circle, is allowed leave for four days, in extension of leave granted to him under the order of the 3rd September 1883.

**MUNICIPAL.**—*The 16th May 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Satkhira Municipality, in the district of Khoolua, of Baboo Bidhu Bhusan Banerjia to be their Vice-Chairman.

Baboo Ram Lal Rai is appointed to be a Commissioner of the Noakholly Municipality.

*The 17th May 1884.*—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ghattal Municipality, in the district of Midnapore :—

Baboo Nilmadhub Mullic. | Baboo Bhupendranath De.

Baboo Preomadhub De.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Kedarnath Mukerjia.		Baboo Motilal Mukerjia.
„ Peary Lal Ghose.		„ Chandrakanta Tewari.
„ Sarala Prosad Ghose.		„ Puresnath Bhuya.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ramjibunpore Municipality, in the district of Midnapore :—

Baboo Jadoonath Mookerjia.		Baboo Rameswar Gangooly.
„ Nibaran Chandra Bhattacharjee.		„ Ram Das Dutt.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Umacharan Mandul.		Baboo Pertap Chunder Banerjee.
-------------------------	--	--------------------------------

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Nattore Municipality, in the district of Rajshahye :—

Baboo Harichurn Chukerbutty.		Baboo Jagesh Chunder Bagchi.
------------------------------	--	------------------------------

Baboo Jogunnath Bajpai.

*The 19th May 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Ranchee Municipality, in the district of Lohardugga, of Mr. W. H. Mackenzie Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

*The 22nd May 1884.*—Moulvie Ikbal Ally is appointed to be a Commissioner of the Durbhunga Municipality.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Lieutenant-Colonel R. C. Money, Manager, Raj Durbhunga.

Hajee Mahomed Wahid Ally Khan.

*The 23rd May 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Jugdispore Municipality, in the district of Shahabad, of Mr. Lewis Mylne to be their Vice-Chairman.

*The 24th May 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the North Barrackpore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Ramanath De to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Nanda Kumar Chatterjia.		Baboo Srinibash Das,
-------------------------------	--	----------------------

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

আসিফাউল সর্জন শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দাসকে রাজধানীচক্রে টিকাদান কার্যের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কর্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৮ তারিখের আজ্ঞা প্রজ্ঞার প্রসিদ্ধি করা গেল।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মার্জিলিং ইন্ডেন সানিটোরিয়ামের কার্য নির্বাহক কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত আর, হারিসন সাহেব।

| শ্রীযুত জি, আর, ক্লার্ক সাহেব।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—টেম্পল মেডিকাল স্কুলের ঔষধ ও খাদ্যবিদ্যার শিক্ষক আসিফাউল সর্জন শ্রীযুত মন্ডলাল ঘোষ যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিএল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

টিকাদান বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মে।—মার্জিলিং চক্রে টিকাদান কার্যের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আসিফাউল সর্জন শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ ঙুণ্ড ১৮৮৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বরের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত চারি দিনের ছুটি পাইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—খুলনা জিলার অন্তর্গত সাতকীরা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুত বাবু রামলাল রায় মওয়াখানী মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ষাটাল মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু নীলমাধব মল্লিক।

| শ্রীযুত বাবু চুপেন্দ্র নাথ দে।

শ্রীযুত বাবু প্রিয়নাথ দে।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু কেশবনাথ মুখোপাধ্যায়।

| শ্রীযুত বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায়।

„ „ পিরারিলাল ঘোষ।

„ „ চন্দ্রকান্ত ভেওয়ারি।

„ „ শ্যামপ্রসাদ ঘোষ।

„ „ পুরুষনাথ ভূঞা।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত রামজীবনপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু যত্ননাথ মুখোপাধ্যায়।

| শ্রীযুত বাবু রামেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়।

„ „ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য।

„ „ রামদাস দত্ত।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু উমাচরণ মণ্ডল।

| শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নাটোর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু হরিচরণ চক্রবর্তী।

| শ্রীযুত বাবু যোগেশচন্দ্র বাগচী।

শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ বাজপেয়ী।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—লোহারডগা জিলার অন্তর্গত রাঞ্চি মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডব্লিউ. এচ. মাকেঞ্জি সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মে।—শ্রীযুত মৌলবী একবল আলি দ্বারতজা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

রাজদ্বারভঙ্গার কার্গ্যাধ্যক্ষ লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল শ্রীযুত আর, সি, মনি সাহেব।

শ্রীযুত হাজি মহম্মদ ওয়াহিদ আলি খাঁ।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—শাহাদাদ জিলার অন্তর্গত জগদীশপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত সুইন মিলনে সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মে।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত উত্তর বারাকপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু রামনাথ দেকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু মন্ডলুয়ার চট্টোপাধ্যায়।

| শ্রীযুত বাবু জিনিবাস দাস।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]



**ROAD CESS**—*The 16th May 1884.*—Baboo Asutosh Gupta, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the District Road Committee of Lohardugga, *vice* Baboo Raj Gopal Roy.

*The 17th May 1884.*—The following gentlemen are appointed to be members of the Seetamurhee Branch Road Committee, in the district of Mozufferpore :—

Mr. F. O. Vipin, Manager, Amua Indigo Factory.

„ W. M. Reid, Manager of Dain, Coupra Factory, *vice* Mr. J. Tripe.

*The 19th May 1884.*—Baboo Tara Prosad Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the District Road Committee of Burdwan, *vice* Mr. W. C. Muller, transferred.

*The 21st May 1884.*—The following gentlemen are appointed to be members of the Branch Road Committee at Chooadanga, in the district of Nuddea :—

Mr. M. L. Macnaughten. | Baboo Debendra Nath Mullick.  
Baboo Kedar Nath Acharjee.

*The 23rd May 1884.*—Mr. B. Dé, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is appointed to be Vice-Chairman of the Hooghly District Road Committee, *vice* Baboo Bemola Charan Bhattacharjee.

*The 24th May 1884.*—Mr. J. S. Davidson, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the Khoorda Branch Road Committee, in the district of Pooree.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette* :—

*No. 144.—The 13th May 1884.*—The undermentioned officer has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India permission to return to duty, as advised in list dated the 10th April 1884 :—

Name.	Service.	Appointment.	Date on which permitted to return.
H. Luttmann-Johnson ...	Covenanted ...	Deputy Commissioner, first grade, Assam.	Within period of leave

*No. 146.*—Furlough for 18 months, under section 19 of the Civil Leave Code, is granted to Mr. J. K. Wight, c.s., Deputy Commissioner, fourth grade, Cachar, with effect from the 20th July 1884, or subsequent date on which he may avail himself of it.

*No. 147.*—Mr. B. G. Geidt, c.s., Assistant Commissioner, is posted to the district of Sylhet, and is appointed to be in charge of the South Sylhet sub-division.

*No. 13.—The 15th May 1884.*—Mr. B. G. Geidt, Assistant Commissioner, on transfer to Sylhet, made over charge of the office of Personal Assistant to the Chief Commissioner of Assam to Mr. E. G. Colvin in the forenoon of the 13th May 1884.

*No. 14.*—Baboo Uma Kant Chatterjee, Munsif, who has been appointed to the Sylhet district, assumed charge of the office of First Munsif of Maulavi Bazar from Baboo Dina Nath Sircar, who assumed charge of the office of Second Munsif from Baboo Uma Charan Kar in the forenoon of the 6th May 1884.

F. B. PEACOCK,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 12th May 1884.*—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 33, Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

পঞ্চম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—শ্রীযুত বাবু রাজগোপাল রাহেব পরিবর্তে একটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ গুপ্ত লোহারডাঙ্গা জিলার পঞ্চ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বজ্রদেবপুর জিলার অন্তর্গত সীতামতীর শাখাপঞ্চ-কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

আমুয়া নী কুটী, কাঁচাধাক্ক শ্রীযুত এফ. ও. স্ট্যাপ্পান সাহেব।

শ্রীযুত জে. টাইপ সাহেবের পরিবর্তে দৈন্য ছাপরা কুটীর কাঁচাধাক্ক শ্রীযুত ডবলিউ. এম. রীড সাহেব।

১৮৮৩ সাল ১৯ মে।—শ্রীযুত ডবলিউ. সি. মলর, সাহেব দ্বানাপুরে প্রেরিত হওয়াতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শরীফুল হক চট্টোপাধ্যায় বক্সান জিলার পঞ্চ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নদীয়া জিলার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গার শাখাপঞ্চ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত এফ. এল. মাকিনাটিন সাহেব। | শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক।

শ্রীযুত বাবু হেনরী লিথ আচায়া।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—শ্রীযুত বাবু বনলাচরণ তর্কাতর্কার পরিবর্তে হুগলীর একটি জাইন্ট-ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বি. ডে. সাহেব হুগলী জিলার পঞ্চ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মে।—একটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত জে. এম. ডেবিডসন সাহেব পুরী জিলার অন্তর্গত খুন্দার শাখাপঞ্চ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আদেশ গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা যেন।—

১৪৪ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—তার ৩০ নব্বের মধ্যে শ্রীযুত ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর সাহেব নিম্নলিখিত কার্যসম্বন্ধে ১৮৮৪ সালের ১০ আগস্টের নিষেধাজ্ঞার আদেশানুসারে কর্মে প্রত্যাবর্তন করিবেন অসম্মতি দিয়া যেন।

নাম।	পদ।	পদ।	যে প্রত্যাবর্তন করিবেন অসম্মতি দিয়া যেন।
শ্রীযুত এচ. লটমানজানসন সাহেব...	জিহিত	...	আগামের প্রথম প্রেরিত ডেপুটি কমিশনার।
			ছুটির কালের মধ্যে।

১৪৬ নম্বর।—কলিকাতার চতুর্থ প্রেরিত ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুত জে. কে. ওয়াটস সাহেব, সি. এস, ১৮৮৪ সালের ২০ জুলাই অবধি অথবা তার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি মিলিন কাছাকাছের ছুটির বিধির ৪৯ পারামতে আটটি মাসের সময়মিত ছুটি পাইলেন।

১৪৭ নম্বর।—আগিটটি কমিশনার শ্রীযুত বি. জি. গেটস সাহেব, সি. এস, আইসি জিলায় অবস্থান করিয়া দক্ষিণ আইসি মহকুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৩ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—আগিটটি কমিশনার শ্রীযুত বি. জি. গেটস সাহেব আইসি প্রেরিত হইয়া ১৮৮৪ সালের ১৩ নং পূর্বা হুগলী জি. জি. কমিশনার সাহেবের প্রতি আগামের প্রথম কমিশনার সাহেবের স্থান আশি টাটের কার্যের ভার গ্রহণ করিলেন।

১৩ নম্বর।—আইসি জিলায় নিযুক্ত, মুনসেফ শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু দীননাথ সরকারের স্থানে বৌলবী বাজারের প্রথম মুনসেফের কর্মের ভার শ্রীযুত বাবু দীননাথ সরকার, শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত সরকারের স্থানে ১৮৮৪ সালের ৬ মের পূর্বা হুগলী জি. জি. কমিশনার সাহেবের ভার গ্রহণ করিলেন।

এফ. বি. পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুত সেক্রেটারী গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারানুসারে প্রত্যাহত হইয়াছে [গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

confirm the following bye-laws, which have been framed for the town of Gurbetta, in the district of Midnapore, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the said town of Gurbetta.

**BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871 FOR THE TOWN OF GURBETTA, IN THE DISTRICT OF MIDNAPORE.**

**PART I.**

*On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Gurbetta.*

1. The provisions of this Act shall be carried out by a Committee consisting of three official and three non-official members appointed for that purpose by Government.

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the local Government.

3. In the event of the death, removal, or resignation of any member of the Committee during his year of office an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

**PART II.**

*Rules for the conduct of business.*

4. The Committee shall meet for the transaction of business in the office of the local Sub-Registrar or Honorary Magistrate, who is the Chairman of the Committee, on the 15th of each month, or, if that date fall on a Sunday or holiday, on the next succeeding open day provided that it shall be lawful for the Chairman to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be issued to the members by the Chairman three clear days before hand.

6. No question shall be decided at any meeting unless its substance has been included in the notice prescribed in Rule 5.

7. Every question shall be decided by a majority of votes. In the event of an equal division, the Chairman shall have a casting vote.

8. The proceedings of every meeting shall be recorded in a book to be kept by the Chairman for the purpose.

**PART III.**

*On the receipt and disbursement of moneys under the Act.*

9. On the 15th October of each year a budget of the probable receipts and expenditure of the ensuing financial year, together with the opening and closing balances, shall be submitted to the Magistrate for the sanction of Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate an amount not exceeding Rs. 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year the Chairman shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. The report should be submitted through the District Magistrate and the Commissioner to Government.

**PART IV.**

13. If any person shall carry night-soil or other offensive matter through the town otherwise than in a closely covered receptacle, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

[ *Government Gazette, 3rd June 1884.* ]

তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্ত-  
মতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য্য নিক্ষেপার্থে উক্ত আইনমতে নিযুক্ত উক্ত নগরের  
স্বাহারককের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার  
কর্ণনা করিয়াছেন ।

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড় বেতানগরের নিমিত্ত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের  
৩৭ ধারামত উপবিধি ।

প্রথম খণ্ড ।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণকার্য্যে সাহায্যার্থ গড়বেতানগরে কমিটী  
নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা ।

১। গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত রাজকীয় পদধারি তিন জন কার্য্যকারকের ও স্বাহারা রাজকীয় কার্য্যকারক  
নহেন এমত তিন জনের কমিটী দ্বারা এই আইনের বিধান কার্য্যে পরিণত করা যাইবে ।

২। আগামী রাজকীয় বৎসরে যে বার্ষিক কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎস-  
রের মার্চ মাসের ১ তারিখে তাহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন ।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে যদি কি পদচ্যুত হইলে  
কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাহার পদ গ্রহণ হইল তিনি কিম্বা রাজকীয়  
অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন । তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটীর  
অবশিষ্ট ব্যক্তির তাহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

কার্য্য চালাইবার বিধি ।

৪। স্থানীয় সব-রেজিষ্ট্রার বা অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট যিনি কমিটীর সভাপতি হন তাঁহার আফিসে  
মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে । সেই ১৫ তারিখ রবিবার  
কি বঙ্গের দিন হইলে তৎপক্ষে যে দিনে আফিস খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন হইবে । কিন্তু  
সভাপতি মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে  
কারণ লিখিয়া অধিবেশন করা হইতে পারিবেন ।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় অন্ততঃ তাহার সম্পূর্ণ তিন দিন থাকিতে প্রত্যেক জন  
মেম্বরকে এই অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে ।

৬। ৫ ধারার নিদিষ্ট নোটিসে বিবেচ্য বিষয়ের তাৎ নির্দিষ্ট না থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি  
করা যাইবে না ।

৭। অধিকাংশ ব্যক্তিদের সভানুসারে প্রত্যেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে । সমসংখ্যক ব্যক্তিদের  
মতভেদ হইলে সভাপতি দ্বিতীয় মত নিজে পারিবেন ।

৮। সভাপতি একখানা বহি রাখিবেন, তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ  
লিখিতে হইবে ।

তৃতীয় খণ্ড ।

এই আইনমতে টাকা ভাণ্ডা ও খরচ করিবার বিধি ।

৯। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে বৎসরের প্রথম ও শেষ যাচা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা  
সুদে আগামি রাজস্ব সম্পর্কীয় বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেন্টের অনুমো-  
দনার্থে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট অর্পণ করা যাইবে ।

১০। কমিটী গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে  
উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন ; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হয় ও বৎসর ২ তাহার  
সমালোচনপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা যায় ।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য রোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও  
বিশেষ আয়লাগন নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত  
করিতে গেলে, অভ্যাবণা ও স্থলের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শতকরা ২৫ টাকা অধিক ধরিতে হইবে ।

১২। নগর সৌষ্ঠব ও পরিষ্কার করণের কিং কার্য্য করা গিয়াছে তাহাও কত টাকা জমা ও খরচ হই-  
য়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব ও বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্বৃত্ত রহিল তাহা লিখিয়া সভাপতি  
বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্য কিরূপে চলিয়াছে প্রতিবৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন ।  
এ রিপোর্ট জিলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে ।

চতুর্থ খণ্ড ।

১৩। কোন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে বন্ধ আধার ভিন্ন অন্য প্রকারে নগরের মধ্যে দিয়া বিষ্ঠা বা  
দুর্গন্ধজনক অন্য দ্রব্য লইয়া গেলে তাহার ৫ টাকা অধিক দণ্ড হইতে পারিবে ।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন । ]

14. The Committee shall open a register of the sweepers engaging for various parts of the town, specifying the name or names of the sweepers engaging for each part and responsible for its cleanliness, and shall supply each sweeper with a metal ticket bearing his number painted on it, and the section of the town to which he is attached, the spots fixed under section 24 of the Act, in which they are bound to deposit dirt, and any other detail that may seem necessary. Any sweeper neglecting to remove night soil from any part of the quarter for which he is responsible once in twenty-four hours shall be liable for each omission to a fine not exceeding Rs. 1.

15. If any person shall bury or allow to be buried, within the limits of the town of Gurbetta night-soil or other offensive matter, or leave it within the premises occupied by him beyond such time as may be fixed by the Magistrate, he shall be liable to fine which may extend to Rs. 20, provided that this penalty shall not extend to manure heaps until notices to remove them have been issued by the Health Officer. The Chairman of the Committee may issue notice ordering any person to remove any offensive matter that may be buried on the premises occupied by him within a specific term. Any person neglecting to comply with such notice shall be liable to a daily fine not exceeding Rs. 2 from the date of the expiry of notice.

16. If any person shall dispose, or cause to be disposed of, within the limits of the town of Gurbetta any corpse, or part of a corpse, otherwise than by burning or burying it at or in some burning or burial ground, specially set apart for that purpose, and fixed by the Chairman of the Committee with the assent of the Health Officer, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

17. Any persons allowing land or premises occupied by him within the limits of the town of Gurbetta to be used as a camping place for cattle or carts or any beasts of draught or burden shall be bound to permit such premises to be inspected by the Health Officer or Chairman of the Committee, or any officer they may depute, and shall be liable to any penalty provided for any infringement of the laws or bye laws committed on his premises.

18. Whoever shall offer for sale fish unfit for food, or shall offer for sale any fish in any part of the town except in places notified by the Magistrate, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

#### PART V.

##### *Miscellaneous.*

19. At each monthly meeting of the Committee one or more members shall be appointed to supervise the working of the Act during the calendar month next following.

20. The remarks and orders of the working member or members for each month, and the remarks of inspecting officers, shall be entered in the minute book prescribed in Rule 7.

21. Every lodging-house keeper taking out a licence under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

22. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye laws.

23. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in Uriya, Hindustani, and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

24. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

25. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licences shall run from that date.

#### APPENDIX A.

##### *Form of Notice under Section 14.*

Lodging-house No.

Proprietor or (Manager) A. B.

Licensed to accommodate—Lodgers.

*Signature.*

১৪। কমিটী নগরের নাম অংশে নিযুক্ত মেতরদের এক রজিষ্টার খুলিবেন, প্রত্যেক অংশে যে মেতর নিযুক্ত হইবে তাহার বা তাহাদের নাম তাহাতে লেখা থাকিবে, তাহার তাহা পরিষ্কার রাখিবার দায়ী হইবে ও কমিটী প্রত্যেক জন মেতরকে খাতুময় টিকিট দিবেন, সেই টিকিটে তাহার নাম ও নগরের যেতাগে যে নিযুক্ত, ও আইনের ১৪ ধারামতে নির্দিষ্ট যে স্থানে মবলা ফেলিতে হইবে সেই স্থানের কথা ও অন্য যে কথা লেখা আবশ্যিক বোধ হয় তাহা রংদিয়া লেখা থাকিবে। কোন মেতর পল্লীর যে অংশের নিমিত্ত দায়ী সেই অংশের বিষ্ঠা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার ফেলাইতে শ্রেণীলা করিলে যত বার করে তাহার প্রত্যেক বারের নিমিত্ত তাহার ১২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৫। কোন ব্যক্তি যদি গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে বিষ্ঠা কিম্বা দুর্গন্ধজনক অন্য জব্য পৌতে বা পুতিতে দেয় কিম্বা মাজিক্রেট যে সময় বিরূপণ করিয়া দেন তাহার অধিক কাল আপন বাড়ীর মধ্যে রাখে তাহা হইলে তাহার ২০২ বিশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষক সারের গাদা স্থানান্তর করিবার নোটিস না দিলে এই দণ্ড তৎপ্রতি বর্জিত নহিবে। কোন ব্যক্তি আপন বাড়ীর মধ্যে দুর্গন্ধজনক কোন জব্য পুতিলে কমিটীর সভাপতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা করিয়া নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই নোটিস অমুযায়ী কর্ম করিতে শ্রেণীলা করিলে নোটিসের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইবার তারিখ অবধি দিন প্রতি তাহার ২২ দুই টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৬। কমিটীর সভাপতি স্বাস্থ্যরক্ষকের সম্মতিক্রমে শবদাহ করিবার কি কবর দিবার নিমিত্ত গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে যতদূর যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন কোন ব্যক্তি সেই স্থানে কোন শব বা শবের কোন অংশ দাহ না করিয়া বা কবর না দিয়া অন্য স্থানে তাহা কর্তব্য করিলে বা করাইলে তাহার ১০২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৭। কোন ব্যক্তি গড়বেতা নগরের সীমার অন্তর্গত আপন দখলী ভূমি বা বাঁটা গবাদি, গকরগাড়ী কিম্বা গাড়ির বা ভারবাহী কোন পশু রাখিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইতে দিলে সেই বাড়ীর ভিতর স্বাস্থ্যরক্ষকে বা কমিটীর সভাপতিকে কিম্বা তাহাদের প্রেরিত কোন কর্মচারীকে দেখিতে যাইতে দিতে বাঁধা থাকিবেন, ও তাহার বাড়িতে আইন বা উপবিধি লঙ্ঘন করা গেলে তজ্জন্য যে দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে তাহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

১৮। কোন ব্যক্তি আহারের অনূপযুক্ত মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে কিম্বা মাজিক্রেট বিজ্ঞাপন দিয়া যেহ স্থান নির্ণয় করিয়াছেন তন্নিম্ন নগরের কোন অংশে কোন মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে তাহার ১০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৯। কমিটীর প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে পঞ্জিকাভিত্ত তৎপার মাসে আইনের কার্য কিরূপে চলে ইহা পর্য্যবেক্ষণার্থে এক বা অধিক জন মেম্বর নিযুক্ত হইবেন।

২০। কার্যাকারি এক বা অধিক জন মেম্বরের প্রত্যেক মাসের মন্তব্য ও আজ্ঞা এবং পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষদের মন্তব্য ৭ ধারার নির্দিষ্ট কাগ্যবিবরণের বহীতে লিখিতে হইবে।

২১। যে ব্যক্তি বাসাবাড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন তিনি এই আইনের এক কেতা ও ১৪ ধারার নির্দিষ্ট এক কেতা ছাপা নোটিস জর্য করিবেন। সেই নোটিস এই বিধির A চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

২২। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিষ্টরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

২৩। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন যাত্রী স্বস্থন্দে থাকিতে পারে এই কথা তক্তার উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা ভাষার স্পষ্টে লিখিত হইয়া সেই ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তক্তার স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

২৪। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাসাবাড়ীর প্রত্যেক জন রক্ষক এক খানি টিকিট লইয়া লিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। বাসাবাড়ীর মধ্যে যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে একজন খান টিকিট দিতে হইবে।

২৫। এই আইনের কার্যাপক্ষে আশ্রিল মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্স পত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী

নম্বর।

মালিক (বা কার্যাব্যক্ষ)

ক, খ।

এত জন যাত্রীদের স্থান দিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

( স্বাক্ষর )

## APPENDIX B.

*Form of Inspection Register under Section 15.*

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodging-house.	Result of inspection.	Orders by Magistrate or Health Officer.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 13th May 1884.*—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 314, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Sitamarhee Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Municipal Commissioners, under section 313 of the Act, for that municipality :—

## BYE-LAWS.

1. An ordinary general meeting of the Commissioners shall be held on the 1st Saturday in every month.

2. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give a receipt for it.

3. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.

4. No owner or occupier of any house, land or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, filth, of any kind to flow or be discharged from such privy into any drains, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

5. No person shall throw, deposit or discharge any night-soil, sewage or the contents of any drain, privy or cesspool into any river, tank, khal, water-course or receptacle for water, or dispose of the above mentioned kinds of offensive matters in any other way than as the Commissioners may from time to time direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

6. No person shall burn, or cause to be burnt, any corpse on any ground which is not especially provided and defined for the purpose, and no person shall bury a corpse in a grave less than 4½ feet deep, so that there may be 3½ feet of earth over the corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

7. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse or part thereof to any burning ground shall burn, or cause the same to be burnt, within three hours after its arrival at the said burning ground.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

8. The persons who bring a corpse to be burnt shall cause the same, together with all clothes and other coverings of the corpse, to be completely reduced to ashes. Provided that where such persons through poverty are unable to provide means for completely reducing such corpse and coverings to ashes, they shall permit (or shall cause, if the Commissioners do not undertake this duty) such corpse and coverings to be forthwith buried within ground specially provided (by the Municipal Commissioners) for the purpose.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[ *Government Gazette, 3rd June 1884* ]





9. No person shall remove from any burial ground or (except for the purpose of burial as aforesaid) from any burning ground any clothes or coverings brought to such burial or burning ground with a corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

10. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway unless it be decently covered and totally concealed from view.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

11. No persons while carrying any corpse, or a part of a corpse, shall, except for the purpose of temporarily resting themselves, deposit it on or near any public highway.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

12. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance or discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5; penalty for continued infringement after notice Re. 1, daily.

13. The Commissioners may give notice, in writing, to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct, and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Re. 1 until such requisition be complied with.

14. No persons shall allow any pigs to be at large in any public place, except when they are being removed from one place to another.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

15. No person shall enlarge or deepen any existing tank, drain, channel or other excavation without the permission of the Commissioners.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

16. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass, from the margin of any public road or from any public drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

17. No person shall let off any fire-balloons, fire-works or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

18. No cart laden with bamboos shall use the public road within the limits of the municipality, unless it is attended by another man besides the driver.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 13th May 1884.*—In the exercise of the powers conferred on him by section 38 of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor approves and confirms the following bye-laws, which have been framed for the town of Rancegunge, in the district of Burdwan, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the town of Rancegunge:—

#### BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871.

##### PART I.

*On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Rancegunge.*

1. A Committee consisting of four official and four non-official members shall be appointed to assist the Sub-Divisional Officer and Health Officer in carrying out the provisions of the Act.

[ *Government Gazette, 3rd June 1884* ]

৯। কোন ব্যক্তি শবের সঙ্গে আনীত কোন বস্তু বা আচ্ছাদন দ্রব্য করণ স্থানে বা দাঁচ করিবার স্থান পর্য্যন্ত প্রোঁত করিবার অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে কোন করণ স্থান হাতে দিয়া শবদাঁচ স্থান হইতে স্থানান্তর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৯ টাকার অনধিক দণ্ড।

১০। কোন ব্যক্তি কোন শব কি শবের অঙ্গ উপযুক্তমতে না তালিয়া ও সাঁদারপের তৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাজ পথ দিয়া লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৯ টাকার অনধিক দণ্ড।

১১। লোকে শব বা শবের কোন অংশ বহন করিবার সময়ে কিয়ৎকাল বিশ্রামার্থ ভিন্ন অন্য ছেতুতে কোন রাজ পথে বা তরিকটে তাঁহা নানাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৯ টাকার অনধিক দণ্ড।

১২। কোন ঘরের কি গাঁথনির ছাঁদের জন পড়িয়া যাওয়াতে কোন সরঞ্জামী পথের বা নদীমার হানি হয় কিম্বা হানি হইবার সম্ভাবনা কোন ব্যক্তি জা। দাঁচবার বা নির্মিত হইবার এমনত নল বা অন্য বিষয় বসাইবেন না কিম্বা অন্যকে বসাইতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৯ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড। মোটামুটি পাঁচপে পর একাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১৯ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৩। কোন পথের বা নদীর হানিজনকভাবে কোন ঘরের ছাঁদের জন পড়িয়া এক বা অধিক নল এখন লাগান থাকিলে, কমিশ্যনরেরা ঐ ঘরের স্বামির উপর লিখিত নোটিস দিয়া তাঁহাদের আদেশমতে ৭ সাত দিনের মধ্যে ঐ নল তুলিয়া ফেলিবার বা পরিবর্তন করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ও কোন ব্যক্তি ঐ নোটিস অব্যাহতি কর্ম করিতে ত্রুটি করিলে তাঁহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড, ও যত দিন সেই আদেশমত কর্ম করা না যায় তাঁহার দিন প্রতি তাঁহার ১৯ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪। কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লহরা যাইবার সময় ভিন্ন সরকারী কোন স্থানে শূকর ছাড়িয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৫। এখন যে পুকুরিণী, নদীমা, জলপথ বা অন্য খাত আছে কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অনুমতি হিনা তাঁহার দ্বিগ বা গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৯ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের পার্শ্ব হইতে বা সরকারী কোন নদীমা হইতে খালের চাপড়া কি খাল কাটিবেন না বা খাটী বা ঘাস উঠাইয়া লইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৭। মুন্সিপাল কমিশ্যনরের অনুমতি না পাইলে কিম্বা কমিশ্যনরেরা সেরূপে আদেশ করেন ভিত্তি অন্যরূপে কোন ব্যক্তি সরকারী কোন রাস্তার কি রাস্তার নিকট গাছের বেগুন কি আতলাসি কি আশ্রয় অস্ত্র ছুড়িবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৮। গাঁড়ওয়ান ভিন্ন আর এক জন শোক মদ্র না থাকিলে কোন গরুগাভী বা শব খেঁচাই করিয়া মুন্সিপালিটীর সীমার অন্তর্গত সরকারী পথ দিয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ টাকার অনধিক দণ্ড।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইনধারা ও ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ১ আইনধারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে কার্য করিয়া তিনি বর্তমান জিলার অন্তর্গত রানীগঞ্জ নগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্তমতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কায্য নিষাহার্থে এই আইনমতে নিযুক্ত স্বাহারকক সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি অনুমোদন ও দৃঢ় করিলেন।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৭ ধারামত উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণার্থে সাহায্যার্থ রানীগঞ্জ নগরের কমিটি নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। এই আইনের বিধান সফল করণার্থে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও স্বাহারকক সাহেবের সাহায্য করণার্থ রাজকীয় চারিজন কার্যকারকে ও যাহারা রাজকীয় কার্যকারক নহেন এমন চারিজনকে লইয়া কমিটি নিযুক্ত করা হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the Local Government.

3. In the event of the death, removal or resignation of any member of the Committee during his year of office, an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member, his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

## PART II.

### *Rules for the conduct of business.*

4. A meeting of the Local Committee appointed by the Local Government to assist the Sub-Divisional Officer and the Health Officer to carry out the provisions of the Act shall be held for the transaction of business and inspection of accounts at the sub-divisional office on the 15th of every month not being a Sunday or holiday, in which case the meeting shall be held on the next open office day, provided that it shall be lawful for the Sub-Divisional Officer to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be given to each member at least four clear days before the day appointed for the meeting.

6. No question shall be finally decided on the first occasion it is brought before the Committee, unless the nature of the question has been fully described in the notice prescribed by the last bye-law.

7. The subject or subjects brought before the Committee shall be decided by a majority of votes. In the event of divisions, the Sub-Divisional Officer, or, in his absence, the Health Officer, shall have a casting vote.

8. The Health Officer shall be *ex-officio* Secretary to the Committee, and the Sub-Divisional Officer, President. The proceedings of every meeting shall be recorded by the Secretary in a book kept for the purpose.

## PART III.

### *On the receipt and disbursement of moneys under the Act.*

9. On the 15th October in each year, a budget of probable receipts and of proposed expenditure during the ensuing year shall be submitted for the sanction of the Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate, an amount not exceeding 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year, the Sub-Divisional Officer shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. This report shall be forwarded through the Commissioner to Government.

## PART IV.

### *Miscellaneous.*

13. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 of the Act, which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

14. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

২। রাজকীয় বোন বৎসরে যেহ ব্যক্তি কমিটির অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ তৎপূর্ব বৎসরের মার্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গণগণমন্ডলের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটির অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ গ্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটির মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটির অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

কার্য্য চালাইবার বিধি।

৪। আইনের বিধান সকল করণকার্য্যে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের সাহায্য করণার্থে স্থানীয় গণগণমন্ডল যে স্থানীয় কমিটি নিযুক্ত করেন তাঁহার প্রতি মাসের ১৫ তারিখে বাধ্য নিষ্পাদন করিবার ও হিসাব দেখিবার জন্য মহকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারীতে অধিবেশন করিবেন। সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি বৃহস্পতি দিন হইলে, তৎপশ্চাত্তম্যে দিনে কাছারী খোলা হন সেই দিনে অধিবেশন করিবেন। কিন্তু মহকুমার কর্তৃপক্ষ মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ কর তাহার অন্ততঃ সম্পূর্ণ চারি দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরকে ঐ অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ইহার পূর্ব প্রায় যে নোটিস দিবার বিধান হইয়াছে তৎমতো অধিবেশনকালীন বিবেচ্য বিষয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপে নিষ্কিষ্ট না থাকিলে, কোন বিষয় প্রথমবার কমিটির সম্মুখে উপস্থিত করা গেলেই চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। কমিটির সম্মুখে যে কোন নীতি বিষয় উপস্থিত করা যায় কমিটির অন্তর্গত অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতানুসারে সেই নীতিই ঐ বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। মতভেদ হইলে মহকুমার কর্তৃপক্ষ কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব দ্বিতীয় মত নিবেদন পারিবেন।

৮। স্থায়ী পদোপলক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব কমিটির সেক্রেটারী ও মহকুমার কর্তৃপক্ষ সভাপতি হইবেন। সেক্রেটারী একথানা দলী রাখিয়া তৎমতো প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ লিখিবেন।

তৃতীয় খণ্ড ।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ পরিবার বিধি।

৯। প্রতিবৎসর নবম্বর মাসের ১৫ তারিখে আগামি বৎসরের সম্ভাবিত জমা ও প্রস্তাবিত খরচের অনুমানপত্র গণগণমন্ডলের অনুমোদনার্থে অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটি গণগণমন্ডলের আজ্ঞাধীনে অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হওয়া ও বৎসর ২২ তারিখ সমালোচনাপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা আবশ্যিক।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউচা কি অন্য কোন সম্ভাব্য হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আমলাগণ নিযুক্ত করা আবশ্যিক হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে অত্যাবশ্যক স্থানের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া গণ্য করা ২২ টাকার অধিক পরিমিত হইবে।

১২। নগর সৌষ্ঠব ও পরিষ্কার করণের কি কার্য্য করিয়াছে তাহা ও কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাঁহার বিস্তারিত হিসাব এ বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্বৃত্ত রহিল তাহা লিখিয়া মহকুমার কর্তৃপক্ষ বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্যক্রমে চলিয়াছে প্রতি বৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। এই রিপোর্ট কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গণগণমন্ডলের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড !

বিবিধ বিধি।

১৩। যে ব্যক্তি বাসিন্দা দী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন, তিনি ঐ আইনের এককোডী ও ১৪ ধারার নিষ্কিষ্ট এককোডী ছাপা নোটিস আনাইয়া লইবেন। সেই নোটিস এই বিধির A চিহ্নিত ফ্রেডপত্রের পাঠাঙ্গুসারে লেখা যাইবে।

১৪। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিস্ট্রারের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ফ্রেডপত্রের পাঠাঙ্গুসারে লিখিতে হইবে।

[গণগণমন্ডল গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

15. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in English and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

The penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 2 daily.

16. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

17. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

#### APPENDIX A.

##### *Form of Notice under Section 14.*

Lodging-house No. .  
 Proprietor (or Manager) A. B.  
 Licensed to accommodate . Lodgers.

*Signature.*

#### APPENDIX B.

##### *Form of Inspection Register under Section 15.*

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodgers in each room.	Result of inspection.	Order by Magistrate or Health Officer.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 15th May 1884.*—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Nasirabad Municipality at a meeting under section 313 of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of publication of this notification within the above municipality.

##### *Additional bye-laws for the Nasirabad Municipality.*

I. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners, provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

II. No person shall build, or cause to be built, any latrine or urinal, or shall deposit or cause to be deposited, filth, dirt or dung, within ten feet of any public road, or public drain, or private drain leading to a public one.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

III. Any one tethering cattle or driving bullock carts on the "course" shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

IV. No person shall let loose, or cause or allow to be let loose, any horse, pony, cattle, pig, goat, sheep or donkey on the public roads, lanes or pathways within municipal limits, and no person shall tether or graze cattle, horse, pony, pig, goat, sheep or donkey or other animals, or cause them to be tethered, or cause or allow them to stray on any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

১৫। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়াও তাহার মধ্যে কতজন বাত্মী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এই কথা তত্ত্বায় ইংরাজী ও বাঙ্গালী ভাষায় স্পষ্ট নিখিত হইয়া সেই ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তত্ত্বায় স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

নোটিস পাঠবার পর লঙ্ঘন হইলে প্রতিদিন ২২ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

১৬। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আঞ্জাদিলে বাসাবাড়ী বা হোটেলের প্রত্যেক জন রক্ষক কএকখানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। বাসাবাড়ীর মধ্যে যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে একটী একই খান টিকিট দিতে হইবে।

১৭। এই আইনের কার্যপক্ষে আশ্রিত মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্সপত্র চলিবে।

#### A চিহ্নিত ফ্রেডপত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী নম্বর  
মালিক ( বা কার্যাবধায়ক ) ক, খ।  
এত জন যাত্রীদের স্থান দিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত।

( স্বাক্ষর )

#### B চিহ্নিত ফ্রেডপত্র।

১৫ ধারামত পরিদর্শনের রেজিষ্টারের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শন নকসি কার্যাবধায়কের নাম।	বাসাবাড়ীর নম্বর ও মাধ্যম।	পরিদর্শনের ফল।	মার্জিট্রেট বা স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের আজ্ঞা।

ই, এন, কোর,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটং সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নসিরাবাদ মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, শ্রীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ও আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি, উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশ্যনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

নসিরাবাদ মুনিসিপালিটির অতিরিক্ত উপবিধি।

১। কমিশ্যনরদের যেন স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেন তদ্বিত্ত ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীর বাহিরের কো স্থানে কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করিবেন না, কিন্তু সেই স্থান কমিশ্যনরদের স্বত্ব করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

২। কোন ব্যক্তি সরকারী রাস্তার কি সরকারী নদীর কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের যে নদীয়া সরকারী নদীয়া পর্যন্ত যার তাহার দশ ফুটের মধ্যে কোন পাইখানা বা গুত্র ত্যাগের স্থান রাখিবেন বা রাখাইবেন না, কিম্বা ময়লা কি গব্বি জত্র বা গোবর জমা করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩। কোন ব্যক্তি “মোড় দোড়ের পথে” গবাদি বাধিয়া দিলে বা গরুর গাড়ী চালাইলে তাহার ৫০ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি মুনিসিপাল সীমার অন্তর্গত সরকারী পথে, গলি পথে বা ইটরী যাইবার পথে কোন ঘোড়া, টাটু, গবাদি, শূকর, ছাগল, ভেড়া, বা গাধা আলগা ছাড়িয়া দিবেন কি দেওয়াইবেন না; কি দিতে দিবেন না এবং কোন ব্যক্তি গবাদি, ঘোড়া, টাটু, শূকর, ছাগল, ভেড়া বা গাধা বা অন্য জন্তুসরকারী কোন নদী রাস্তা বাধিয়া দিবেন বা চরিতে দিবেন না, বা বাধাইবেন না, কিম্বা আলগা যাইতে দিবেন বা দেওয়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

V. Every driver of a carriage, cart or vehicle must keep to his left while passing another carriage, cart or vehicle moving in the opposite direction along any public road. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 17th May 1884.*—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 78, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Kotechandpore Municipality, in the district of Jessore, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition by the Commissioners, under section 122 of the Act, of a tax on carriages, and on horses and other animals mentioned in the third schedule annexed to the Act, at rates not exceeding those specified in the said schedule. The Lieutenant-Governor also authorizes the levy by the Commissioners of the Kotechandpore Municipality, under section 131 of the said Act, of a fee on the registration, under section 133, of all carts kept or habitually used within the said municipality.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 17th May 1884.*—In the exercise of the power vested in him by section 2, Act VIII (B.C.) of 1880, the Bengal Contagious Diseases (Animals) Act, the Lieutenant-Governor appoints Dr. J. W. Carlisle, M.R.C.V.S. & H.F.V.M.A., to be a Veterinary Surgeon for the purposes of the said Act in the town of Calcutta, *vice* Dr. F. F. Woolcott, deceased.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 18th May 1884.*—It is hereby notified, under section 8, Act V (B.C.) of 1876, that in accordance with the recommendation of the local authorities, the Lieutenant-Governor intends to declare the town of Khulna, comprising the villages of Khulna with Koylaghat and Hilatola, Baniakhamar, Tootpara, Gobor Chaka with Sikhpara, Noornagur, Shibbati with Charabati, and Chota Boyra with Bariapara, in the district of Khulna, to be a second class municipality, with effect from the 1st July 1884, unless good reasons are shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the town.

The boundaries of the proposed municipality will be as follows:—

*On the North.*—The river Bhoyrub.

*On the East.*—The rivers Bhoyrub and Rupsa.

*On the South.*—The Matiakhali khal, Labanchora khal, Naoodarar khal, and the north of the river Moia.

*On the West.*—The south-east of Bara Boyra, Gowalpara, and Mufgunni.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 21st May 1884.*—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B.C.) of [Government Gazette, 3rd June 1884.]

৫। ঘোড়ার গাড়ীর, গরুর গাড়ীর বা যানের প্রত্যেক চালক সরকারী কোন পথ দিয়া সন্ধ্যা পূৰ্বে ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী বা যান আনিতেছে দেখিলে তাহার নিকট দিয়া যাইবার সময়ে আপন বামদিক দিয়া যাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২৭ ছুই টাকা অর্থদণ্ড।

ই, এন, বেকার,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—সাধারণের অবগত্যার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাসূত্রে কার্য করিয়া এবং যশোহর জিলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশ্যনরদের অরূপধিক্রমে তিনি, উক্ত কমিশ্যনরদের দ্বারা উক্ত আইন সংযুক্ত তৃতীয় তফসীলের লিখিত গাড়ীর, ঘোড়ার ও অন্যান্য জন্তুর উপর উক্ত আইনের ১২০ ধারামতে উক্ত তফসীলের নির্দিষ্ট চারের অধিষ্টিত চারের টাক্স ধাৰ্য্য করিবার অনুমতি দিলেন। উক্ত মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে সকল গরুর গাড়ী রাখা যায় ও নিয়ত ব্যবহার হয় জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের দ্বারা উক্ত আইনের ১৩০ ধারামতে তাহা রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত উক্ত আইনের ১৩৪ ধারামতে কী আদায় করিবারও আদেশ করিলেন।

ই, এন, বেকার,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—ডাক্তার এক্সক্‌উলকট সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশীয় ( পশুদের ) সংক্রামকরোগবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ২ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাসূত্রে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের কার্যপক্ষে ডাক্তার জীয়ুত জে, ডবলিউ, কাল্‌হিল, এম, আর্, সি, বি, এন, ও এচ, এফ, বি, এন, এ, সাহেবকে কলিকাতা নগরে পশুদের চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এন, বেকার,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ মে।—১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৮ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে খুলনা নগরে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব খুলনা জিলার অন্তর্গত কল্যাণাচাঁক ও ছিলাটোলা সূক্ষ খুলনা, গ্রাম লইয়, খুলনা নগর ও বগিয়া খামার, ভূতপাড়া, ও পিথপাড়া সূক্ষ গোবরচক, সুরনগর, ও চড়াবাটী সূক্ষ শিববাটী এবং বরিশাপাড়া সূক্ষ ছোট বয়ড়া গ্রাম ১৮৮৪ সালের ১ জুলাই অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনিসিপালিটী করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

প্রস্তাবিত মুনিসিপালিটীর এই সীমা হইবে।—

উত্তর সীমা।—ভৈরবনদ।

পূর্ব সীমা।—ভৈরব নদ ও রূপসা নদী।

দক্ষিণ সীমা।—মাটিয়াখালি খাল, লবনচোরা খাল, নাউদরার খাল এবং মরিয়া নদীর উত্তরদিক।

পশ্চিম সীমা।—বড় বরার দক্ষিণ পূর্বদিক, গোয়ালপাড়া এবং মকগমি।

ই, এন, বেকার,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ মে।—সাধারণের অবগত্যার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, মার্জিনাল মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত বিপক্ষ [গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]



1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the municipality of Darjeeling, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the above municipality.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

*The 24th May 1884.*—The declaration, dated the 24th March 1884, published at page 497, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 2nd April, for acquiring a plot of land in the town of Bhubuah, in the district of Shahabad, required for the establishment of a municipal market, is hereby cancelled.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

*The 24th May 1884.*—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B.C.) of 1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the municipality of Durbhunga, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the above municipality.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

*The 25th May 1884.*—It is hereby notified for general information that the gentlemen named below have been elected to be Commissioners of the Krishnaghur Municipality, in the district of Nuddea:—

*For Division No. II.*

Baboo Nakulessur Banerjee.

*For Division No. III.*

Baboo Hari Mohun Mitra.

The following gentlemen have been re-elected Commissioners for the divisions of the town mentioned opposite their names:—

Baboo Abhoy Nunda Roy	...	...	For Division No. I.
Rai Jadu Nath Rai Bahadoor	...	...	For Division No. V.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

*The 27th May 1884.*—The Lieutenant-Governor sanctions the transfer of the under-mentioned villages from the jurisdiction of Thana Baduria in the Bassirhat sub-division to that of Thana Habra in the Baraset sub-division of the district of the 24-Pergunnahs, with effect from the 1st May 1884:—

No.	Name of Village.	Thak- bust number	Name of Pergunnah.
1	Goberdanga	113	Saestanagor.
	Goipur	111	Kooshda.
	Gandharipur	112	Ditto
	Khaturia	85	Amirpur
5	Khoord Shahpur	88	Kooshda.
	Haidadpur	104	Ditto
8	Raghunathpur	42	Ditto
	Boozoorgh Shahpur	105	Ditto

*Note*—In the above list the names given are those of the villages as demarcated and surveyed by the Revenue Survey Department, and as shown on their maps and records.

A. P. MACDONNELL,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

কারণ দর্শন না গেলে জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোবীন্দচন্দ্রকানন বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কাঁধা করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সালের ২৪ মে।—মুন্সিপাল বাজার স্থাপন কবণার্থে শাহাদাদ জিলার অন্তর্গত দুবশা নগরে এক খণ্ড ভূমি যতন বিষয়ক ১৮৮৩ সালের ২৪ মণ্ডের যে বিজ্ঞাপন আছিল। যামেব চত্বারিঘর বাজরা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৬৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তাহা বর্তমান প্রতিক করা গেল।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সালের ২৪ মে।—সাদারের অনবত্যাথে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জাতিজা মুন্সিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার জাবিগ অবশিষ্ট সব স্থানের মধ্যে মুকিমিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শন না গেলে জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোবীন্দচন্দ্রকানন বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কাঁধা করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮২ সাল ২৭ মে।—সাদারের অনবত্যাথে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, মুন্সিপালিটিতে দফালাদান নবীচাঁদ জিলার অন্তর্গত কুশনগর মুন্সিপালিটির কাঁধানবের পক্ষে মনোনীত হইলেন।

১ নং খণ্ড।

৩য় খণ্ড।

জীযুত বাবু মকুলেশ্বর বন্দোপাধ্যায়।

জীযুত বাবু করিমোহন মৈত্রা।

মুন্সিপালিটিতে মনোনয়ন আপন। সাহেবের আশু লিখিত নগরের খণ্ডের কমিশনবের পক্ষে মনোনীত হইলেন।

জীযুত বাবু অত্যানন্দ রায়

১ নং খণ্ড।

৩য় খণ্ড।

২য় খণ্ড।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৫ সাল ২৭ মে।—জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব ২৪ পর্বগনা জিলার অন্তর্গত মুন্সিপালিটিতে দফালাদান ১৮৮৫ সালের ১ মে অবশিষ্ট বঙ্গীয় ৫ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কাঁধা করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করবার কল্পনা করিয়াছেন।

নম্বর।	গ্রামের নাম।	খাজানার নম্বর।	গবর্নর সাহেব।
১	গোবিন্দচাঁদ	১১৩	সাহেবজাদগর।
	তুঙ্গপুর	১১১	বঙ্গবা।
	গজদাঁপুর	১১০	ঐ
	শাটুরিয়া	১০৯	জামিরপুর।
২	কুশনগর	৮৮	কুশনগর।
	টুঙ্গদাঁপুর	১০৮	ঐ
	রঘুনাথপুর	১০৭	ঐ
৩	বুড়োমাকপুর	১০৬	ঐ

মন্তব্য।—এতদ্বারা জরীদী কাঁধাবিজ্ঞানের কার্যিকারকেরা চিহ্ন দিয়া ও জরীপ করিয়া আপনাদের মানচিত্র ও বিজ্ঞাপন যের আদার যের নান দিয়াছেন উপরোক্ত নিয়মপত্রের সেই আদার সেই নাম দেওয়া গেল।

এ. পি. মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন। ]

## DECLARATION.

*The 24th May 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Chupra Municipality for a public purpose, viz. for a road for municipal carts in ward "Shahbazchuck," in the municipality of Chupra, in the district of Sarun, it is hereby declared that for the above purpose a plot of land measuring about 16 dhoores, more or less, is required. It is bounded on the north by the house of one Kali Pershad; on the south by the house of one Shivrām Lal; on the east by land in the possession of Sita Koeri, and on the west by the Khanooah Nullah.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,

*Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.*

Dated 26th May 1884.

From—Bombay.

To—Calcutta.

From—General Secretary.

To—Bengal.

RESIDENT. Aden, telegraphs :—A telegram to the following effect has been received from British Consul at Alexandria. Telegram begins :—Cholera epidemic at Graud Aljeh, north-west district of Sumatra. Quarantine imposed against it in Egypt. Telegram ends. Quarantine imposed here against Sumatra.

A. P. MACDONNELL,

*Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.*

[Second Publication.]

## NOTIFICATION.

*The 8th May 1884.*—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, if no valid objections be raised within three weeks from this date, to approve of the following draft notification and rules.

## DRAFT NOTIFICATION.

The Lieutenant-Governor is pleased to direct, under section 45 of the Indian Forest Act (VII of 1878), and in continuation of the notification of the 3rd November 1879, that the following shall be the areas, in the districts named within which all unmarked wood and timber shall be the property of Government unless, and until, any person establishes his right and title thereto under the provisions of the said Act and the rules made under it.

The following rivers in the districts of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong together with their tributaries, so far as they flow through British territory—

- |                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 1. Fenny.      | 9. Sungoo.               |
| 2. Dhroong.    | 10. Doloo.               |
| 3. Haldah.     | 11. Hangar.              |
| 4. Kalapania.  | 12. Tak, or Tonkawati.   |
| 5. Sartah.     | 13. Matamori, or Mamori. |
| 6. Ishamatti.  | 14. Fadgong.             |
| 7. Karnafulli. | 15. Bagkhali.            |
| 8. Sylock.     | 16. Rezoo.               |

provided that, under the last clause of the said section 45, all pieces of timber measuring less than six feet in length, and three feet in girth, shall be exempted from the provisions of the said section.

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মে।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত ছাপরা মুন্সিপালিটীর শাহবাজ চক পার্শ্বীতে মুন্সিপাল গবর্নর গাড়ীর পথের জন্যে ছাপরা মুন্সিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জীয়ুড লেন্ডেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে স্থানান্তরিত ১৬ ধর প রমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা কানীপ্রসাদের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা শিব-রাম লালের বাড়ী, পূর্ব সীমা সীতা গোরেরির দখলী জমি, এবং পশ্চিম সীমা খাঁজুরা মালা।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এন, কোর্স,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশ,  
কলিকাতা।

বোম্বাই  
সাধারণ লেক্টেটরী সার্ভেয়র টেলিগ্রাফ।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।

এদনের রেগিডেন্ট সাহেব এই বলিয়া তারফোগে খবর দিয়াছেন।—নিম্নলিখিত মর্মে এক টেলিগ্রাম আলেকজান্দ্রিয়া ব্রিটিশ কন্সল সাহেবের স্থানে পাওয়া গিয়াছে “সুমান্দার উত্তর পশ্চিম বিভাগে বড় আলজী নামক স্থানে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। মিসরে ওবিধক্ষে কারা-টাইন ধাওয়া করা গিয়াছে”—এখানে সুমান্দার বিধক্ষে কারা টাইন ধাওয়া করা গিয়াছে।

এ, পি, মাকডনেল,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[ দ্বিতীয়বার প্রকাশিত । ]  
বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, অদ্যকার তারিখ অবধি তিন সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ আপত্তি উপস্থিত করা না গেলে জীয়ুড লেন্ডেনেন্ট গবর্নর সাহেব নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনের ও বিধির পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করিবার কামনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।

জীয়ুড লেন্ডেনেন্ট গবর্নর সাহেব ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারামতে এবং ১৮৭৯ সালের ৩ নবেম্বরের বিজ্ঞাপনানুসারে এই আজ্ঞা করিলেন যে, পশ্চাৎলিখিত জিলার অন্তর্গত যে২ স্থানের মধ্যে অর্চিহিত কাঠের ও বাহাদুরী কাঠের উপর কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ও তদনুসারে প্রণীত বিধির বিধানক্রমে আপন স্বত্ব ও অধিকার স্থাপন না করিলে তাহা গবর্নমেন্টের সম্পত্তি হইবে, সেই২ স্থান নিম্নলিখিতমত হইবে।

চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ ও চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত নদী ও তৎসাপেক্ষ নদী ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে দিয়া যত দূর পর্যন্ত যায় তত দূর।—

১। ফেনী।

২। মুন্সি।

৩। হুলা।

৪। কালীপানিয়া।

৫। সাজী।

৬। উচ্চামতী।

৭। কণকুলী।

৮। সৈলোকা।

৯। সঙ্গু।

১০। দলু।

১১। হুলা।

১২। তাকু বা তোকাবতী।

১৩। মাতাঘুড়ি বা মামোরি।

১৪। ইলগোঙ্গ।

১৫। বাঘখালী।

১৬। রেজু।

কিন্তু ছয় ফুটের কম লম্বা ও তিন ফুটের কম বেড়ের সকল বাহাদুরী কার্তখণ্ড উক্ত আইনের ৪৫ ধারার শেষ প্রকরণমতে উক্ত ধারার বিধানহইতে মুক্ত হইবে।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন । ]

**DRIFT TIMBER RULES OF THE CHITTAGONG DISTRICT AND OF THE CHITTAGONG  
HILL TRACTS**

1. *Drift timber may be saved by any person.*—All pieces of timber measuring over six feet in length and three feet in girth, and all bamboos when floating in rafts or tied together in bundles found adrift, beached, stranded, or sunk within the areas of the districts of Chittagong and the Chittagong Hill Tracts to which the provisions of section 45 of the Indian Forest Act, VII of 1878, have been extended by the Government notification dated

1884, may be saved by any person.

2. *Timber to be taken to drift depôt.*—The saver shall deliver such timber and bamboos to the forest officer in charge of any duly notified drift timber depôt, or of any of the forest revenue stations which have been, or may hereafter be, notified, under the River Rules of the 17th October 1881, which said revenue stations shall be drift depôts under these rules. The drift depôts will be as follows, with effect from the 1st June 1884:—

No. of depôt.	No.	Name and locality of depôt.
Penny	1	Penny revenue station at the Ardhghat.
Dhooong	2	Dhooong ditto.
	3	Futcherri ditto.
Haldah	4	Haldah ditto.
Kalapania	5	Kalapania ditto.
Sandah	6	Sandah ditto.
Shanmatt	7	Shanmatt ditto.
	8	Bajashat ditto.
	9	Shalabukha ditto.
Karnafall	10	Karnafall ditto at Chandrakona thana.
	11	Shanmatt Mahadrift depôt (at the junction of the Karnafall and Shanmatt).
	12	Kanchighat drift depôt (on the Kachalpar road).
	13	Chittagong ditto (at Chittagong timber depôt).
Sylhet	14	Sylhet revenue station.
Sungoo	15	Sungoo ditto.
	16	Dolezari drift depôt (at crossing of the Arakan road).
	17	Doleo Mukh ditto (at junction of Sungoo and Doleo rivers).
Doleo	18	Doleo revenue station.
Hangar	19	Hangar ditto.
Tak, or Tonkawati	20	Tonkawati ditto.
Matamori or Mamori	21	Matamori ditto (at Manikpar village).
	22	Chakara drift depôt (at Chakara thana).
	23	Harbang ditto (at junction of the Matamori and Harbang).
Eadgong	24	Eadgong revenue station (at Bhomoriaghona village).
Bagkhal	25	Bagkhal ditto (at Ramoo thana).
Rezoo	26	Rezoo ditto.

চট্টগ্রাম জিলার ও চট্টগ্রামের পৰ্ব্বতীয় প্রদেশের ভাসিমা যাওয়া বাহাদুরী কাঠ  
বিষয়ক বিধি ।

১। ভাসমান বাহাদুরী কাঠ কোন ব্যক্তির রক্ষা করিতে পারিবার কথা ।—চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পৰ্ব্বতীয় প্রদেশ জিলার যে২ স্থানে ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারার বিধান ১৮৮৪ সালের মাসের তারিখের গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞাপনক্রমে প্রচলিত করা গিয়াছে, সেই২ স্থানে লম্বা ছয় ফুটের ও বেড় তিন ফুটের অধিক সকল বাহাদুরী কাঠ এবং যাড় কি একত্র করিয়া বাঁধা সকল বাঁধ ভাসিয়া গেলে, বা ছুলে লাগিলে বা চড়ার বাধিলে বা ডুবিয়া গেলে, কোন ব্যক্তি তাহা রক্ষা করিতে পারিবে।

২। বাহাদুরী কাঠ ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজার লইয়া যাইবার কথা ।—উপযুক্ত-মতে বিজ্ঞাপিত ভাসমান বাহাদুরী কাঠ রাখিবার কোন আজার কথা ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের মদী বিষয়ক বিধিতে বলের যে কোন রাজস্ব স্টেশন প্রকাশ করা গিয়াছে কি পরে প্রকাশ করা যাইবে তাহার কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত বনের কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষক এই বাহাদুরী কাঠ ও বাঁধ দিবে। এই বিধিতে উক্ত সকল রাজস্ব স্টেশন ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজার হইবে। ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার এই২ আজার হইবে,—

নদীর নাম ।	নম্বর ।	আজার নাম ও তাহা যে স্থানে আছে ।
কেনী ...	১	আমলিয়াটে কেনী রাজস্ব স্টেশন ।
এঙ্গ ...	২	এঙ্গ ২
	৩	কটকচেরি ৬
হলদা ...	৪	হলদা ২
কালাপানিয়া ...	৫	কালাপানিয়া ৬
মার্ভা ...	৬	মার্ভা ৬
ইচ্ছামতী ...	৭	ইচ্ছামতী রাজস্ব স্টেশন ।
	৮	রাজাশাট ৬
	৯	শিয়ালবকা ২
কর্ণকুলী ...	১০	চন্দ্রবোনা থানায় কর্ণকুলী ২
	১১	( কর্ণকুলী ও ইচ্ছামতীর সংযোগ স্থানে ) ইচ্ছামতী মুখে ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজার ।
	১২	( কোদালপুর পথে ) চকরিয়া ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজার ।
	১৩	( চট্টগ্রাম বাহাদুরী কাঠের আজার ) চট্টগ্রামে ভাসমান কাঠাদি রাখিবার আজার ।
সৈলোক ...	১৪	সৈলোক রাজস্ব স্টেশন ।
সঙ্গু ...	১৫	সঙ্গু ৬
	১৬	( আগাকাশ পথ পার হইবার স্থানে ) দোহাকারী ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজার ।
	১৭	( সঙ্গু ও দলু নদীর সংযোগ স্থানে ) দলুমুখ ২
দলু ...	১৮	দলু রাজস্ব স্টেশন ।
হঙ্গার ...	১৯	হঙ্গার ৬
ভোকাবতী ...	২০	ভোকাবতী ৬
মাতামুড়ি বা মামোরি ...	২১	( মালিকপুর গ্রামে ) মাতামুড়ি রাজস্ব স্টেশন ।
	২২	( চকরিয়া থানায় ) চকরিয়া ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজার ।
	২৩	( মাতামুড়ি ও হরবনের সংযোগ স্থানে ) হরবন ৬
ইদগোজ ...	২৪	( ভোকারিয়াথোনা গ্রামে ) ইদগোজ রাজস্ব স্টেশন ।
বামথানী ...	২৫	( রামু থানায় ) বামথানী ৬
রেঙ্গু ...	২৬	রেঙ্গু রাজস্ব স্টেশন ।

3. *Salvage fees.*—Any such person who shall have salvaged timber or bamboos as above enumerated under these rules, and taken the same to any drift timber depôt, shall be entitled to receive as salvage fees 50 per cent. of the value of such timber or bamboos calculated according to the table of values fixed for the time being under rule V of the Chittagong River Rules, published in the notification of the 17th October 1881, or such altered or amended notification as may hereafter be similarly published.

4. *Payments required when drift timber is shown to be the property of a claimant.*—No such timber or bamboos shall be delivered to any claimant who (under section 47 of the Forest Act) has been recognized to be the owner until, under section 50 of the said Act, such claimant shall have refunded to the forest officer the sum paid as salvage money, together with such other expenses as may be determined by the district forest officer.

5. *Salvaged timber, which may become vested in Government, to be sold by auction.*—All drift timber or bamboos salvaged under these rules, which may become vested in Government under section 48 of the Indian Forest Act, shall be sold by auction after two months from the expiry of the period fixed for the disposal of claims under section 46 of the said Act.

6. *Property marks.*—All property marks registered under rule VII of the Chittagong River Rules of the 17th October 1881 shall be held to be property marks establishing claim to drift timber salvaged under these rules.

7. *Penalty clause.*—Any person who shall infringe any provision of these rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

A. P. MacDONNELL,  
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

## JUDICIAL DEPARTMENT.

N. 2015A.

*The 13th May 1884.*—Baboo Gopal Chandra Banerjee, Munsif of Hajeeapore, Tirhoot, is appointed to be a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bongong.

Baboo Gopal Chandra Banerjee is also appointed to be Rent Suit Munsif of Bongong, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 25.

Baboo Sreenath Pal, Munsif of Bongong, Jessore, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Diamond Harbour.

Baboo Sreenath Pal is also appointed to be Rent Suit Munsif of Diamond Harbour, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50.

Baboo Girendro Mohun Chuckerbutty, Munsif of Diamond Harbour, in the 24-Pergunnahs, is appointed to be a Munsif in the district of Nuldea, and to be ordinarily stationed at Kooshtea.

Baboo Upendro Nath Ghose, Munsif of Kooshtea, Nuldea, is appointed to be a Munsif in the district of Rajshahye, and to be ordinarily stationed at Maldah.

Baboo Karuna Dass Basu, Munsif of Maldah, Rajshahye, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Sealdah, during the absence, on deputation, of Mr. R. K. Sen, or until further orders.

[Government Gazette, 3rd June, 1884.]

৩। রক্ষার্থ কীর কথা।—এই বিধিক্ষেত্রে যে ব্যক্তি পূর্বোক্তসময়ে বাঁহাঙ্গুরী কাঠ ও বাঁশ রক্ষা করিয়া ভাগমান বাঁহাঙ্গুরী কাঠের আকার লইয়া গিয়াছেন, তিনি ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের বিজ্ঞাপনে কিস্তী ইহার পর তদ্রূপে প্রকাশিত পরিবর্তিত ও সংশোধিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত চট্টগ্রামের নদী বিষয়ক বিধির ৫ ধারামতে যে সময়ে যে মূল্য অবধারিত হয় তাহার টেবিল অনুসারে বাঁহাঙ্গুরী কাঠের ও বাঁশের মূল্য করিয়া শতকরা ৫০২ টাকার হিসাবে রক্ষার্থ কী পাইবার আশ্রয়ান হইবে।

৪। ভাগমান বাঁহাঙ্গুরী কাঠ দাওয়াদারের সম্পত্তি কেথান গেল টাকার দিবার আদেশের কথা।—বনবিষয়ক আইনের ৪৭ ধারামতে কোন দাওয়াদারকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করা গেল, সেই দাওয়াদার রক্ষার্থ যত টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা শুদ্ধ ডিষ্ট্রিক্ট বনের কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট অন্যান্য খরচ উক্ত আইনের ৫০ ধারামতে যাবৎ না দেন তাবৎ তাঁহাকে উক্ত বাঁহাঙ্গুরী কাঠ বা বাঁশ দেওয়া যাইবে না।

৫। রক্ষা করা যে বাঁহাঙ্গুরী কাঠ গবর্ণমেন্টের প্রতি বর্ডে তাহা নীলামে বিক্রয় করিবার কথা।—এই বিধিক্ষেত্রে ভাগমান সে সকল বাঁহাঙ্গুরী কাঠ বা বাঁশ ভারতবর্ষীয় বনবিষয়ক আইনের ৪৮ ধারানুসারে গবর্ণমেন্টের প্রতি বর্ডে, উক্ত আইনের ৪৬ ধারামতে দাওয়ারানস্পত্তি করণার্থে যে সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অতীত হইবার সময়াবধি দুই মাসের পর সেই সকল বাঁহাঙ্গুরী কাঠ বা বাঁশ নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

৬। সম্পত্তির চিহ্নের কথা।—১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের চট্টগ্রামের নদী বিষয়ক বিধির ৭ ধারামতে রেজিস্ট্রী করা সম্পত্তির চিহ্ন এই বিধিক্ষেত্রে রক্ষা করা ভাগমান বাঁহাঙ্গুরী কাঠের উপর দাওয়া স্থাপনাত্মক সম্পত্তির চিহ্ন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৭। দণ্ড বিষয়ক প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি এই বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার হয় মাসের অনধিক কারা কাটাও কিস্তী পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

এ, পি. মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

## জুডিশ্যাল ডিপার্টমেন্টে।

২০১২A নম্বর।

১৮৮১ সাল ১৩ মে।—ত্রিভুতের অন্তর্গত হাজিপুরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহর জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বনগাঁয়ে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বনগাঁয়ে খাজানার মোকদ্দমা বিচার করণার্থে মুনসেফের পদেও নিযুক্ত হইবেন, এবং ছোট আদালতের বিচার্য্য ২০২ টাকার পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইবেন।

যশোহরের অন্তর্গত বনগাঁয়ের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু জ্ঞানেশ পাল ২৪ পরগণা জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ কসাগাছীতে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু জ্ঞানেশ পাল কসাগাছীতে খাজানার মোকদ্দমা বিচারার্থে মুনসেফের পদেও নিযুক্ত হইবেন ও ছোট আদালতের বিচার্য্য ২০২ টাকা পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইবেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত কসাগাছীর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গিরীশমোহন চক্রবর্তী নদীয়া জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ দুর্গায় অবস্থাপিত হইবেন।

নদীয়া জিলার অন্তর্গত দুর্গার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ রাজশাহী জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মালদহে অবস্থাপিত হইবেন।

রাজকাঘোঁপালকে শ্রীযুত আর. কে. সেনের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আত্মনা হয় রাজশাহীর অন্তর্গত মালদহের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু করুণাদাস বসু ২৪ পরগণা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ শিয়ালদহে অবস্থাপিত হইবেন।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন । ]



Baboo Saroda Prosad Ghose is appointed to act as a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Hajepore, *vice* Baboo Gopal Chandra Banerjee, transferred.

In supersession of the order of the 28th April 1884, Baboo Purna Chandra Mitter is appointed to act as a Munsif in the district of Manbhoom, and to be ordinarily stationed at Barabazar.

Baboo Bani Madhub Roy, B.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the 24-Pergunnahs district, and to be ordinarily stationed at Barripore, during the absence, on leave, of Baboo Moti Lal Haldar, or until further orders.

*The 16th May 1884.*—Baboo Uma Nath Ghosal, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Jhenidah, during the absence, on leave, of Baboo Srigopal Chatterjee, or until further orders.

*The 20th May 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Bhobani Churn Mookerjee of his appointment of Honorary Magistrate for the Sudder Bench at Purneah.

**ERRATUM.**—*The 23rd May 1884.*—In the order of the 18th April 1884, published in the *Calcutta Gazette* of the 30th idem, vesting Mr. K. G. Gupta, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, with the powers under sections 110, 113 and 260 of the Code of Criminal Procedure, *for* section 113, *read* section 133.

F. B. PEACOCK,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

## PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

*The 22nd May 1884.*

No. 216.—*Notification.*—Mr. A. J. Hughes is, on return from privilege leave, appointed to be Executive Engineer of the Nuddea Rivers Division.

*The 26th May 1884.*

No. 217.—*Promotions.*—The Lieutenant-Governor is pleased to make the following promotions and reversions in the Engineer Establishment of the Public Works Department, in addition to those published in Bengal Government Notification No. 111, dated 25th February 1884:—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. A. S. Thomson...	Assistant Engineer, first grade, <i>sub. pro tem.</i>	Assistant Engineer, second grade.	24th Sept. 1883	Reversion.
„ A. S. Thomson...	Assistant Engineer, second grade.	Assistant Engineer, first grade.	1st Oct. 1883	<i>Sub. pro tem.</i>
„ A. H. Mason ...	Ditto ...	Ditto ...	21st Oct. 1883	Permanent.
„ F. Lepper ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto ...	<i>Sub. pro tem.</i>

No. 218.—*Leave.*—Captain M. Laugharne, R.E., Executive Engineer, third grade, *sub. pro tem* Benares-Cuttack Railway Surveys, is granted one month's privilege leave, with effect from the afternoon of the 12th instant.

*The 27th May 1884.*

No. 219.—*Leave.*—Mr. H. F. B. Frost, Assistant Engineer, second grade, Arrah Division, is granted privilege leave for 15 days, under section 73, chapter V of the Civil Leave Code.

[*Government Gazette*, 3rd June 1884.]

জীবিত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে জীবিত বাবু শারদা প্রসাদ ঘোষ ত্রিভুজ জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ হাজিপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সালের ২৮ আশ্বিনের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। জীবিত বাবু পূর্ণচন্দ্র দত্ত মানকুম জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বড়বাজারে অবস্থাপিত হইবেন।

জীবিত বাবু মতিলাল হালদারের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীবিত বাবু বেনীষাধব রায়, বি. এ. ও বি. এল, ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বারুইপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ১১ মে।—জীবিত বাবু জিগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীবিত বাবু উমানাথ ঘোষাল, বি. এল, যশোহর জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মিনিমহে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—জীবিত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়, পুন্নিয়ার সদর বেঞ্চের অটোমটিক মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গৃহণ করিলেন।

অশুদ্ধশোধন।—১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—কটকের একটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি-কালেক্টর জীবিত কে. জি. গুপ্তকে কোজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিসয়ক আইনের ১১০ ১১৩ ও ২৬০ ধারায়ত ক্ষমতা দেওন বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ১৮ আশ্বিনের যে আজ্ঞা মে মাসের ৬ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা গিয়াছে তাহাতে ১১৩ ধারার পরিবর্তে ১৩৩ ধারা পাঠ করিতে হইবে।

এক, বি. পীকক.

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

### বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২২ মে।

২১৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—জীবিত এ. কে. হিউজ সাহেব অনুগ্রহের ছুটি হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মদীয়ার মদী খণ্ডের একসেকিট ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।

২১৭ নম্বর।—পদরুজি।—জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারির ১১১ নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত কথার অন্তর্ভুক্ত পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার শিল্পিতার লিখিত পদরুজি ও পদে প্রত্যাগমন অনুমোদন করিলেন।

নাম।	যে পদ হইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদ বৃত্তির তার।
জীবিত এ. এল. ভাসন সাহেব...	কিরংকানী স্থায়ী প্রথম শ্রেণীর আর্সিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের।	বিভাগীয় শ্রমীর আর্সিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৩ সাল ২৪ সেপ্টেম্বর	পদে প্রত্যাগমন।
.. এ. এল. ভাসন সাহেব...	বিভাগীয় শ্রমীর আর্সিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের।	প্রথম শ্রেণীর আর্সিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৪ সাল ১ অক্টোবর	কিরংকানী স্থায়ী।
.. এ. এল. ভাসন সাহেব ...	এ	এ	১৮৮৩ সাল ২১ অক্টোবর	স্থায়ী।
.. এক, লেপব সাহেব ...	এ	এ	এ	কিরংকানী স্থায়ী।

২১৮ নম্বর।—ছুটি।—বারাণসী-কটক রেলওয়ে সরবরে কিরংকানী স্থায়ী বিভাগীয় শ্রমীর একসেকিট ইঞ্জিনিয়ার কাণ্ডান জীবিত এম. লসার্ণ সাহেব, আর. ই. এই মাসের ১২ তারিখের অপরাহ্ন অবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

২১৯ নম্বর।—ছুটি।—আরা খণ্ডের বিভাগীয় শ্রমীর আর্সিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জীবিত এল. এক, বি. ক্রস্ট সাহেব সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারামতে পনের দিনের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন। ]

## LOCAL COMMUNICATIONS.

*The 27th May 1884.*

**No. 220.—Declaration.**—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the site of a road cess inspection bungalow in the village of Ghogha, pergunnah Colgong, zillah Bhagulpore, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 bigahs 6 cottahs 10 dhoors of standard measurement, bounded on the north by Ramsahai Sing's jote, east by the road to Ghogha on East Indian Railway Station, south by the East Indian Railway Station, and on the west by Sukh Lal Singh and Lalu Mondal's mangoe tope, is required within the aforesaid village of Ghogha.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Major, M.S.C.,*  
*Under-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.*

স্থানীয় বস্ত্রাদি বিবরণক ।

১৮৪৪ সাল ২৭ মে ।

২২০ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত কাহালগাঁও পরগনার ঘোষা গ্রামে পঞ্চকরের ইনস্পেক্টর বাজালী ঘর করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জ্যেষ্ঠ সেক্রেটারী গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত ঘোষা গ্রামে কতিপয় নুমাখিক ৩১ কাঠা ১০ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রামসিংহ সিংহের যোত, পূর্ব সীমা ইফ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ঘোষা স্টেশন পর্যন্ত পথ, দক্ষিণ সীমা ইফ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে স্টেশন, এবং পশ্চিম সীমা মুখলাল সিংহ ও লালু মণ্ডলের আম্র বাগান ।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

জি, এফ, ই, এস, লীল, সেক্রেটর, এম. এস. সি,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।





# গবর্ণমেন্ট গেজেট

বঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন ।

পঞ্চম খণ্ড ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ।

## বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

### ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের জীয়ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮৪ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে উক্ত মান্যবর সাহেব অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮৪ সালের ২ মে তারিখে মহিমবর জীয়ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্বারা প্রচারিত হইল ।

### ১৮৮৪ সালের ৫ আইন ।

“ ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইন সংগ্রহ ” নামক আইন আরো সংশোধন করণার্থ আইন ।

১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন সংশোধন করা হইবে ।  
বিহিত । অন্তঃপ্রব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।

১ ধারা । এই আইন ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের সচিব পঠিত ও তাহার আইনের অর্থকরণের অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে ;  
এবং ইহা যে তারিখে জীয়ত

গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহিত কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গাইবে, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে ।

৩২৪ ধারায় যোগ করি-  
বাব কথা ।

২ ধারা । ৩২৪ ধারায় নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে ।

“ কিন্তু বঙ্গদেশের জীয়ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীয়ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিপ্রাপ্তক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত আজ্ঞাদ্বারা প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে, ঐ সকল টাকা ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের চলিত মুদ্রায় খণ লইতে হইবে । ”

সপ্তম ডফনীলয় ৮৭-  
শোধনের কথা ।

৩ ধারা । সপ্তম ডফনীলের ৫ পংক্তিতে “ টংকা ” শব্দ উঠাইয়া দিতে হইবে ।

সি, এচ, রাইলী,

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টর অফিস্যান্ট সেক্রেটারী ।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., Bengali Translator.

[ গবর্ণমেন্ট । গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন । ]

ACT No. V OF 1884.





# গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশতিহার প্রভৃতি।



## LAND ADVERTISEMENT.

## ভূমিবিবরক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারায় জানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইন ৬ ধারার মধ্যমাসারে নিম্নলিখিত তালুকা ১৮৮৪ ইং ২৫ কেজরারি পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পাবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ও আষাঢ় রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিলা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহল নওরাবাদ।

নম্বর সার্কেল	নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকী।			মতব্য।
				রাজস্ব।	সেস।	রাজস্ব	সেস	মোট	
৭৭৩	৬৩১ ২০৫৭৮	ধানেন ফটীতচর। মোজা কাঞ্চননগর তালুক রণুনেব্যা।	নিং অখিল চন্দ্র রায় গং।	৮৯০৬৮	১৪৮১১৬	৩৩৪	৪৯১১০	৩৮৩১০	সম্পূর্ণ তালুকা নীলাম হ- ইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3rd May 1884.

C. A. SAMUELLS,

Offg. Collector.

নীলামের নোটিস।

এস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা ২৪ পরগনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। জিলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তীর বাকী বাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা সন ১২৯১ সাল ১৪ আষাঢ় শুক্রবার ঐ জিলার কালেক্টরীতে বিলা ওজর নীলামে ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধার্য হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কানুনবাড়িয়া ওগররহ লিখিত মালিক

দারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ সদর জমা ... ২৮৩৩ ১/০ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে  $\frac{৩৫৭}{২}$  দস্তী  $\frac{১৪}{১} \times ১ =$  আদা রকম বতস্ত হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে দারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ নামে  $\frac{৬}{১৪৭}$  দস্তী  $\frac{১১০৫৬০৮৮৮}{১৮৮৪}$  আদার কাত সদর জমা ২৪৩১১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং কালজুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্য্যন্ত আদার না হওয়াতে  $\frac{৭৬}{২}$  টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিং মদরসা বনজুগলি ওগররহ লিখিত

মালিক কৈবলানাথ বিশ্বাস ওগররহ সদর জমা ... ২১১৯৬৮/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে  $\frac{৬৮}{১}$  আদা রকম বতস্ত হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে কৈবলানাথ বিশ্বাস ওগররহ নামে  $\frac{১২}{১২}$  আদার কাত সদর জমা ২১১৯১১ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং কালজুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্য্যন্ত আদার না হওয়াতে  $\frac{৭৯৯}{১১/২১১}$  টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল—

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

১৪৭ নং পরগণে কলিকাতা কিং বেওতা ওগররহ নিধিত মালিক  
টেকবলানাথ বিধান ওগররহ সদর জমা

... ৩৬৭৭ ১১/৯ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট  
এজমালিতে টেকবলানাথ বিধান ওগররহ মায়ে ১০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬৭১০ ১১ টাকা  
তাহার সন ১২৯০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার না  
হওয়াতে ৭৫৬১৬৪ টাকার বাকী হওয়ার নিলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিং পরগণে বালিয়া তরক মজুবাটী ওগররহ নিধিত মালিক

আমন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ সদর জমা মার পুলিশ খানাদারি ... ৮৭১৬৬৩ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১/৬ ১/১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট  
এজমালিতে আমন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ মায়ে ১১/১১ - আনার কাত সদর জমা মার পুলিশ  
খানাদারি ৫৮১। ১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের  
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার বাদে ১২ ১/১০ টাকা বাকী হওয়ার নিলামে ধরা গেল।

৪-৫-৪৪.

C. C. STEVENS, Collector.

### জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা  
ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব  
এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন  
অনুসারে আদার হইবার বিধি আছে তাহা আদার নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে প্রকাশ্য  
নীতিতে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ এপ্রিল।

তফসীল।

ভৌমিক নম্বর।	সংখ্যা নম্বর।	নাম মহাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী কিং আনুয়ারি ১৮৮৪।	টেকিয়ত।
১৯৩৩	১৮৯	টামটা পুটীয়া জো- য়ার পং বরদাখাত হিং ১১/১০ - ক্রান্তি	গোবিন্দচন্দ্র দাস মচেন্দ্র- চন্দ্র দাস মগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন রজ- নীকান্ত সেন।  জিমতী উমাতারা জঃ মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব।  জিমতী উমাতারা ওপা জঃ মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমো- হন সেন সাং দারড়া পং বরদাখাত খানে খোলা।	১৭০৮	৫৩৪	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২২৯৩ টাকা ধায়া হইয়াছে এই জমা খরিদারের ১২৯১ সন হইতে দিতে হইবে।
১৯৩৩	৭০	ভিলচিঠা জোয়ার পং বরদাখাত হিং ১১/১০ - ক্রান্তি।	জর্জিচরণ দাস মজুমদার সাং মৈরাইর পং জিচাইল, রামকির রায় সাং চান্দ্রাই প্রকাশ্য আদারবাদ কাশিচন্দ্র দে সাং তথা জিমতী জিমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পং বিক্রমপুর, জগবজু দাস সাং তথা বজচন্দ্র দাস সাং তথা দারিকানাথ দাস সাং তথা।	৬৬৩৫৩	২০৬/১০	

7-5-84.

J. A. HOPKINS, Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরী জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান হইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাণীনা ১২৯১ সালের ৬ আর্টার রুহস্বত্বেবির দিবসে হুগলির কালেক্টরী কাছারিতে একাধা নীলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৩ সাল তারিখ ৫ যে।

মহালের নাম।	মহাল ও পরগ- নার নাম।	বাকীদার বালিকের নাম।	সদর জমা ডাইম।	বাকীর পরিমাণ।	টেকিরং।
৯	প্রথম জেগী ইন্ডুরারি বন্দ- বস্তী মহাল। মৌলভপুর পর পাণ্ডুরা।	সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা- রাখা দিগর। বাদ গজাবর কর মোজা সিতলা ডে- সামিল পণ্ডী বাগান ডাঙ্গা ও মির- পাড়া রকম ১২। আদায় সদর জমা বিঃ কুন্তকুমারী দাসী ১৫।। বিঘা জমির জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাকী সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা রাখা দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১১৩২৫২ ৪২৬০ ৫।০ ৪৮০		
১০	রাধাকান্তবাটী পর পাণ্ডুরা।	কছিমদী মিস্ত্রী দিগর ... বাদ হাজি আছালদী মিস্ত্রী ৫০৫১ বিঘা জমির জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাকী কছিমদী মিস্ত্রী দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৬২৪।।১১ ২৪৫০ ৫২৯৫/১১	১২২।।১ ৪৬।০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবে।  এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবে।
১১	বসন্তপুর পর ভুরশীটে।	মেধ হাকিমদীন আহাম্মদ দিগর সদর জমা। এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী রকম ১।।০ আদায় বোল আদা করিয়া তাহার রকম ৫৪ আদায় সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১১০৮২ ২৪২৪।/৬	৪২৯।।৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
১২	মণ্ডলঘাট পর মণ্ডলঘাট।	হুগাচরণ দাসী দিগর ... এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ১১৫৪ আদায় সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	২২৩৭২৫/৮ ৩১৮০২/২	১২২৬৩২	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১৩	সাঁখখালি পর বালিয়া।	মলোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে কালিদাস মেধ মেনেকার ইফেটে গিরিজালাল রায়চৌধুরী দিগর রকম ১২ আদায় সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১০১৪৫৮ ১০১৪৫০	৫০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।

ক্রমিক সংখ্যা।	ঘরাল ও পর- গনার নাম।	বাঁকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইন।	বাঁকীর পরিমাণ।	টেকিয়াং।
৫৫	এখন জেনী ইন্ডিয়ান বন্দ- বস্তী মহাল। চাপাহাটি পং পাতুরা।	যত্ননাথ ধলা দিগর ...	৫৮১০/২	৩৫১০	
৫৬	এ এ	যত্ননাথ ধলা দিগর ...	৬০৬১০/২	১১৩১১০	
৫৯	মাখালডিহি পং পাতুরা।	সৈয়দ আবুল মজবুর দিগর ... বাদ অভয়াচরণ নন্দী রকম ১২৪৫ আনার সদর জমা এঃ উপেক্ষানারায়ণ নন্দী দিগর রকম ১২৪৫ আনার জমা বিঃ	৭২২৫০/১ ২১৪/০ ২১৪/০ ৪২৮০		
৬২	এ রামজালাল পং মণলঘাট।	কানাইলাল শীল দিগর ... এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাংলগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ৮৫ আনার সদর জমা এঃ	১৯৩৭৪৫২। ২৭২৫১১/০	৩০৪ ৯৩৯/০	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লাস হইবেক। এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লাস হইবেক।
৬৭	এ গুড়বাড়ী পং চৌমুহা।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র ঘোষ গুড়বাড়ী ও হরিরামপুর ২ মোজার ঘোলআলা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২৬৯৫৫০ ৬৯২০৯	৪৭২০৯	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লাস হইবেক।
৭৯	এ সেরপুর পং বালিয়া।	সেখ কাদেরবকস দিগর ... এই মহালের মধ্যে মণিকলাল শীল নাংলগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ১১/ আনার সদর জমা	১০৩৯১০৯ ৫৮৪৫০৬।	২০১৩১১/৯	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লাস হইবেক।
১১০	এ খালড় পং খালড়।	রাণী লালমণি দিগর ... বাদ ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্র- বালা দাসী রকম ৫০ আনার সদর জমা উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম ১০ আনার সদর জমা রাণী এখমনাথ রায় বাঁহাচুর রকম ৮০ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাঁকী রাণী লালমণি রকম ১০ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১০৩৯০১১৫ ৭৭৯৩ ৬৪৯১০ ১২৯৮৫০/০ ৯৭৪১০ ৬৫৯১৫	১৭১১১৫	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লাস হইবেক।

সহকারী সদর নাম।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ভাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	টেকিরং।
১১৭	প্রথম শ্রেণী ই- সুয়ারি বন্দ- বস্তী মহল। রাজহাট পং খোলালপুর।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর ... বাদ আনন্দময়ী দেবী একজিকিউটর ইফেট রুদ্দাবল্লভ রায় রকম ১/০ আনা সদর জমা। হরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কিসমত নগিব পুর ও বৈদ্যবাটী ও অভিরামবাটী ভিন্ন মৌজার রকম ১/১০ আনার মধ্যে ১/০ আনা সদর জমা। প্রসাদদাস গোস্বামী রকম ১১১ = আনার জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় না।	৭২৬৬ ২২৬৭০ ৮২০ ১৫১০ ৪৬০/০ ২৬৫১১০	৩১০/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১৫৩	মল্লিকহাটী পং বোর।	প্রসাদ দাস গোস্বামী দিগর ... বাদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী দিগর রকম ১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী প্রসাদদাস গোস্বামী দিগর রকম ৭০ আনা জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় না।	২২৬৮২ ৭৪২ ২২২৬২	১৬৯১/৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১৫৯	চাতরাবাদে পং বোর।	রাণানন্দ লাহিড়ি দিগর .. বাদ বামাসুন্দরী দেবী রকম ৭১১ আনার সদর জমা। নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ১১৫ আনা সদর জমা। দিননাথ চৌধুরী রকম ১২০/০ আ- নার সদর জমা। কাকাল মুখোপাধ্যায় রকম ১৮১ আনার সদর জমা। কালিকানন্দ পাল দিগর রকম ১৩৫ গণ্ডা সদর জমা। লালজী চৌধুরী, বাদে চাতরা বাসু- দেবপুর, বেলেড় ও মৌজার রকম ১১৫৭০ আনার সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী রাণানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় না।	৭৫০১/৫ ১৫৯১/০ ৬৬ ৫১৫০ ৮৮১/০ ৩১৫০ ১২৭৫০ ৫১৫ ২২৫১১/৫	৭৫/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
২০৩৪	মোদামি বন্দ- বস্ত। সুলভানপুর পং পাটমহল।	অমৃতলাল সেন দিগর ... বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ১১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২২২০ ৪৬৪১/৬ ৪১৫৪১		

সহকারী সদর নং	মহাল ও পরগ- নার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ভাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	টেকিরং।
২১৫৮	মোদানিবন্দবস্ত অপূর্বপুর চাক- রানপং সিংহর	বাকী অমৃতলাল সেন দিগর রকম ১১০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। মানিকলাল শীল নাথালগের তরফ শরতকুমারী দাসী দিগর। বাদ কানাইলাল শীল রকম ১১/১২ আনার জমা এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ১৪ আনা জমা বিঃ। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৪২৪১/৬ রোড ফণ্ড ৪১১৪১ ৬৫৬১/৫ ৩৯৩৫০/০ ১৩১১/০ ৫২৫০০	২১০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৩৬৩৩	প্রথম জেগী ট- জুরারি বন্দ- বস্তী মহাল। ছুটিপুরের সা- মিল অমর- পুর পং ছুটি- পুর।	বাকী মানিকলাল শীল নাথালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। যতুনাথ ঘোষ দিগর ... এই মহালের মধ্যে পূর্ণজ দেব রাই ১০ আনাকে বোল আনা করিয়া তাহার রকম ১/৬১ = আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১৩১০৫ ৭০৬১/৮ ৫৮৫০০	৪২১০ ১৬৫০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক। এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৩৬৩৭	জোলকুল পং ছুটিপুর।	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিগর ...	৫১০১১/৭	২২৫০/০	
৩৮৪২	মামদপুরবাটবে পং ছুটিপুর।	যতুনাথ দে দিগর ... এই মহালের মধ্যে অবিমানচন্দ্র পাল রকম ১০ আনা জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৮২৩৫/২১১ ১৫৪১১০	৩৯০/৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৩৯২০	মোদানিবন্দবস্ত বাগড়াচর পং বোর।	রাণী লালনমনি দিগর ... বাদ ব্রজনাথ জৈমানি রকম ১/ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭০৬১/৮ ২২৭/০		
৪০৮৬	প্রথম জেগী ই- জুরারি বন্দ- বস্তী মহাল। গোবিন্দপুর পং আহানাবাদ।	বাকী রাণী লালনমনি দিগর রকম ১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। মানিকলাল শীল নাথালগের তরফ শরতকুমারী দাসী।	৪২২০/৮ ১০৪০৭/৭	৬২১০০ ৩৫২৬৫২	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১৭৯১	মোদানিবন্দবস্ত গুণিপাড়াচর পং মণ্ডলঘাট।	কালিদাস দেব মেনেজার জানবে গিরিজা নাথ রাণেশ্বরী দিগর। এই মহালের মধ্যে রকম ১২ আনার মালিক ভূগাণ্ডারীয়া সেন সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭১৫৭ ০০৬৭	৮ মাঠ কি. ১০৪১/০ ১২ জামুয়ারি কীড়ার ৮২১১/৬ ১২০৫৫৯ ২৮ মাঠ কীড়ার ২৬/৯ ১২ জামুয়ারি ১১১৭৩ ৪৮১১০	এই অংশ ১৮৮৪। ২৪ মাঠ নীলাম হওয়ার খরিদার কেবল বায়নার টাকা দিয়া অব- শিষ্ট টাকা না দেওয়ার এ বার- নার টাকা অদ- করা গিয়াছে তজ্জ- না এ প্রথম খরি- দারের দায়িত্বে ও বুঝিতে এই অংশ পুরায় নীলাম হইবেক।

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইজারার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জিলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাফাজ সন ১২৯০ সালের লংকিন্ডী কালগুনের বাকী রাজস্ব আদার জন্য সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আশাঢ় মঙ্গলবার খিনা মুরশিদাবাদের কালেকটরী কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ আগ্রিল।

ক্রমিক নম্বর।	মাফাজের প্রকার।	ভৌমিক নম্বর।	মাফাজ ও পরগনা।	মাফাজদার।	সদর জমা।	টেকিয়ং।
১	প্রথম শ্রেণীর মাফাজ	৪৪	তরফ কান্দুয়া পংচার- বকপুর।	কৃষ্ণকান্ত রায় কমলা নাস্ত রাই গোপীকান্ত রায় প্রভা- বতী দাস। মাতা অনি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় দাবালগ।	৩২২৪৪।০৭	এই মাফাজ মধ্যে প্রভাবতী দাসী ও কমলাকান্ত রাইয়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১।০ আনা বাসে কৃষ্ণকান্ত রাই ও গোপীকান্ত রাইয়ের একমালী অংশ ১।০ আনার কাজ সদর জমা ১৬৪৭।৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৭১৬৫।০ টাকা।
২	ঐ	৪৪	তরফ কান্দুয়া পংচার- বকপুর।	ঐ	৩২২৪৪।০৭	এই মাফাজ মধ্যে প্রভাবতী দাসীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১।০ আনা ও কৃষ্ণকান্ত রাই গোপীকান্ত রাইয়ের একমালী অংশ ১।০ আনা বাসে কমলাকান্ত রাইয়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১।০ আনার কাজ সদর জমা ১২৩১।৭ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৩৫৮৭।৩ টাকা।
৩	ঐ	৬৭	তরফ কান্দুয়া পংচার- পগানী।	রায় দেভাবতী দাসীর বাহাদুর	১১৪২।১০	রাজস্বর বাকী ৪৩০৫।১ টাকার জন্য সদর মাহালীনীর হইবেক।
৪	ঐ	২২০	কিনমত মোজাপাড়া- ভূঞাল পরগণা বার- বক সিংহ।	হিরালাল চৌধুরী বাসদাস চৌধুরী অধিনীত্বকার মুক্তকী বটুকনাস মুক্তকী বাসদাস গোখানী।	৭৩২৭।১১	সদরকারী বাকী রাজস্ব ৪৫।১০ টাকার জন্য সদর মাহালীনীর হইবেক।

[illegible]



ক্রমিক নং।	স্বত্বের প্রকার।	ভোগের নং।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ভান্ডার।	সময় সংখ্যা।	বৈশিষ্ট্য।
১	প্রথম শ্রেণীর মহাল	৪৬ :	কিসমত পরগনামহাল- জাহাপুর পং মাহাজাপুর।	বিপিনবিহারী নবিনবিহারী কৃষ্ণকিশোর মুক্তনন্দন রামচন্দ্র ভগবানচন্দ্র বনওয়ারিলাল দীনচন্দ্র ললিত- মোহন বৈদ্যনাথ ওকদাস নরেন্দ্রনাথ গণেশচন্দ্র গঙ্গানারায়ণ কল্যাণচন্দ্র গোপেশ্বর সেন মনসিংহ মাসা কামদাকিন্দর মুখোপাধ্যায়।	৩৩৫৭	এই মহাল মধ্যে মনসিংহ দাসার ও কামনা দাসের মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে গোপেশ্বর সেন দিগবের এজমালী অংশ ১১/১২ গোপারী কাত সমর জমা ২০২৪/১০ টাকা নীলাম হইবেক রাজস্বের দাকী ৭২৬।১১
২	ঐ	৪৭ :	কিসমত পরগনামহাল- খালী পরগনামহাল- খালী।	বীরচন্দ্র নীলধারিনন্দ চৌধুরী শাহাসুন্দরী দাসা সৌদামিনী দাসী কৃষ্ণমুন্দরী দাসী গঙ্গাধর চৌধুরী জনসুন্দরী দাসী ব্রহ্মবরী চৌধুরাণী।	৬৬৭৬১২	এই মহাল মধ্যে গঙ্গাধর বীরচন্দ্র চৌধুরীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে শাহাসুন্দরী দাসা দিগবের এজ- মালী অংশ ৬/১১/১০ কাত সমর জমা ৫৫৬।১১ টাকা নীলাম হইবেক রাজস্বের দাকী ১৩ আনা।
১০	ঐ	৫০ :	ডিহি জাহাই পং সেরপুর।	চন্দ্রমহিনী দাসা থাকরী দাসা জলি দাতা বিশেষ্বর বোম প্রথমনাথ বোম কান্তিকচন্দ্র বোম গোপীচন্দ্র- দরী দাসা।	৩৪২১/১- ১১ পুলিস ২৬১৮ ৩৪৯৮৭	এই মহাল মধ্যে থাকরী দাসী দিগবের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা বাদে চন্দ্রমহিনী দাসার এজ- মালী অংশ ১০ আনার কাত সমর জমা ১৭২৬/১০ টাকা ও পুলিস ১০/৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ... ৫৭৪৭ পুলিস ... ৩১০ ৫৭৭৮১০
১১	ঐ	৫৩ :	কিং পং উজিরাবাদ পং উজিরাবাদ	ইন্দ্রলোকনাথ রায় কলীকচন্দ্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য নরেন্দ্রচন্দ্র ও বিভাদাস পালচৌধুরী গোলাপমণি মোহা জগজ্ঞ পণ্ডিত লক্ষ্মীমণি দেব্যা গোবিন্দচন্দ্র ভেওয়ারী হারিনাথ সেন গণেশলাল কৃষ্ণপ্রসাদ রায়।	১১৮৩/৬	এই মহাল মধ্যে হারিনাথ সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১২৬৩ সত্তরকাত সমর জমা ৪৭৮১০ টাকা নীলাম হইবেক বাকী ২৮৭ টাকা।

১২	ঐ	৫৪০	মোজ্ঞ এমনিপুর পং কুলদাড়া।	তরসিনী ওরফে লুইসিগিদাসী পক্ষে মালেকজর কামিনী হুন্দরীদাসী বৈলসিনাথ সিংহরায় পরেশনাথ সিংহ রায় স্বরূপলাল চৌধুরী চন্দ্রমোহন চৌধুরী মুক্তকেশী চৌধুরাণী রত্ননাথ মুক্তকী পাতালমণি চৌধুরাণী চাকচাক বহু উমেশচন্দ্র মিত্র হারাধনী চৌধুরাণী মাতা আলি দাশরথী ও সত্যচরণ রায়চৌধুরী নাথ- লগ পরেশনাথ চৌধুরী ললিতমোহন রায়চৌধুরী কামিনীকুমারী চৌধুরাণী মলমোহন চৌধুরী প্রেম- লাল।	১০৬১/১২	এই মহাল মধ্যে হারাধনী চৌধুরাণী অলিমতা মহাল- রথী সত্যচরণ রায়চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১১ গোঁড়া বাসে চাকচাক বহু সিংহরায় এজমালী অংশ ৬৮/১৯ গোড়াকাত সদর অংশ ১১১/৬/৫ টাকা নীলাম হইবেক। বাঁকী ... ১১০ পাঁহ।
১৩	দ্বিতীয় ভোগের মহাল	৫৫৮	চরণগা ১৭ সমস- খালী	বন্দবতীদার দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় নাথালগের আলি মাতা ত্রিপুরাহন্দরী দেবী রামলাল রায় সিভানাথ রায় রামেশ্বর রায়।	৭৩৭/১	রাজস্বর বাঁকী : ১৬১/১০ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।
১৪	প্রথম ভোগের মহাল	২৭৪০	কিং তরফ হোসন- পুর পং আসদ নগর	লোকনাথ রায় ষারিকানাথ রায় ও ষারিকানাথ মোব...	৬১৫৬/২ রোডকণ্ড ৬৮৬	১২১০ সালের লাই অগ্রহায়ণ ওলম্বের রাজস্বর বাঁকী ১৫৯ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।
১৫	ঐ	২৭৭৯	তরফ কানাই পাড়া পং আসদ নগর	রামলাল মোব...	১০৪২৪/৫	১২১০ সালের লাই দালকুনের রাজস্বর বাঁকী ৮১২৬/৬ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।

BERHAMPORE,  
The 13th May 1884.

J. C. VEASEY,  
Offg. Collector.



জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার। সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৭২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বর্ণগন্ত পর্বাত্ত বাকীপত্তা রাজস্ব ও রোডহু ও পবলিকওয়ার্ক ছেহ আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাজীনা ২৮ টৈয়ট রোজ মোববার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে একশ্য নীলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাল্লাবাজার সব-ডিবিজনের এলাকাসীল।

ভৌমিক নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	সবর কমা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য।
			রাজস্ব।	ছেহ।	রাজস্ব।	ছেহ।		
২০১ ২৫১	মৌজা ইনদী খানে টেকনাক তালুক নহরত আলি চৌঃ	খোদ ...	১২৭১/০	২০৬৬	৪৩৮১/৬	০	৪৩৮১/৬	সম্পূর্ণ তালুক নীলাম হইবে।
৪৪ ১৩৬১	মৌঃ টেকনাক খানে টেকনাক তাঃ জিমতী খাতি চৌঃ	খোদ ...	১২১৭৭	৭৯/০	৬:৩৭	২৬১/৬	৬৩৯১/৬	ঐ
১৫৫ ১৩৮	মৌঃ রাজারকুল খানে রাজু তালুক সেরদত্ত খাঁ ...	দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গং।	১১০১/৬	১৫৮১/১	৩০৩১/৬	৪৪/৬	৩৪৭১/৬	ঐ
২০৪ ৪৬৯	মৌঃ মিঠাছুরি খানে রাজু ইজারা জিমতী লতিফ। খাঁতুন লাতুনগের পক্ষে কাছাদ আলি খাঁ।	লিং আছাদ আলি খাঁ।	১১৮৩১/০	১১০/৬	৪২৭	৩৭১/৬	৪৫৭১/৬	ঐ
২৯৯ ২৮৬	মৌঃ দারপাকিয়া খানে চকরিয়া তাঃ বিবি ইসখাক ...	লিং দেওয়ান আলি সদাগর।	৬৮৭১/৩	২৯৪৬/১	৪৩৭	১৯৬/১	৬২৬১/০	ঐ
৩৩৪ ১৪৬০	মৌঃ পেকুরা খানে চকরিয়া তালুক ফজল আলি ...	খোদ ...	২৫১২৭	১০৯১/৬	২০৪২৭	৭২৬/১	২১১৪৬/০	ঐ

C. A. SAMUELS, Offg. Collector, Chittagong.

## কালেক্টরী জিলা রংপুর।

বাকীর কর্দ সন ১২৯০ সাল বাঙ্গালীর লাগাএদ কিস্তী কালগুন মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএদ কিস্তী ফেব্রুয়ারি তালবের ২৮ মাস্ত স্বর্ঘাস্ত পর্যাস্ত এবং তদপরে ভিন্ন ভিন্ন জিলার কালেক্টরীর হস্তী দ্বারা আদায় হইয়া যাঁহা বাকী আছে তাহা ১৮৮৫। ২১ জুন মোতাবেক বাঙ্গালী ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নীলাম হইবেক, ইতি।

ভৌজিব নম্বর।	মহালের নাম ও পরগনা।	মালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরি- মাণ।	বৃত্তব্য।
৫৭	বড়াবাড়ী ও গয়রহমৌজ চাকলে কাজির হাট।	শামসুদ্দীন দাস, বাম্বাফুল্লুরী দাসী কৃষ্ণমোহন চাকি ভারামণি দাসী চন্দ্র গোবিন্দ দাস,	৫৫৫:১০	১০০	বাম্বাফুল্লুরী দাসীদার ১২৮৫/৯ পাই সদর জমার অংশ ভাষার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
১৩৭	গায়নগর যোজা চাকল কাজির হাট	মৌদামিনী দাসী	১০৪১৫/১	৪২৮/৮	
২২১	খোদা মুরাদপুর ও গয়রহ যোজা পং পএরাবন্দ	জনকিবরত সেন, আছরা বেগম, রাহতমেছা ছায়েদ খাতুন, ও ছরিয়ল আলম আব্দুল হোসেন চৌধুরী ওরফে ভোমা দিঞা ও দুলা দিঞা।	২৫০২৭/৫১	৫০১/৮	বাবু জনকিবরত সেন- নের খরিদ। ১০০ আনা অংশ বাদ দেওয়া গেল। ভাষার স্ব- তন্ত্র হিবাব খোলা গিয়াছে।
২২৩	খামার কুরসা ও গয়রহ পং পএরাবন্দ।	শাজে এনাওয়াল চৌধুরী জহিরমেছা চৌধুরী মহম্মদ নেজামুদ্দিন খা চৌধুরী।	২১০৫৭/১১	১৮২ ১৯	শাজে এনাওয়াল চৌধু- রীর বিশেষ ১ নম্বরে হিসাব পৃথক বাহার সদর জমা ১০২৬ ১৬ পাই এই অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
২৪১	চক হুগাঁপুর ও গয়রহ মে.আ পং সরহাট।	গএরমেছা বিবি চৌধুরানী এনাওয়াল দিঞা বাউহানী বিবি চৌধুরানী, জনা ডুল্লা চৌধুরী খুসিরমেছা বিবি জডন বিবি চৌধু- রানী, গবর্নমেন্টের পক্ষে ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার নেহালউদ্দিন, মহম্মদ নেজামউদ্দিন মহা ম্মদ চৌধুরী, আমিরমেছা বিবি ময়ৎ ও আলিউদ্দিন পক্ষে আবদুললতিক চৌধুরী নাবালগ।	১৮২২৫/৮	১৪১/৮	গবর্নমেন্টের তত্ত্বাবধানে অংশ বাহার সদর জমা ৪৩১/৬ পাই ও বাহার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ- বাদের অপরাপর অংশ বাকী।
৬২৭	আলিমগাঁও পং	চন্দ্রশিখর রায়, গোপাল- চন্দ্র রায়, রাজলক্ষী চৌধুরানী, ইশানচন্দ্র চৌ- ধুরী, ইচ্ছাময়ী চৌধুরানী ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার পক্ষে কোণার চন্দ্রকিশোর রায় নাবা- লগ, কামারী চৌধুরানী কুড়ানু সরকার।	৫২৮১৫/১১	২০৫/৮	কুড়ান সরকারের নিজস্ব ১০ ভিন আনা এই অংশ বাকী

RANGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

H. J. NEWBERRY,

Offg. Collector.

বাকী থাকার আপনপত্রের পাঠ।

জিলা দিমাঙ্গপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা সন্থান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা দিমাঙ্গপুরের বধ্যভূমি বিদ্রুপিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারী এবং অযোগ্য দায়িত্ব চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাখিলে যার আদার করা যাইতে পারে তাহা আদার বিধিত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে এ দিলার কালেক্টর সাহেবের কাছাকাঁতে বিধা ওজরে ও প্রকাশ্য মীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম জেনারী ইন্তেজারি কমিয়ার্য হওয়া মহাল।

নম্বর জোঁজির।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী ও অন্য মীলাম হইবেক।	মন্তব্য।
১০০ নং	মৌজা চারখণ্ড, গরুরহ পরগণা মীলাহবাড়ী।	কাজীয়ারনী দেবী জয়কিশোর চৌধু- রীপ্রভৃতি।	১৬৯১৬৬৮	৯৯৯৬১	পুরা মহাল মীলাম হইবেক।
২০৭ নং	মৌজা দৌলতপুর গরুরহ পরগণা র.জয়গর।	ভারকমাথ চৌধুরী, জয়ধরী চৌধু- রানী, অছি পক্ষে সেহমলাল চৌধু- রীপ্রভৃতি।	৪৬৬০১১	৪৮০১৮	এই মহালের মধ্যে লালমোহন চৌধুরীর ৮০ আশা অংশ যাহার ৪৮২১/১০ আশা সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারা- নুসারে পৃথক আছে তাহা বাদে বাকী ৮০ আশা অংশ যাহার ৪০৭৭৬৮১ পাই সদর জমা হয় এ একমালী অংশ বাকী পড়ার তাহাই মীলাম হইবেক।
২৬৩ নং	মৌজা গোবিন্দ- পুর গরুরহ পর- গণা বোড়াবাট	দীঘমাথ মজুমদার ও গোলোকমাথ মজুমদার প্রভৃতি।	৬৭৯১১৮০	২৫১৮৭	মৌজা কেশুল ও গোবিন্দপুর বাদে এই মহালের গোলোকমাথ মজুমদারের ৮-কাজী অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারাবিত হিসাব পৃথক হইয়া ৫১৩৮৫ পাই সদর জমা ধার্য আছে এই অংশ বাকী পড়ার মীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১/১	এ যত দীঘমাথ মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকার ৮-কাজী অংশের ৫১৩৮৫ পাই জমা ধার্য আছে এই অংশ বাকী পড়ার মীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১৮৩	এ যত কালীকুমারী দেবার ৮- কাজী অংশ পৃথক হিসাব হই- য়া ৫১৩৮৫ পাই জমা ধার্য আছে এই অংশ বাকী পড়ার মীলাম হইবেক।
৩৭৬ নং	মৌজা দাউদপুর গরুরহ পরগণা মীলাহবাড়ী।	চন্দ্রকান্ত সরকার রুজকান্ত সরকার প্রভৃতি।	৬৪৮৮১১	১৫৭৮	পুরা মহাল মীলাম হইবেক।
৮৬১ নং	মৌজা বাঁজরপুর গরুরহ পরগণা সভোহ	ভাগিরথী চৌধুরানী	৬৬২১৮	৪৬৪৮	পুরা মহাল মীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE,

The 6th May 1884.

A. C. TUTE,

Offg. Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

জিলা বিরতুম।

অধিদায়ি বিক্রয়ের ইস্তাহার জিলা বিরতুম।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বিরতুমের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আকীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় এটলিও আইন অনুসারে জাদার হইবার বিধি আছে তাহা জাদার নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৪ আশ্বাঢ় শুক্রবার দিবসে প্রকাশ্য নীলামনে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২২ আগ্রিল

তফসীল

যজ্ঞালৈর জেনী।	পরগনা ও মাহালের নাম।	সানিকগণের নাম।	সমর জনা।	বাকীর সংখ্যা।	বর্তব্য।
...	পাং ইছাপখু- রিয়া সানিল কুনেডাসহিরা।	সৈএলচরেকা বিবি সাং আনখুনা সৈএল মরফর হোমেন ও পাঁচু বিবি ও সেখ মাদার- বক্স ও সেখ এনাএতউল্লা সাং এই হরিশচন্দ্র ঘোষ ও পঞ্চানন ঘোষ সাং পাঁচখুদী ও মনসুর আহম্মদ নাবালগের আলি আবদুল মাবুদ ওরফে তহু মিঞা সাং আনু- খুনা সেখ সরবেশ উল্লা সাং এই সেখ ফকির উল্লা ও আকরেকা বিবি সাং এই সাজেররহমান সাং বেড়গ্রাম ও পুকেবোতমচন্দ্র সাং উনকুণ্ডা ও রান্নানী দাসা আলি আজ তরফে নাবালগ পুত্র মনমোহন চন্দ্র সাং এই মবরেকা বিবি সাং আনখুনা ও সাজদর রহমান সাং বেড়গ্রাম গৌরমুন্দর পাঁড়ে ও নিতাইমুন্দর পাঁড়ে ও ঈশ্বর চন্দ্র চন্দ্র সাং উনকুণ্ডা রান্নানী দাসা আলি আজ তরফে নাবালগ পুত্র বিনিনবহারী চন্দ্র সাং এই।	৫৬২৫৬৭ ইহার পৃথক হিসাব ২০ লং গৌরমুন্দর ও নিতাইমুন্দর পাঁড়ে ৩:৩১।১১ বাকি ... ২৫৬৪১০/১১	৩৭/২	এজমালি অংশ সমর জনা ২৫৬৪১০/১:টাকা নীলাম হইবেক।
এ	পাং কুতুবপুর সানিল কেশবপুর।	মালশামুন্দরী দেব্যা সাং ডেকেরা ও ব্যাসমণি দেব্যা আলি জানবে শশিতরুণ সরকার নাবালগ সাং এই ভগবতী দেব্যা ও তারিণীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাং এই বিশেষরী দেব্যা ও জগতেশ্বরী দেব্যা সাং এই ও ঈশানচন্দ্র রায় সাং সাওতা।	৭৬৬	৬৭/৩	সোল আনা মহাল নীলাম হইবেক।
এ	পাং সাহাপুর।	রাজা রাধরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাদুর সাং হেডমপুর ও মহেশচন্দ্র সৌম ও দরালচন্দ্র সৌম কালচাঁদ সৌম সাং চুড়া গণেশচন্দ্র সেন সাং কড়িয়া। সতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও জিতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কালিপদ মুখোপাধ্যায়ের আলি নিভিনী দেব্যা ও জোয়র রহমান।	৩৪২০।১ বাকি পৃথক হি: ২৪ নং রাজা রাধরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাদুর ৮১।১০ ১৮৭ নং দরালচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র সৌম ১৭২।১২ ১৪৪১/৭ সেওয়ায় ... ২০৩৬/৫	৫০৩।৪	এজমালি সমর জন ২০৩৬/৫ টাকা নীলাম হইবেক।

[illegible]

BEERBHOOM COLLECTORAT  
The 17th May 1884.

**W. FIDDIAN,**  
*Offg. Collector.*



বিজ্ঞাপন।

জিলা পাবনা।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জিলা পাবনার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালভের ১৮৮৩। ৮৪ সালের ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বেরদ্বারা প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধান আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোং ১২২১ সালের ১১ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে পাবনার কালেক্টরীর কাছারিতে একাধা নীলামে নিরূপণেবে বিক্রয় হইবে ইতি ১৮৮৪। ৮৫ মে।—

ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পর গনা।	নাম মালিক।	সম্বর অমরা	বাকী।	মন্তব্য।
৬	ডিহি ফতেপুর পং ইশফাহী	মন্মোহিনী দেবী ও কালিশঙ্কর সা- ম্মাল প্রভৃতি	২৭২০।/০ পুঃ ৩৩/০	১৬	এই মহালের ১৮৫৯।১১ আইন- মত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে মন্মোহিনী দেবীর ২৫৫।০ পুঃ ৩৭/০ আনা সম্বর অমরার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল এই বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
৬	এ ...	এ ...	এ ...	২০০।।০ পুঃ ২৭	এই মহালের ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালিশঙ্কর সাম্মাল প্রভৃতির ৩৩১।।০ পুঃ ৩৬।০ আনা সম্বর অমরার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল এই বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২০১	ডিহি হাটশীরা পং কাটারমহাল	গোলোক বিহারী গুহ প্রভৃতি	১১৬৪৫০ পুঃ ১১৫০	৩১।।০৬ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১৩৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে গোলোকবিহারীগুহ প্রভৃতির ৩৪৬।/০ পুঃ ৩৫/০ আনা একমালী সম্বর অমরার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল এ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৪২	কিং ধুবিলা পং কাটারমহাল	রহিমদীন মুন্সী প্রভৃতি	৫৭১৮০	২১।।০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
২৮৫	কিং জাবড় কোল পং সোণা বাজু	কালিনারায়ণ চৌ- ধুরী নৃত্যকালী দেবী প্রভৃতি	৭৯৫৬৭ পুঃ ৮০।।০০	৪৫।/০ ০	এই মহালের ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালিনারায়ণ চৌধুরীর ২৮।/০ পুঃ ১।০০ আনা সম্বর হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল এই বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৮৫	এ ...	এ ...	এ ...	১৫৫।/০ পুঃ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১৩ ১৮৭৬ ।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে নৃত্যকালী দেবী প্রভৃতির ১৫৪৪।/০ আনা পুঃ ১৫।০ আনা এক- মালী সম্বর অমরার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল এ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাই- বেক ইতি।

C. W. BOLTON,  
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

বাকী খাজানার আদায়ের পাঠ।

ইহার দ্বারা সনাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা চট্টগ্রামের স্বেচ্ছাবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আদালতের অনুসারে বাকী রাজস্বের দায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছান্তিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম শ্রেণীর কাএমি মহাল

বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে নিলাম হইবে।

সদর ভৌজ।	সদর মহাল।	নাম মহাল।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
২	২	তরফ অযোধ্যারাম ...	৭২৩৮/০	১৪/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
১৭	৪১	তরফ আবুল ফজল	৬৪৩৮/৭	১৩২৮/০	ঐ ঐ
২৮	৫৪	তরফ কান্দী রামকান্ত	৮৪৯৮/৯	১৫৮৮/১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৫৯২ রাসচক্র রায় প্রভৃতির অংশের মধ্যে ১০৭৯৮/৫ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
১৫৯	৮০৫	তরফ দুলাভরাম, কতে- রাবাদ।	৮১৯৭	১৯৬৮/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
২২৭	১১৪৩	তরফ মোজে হরিমা বাং তৎ মজত রাম হাজারি।	৬৯২৮/০	১৮৭৮/৪	ঐ ঐ
২৪০ ৩৭৭	১২৪২ ১৮৯৪	তরফ ইমাম বঙ্গ ... তরফ মাগম বনে- শাম।	৬৯৭৮/৪ ৫৬০৮/০	১৫০৮/৪ ২৭	ঐ ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা পৃথক আছে তন্মধ্যে ১০৯২ মনজুব বিবির ১০৫৮/০ আদায়ের অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৩৩	২৫১২	তরফ রামভদ্রকান্ত ...	৯১৮৮/৭	১৬৮৮	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১০৯২ পাই- জর কাং ৪৫৮৯ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৩৫	২৫৬৫	তরফ রামকিশোর কান্ত।	৮১৯৮/৭	১৩৭২	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৮৯২ অবশিষ্ট মালিকের ৮৩৮/৮ জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৭৩	২৯৩৩	তরফ সাহিরাম কান্ত	৮২৬৮/৩	১২৮/১০	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে অবশিষ্ট মালিকানের ৭৪৫৮/১১ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬৮৮	৩১২৫	তরফ জিমসুদাম কান্ত	১৭৩৭৮/০	১১/৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১৯২ আব- দুল্লাহ খাঁর ৭৮২৮/৬ পাই সদর জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬৩৫	১৮৮০	তরফ ওবেদুল্লাহ সেখ মাহাং ওহি সেখ মাহাং আলী।	৬৭৮৮/০	৮/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।

C. A. SAMUELS,  
Offg. Collector.





চৌজির নং :	লাই মহাল ও পরগণা।	লাই মালিক।	সময় জমা।	যে বাকীর জমা নীলাম হয়।	টেকিরং।
২৬৭	৩৩২ পং দীঘা ...	কানিচন্দ্র তালুকদার, ডায়নকুন্ড চৌধুরী, কৈলাসম্বরী দেবী। চৌধুরানী, নাবালগ সৈয়দ আবদুল ছেলামের মেনেজর বীন্দ্রেশ্বর সেন, নানীগঙ্গা রাখালচাঁদ হুগড়ের কনিষ্ঠকর্তৃচাঁদ বাবু,	খাজানা ৪৪২১৮ পুলিস ১২৮ ৪৪৮৪১৮	১১০১১৮ ১৮০	মোট সময় জমা মীর পুলিশ ৪৪৮৪১৮ আনা ও অর্ধাংশ বিশেষ নং ৪ কর্তৃক হুগড় জরি কথাকপক্ষে রাখালচাঁদ হুগড় খাজানা ৪২১১৮ আনা পুলিস ১৮০ আনা একুশ ৪২২৮০ আনা ১৮২৮ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাঁহাই নীলাম হইবেক। মোট সময় জমা ১০৮২৮৮ আনা ও অর্ধাংশ বিশেষ নং ১ মফিয়াসুন্দরী দেবী সময় জমা ২২০১৮ আনা বিশেষ নং ২ কুয়ার মনিশেখরের মীর ১০৪১৮ ১৮৪০ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবর্তী বিশেষ নং ১৮৮ বোহিনী ওতা চৌধুরানী মীরের চিঠিমাতে পৃথক করা জমা ও নগ সময় জমা ৪২৮ আনা হিসাব পৃথক করা জমা ও একমালী অংশ সময় জমা ৪৮৪৮০ আনা বস্ত নীলাম হইবেক।
২৬৯	ভিহি বেজমির পাং দীঘা।	কুয়ার মনিশেখরের মীর, কুয়ার ডায়নকুন্ড রাই, হর- গোবিন্দ বসু মেনেজরপক্ষে কুয়ার বিশেষ ও কুয়ার কানিষর রাই নাবালগ, কৈলাসচন্দ্র চৌধুরী, উৎসবচন্দ্র, জানিকান্ত চৈত্র, রক্তাকর চৈত্র, মফিয়াসুন্দরী দেবী, ঠাকুর দাস চৈত্র, ভিকারের ওরফে রামচরণ চৈত্র, চন্দ্রমণি দেবী, শ্যামাচরণ, বসন্তকুমার, দুর্গাকান্ত, রাধাকান্ত চৈত্র, রাম- বিহারি, বিপিনবিহারী, পরেশনারায়ণ চৌধুরী, রামলতা দেবী, রাধাসুন্দরী, ভুবনম্বরী, তারাসুন্দরী দাসী, গিরিশ- চন্দ্র তালুকদার, কুয়ার বোহিনীনারায়ণ রাই, রামজর, রামলাল, রোহিনীকান্ত ওরফদার, রক্তাক্ত ওরফদার, অনি পক্ষে বিপিনবিহারী ওরফদার, মফিয়াসুন্দরী দেবী মীরের ও অনিপক্ষে পানিচরণ মজুমদার নাবালগ, জানলা, অবিনিকুমার চৌধুরী অনি সুধাকান্ত ও হুগা- কান্ত সেন, মহারি দেবী, ভগবতী চৌধুরানী, মনমোহিনী ওতা। ভগবতীচরণ বাবু, নাবালগ রাখালচরণ মণ্ডলের মাভা ও অনি মফিয়াসুন্দরী মাভা, চন্দ্রকানী চৌধুরানী, আনন্দ- কৌশল চৈত্র।	খাজানা ১০৩১৮০ পুলিস ১১৮০ ১০৪৪৮০	২০২৮০ ১১৮০	মোট সময় জমা মীর পুলিশ ১০৪৪৮০ আনা ও অর্ধাংশ বিশেষ নং ১ মফিয়াসুন্দরী দাসী অনি অতি পক্ষে রাখালচরণ মণ্ডল খাজানা ২৪৮১৮ আনা পুলিস ২৮০ আনা ১৮৪০ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে 'ভায়া ও একমালী অংশ খাজানা ১১৮০ আনা পুলিস ১৮০ আনা মসজুই নীলাম হইবেক।
২৭৪	মৌজা সিংজমার ওগরুই পাং বোন- গাঁও খালিস।				

২৯৬	কিং পং বোনগাঁও জায়গীর।	টৈঙ্গুরা বিবি, নাবালগ রাখালচরণ মণ্ডলের মাথা ও অনি শ্যামীমুন্দরী মাসা, দিনবন্ধু সাগাঁল, আনন্দ মোহন ঠৈঙ্গ টেকনাটসখরী দেবী চৌধুরাণী, নাবালগ আবদুল হেলা- মের মোনজর বীরেশ্বর সেন, করমচাঁদ হুগড় জলি অধ্যাক- পক্ষে রাখালচাঁদ হুগড় নাবালগ	খাজানা ১১৩২৪০০ পুলিস ১১৪০০ ১১৬৬৮১০	১১০২১১/০ ৭১/০	যেটি সদর জমা ১১৪৬৮১০ আনা তদ্ব্যযে বিশেষ নং ১ টেকনাটসখরী দেবী চৌধুরাণী খাজানা ১২৬১১/০ জানা পুলিস ১২১১১ আনা একুনে ১২৭৪১০ বিশেষ নং ২ টেকনাটসখরী চৌধুরাণী খাজানা ১২৬১১/০ আনা পুলিস ১২১১১ আনা একুনে ১২৭৪১০ আনা বিশেষ নং ৩ বীরেশ্বর সেন মোনজরপক্ষে টৈঙ্গুরা আবদুল হেলা ম খাজানা ৪৬৬৬৬০ পুলিস ৪৪০০ আনা একুনে ৪৪০০ টাকা বিশেষ নং ৪ আনন্দমোহন ঠৈঙ্গ ও দিনবন্ধু সাগাঁল খাজানা ১৪১২৬৬০ পুলিস ১৪১০ আনা একুনে ১৪২৮৬০ আনা ১৮২৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদ- বাক বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ হুগড় জলি অধ্যাকপক্ষে রাখালচাঁদ হুগড় খাজানা ১২৩১১৬০ আনা পুলিস ১৩১/০ আনা একুনে ১৩৩৭৭ টাকা ১৮৪৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহাও একত্রাণী অংশ খাজানা ১৩০৮১০ আনা পুলিস ১৬০ আনা একুনে ১৬২৪১১/০ আনা সদর জমার বস্তু নীলায় হইবেক।
৩৬৩	ভরক মহিব বুতী পং চান্দনাই।	হেলাজতুল্যা চৌধুরী, হেলাহতুল্যা চৌধুরী, কোন্ডাভুল্যা চৌধুরী, বিবি উন্নত কতেমা, টৈঙ্গুরা মহম্মদ হোসেন, টৈঙ্গুর আতাউর হোসেন বিবি, আবদুল রেহা বিবি, আহম্মত- রেহা বিবি, অহিকতরেহা বিবি টৈঙ্গুরা সাহা আবদুল্লা।	৭১২২৬০০	৪২১১০	সম্পূর্ণ মহাল নীলায় হইবেক।
৩৭৮	কিং পং হুজুরাপুর	বে: এগেন ওয়াইল, নায়েব, শ্যামান্দুরী বাই, চন্দ্রাবি বাই, অছিলেকেন্দোনাবাল হিংহ রাই।	১৬২২৬০০	৪৭১১০	যেটি সদর জমা ১৬২২৬০০ আনা তদ্ব্যযে বিশেষ নং ১ বে, এগেন, ওয়াইল, নায়েব সদর জমা ৬১১০ আনা ১৮৪৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদ্ব্যযে এক- ত্রাণী অংশ নীলায় হইবেক।

କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ	ନାମ ସମ୍ବଳ	ନାମ ସମ୍ବଳ	ନମ୍ବର	ସେବାକାରୀ ନାମ	ବିବରଣ
୫୨୨	ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ	ନାମ ସମ୍ବଳ	୧୨୨୧	୧୨୨୧	୧୨୨୧
୫୨୩	ନାମ ସମ୍ବଳ	ନାମ ସମ୍ବଳ	୧୨୨୨	୧୨୨୨	୧୨୨୨

E. H. RUDDOCK,  
Collector.

ইস্তাফার নাম কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকদ্বয়ের ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড্‌সেস পাবলিক ওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাৎ ২৭ আষাঢ় রোজ রহম্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	মোট।	
৬	খানেন সাতকানিয়া মোজেন নাকোরী মহল নয়াবাদ।								
১৮২০	হাল তালুক রাজ- কমার রায় পিং বিশ্বস্তর রায় ও শ্রীমতী ব্রজ- শ্রীমাং নব কুমার রায় সাং পারকোরী।	খোদদায়	১০১৭০	৪৪১৬	১২২০ বাৎ	১২৭৭	০	১২৭৭	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।
	খানেন ঐ মোজেন চাপল মহল নয়াবাদ।								
২০ ৪২০	তালুক জ্রিমডা তা- জমেছা চৌধু- রীয়া।	ফকরখান রক্ত পিং জাকরজা গিয়ুন- ী ও অবিদল আলম পিং মোলবী আবদুল গদুদ সাং কালিপুর।	১১২০১০	১৭৬৬/৩	...	২২৪৭	২২০৯	২৪৬৮৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,  
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELS,  
Offg. Collector

ইস্তাফার নাম কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকের ১৮৮৩ ইং ২৬ ডিসেম্বর স্বর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড্‌সেস পাবলিক ওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাৎ ২৭ আষাঢ় রোজ রহম্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং ১৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	মোট।	
১১০ ১৮৩০	খানেন সাতকানিয়া মোজেন গা- মাং মহল নয়াবাদ।								
	হাল তালুক কুম- দাস ব্রজু পিং গোপালদাস কুমার সাং খিল- গাঁও।	খোদদ।	১১৪১/০	২৩৬/৩	১২২০ বাৎ	১৮৫৭	৮১৯	১২৩৭৬	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,  
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELS,  
Offg. Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]



জিলা বর্জমান ।

অমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান গাইতেছে যে জিলা বর্জমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকীদে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১ । ১৪ আশ্বিন দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরপেক্ষে বিক্রয় হইবে । সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ যে ।

তফসীল ।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তাহারি জমা ধার্য হওয়া মহাল ।

১৯ নং ভৌজীভুক্ত মহাল গিগগ্রাম পরগণা আসা ডিঃ মজলকোট পূর্বস্থলী আউবগ্রাম, কাটোয়া, মন্তেশ্বর ও গাজুড় মালিক জীজী৭ অন্নপূর্ণার সেবাত ভগবতিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনকড়ি দেবী জগজ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নবালগ মনমোহন হরিমোহন মনিমোহন, মনজমোহন, সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা হরমুন্দরী দেবী রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভানদাল ও সভ্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাজীবন ও সভামনন বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিগাড়া পরমাত্মচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিগাড়া ডিঃ শ্রীমামপুর ।

সদর জমা ৭৩১১১/৬১০ টাকা

বাকী ১১১১/০১ টাকা ।

এই মহালে নিম্নলিখিত পয়কটী পৃথক হিসাব আছে এই অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১৮১/৭ টাকা পরমাত্মচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১৮১/৭ টাকা সভানদাল ও সভ্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৭/৭১ টাকা নবালগ মনমোহন হরিমোহন, মনিমোহন মনজমোহন সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিমতা শ্রীমতা হরমুন্দরী দেবী ১১১৮১/৭ টাকা ।

৬৩ নং ভৌজীভুক্ত মহাল পলগনা দিগর পরগণা বেঞা ডিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোরচন্দ্র ও নবালগ মণীন্দ্রনাথচন্দ্র অলিঅছি ভ্রাতা ও আশ্রয়কৈ অয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, টেকলাক্যনাথ চন্দ্র সাঃ শ্রীবাটী ডিঃ কাটোয়া হরেকর্দান গোলেচা সাঃ আজিমগঞ্জ ডিঃ আশলপুর ভজহরিচন্দ্র ও বিহুর চরণ চন্দ্র, পরমসুখ চন্দ্র ও নবালগ আশুতোষ চন্দ্র জিহরিচন্দ্র চন্দ্রের অলিঅছি মাতা শ্রীমতা ভবতারণী দেবী সাঃ শ্রীবাটী ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাঃ এই ।

সদর জমা ৭৪০৭১/১১ টাকা

বাকী ৪১৮১/০ টাকা ।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রর নামে ৯২৭/৬ টাকা সদর জমার একটি পৃথক হিসাব আছে এই অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৮৮ নং ভৌজীভুক্ত মহাল মজকুরি পরগণা মজকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বর্জমান, ডিঃ মন্তেশ্বর ও ডিঃ গাজুড় মালিক ভোঁনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বনোয়ারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নিলমনি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারীদেবী, উমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পরানচন্দ্র চৌধুরী, মাতঙ্গিনী দেবী শারদাপ্রসাদ ও অন্নপ্রসাদ চৌধুরী নিলমনি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেবী দুর্গাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃত্যকালী দেবী, দত্তকেশী দেবী দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ভবতারণী দেবী, প্রসন্নদেবী দেবী, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালিবিষ্ণু সুর্যধর ও শশিভূষণ, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার চৌধুরী শ্রীবাথ চৌধুরী, রামানথ চৌধুরী সাঃ চাঁপুনী ডিঃ কাটোয়া ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় সাঃ দাঁইহাট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাঃ সিদ্ধিপুর ডিঃ কাটোয়া দিননাথ চৌধুরী সাঃ চাঁপুনী ডিঃ কাটোয়া ।

সদর জমা ১৭২১০৭ টাকা

বাকী ১৭১ আনা ।

এই মহালে নিলচন্দ্র ভট্টাচার্যর নামে ৪৬৬৯ টাকা জমার একটি পৃথক হিসাব আছে এই অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৫১৭৪ নং ভৌজীভুক্ত মহাল সালকুনা পরগণা বর্জমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক নেথ আলিমুল্লাহ সাঃ সীকারপুর কেশরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ সালকুনা ডিঃ সাহেবগঞ্জ অধিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় চাঁদাংগের অলিমতা কল্যাণী দেবী সাঃ এই জীজী৭ দুর্গা চাঁকুরানীর সেবাইত ঐশ্বরচন্দ্র রায়, গোরাচাঁদ রায়, নিলমনি রায় সাঃ আরমচাঁদাই ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবুল হক সাঃ ডিবিজান মজলকোট ।

সদর জমা ১৬২০১৫ টাকা ।

বাকী ১১৫৬৭১ টাকা ।

এই মহালে নিলমনাথ ও কএটা পৃথক হিসাব আছে এই অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ঐশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র রায় ৩০৬৬/২০ টাকা ঐশ্বরচন্দ্র ও গোরাচাঁদ রায় ১০৩৭১১ টাকা ।

T. E. COXHEAD,

Collector.

NOTICE.

NOTICE is hereby given, to all whom it may concern, that from and after 1st Baisakh 1291 B. S., we have, by petition through our pleader Baboo Sasi Bhusan Mukurjea to the Judge and Magistrate and Collector of Moorshedabad, discharged all our previous General Agents and Am-Mukhtars, and that thenceforward we shall not be responsible for the acts of other persons. Henceforward our only General Agent is our brother-in-law (Deor) Baboo Sita Kanta Mookurjea, under General Power No. 22 of 1884, of Dinagepur Sudder Sub-Registry Office.

শ্রীমতি গিরিজামনি দেব্যা।

শ্রীমতি ব্রজমুন্দরি দেব্যা।

( 12—3 )

Government Cinchona Febrifuge.

**T**HIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কর্মচারিগণ সাধারণ ও দাভব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স তিন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স তিন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড তিন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স তিন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স তিন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড তিন ২০।।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স তিনে ১।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড তিনে ৫০ বার আনা, ডাকখানুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবাক্সা সিন্‌কোনা

নাল সিন্‌কোনা ছালা হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হুতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহা নানা বান্ধে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ সাধারণ ও দাভব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে দিয়া ২৪৮ টাকার এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৮ টাকার এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাওঁতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক খানুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

৯৯. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPR. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

[ গবর্ণমেন্ট গেজেটে। ১৮৮৪। ৩ জুন। ]

## FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাজাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রাণে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিস্টার-আট-লী ও জিজ্ঞাসিত বঙ্গদেশের সিবিল সার্জিসে নিযুক্ত বর্ডমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ ও রেন্ট-কমিশনারের যন্ত্র, ইন্নার টেম্পলের ইয়ুথ সি, ডি, ফিল্ড. এম, এ, ও এল, এল, ডি লাইফেবের এণ্ড বঙ্গদেশের ইয়ুথ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন এদেশের ভূস্বামিকারী ও প্রজাবিব্যক আইন সংহিতা।

একখানি পুস্তকের মূল্য ৫ পঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাজাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট একখানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পঁচ আনা পাঠাইবেন।

বস্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে।

## NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	...	...	10	0	0	per annum.
Postage	...	...	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal						
...	...	...	4	0	0	„
Postage	...	...	1	0	0	„
For a single copy—						
Entire Gazette	...	...	0	4	0	
Postage	...	...	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	...	...	0	1	0	for 4 sheets or under
with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.						
Postage	...	...	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমানুল এই অবধি নিম্নলিখিত  
 দ্বারা প্রদত্ত হইবে :—

সকঃসলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	১৮৮৩	১০০
ডাকমানুল	...	"	২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড ( বাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে )	...	"	৪৭
ডাকমানুল	...	"	১৭
সম্পূর্ণ এক খণ্ড গেজেটের মূল্য	...		১০
ডাকমানুল	...		১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড ( প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার নূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য )	...		১০
ডাকমানুল	...		১০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও সকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমানুল লাগিবে না ।

ই, এম. বেকার,  
 বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটী ছোট সেক্রেটারী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengales Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,  
 Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisements.—4 annas per line.	

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ৩ জুন । ]

## বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আদেশপত্রাতিরিক্ত এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েট স্থাপনায়াহঁতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত স্থাপনায়াহঁত কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তদ্বিস্তৃত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কন্ট বার দিবার জন্য টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বস্টন,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

---

বৃত্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্তিহার প্রকাশ করিবার হার এইঃ—				টাকা।
পুরী এক পৃষ্ঠা এক বার প্রকাশ করণের	...	...	...	২০৭
আধ পৃষ্ঠা " " "	...	...	...	১০৭
কখনই ইশ্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পৃষ্ঠা	...	...	...	১০

---

## বিজ্ঞাপন।

রাজকাৰ্য্যোগলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্থানান্তরে ওয়েস্ট টেম্পলের হাডায়ন্ডিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কাৰ্য্যবিভাগের আশিমে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাণীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

---

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বস্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্য জীবুত এডউইন বরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



# গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 17, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।

## CONTENTS.

	PAGE.	নিবন্ধ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	বাই।
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	611—641	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৩১১—৬৪১
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	বাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	বাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	বাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	বাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	বাই।
PART VIII.—Advertisements ...	595—636	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি ...	৫৯৫—৬৩৬
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেণ্ট গেজেট ...	বাই।

## PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

## ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2030A.

**GENERAL—***The 27th May 1884.*—Baboo Poorno Chunder Bysack, Temporary Sub-Deputy Collector, Narail, Jessore, is allowed leave for two and half months, viz., one month under section 128, rule 1, chapter X of the Civil Leave Code, and one and half months under section 134 of the Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 7th February last.

Baboo Ashootosh Mookerjee is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Narail, in Jessore, during the absence, on leave, of Babu Poorno Chunder Bysack, or until further orders.

*The 28th May 1884.*—Baboo Ganendra Nath Pal, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Noakhally, is allowed leave for three months, under rule 2, section 138, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

*The 30th May 1884.*—Mr. T. L. L. Jenkins, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Buxar, Shahabad, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that Sub-Division.

Moulvie Sujat Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

Moulvie Abdool Huq, temporary Sub-Deputy Collector, Bogra, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

Baboo Hurry Podo Ghose, temporary Sub-Deputy Collector, Chittagong Hill Tracts, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

*The 31st May 1884.*—The following Sub-Divisional Officers are authorized to exercise the powers of a Collector under section 3 of the Land Improvement Act (XXVI) of 1871 in the Southal Pergunnahs:—

Mr. W. M. Smith.	Mr. E. B. Harris.	Mr. J. A. Craven.
„ S. S. Jones.	„ F. Grant.	„ E. McL. Smith.

*The 2nd June 1884.*—Mr. J. C. Lloyd, Sub-Deputy Collector, Bogra, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

Baboo Nowrungi Lall, Sub-Deputy Collector, Durbhanga, is appointed to act as a special Deputy Collector for employment under the Public Works Department, Railway Branch, of this Government, in acquiring lands for the Chupra division of the Patna-Beraitch Railway, during the absence, on leave, of Babu Radha Shyam Sing, or until further orders.

Baboo Nowrungi Lall is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in the district of Sarun.

Mr. G. E. Manisty, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, is allowed furlough for six months under section 50, chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 10th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

*The 4th June 1884.*—Baboo Poorna Chunder Chatterjee, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, is allowed leave for one month, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Moulvie Abdool Ghuffoor, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is transferred to Midnapore, and is posted to the sudder station of that district, during the absence, on leave, of Baboo Poorna Chunder Chatterjee, or until further orders.

*The 5th June 1884.*—Mr. F. F. Handley, Officiating Inspector-General of Registration, is appointed to act as District and Sessions Judge of Rajshabye during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

বঙ্গদেশের জীয়ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

২০৩০ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—মশোহরের অন্তর্গত মড়াইলের ক্রিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসাক গত গেজিটারি মাসের ৭ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পালন তদন্ত-রিক্ত আড়াই মাসের ছুটী পাঠলেন, অর্থাৎ সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ও উক্ত বিধির ১৩৪ ধারামতে বেড় মাসের ছুটী পাইলেন।

জীয়ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসাকের ছুটী প্রায় ১০ অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীয়ত বাবু আন্ততঃ্য মুখোপাধ্যায়, মশোহরের অন্তর্গত মড়াইলের সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মে।—মগুরাখালীর একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল অন্যের প্রতি কর্মের ভারার্ণন করিবার ভার অধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—শাহাবাদের অন্তর্গত বঙ্গারের একটি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত টি, এল, এল, জেন্‌কিন্স সাহেব উক্ত মহকুমার ১৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের কমতা পাইলেন।

মেনিনীপুরের অন্তর্গত তমুকুর সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত মৌলবী সুল্লাত আলি আহম্মদ ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

বগুড়ার ক্রিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত মৌলবী আবদুল হক ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের পূর্ব তীর প্রদেশের ক্রিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত বাবু হরিগদ ঘোষ ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মে।—মিল্লিগিত মহকুমার কর্তৃপক্ষেরা ভূমির উৎকর্ষ সাধনার্থ ১৮৭১ সালের ২১ আইনের ৩ ধারামতে সীওতাল পরগনায় কালেক্টরের কমতাক্রমে কর্ম করিবার কমতা পাইলেন।

জীয়ত ডবলিউ, ডবলিউ, মিয়া সাহেব।

„ এস, এস, জোশ সাহেব।

„ ই, বি, হারিস সাহেব।

জীয়ত এক, গ্রান্ট সাহেব।

„ জে, এ, ক্রাবেন সাহেব।

„ ই, মকলম্মথ সাহেব।

১৮৮৪ সাল ১ জুন।—বগুড়ার সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত জে, সি, লয়ড সাহেব উক্ত জিলার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের কমতা পাইলেন।

জীয়ত বাবু রাশাশাম সিংহের ছুটী প্রায় ১০ অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দারভঙ্গার সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত বাবু নবরঙ্গী লাল পাটনা-বারিচ রেগুয়ের ছাড়া খণ্ডের অন্য ভূমিগ্রহণ করিবার নিমিত্তে এত গবর্নমেন্টের পাবলিক ওর্ডিন্যান্সের ১৮৭১ সালের ১০ আইনের ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

জীয়ত বাবু নবরঙ্গী লাল সারন জিলার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের কমতা পাইলেন।

ময়মনসিংহের একটি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত জি, ই, ম্যানিটি সাহেব এই মাসের ১০ তারিখ অধি অথবা তারিখ পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৫০ ধারামতে ছয় মাসের নিরমিত ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।—মেনিনীপুরের ক্রিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অন্যের প্রতি কর্মের ভারার্ণন করিবার ভার অধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

জীয়ত বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছুটী প্রায় ১০ অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, চান্দা ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ত মৌলবী আবদুল গফুর মেনিনীপুরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর কোর্টম্বে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—রাজকাপোপলক্ষে জীয়ত জে, বি, ওয়ার্ল্ড সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রেজিস্ট্রারী করণ কার্যের একটি ইমপ্লেস্টের ডেনরাল জীয়ত এক এক ছাওয়া সাহেব রাজশাহীর ডিষ্ট্রিক্ট ও মেনন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১১ জুন।]



In modification of the order of the 16th April last, Baboo Gunga Narain Roy, M.A., temporary Sub-Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act until further orders as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of that district with effect from the 16th April 1884.

*The 7th June 1884.*—Mr. G. E. Manisty, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, acted as Magistrate and Collector of that district from the 11th April to the 12th May 1884.

*The 9th June 1884.*—Mr. G. J. B. T. Dalton, Officiating Deputy Commissioner, Julpi-goree, is appointed to act until further orders in the first grade of Deputy Commissioners, with effect from the 1st April 1884, *vice* Colonel B. W. D. Morton, on leave.

Baboo Medni Prosad Sing, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is transferred to Purnea and is posted to the sudder station of that district.

Baboo Ram Anugrah Narayan Singh, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is appointed to have charge of the Sasseram sub-division of that district during the absence, on deputation, of Mr. C. P. Caspersz, or until further orders.

**REGISTRATION.**—*The 5th June 1884.*—Mr. A. W. Paul, Joint Magistrate and Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act as Inspector-General of Registration during the absence, on leave, of Mr. J. A. Bourdillon, or until further orders.

**EDUCATION.**—*The 28th May 1884.*—In supersession of all previous orders, the following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Bhagulpore:—

The Commissioner of the Bhagulpore Division	...	...
„ Magistrate of Bhagulpore.	...	...
„ Joint-Magistrate of ditto	...	...
„ District Judge of ditto	...	...
„ Inspector of Schools, Behar Circle	...	...
„ Assistant-Inspector of Schools, Bhagulpore Division	...	...
„ First Subordinate Judge, Bhagulpore	...	...
„ Second ditto	...	...
„ Senior Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore	...	...
„ Deputy-Inspector of Schools, Bhagulpore	...	...
„ Head Master, Bhagulpore zillah school	...	...

*Ex-officio.*

Baboo Brojo Mohun Thakur, Zemindar.

„ Hari Mohun Thakur, ditto.

Moulvie Syed Mahomed Ali, Sub-Registrar.

Mr. B. D. Bose, Barrister-at-Law.

Baboo Surja Narain Singh, B.L., Pleader.

„ Shib Chandra Banerji, B.L., ditto.

„ Shoshee Bhusan Mukherji, B.L., ditto.

„ Tarini Prosad, ditto.

„ Nibaran Chander Mukherji, M.A., B.L., ditto.

„ Akhileswar Prasad, B.L., ditto.

„ Chandra Sekhur Sircar, M.A., B.L., ditto.

„ Charu Chandra Mittra, B.L., ditto.

„ Kirti Chunder Chatterji, B.L., ditto.

Moulvie Ali Ahmed, B.L., ditto.

„ Abdul Gaffer, ditto.

„ Shujaet Ali Khan, Zemindar.

Baboo Bramha Nath Sen, manager, Bunelee Raj.

„ Saroda Prosad Chatterji, Personal Assistant to the Commissioner.

Baboo Saroda Prosad Chatterji is also appointed to be Secretary to the above Committee.

[*Government Gazette, 17th June 1884.*]

গত ১১ অক্টোবর আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। নদীয়ার ক্রিয়াকালীন সব-  
ডেপুটি কালেক্টর জি. ব. গুপ্তারায়ণ রায়, এম. এ. যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডেপুটি মাজিস্ট্রেট  
ও ডেপুটি-কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৮৪ সালের ১৬ অক্টোবর অর্থাৎ এই জিলার সমস্ত মোকামে  
অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ জুন।—ময়ন-সিংহের একটি ডাইট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি-কালেক্টর জি. ই.  
মাজিস্ট্রেট সাহেব ১৮৮৪ সালের ১১ অক্টোবর অর্থাৎ ১২ মে পর্যন্ত উক্ত জিলার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের  
কর্ম করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—কর্নেল জি. বি. ডবলিউ. ডি. মর্টন সাহেব দুই সপ্তাহে জলপাইগুড়ির  
একটি ডেপুটি কমিশনার জি. জে. বি. টি. ডালটন সাহেব ১৮৮৪ সালের ১ অক্টোবর অর্থাৎ যাবৎ  
অন্য আজ্ঞা না হয় ডেপুটি কমিশনারদের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পাটনার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি. ব. বেনিনীপ্রসাদ সিংহ পুরনিয়ার প্রেরিত  
হইয়া সেই জিলার সমস্ত মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

রাজকাঠোপলক্ষে জি. বি. পি. কালপার্জ সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা  
না হয় শাহাবাদের ক্রিয়াকালীন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি. ব. রামানুজম নারায়ণ  
সিংহ উক্ত জেলার অন্তর্গত শাশীরাঁম মহকুমার কাধোর ভার প্রদানার্থে নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্ট্রারী দপ্তর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—জি. জে. এ. বর্ডেন সাহেবের দুই প্রযুক্ত  
অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, নদীয়ার ডাইট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি. ব.  
এ. ডবলিউ. পাল সাহেব রেজিষ্ট্রারী দপ্তর কার্যের ইন্স্পেক্টর জেনরলের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৮ মে।—পূর্বের সকল আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল,  
নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ভাগলপুর জিলার স্কুল কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

ভাগলপুর থানের কমিশনার সাহেব	...	...	স্ব পদোপলক্ষে
ভাগলপুরের মাজিস্ট্রেট সাহেব	...	...	
এ জাইন্ট মাজিস্ট্রেট সাহেব	...	...	
এ ডিষ্ট্রিক্ট জজ সাহেব	...	...	
বিহার চক্রের স্কুল সমূহের ইন্স্পেক্টর সাহেব	...	...	
ভাগলপুর থানের স্কুল সমূহের আসিস্ট্যান্ট ইন্স্পেক্টর	...	...	
ভাগলপুরের প্রথম সর্ভিসেন্ট জজ	...	...	
এ বিভাগীয় এ	...	...	
এ পদজ্যেষ্ঠ ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর	...	...	
এ স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্স্পেক্টর	...	...	
ভাগলপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক	...	...	

জমিদার জি. ব. ব্রজমোহন ঠাকুর।

,, ,, বাবু হরিমোহন ঠাকুর।

সন-রেজিষ্ট্রার জি. ব. মৌলবী টেমসন মহম্মদ আলি।

বারিহার-আট-লা জি. ব. বি. ডি. বসু।

উকীল জি. ব. শ্রীমানাশ্রয়ণ সিংহ, বি. এল।

,, ,, বাবু শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এল।

,, ,, বাবু শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, বি. এল।

,, ,, ভারিগীপ্রসাদ বাবু।

,, ,, বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম. এ. ও বি. এল।

,, ,, বাবু অধিপেশ্বর প্রসাদ, বি. এল।

,, ,, বাবু চন্দ্রশেখর সরকার, এম. এ. ও বি. এল।

,, ,, বাবু চাক্রে দ্বিজ, বি. এল।

,, ,, বাবু কীর্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি. এল।

,, ,, মৌলবী আলি আহম্মদ, বি. এল।

,, ,, মৌলবী আব্দুল গফর।

জমিদার জি. ব. শুভায়েৎ আলি খাঁ।

বেনলি রাজের কাঁধাধ্যক্ষ জি. ব. বাবু ব্রজনাথ সেন।

কমিশনার সাহেবের স্বকীয় আসিস্ট্যান্ট জি. ব. শ্রীমান চট্টোপাধ্যায়।

জি. ব. শ্রীমান চট্টোপাধ্যায় উক্ত কমিটির লেকচারার পদেও নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪ ১৭ জুন।]

**OPIMUM.**—*The 2nd June 1884.*—Mr. R. Fraser, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, attached to the Benares Opium Agency, is allowed leave for three months under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 4th March 1884.

**MEDICAL.**—*The 27th May 1884.*—Assistant Surgeon Gobind Chunder Chatterjee is appointed to have medical charge of the Civil Station of Maldah, with effect from the afternoon of the 25th March last, during the absence on deputation of Dr. J. Wilson or until further orders.

**MUNICIPAL.**—*The 31st May 1884.*—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ranegunge Municipality in the district of Burdwan:—

Baboo Shamadhub Mookerjee, | Baboo Traylokho Nath Mookerjee,  
Mr. J. J. Doyle.

*The 2nd June 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Kooshtea Municipality in the district of Nuddea of Baboo Harish Chunder Roy to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the South Suburban Municipality in the district of the 24-Pergunnahs:—

Baboo Nabin Krishna Ghosal, | Baboo Brindaban Chandra Ghose,  
Baboo Shama Bilas Roy Chowdhry.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above Municipality:—

Baboo Umbica Churn Roy, | Baboo Panchanun Banerjee,  
Baboo Bhuban Mohan Ghose.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the South Suburban Municipality of Rai Jadub Chunder Ghose Bahadur to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Dinagepore Municipality:—

1. Rai Radha Gobind Roy Sahib Bahadur,	4. Baboo Ram Nath Bhattacharjee,
2. Monvie Mahomed Ali Khan,	5. „ Gopee Benode Das,
3. Baboo Mooraree Lal Bural,	6. „ Ram Ruttun Patuk,
7. Baboo Hurro Chunder Chuckerbutty.	

**ROAD CESS.**—*The 5th June 1884.*—Rai Kashiprasad is appointed to be a member of the Patna District Road Committee *vice* Kumar Sookraj Bahadur, deceased.

The following gentlemen are appointed to be members of the Poores District Road Committee:—

Baboo Nityanunda Das, | Baboo Bhikaree Misra,  
Assistant Superintendent of Police, *ex-officio*.

The following notification is republished from the *Assam Gazette*:—

*No. 195.—The 30th May 1884.*—Privilege leave of absence for two months and twenty-nine days, under section 74, Chapter V of the Civil Leave Code, is granted to Mr. W. C. Macpherson, c.s., Assistant Secretary to the Chief Commissioner of Assam from the 23rd June 1884.

F. B. PEACOCK,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

**FORESTS.**—*The 30th May 1884.*—Mr. C. A. G. Lillingston, Assistant Conservator of Forests of the second grade, is appointed to officiate in the fourth grade of Deputy Conservators of Forests with effect from the 7th April.

A. P. MACDONNELL,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

[ *Government Gazette*, 17th June 1884.]

আকীম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২ জুন।—বাণারস আকীমের এজেন্টে নিযুক্ত আকীমের আদিনি-ফাতে-সব-ডেপুটী এজেন্টে জিয়াউর আর, ফেসর সাহেব সিবিলা কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ৪ মার্চ অবধি ভিন্ন মাসের ছুটি পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—রাজকাফোপালকে ডাক্তর জিয়াউর জে, উইলসন সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যখন অন্য আজ্ঞা না হয়, আদিনিফাতে সর্জন জিয়াউর গোবিন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত মার্চ মাসের ২৫ তারিখের অপরাহ্ন অবধি মালদহের সিবিলা টেনশনের চিকিৎসা কার্যে তার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩১ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পূর্ববঙ্গ জিলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জিয়াউর বাবু শামাধব মুখোপাধ্যায়। | জিয়াউর বাবু টেলোফাসাথ মুখোপাধ্যায়।  
জিয়াউর জে.জে.ডয়লী সাহেব।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুটাই মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের জিয়াউর বাবু হরিশ্চন্দ্র রাইকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার জিয়াউর লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৪ পূর্ববঙ্গ জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ শাখানগর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জিয়াউর বাবু নবীনকৃষ্ণ ঘোষাল। | জিয়াউর বাবু রক্ষাবনচন্দ্র ঘোষ।  
জিয়াউর বাবু শ্যামাবিলাস রায় চৌধুরী।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটিতে কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

জিয়াউর বাবু অম্বিকাচরণ রায়। | জিয়াউর বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।  
জিয়াউর বাবু ভুবনমোহন ঘোষ।

দক্ষিণ শাখানগর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের জিয়াউর রায় বাদলচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জিয়াউর লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দিনাজপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ১। জিয়াউর রায় রাণীগোবিন্দ রায় সাহেব বাঁচাচর। | ৪। জিয়াউর বাবু রাঘবনাথ ভট্টাচার্য। |
| ২। জিয়াউর বোননী মহম্মদ আলি খাঁ।                | ৫। জিয়াউর বাবু গোপীবিনোদ দাস।      |
| ৩। জিয়াউর বাবু হুরারিলাস বড়াল।                | ৬। জিয়াউর বাবু রামরতন পাঠক।        |
|   | ৭। জিয়াউর বাবু হরচন্দ্র চক্রবর্তী। |

পঞ্চক বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—কুমার সুধরাজ বাঁচাচর মৃত্যু হওয়ার পরে জিয়াউর রায় কালী-প্রসাদ পাটন্য জিলার পঞ্চকমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পুরী জিলার পঞ্চকমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জিয়াউর বাবু তিয়ার্দ দাস। | জিয়াউর বাবু ভিতারী মিশ্র।  
পোলীসের আদিনিফাতে সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্যার পদোপলকে।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১৯৫ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—আসামের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের আদিনিফাতে সেক্রেটারী জিয়াউর ডবলিউ, সি, মাকফার্সন সাহেব, সি, এস, সিবিলা কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৭ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন অবধি দুই মাস উনত্রিশ দিনের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

এক, বি, পীকক,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

#### বিজ্ঞাপন।

বনবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আদিনিফাতে বনরক্ষক জিয়াউর সি, এ, জি, লিলিংস্টন সাহেব ৭ আশ্রিত অবধি ডেপুটী বনরক্ষকদের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

এ, পি, মাকডনেল,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি সেক্রেটারী

[ গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন। ]

## NOTIFICATION.

*The 9th June 1884.*—In supersession of the notification of the 11th March 1884, published at page 444, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 12th March 1884, the following notification is published for general information :—

Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of docks for sea-going and inland vessels with warehouses for goods and a railway to connect such docks and warehouses with an extension of the South-Eastern Railway, it is hereby declared that for the above purposes a piece of land, measuring more or less 2,500 bighas, and bounded as follows, is required :—

On the North by the Garden Reach road from Whatgunge road to Motecjheel. The eastern boundary of the land commencing from Garden Reach road, runs along Whatgunge road to Puddopookur road, where it turns south on the Puddopookur road as far as the south end of Puddopookur tank. It then turns west on the road to the south of Puddopookur tank, from the south-west corner of which tank it joins Bissessur Mookerjee's lane by a line running due south. The boundary line then follows Bissessur Mookerjee's lane to its junction with Nulloaparra lane, along which it runs as far as the Circular Garden Reach road. From the end of Nulloaparra lane it follows the Circular Garden Reach road or a distance of more or less 150 feet, and then again turns south skirting the western boundary of Bhookylas till it meets the Hurrobass road. The boundary line then runs east on the Hurrobass road as far as Bhookylas road, which it follows to the junction of that road with the Budge Budge road. From this point the boundary is a straight line to a point on the west side of Diamond Harbour road 700 feet to the north of its junction with the Doorgapore road. The line then runs straight from this point to the junction of the Moyerpore road with the Moyerpore lane, and then follows the south side of Moyerpore lane to Tolly's Nullah. The boundary line then follows the west bank of Tolly's Nullah for a length of 1,000 feet when it turns west in a straight line to the junction of the Tollygunge and Shapore roads. The boundary then follows the Shapore road, Goragatchee road, Taratollah road, and Sonai third lane, to the junction of the latter with the Garden Reach Circular road. At the Circular Garden Reach road the boundary line again turns to the east and follows this road as far as Meethapookur road, where it turns north along the Meethapookur road to the north-west corner of Meethapookur tank. From this point to Garden Reach road the boundary is the west bank of Motecjheel tank.

This declaration is made under the provisions of Part II, section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land may be inspected in the office of the Deputy Collector for Railways at the Board of Revenue.

A. P. MACDONNELL,

*Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## NOTIFICATION.

*The 2nd June 1884.*—It is hereby notified for general information that, under the provisions of section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor declares the ferry over the Panar river, on the road from Belgatchi to Chandpore, in the district of Purneah, to be a public ferry.

E. N. BAKER,

*Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## ERRATUM.

*The 6th June 1884.*—In the Government notification dated the 3rd April 1884 published at page 504, part I of the *Calcutta Gazette* of the 9th idem, appointing Baboo Otool Chunder Chuckerbutty to be a member of, and Assistant Secretary to, the Bundipore Dispensary Committee, for "Baboo Otool Chunder Chuckerbutty" read "Baboo Otool Chunder Chatterjee."

E. N. BAKER,

*Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.*

[*Government Gazette*, 17th June 1884]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—১৮৮৪ সালের ১৮ মার্চের বাঙ্গলা গবর্নমেন্টে গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

রাজকীয় কার্খের নিমিত্তে অর্থাৎ সমুদ্রগামি ও দেশসন্ধানগামি জাহাজের গুনাবসর সুক্ণ উক এবং নৌবাহিনী রেলওয়ে বৃদ্ধি করিয়া এই উকের ও গুনাম যতের সঙ্গে সংযোগার্থ রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্টে কর্তৃক জমিলওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীপ্ত নোটেমেন্টে গবর্নর সাহেবের নিকটে এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কার্খের নিমিত্তে স্থানান্তরিত ২,৫০০/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন, উক্ত ভূমির সীমা এই—

উত্তর সীমা ওয়াটগঞ্জ পথ অবধি মতিঝিল পর্যন্ত মুচিখোলা পথ, পূর্ব সীমা মুচিখোলা পথ হইতে আরম্ভ হইয়া ওয়াটগঞ্জ পথের সঙ্গে পদ্মপুকুর পথ পর্যন্ত গিয়া পদ্মপুকুর পুকুরিণীর দক্ষিণ দিকের শেষ ভাগ পর্যন্ত পদ্মপুকুর পথে দক্ষিণমুখে যায়। পরে ইহা পদ্মপুকুর পুকুরিণীর দক্ষিণদিকে এই পথে পশ্চিম মুখে কিরিয়া এই পুকুরিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণহইতে খাড়া দক্ষিণগামি এক রেখা ক্রমে বিশেষরূপে সুখুবার লেনে মিলে। সীমার রেখাপরে মাঝুরা পাড়া লেনের সহিত বিশেষরূপে সুখুবার লেনের সংযোগ স্থান পর্যন্ত বিশেষরূপে সুখুবার লেনের সঙ্গে যায় ও মাঝুরাপাড়া লেনের সঙ্গে সরকালার গার্ডন রীচ পথ পর্যন্ত যায়। মাঝুরাপাড়া লেনের শেষ ভাগহইতে স্থানান্তরিত ১৫০ জুট পর্যন্ত সরকালার গার্ডন রীচ পথের সঙ্গে যায় ও পরে আবার দক্ষিণমুখে কিরিয়া ভূটেকলাসের পশ্চিম সীমার ধারেই করান পথে না মিলন পর্যন্ত যায়। সীমার রেখা পরে ভূটেকলাস পথ পর্যন্ত করান পথে পূর্বমুখে যায়। বঙ্গদেশের পথের সহিত ভূটেকলাস পথের সংযোগ স্থান পর্যন্ত ভাটার সঙ্গে চলে। এই স্থান হইতে কলাগাছ পথের পশ্চিমদিকের বিশেষস্থান পর্যন্ত সীমা সরল রেখা হয় এই বিশেষ স্থান ছুর্গাপুর পথের সঙ্গে কলাগাছ পথের সংযোগ স্থানের উত্তর দিকে ৭০০ জুট দূরবর্তী। পরে এই রেখা এই স্থান হইতে ময়মনপুর লেনের সঙ্গে ময়মনপুর পথের সংযোগ স্থান পর্যন্ত সরলভাবে যায়, ও পরে ময়মনপুর লেনের দক্ষিণদিকের সঙ্গে টালীর মালা পর্যন্ত যায়। সীমার রেখা পরে টালীর মালা পথের পশ্চিমদিকের সঙ্গে ১০০০ জুট দূরে গিয়া টালীগঞ্জ ও মাপুর। পথের সংযোগ স্থান পর্যন্ত সরল রেখার পশ্চিম মুখে কিরে। সীমা পরে মাপুরপথের গোঁরাগাছ পথের, ডাড়া টোলা পথের ও নোনাই ভূতীর লেনের সঙ্গে গার্ডন রীচ সরকালার পথের সহিত নোনাই ভূতীর লেনের সংযোগ স্থান পর্যন্ত যায়। সরকালার গার্ডন রীচ পথে সীমার রেখা আবার পূর্ব মুখে কিরিয়া এই পথের সঙ্গে মিঠাপুকুর পথ পর্যন্ত যায়, এই স্থানে উত্তর মুখে কিরিয়া মিঠাপুকুর পথের সঙ্গে মিঠাপুকুর পুকুরিণীর উত্তর-পশ্চিম কোণ পর্যন্ত যায়। এই স্থান হইতে গার্ডনরীচ পথ পর্যন্ত সীমা মতিঝিল পুকুরিণীর পশ্চিম পাড় হয়।

উক্ত টালীর মালাদেব সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ২ অধ্যায়ের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

উক্ত ভূমির মক্কা রেবিনিউ বোর্ডে রেলওয়ের ডেপুটি কালেক্টরের আকিলে দেখা হইতে পারিবে।

এ, সি, হাকডমেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জীপ্ত নোটেমেন্টে গবর্নর সাহেব পুরণিয়া জিলার অন্তর্গত বেলগাছী হইতে চাঁদপুর পর্যন্ত পথে পানার নদীর খেরা ঘাট ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে সরকারী খেরা ঘাট বলিয়া প্রকাশ করিলেন

ই, এল, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

অনুজ্ঞাপন

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।—বঙ্গীপুর ঔষধালয় কমিটির মেম্বর ও আসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পক্ষ জীপ্ত বাবু অভুলচন্দ্র চক্রবর্তীকে নিযুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের গবর্নমেন্টের যে বিজ্ঞাপন এই মাসের ১৫ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্টে গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৭৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায় তাহাতে “জীপ্ত অভুলচন্দ্র চক্রবর্তী” এই নামের পরিবর্তে “জীপ্ত বাবু অভুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়” পাঠ করিতে হইবে।

ই, এল, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৭ জুন । ]

## NOTIFICATION.

*The 6th June 1884.*—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, under clause 2, section 34, Act V (B.C.) of 1876, to vest in the Commissioners of the Pooree Municipality the charitable dispensary situated within that municipality, the said dispensary not being private property or the property of any religious institution or society.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## DECLARATION.

*The 4th June 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz., for a well for flushing the net-work of pipe sewers north of Goopee Kristo Pal's Lane, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 18, Goopee Kristo Pal's Lane, measuring more or less one chittack and five square feet only, situated in the Town of Calcutta in the district of the 24-Pergunnahs, is required. The land is bounded as follows :—On the north and west by public filled up drains, and on the south and east by premises No. 18, Goopee Kristo Pal's Lane.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land to be acquired is filed in the office of the Corporation of the Town of Calcutta.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.*

## DECLARATION.

*The 7th June 1884.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz., for improving Old Court House Lane, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 2, Lyon's Range, measuring more or less 1 chittacks and 22½ square feet only, is required in the town of Calcutta, district 24-Pergunnahs. The land is bounded on the north and west by No. 2, Lyon's Range, on the south by Lyon's Range, and on the east by Old Court House Lane.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan and specification of the land to be acquired is deposited in the office of the Municipal Commissioners for the town of Calcutta.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

[Third Publication.]

## NOTIFICATION.

*The 12th May 1884.*—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 38, Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed for the town of Gurbetta, in the district of Midnapore, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the said town of Gurbetta.

[ *Government Gazette*, 17th June 1884. ]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে পুরী মুনিসিপালিটির মধ্যে যে মাডবা ষ্ট্রমখালয় আছে, তাহা ব্যক্তি বিশেষের বা ধর্ম্মালয়ের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি না হওয়াতে বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণমতে উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরদের প্রাতি অপণ করিবার কপনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ গোপীকৃষ্ণ পালের লেনের উত্তরদিকে মন-নির্গত হইবার মলশ্রেণী পরিষ্কার করণার্থে কুপ করিবার জন্যে কলিকাতা মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কলিকাতা নগরে স্থানান্তরিত ১০ চুটাক ৫ বর্গফুট মাত্র পরিমিত (গোপীকৃষ্ণ পালের লেনে ১৮ নং;) একখণ্ড ভূমিপ্রয়োজন। উক্ত সীমা এই ২—উত্তর ও পশ্চিম সীমা সরকারী ভরাট করা মঙ্গলা, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব ভূমির সীমা গোপীকৃষ্ণ পালের লেনের ১৮ নং বাড়ী।

ইহাতে যীচাদেব সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

প্রজন্মের ভূমির নকশা কলিকাতা নগরের সমবাসিত সমাজের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ই, এন, বেকার

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন

১৮৮৪ সাল ৭ জুন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ওলড কোর্ট হৌস লেনের উৎকর্ষ সাধনার্থে কলিকাতা মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। মাত্র পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কলিকাতা নগরে স্থানান্তরিত ১০ চুটাক ২২ ১/২ বর্গফুট পরিমিত লিয়ন্স রেঞ্জ ২ নং একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পশ্চিম সীমা ২ নং লিয়ন্স রেঞ্জ, দক্ষিণসীমা লিয়ন্স রেঞ্জ, এবং পূর্ব সীমা ওলড কোর্ট হৌস লেন।

ইহাতে যীচাদেব সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় ভূমির নকশা ও বিশেষ বিবরণ কলিকাতা নগরের মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ই, এন, বেকার

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[ তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত। ]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রাতি ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা এবং ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অনুসারে কার্য করিয়া তিন বেদিনিপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্ত-মতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য নির্বাহার্থে উক্ত আইনমতে নিযুক্ত উক্ত নগরের আদ্যক্ষকের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কপনা করিয়াছেন।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন। ]



**BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871 FOR THE TOWN OF GURBETTA, IN THE DISTRICT OF MIDNAPORE.**

**PART I.**

*On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Gurbetta.*

1. The provisions of this Act shall be carried out by a Committee consisting of three official and three non-official members appointed for that purpose by Government.

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the local Government.

3. In the event of the death, removal, or resignation of any member of the Committee during his year of office an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

**PART II.**

*Rules for the conduct of business.*

4. The Committee shall meet for the transaction of business in the office of the local Sub-Registrar or Honorary Magistrate, who is the Chairman of the Committee, on the 15th of each month, or, if that date fall on a Sunday or holiday, on the next succeeding open day provided that it shall be lawful for the Chairman to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be issued to the members by the Chairman three clear days before hand.

6. No question shall be decided at any meeting unless its substance has been included in the notice prescribed in Rule 5.

7. Every question shall be decided by a majority of votes. In the event of an equal division, the Chairman shall have a casting vote.

8. The proceedings of every meeting shall be recorded in a book to be kept by the Chairman for the purpose.

**PART III.**

*On the receipt and disbursement of moneys under the Act.*

9. On the 15th October of each year a budget of the probable receipts and expenditure of the ensuing financial year, together with the opening and closing balances, shall be submitted to the Magistrate for the sanction of Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate an amount not exceeding Rs. 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year the Chairman shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. The report should be submitted through the District Magistrate and the Commissioner to Government.

**PART IV.**

13. If any person shall carry night-soil or other offensive matter through the town otherwise than in a closely covered receptacle, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

[ Government Gazette, 17th June 1884.

নেদিনিপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরের নিমিত্ত ১৮৭১ সালের মার্চের ৪ আইনের ৩৭ ধারামত উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্যে সকল করণকাণ্ডে সাহায্যার্থ গড়বেতানগরে কমিটী নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। গবর্নমেন্টের নিযুক্ত রাজকীয় পদধারি তিন জন কার্যকারকের ও বাহারা রাজকীয় কার্যকারক নহেন একরূপে নিযুক্ত একতর তিন জনের কমিটী দ্বারা এই আইনের বিধান কাণ্ডে পরিণত করা যাইবে।

২। আগামী রাজকীয় বৎসরে যেই ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসরের মার্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ গ্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্যকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্যকারক না হইলে কমিটীর অংশিষ্ট ব্যক্তির তাঁহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য্য চালাইবার বিধি।

৪। স্থানীয় সব-রেজিষ্ট্রার বা অটোমটিক মাজিস্ট্রেট যিনি কমিটীর সভাপতি হন তাঁহার আফিসে মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে। সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি সন্দের দিন হইলে তৎপক্ষতঃ যে দিনে আফিস খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন হইবে। কিন্তু সভাপতি মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করিতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় অন্ততঃ তাঁহার সম্পূর্ণ তিন দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরের এক অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ৫ ধারার নিদিষ্ট নোটিসে বিবেচ্য বিষয়ের ভাব নির্দিষ্ট না থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। অধিকাংশ ব্যক্তিদের মহাকুমার প্রত্যেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। সমসংখ্যক ব্যক্তিদের মতভেদ হইলে সভাপতি দ্বিতীয় মত দিতে পারিবেন।

৮। সভাপতি একথানা বই রাখিবেন, তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ লিখিতে হইবে।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি।

৯। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে বৎসরের প্রথম ও শেষ দফা উদ্ভূত থাকে তাহা সদ্ধ আগামী রাজস্বসম্পর্কীয় বৎসরের সম্ভাবিত জমা ও খরচের অনুমানপত্র গবর্নমেন্টের অনুমোদনার্থে মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্নমেন্টের অনুমত লইয়া অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হয় ও বৎসর তাহার সমালোচনাপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা যায়।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য বোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত সতির্কিত ও বিশেষ আয়ত্যাগন নিযুক্ত করা আনয়ক হইতে পারে ইত্যাদি কারণ বৎসরের অনুমানপত্র প্রযুক্ত করিতে গেলে, অত্যবশ্যক স্থলের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শতকরা ২৫ টাকা অধিক দিতে হইবে।

১২। মগর মোটর ও পরিষ্কার করণের কিস্তি কাষ্য করা গিয়াছে তাহাও ৩ টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাহার বিবরণিত হিসাব ও বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্ভূত রহিল তাহা লিখিয়া সভাপতি বৎসরের মধ্যে আইন ও কার্য্য কিরূপে চলিয়াছে প্রতিবৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। ই রিপোর্ট, জিলার মাজিস্ট্রেট ও কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গবর্নমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

১৩। কোন ব্যক্তি সর্বস্বত্বভাবে সদ্ধ আধার ভিন্ন অন্য প্রকারে নগরের মধ্যে দিয়া বিজ্ঞাপন করিয়া অন্য প্রকার লইয়া গেলে তাহার ৫ টাকা অধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[ গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৭ জুন । ]

14. The Committee shall open a register of the sweepers engaging for various parts of the town, specifying the name or names of the sweepers engaging for each part and responsible for its cleanliness, and shall supply each sweeper with a metal ticket bearing his number painted on it, and the section of the town to which he is attached, the spots fixed under section 24 of the Act, in which they are bound to deposit dirt, and any other detail that may seem necessary. Any sweeper neglecting to remove night soil from any part of the quarter for which he is responsible once in twenty-four hours shall be liable for each omission to a fine not exceeding Re. 1.

15. If any person shall bury or allow to be buried, within the limits of the town of Gurbetta night-soil or other offensive matter, or leave it within the premises occupied by him beyond such time as may be fixed by the Magistrate, he shall be liable to fine which may extend to Rs. 20, provided that this penalty shall not extend to manure heaps until notices to remove them have been issued by the Health Officer. The Chairman of the Committee may issue notice ordering any person to remove any offensive matter that may be buried on the premises occupied by him within a specific term. Any person neglecting to comply with such notice shall be liable to a daily fine not exceeding Rs. 2 from the date of the expiry of notice.

16. If any person shall dispose, or cause to be disposed of, within the limits of the town of Gurbetta any corpse, or part of a corpse, otherwise than by burning or burying it at or in some burning or burial ground, specially set apart for that purpose, and fixed by the Chairman of the Committee with the assent of the Health Officer, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

17. Any person allowing land or premises occupied by him within the limits of the town of Gurbetta to be used as a camping place for cattle or carts or any beasts of draught or burden shall be bound to permit such premises to be inspected by the Health Officer or Chairman of the Committee, or any officer they may depute, and shall be liable to any penalty provided for any infringement of the laws or bye-laws committed on his premises.

18. Whoever shall offer for sale fish unfit for food, or shall offer for sale any fish in any part of the town except in places notified by the Magistrate, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

#### PART V. *Miscellaneous.*

19. At each monthly meeting of the Committee one or more members shall be appointed to supervise the working of the Act during the calendar month next following.

20. The remarks and orders of the working member or members for each month, and the remarks of inspecting officers, shall be entered in the minute book prescribed in Rule 7.

21. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

22. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

23. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in Urdu, Hindustani, and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

24. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

25. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

#### APPENDIX A.

##### *Form of Notice under Section 14.*

Lodging-house No.

Proprietor or (Manager) A. B.

Licensed to accommodate—Lodgers.

*Signature.*

১৪। কমিটী নগরের নাম অংশে নিযুক্ত মেতরদের এক রেজিষ্টার খুলিবেন, প্রত্যেক অংশে যে বা যে মেতর নিযুক্ত হইবে তাহার বা তাহাদের নাম তাহাতে লেখা থাকিবে, তাহার তাহা পরিষ্কার রাখিবার দায়ী হইবে ও কমিটী প্রত্যেক জন মেতরকে খাতুময় টিকিট দিবেন, সেই টিকিটে তাহার নাম ও নগরের যে ভাগে সে নিযুক্ত, তাহাও আর্টনের ১৪ ধারানুসারে নির্দিষ্ট যে স্থানে মথলা ফেলিতে হইবে সেই স্থানের কথা ও অন্য যে কথা লেখা বাধ্যতায় তাহা রহিয়া লেখা থাকিবে। কোন মেতর পক্ষীয় যে অংশের নিযুক্ত দায়ী সেই অংশের বিষ্ঠা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার ফেলাইতে শৈথিল্য করিলে যত বার করে তাহার প্রত্যেক বারের নিযুক্ত তাহার ১২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৫। কোন ব্যক্তি যদি গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে বিষ্ঠা কিস্তী ভূগঞ্জজনক অন্য দ্রব্য পৌঁতে বা পুতিতে দেখা কিম্বা মাজিক্রেট যে সময় নিরূপণ করিয়া দেন তাহার অধিক কাল আপন বাড়ীর মধ্যে রাখে, তাহা হইলে তাহার ১০২ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষক সারের গাদা স্থানান্তর করিবার নোটিস না দিলে এই দণ্ড তৎপ্রতি বর্জিত নহে। কোন ব্যক্তি আপন বাড়ীর মধ্যে ভূগঞ্জজনক কোন দ্রব্য পুতিলে কমিটীর সভাপতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা করিয়া নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই নোটিস অনুযায়ী কর্ম করিতে শৈথিল্য করিলে নোটিসের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইবার তারিখ অবধি দিন প্রতি তাহার ২২ ছই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৬। কমিটীর সভাপতি স্বাস্থ্যরক্ষকের সম্মতিক্রমে শবদাহ করিবার কি কবর দিবার নিযুক্ত গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে স্বতন্ত্র যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন কোন ব্যক্তি সেই স্থানে কোন শব বা শবের কোন অংশ দাহ না করিয়া বা কবর নহু দিয়া অন্য স্থানে তাহা লইয়া কার্য করিলে বা করাইলে তাহার ১০২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৭। কোন ব্যক্তি গড়বেতা নগরের সীমার অন্তর্গত আপন মথলী ভূমি বা বাটী গবাদি, গরুগাভী কিম্বা গাড়ির বা ভারবাহী কোন পশু রাখিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইতে দিলে সেই ভূমি বা বাটী স্বাস্থ্যরক্ষককে বা কমিটীর সভাপতিকে কিম্বা তাঁহাদের প্রেরিত কোন কর্মচারীকে দেখিতে দিতে বাধ্য থাকিবেন, ও তাহার বাড়ীতে আইন বা উপবিধি লঙ্ঘন করা গেলে তজ্জন্য যে দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে তাহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

১৮। কোন ব্যক্তি আহারের অনুপযুক্ত মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে কিম্বা মাজিক্রেট বিজ্ঞাপন দিয়া যে স্থান নির্ণয় করিয়াছেন তন্নিম্ন নগরের কোন অংশে কোন মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে তাহার ১০২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৯। কমিটীর প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে পঞ্জিকার তৎপর মাসে আইনের কার্য কিরূপে চলে ইহা পর্য্যবেক্ষণার্থে এক বা অধিক জন মেম্বর নিযুক্ত হইবেন।

২০। কার্য্যাদি এক বা অধিক জন মেম্বরের প্রত্যেক মাসের মন্তব্য ও আজ্ঞা এবং পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষদের মন্তব্য ৭ ধারার নির্দিষ্ট কাগজবিন্যয়ের বহীতে লিখিতে হইবে।

২১। যে ব্যক্তি বাসাবাড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন তিনি এই আইনের এক কেতা ও ১৪ ধারার নির্দিষ্ট এক কেতা ছাড়া নোটিস জর্য করিবেন। সেই নোটিস এই বিধির A চিহ্নিত ফ্রোডপত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

২২। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিষ্টারের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ফ্রোডপত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

২৩। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন যাত্রী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এই কথা তক্তায় উড়িয়া ও হিন্দুস্তানী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট লিখিত হইয়া দেই ২ ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তক্তায় স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

২৪। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাসাবাড়ীর বা গোটেলের প্রত্যেক জন রক্ষক এক খানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। তথায় যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে প্রকৃপ এক ২ খান টিকিট দিতে হইবে।

২৫। এই আইনের কাব্যপক্ষে আগ্রিল মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্সপত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ফ্রোডপত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী নম্বর।

মালিক (বা কার্য্যাদক্ষ) ক, খ।

এত জন যাত্রীদের স্থান দিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

( স্বাক্ষর )

## APPENDIX B.

*Form of Inspection Register under Section 15.*

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodging-house.	Result of inspection.	Orders by Magistrate or Health Officer.

E. N. BAKER,

*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

'Third Publication.'

**NOTIFICATION.**

*The 13th May 1884.*—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 311, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Sitamarhee Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Municipal Commissioners, under section 313 of the Act, for that municipality :—

## BYE-LAWS

1. An ordinary general meeting of the Commissioners shall be held on the 1st Saturday in every month.
2. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give a receipt for it.
3. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.
4. No owner or occupier of any house, land or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, filth, of any kind to flow or be discharged from such privy into any drains, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

**Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.**

5. No person shall throw, deposit or discharge any night-soil, sewage or the contents of any drain, privy or cesspool into any river, tank, khal, water-course or receptacle for water, or dispose of the above mentioned kinds of offensive matters in any other way than as the Commissioners may from time to time direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

- d. No person shall burn, or cause to be burnt, any corpse on any ground which is not especially provided and defined for the purpose, and no person shall bury a corpse in a grave less than 4½ feet deep, so that there may be 3½ feet of earth over the corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

- 7. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse or part thereof to any burning ground shall burn, or cause the same to be burnt, within three hours after its arrival at the said burning ground.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

8. The persons who bring a corpse to be burnt shall cause the same, together with all clothes and other coverings of the corpse, to be completely reduced to ashes. Provided that where such persons through poverty are unable to provide means for completely reducing such corpse and coverings to ashes, they shall permit (or shall cause, if the Commissioners do not undertake this duty) such corpse and coverings to be forthwith buried within ground specially provided (by the Municipal Commissioners) for the purpose.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

B চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১২ ধারামতে পরিদর্শনের সেক্টরের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারী কার্যকারকের নাম।	বালাবাড়ীর নম্বর ও নাম।	পরিদর্শনের কল।	মালিকের বা বাধ্যতাকার নামের আজ্ঞা।

ই, এম, বেকার,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[ তৃতীয়বার প্রকাশিত। ]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সাধারণ অবগত্যর্থ্য এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বলীয়ার আইনের ৩১৭ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা-ক্রমে কার্য্য করিয়া এবং সীতামতী মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে তিনি উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের প্রণীত উক্ত মুনিসিপালিটির নিয়মাবলি উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।—

উপবিধি।

- ১। প্রতি মাসের প্রথম শনিবারে কমিশ্যনরদের নিয়মিত সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।
- ২। তাঁহা আদায়কারি কোন কর্মচারী কোন দাওয়ার পরিশোধে টাকা লইলে তাহার রসীদ দিবে।
- ৩। কমিশ্যনরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্ত্ত্ব নৈখিল্য করিলে তাঁহারা তাহার এক মাসের বেতনের অতিরিক্ত দণ্ড করিতে পারিবেন।
- ৪। কোন স্বামির কি দখলকারের ঘরের কি বাড়ীর মধ্যে পাঠখানা থাকিলে তিনি কোন নর্দমার, জলপ্রণালীতে, নদীতে, পুকুরিণীতে, গর্ত্তে বা খাতে কিম্বা বাগানে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তল দাঁড়ায় এতৎ কোন স্থানে সেই পাঠখানার বিষ্ঠা মূত্র কি কোন প্রকার ময়লা জব্য যাইতে কি পড়িতে দিবে না।  
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।
- ৫। কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা কি নর্দমার ময়লা জব্য কিম্বা কোন নর্দমার কি পাঠখানার কিম্বা কোন গলিঅবস্থার জব্য কোন নদীতে, পুকুরিণীতে, খালে, কি জলস্রোতে কি জলাধারে ফেলিবেন কি রাখিবেন কি পড়িতে দিবে না, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দুর্গন্ধজনক জব্য লইয়া বাহ্য করিতে হইবে বলিয়া মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের সময়ে আদেশ করেন উক্ত অম্যক্রমে কার্য্য করিবেন না।  
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।
- ৬। শব দাহ করিবার নিষিদ্ধ যে স্থান বিশেষভাবে রক্ষিত ও নির্দিষ্ট হয় নাই কোন ব্যক্তি এমনত কোন স্থানে কোন শব দাহ করিবেন বা করাইবেন না, এবং কোন ব্যক্তি ৪১ ফুটের কম গভীর কোন কবরে শব পুতিবেন না, কেন না শবের উপর ৩১ ফুট মাটি ঢাপা দিতে হইবে।  
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।
- ৭। কোন ব্যক্তি শব দাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিলে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে সেই স্থানে আনিবার পর তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবে কি করাইবে।  
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।
- ৮। দাহ করিবার জন্য যাহারা শব আনয়ন করেন তাঁহারা শবের বস্ত্র ও অন্যান্য আচ্ছাদন সূত্ৰ সমুদয় জব্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করাইবেন। কিন্তু স্রষ্ট্রতা নিবন্ধন যাহারা শব ও আচ্ছাদন ত্যাগ করিবার খরচ দিতে অপারক হন মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের শবাদি প্রোথিত করিবার জন্য বিশেষভাবে যে স্থান রাখিয়াছেন তাঁহারা সেই স্থানে অবিলম্বে তাহা পুতিতে দিবে বা (কমিশ্যনরদের সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিলে) পোতাইবেন।  
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

9. No person shall remove from any burial ground or (except for the purpose of burial as aforesaid) from any burning ground any clothes or coverings brought to such burial or burning ground with a corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

10. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway unless it be decently covered and totally concealed from view.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

11. No persons while carrying any corpse, or a part of a corpse, shall, except for the purpose of temporarily resting themselves, deposit it on or near any public highway.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

12. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance or discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5; penalty for continued infringement after notice Re. 1, daily.

13. The Commissioners may give notice, in writing, to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct, and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Re. 1 until such requisition be complied with.

14. No persons shall allow any pigs to be at large in any public place, except when they are being removed from one place to another.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

15. No person shall enlarge or deepen any existing tank, drain, channel or other excavation without the permission of the Commissioners.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

16. No person shall cut soda or grass, or remove earth or grass, from the margin of any public road or from any public drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

17. No person shall let off any fire-balloons, fire-works or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

18. No cart laden with bamboos shall use the public road within the limits of the municipality, unless it is attended by another man besides the driver.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

E. N. BAKER,  
*Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.*

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

*The 13th May 1884.*—In the exercise of the powers conferred on him by section 38 of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor approves and confirms the following bye-laws, which have been framed for the town of Raneegunge, in the district of Burdwan, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the town of Raneegunge:—

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871.

PART I.

*On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Raneegunge.*

1. A Committee consisting of four official and four non-official members shall be appointed to assist the Sub-Divisional Officer and Health Officer in carrying out the provisions of the Act.

[Government Gazette, 17th June, 1884.]

৯। কোন ব্যক্তি শবের সঙ্গে আনৌ ও কোন এক বা আছাদন দ্বারা কণা ছান বা দাঁচ করিবার স্থান পূর্বোক্ত রূপ প্রাপ্ত করিবার আত্মপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে কোন কণার স্থান হইতে দিবা শব-দাঁচ স্থান হইতে স্থানান্তর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৭ টাকা দণ্ড।

১০। কোন ব্যক্তি কোন শব বা শবের অঙ্গ উপযুক্তমতে না ঢাকিয়া ও সাধারণের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাস পথে দিয়া গিয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ টাকা দণ্ড।

১১। লোকে শব বা শবের কোন অংশ বচন করিবার সময়ে চিরংকান প্রিয়মার্থ ভিন্ন অন্য হেতুতে কোন রাস পথে বা তরিকটে গাছা নামাইবে না।

• এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ টাকা দণ্ড।

১২। কোন ঘরের কি গাংমীর ছাদের জন পড়িয়া যাহাতে কোন সরকারী পথের বা নদীর হানি হয় কিম্বা হানি হইবার সম্ভাবনা কোন ব্যক্তি জন গাইবার বা নির্গত হইবার এমন নল বা অন্য বিষয় বসাইবেন না কিম্বা অন্যকে বসাইতে দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকা দণ্ড। মোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১৭ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৩। কোন পথের বা নদীর হানিজনকভাবে কোন ঘরের ছাদের জন পড়িবার এক বা অধিক নল এখন লাগান থাকিলে, কমিশনারেরা ঐ ঘরের আশ্রিত উপর লিখিত নোটিশ দিয়া তাঁতানের আদেশ-মতে ৭ সাত দিনের মধ্যে ঐ নল তুলিয়া ফেলিবার বা পরিবর্তন করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ও কোন ব্যক্তি ঐ নোটিশ অনুযায়ী কর্ম করিতে ক্রটি করিলে তাঁতার ১০৭ দশ টাকা দণ্ড অনধিক দণ্ড, ও যত দিন সেই আদেশমত কর্ম করা না যায় তাহার দিন প্রতি তাঁতার ১৭ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪। কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার সময় ভিন্ন সরকারী কোন আসে শূকর ছাড়িয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ দশ টাকা দণ্ড।

১৫। এখন গে পুঙ্খরিণী, নদীমা, জংপথ বা অন্য খাত আছে কোন ব্যক্তি কমিশনারদের অনুমতি বিনা তাঁতা রক্ষা বা গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৭ পঞ্চাশ টাকা দণ্ড।

১৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের পাশ হইতে বা সরকারী কোন নদী হইতে শাসের চাপড়া কি শাল কাটিবেন না বা মাটি বা শাল উঠাইয়া লইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ বিশ টাকা দণ্ড।

১৭। মুনিসিপাল কমিশনারদের অনুমতি না পাইলে কিম্বা কমিশনারেরা পোষণে আদেশ করুন তত্বে অন্যরূপে কোন ব্যক্তি সরকারী কোন রাস্তায় কি রাস্তার নিকটে অগ্নি বেলুন কি আগুনবাগি কি আগুন অস্ত্র ছুড়িবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ বিশ টাকা দণ্ড।

১৮। গাড়ওয়ান ভিন্ন আর এক জন লোক সঙ্গে না থাকিলে কোন গরুরগাড়ী বাশ গোয়াই করিয়া মুনিসিপালিটীর মীমার অন্তর্গত সরকারী পথ দিয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ টাকা দণ্ড।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

### [ তৃতীয়বার প্রকাশিত । ]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১১ মে।—জ্যুত সেনেটনেটে গবর্ণর সাহেবের প্রক্তি ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইনদ্বারা ও ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইনদ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অনুসারে কার্য করিয়া তিনি বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত রানীগঞ্জ নগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্তমতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য নির্বাহার্থে এই আইনমতে নিযুক্ত আস্থারক্ষক সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি অনুমোদন ও দৃঢ় করিলেন।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৭ ধারামত উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণার্থে সাহায্যার্থ রানীগঞ্জ নগরে কমিটি নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। এই আইনের বিধান সকল করণার্থে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও আস্থারক্ষক সাহেবের সাহায্য করণার্থ রাজকীয় চারিজন কার্যকারককে ও বাহারা রাজকীয় কার্যকারক নছেন এমন চারিজনকে লইয়া কমিটি নিযুক্ত করা হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]



2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the Local Government.

3. In the event of the death, removal or resignation of any member of the Committee during his year of office, an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member, his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

#### PART II.

##### *Rules for the conduct of business.*

4. A meeting of the Local Committee appointed by the Local Government to assist the Sub-Divisional Officer and the Health Officer to carry out the provisions of the Act shall be held for the transaction of business and inspection of accounts at the sub-divisional office on the 15th of every month not being a Sunday or holiday, in which case the meeting shall be held on the next open office day, provided that it shall be lawful for the Sub-Divisional Officer to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be given to each member at least four clear days before the day appointed for the meeting.

6. No question shall be finally decided on the first occasion it is brought before the Committee, unless the nature of the question has been fully described in the notice prescribed by the last bye-law.

7. The subject or subjects brought before the Committee shall be decided by a majority of votes. In the event of divisions, the Sub-Divisional Officer, or, in his absence, the Health Officer, shall have a casting vote.

8. The Health Officer shall be *ex-officio* Secretary to the Committee, and the Sub-Divisional Officer, President. The proceedings of every meeting shall be recorded by the Secretary in a book kept for the purpose.

#### PART III.

##### *On the receipt and disbursement of moneys under the Act.*

9. On the 15th October in each year, a budget of probable receipts and of proposed expenditure during the ensuing year shall be submitted for the sanction of the Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate, an amount not exceeding 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year, the Sub-Divisional Officer shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. This report shall be forwarded through the Commissioner to Government.

#### PART IV.

##### *Miscellaneous.*

13. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 of the Act, which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

14. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

[*Government Gazette*, 17th June 1884.]

২। রাজকীয় কোম বৎসরে গের ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ তৎপূর্ব বৎসরের মার্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ গ্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য দায়িত্বকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্যকারক না হইলে কমিটীর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

#### দ্বিতীয় খণ্ড।

##### কার্য চালাইবার নিয়ম।

৪। আইনের বিধান সকল করণার্থে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের সাহায্য করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে স্থানীয় কমিটী নিযুক্ত করেন তাঁহারা প্রতি মাসের ১৫ তারিখে কার্য নিষ্পাদন করিবার ও হিসাব দেখিবার জন্য মহকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারীতে অধিবেশন করিবেন। সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি বৃহস্পতি দিন হইলে, তৎপশ্চাত্তম দিনে কাছারী খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন করিবেন। কিন্তু মহকুমার কর্তৃপক্ষ মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় তাহার অন্ততঃ সম্পূর্ণ চারি দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরেরই অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ইহার পূর্বে ধারায় যে নোটিস দিবার বিধান হইয়াছে তন্মধ্যে অধিবেশনকালীন বিবেচ্য বিষয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট না থাকিলে, কোন বিষয় প্রথমবার কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত করা গেলেই চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। কমিটীর সম্মুখে যে কোন বা গের বিষয় উপস্থিত করা যায় কমিটীর অন্তর্গত অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতানুসারে সেই নোটিসের বৎসরের নিষ্পত্তি হইবে। মতভেদ হইলে মহকুমার কর্তৃপক্ষ কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব দ্বিতীয় বার দিতে পারিবেন।

৮। স্থায়ী পদোপলক্ষে আহার্যক সাহেব কমিটীর সেক্রেটারী ও মহকুমার কর্তৃপক্ষ সতাপতি হইবেন। সেক্রেটারী একখানা বড় রাশিয়া তাম্বা প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্যের বিবরণ লিখিবেন।

#### তৃতীয় খণ্ড।

##### এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি।

৯। প্রতিবৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে আগামি বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও প্রস্তাবিত খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেন্টের অনুমোদনপথে অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাধীনে অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না ওয়া ও বৎসর ২ তাহার সমালোচনাপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা আবশ্যিক।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য কোনের সন্ধান হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আয়ত্যাগ নিযুক্ত করা আশঙ্ক্য হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে অত্যাবশ্যক স্থানের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া গণ্য করা ১২ টাকার অনধিক পরিতে হইবে।

১২। নগর মেট্র ও পরিষ্কার করণের কিং কার্য করা গিয়াছে তদ্বা ও কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব বৎসরেন অবসান কত টাকা উদ্বৃত্ত রহিল তাহা লিখিয়া মহকুমার কর্তৃপক্ষ বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য করিতে চলিয়াছে প্রতি বৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। এই রিপোর্ট কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে।

#### চতুর্থ খণ্ড।

##### বিবিধ বিধি।

১৩। যে ব্যক্তি বাসান্দী রীতিধার জমা এই আইনমতে লাইসেন্স লন, তিনি এই আইন নর এককোষ ও আটনের ১৪ ধারার নির্দিষ্ট এককোষ ছাপা নোটিস আনাইয়া লইবেন। সেই নোটিস এই উপবিধির A চিহ্নিত ফোড়পত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

১৪। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিস্ট্রারের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ফোড়পত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

15. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in English and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

The penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 2 daily.

16. Every lodging house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

17. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

*Form of Notice under Section 14.*

Lodging-house No. .

Proprietor (or Manager) A. B.

Licensed to accommodate \_\_\_\_\_ Lodgers.

*Signature.*

APPENDIX B.

*Form of Inspection Register under Section 15.*

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodging-houses.	Result of inspection.	Order by Magistrate or Health Officer

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

*The 15th May 1884.* It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to enforce the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Nasirabad Municipality at a meeting under section 313 of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of publication of this notification within the above municipality.

*Additional bye-laws for the Nasirabad Municipality.*

I. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners, provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

II. No person shall build, or cause to be built, any latrine or urinal, or shall deposit or cause to be deposited, filth, dirt or dung, within ten feet of any public road, or public drain, or private drain leading to a public one.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

III. Any one tethering cattle or driving bullock carts on the "course" shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

IV. No person shall let loose, or cause or allow to be let loose, any horse, pony, cattle pig, goat, sheep or donkey on the public roads, lanes or pathways within municipal limits and no person shall tether or graze cattle, horse, pony, pig, goat, sheep or donkey or other animals, or cause them to be tethered, or cause or allow them to stray on any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

১৫। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন বাত্মী অঙ্কন থাকিতে পারে এই কথা তত্ত্বায় ইংরাজী ও বাঙ্গালী ভাষায় স্পষ্ট নিখিও হইয়া সেই ঘরে সটকাল থাকিবে ও সেই তত্ত্বায় স্বাক্ষরকক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

নোটিস পাঠবার পর লঙ্ঘন হইলে প্রতিদিন ২২ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

১৬। স্বাক্ষরকক সাহেব আঞ্জাদলে বাসাবাড়ী বা চোটেলে প্রত্যেক জন রক্ষক কএকখানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একদিনক্রমে নথর দেওয়া যাইবে। এ বাড়ীর মধ্যে যতজন আদিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে একটুকু এক খান টিকিট দিতে হইবে।

১৭। এই আইনের কার্য্যপক্ষে আশ্রয় মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্সপত্র চলিবে।

#### A চিহ্নিত ফোর্ডপত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী নথর  
মালিক (বা কার্য্যাব্যক্ষ) ক, খ।  
এত জন যাজদের স্থান দিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

#### B চিহ্নিত ফোর্ডপত্র।

১৫ ধারামত পরিদর্শনের রেজিষ্টারের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারি কার্য্যকারকের নাম।	বাসাবাড়ীর নথর ও নাম।	পরিদর্শনের ফল।	মালিকের বা স্বাক্ষরকক সাহেবের আজ্ঞা।

ই, এন, কোর,

বঙ্গদেশের পদার্থমেন্টের একটুই সেক্রেটারী।

[ভূমিবার প্রকাশিত।]

১৮৮৭ সাল ১২ মে।

১৮৮৭ সাল ১২ মে।—স্বাক্ষরককের অধিকাংশ এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, মসিরা-বার মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কার্য্য দর্শান না গেলে, জুই ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ সালের বঙ্গীয় ও আইনের ৩১৪ ধারামতে এদন্ত কমিশনসমূহের কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের ৩১৪ ধারামতে উক্ত মুনিসিপালিটির লভ্যগত কমিশনারদের প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিদ্যুত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

মসিরা-বার মুনিসিপালিটির অতিরিক্ত উপবিদ্যুত।

১। কমিশনারেরা যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেন তদ্রূপ ব্যক্তিবর্গের বাত্মীর বাহিরের কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করিবেন না, কিন্তু সেই স্থান কমিশনারদের স্বত্ব করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫২ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

২। কোন ব্যক্তি সরকারী রাস্তার কি সরকারী নদীর কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের গে. নদীয়া সরকারী নদীয়া পর্য্যন্ত যার তাহার দশ ফুটের মধ্যে কোন পাঠখানা বা মূত্রত্যাগের স্থান গাঁথিবেন বা গাঁথাইবেন না, কিম্বা ময়লা কি গর্জিত্র বা গোবর জমা করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩। কোন ব্যক্তি “মোড় দোড়ের পথে” গবাদি বাখিয়া দিলে বা গরুর গাড়ী চালাইলে তাহার ৫২ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি মুনিসিপাল সীমার অন্তর্গত সরকারী পথে, গলি পথে বা ইয়াত্রা গাইবার পথে কোন ঘোড়া, টাটু, গবাদি, শূকর, ছাগল, ভেড়া, বা গাধা আলাগ ছাড়িয়া দিবেন কি দেওয়াইবেন না কি দিতে দিবেন না এই কোন ব্যক্তি গবাদি, ঘোড়া, টাটু, শূকর, ছাগল, ভেড়া বা গাধা বা অন্য জন্তু সরকারী কোন নদী রাস্তায় বাখিয়া দিলে বা চরিতে দিলে না, বা বাত্মাইবেন না, কিম্বা আলাগ যাইতে দিবেন বা দেওয়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫২ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

V. Every driver of a carriage, cart or vehicle must keep to his left while passing another carriage, cart or vehicle moving in the opposite direction along any public road. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,  
*Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

## JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 2031A.

*The 25th May 1884.*—Baboo Dwarka Nath Mitter, Second Subordinate Judge of Bhagulpore, is allowed leave for one month under Rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 28th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

*The 30th May 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mohunt Bhugwan Dass of his appointment as an Honorary Magistrate of the Madhubani Bench in the district of Durbhungah.

Baboo Sarbanand Das, Munsif of Bongong, is appointed to be a Munsif of the Munsifcies in Bongong and Jhenida, in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bongong.

*The 2nd June 1884.*—Mr. A. Earle, Assistant Magistrate and Collector, Tajpore, Durbhunga, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector of Dacca, is vested with powers under sections 133, 156, 260, and 524 of the Code of Criminal Procedure.

Baboo Juggut Chunder Shome, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

Baboo Brishna Chunder Roy is appointed to be an Honorary Magistrate for the Naibati Bench, in the 24-Pergunnahs, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo J. Sa Bundhu Gangooli, Subordinate Judge of Dinagepore, is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 100.

*The 5th June 1884.*—Baboo Gunga Narain Roy, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Nuddea, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

*The 7th June 1884.*—Baboo Harihar Charan Lal, temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty confirmed in the third grade of Subordinate Judges.

Baboo Uma Kant Chatterjee, temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kanai Lal Mookerjee confirmed in the third grade of Subordinate Judges.

Baboo Haris Chandra Sen, temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Harihar Charan Lal.

Baboo Srigopal Chatterjee, temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Uma Kant Chatterjee.

Baboo Raj Narayan Chakravarti, temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Haris Chandra Sen.

Baboo Kalipodo Mookerjee, temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Srigopal Chatterjee.

[*Government Gazette, 17th June 1884.*]

৫। ষোড়শ গাড়ীর, গরুর গাড়ীর বা যানের প্রত্যেক চালক সরকারী পোন পথ দ্বারা গমনার্থে অসম্মানিত গাড়ী, গরুর গাড়ী বা যান আসিতেছে দেখিলে তাঁহার নিকট দিয়া যাইবার সময়ে আপন বাসন দৃষ্টি রাখিবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২৭ ছই টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

ডে, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

## জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট।

২০৩১A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ২৫ মে।—ভাগলপুরের দ্বিতীয় সর্ভিসেন্ট জজ জীযুত বাবু দ্বারদাসীধর্ম্মিষ এই মামলার ২৮ তারিখ অধিবেশন বা তহাৎ পর যে তারিখে দুই গ্রহণ করেন তদন্থি সিভিল কাঃ কারকদের দুইটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মামলার দুই পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—জীযুত মোহন ভগবান দাস দ্বারদাসী জিলার অন্তর্গত মদন সিংহের অটোমটিক মাজিষ্ট্রেটরূপে যৌর পদত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

বনগাঁয়ের মুনসেফ জীযুত বাবু সর্দারদাস দাস যশোর জিলার অন্তর্গত বনগাঁও নিম্নলিখিত মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া লামান্যতাঃ বনগাঁয়ে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—দ্বারদাসী অন্তর্গত ভাগপুরের আর্সিস্টেট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীযুত এ, অরল সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কাগ্যপ্রণালীবিসয়ক আইনের ২৬০ ধারার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

ঢাকার একটিং আইস্টেট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত সি, আর, মেব্রিট সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কাগ্যপ্রণালীবিসয়ক আইনের ১৩২, ১৮৬, ২৬০ ও ৫২৪ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন।

ভারতীয় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত বাবু জগদীশ সোম দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বাব ২৪ পাবনার অন্তর্গত নৈহাটি বেঞ্চ অটোমটিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

দিনাজপুরের সর্ভিসেন্ট জজ জীযুত বাবু জগদীশ গঙ্গোপাধ্যায়, ছোট আদালতের বিচারী ১০০৭ টাকা পদান্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—মদীয়ার একটিং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত বাবু নরায়ণ দাস তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩ জুন।—জীযুত বাবু মদনচন্দ্র চক্রবর্তী সর্ভিসেন্ট জজের তৃতীয় শ্রেণীতে স্থায়ী রূপে নিযুক্ত হওয়াতে প্রথম শ্রেণীর ক্রিয়ৎকালীন মুন্সেফ জীযুত বাবু হরিহরচরণ লাল সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় সর্ভিসেন্ট জজের তৃতীয় শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হওয়াতে প্রথম শ্রেণীর ক্রিয়ৎকালীন মুন্সেফ জীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

ত্রিপুরা বাবু হরিহরচরণ লালের পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রিয়ৎকালীন মুন্সেফ জীযুত বাবু হরিহরচন্দ্র সেন, সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রিয়ৎকালীন মুন্সেফ জীযুত বাবু জগদীশ চট্টোপাধ্যায়, সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বাবু হরিহরচন্দ্র সেনের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর ক্রিয়ৎকালীন মুন্সেফ জীযুত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্তী সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বাবু জগদীশ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর ক্রিয়ৎকালীন মুন্সেফ জীযুত বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৭ জুন । ]

Moulvie Hamiduddin, temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade *vice* Baboo Raj Narayan Chakravarti.

Baboo Khetter Nath Dutt, temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kali Podo Mookerjee.

Baboo Chakrodhar Prosad, Munsif of Raghunathpore, in Maubhoom, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs, *vice* Baboo Harihar Charan Lal.

Baboo Prasanna Kumar Sen, Munsif of Ramporehat, in Beerbhoom, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs, *vice* Baboo Umakant Chatterjee.

Baboo Kalidhan Chatterjee, Munsif of Habigunge, in Sylhet, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Haris Chandra Sen.

Baboo Bhuban Mohan Ghosh, Munsif of Satkhira, in Khoolna, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Srigopal Chatterjee.

Baboo Kali Krishna Chowdry, Munsif of Poree, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Raj Narayan Chakravarti.

Baboo Aghore Chandra Hazra, Munsif of Bogra, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Kali Podo Mookerjee.

Baboo Gopal Chandra Basu, officiating Munsif of Munshigunge, Dacca, is promoted temporarily to the 1th grade of Munsifs, *vice* Moulvie Hamiduddin.

Baboo Gopal Krishna Ghosh, officiating Munsif of Kurigram, Rungpore, is promoted temporarily to the fourth grade of Munsifs, *vice* Baboo Khettra Nath Dutt.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 4th June 1884.*—Baboo Ramyad Lall, First Munsif of Chuprah, in the district of Sarun, is allowed leave for two months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

F. B. PEACOCK,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 2nd June 1884.*—It is hereby notified that the Lieutenant-Governor sanctions, the extension of the provisions of section 34 of Act V of 1861 to the town of Chogdah in the District of Nuddea. The said provisions shall have effect within the limits of the town of Chogdah as laid down in the notification of Government dated the 31st May 1861, published at page 1548 of the *Calcutta Gazette* of the 8th June 1861, extending Act XX of 1856 to that town.

F. B. PEACOCK,  
*Secretary to the Govt. of Bengal.*

#### NOTIFICATION.

*The 4th June 1884.*—It is hereby notified that the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the provisions of section 34 of Act V of 1861 to Bagirhat, in the District of Khoolnah. The said provisions shall have effect within the following limits:—

Bagirhat locality—bounded on the north and west by the road passing by north of the old bazar and joining to the Karapara road, on the south by the Bediagara Khal, and on the east by the river Bhairab.

F. B. PEACOCK,  
*Secretary to the Government of Bengal*

### PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

*The 4th June 1884.*

No. 225.—*Leave.*—Mr. W. E. Newham, Assistant Engineer, first grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, is granted 3 months' privilege leave from the date he may be allowed to avail himself of the same.

[*Government Gazette, 17th June 1884.*]

ঐযুত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্তীর পরিবর্তে চতুর্থ শ্রেণীর ক্রিয়ৎকালীন মুনসেফ ঐযুত মৌলবী হামিদুল্লাহ সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে চতুর্থ শ্রেণীর ক্রিয়ৎকালীন মুনসেফ ঐযুত বাবু কেএনাথ দত্ত সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু হরিহরচরণ লালের পরিবর্তে মালভূমের অন্তর্গত রঘুনাথপুরের মুনসেফ ঐযুত বাবু চক্রধর প্রসাদ ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে দীর্ঘভূমের অন্তর্গত রামপুরহাটের মুনসেফ ঐযুত বাবু এসমকুমার সেন ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু হরিশচন্দ্র সেনের পরিবর্তে ঐযুতের অন্তর্গত কবিগঞ্জের মুনসেফ ঐযুত বাবু কালীধন চট্টোপাধ্যায়, ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে খুলনার অন্তর্গত মাতকীরার মুনসেফ ঐযুত বাবু ভুবনমোহন ঘোষ ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্তীর পরিবর্তে পুরীর মুনসেফ ঐযুত বাবু কালীকৃষ্ণ চৌধুরী ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে বগুড়ার মুনসেফ ঐযুত বাবু অঘোরচন্দ্র হাজরা ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত মৌলবী হামিদুল্লাহের পরিবর্তে ঢাকার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জের একটি মুনসেফ ঐযুত বাবু গোপালচন্দ্র বসু ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

ঐযুত বাবু ক্ষেত্রনাথ দত্তের পরিবর্তে রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুড়িগ্রামের একটি মুনসেফ ঐযুত বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

মুনসেফদের ছুটী ।—১৮৮৪ সাল ৪ জুন ।—সারণ জিলার অন্তর্গত হাপরার প্রথম মুনসেফ ঐযুত বাবু রামরাম লাল যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি নিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণযতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন ।

এক, বি, পীকক,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২ জুন ।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব মদীরা জিলার অন্তর্গত চাগদানগরে ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি দিলেন । চাগদানগরে ১৮৮৬ সালের ২০ আইন প্রচলিত করণার্থ ১৮৮১ সালের ১১ জুনের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের ৩২১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮১ সালের ৩১ মে তারিখের গবর্নমেন্টের বিজ্ঞাপনের লিখিত উক্ত নগরের সীমার মধ্যে উক্ত বিধান ফলবৎ হইবে ।

এক, বি, পীকক,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন ।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব খুলনা জিলার অন্তর্গত বাগিরহাটে ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি দিলেন । উক্ত বিধান নিম্নলিখিত সীমার মধ্যে ফলবৎ হইবে,—

বাগিরহাট ।—উত্তর ও পশ্চিম সীমা পুরাতন বাজারের উত্তরদিক দিয়া যে পথগিয়া করপাড়া পথে মিলে সেই পথ দক্ষিণ সীমা বেদিয়া পাড়া খাল, এবং পূর্ব সীমা ভৈরব নদ ।

এক, বি, পীকক,  
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন ।

২২৫ নম্বর ।—ছুটী ।—বারানসী-কটক রেলওয়ে সর্বের প্রথম শ্রেণীর ক্যান্টিনেট ইঞ্জিনিয়ার ঐযুত ডবলিউ, ই, মিউহাম সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণের অনুমতি পান তদবধি তিন মাসের অনু-  
গ্রহের ছুটী পাইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৭ জুন ।]



*The 6th June 1884.*

No. 226.—The services of Mr. H. H. Green, Assistant Engineer, second grade, Calcutta Workshop, are temporarily placed at the disposal of the Railway Branch.

*The 9th June 1884.*

No. 227.—*Notification.*—Mr. B. K. Finnamore, Assistant Engineer, second grade, Darjeeling Division, passed the colloquial examination in Hindustani on the 8th April 1884.

No. 228.—*Leave.*—Mr. W. H. Marten, Deputy Examiner, first grade, is granted 15 days' extraordinary leave without allowances under section 134 of the Civil Leave Code (6th edition) from the 5th to 19th May 1884, both days inclusive.

#### IRRIGATION.

*The 9th June 1884.*

No. 229.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for construction of a retired line of embankment at Mouzas Rampur Rubra and Kone, Pergunnah Goah, District Sarun, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring more or less 9 acres 1 rood 36 poles, bounded on the north by cultivated rubbee land of Surbjoog Singh, Nundoo Singh, and Ramprosad Singh, south by cultivated rubbee land of Surbjoog Singh, Nundoo Singh, and Ramprosad Singh, east by Sarun Embankment, and west by Sarun Embankment, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 230.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for Nenooan Sub-Distributaries, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 5 miles in length and varying from 40 feet to 155 feet in width and containing an area of 71 acres 2 roods and 37 poles more or less, and passing through mouzabs Bankat, Mathila, Moogaon, Kojawa, Kassia, Akoni, Atam, and Nenooan in pargunnah Bhojapore, is required in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 231.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the Basome Distributary, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 7 miles in length and varying from 80 feet to 160 feet in width, and containing an area of 112 acres 2 roods and 41 poles of land more or less, and passing through mouzabs Titraud, Pannaon, Paboulee, Khavatcha, Bararha, Purmanundpore, Kujharua, Mathila, Lahasa, and Chutah in pargunnah Bhojapore, is required in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

#### RAILWAY

*The 9th June 1884.*

No. 232.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for extension of brick-field of the East Indian Railway Company, in mouzabs Bamongachy and Lelloah, pargunnah Boro, zillah Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 2 acres 3 roods 10 poles or 8 beeghas 10 cottas 2 chitracks of standard measurement, bounded on the north by garden belonging to Ram Ganeeer Achrojee, on the west by paddy lands held by B yeento Naeta Chuckerbatty, Moohosoodun Ghose, Joynarain Pramanick, Herash Mollah, Sherif Mollah and garden of Shaik Komorooddeen Moonshee, on the south by garden belonging to Joma Khan, and on the east by East Indian Railway brick-field, is required within the aforesaid villages of Bamongachy and Lelloah.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[*Government Gazette, 17th June 1884.*]

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।

২২৬ নম্বর।—কলিকাতার ওয়ার্কশপের দ্বিতীয় শ্রেণীর আদিস্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার জীযুত এচ, এচ, গুপ্ত সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে রেলওয়ে শাখার আজ্ঞাবীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২২৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—মার্জিলিজ খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আদিস্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার জীযুত বি, কে ক্রিমিয়ার সাহেব ১৮৮৪ সালের ৮ আগ্রিলে চলিত হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষাভী হইয়াছেন।

২২৮ নম্বর।—ছুটি।—প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী হিসাব পরীক্ষক জীযুত ডবলিউ, এচ, মার্টেন সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির মতে সংস্করণের ১৩৪ ধারামতে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ৫ তারিখ অবধি ১৯ তারিখ পর্যন্ত দিনা বেতনে অতিরিক্ত ভাতার পনের দিনের ছুটি পাইলেন।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২২৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারন জিলায় অন্তর্গত গোরী পরগনার রামপুর রত্না ও কোণ মোজায় বীথ পিছাইয়া করিবার জন্য রাজকীয় অর্থবারে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে স্থানান্তরিত ৯ একর ১ কড ৩৯ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা সর্বযুগ সিংহ, নন্দ সিংহ ও রাবপ্রসাদ সিংহের কর্তৃত্ব রবি জমি, দক্ষিণ সীমা সর্বযুগ সিংহ, নন্দ সিংহ ও রাবপ্রসাদ সিংহের কর্তৃত্ব রবি জমি, পূর্ব সীমা সারন বীথ, এবং পশ্চিম সীমা সারন বীথ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ নেমুরায় জল বিতরণার্থ উপলব্ধির জন্য রাজকীয় অর্থবারে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে ৫ মাইল দীর্ঘ ও ৪০ অবধি ১৫৫ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ স্থানান্তরিত ৭১ একর ২ কড ৩৭ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমি শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত গোঁজপুর পরগনার বনকাটি মাখিলা মুগাওন, কোণওয়া, কাসিরা, আকোনি, আতাওন ও নেমুরাওন মোজার মধ্যে দিয়া যায়।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বাসোলী জল বিতরণার্থ নালার জন্য রাজকীয় অর্থবারে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে প্রায় ৭ মাইল দীর্ঘ ও ৮০ অবধি ১৬০ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ স্থানান্তরিত ১১২ একর ২ কড ৩০ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমি শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার ভিজান্দ, পাশাওন, দুবৌলী, খারৈচা, বরাহ, পরমানন্দপুর, করনারুয়া, মাখিলা, গহনা ও চুখাই মোজার মধ্যে দিয়া যায়।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

রেলওয়ে বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২৩২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোর পরগনার বামুনগাছী ও নেমুরা মোজায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ইটখোলা বৃদ্ধি করিবার জন্য রাজকীয় অর্থবারে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে উক্ত বামুনগাছী ও নেমুরা গ্রামে স্থানান্তরিত ২ একর ৩ কড ১০ পোল পরিমিত অর্থাৎ কতিপয়ে ৮১০০ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রামচন্দ্র আচার্যের বাগান, পশ্চিম সীমা টেকুঠমাথ চক্রবর্তীর, মধুসূদন ঘোষের, জয়নারায়ণ প্রামাণিকের, হেরাশ মোজার, শেরিক মোজার খামোর জমি ও দেখ ককদীন মুনশীর বাগান, দক্ষিণ সীমা জোয়া বীর বাগান, এবং পূর্ব সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ইটখোলা।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[ গবর্ণমেন্টে গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন। ]

## LOCAL COMMUNICATIONS.

The 9th June 1884.

**No. 233.—Draft Declaration.**—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the construction of a retired line of road, north of Tatoolia bazar, pergunnah Choonakhali, kishmut Dakhinshahar, moujah Joypore or Tatoolia, zillah Murshedabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 8 beegahs 4 cottahs 8 gundahs (1590' x 75') standard measurements, bounded on the north and west by Patit or uncultivated mal lands, zemindars' mango garden and Nodar Chand Sarkar's mal land, on the east by the main road to Mureha and the village road to Dakhinshahar, and on the south by the main road to Berhampore village, road to Baloochur, zemindar's mango tope and Patit lands, is required in village Tatoolia, pergunnah Choonakhali, zillah Murshedabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

**No. 234.—Declaration.**—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the construction of Mohanpore and Khurruckpore Road from the Sudderghat to Mohanpore in the villages of Charapal and Shafiabad, pergunnah Khurruckpore, zillah Midnapore, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring more or less 21 beeghas 11 cottahs 4 chittacks of standard measurement, 2350 feet long, and 100 feet wide, is required within the aforesaid villages of Charapal and Shafiabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

**No. 235.—Notification.**—The Lieutenant-Governor of Bengal directs, under section 63 of Act II B.C. of 1882, that an estimate shall be framed of the probable cost to be incurred in respect of the repairs, maintenance and works connected therewith of the Gunduck tucavee embankment in the district of Mozufferpore for 20 years commencing from the 1st of April 1883. The embankment referred to is 52 miles 400 feet in length.

The 10th June 1884.

**No. 236.—Promotions.**—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment:—

Name.	From.	To.	Date.	Nature of promotion.
Mr A. S. Thomson	Assistant Engineer, 1st grade, <i>sub. pro-tem.</i>	Assistant Engineer, 1st grade.	25th April 1884	Permanent
Babu Prasanna Coomarr Muncary.	Assistant Engineer, 2nd grade	Assistant Engineer, 1st grade.	Ditto	<i>Sub pro-tem.</i>
Mr J. H. Toogood	Executive Engineer, 3rd grade ( <i>sub. pro-tem.</i> )	Executive Engineer, 3rd grade.	4th May 1884	Permanent.
Mr A. C. C. Rogers	Executive Engineer, 4th grade.	Executive Engineer, 3rd grade	Ditto	<i>Sub. pro-tem.</i>
Mr B. W. Cantopher	Executive Engineer, 4th grade (temporary rank).	Executive Engineer, 4th grade.	Ditto	Permanent.
Mr J. P. Claghorn	Assistant Engineer, 1st grade.	Executive Engineer, 4th grade.	Ditto	Temporary.
Mr J. P. Coy	Assistant Engineer, 2nd grade.	Assistant Engineer, 1st grade.	Ditto	<i>Sub. pro-tem.</i>

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,  
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

ছানীর বস্ত্রাদি বিবরণ।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

১৬৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত চুনাখালী পরগনার কিসমৎ দক্ষিণ শহরের অয়পুর বা তেতুলিয়া খোজার তেতুলিয়া বাজারের উত্তরদিকে পথ গিছাইয়া করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত চুনাখালী পরগনার তেতুলিয়া খোজার কতিয়মতে স্থানাদিক ৮/৪ কাঠা ৬ গণ্ডা ( ১১২০' x ৭৫' ) পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পশ্চিম সীমা পতিত মালের জমী, অমীনারের আশ্রয়গান, ও নদেরটান সরকারের মালের জমী, পূর্ব সীমা মরেহার যাইবার প্রধান পথ, ও দক্ষিণ শহরে যাইবার আমাপথ, দক্ষিণ সীমা বহরমপুর আমে যাইবার বড় পথ, বালুচটের যাইবার পথ, জমীদারের আশ্রয় বাগান ও পতিত জমি।

ইহাতে বাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৬৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বেঙ্গলীপুত্র জিলার অন্তর্গত খরক-পুর পরগনার চরণাল ও শফিয়াবাদ আমে সমরখাৎ অবধি মোহনপুর পর্যন্ত মোহনপুর ও খরকপুর পথ প্রস্তুত করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত চরণাল ও শফিয়াবাদ আমে কতিয়মতে স্থানাদিক ২১।১১ ছটাক পরিমিত অর্থাৎ ২৩৫০ ফুট দীর্ঘ ও ১০০ ফুট প্রস্থ এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে বাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—মজফরপুর জিলার অন্তর্গত ১ গণ্ডক তাকারী বাঁধ মেহরামৎ ওরফা ও তৎসংক্রান্ত কার্য সম্পর্কে ১৮৮১ সালের ১ এপ্রিল অবধি আরম্ভ করিয়া ২০ বিঘা বৎসরে কতটুকু বাস সম্ভাব্য। ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৬৩ ধারামতে তাহার এক অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার আদেশ করিলেন। উক্ত বাঁধ ৫২ মাইল ৪০০ ফুট দীর্ঘ।

১৮৮৪ সাল ১০ জুন।

২৩৬ নম্বর।—পদব্রজি —ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ইঞ্জিনিয়ার সিরিস্তার নিয়মিত পদ ব্রজি করিলেন।—

নাম।	বে পদ বইতে।	বে পদে।	তারিখ।	পদব্রজির তারিখ।
ঐযুক্ত এ, এস, ডাফন সাহেব ...	কিয়ৎকালীন স্থায়ী প্রথম জেণীর আলিষ্টার্ট ইঞ্জিনিয়ারের	প্রথম জেণীর আলিষ্টার্ট ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৭ সাল ২৫ আশ্বিন।	স্থায়ী।
„ বাবু এসমুখার দনিয়ারি...	দ্বিতীয় জেণীর আলিষ্টার্ট ইঞ্জিনিয়ারের	প্রথম জেণীর আলিষ্টার্ট ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	কিয়ৎকালীন স্থায়ী।
„ জে, এফ, হুগড সাহেব ...	কিয়ৎকালীন স্থায়ী তৃতীয় জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	তৃতীয় জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৪ সাল ৪ মে।	স্থায়ী।
„ এ, সি, সি, রজাস সাহেব ...	চতুর্থ জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	তৃতীয় জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	কিয়ৎকালীন স্থায়ী।
„ বি, ডবলিউ, কাম্বার সাহেব।	কিয়ৎকালীন চতুর্থ জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	চতুর্থ জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	স্থায়ী।
„ মে, সি, ক্রেমার সাহেব ...	প্রথম জেণীর আলিষ্টার্ট ইঞ্জিনিয়ারের	চতুর্থ জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	কিয়ৎকালীন।
„ জে, সি, কল সাহেব ...	দ্বিতীয় জেণীর আলিষ্টার্ট ইঞ্জিনিয়ারের	চতুর্থ জেণীর আলিষ্টার্ট ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	কিয়ৎকালীন স্থায়ী।

জি, এক, ই, এস, লীল, মেজর, এম, এস, সি,  
পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের হোটেল সেক্রেটারী।

[ গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন। ]





# গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 17, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্তহার প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এই জেলাতে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব দুই সপ্তাহ

সংখ্যা ।	জিলা ।	৮০ তোলায় সেরের হিসাবে					
		মস।	ঘর।	তাল চাউল ।	সাধারণ চাউল ।	কচু ও বাজরা ।	গোলমুণ্ড কোয়ার ।
		এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের হিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিটন

বঙ্গদেশ । পশ্চিমবঙ্গ জিলা ।

	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১ বর্ডমান ...	৫৫	৮	৪১	১৬	১৭	৫০	৩১	৩০	১৭	৮	১৫	...	...	...	...	...	...
২ বীরভূম ...	১৬	১৭	১৪	১২	৮	১২	১৫	১৫	১২	৮	৭	১৪	...	...	...	...	...
৩ বীরভূম ...	১৬	১৭	১৪	...	...	...	১২	১৪	৮	১৫	১৫	১২	...	...	...	...	...
৪ বেদিয়াপুত্র ...	১২	১২	১৫	১০	১০	১৪	১৪	১৫	১০	৮	৮	১৪	...	...	...	...	...
৫ কলকাতা ...	৮	৭	১০	...	...	...	৮	৮	১০	১৪	১৪	৮	...	...	...	...	...
৬ বাঁকড়া ...	৪১	১৪	১০	...	...	...	১১	১২	১৪	১৪	১০	১০	...	...	...	...	...

বঙ্গদেশের জিলা ।

	১৬	১৬	১৪	১৬	১৭	১৬	৮	৮	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
১ কলিকাতা ...	১৬	১৬	১৪	১৬	১৭	১৬	৮	৮	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২ ২৪ পরগণা ...	১৪	১৪	১০	৮	১৭	১৬	৮	৮	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৩ ময়ূরী ...	১৬	১৬	১৪	১০	১০	১২	১২	১২	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৪ কুলনা ...	...	...	...	...	...	১২	১৪	১৭	১৪	১৬	১৪	...	...	...	...	...	...
৫ বনোয় ...	১৬	১৪	১২	...	...	১০	১০	১৬	১৬	১৬	১২	...	...	...	...	...	...
৬ মুরশিদাবাদ ...	১২	১২	১৭	...	...	১২	১১	১৬	১৪	১৪	১২	...	...	...	...	...	...
৭ মির্জাপুর ...	১০	১০	১২	১০	১০	১২	১৪	১০	১৬	১৬	১০	...	...	...	...	...	...
৮ রাজশাহী ...	১০	১০	১৭	১২	১২	১২	১১	১১	১০	১০	১০	...	...	...	...	...	...
৯ কপূর ...	১৬	১৬	১১	...	...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	...	...	...	...	...	...
১০ বগড়া ...	১২	১৬	১৪	...	...	১২	১২	১০	১৪	১৪	১২	...	...	...	...	...	...
১১ পরগণা ...	১৪	১৪	১২	...	...	৮	৮	৮	১৪	১২	১২	...	...	...	...	...	...
১২ চাঁকিমির ...	৮	...	৮	১০	১০	৮	৮	৮	১০	১০	১০	...	...	...	...	...	...
১৩ কলগাইগড়ি ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	...	...	...	...	...	...

ক। বহুবায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—কালনার ১৪ সের, কাঁটওয়ার ১২ সের এবং রাণীগঞ্জে ৩০ সের।

খ। মকসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের অবধি ১৬ সের পর্যন্ত।

গ। মকসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের অবধি ৩০ সের পর্যন্ত।

ঘ। বহুবায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—মুন্সীগঞ্জে ১৪ সের এবং কাঁটিতে ১০ সের।

ঙ। এই—মুন্সীগঞ্জে ১০ সের, জাহানাবাদে ৩০ সের, ভোজপুরে ৩০ সের, বৈদ্যনাথীতে ৩০ সের, চণ্ডীদাস ১২ সের এবং, বারুগঞ্জ ঝিকরাপোতা ৩ বেলুড়ে ৩০ সের।

চ। এই—বারাসত ও বশীরঘাটে ১০ সের, কলগাইগড়িতে ১০ সের এবং বারাকপুরে ১২ সের।

ছ। এই—কুড়িয়ার ১০ সের, বোম্বাইপুরে ১০ সের ও রাণীগঞ্জে ১২ সের।





সংখ্যা ।	জিলা ।	১০ ডেলায় সেরের হিসাবে													
		গয়া ।		ষাট ।		তাল চাউস ।		নাখাচা চাউস ।		কছু ও বাজরা ।		চোলস ও জোয়ার ।			
		এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘরের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘরের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘরের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘরের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	এই সজ্জাঘরের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিটর্ন

## পূর্বদিকস্থ জিলা ।

সংখ্যা	জিলা	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮	ঢাকা ...	১৭	১৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৯	করীমপুর ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২০	বাকরগঞ্জ ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
২১	ময়মনসিংহ ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২২	চট্টগ্রাম ...	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
২৩	মতরাখালী ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
২৪	ত্রিপুরা ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২৫	চট্টগ্রামের পূর্ব-দিকস্থ জিলায় প্রদত্ত ত্রিপুরা পক্ষ ...	১২	১২	১০	...	...	...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০

## বেহার ।

সংখ্যা	জিলা	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
২৬	পাটনা ...	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
২৭	মুন্সীগঞ্জ ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২৮	মুন্সীগঞ্জ ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২৯	মুন্সীগঞ্জ ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৩০	মুন্সীগঞ্জ ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৩১	মুন্সীগঞ্জ ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৩২	মুন্সীগঞ্জ ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৩৩	মুন্সীগঞ্জ ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৩৪	মুন্সীগঞ্জ ...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০

- খ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইহ—মানিকগঞ্জে ১২ সের, মুন্সীগঞ্জে ১০১১ সের ও মারায়গঞ্জে ১০ সের।  
 গ। ... এই ... —গোয়ালন্দ এবং মাদারীপুরে ও ভাঙ্গায় ২ সের এবং গোয়ালগঞ্জে ২৫ সের।  
 ঘ। ... এই ... —পটুয়াখালিতে ১০১২ সের, পিরোজপুরে ১০ সের ও ভোলায় ১১ সের।  
 ঙ। ... এই ... —কিশোরীগঞ্জে ১০১২ সের, আটরাই ২ সের, ও আমালপুরে ১৬ সের, সেরকোণায় ২১ সের।

প। কুমারিয়ার লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের মাথাআরিতে ৮ সের ও কলকাতায় ১২ সের।

ক। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের অবধি ১২ সের পর্যন্ত।

ব। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইহ—ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২১ সের, ও চাঁদপুরে ২১০ সের।

[Government Gazette, 17th June 1883.]

[illegible]

शुक्लपितृभ्यः ॥

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	যণ	যণ	যণ	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	...	...	...	...	...	৮	৮	১৪।	২।০	২।০	২।০	২।২	১২।	২।১০	৩৯০	৩৯০	৩৯০	টাকা
...	...	...	...	...	...	১৭	১৯	১৬	৩।	৩।	৩।	১২	১২	১২	৩৯০	৩৯০	৩।০	করিন্দপুর।
...	...	...	...	...	...	১৭	১৭	৮	৩।	৩।	৩।	১৩	১৩	১০	২।১০	২।১০	২।১০	বাথরগঞ্জ।
...	...	...	...	...	...	১৬	১৬	১২।	...	...	...	১২৫০	১৩	১২	৩৯	৩।০	৩।০	মরমসিংহ।
...	...	...	...	...	...	১৪	১২	১২	৩।	৩।	...	১০	১০	১৯	৩৫৯০	৩৫৯০	৪৯	চট্টগ্রাম।
...	...	...	...	...	...	১২	১২	১৩	...	...	...	১০	১০	১০	৩।৯০	৩।৯০	৩।৯০	বগড়াখালী।
...	...	...	...	...	...	১৫	১৬	১২৫	...	...	...	১২	১২	১২	৩।০	৩।১০	৩।০	ত্রিশপুর।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	৮।	৮।	৮।	৮	৮	১৬	৪।১০	৪।১০	৪।১০	{ চট্টগ্রামের নকসী প্রদেশ। দিপুলাপার্বত্য
...	...	...	...	...	...	১৪	১৪	১২	...	...	...	১১	১১	১১	৩।০	৩।০	৩।০	

বেহার ।

...	...	...	118	118	১২	115	115	112	১10	১10	১01	101	15	101	৩৯0	৩৭	৩৭	পাটিকা।
...	...	...	...	...	...	110	110	110	810	810	810	15	15	12	৩10	৩10	৩10	গয়া।
...	...	...	...	...	...	118	118	11৮- 11৮	৩10	৩/	৩/0	12	12	121	৩/0	৩/0	৩/0	শাহাবাদ।
110/	191/	5/	110/	12৬০	5/	115০	110০	11৫	৮৬	৮৬	8/	101	12/	10	৩/5	৩1/0	৩1০	সারিক্তা।
...	...	...	1৮	1৮	৮৫	115	115	11৫	৩10	৩10	৩10	12	12	12	৩10	৩10	৩10	সকলপুর।
112	112	৬২	112	1151	৬২	112	1151	11৮	8/	8/	8/	151	15	15	৩10	৩10	৩10	সারিক্তা।
...	...	...	...	...	...	12	110	116	...	...	...	151	15	151	৩10	৩10	৩10	চাম্পারিক্তা।
...	...	...	115	118০	৬৩1/	11৩/	116	119	৩/6	৩/6	৩/6	12/	12/	12	৩৯6	৩৯6	৩৯6	মুন্সের।
...	...	...	1৮৬০	1৮৬০	৬০ 1/	115০	110০	11৫1	৩৬51	৩৬51	81২- 10	121০	1210	121০	৩৭	৩৭	৩৭	ভাগলপুর।

১০ । নবদহ মহাকুমায়ে নবধের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।

ন। মহাকৃষ্ণায় নবনের খুজরা দরটোকায় এই২।—বৃকসারে। ১।। সেব এবং ভবরায়। ৩।। সেব।

য ।      ✎                  ✎                  ।—ভাঙ্গপুরে । ১। ০ সেব, ও মধ্যবিনিতে । ১ সেব ।

১।                      ২                      ৩                      ৪                      ৫                      ৬                      ৭                      ৮                      ৯                      ১০                      ১১                      ১২                      ১৩                      ১৪                      ১৫                      ১৬                      ১৭                      ১৮                      ১৯                      ২০                      ২১                      ২২                      ২৩                      ২৪                      ২৫                      ২৬                      ২৭                      ২৮                      ২৯                      ৩০                      ৩১                      ৩২                      ৩৩                      ৩৪                      ৩৫                      ৩৬                      ৩৭                      ৩৮                      ৩৯                      ৪০                      ৪১                      ৪২                      ৪৩                      ৪৪                      ৪৫                      ৪৬                      ৪৭                      ৪৮                      ৪৯                      ৫০                      ৫১                      ৫২                      ৫৩                      ৫৪                      ৫৫                      ৫৬                      ৫৭                      ৫৮                      ৫৯                      ৬০                      ৬১                      ৬২                      ৬৩                      ৬৪                      ৬৫                      ৬৬                      ৬৭                      ৬৮                      ৬৯                      ৭০                      ৭১                      ৭২                      ৭৩                      ৭৪                      ৭৫                      ৭৬                      ৭৭                      ৭৮                      ৭৯                      ৮০                      ৮১                      ৮২                      ৮৩                      ৮৪                      ৮৫                      ৮৬                      ৮৭                      ৮৮                      ৮৯                      ৯০                      ৯১                      ৯২                      ৯৩                      ৯৪                      ৯৫                      ৯৬                      ৯৭                      ৯৮                      ৯৯                      ১০০

১২।      ঐ      ঐ      ১-সেওয়ানে ১১ সেব ও গোপালগঞ্জে ১২ সেব।

১৩। মকঃস্থলে লবণের খুজরা দর টাকার ১০ সের অবধি ১২ সের পর্য্যন্ত।

য৪। মহাকুমার লবনের খুজরা দর টাকায় এই২।—বেঙ্গলরাইয়ে ১১ সের ও জমাইয়ে ১২ সের।

৮৫।                      ঐ                      ঐ                      ১—বীকার ১২ সের, মশাপুত্র ১০ সের ও সুপোনে ১১ সের।

[গণপদমেন্টে গেজেট । ১৮৮৪ । ১৭ জুন।]

৮০ ডোলাহি সেৱেৰু কিসাৱ

[illegible]

ଦେହୀର ।

	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
৩৭	পূর্ণিমা	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
৩৮	অশ্বিন	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২
৩৯	কৃষ্ণা	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩

ਪ੍ਰੇਰਿਤ : 1 !

[illegible]

185.161.01

ନିମ୍ନ-ସଂଖ୍ୟା-ସ୍ଥାନ-ର-ଅଞ୍ଜଳି ।

[illegible]

- মহাশেলে সাদা মাটা চাঁউলের খুজরা দর টাকায় ১।৬০। সেত অবধি ৮০৮/ সেত পর্যন্ত ।  
 ম.১। মহাকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় এতং ।—কুমগঞ্জে ৯০ সেত, ও অরিয়মা মহাকুমার অন্তর্গত রাণীগঞ্জে ১২ সেত ।  
 ম.৭।               এ                               ঐ                               ।—দেওঘরে ১০ সেত, বাঁজমহলে ১১ সেত এবং গদ্দায় ১২ সেত ।  
 ম.৮। খুদ্ধক মুষ্টি কুমার লবণের খুজরা দর টাকায় ১৬ সেত ।

कलकत्ता

• ૭૪૬ મંડિત, ૨ ૬/૪૦ ।

টাকায় বত পাওয়া যায়।

৪০ সেরের মণের  
খোঁকে বিক্রয়ের দর।

রাগী বা মাঝওয়া ও চীমা।			অমেরা।	চৌল।	আলমিকাজ।	সবণ।	সবণ।	কিল।
এই সপ্তাহের রিটন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন	এই সপ্তাহের রিটন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন	এই সপ্তাহের রিটন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটন	
...	...	...	...	...	...	...	...	...

বেহার।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	৩।৬০	৩।৬০	...	পূর্ণিমা।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	৩।১০	৩।১০	৩।৬০	মালদহ।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	৩।৬০	৩।৬০	...	সাঁওতাল পরাগায়া।

উড়িষ্যা।

৫৬	৫৬	৫৬	...	...	...	১২।	১২।	১১	২।	২।	২।	১৭	১৪	১৪	২৬০	২৬০	২৬০	কটক।
...	...	...	...	...	...	১২।	১১	১১।০	২।	২।	২।১৫	১৫	১৫	৪	২৬	২৬	২।০	পুন্ড্রী
...	...	...	...	...	...	১৭	১০	১৪	৩।০	৩।০	৩।০	১৮	১৮	১৮	৩৭০	৩৭০	...	বালেশ্বর।

ছোট নাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্ট।

টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
১১	১১	১০	৮	৮	১০	১৭	১১।	৮	৮	৮	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	হাজিরাগা।
১১	১১	১০	১১	৮	১৪	১৩	১৫	১৫	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	লোহা-ডগা।
...	...	...	...	...	...	১৫	১৫	১৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	সিংহভূম
...	...	...	...	...	...	১৭	১৭	১৭	৩।	৩।	৩।	৩।	৩।	৩।	৩।	৩।	৩।	৩।	হামিভূম

য৯। উক্তকে লবণের খুজরা দর টাকায় ৮ সের।

য১০। চাঁকা ও খরকদিছায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।

য১১। পালাগো মহকুমার অন্তর্গত দাঁতনগঞ্জে লবণের খুজরা দর টাকায় ৮। সের।

য১২। রত্ননাথপুরে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের ও গোবিন্দপুরে ১২ সের।

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই. এন. বেকার,

অফিসের প্রধানমন্ত্রীর একটি সেক্রেটারী

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব

ক্রমিক সংখ্যা	স্থান।	৪০ সেরের														
		গব।			বর।			তাল চাঁউস।			সিঁদা চাঁউস।			কুণ্ড বাজরা।		
		এই সস্তায়ের রিটন	ইহার পূর্ব সস্তায়ের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তায়ের রিটন	এই সস্তায়ের রিটন	ইহার পূর্ব সস্তায়ের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তায়ের রিটন	এই সস্তায়ের রিটন	ইহার পূর্ব সস্তায়ের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তায়ের রিটন	এই সস্তায়ের রিটন	ইহার পূর্ব সস্তায়ের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তায়ের রিটন	এই সস্তায়ের রিটন	ইহার পূর্ব সস্তায়ের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তায়ের রিটন
১	কলিকাতা ...	২১০	২১০	২৫০	২১০	২১০	২৬০	৪১০	৪১০	৩৫০	৩৭	৩৭	২১০	২১০	২১০	২১০
২	শেরাজগঞ্জ ...	২১০	২১০	২৭	...	...	...	৩৫০	৪১০	৪৭	২১০	২১০	২১০	...	...	...
৩	চাঁকা ...	২১০	২১০	২৫০	২১০	২১০	১৫০	৩৫০	৩৫০	২১০	২১০	২১০	২৫০	...	...	...
৪	বারানগঞ্জ ...	...	...	...	...	...	...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২৫০	...	...	...
৫	চট্টগ্রাম ...	৩৭	৩৫০	৩৭	...	...	...	৩৭	৩৭	২৫০	২১০	২১০	১৫০	...	...	...
৬	পাটখাড়ি ...	২৫০	১৫০	২৫০	২১০	১১০	১৫০	৩৭	৩৭	২১০	২১০	২৫০	২৫০	২৭	...	...
৭	বালেশ্বর ...	২৫০	২১০	২৫০	৩৫০	৩৫০	...	৩৭	২১০	২১০	১৫০	১৫০	১৫০	...	...	...
৮	পুরী ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	১১০	১১০	১৫০	...	...	...
৯	কটক ...	২১০	২১০	৩৫০	...	...	...	৩৭	৩৭	২১০	২৭	২৭	১১০	...	...	...

কলিকাতা,  
১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

দুই সপ্তাহ অবধি তুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও গবন থেকে বিক্রয়ের বাসায় হয়।

যদের দর।

চৌলস ও জোয়ার।			রাগী বা বাড়িওর ও লীয়া।			অমের।			চৌলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			গবন।			বন্দর।
এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইচ্ছার পূর্বে সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইচ্ছার পূর্বে সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইচ্ছার পূর্বে সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইচ্ছার পূর্বে সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইচ্ছার পূর্বে সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইচ্ছার পূর্বে সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	কলিকাতা।
২।০	২।০	...	...	...	...	...	...	...	২০।০	২০।০	২০।০	১।৬	১।৬	১৬।০	২৫।০	২৫।০	২৫।০	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২।০	২।০	২।০	...	...	৯।০	৩৭।০	২৭।০	৩৭।০	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২০।০	২০।০	২৫।০	১০।০	১০।০	১৬।০	৩৬।০	৩৬।০	৩৬।০	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২।১০	২।১০	২।১০।০	১০।০	১০।০	১০।০	২৭।০	৩৭।০	২৫।০	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৫।০	৩৭।০	২৭।০	১০।০	১০।০	...	৩৬।০	৩৬।০	৩৭।০	
...	...	...	...	...	...	১।১৬	১।১৬	১০।০	১৬।০	১৬।০	১।১০	১।০	১।০	১।০	৩৬।০	৩৭।০	৩৭।০	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২।১০।০	২৫।০	২৫।০	১।০	১।০	১।০	৩৬।০	৪।১০	৪৭।০	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	২।১০	২।১০	২।১০	
...	...	২।১০	২।১০	৩৭।০	...	...	...	১।১০।০	১।১০	১।১০	১।১০	১।১০	১।১০	১।১০	২৫।০	২৫।০	২৫।০	

সাধারণের অবগত্যার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এম, দেকার,  
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং মেক্রেটরী।

জিলা হুগলি — জমিদারি বিক্রয়ের উদ্ভাৱ কাছাৰি কালেক্টরী জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধাৰার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান বাইতেছে যে জিলা হুগলিৰ অন্তৰ্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মাৰ্চ তাৰিখের আশা বাকী রাজস্ব ৫৮৭ যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের ন্যায় এতলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাঁহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাকীনা ১৯৯১ সালের ৬ আৰ্দ্ৰ বৃহস্পতিবার দিবসে হুগলিৰ কালেক্টরী কাছাৰিতে একাংশ নীলাম্বে বিক্রয় হইবে উক্ত সন ১৮৮৪ সাল তাৰিখ ৫ যে।

মহাল — নং	মহাল ও পরগ- নার নাম।	বাকীদার বালিকের নাম।	সদর জমা ডাইন।	বাকীর পরিমাণ।	টেকিয়ৎ। ✓
৯	এখ. অণা ইন্ডুৱারি বন্দ- বন্দী মহাল। দৌলতপুর পং পাণ্ডুরা।	টেনয়দ কজলে রহমান ওরফে আল্লা- রাখা দিগর। বাদ গজাধর কর মোজা সিঙলা তে- সামিল পটী বাগান ডাঙ্গা ও মির- পাড়া বকম ১/২১। আনার সদর জমা এঃ কুমুমকুমারী দাসী ১৫১০ বিঘা জমির জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী টেনয়দ কজলে রহমান ওরফে আল্লা রাখা দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১১৩২২২ ৪২৫৫০ ৫১০ ৪৮৫০		
১০	এ রাধাকান্তবাটী পং পাণ্ডুরা।	কছিমদৌ মিল্লী দিগর ... বাদ হাজি আছালদৌ মিল্লী ৫০৫১ বিঘা জমির জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী কছিমদৌ মিল্লী দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৬২৪১১১১ ২৪৫৫০ ৫৯৯৫/১১	১২২১১/১১ ৪৬১/০	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।  এই বাকীর জমা এই অংশ মিলাম হইবেক।
১১	এ বসন্তপুর পং ভূরশীটে।	সেখ হাফিজদীন আহাম্মদ দিগর সদর জমা। এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাৰালগের তরফ শরতকুমারী দাসী বকম ১১/০ আনাকে বোল আনা করিয়া তাহার বকম ১৪ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১১০৮৭৮ ২৪২৪১/৬	৪২৯১/৬	এই বাকীর জমা এই অংশ মিলাম হইবেক।
১২	এ মণ্ডলঘাট পং মণ্ডলঘাট।	ভূগীচরণ লাহা দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাৰালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ৫১:১৪ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২২৩৭৯৮৫/ ৮১ ৩১৮০৯/১	১২২৬৩৭২	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১৩	এ সাঁখগালি পং বালিয়া।	সেনাপতি যুখোপাধ্যায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব সেনাপতির ইষ্টেট গিফ্তানাথ বায়চৌধুরী দিগর বকম ১/১২ আনার সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১০১৪৮৮ ১০১৪৫/০	৫০	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।

সদর সংখ্যা।	মহাল ও পর- গনার নাম।	বাণীদার দালিকের নাম।	সদর জমার ডাইন।	বাণীর পরিমাণ।	টেকিরং।
৫৫	এথম শ্রেণী ইন্তমুরারি বন্দ- বস্তী মহাল।	মহুনাথ ধলায় দিগর ...	৫৮১০/২	৩৫১০	
৫৬	চাপাহাটি পং পাণ্ডুরা।	মহুনাথ ধলায় দিগর ...	৬০৬১/২	১১৩১১০৩	
৫৯	এ মাখালডিকি পং পাণ্ডুরা	টৈয়দ আবল মজকর দিগর ... বাদ অভয়চরণ মন্দির রকম ১১৪৬ আনার সদর জমা এঃ উপেক্ষারায়ণ মন্দির দিগর রকম ১১৪৬ আনার জমা বিঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাণী টৈয়দ আবল মজকর দিগর ... ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭২২৫/১ ২১৪/০ ২১৪/০ ৪৮৮০	৩০৪	এই বাণীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৬২	এ রামজালাল পং মণ্ডলঘাট।	কানাইলাল শীল দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাথালগের ভরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ৭৫ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১৯৩৭৪৫২। ২৭২৫১/০	৯৩২/০	এই বাণীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৬৭	এ গুড়বাড়ী পং চৌমুহা।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র ঘোষ গুড়বাড়ী ও হরিরামপুর ২ মোজার ঘোষজালা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২৬৯৫৫০ ৬৯২৮৯	৪৭২৮৯	এই বাণীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৭০	এ সেরপুর পং বালিয়া।	মেধ কাদেরবকস দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাথালগের ভরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ১১/ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১০৩৯১১/৯ ৫৮৪৫৫৬।	২০১৩১/৯	এই বাণীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১১০	এ খালড় পং খালড়।	রাণী লালমণি দিগর ... বাদ ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্র- বালা দাসী রকম ৫০ আনার সদর জমা উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম /০ আনার সদর জমা রাণী এথমনাথ রায় বাঁহাজুর রকম ৫০ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাণী রাণী লালমণি রকম /০ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১০৩৯১১/৯ ৭৭৯৩ ৬৪৯১ ১২৯৮৫/০ ৯৭৪১০ ৬৪৯১	১৭১১১/৯	এই বাণীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।



সহকারী সদর :	মহাল ও পরগণার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইন।	বাকী পরিমাণ।	টেকিয়াং
১১৭	প্রথম প্রেনী ই- সুমুরারি বন্দ- বস্তী মহল। বাজুহাট পং খোশালপুর।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর ... বাদ কানন্দমণী দেবী একত্রিকিউট ইস্টেট বন্দানন্দ রায় রকম ১/০ আনা সদর জমা। ২২৮৯ বন্দোপাধ্যায় কিসমত নশিব- পুর ও বৈদ্যবাটী ও অভিরামবাটী তিন মোজার রকম ১/১০ আনার মধ্যে ১/০ আনা সদর জমা। প্রমাদদাস গোস্বামী রকম ১৯১ = আনার জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭২৬৬৩ ২২৬৬৬০  ৮২১০  ১৫১১০ ৪৬০১/০  ২৬৫১১১০	৩:০/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১১৮	মল্লিকহাটী পং বোর।	প্রমাদ দাস গোস্বামী দিগর ... বাদ রাধিকাপ্রমাদ গোস্বামী দিগর রকম ১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী প্রমাদদাস গোস্বামী দিগর রকম ৮০ আনা জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	২২৬৮২ ৭২২  ২২২৬৬৩	১৬৯১/৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১১৯	চাতরাবাদে পং বোর।	রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ... বাদ রামানন্দরী দেবী রকম ৯১০ আনার সদর জমা। নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ১১:৮ আনা সদর জমা। দিননাথ চৌধুরী রকম ১০১/১০ আনা সদর জমা। বাকীলাল মুখোপাধ্যায় রকম ১:৮১ আনার সদর জমা। কালিকানন্দ পাল দিগর রকম ১:৮০ গণ্ডা সদর জমা। লালজী চৌধুরী, বাদে চাতরা বাস- দেপুত, বেজুড ও মোজার রকম ১:৮১/০ আনার সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭৪১১/৫ ১৮৯১/০  ৬৬১ ৫১৬৬০  ৮৮১/০ ৩১৬০ ১২৭৬৬০ ৫১৮১  ২২৫১১/৫	৭৬/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
২০৩৪	মোদামি বন্দ- বস্ত। মুলতানপুর পং পাটমহল।	অমৃতলাল মেন দিগর ... বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ১১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৯২৯১০ রোডকণ্ডা৯৯ ৪৬৪১/৬ রোড ৬৩ ৪১৬৪১		

স্বত্বের নম্বর ।	মহাল ও পরগ- নার নাম ।	বাকীদার মালিকের নাম ।	সদর জমার ভাইন ।	বাকী পরিমাণ ।	টেকিয়াং ।
২১৫৮	মোদামিবন্দবস্ত অনুরূপের চাক- রানপাং মিঃহুর	বাকী অমৃতলাল সেন দিগর রকম ৥০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । মানিকলাল শীল নাগালগের তরফ শরতকুমারী দাসী দিগর । বাদ কানাইলাল শীল রকম ৥১/২ আনার জমা এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ১৪ আনা জমা বিঃ । ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	৪৬৪১/৬ রোড ফণ্ড ৪১১/৪১ ৬৫৬১/৫ ৩৯৩৫/০ ১৩১/০ ৫২৫০	২১০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক ।
৩৬৩৩	প্রথম শ্রেণী উ- স্তুরারি বন্দ- বস্তী মহাল । ছুটিপুরের সা- মিল অমর- পুর পাং ছুটি- পুর ।	বাকী মানিকলাল শীল নাগালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । মুনাথ ঘোষ দিগ এই মহালের মধ্যে পূর্ণেন্দ্র দেব রায় ১০ আনাকে ঘোল আনা করিয়া তাহার রকম ১/৬১ = আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	৭০৬১/৮ ৫৮৫০	৪০১/০ ১৬৫০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক । এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক ।
৩৬৩৭	জোলকুল পাং ছুটিপুর ।	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিগর ...	৫১০১/৭	৯২৫০/৩	
৩৮৪২	মামদপুরবাটেক পাং ছুটিপুর ।	মতলাথ দে দিগর ... এই মহালের মধ্যে অবিনাশচন্দ্র পাল রকম ১০ আনা জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	৮২০৫/১১ ১৫৪১/০	৩৯৫/৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক ।
৩৯৯০	মোদামিবন্দবস্ত হাওড়াচর পাং বোর ।	রাণী লালনমনি দিগর ... বাদ ব্রজনাথ জামানি রকম ১/ আনা সদর জমা । ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	৭২৬১/৮ ২২৭/০		
৪০৮৬	প্রথম শ্রেণী উ- স্তুরারি বন্দ- বস্তী মহাল । গোবিন্দপুর পাং আহানাবাদ ।	বাকী রাণী লালনমনি দিগর রকম ৥১০ আনা সদর জমা । ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই । মানিকলাল শীল নাগালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ।	৪৯৯০/৮ ১০৪০৭/৭	৬২১/০ ৩৫২৬/৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক ।
১৭৯১	মোদামিবন্দবস্ত গুণ্ডিগাড়াচর পাং মণ্ডলখাট ।	কালিদাস দেব মেনেজার জানবে গিরিজানাথ রায়চৌধুরী দিগর । এই মহালের মধ্যে রকম ১/৮ আনার মালিক ভগ্নাংশীয় গেন সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।  রকম ১/২ আনার মালিক অমৃতনাথ সেন সদর জমা । ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।	৭৬৫৭ ০০৬৭ ৭৬১/০	২৮ মাঠ কি স্তীর বাকী ১০৬১/০ ১০ জামুয়া কীলীর ৮৯১/৬ ১৯৩৫/৯ ২৮ মাঠ কীলীর ২৬/৯ ১২ জামুয়া ২০১০/৩ ৪৮১/৩	এই অংশ ১৮৮৪ । ২৪ মাঠ নীলাম হওয়ায় খরিদার কেবল বায়নার টাকা দিয়া মব- শিটে টাকা না দেওয়ার এ বাহ- নাব টাকা জমা করা গিয়াছে তজ্জ- ন্য এ প্রথম খরি- দারের দায়িত্বে ও মুক্তি এই অংশ পুনরায় নীলাম হইবেক ।

## জিলা মুরশিদাবাদ।

ইজ্জতাবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আশ্বিনের ৬ খারিসতে জিলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাহাল সন ১২৯০ সালের ৯৭ কিক্তী কালগুনের বাকী রাজস্ব আদায় সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আশ্বিন মঙ্গলবার জিলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ আশ্বিন।

শ্রেণীর নং।	মাহালের প্রকার।	ভৌমিক নং।	নাম ও মহাল পরগনা।	নাম ভালুকদার।	সদর জমা।	বৈকিফর।
১	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	৪৪	ভরক কানুহা পাটবার- বকপুর।	কৃষ্ণকির রায় কমলানন্দ রায় গোপীকান্ত রায় প্রভা- বতী দামা। মাজা আলি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় লাবালগ।	৩২৯৪।০৭	এই মাহাল মধ্যে প্রভাবতী দামা ও কমলানন্দ রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১।০ আনা বাদে কৃষ্ণকির রায় ও গোপীকান্ত রায়ের একমালো অংশ ১।০ আনার কাজ সমর জমা ১৬৭৭/৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৭১৬৮/০ টাকা।
২	ঐ	৪৪	ভরক কানুহা পাটবার- বকপুর।	ঐ	৩২৯৪।০৭	এই মাহাল মধ্যে প্রভাবতী দামার পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১।০ আনা ও কৃষ্ণকির রায় গোপীকান্ত রায়ের একমালো অংশ ১।০ আনা বাদে কমলানন্দ রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১।০ আনার কাজ সমর জমা ১৬৭৭/৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৭১৬৮/০ টাকা।
৩	ঐ	৩৭	হুদাগোপালপুর পাং পলাশী।	রায় দেবভাঁড় লাহার বাহাদুর	১১৪২।১০	রাজস্বর বাকী ৬৬০৮/১ টাকা সমর মাহাল নীলাম হইবেক।
৪	ঐ	২২৩	কিসমত মোজাপাটু- ডুইশ পরগনা বার- বক সিংহ।	হিরালাল চৌধুরী বামলাস চৌধুরী অখিলকুমার মুস্তকী বটুকনাথ মুস্তকী হারাদন গোস্বামী।	৭০৯১/১১	সরকারী বাকী রাজস্ব ৪৫/১০ টাকার সমর মাহাল নীলাম হইবে।



ক্রমিক নম্বর।	বহালপ্রাপ্ত প্রকার।	ভৌগোলিক নাম।	নাম বহাল ও পরগণা।	নাম ভাষিকরণ।	সদস্য সংখ্যা।	কৈফিয়ত।
৮	প্রথম শ্রেণীর মহাল।	৪৩৬	কিসমত পরগণা সমষ্টি- জাহাঙ্গীর পং সাইরা- জাহাঙ্গীর।	বিপিনবিহারী নরিনবিহারী কৃষ্ণকিশোর মুদুল্লাহ রায়চন্দ্র ভগবানচন্দ্র বনগুপ্তালাল দীনরঞ্জন লালিত- মোহন বৈদ্যনাথ গুরুদাস নছমনদাস গণেশচন্দ্র গঙ্গানারায়ণ কলদাশ্রম গোপেশ্বর সেন মনুসখী দাস্য কামদাকিন্তর মুখোপাধ্যায়।	৩৩৬৫১৭	এই মহাল মধ্যে মনুসখী দাস্যার ও কামদাকিন্তর মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে গোপেশ্বর সেন দিগবেরের একমালী অংশ ১৮২২ গোপার কান্ত সদর জমা ২৩৯৪/১০ টাকা নীলাম হইবেক। রাজস্বের বাকী ৭২৬/১১
৯	ঐ	৪৪১	কিসমত পরগণা সমষ্টি- খালী পরগণা সমষ্টি- খালী।	বীরচন্দ্র নরিনারিনন্দ চৌধুরী শ্যামসুন্দরী দাস্য সোদানিনী দাসী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী গঙ্গাধর চৌধুরী অনন্তময়ী দাসী ব্রজময়ী চৌধুরাণী।	৬৬৭৬০২	এই মহাল মধ্যে গঙ্গাধর দৌরচন্দ্র চৌধুরীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে শ্যামসুন্দরী দাস্য দিগবেরের এক- মালী অংশ ৬/১৮/১০ কান্ত সদর জমা ৫৫৬/১১ টাকা নীলাম হইবেক। রাজস্বের বাকী ১০৩ জানা।
১০	ঐ	৫০৮	ভিহি জাহাঙ্গীর সেরপুর।	পং চন্দ্রমোহিনী দাস্য থাকমণি দাস্য আলি মাতা বিবেকেশ্বর ষোষ অন্নপনাথ ষোষ কান্তিকচন্দ্র ষোষ গোপীন্দ্র- দাসী দাস্য।	৩৪২১১/- ১১ পুলিস ২৬/৮ ৩৪৭৯৭	এই মহাল মধ্যে থাকমণি দাসী দিগবেরের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ জানা বাদে চন্দ্রমোহিনী দাস্যার এক- মালী অংশ ১১০ জানার কাৎ সদর জমা ১৭২৬/১০ টাকা ও পুলিস ১০৮ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ... ৫৭৪০ পুলিস ... ৩১০ ৫৭৭৮/১০
১১	ঐ	৫৩৩	কিং পং উজিরদাস পং উজিরদাস	ইংলোদাসমাপ রায় কটীকচন্দ্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য নন্দরচন্দ্র ও হিওদাস পাণচৌধুরী গোলাপমণি দেব্যা জগজ্ঞ পণ্ডিত লক্ষ্মীমণি দেব্যা গোকুলচন্দ্র তেওয়ারী ষ্ট্রিকলানথ সেন গণেশলাল কৃষ্ণপ্রসাদ রায়।	১৮৩১/৬	এই মহাল মধ্যে ষ্ট্রিকলানথ সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১২৬৩ দিগবেরের সদর জমা ৪৭৮/১০ টাকা নীলাম হইবেক বাকী ২৮৭ টাকা।

১২ এই মহাল মধ্যে: হারানী, চৌধুরানী, অনিহাড়া, মাল-  
রহী, সত্যচরণ, নায়চৌধুরী, পুথক, কড়িয়া, লওয়া, কংশ  
১১ গোণ্ডা, বাটো, চাকচু, নমু, গিগরে, এডমালী, কংশ  
১০ গোণ্ডা, রকাত, মার, জমা ১১১/৫ টাকা নীলাম  
হইবেক।  
বাকী ... ১০ গাই।

১৩ বিজয় (অগীর মহাল)  
৫৫৮ চরণগাঁও পং সমস-  
খালী  
১১১/১  
ব্রাহ্মস্বর বাকী ১১১/১০ টাকার জন্য সমুদয় মহাল  
নীলাম হইবেক।

১৪ প্রথম অগীর মহাল  
২৭৪০ কিং তরফ হো'মন-  
পুর পং আমদ নগর  
১১৫৮/৯  
১২২০ সালের লং অগ্রহায়ণ তুলসেব বা'জস্বর বাকী  
১৫২৮ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।

১৫ প্রথম অগীর মহাল  
২৭৭৯ তরফ কাণাই পাড়া  
পং আমদ নগর  
১০৪২/৫  
১২২০ সালের লং ফালগুনের বা'জস্বর বাকী ১১১৮/৯  
টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।

BRHAMPORE,  
The 19th May 1884

J. C. FAYAT,  
Offg. Collector.

## জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনার জিলায় নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদার জন্য আগামি ২৩ জুন মোতাবেক ১২৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরীর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য লীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পর- গনার নাম।	মালিকের নাম।	ঘোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	রাকী পড়া অংশের সদর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ কিস্তির বাকী।
৬	পরগনে আগর- পাড়া কিসমত আগরপাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৩৬২।৬	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুসারে স্বত্ব হিসাবের ১ হি- স্যা মুরেশ্বনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৮/ আনা।	১৩৬২।২	৩।০
২৮	পং হিলকি কিং রাজমোহন রায় চৌধুরী কেড়াগ ছি।	...	৫৮৩।৫	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮৩।৫	১৭৩।১৫
২৯	পং খলিসখালি কৈলাসকামিনী দেব্যা কিং খলিসখালি দিগর।	...	৮৯৭।১১	২ ...	৮৯৭।১১	১৩০।১১
৩৪	পং হিলকি কিং মুরেশ্বনাথ রায় চৌধুরী গন্ধারপুর।	দিগর।	১২৬।১৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন বোম্ব রকম ১২ গণ্ড।	১২৬।০	৩৩।১১
৬৭	পং তালিবপুর কিং গং বিলমোহন বসু দি- তালিবপুর।	গং।	৫৩২।৬	১ হিস্যা ...	৪৭৪।১	১১৩।৫
৭২	পং দাতিয়া কিং চন্দ্রকুমার রায় দিগর ... দাতিয়া।	...	৪৭৩২১।৬।	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৭৩২১।৬।	১২০।৬২।
১০৮	পং বুড়ুন কিং দুর্গাচরণ লাহা দিগর ... বারুলিয়া।	...	৫১১৫।১	৩ হিস্যা খুলনা আশা- বদীন আহমদ রকম ১২ গণ্ড।	৫১১।০	৩৬।৫
১১১	পং বাজিতপুর লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী কিং বাজিতপুর।	দিগর।	২১২১।১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী রকম ১৮৫৫ দণ্ড।	৫৮২।৮	১১।৩
১২৫	পং বুড়ুন কিং থাকমণি চৌধুরাণী দিগর বৈকানি।	...	৭১২।৬১১।৬	সম্পূর্ণ মহাল ...	৭১২।৬১১।৬	৩৩।৬।৬
১২৭	পং তালুকা কিং রাজকুমার বোম্ব দিগর ... তালুকা।	...	১৪৪৩৭।৮	১ হিস্যা মেহেরউল্লা চৌধুরী দিগর রকম ১৮৫৬/১১/১৫	৮৫০।৮	২৫৬।৭।১
এ	এ	এ	এ	১৮৫৯ সালে ১১ আই- নের ১০ ধারানুযায়ী স্বত্ব হিসাবের ২১ হিস্যারকম ১৬১২ ডিল কৈলাসচন্দ্র সরকার দিগর।	২০।৭	৭।৮
১৩২	পং বুড়ুন কিং দুর্গাচরণ লাহা দিগর ... তাউড়িয়া।	...	২০৩২২।৬	২ হিস্যা রং। আনা ...	১০১৩১।২	১৫।৬
১৩৩	পং মলই কিং পার্শ্বনাথ রায় চৌধুরী মলই।	দিগর।	২২২৭২।১১।১	২ হিস্যা মুরেশ্বনাথ রায়- চৌধুরী দিগর।	২২২৭।৬	৮৭৬।৬৮
১৫২	পং মর্পাজপুর জুবনমোহন মজুমদার কিং মর্পাজপুর।	দিগর।	৫৪২।৮	১ হিস্যা জুবনমোহন মজুমদার ২৭।০ আনা।	১৩৭।৬৫	৩১।০।১
১৫৬	পং সুরেন্দ্রনাথ কিং জাহিদ সরদার দিগর ১৫৫ নং লাই আস্থানি রমজান নগর।	...	১৮৮৪।২	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৪।২	১৪০০।৩
১৬১	পং মলই কিং হা- জরাকাঠি।	পার্শ্বনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	৮২০।১০	৪ হিস্যা মুরেশ্বনাথ রায় চৌধুরী দিগর লাং লাউখিয়া।	৮২।৫	৩২।০।১

KHOOLNA COLLECTOR'S OFFICE,

The 6th May 1884.

F. H. BARROW,

Offg. Collector.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার আপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারাক্রমে ১৮৬৮। ৭ আইনমতে জেলা ময়মনসিংহের মদ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের লাগায়ের ২৮ দীর্ঘ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আটের অনুসারে বাকী রাজস্বের ব্যয় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪। ২১ জুলাই মোং ১২৯১। ৭ জ্বাবন সোমবার তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে দিবা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে।

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	টাকিরূপে।
১২ নং	পং আদীয়া জমিদারি হিসাব ১০ আনা ১৮৫৯। ১১ আইনমতে ধারিক বাদে এজমালি।	ডগবাবচন্দ্র রায় চৌধুরী গরুরহ।	২৪৭/৪	•	•
৫	এ ১৮৫৯। ১১ আইনমতে ১০ ধারা-মতে উক্ত ১০ আনা মধ্যে হিসাব ৭ গণ্ডা।	মরিশরণ মজুমদার ...	২৪৫৫/১১	•	•
৫	এ এ হিসাব ১৫ ককা ...	নবাবআলি চৌধুরী গরুরহ।	৬১১/৮	•	•
৫	এ এ উক্ত ১০ আনা জমিদারি যৌল আনা রকমে হিসাব ১৭। গণ্ডা।	মিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী গরুরহ।	১৪৮/৩	১২৫/৬	ধারিক হিসাব নিলাম হইবেক।
২৬ নং	পং বড়বাড় জমিদারি হিসাব ১০ আনা যৌল আনা রকমে ১৮৫৯। ১১ আইনমতে বড়বাড় হিসাব হওয়া হিসাব বাদে এজমালি হিসাব ১০৫। ৪ দীপ।	শৈবদ হানসজান গরুরহ ...	৪৪৬২/০	৭০৫৭	এজমালি হিসাব নিলাম হইবেক।
এ	এ হিসাব ১৮। ১ দীপ ...	যেঃ কেশব সাহেব ...	৪৩৩/০	•	•
এ	এ হিসাব ১০৮ গণ্ডা ...	খাজে এমারেন্ড উলা চৌধুরী	৩২৪১। ০	১৪৩৭	ধারিক হিসাব নিলাম হইবেক।
৫	এ হিসাব ১৮। ২ দীপ ...	করিমসেহা চৌধুরানী	৮৭২৫০	•	•

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

৫২২৮	পং গুখরিয়া চর আরজহাটী ও ঘেটা গরুরহ।	হেমচন্দ্র চৌধুরী গরুরহ ...	২০৫। ০ উয়েফন ১/০	১০। ০২ উয়েফন ৩/০	ঘোট মহাল নিলাম হইবেক।
------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

The 30th May 1884.

E. G. GLAZIER,  
Collector.

[ গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন। ]



[ *Government Gazette, 17th June 1881.* ]

ভেঁজির নম্বর।	বাম মহাল ও পত্রগণ।	লিখিত ম সিরগণের নাম।	মোট সদর কমা।	বাকি পরিমাণ।	মন্তব্য।
১৭ নং	অক্ষা পত্র বাগে(হাশ)।	কৃষ্ণনাথ দাস, কুমুদিনী দাস, জলি অছি জাং গুরুদাস বিশাস, ও সত্ৰাথ, জগদ্বর্ষী ও চন্দ্রকান্ত, লক্ষ্মীদাস ও ত্তিকান্ত ও জ্ঞানকান্ত ও দ্বারকাকান্ত ও সুর্যকান্ত ভট্টাচার্য ও লক্ষ্মীণি দেবী। গি দেবী। অশ্বিনী। মিনকড়ী দেবী ও ত্রৈলোক্য সন্দরী দেবী। উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুর ও জারদ্রাপ্ত জাং বিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বগাথনাথ মুখোপাধ্যায় ও রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর অছি জাং নারায়ণ গোট গুপীন্দ্র বাহাদুর ও রামমথর রায় ও মথুনাথ জ্ঞাননাথ পাল চৌধুরী ও শিবচন্দ্র পাল চৌধুরী জয় ও অছি ও সুনন্দী দাসী জয় ও অছি জাং জ্ঞানচন্দ্র ধনকুন্ড ও ললিতাঃীন পাল নারায়ণ ও হিরালাল ও উমেশচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র পাল ও বেলওয়ারদিলাল পাল নারায়ণের অছি উমেশচন্দ্র পাল ও রামচন্দ্র দেবলাঙ্গি।	৮৬৭০/৩ পু: ৯৬৬৭	১১০৬৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারারতে পৃথক হওয়া অংশ অংশ দ্বায়ে অবশিষ্ট র: ১৮৫৭/৬ লাগ যাক ১৮০৩/০৭০৩। পাই সদর ৪২।৩ পাই পোলীস জবায় চন্দ্রকান্ত, লক্ষ্মী- কান্ত, দত্তিকান্ত, গজাকান্ত, ও দ্বারকাকান্ত ভট্টাচার্য জ্ঞানী ও দেবী। অশ্বিনী মিনকড়ী দেবী ও ত্রৈলোক্য সন্দরী দেবী। উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জয় ও তার জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দচন্দ্র ও মহেশনাথ মুখোপাধ্যায় এর: ধনপত সিংহ বাহাদুর অছি জাং নারায়ণ গোট গুপীন্দ্র বাহাদুর, মথুরী নাথ শিরচন্দ্র পাল চৌধুরী জ্ঞাননাথ পাল চৌধুরী জয় ও অছি ও সুনন্দী দাসী জয় ও অছি জাং জ্ঞানচন্দ্র, ধনকুন্ড, ললিতাঃীন পাল নারায়ণ, হিরালাল মহেশচন্দ্র, মহেশচন্দ্র পাল ও বেলওয়ারদিলাল পাল না লগেও অছি উমেশচন্দ্র পাল, ও রামচন্দ্র দেবলাঙ্গি। নামে ১৭।০ নং এজমালী অংশ লিখা যার এ অংশ বাকী পড়ার উচাই নির্দায় হইবেক।
১১৭ নং	ভিতি চণ্ডী পত্র পাছনৌর।	সুরেশচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র, অক্ষহচন্দ্র, শতীশচন্দ্র মল্লিক নারায়ণের জন্মিহাতি। রাজলক্ষ্মী দাসী, চন্দ্রনাথ মল্লিক, অনাথনাথ দেব কছিমননোঃ দিবি ও শরচ্চন্দ্র দে চৌধুরী স্বরং ও অছি জাং চক্ৰচন্দ্র ও নিম্নচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র দে চৌধুরী নারায়ণের অছি জ্ঞানচন্দ্র হোষণ, ও অননুভব মুখো- পাধ্যায় হরিজীৱন আশাণিক ও স্বরাজনাথ, নট সুনাদ ও দেবেন- চন্দ্র পাল চৌধুরী ও মধুমতি দাসী ও যোগেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী, অছি জাং শতীশচন্দ্র ভরদৈ পাট পাল চৌধুরী ও সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও শিবহরদিনী দাসী। অছি জাং জ্ঞানেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ বিজ্ঞেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী।	১০২৪৬০৮ পু: ১১২০/৪	১৫৬৮/১১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারারতে পৃথক হওয়া অংশ অংশ বাকি অবশিষ্ট র: ১৮৫৭/৬ আশা যাক ১৪৪৭/৬ পাই সদর ও ১৮৬৮ পাই পালিত জায় স্বদেশচন্দ্র ও অরচন্দ্র অক্ষরচন্দ্র, শতীশচন্দ্র মল্লিক নারায়ণের: নির্মিতা দাসী লক্ষ্মীদাসী ও চন্দ্রনাথ মল্লিক, অনাথনাথ দেব ও কছিম- ননোঃ দিবি। বিবর নামে ১১৭।০ নং এজমালী অংশ লিখা যার এ অংশ বাকী পড়ার উচাই নির্দায় হইবেক।

১৫৪ নং	শে.ভা.স.স. পাং তারাগুলির।	বামাচরণ চৌধুরী ও গিরিবালা দেবী ও নারায়ণী দেবী ও ভুবনজয় আচার্য্য ও কানীশ্বরী দেবী ও হরগোপাল আচার্য্য ও হরনন্দন সাম্বাল ও এঁগনহরি সাহা, জিরাম চৌধুরী, সীতবন্ধু চৌধুরী দীননাথ মুখোপাধ্যায়।	১২/০১/৮৫	১৫৪০ নং ১৫৮৬ ১৫৮৭ ১৫৮৮	১৫৮৯ সালের ১১ জুলাইয়ের ১০ ধারায় প্রদত্ত পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ ৭৮১/ কাগ যাহা ৪৮৯৮/১১ পাই সদর জমায় দায়িত্ব চৌধুরী ও গিরিবালা দেবী ও নারায়ণী দেবী ও সীতবন্ধু চৌধুরী ও দীননাথ মুখোপাধ্যায় নামে ১৫৪০ নং ও পৃথক হওয়া অংশ রঃ ১৫৮৬ কাগ যাহা ১০৮১ পাই সদর জমায় এঁগনহরি সাহার নামে ৫৪২ নং লেখা যায় এই অংশ বাকী পড়ায় উহা নিলাম হইবেক।
২০১ নং	এতদাধার পাং পলাশী।	রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও যতুনাথ চট্টোপাধ্যায় ও দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপা- ধ্যায় ও হরমুকরী ও ভদ্রমুকরী দেবী ও ব্রজেন্দ্রনাথ সাহা ও রামধন ও রাধেশ্বর ও কালিদাস ও উদারগণ ও গিরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।	৪/১৪/৮০ পূঃ ৪২১/৫	৫৮১১	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২১৬ নং	গে.ব.পা. পলাশী।	মহারাজা জগদীশ দেবেন্দ্রনাথ গোল্ডস্মিথ বাহাদুর কৃষ্ণনাথ ধার ও কুমুদিনী দাসী অলি জাং ওকনাস বিধান রমকুম দেবেন্দ্রনাথ, হরিমোহন মল্লিক, প্রভৃতি দেবী রামধন ও, ও দায়িত্ব ও কালিদাস ও উদারগণ ও, নন্দনার মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভূগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ও গিরিবালা দেবী অলি মতি উমপদ অতরপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণ, চন্দ্রমণি দেবী।	২২/৫/১১ পূঃ ২২/৯	২৮৬	১৮৯৯ সালের ১১ জুলাইয়ের ১০ ধারায় প্রদত্ত পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ ১৮০৮/১২।। তিল যাগ ১১৪/৪ পাই সদর ও ৮৮১ পাই পুলিস জমায় মহারাজা জগদীশ দেবেন্দ্রনাথ গোল্ডস্মিথ বাহাদুর ও রামকুম দেবেন্দ্রনাথ হরিমোহন মল্লিক, হরিমোহন, উদারগণ ও নন্দনার নামে ২১৬০ নং লেখা যায় এই অংশ বাকী পড়ায় উহা নিলাম হইবেক।
২২২ নং	হিজুলী পাং বাম- জোনা।	কামিনীমুকরী চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী শংকরনাথ পাল চৌধুরী ও মধুভিনয় চৌধুরী ও অহি জং মতিশঙ্কর ওরফে মতি পাং চৌধুরী ও নরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও শিৱনাথ চৌধুরী মতি অহি জাং নরেন্দ্রনাথ হরেন্দ্রনাথ, কেশবনাথ, ও বিজ্ঞাননাথ পাল চৌধুরী ও নরেন্দ্রনাথ পাং চৌধুরী।	১৫/৮/১০ পূঃ ১২১	১৬১৬১ পূঃ ১৭	১৮৯৯ সালের ১১ জুলাইয়ের ১০ ধারায় প্রদত্ত পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ ১১০ আনা যাহা ৪৭১৮/১১ পাই সদর ও ৬৭ টাকা পুলিস জমায় কামিনীমুকরী চৌধুরী নামে ২২২০ নং লেখা যায় এই অংশ বাকী পড়ায় উহা নিলাম হইবেক।
২৮০ নং	বামনলা ডাং উপাং।	মহাশয় দেবেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ গিরিজননাথ, চিত্তাশ্রয় বাম চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ বাং চৌধুরী, পালকোনাথ বাং চৌধুরী, নরেন- ্দ্রনাথ বাং চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ বাং চৌধুরী, চিত্তাশ্রয় দেবী, ও নরেন্দ্রনাথ গিরিজননাথ, স্বরূপ কল্যাণিক জং উদারগণ, ও নরেন্দ্রনাথ স্বরূপ, বাং চৌধুরী নামে ২৮০ নং লেখা যায় উহা নিলাম হইবেক।	৪/১২/১২ পূঃ ১৪১/৬	৪৪০১০৮ ১০৪৮৮১ ৪৪০১০৯ ১৫১১/৮৪ পূঃ ১৫১/০	১৮৯৯ সালের ১১ জুলাইয়ের ১০ ধারায় প্রদত্ত পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রঃ ১৪৮৮/১১ ১০৮০১৫ পাই সদর ৬৮৮ পাই পুলিস জমায় নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বরূপ চিত্তাশ্রয় ও উদারগণ, হরিমোহন, কুমু- দার, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, কেশবনাথ দাসী ও উদারগণ ও পৃথক হওয়া অংশ ১০/১২ গড়া যাহা ৫৫১০ টাকা সদর ও ৩৮৪ পাই পুলিস জমায় নরেন্দ্র- নাথ ও নরেন্দ্রনাথ বাং চৌধুরী নামে ২৮০ নং লেখা যায় এই অংশ বাকী পড়ায় উহা নিলাম হইবেক।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রার	নাম মহাল ও পতন	লিখিত মালিকের নাম	গোষ্ঠী সমর ভাণ্ডার	বাকী পরিমাণ	মন্তব্য
৪৭৬ নং	শান্তনগর ৭২৩ অপুর	রক্ষাশি দাসী আলি রাসের লাবালক জলাঙ্গলি সিন্ধু, হরনীধর বিখাল সৈয়দী দেবী, অনিমুখী দেবী, সিন্ধুচন্দ্র চক্রবর্তী ও সফলদেবী দেবী শাবনাসুন্দরী দেবী আলি হালার শাবনাসুন্দরী রায় লাবালক প্রিয়নাথ কুতু, জিনাথ বন্দোপাধ্যায়, সত্যধর জোরাকার	১২০১৭৭/১২	১১৭৭/৩	১৮৫৯ সালে ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া বাকী অবশিষ্ট ২:১০ আনা যাচাই ১৮৫৮/৮ পাই টাক। সমর জমার গারান্টি দেবী ও সারদাসুন্দরী দেবী কলি মহার আদালত রায় লাবালক, প্রিয়নাথ কুতু, সত্যধর জোরাকারের ন্যে ১৭৬/১০৮ লিখা যায় এই অংশে বাকী পড়ার উহাই বিলাস হইবেক। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাকী অবশিষ্ট ২:১০ আনা যাচাই ১৮৫৮/৮ পাই টাক। সমর জমার অনিমুখী দেবী অবেদনায় জিন্দার মুখোপাধ্যায়, কুমুদিনী দেবী আলি রাসের গোরবর মুখোপাধ্যায় লাবালক বন্দোপাধ্যায় পাল চৌধুরী বৈকাল- দেবী দাসী আলি ও ছি ভাং বিজ্ঞানস গাণ ১:১০ পুত্রী বৈজ্ঞা- নাথ মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় স্বরং ও অছি ভাং হাড়াপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তিরানাল চৌধুরী নাম ৪৭৭/১০৮ লিখা যায় এই অংশে বাকী পড়ার উহাই বিলাস হইবেক।
৪৭৭ নং	শান্তনগর ৭২৩ অপুর	গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অনিমুখী দেবী অবেদনায় ও জিন্দার মুখোপাধ্যায়, ও কুমুদিনী দেবী আলি রাসের গোরবর মুখোপাধ্যায় লাবালক ও সীনলাথ মুখোপাধ্যায়, রামবন্দু চেল্লাঙ্গরী, বন্দোপাধ্যায় পাল চৌধুরী, বৈকালদেবী দাসী চৌধুরাণী আলি ও ছি ভাং বিজ্ঞানস পাল চৌধুরী, বৈকালদেবী দেবী মুখোপাধ্যায় বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় স্বরং অছি ভাং হাড়াপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লাবালক তিরানাল চৌধুরী, কুমুদ- দেবী দেবী, অকরনি দেবী সীনলাথ মুখোপাধ্যায়, বৈকালদেবী মুখো- পাধ্যায়, লজ্জাবতী মুখোপাধ্যায় নিজারি দেবী আলি দাসী কুতু- দেবী মুখোপাধ্যায় লাবালক অক্ষরকুমার মুখোপাধ্যায় স্বরং ও অকরনি দেবী আলি হালার জীবনকুমার ও দেবীজনাথ মুখোপাধ্যায় বৈকালচন্দ্র, কেতুপাল বন্দোপাধ্যায় ও কেল্লাসচন্দ্র কেতুপাল বন্দোপাধ্যায় অছি ভাং কালীপদ ও তারাপদ বন্দোপাধ্যায় লাবালক। জরদারান দেবী মোহনজোরাকার হাড়াপচন্দ্র, গিরিজানাথ, সত্যনাথ রায় চৌধুরী, ও মহেশনাথ রায় চৌধুরী, পার্জতীনাথ ও নরেন্দ্রনাথ ও অনরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও তবতাবিনী দেবী, রাধেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বরং ও কন্দাধাক ভাং উমেশ্বর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর ও রাধেশ্বর মুখো- পাধ্যায়, গোবিন্দবিন দাসী।	৩৬৫২২২	২৮/১	১৮৫৯ সালে ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাকী অবশিষ্ট ২:১০ আনা যাচাই ১৮৫৮/৮ পাই সমর ও ১৮৫৯ পাই পালি লাবালক রাধেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বরং ও কন্দাধাক ভাং উমেশ্বর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর, রাধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দবিন দাসীর নাম ১৮৫৮/১০৮ ও পৃথক হওয়া অংশ ২: ১/২২ গড়া যাচাই ১৮৫৮/১০ পাই সমর ও ১১০ পুত্রিস অমর দেবীজনাথ রায় চৌধুরীর ন্যে ১৮৫৮/১০৮ লিখা যায় এই অংশে বাকী পড়ার উহাই বিলাস হইবেক।
৩৫৮ নং	খামার শিবলাপা কুতনগর		২৬৫৫৮ পু: ২৬.০	৩১৫৮/১০৮ ১৮/১১ ৩১৫৮/১০৮ ১৮৫৮/১০ পু: ১৮/৬	১৮৫৯ সালে ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাকী অবশিষ্ট ২: ১/৮ গড়া যাচাই ১৮৫৮/৮ পাই সমর ও ১৮৫৯ পাই পালি লাবালক রাধেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বরং ও কন্দাধাক ভাং উমেশ্বর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর, রাধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দবিন দাসীর নাম ১৮৫৮/১০৮ ও পৃথক হওয়া অংশ ২: ১/২২ গড়া যাচাই ১৮৫৮/১০ পাই সমর ও ১১০ পুত্রিস অমর দেবীজনাথ রায় চৌধুরীর ন্যে ১৮৫৮/১০৮ লিখা যায় এই অংশে বাকী পড়ার উহাই বিলাস হইবেক।

W. V. G. FARRER,  
Collector.

কালেক্টরী জিলা রংপুর।

বাকীর কর্ক মন ১২৯০ সাল বাঙ্গালীর সাগাএন কিস্তী কালক্রমে মোতাবেক ১৮৮৪ সাল সাগাএন কিস্তী কেরারি তদবের ২৮ মার্চ স্বর্ধ্যান্ত পর্যন্ত এবং তদপরে তিন্ন তিন্ন জিলার কালেক্টরীর হুতী হারা আদার হুতরা বাহা বাকী আছে তাহা ১৮৮৪। ২১ জুন মোতাবেক বাঙ্গালী ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় মনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশারণে নীলাম হইবেক, ইতি।

ভৌজির নম্বর।	মহালের নাম ও পরগনা।	বালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরি- মাণ।	মন্তব্য।
৫৭	বড়াবাকী ওগরহখোজা চাকলে কাছির হাট।	শ্যামকুমার দাস, বামীমুন্সরী দাসীয়া কুমারদেব চাকি ডায়ামনি দাসীয়া চক্স গোবিন্দ দাস,	৫১৫১/১০	১৮/১০	বাঁদাভূমদী দাসীয়ার ১১৮৮৮৯ পাই সদর জমার অংশ ডায়ার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
১০৭	রাঁধনগর মোজা চাকলে কাছির হাট।	মৌদামিনী দাসীয়া	১০৪১৫৮/১	৪২৮/১৪	
২২১	খোদপুরাধপুর ওগরহ মোজা পং পরাবন্দ	জানকীবরত সেন, আহরা বেগম, রাহতমেছা ছাধেরা খাজুন, ও ছরিয়ল আলম আবুল হোসেন চৌধুরী ওরফে ডোম্বা দিকা ও দুলা দিকা।	২৫০২৫০/৫১	৫০০১/৮	বাবু জানকীবরত সেন বের ধরিতা ১০০ আনা অংশ যদি দেওয়া গেল। ডায়ার প- তন্ত্র হিসাব খোলা গিয়াছে।
২২০	খামার কুরলা ও গরহ পং পরাবন্দ।	খাজে এনাএতুলা চৌধুরী জহিরমেছা চৌধুর মহম্মদ নেজামুদ্দিন খা চৌধুরী।	২৫০৫৫৮/১১	১৮২/১০	খাজে এনাএতুলা চৌধু- রীর বিশেষ ১ নম্বর হিসাব পৃথক বাহার সদর জমা ১০২৩১/৬ পাই ৫ অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
২৪১	চক হুগাঁপু ওগরহ মেজা পং সরহাটী।	খএরমেছা বিবি চৌধুরানী এনাএতুলা দিকা, খাউরানী বিবি চৌধুরানী, জনা ডুলা চৌধুরী খুসিরমেছা বিবি জডন বিবি চৌধু- রানী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানজার নেহালউদ্দিন, মহম্মদ নেজামউদ্দিন মহা মদ চৌধুরী, আ.মরমেছা বিবি খয়র ও অলিঅছি পক্ষে আবদুল. ডক চৌধুরী নাবালগ।	১৮২২৫৮	১৪/৮	গবর্ণমেণ্টের ডাক্তারীনেব অংশ বাহার সদর জমা ৪০১/৮ পাই ৫ বাহার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ- বাদে অপরাপর অংশ বাকী।
৬২৭	আলিগাঁও পং	চক্সখির রায়, গোপাল- চক্স রায়, রাজলক্ষী চৌধুরানী, জলিনচক্স চৌ- ধুরী, ইছাখদী চৌধুরানী বৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানজার পক্ষে কোজর চক্সকেশর রায় বাবা- লগ, কামারী চৌধুরানী কুড়ান সরকার।	৫২৮১৫/১১	১০৫৮/৪	কুড়ান সরকারের নিজাংশ ১০ তিন আনা এ অংশ বাকী

RUNGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

H. J. NEWBERRY,

Offg. Collec'or.





ইহারি স্মারি সংবাদ দেওয়া বাইতেছে যে ২০৯৯ সনের ১: আটনের ৬: সারিসুসারের জিনা রাজসাহির মহাবর্তি নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের লগি এম কিস্তী কেসসারি তারিখের আদা বাকী মাল ওজারি এবং অন্যান্য শাওয়া চলিত কাইন এবং অতিহব অনুসারি বাকী রাজস্বের লায় আসার করা বাইতে পারি তগি আদার নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোকাবেক নম ১২৯১ সালের ১৪ আদাট ওক্রবার তারিখে ই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও আকাশ্য দায়াদন করা বাইবে ।

ভুক্তকাল		কৃতকাল	
কৌশল বহর।	শায় মহোদয় ও পরিগণ।	বায় শাস্তিক।	যে বাতির জন্য নৌশায় বহ।
			কৈকিরহ।

নাম বহাল ও পরগনা।	নাম ব্যক্তি।	সদর জমা।	খাজানা ৪৩৭৩৬/১ পুলিস ৩০৬/০	১৯৩৬/০ ৩৬৬/০	বে বাতীর জমা নীলাম্বর হইবে।
১৮৫ তিহি জাকনা মোক্তা বেড়াবাড়ি পং মা- হাঙ্গলপুর।	চন্দ্রমণি বাই আতি আতি পক্ষে গোলাবলাল সিংহ রায় নাবা- লগ. বেঃ এগেনওয়াইস সাত্তেব, গিরিশচন্দ্র সত্ত, আতিমা- নুলদ্রী দাসা, শ্যামসুন্দরী বাই।		৪৪৪৪/০		১৭১৪৬/০ ৩৬৬/০
২০৭ কিং পং তাতেরপুর	কুমার শশিশেখরের রায়, তাতেরপুর রায়, হরগোবিন্দ বন্দু বেনেজর পক্ষে কুমার বিবেকচন্দ্র ও কানীশ্বর রায়।	৩১৪১১/০		৩০১৫১১/৬	যেটি সদর জমা ৩১৪১১/০ আনা তদ্ব্যধা বিশেষ নং ১ কুমার শশিশেখরের রায় ১৫৭০৫ ১/২ আনা ১৮৫২ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদ্ব্যধা অবশিষ্ট এক- দানী অংশ সদর জমা ১১৭০৫ ১/২ আনা বন্ধ নীলাম্বর হইবেক। যেটি সদর জমা ১৭১৫১১/৬ আনা তদ্ব্যধা বিশেষ নং ১ কুমার শশিশেখরের রায় খাজানা ২০৫৭ টাকা পুলিস ২০/০ আনা একুনে ২:৪০/০ আনা ১৮৫২ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদ্ব্যধা অবশিষ্ট একদানী অংশ খাজানা ১০৫৭ টাকা পুলিস ২০/০ আনা সদর জমা বন্ধ নীলাম্বর হইবেক।
২২৮ তিহি বাহুদের পাড়া পং ডেগাহি।	কুমার শশিশেখরের রায়, কুমার আরকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বন্দু মেরেকর পক্ষে কুমার বিবেকচন্দ্র ও কানীশ্বর রায়।	খাজানা ১৮১৩৭ পুলিস ১৮৬/০		১৬	

রাধাকান্ত ভরকদার, যদুদাস ভৌমিক, রাধাসুন্দরী ভুবন-  
মোহিনী, ভারাসুন্দরী দাসী, গিরিশচন্দ্র ভাস্করদাস, রাধ-  
কৃষ্ণ, জগদীশ, লক্ষ্মণচন্দ্র ভরকদার, রাঃলাল ভরকদার,  
দীনবন্ধু সান্নাল, রোহিণীকান্ত ভরকদার, রতিকান্ত ভরক-  
দার কার্যাব্যাহকপক্ষে বিগীনবিহারি ভরকদার, নারায়ণ  
শ্যামচাঁদ সাহা।

গোবিন্দগ্রাম ওরকে গয়াগ্রাম সুকল, দুর্গাসুন্দরী দেবী  
বক্তেশ্বরী দেবী, ভবসুন্দরী দাসী, অলি অধ্যক্ষপক্ষে  
অক্ষয়চন্দ্র ও সতীশচন্দ্র সিংহ নারায়ণলাল, মহারানী শিবে-  
শ্বরী দেবী, ৬ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাই ও হরিমণি  
দেবী, মুক্তকেশী দেবী, শ্যামচাঁদ সর্কালক সাহা, নৌচা-  
মিনী দেবী, ৭ রাধা অটলবিহারী ঠাকুরের সেবাই ও গিরি-  
ধর দোবে স্বয়ং ও অধ্যক্ষপক্ষে ভোটারান দোবে, দি-  
গোপালদেবআলি স্বয়ং ও অলি-ক্ষে এমদাসদানি ওরকে  
রসজাল, জীবমহা ওরকে হোরমহা বিবি, তরুজল-  
আলি, তরুজলদীন, তরুজলা বিশ্বাস, গরিবহোসন চৌধুরী  
শাজদমহা চৌধুরানী, হবিবহা খাতুন স্বয়ং ও অলি-  
পক্ষে খোন্দকার তরুজল মাহাদান ও আলফহা,  
খাতুন ও মজিদমহা খাতুন, উমদমহা খাতুন  
নারায়ণ অবিনাশচন্দ্র সিকদারের মাতা ও অলি দেব-  
কুমারী দাসী, হরমণি দাসী, দক্ষিণাকুমারী দাসী  
সোমেশ্বর, বিবেশ্বর, জিনাথ, শ্যামচাঁদ সিকদার।

১৫৪৮/১

৭১১০

খাতুন ৫৭৬০/  
পুলিস ৪৮৮১০২৮/০  
৭

মোট সদর জমা ১৫৪৮/০ আনা ওয়াথে বিশেষ নং ১ মধু-  
সুদন তৌমিক সদর জমা ১৬০১/০ আনা বিশেষ নং ২  
রাধাকান্ত ভরকদার ১০৮ আনা ১৮৫২ সনের ১১ আইনমত  
হিসাব পৃথক হইয়াছে ওদণ্ডে অবশিষ্ট একমালী জমা  
৬১৪৮/০ আনা সদর জমার বস্তু নোদাং হইবেক।

মোট সদর জমা মায় পুলিস ৫৮০৮/০ আনা ওয়াথে বিশেষ  
নং ১ মহারানী শিবেশ্বরী দেবী সদর জমা খাতুন  
৭৩৭১/০ আনা পুলিস ৬৮০ আনা একুনে ৭৪৩১/০ আনা  
বিশেষ নং ২ মির মোশাহেব আলি স্বয়ং অলিঅধ্যক্ষপক্ষে  
মির এমদাসদানি ওরকে মদন নারায়ণ, জীবমহা  
ওরকে হোরমহা নারায়ণ, তরুজলালি তরুজলদীন  
তরুজলা বিশ্বাস গরিবহোসন চৌধুরী তরুজলালি চৌধু-  
রানী তরুজলালি দাসী হরমণি দাসী দক্ষিণাকুমারী দাসী  
মোমেশ্বর সিকদার বিশেষ নং ১৬০৮ আনা পুলিস ৫৮০ আনা  
অলিঅধ্যক্ষপক্ষে অবিনাশ সিকদার শ্যামচাঁদ সিকদার  
জিনাথ সিকদার খাতুন ৬৫০৮/০ আনা পুলিস ৫৮০ আনা  
একুনে ৬৫০৮ আনা বিশেষ নং ৩ গোবিন্দগ্রাম ওরকে  
গয়াগ্রাম সুকল খাতুন ১৫২৮ আনা পুলিস ১০৮/০  
আনা একুনে ১৬১৮ আনা বিশেষ নং ৪ সারদাগ্রাম  
সুকল খাতুন ১০১৪১০ আনা পুলিস ৮৮৮ আনা একুনে  
১০৭৪৮/০ আনা বিশেষ নং ৫ বক্তেশ্বরী দেবী খাতুন  
৫৩২১/০ আনা পুলিস ৪৮৮ আনা একুনে ৫৩৭০ আনা  
বিশেষ নং ৬ শ্যামচাঁদ সর্কালক দাঃ খাতুন ১৬২৮ আনা  
পুলিস ১৮ আনা একুনে ১৬৪৮ আনা বিশেষ ৭ নং  
৮ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাই হরিমণি দেবী খাতুন  
১৪৮০ আনা পুলিস ৮ আনা একুনে ১৪৮০ আনা ১৮২২  
সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক করিয়াছে ওদণ্ডে  
অবশিষ্ট একমালী জমা খাতুন ১০১৮/০ আনা পুলিস  
৮ আনা সদর জমার বস্তু নোদাং হইবেক।







ক্র.সং.	নাম	পেশা	বয়স	শিক্ষা	স্বাক্ষর	মোহর
১২০	শ্রীমতী সত্যবতী	গৃহস্থ	৩৫	১০	১০/১০	১০/১০
১২১	শ্রীমতী সত্যবতী	গৃহস্থ	৩৫	১০	১০/১০	১০/১০
১২২	শ্রীমতী সত্যবতী	গৃহস্থ	৩৫	১০	১০/১০	১০/১০
১২৩	শ্রীমতী সত্যবতী	গৃহস্থ	৩৫	১০	১০/১০	১০/১০
১২৪	শ্রীমতী সত্যবতী	গৃহস্থ	৩৫	১০	১০/১০	১০/১০
১২৫	শ্রীমতী সত্যবতী	গৃহস্থ	৩৫	১০	১০/১০	১০/১০
১২৬	শ্রীমতী সত্যবতী	গৃহস্থ	৩৫	১০	১০/১০	১০/১০
১২৭	শ্রীমতী সত্যবতী	গৃহস্থ	৩৫	১০	১০/১০	১০/১০
১২৮	শ্রীমতী সত্যবতী	গৃহস্থ	৩৫	১০	১০/১০	১০/১০
১২৯	শ্রীমতী সত্যবতী	গৃহস্থ	৩৫	১০	১০/১০	১০/১০
১৩০	শ্রীমতী সত্যবতী	গৃহস্থ	৩৫	১০	১০/১০	১০/১০

**E. H. RUDNOCK,**  
*Collector.*

উত্তরাংশের কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

উহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৭২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকদারের ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বয়ংস্ত পণ্যস্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোডসেস পাবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১৮৯২ বাৎ ২৭ আষাঢ় রোজ রুহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজর প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি মন ১৮৮৫ ইং তারিখ ৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	ঘোটা।	
১৮২৩	খানেন সাত ফানিয়া মোজেন নাকোনা মহল নয়াবাদ।	খোদহাতি ...	১০১৭০০	৪৪৮৬	১২২০ বাৎ	১১৭২	০	১২৭২	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।
২০ ১৮২০	খানেন ঐ মোজেন চামল মহল নয়াবাদ।	কলথেন আমজল লিং জাফর আলিমুল ও আলীদল আলম লিং মোলবী আবদুল আবদুল মাকলীপুর।	১১২০১০	১৭৬৮/৬	"	২২৪২	২২৬৯	২৪৬৮/৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,  
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELS,  
Offg. Collector.

উত্তরাংশের কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

উহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৭২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকদার ১৮৮৩ ইং ২৬ ডিসেম্বর স্বয়ংস্ত পণ্যস্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোডসেস পাবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৩ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১৮৯১ বাৎ ২৭ আষাঢ় রোজ রুহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি মন ১৮৮৪ ইং ১৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	ঘোটা।	
১১০ ১৮৩০	খানেন সাত ফানিয়া মোজেন গণ্ডা- খানেন মহল নয়াবাদ।	খোদ ...	১১৪৮৮/০	২৬৮/০	১২২০ বাৎ	১৮৫২	৮১২	১২০২	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,  
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELS,  
Offg. Collector.

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]





জিলা চট্টগ্রাম।

বাঁকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবর ৬ খারীদুসারে জিলা চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে প্রাপ্য বাঁকী মালিকজারি এবং অমান্য দাওয়া চুক্তি আইন এবং আইনের অনুসারে বাঁকী রাজস্বের মায়াদাদার করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখ এই জিলার কাউন্সিলের সাহেবের কাছারিতে দিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ইতি সম ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম জেরীর কাএমি মহাল

বাঁকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে নিলাম হইবে।

নম্বর জিলা	নম্বর মহাল	নাম মহাল	সদর জমা	বাঁকীর পরিমাণ	মন্তব্য
২	১	৩৪ক অগোষ্ঠারাম ..	৭২৩৫/০	১২/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
১৭	৪১	৩৪ক আবুল ফজল	৬৪০৬/৭	১৩২৬০	এ
২৮	৫৪	৩৪ক কানন্দী রামা ..	৮৪৯/৯৯	১৫৫৬১	১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যতীত ১নং রাসস্ব রায় প্রভৃতির অংশের ২: ১০৭১৬/৫ পাই জমার অংশে বাঁকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
১৫৯	৮০৪	৩৪ক ভুল্লভরাম, ফতে- য় বাব।	৮১৯৭	১৯৬১০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
২১৭	১০৪৩	৩৪ক মোজা হরিলা বাহু ৩২ মজুত রাম জারি।	৬৯০৫/০	১৮৭৫৪	এ
২৪০ ৩৭	১০৪৩ ১৮৯৪	৩৪ক ইমাম রাস ৩৪ক মালিম যত- ন।	৬৯৭১/৪ ৫৬০১/০	১৫০১১/৪ ২৭	এ
৫০৩	১০৪৩	৩৪ক রামভদ্রনাথ ..	৯১৮৫/৫	১১৫৮৮	১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যতীত ১নং মনজুর বিবির ১৩৫১১/০ আদায়ের অংশে বাঁকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৩১	১০৪৩	৩৪ক রামকিশোর কাঃ।	৮১৯/৭	১০৫০	১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যতীত ১নং অবশিষ্ট মালিকের ৮০১/৮ জমার অংশে বাঁকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৭০	১০৪৩	৩৪ক মাহিরাম কাঃ	৮০৩৫৫/৫	১০১১/০	১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যতীত অবশিষ্ট মালিকানের ৭৪৫১/১১ পাই জমার অংশে বাঁকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৭৬	১০৪৫	৩৪ক ইমতিয়াজ বাঃ	১৭৩৭৫০	১১/৩	১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবরতে হিসাব পৃথক আছে তদ্ব্যতীত ১নং আব- দুল্লা খাঁর ৭৮৯৫/৬ পাই সদর জমার অংশে বাঁকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬১১	১৮৮০	৩৪ক বরেন্দ্রনাথ সেনা মহারী ৫ ছাঃ মহারী জারি।	৫৭৮/০	১০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।

C. A. SAMUELS,  
Offg. Collector.

জিলা বাকরগঞ্জ।

অমিদারি বিক্রয়ের উদ্ভাটন।

১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবর ৬ দ্বারা বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাষ্টাতেছে যে জেলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলা কালেক্টর সাহেবের আদেশে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ১৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় এচলিত আইন অনুসারে আদার হইবার বিধি আছে তাহা আদার নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২০ জুন ১৮ মোঃ ১৩৩১ সনের ৮ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৬ মে।

তফসীল।

মহালের শ্রেণী।	ভৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সম্বল জমা।	বাকী বসন্তা।	টেকিয়ং।
প্রথম শ্রেণী	১৪১৬	বাণেশ্বর বসু তাহ হিং ১০ আনী	কামিনীমোহন চক্রবর্তী রায় চৌধুরী হিং ৯১৫	১৪৫০/৩ মিনাং অপর হিসাব পৃথক অংশের জমা— ১২৮০৬/১০ ২২৬১৬৫	১৬৬	এই হিসাব পৃথক হওয়া ১০৫ আনী অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
১	১৪১৭	ভীমনরুক্ষ সেন ও হরেন্দ্রনাথ সেন ও কমলরুক্ষ সেন ও গোবিন্দ দেব রায় ও লাগ- মানিকচন্দ্র বা- য় ও ধর্ম নারায়- ণ ও হরেন্দ্র মুখার্জী তালুক।	হং ৬৪—১১ ভিল উমচরণ ভট্টাচার্য গয়রহ	২২২১১/৫ মিনাং হিসাব পৃথক অংশ- শের জমা— ৫৪০৬/২ ১৭৫১১০০১	১৩২৫১	এই একমালিক ১১ ভিল অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
২	১৭২৮	চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী তালুক।	হিং ৬০ আনী বরদাশ্রম চক্রবর্তী গয়রহ	১০৪৬১/৬ মিনাং হিসাব পৃথক অংশের জমা— ১৩৩০/৪ ২৫৩১/৭ ৩৩০২১/১০	১৫১/২	এই একমালিক ৬০ আনী অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
৩	৩২৫৮	রত্নদি কালীকা- পুর পাগনা হিং ১০ আনী	হিং ১০৬— একমালিক বগদী- মুরী দেবী চৌধুরী গয়রহ।	৩৩০২১/১০ মিনাং হিসাব পৃথক অংশের জমা— ৫৪৫৫/৬১ ৩১৪১০০১	১৫/১	এই একমালিক ১০৬— কাল অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
৪	৩৪০২	রুজনাপাষণ দাস তালুক।	চণ্ডীচরণ রায় চৌধুরী গয়- রহ।	৬০৩০/২১	১০১০০১	বোল আনা মজল নিলাম হইবেক।
দ্বিতীয় শ্রেণী	৪৫৪৬	পদ্মা ওরফে রন- তানপুরচর	চণ্ডীচরণ চক্রবর্তী গয়রহ ...	৪২১৪৮	২৪০০৮	এই মজল মালিক মজল মালিকানা মিনাং পরিয়া মালিক যত্নে ন্যাদি বন্দোবস্ত হওয়াতে মজল মজলুর বন্দোবস্ত স্থগীত- গণের বে. স্ব ও মজ. আছে তাহা নিলাম হইবেক ইতি।
প্রথম শ্রেণী	৪৬২৩	কল্যাণ কলস জোয়াবদ ময়না- মহি।	হিং ১১ আনী করণাশ্রম ভট্টাচার্য গয়রহ।	৬০৬০/১০ মিনাং হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা— ৩০৮০/১১ ৩০৮০/১১	২২১৪/১০	এই ১১ আনী আনা অংশ নিলাম হই- বেক ইতি।



মহালের শ্রেণী	ভৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর নংখ্যা।	টেকিয়ায়।
দ্বিতীয় শ্রেণী	৫০০৭ নং মধ্যে ১ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ১ নং হাওলা	হুমেরদি ...	৮৩২৭	৬৪৬৭	এই খেয়াদি হাওলা নিলাম হইবেক।
এ	৫০০৭ নং মধ্যে ৩ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ৩ নং হাওলা	কেতালি হাওলাদার গয়রহ...	১১৪২৭	৮৫০৭	২
এ	৫০০৭ নং মধ্যে ৪ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ৪ নং হাওলা	তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় গয়রহ।	৮৫৩৭	৩৪২৭	২
এ	৫০০৭ নং মধ্যে ৮ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ৮ নং হাওলা	জামাল হাওলাদার গয়রহ...	৮৩১৭	৬৪৫৭	এ
এ	৫০০৭ নং মধ্যে ১২ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ১২ নং হাওলা	রহিমদী হাওলাদার গয়রহ...	৮২২৭	৬৭৪৭	এ
এ	৫০০৭ নং মধ্যে ১৫ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ১৫ নং হাওলা	জামাল হাওলাদার গয়রহ...	১৪৪১৭	১৫৭১১৬	এ
এ	৫০০৭ নং মধ্যে ১৯ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ১৯ নং হাওলা	বেতাকী হাওলাদার গয়রহ...	৬০২৭	২০০৭	এ

R. C. DUTT,  
Offy. Collector.

### জিলা বন্ধমান।

#### জমিদারি বিক্রয়ের ইশ্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান হইতেছে যে জিলা বন্ধমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকীমে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাণী আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৪ আশ্বাঢ় দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ মে।

#### ওফসীল।

##### প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমী দাখল হওয়া মহাল।

১৯ নং ভৌজীভুক্ত মহাল গিগগ্রাম পরগনে আগা ডিঃ মঙ্গলকোট পূর্বস্থলী আউষগ্রাম, কাটোয়া মস্তেশ্বর ও গাজুড় মালিক জীশ্রীঃ মনুপূর্ণার মেবাও ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভিনকড়া দেবী জওজ মঙ্গলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগ মনমোহন হরিমোহন মনিমোহন, মনজমোহন, সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা হরমুন্দরী দেবী রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাদয়াল ও সভাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাজীবন ও সভামনন বন্দ্যোপাধ্যায় মাঃ তেলিনিপাড়া পরমজ্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মাঃ তেলিনিপাড়া ডিঃ শ্রীমপুত্র।

সদর জমা ৭৩১১১/৬১১০ টাকা

বাকী ১১১১/৬১ টাকা :

এই মহালে নিম্নলিখিত কয়েকটি পৃথক হিসাব আছে এই অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শেষ হইয়াছে।

নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা পরমজ্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা সভাদয়াল ও সভাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৭৭০২ টাকা নাবালগ মনমোহন হরিমোহন, মনিমোহন মনজমোহন সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা হরমুন্দরী দেবী ১২১৮১/৭ টাকা।

৬৩ নং ভৌজীভুক্ত মহাল পলশমা দিগর পরগনে দেওয়া ভিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোর চন্দ্র ও নাবালগ মনীজনায়াগ চন্দ্র অলিঅছি ভ্রাতা ও আশ্রয়ক্ষে স্বয়ং পক্ষমীনারায়ণ চন্দ্র, তৈলোক্যনাথ চন্দ্র মাঃ জীবীটি ডিঃ কাটোয়া হরেকটাদ গোলেচা মাঃ আজিমগঞ্জ ডিঃ আশলপুর ভজহরিচন্দ্র ও বিদুর

[ Government Gazette, 17th June 1884. ]

চরণ চন্দ্র, পরমসুখ চন্দ্র ও নাবালগ আশুতোষ চন্দ্র জিহরিকরচন্দ্র চন্দ্রের অলিমস্টি মাতা জীমতা ভবতারিণী দাসা সাঃ জীবাণী ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাঃ এ ।

সদর জমা ৭৪০০৮/১১ টাকা

বাকী ৪১৮৮/০ টাকা ।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রের নামে ৯২৫/৬ টাকা সদর জমায় একটি পৃথক হিগাব আছে এ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৮৮ নং ভৌক্তিক মতাল মজকুরি পরগনে মজকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বর্জমান, ডিঃ মনেশ্বর ও ডিঃ গাজুর মালিক ডোমনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বন্দোয়ারিলাল বন্দোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারী দেবী, উমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পরানচন্দ্র চৌধুরী, মাতঙ্গিনী দেবী শারদাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী নীলমণি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেবী ভূগাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও দীপীনবিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃতাকালী দেবী, যুক্তকেশী দেবী ভূগাদাস মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালীবিষ্ণু স্মথারম্বর ও শশিভূষণ, মহেন্দ্র ও গোপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার চৌধুরী জীনাথ চৌধুরী, রামনাথ চৌধুরী সাঃ চাঁদুনা ডিঃ কাটোয়া ক্ষেতপাল চট্টোপাধ্যায় সাঃ দীর্ঘাট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাঃ সিদ্ধিপুর ডিঃ কাটোয়া দীননাথ চৌধুরী সাঃ চাঁদুনা ডিঃ কাটোয়া ।

সদর জমা ১৭২১০৮ টাকা

বাকী ১৭ আনা ।

এই মহালে নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামে ৪৬৬৯ টাকা জমায় একটি পৃথক হিগাব আছে এ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৫১৭৪ নং ভৌক্তিক মতাল সালকুনা পরগনে বর্জমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক মেথ আলিমুল্লাহ সাঃ শীকারপুর কেনারনাথ বন্দোপাধ্যায় সাঃ সালকুনা ডিঃ সাহেবগঞ্জ অধিকেশ বন্দোপাধ্যায় নাবালগর অলিমস্টি কল্যাণী দেবী সাঃ এ জী৮/৬ ভূগা চাঁকুরানীর দেবী ৬ ঈশ্বরচন্দ্র রায়, গৌরাচাঁদ রায়, নীলমণি রায় সাঃ আয়নাচাঁদাই ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবুল হক সাঃ ডিবিজান মঙ্গলকোট ।

সদর জমা ১৫৯০১৫ টাকা ।

বাকী ১১৫৬৮২ টাকা ।

এই মহালে নিম্নলিখিত একটি পৃথক হিগাব আছে এ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে, ঈশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র রায় ৩০৩৬/১১ টাকা ঈশ্বরচন্দ্র ও গৌরাচাঁদ রায় ১৩০৮/১১ টাকা ।

T. E. COXHEAD, Collector.

### নীলামের নোটিস ।

এস্তেচারনামা কাঁচারি কালেক্টরী জিলা ১৪ পরগনা ।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আটনের ৬ খারানতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, জিলা ১৪ পরগনার নীচের লিখিত মতালের সন ১৮৮৮ সালের ২৮ মার্চ কিস্তীর বাকী বাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাজল সন ১২৯১ সাল ১৪ আষাঢ় শুক্রবার এই জিলার কালেক্টরীতে বিনা ওজর নীলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল ।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধায়া হওয়া মহাল ।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাঞ্চনবাড়িয়া ওগররহ লিখিত মালিক

দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ সদর জমা

... ২৮৩৩ ১/০ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আটনের ১০ খা মিতে ৭/৫৮ ২ দস্তী ১৪/১— আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এক মালীতে দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ নামে ৬/১৪ ১/৯ দস্তী ১১/১৫ ৬/১৮— আনার কাত সদর জমা ২৪৩১ ১/০ টাকা তারিখ সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬/২ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল ।

১৪ নং পরগনে কলিকাতা কিং মদরসা বনভগাল ওগররহ লিখিত

মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগররহ সদর জমা

... ২১১২৬ ৮/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আটনের ১০ খারানতে ৬৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এক মালীতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগররহ নামে ১২ আনার কাত সদর জমা ২১১১ ১/৮ টাকা তারিখ সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭২৯ ১/২ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল ।

[গরমোট সেক্রেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

১৪৭ নং পরগনে কলিকাতা কি: বেওড়া ওগররহ লিখিত মালিক  
টেকবলানাথ বিশ্বাস ওগররহ সদর জমা

... ৩৬৭ ১/১০ টাকা মধ্য

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট  
এজমালিতে টেকবলানাথ বিশ্বাস ওগররহ নামে ১০ আনা রকম সদর জমা ১৮৩৬৭১০ ১১ টাকা  
তাহার সন ১২২০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না  
হওয়াতে ৭৫১ ১/৪ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কি: পরগনে বালিয়া তরফ যতুবাটী ওগররহ লিখিত মালিক

আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ সদর জমা মায় পুলিশ থানাদারি ... ৮৭১৭৩ টাকা মধ্য

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১/৬ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট  
এজমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ নামে ১১/১০ - আনার কাত সদর জমা মায় পুলিশ  
থানাদারি ৫৮১ ১০ টাকা তাহা সন ১২২০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের  
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় বাদে ১২ ১/১০ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৪-৫-৪৪.

C. C. STEVENS, Collector.

### জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারায় বিধান অনুসারে ইংলিশ দ্বারা সকলকে জ্ঞাত হাইতেছে যে  
জিলা দিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলায় কাউন্টের মাফেবের আফিসে বাকী রাজস্ব  
এবং সে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের নায় প্রচলিত আইন  
অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা জানার নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে প্রকাশ্য  
নীতিমে নিবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ এপ্রিল।

### তফসীল।

ক্রম নং।	ক্রম নং।	ক্রম নং।	নাম মহাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা	বাকী কিং আনুয়ারি ১৮৮৪।	কৈফিয়ত।
১২০০	৭২	১৮৯	টামটা পুটীয়া জো- হাং বরদাখাত হিং ১১/১০—ক্রান্তি	গোবিন্দচন্দ্র দাস মণ্ডল- চন্দ্র দাস নন্দেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন রজ- নীকান্ত সেন।  শ্রীমতী উমাতারা জঃ মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব।  শ্রীমতী উমাতারা গুণ্ডা জঃ মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমো- হন সেন সাং দারডা পং বরদাখাত ধানে খোলা।	১৭০৮	৫৩৫	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ১১২৩ টাকা ধায়া হইয়াছে এই জমা খবদারের ১১২১ ১০ হইতে নিচে হইবে।
১২০১	৭০	১৮৯	ভিলচিঠা জোয়ার পং বরদাখাত হিং ১১/১০— ক্রান্তি।	গীচরণ দাস মজুমদার সাং নৈয়াইর পং ঈচাইল, রামকির রায় সাং চান্দরাই প্রকাশ্য আমিরাবাদ কাণীচন্দ্র দে সাং তথা শ্রীমতী জমি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পং বিক্রমপুর, জগবন্ধু দাস সাং তথা বঙ্গচন্দ্র দাস সাং তথা দারিকানার দাস সাং তথা।	৬৬৬৭০	২০৬/১০	

7-5-84.

J. A. HOPKINS, Collector.

জেলা বগুড়ার কালেক্টরী।—বাকী খাজনার জাপনপত্রের পাঠ।

ইতার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাউতে যে ১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবর ৩ খাতা সাহেব জিলা বগুড়ার প্রধানী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১৮ মার্চ তারিখ প্রাপ্য বাকী মালগুজাবী এবং অন্যান্য দায়ের চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের মায় আদায় করা যাউতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ১৫ জুলাই তারিখ এ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ১৮৮৪। ৯ জুন।

তপসীল মহাল।

ভোক্তার নাম ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী।	টেকিয়ং।
সং ১০১৩৩৩৩৩ বেতার পং সেনবর্ষ।	সৈয়দানী তরুয়েছা বিবি চৌধুরানী পরহ।	৬১৩৭/১১	৮/১১	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের মধ্যে সৈয়দানী তরুয়েছা বিবি চৌধুরানী প্রভৃতির নামে ৫৮৫৫৫৫ পাউ সদর জমায় যে ১৬ নম্বর হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে নিম্নলিখিত অবশিষ্টাংশ নিলাম হইবে।
এ	খানমুন, চক্ষিকশোর, কালীকশোর মুন্সী, আবিরয়েছা বিবি, নাল সিংহ স্বঃ ও অলিউজি ফে চুলিলাল, পান্নালাল, ও অক্ষয় সিংহ নাবালক, ও হীরাদাল সিংহ	৬৮১১/১১	৮/১১	
সং ১৮১১ ডঃ কাহানু পং সেনবর্ষ।	কাদেহারেছা বিবি প্রভৃতি	৭৪৩/৪	৬১/৭৫	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের মধ্যে কাদেহারেছা বিবি প্রভৃতির নামে ১৫৮/ আনা সদর জমায় যে ৬ নম্বর হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে নিম্নলিখিত অবশিষ্টাংশ নিলাম হইবে।
এ	আনন্দকিশোর তরুদার গৌরমুঞ্জরী দাসা প্রভৃতি।	৫৮১১/৪	৬১/৭৫	

J. J. LIVESAY, Collector.

#### NOTICE.

Notice is hereby given, to all whom it may concern, that from and after 1st Baisakh 1291 B. S., we have, by petition through our pleader Baboo Sasi Bhushan Mukurjea to the Judge and Magistrate and Collector of Moorshedabad, discharged all our previous General Agents and Am-Mukhtars, and that thenceforward we shall not be responsible for the acts of other persons. Henceforward our only General Agent is our brother-in-law (Deor) Baboo Sita Kanta Mookurjea, under General Power No. 22 of 1884, of Dinagepur Sudder Sub-Registry Office.

শ্রীমতী গিরিজামনি দেব্যা।

শ্রীমতী ব্রজশ্রী দেব্যা।

( 12—3 )

#### Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, for cash only, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, for cash only, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

[স্বর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

### গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত স্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্টে কন্সটারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে গিল্লিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।০ টাকা।

অভ্যুতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে গিল্লিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৫০ বার আনা, ডাকমাশুল দিতে হইবে।

### স্বরনাশক দানাবাফা সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা ছালা হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহা দানা বাফেনা, একরূপ সামান্য স্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থীক কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কন্সটারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

### The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

“The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books for those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of Vedic hymns is not required of the more advanced student's only, yet, as soon as editions, translations, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, it is not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot converse with the ancient Rishis of his country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPR. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurumtollah Street, Calcutta.

### FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাক্সাল সেক্রেটেরিওট যন্ত্রাণে বিকরণার্থে আছে।

বারিটার-আট-লা ও জিঞ্জি-স্ট্রীট বঙ্গদেশের সিবিল সার্জিসে নিযুক্ত বর্ডমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেজি-কমিশানের অধর, সনর টেম্পলের ইন্সট্রুসি. ডি. ফিল্ড. এম. এ. ও এল. এল. ডি. সাইরবের এণ্ডীও বঙ্গদেশের ইন্সট্রুসি. সেক্রেটেরিওট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন এদেশের ভূমিবিচারী ও প্রতিনিয়ক আইন সংহিতা।

একর খামি পুস্তকের মূল্য ৫ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাক্সাল সেক্রেটেরিওটের অ্যাকৌন্ট্যান্টের নিকট একর খামি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

দ্রষ্টব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া সাইতে পারে।

[Government Gazette, 17th June 1894.]

NOTICE.

The 21st February 1893. —The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

<i>For the Mofussil.</i>		Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	... ..	10	0	0	per annum.
Postage	... ..	2	8	0	..
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal					
... ..	... ..	4	0	0	..
Postage	... ..	1	0	0	..
For a single copy—					
Entire Gazette	... ..	0	1	0	
Postage	... ..	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	... ..	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	... ..	0	1	0	

*For Calcutta.*

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

*Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.*

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বঙ্গদেশে গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অর্ধ নিম্নলিখিত দ্বারা নির্দিষ্ট হইবে :—

মফঃসলে ।

		টাকা ।
সম্পূর্ণ গেজেট	... ..	১০ ০ ০
ডাকমাশুল	... ..	২ ৮ ০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের দায়তাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)		
... ..	... ..	৪ ০ ০
ডাকমাশুল	... ..	১ ০ ০
সম্পূর্ণ এক খণ্ড গেজেটের মূল্য	... ..	১ ০
ডাকমাশুল	... ..	১ ০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার তাত্ত্বিক ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		
... ..	... ..	১ ০
ডাকমাশুল	... ..	১ ০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

## NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

*Under-Secretary to the Govt. of Bengal.*

*The 19th December 1882*

## NOTE—Rates for advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

	Rs.
Full page, per issue .. .. .	20
Half .. .. .	10
Cash advertisements.—1 anna per line.	

## বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাংলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাউবে না; ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মন্তব্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্মপক্ষদের কর্মস্থানীয় কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট জ্ঞাপনপত্রাতিতে পুস্তকাদি প্রেরণ করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কন্ম করাইতে চাহিলে ত্রিমাসিক নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আর্কাইভারের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহারের বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাউবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিক্টেট বাদ দিবার জন্য টাকার উপর আর এক কলাম পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বোল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১০ ডিসেম্বর।

মন্তব্য—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার স্থান এই—

	টাকা।
পূর্বা এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের	২০
আধ পৃষ্ঠা .. .. .	১০
কখনই ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই পক্ষি	১০

## বিজ্ঞাপন।

রাজকাগোপালকে বঙ্গদেশের সন্ত্রাসকার আইনের প্রসংগে হইলে কলিকাতার স্প্রিংমেড ওয়েস্ট টোলহাউসের জাতীয়ত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজিস্ট্রারের নামে শিরোনাম দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিং কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[*Government Gazette, 17th June, 1884.*]

কলিকাতা প্রোগ্রেসিভ জেল স্কুলে গবর্ণমেন্টের জন্য জীযুৎ এডউইন্স মরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।











